শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধব সংবাদঃ

(প্রথমঃ খণ্ডঃ)

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়-সংরক্ষকাচার্য্যবর্য্য-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদ-

পাদপদ্মানুকম্পিত

শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়-আসন-মিশন-প্রতিষ্ঠাতৃণা-

সভাপতিনা চ পরিব্রাজকাচার্য্যেণ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামিনা

সম্পাদিতঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধবসংবাদঃ

(শ্রীমদ্ভাগবতস্যৈকাদশঃ স্কন্ধঃ)

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

অথ ব্রহ্মাত্মজৈর্দেবৈঃ প্রজেশৈরাবৃতোঽভ্যগাৎ।
ভবশ্চ ভূতভব্যেশো যযৌ ভূতগণৈর্বৃতঃ॥ ১॥

অন্বয়। শ্রীশুকঃ উবাচ,—(অতঃপরমতিবিস্তরেণাত্মবিষ্ঠাং নিরূপয়িতুং তৎপ্রস্তাবমাহ,) অথ (অনন্তরম্) আত্মজৈঃ (সনকাদিভিঃ) দেবৈঃ (ইন্দ্রাদিভিঃ) প্রজেশৈঃ (মরীচ্যাদিভিশ্চ) আবৃতঃ (পরিবৃতঃ) ব্রহ্মা (কৃষ্ণং দিদৃক্ষুঃ সন্ দ্বারকাম্) অভ্যগাৎ (গতবান্) ভূতগণৈঃ বৃতঃ (পরিবৃতঃ) ভূতভব্যেশঃ (ভূতানাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং ভব্যেশো মঙ্গলবিধায়কঃ বা ভূতং অতীতং ভব্যং অনাগতং তয়োঃ ঈশঃ নিয়ামকঃ) ভবঃ (শিবঃ) চ যযৌ (দ্বারকাং গতঃ)॥ ১॥

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মা স্বীয় তনয় সনকাদি কুমারগণ, ইন্দ্রাদিদেববৃন্দ এবং মরীচ্যাদি প্রজাপতিগণে পরিবৃত হইয়া এবং সর্ব্বজনমঙ্গলপ্রদ শিব ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন॥ ১॥

বিশ্বনাথ।

ব্রহ্মাদিভিঃ স্তুতং সংহৃত্যান্তর্ধিৎসুং কুলং প্রভুম্।
জ্ঞাত্বা ন্যবেদয়ৎ প্রেষ্ঠঃ ষষ্ঠে স্বাভীষ্টমুদ্ধবঃ॥

আত্মজৈঃ সনকাদিভিঃ ভূতানাং প্রাণিনাং ভব্যস্য কল্যাণস্য ঈশো দাতা অভ্যগাৎ দ্বারকামিতি কর্ম্মপদেন চতুর্থশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ॥ ১॥

সারার্থদর্শিনীর বঙ্গানুবাদ।

এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মাদিদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে স্বকুলবিনাশান্তে অন্তর্হিত হইতে ইচ্ছুক জানিয়া প্রভুপ্রেষ্ঠ উদ্ধব তাঁহার নিকট নিজের অভীষ্ট জ্ঞাপন করিলেন।

(ব্রহ্মা) আত্মজ অর্থাৎ সনকাদি পুত্রগণসহ। ভূত অর্থাৎ প্রাণিগণের ভব্য অর্থাৎ কল্যাণের ঈশ—দাতা (শিবও) গমন করিলেন। চতুর্থশ্লোকস্থ 'দ্বারকায়' এই কর্ম্মপদসহ অন্বয়॥১॥

সারার্থানুদর্শিনী।

"নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্যশ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥"
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহো ভজে।
যেষাং প্রসাদমাত্রেণ পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ ॥
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে মহাবদান্যবিগ্রহম্।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাদ্ ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ ॥
নিত্যানন্দপ্রভুং বন্দে শ্রীঅদ্বৈতং মহেশ্বরম্।
শ্রীবাসঞ্চ তথা বন্দে গৌরশক্তিং গদাধরম্ ॥
যেনানুকম্পিতং বিশ্বমুদ্ধবপ্রশ্ননির্ণয়ৈঃ।
তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনরূপিণম্ ॥
শ্রুতসন্তৃতয়া ভক্ত্যা কেবলয়া হি মাধবঃ।
অজিতোঽপি জিতোঽহেষ ইতি ভগবতো মতম্ ॥
ভগবান্ স্বগুণৈর্মুগ্ধো রতস্তেষাং হি কীর্ত্তনে।
আগতো গুরুরূপেণ লোককল্যাণতৎপরঃ ॥
স্বেচ্ছাত্মদানলীলোঽয়ং স্বান্তর্নিত্যবিরাজিতঃ।
আচার্য্যবর্য্যরূপেণ স্বলীলাং মামশ্রাবয়ৎ ॥
পিবন্তং তন্মুখাম্ভোজ-চ্যুতং হরিকথামৃতম্।
মাং প্রেরয়ত্যযোগ্যং তু কথামৃতানুকীর্ত্তনে ॥
"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
নবধা-ভক্তিযোগস্য সাফল্যং কীর্ত্তনেন হি।
গৌরকৃষ্ণমতং হীদং—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' ॥
ইত্যাদেশাচ্চ গৌরস্য শ্রীগুরোঃ শিক্ষয়া পুনঃ।
প্রবৃত্তোঽহং বরাকোঽপি ভাগবতানুকীর্ত্তনে ॥
অজ্ঞানং বুদ্ধিহীনং চ ভক্তিহীনং সুদুর্ব্বলম্।
কীর্ত্তনে কুরু মাং যোগ্যং গুরুদেব মহেশ্বর ॥
নিজোচ্ছিষ্টপ্রসাদস্য প্রদানেন সদানুগম্।
পুষ্টং বিধত্তে যস্তস্মৈ শ্রীধরস্বামিনে নমঃ ॥
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহপ্রসাদতঃ।
তস্য প্রসাদপাত্রং হি বিশ্বনাথো মহোদয়ঃ ॥
বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ ॥
সারার্থদর্শিনী নাম্নী টীকা কৃত্বা দয়ালুনা।
গৌড়ীয়ভক্তসিদ্ধান্তং সুরহস্যং প্রকাশিতম্ ॥
তস্যানুগ্রহলাভায় সারার্থবোধনায় চ।
ভাষাটীকা কৃতৈবাত্র যা সারার্থানুদর্শিনী ॥
ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুণা নাম্না **ভক্তিবিবেক ভারতী**।
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়-ভক্তচরণ-সেবিনা ॥

সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার – এই চারিজন ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইঁহারা নিষ্ক্রিয়, অস্খলিতবীর্য্য এবং মোক্ষধর্ম্মনিষ্ঠ। সাংখ্য, যোগ, বৈরাগ্য এবং তপস্যা—এই চারিটী বিদ্যার বৃত্তি। সেই বৃত্তিচতুষ্টয়ই মূর্ত্তিমান চতুঃসন ইঁহারা আবেশাবতার। "সনকাদি, নারদ, পৃথু, পরশুরাম। জীবরূপ 'ব্রহ্মার' আবেশাবতার নাম।" চৈতন্যচরিতামৃত ম ২০।৩৬৭

ভব—শিব। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ভাগবত ১২।১৩।১৬, এই বাক্য হইতে পাওয়া যায় যে শ্রীশিব,—বৈষ্ণব শিরোমণি। তাহা ছাড়া ষষ্ঠ স্কন্ধে (৬।৩।২০-২১) স্বদূতগণের প্রতি শ্রীযমের উক্তি হইতেও জানা যায় যে ইনি ভাগবতধর্ম্মাভিজ্ঞ দ্বাদশ মহাজনগণের মধ্যে অন্যতম। অতএব তিনিই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বভূতের নিত্য কল্যাণদাতা।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অধার্ম্মিকগণের এবং দৃপ্ত ছল-রাজরূপধারী দৈত্যগণের অসংখ্য সেনার গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া ধরণীদেবী গোরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্না হন এবং করুণকণ্ঠে অশ্রুসিক্তবদনে স্বীয় দুর্ভাগ্যের কথা নিবেদন করেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা ধরণীদেবীর ক্লেশের কথা শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর ও দেবগণের সহিত ক্ষীরসমুদ্রতীরে গমন করেন। তাঁহারা তথায় স্থিরচিত্তে বিঘ্নবিনাশন বাঞ্ছাকল্পতরু ক্ষীরোদশায়ী পুরুষাবতার জগন্নাথকে পুরুষসূক্ত দ্বারা উপাসনা করেন। ব্রহ্মা, সমাধিমধ্যে আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দেবতাগণকে বলিলেন,—"হে দেববৃন্দ, তোমরা আমার নিকট হইতে ক্ষীরোদশায়ী মহাপুরুষের বাণী শ্রবণ কর এবং শীঘ্র তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। আমাদের নিবেদনের পূর্ব্বেই ভগবান্ ধরণীর দুঃখ অবগত হইয়াছেন। সেই নিখিলেশ্বর ভগবান্ ভূভারহরণের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন। তোমরা ভগবদংশভূত পার্ষদগণের সহিত যদুদিগের কুলে আবির্ভূত হও। দেবপত্নীগণ তত্তোষণার্থ ব্রজে অবতীর্ণ হউন্। সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীবাসুদেব স্বয়ংই বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইবেন। সহস্রবদন

শ্রীসঙ্কর্ষণ তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহারই সেবার জন্য অগ্রেই আবির্ভূত হইবেন। যে মায়াদ্বারা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত এই উভয়বিধ জগৎ মুগ্ধ সেই ভগবচ্ছক্তি বিষ্ণুমায়াও ভগবানের আদেশে প্রাদুর্ভূত হইবেন।" ব্রহ্মা দেবতাগণকে এইরূপ আদেশ করতঃ এবং ধরণীদেবীকেও বিবিধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। (ভাগবত ১০।১।১৭-২৬)।

সত্যব্রত ও লীলারত ভগবান্ ইহার পর সপার্ষদ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নিজ অতিমর্ত্ত্য লীলাবিলাসে ত্রিলোকবাসী জীবগণকে স্বচরণে সমাকর্ষণ করিলেন।

স্বেচ্ছাময় ভগবানের প্রকটলীলার পুনঃ অপ্রকটনের ইচ্ছা হইল। সর্ব্বভূতাত্মান্তর্যামীর এই ইচ্ছা ব্রহ্মার হৃদয়েও প্রেরণা প্রদান করিল। নিজ নাভিপদ্মজ ব্রহ্মার প্রার্থনায় তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবান্ সেই ব্রহ্মারই প্রার্থনায় পুনঃ অপ্রকাশিত হইবেন বলিয়াই ব্রহ্মা আত্মজ, দেবাদিগণও শিবসহ দ্বারকায় অবস্থিত সেই প্রভু কৃষ্ণের নিকটে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

ইন্দ্রো মরুদ্ভির্ভগবানাদিত্যা বসবোঽশ্বিনৌ।
ঋভবোঽঙ্গিরসো রুদ্রা বিশ্বে সাধ্যাশ্চ দেবতাঃ ॥ ২ ॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধচারণগুহ্যকাঃ।
ঋষয়ঃ পিতরশ্চৈব সবিদ্যাধরকিন্নরাঃ ॥ ৩ ॥
দ্বারকামুপসংজগ্মুঃ সর্ব্বে কৃষ্ণদিদৃক্ষবঃ।
বপুষা যেন ভগবান্ নরলোকমনোরমঃ।
যশো বিতেনে লোকেষু সর্ব্বলোকমলাপহম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়। ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যেন বপুষা (শ্রীবিগ্রহেণ) নরলোকমনোরমঃ (নরলোকস্য মনোরমঃ সন্) লোকেষু (সর্ব্বলোকেষু) সর্ব্বলোকমলাপহম্ (সর্ব্বেষাং লোকানাং মলং পাপমপহন্তীতি তথাভূতং) যশঃ বিতেনে (বিস্তারিতবান্) (তদতিসুন্দরং বপুর্দিদৃক্ষবঃ সন্তঃ) মরুদ্ভিঃ (বৃতঃ) ভগবান্ ইন্দ্রঃ, আদিত্যাঃ, বসবঃ, অশ্বিনৌ, ঋভবঃ, অঙ্গিরসঃ, রুদ্রাঃ, সাধ্যাঃ চ, বিশ্বে দেবতাঃ, গন্ধর্ব্বাঃ, অপ্সরসঃ, নাগাঃ, সিদ্ধচারণগুহ্যকাঃ, ঋষয়ঃ, পিতরঃ (অগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ) চ এব সবিদ্যাধরকিন্নরাঃ (বিদ্যাধরৈঃ কিন্নরৈশ্চ সহিতা এতে) সর্ব্বে কৃষ্ণদিদৃক্ষবঃ (কৃষ্ণং দ্রষ্টুমিচ্ছবঃ সন্তঃ) দ্বারকাম্ উপসঞ্জগ্মুঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ২-৪ ॥

অনুবাদ। হে মহারাজ! মরুদ্‌গণে পরিবেষ্টিত ভগবান্ ইন্দ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঋভুগণ, অঙ্গিরাসমূহ, রুদ্রগণ, সাধ্য, বিশ্বদেবগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ গুহ্যকগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষী হইয়া ভগবান্ যে শ্রীবিগ্রহের দ্বারা নরলোকের মনোরঞ্জনপূর্ব্বক সমগ্র জগতে অখিল লোকের পাপবিধ্বংশী যশঃ বিস্তার করিয়াছেন—তাদৃশ পরমরমণীয় অপূর্ব্ব বিগ্রহ দর্শনের নিমিত্ত দ্বারকায় উপনীত হইলেন ॥ ২-৪ ॥

বিশ্বনাথ। যেন বপুষা নরলোকমনোরমস্তং কৃষ্ণং দিদৃক্ষব ইত্যভেদোক্ত্যা বপুষঃ সকাশাজ্জীবস্য যথা ভেদস্তথা নেশ্বরস্যেতি জ্ঞাপিতং। যদুক্তং—"দেহদেহিবিভাগশ্চ নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ" ইতি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। "যে বপুদ্বারা নরলোক-মনোরম সেই কৃষ্ণকে দর্শনেচ্ছু সকলে—এই প্রকার অভেদ-উক্তি দ্বারা বপু হইতে জীবের যেরূপ ভেদ, ঈশ্বরের সেরূপ নহে ইহাই জ্ঞাপিত হইয়াছে; যেমন কূর্ম্মপুরাণে কথিত আছে—"ঈশ্বরে দেহদেহিভেদ কদাপি থাকে না॥" ৪ ॥

অনুদর্শিনী।

শ্রীভগবানের দেহ ও শ্রীভগবান্ অভিন্ন—

দেহাদ্যুপাধেরনিরূপিতত্বা—
দ্ভবো ন সাক্ষান্ন ভিদাত্মনঃ স্যাৎ।
অতো ন বন্ধস্তব নৈব মোক্ষঃ
স্যাতাং নিকামস্ত্বয়ি নোঽবিবেকঃ ॥

ভাঃ ১০।৪৮।২২

ভক্ত অক্রূর শ্রীভগবানকে বলিলেন—আপনার দেহাদি উপাধি-নিরূপিত নহে, একারণ আপনার জন্ম তথা দেহ-

দেহীর ভেদ থাকিতে পারে না। অপর, আপনার অবিদ্যা নাই সুতরাং তন্নিবন্ধন বন্ধ ও মোক্ষ হইতে পারে না।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"যদি বলেন 'আমার অবিদ্যা না থাকিলে এই অবিদ্যা-সম্বন্ধীয় দেহ কোথা হইতে আসিবে ?' তদুত্তর এই যে, আপনার দেহাদি উপাধি অবিদ্যাহেতু, ইহা কোন শাস্ত্রজ্ঞকর্তৃক নিরূপিত হয় নাই ; অতএব জীববৎ আপনার সংসার অথবা জন্মলাভ হয় না। যদি জীবের ন্যায় অবিদ্যাজনিত দেহই আপনার হইত, তবে আপনি স্বতন্ত্র হইলেও জীববৎই জন্মাদিমান্ হইতেন। অতএব আপনার দেহাদির উপাধিত্ব-অভাবহেতু জীবের ন্যায় আপনার সাক্ষাৎ পৈতৃক-ধাতুসম্বন্ধীয় জন্মাদি হয় না, কিন্তু আবির্ভাবাত্মক জন্ম হইয়া থাকে। অতএব জীবের ন্যায় দেহ হইতে ভিন্ন আত্মা আপনার নাই। আপনার দেহ আপনিই, অর্থাৎ আপনার দেহ-দেহীর পার্থক্য নাই। অতএব আপনার বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই।"

"নিরঞ্জনং নির্গুণমদ্বয়ং পরম্" ভাঃ ১০।৫১।৫৬

শ্রীমুচুকুন্দও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—আপনি নিরঞ্জন, নির্গুণ, অদ্বয় ও শ্রেষ্ঠ।

'ননু সত্যং নির্গুণ এবাস্মি ইদং মদীয়ং বপুস্তু গুণময়মেব বদন্তীত্যত আহ—অদ্বয়ং ত্বং ত্বদ্বপুশ্চ ন ভিন্নং ত্বমেব ত্বদ্বপুরিত্যর্থঃ।'—বিশ্বনাথ।

যদি প্রশ্ন হয় যে, সত্য আমি নিগুণ, দৃশ্যমান মদীয় বপু কিন্তু গুণময়ই। তদুত্তরে বলিতেছেন--অদ্বয় অর্থাৎ তুমি এবং তোমার বপু ভিন্ন নহে, তুমিই তোমার বপু—এই অর্থ।

অতএব শরীরী ভগবান্ ও তাঁহার শরীর একই পদার্থ। জীবের ন্যায় তাঁহাতে দেহ-দেহী ভেদ নাই—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ গীঃ ৯।১১

"মানুষীং তনুমেব বিশিনষ্টি—পরং উৎকৃষ্টং ভাবং সত্তাং বিশুদ্ধং সত্ত্বং সচ্চিদানন্দস্বরূপমিত্যর্থঃ ;—'ভাবঃ সত্তা স্বভাবাভিপ্রায়ঃ' ইত্যমরঃ। পরং ভাবমপি বিশিনষ্টি—'মম ভূতমহেশ্বরম্' মম স্রজ্যানি ভূতানি যে ব্রহ্মাদ্যাস্তেষামপি মহান্তমীশ্বরম্। তস্মাজ্জীবস্যৈব মম পরমেশ্বরস্য তনুর্ন ভিন্না ; তনুরেবাহং অহমেব তনুঃ, সাক্ষাদ্ ব্রহ্মৈব—শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ (ভাঃ ৩।২১।৮) ইতি মদভিজ্ঞঃ শুকোক্তেরিতি ভবাদৃশৈস্তু বিশ্বস্যতামিতি ভাব।"—শ্রীল বিশ্বনাথ।

'মানুষী তনুকেই বিশেষভাবে বলিতেছেন—পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ভাব অর্থাৎ সত্তা অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব বা সচ্চিদানন্দস্বরূপ—এই অর্থ--অমরকোষে ভাব শব্দে সত্তা, স্বভাব ও অভিপ্রায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরমভাবকেও বিশেষভাবে বলিতেছেন—ভূতমহেশ্বর, আমার অর্থাৎ পরমেশ্বর আমার স্রজ্য ভূতসমূহের ব্রহ্মাদি যাহারা আদি তাহাদেরও মহান্ত ঈশ্বরকে। সেই জন্য জীবের ন্যায় পরমেশ্বর আমার তনু ভিন্ন নহে, তনুই আমি, আমিই তনু অর্থাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মই—আমার জ্ঞাতা শুক বলিয়াছেন—'শব্দৈকবেদ্য যে ব্রহ্ম, তিনি ব্রহ্মময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন'। অতএব তোমাদের ন্যায় ভক্তগণেরও ইহাই বিশ্বাসযোগ্য—এই ভাব'।

শ্রীভগবান্ আত্মবিগ্রহ। অর্থাৎ সেই শ্রীবিগ্রহই কৃষ্ণের আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণের আত্মাই সেই বিগ্রহ।

'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।'

—ব্রহ্মসংহিতা ৫।১

'তদেবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপত্বে সিদ্ধে বিগ্রহ এবাত্মা তথাত্মৈব বিগ্রহ ইতি সিদ্ধম্'।—শ্রীল জীবপাদ।

'এই প্রকারে সিদ্ধ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপী (ভগবানের) যেরূপ বিগ্রহই আত্মা তদ্রূপ আত্মাই বিগ্রহ—ইহা সিদ্ধ হইল।'

ঐ আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং ঘণীভূত সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বই বিগ্রহ—

'ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়'—গোঃ তাঃ উঃ পূঃ বিঃ ১ শ্লোঃ।

'কিং তদ্রূপমিত্যাদি—শ্রীবিগ্রহাকারং স্বরূপং যস্য তস্মৈ'।—শ্রীল বিশ্বনাথ

'তাহার রূপ কি ?—এই প্রশ্নের উত্তরে –"শ্রীবিগ্রহাকার স্বরূপ যাঁহার তাঁহাকে'।

শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও কাশীবাসী জনৈক বিপ্রকে বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ' – দুই ত সমান।
'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ',– তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি,—তিন চিদানন্দস্বরূপ॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ'॥

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা—১৭শ পরিচ্ছেদ।

এক্ষণে কথা হইতেছে, ভগবান্ ও তাঁহার শরীর যদি একই পদার্থ হয় এবং ভগবান্ যদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হন, তাহা হইলে নরলোকের উহা দর্শনের সম্ভাবনা কোথায় ?

তদুত্তরে 'কৃষ্ণমেনমবেহি'—ভাঃ ১০।১৪।৫৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—

"তাহার মীমাংসা এই যে, জগতের হিতের জন্য নির্হেতুক অচিন্ত্য দয়ায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এই জগতে জগজ্জনের নিকট দেহধারীর মত প্রতীত হন; স্বয়ং ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলিয়া ঐরূপ প্রকাশিত হন মাত্র। তাঁহার অতর্ক্য ইচ্ছায় তৎকর্ত্তৃক স্বীকৃত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই তিনি গ্রাহ্য হন কিন্তু তৎকর্ত্তৃক অগৃহীত ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে স্বয়ংই শব্দাদির ন্যায় গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে।

অতএব ভাগবতামৃত-গ্রন্থে ধৃত অধ্যাত্ম রামায়ণ-বচনে দেখা যায়,—"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমানন্দং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্।" অর্থাৎ ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইয়াও নিজ শক্তিতে ব্যক্ত বা দৃশ্য হ । তাঁহার শক্তি ব্যতীত কে সেই অমিত ও পরমানন্দ প্রভুকে দর্শন করিবে ?

ঐ শ্লোকের অর্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন –"ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্ব-শক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া। সোঽভিব্যক্তো ভবেন্নেত্রে ন নেত্রবিষয়ত্বতঃ"॥ অর্থাৎ ভগবানের স্বেচ্ছাপ্রকাশিকা প্রকাশত্ব শক্তিদ্বারা তিনি স্বয়ং লোকচক্ষুতে অভিব্যক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তিনি নেত্রের বিষয়ীভূত ব্যাপার নহেন।"

ভাগবতের দশম স্কন্ধের ১০।৮৬।২০-২১ শ্লোকদ্বয়ে দেখা যায়, আনর্ত্ত, ধন্ব, কুরু, জাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, পাঞ্চাল, কুন্তি, মধু, কেকয়, কোশল ও অর্ণদেশবাসিগণ এবং অন্যান্য দেশস্থিত নরনারীগণ নিজ নিজ নেত্রদ্বারা তৎকালে অনুরাগসহকারে শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। ত্রিলোকগুরু ভগবান্ তৎকালে নিজ দৃষ্টিপাত দ্বারা অজ্ঞানান্ধকারবিমুক্তদৃষ্টি জনগণকে অভয় ও তত্ত্বজ্ঞান বিতরণপূর্ব্বক সুর-মানব-কীর্ত্তিত, পাপ-বিনাশন, দিঙ্মণ্ডলপ্রকাশক স্বীয় যশোগান শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমে বিদেহরাজ্যে উপস্থিত হইলেন।

সুতরাং ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানের যে দর্শন, তাহা কেবল তাঁহার অতর্ক্য অচিন্ত্য কৃপাশক্তিরই মহৈশ্বর্য্য জ্ঞাপক। তিনি কৃপা করিয়া যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়কে নিজদর্শন-সামর্থ্য প্রদান করেন, সেই ভাগ্যবানই তাঁহাকে দেখিতে পান।

"ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্ব্বা বৃহস্পতে।
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি॥"

মহাভারত শাঃ পঃ ৩৩৮।২০

হে বৃহস্পতে, তুমি অথবা আমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহি। তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে দেখিতে পান।

"সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ।
নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বয়ং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ॥"

পাদ্মে

সচ্চিদানন্দরূপ কৃষ্ণ অতীন্দ্রিয় হইয়াও নিজশক্তি-প্রভাবে ভক্তগণকে নিজদর্শনদান করাইতে সমর্থ।

শ্রীগৌরপার্ষদ ভক্তপ্রবর শ্রীবাস নিজপ্রভুকে বলিয়াছেন—

'অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ।
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাত॥

লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ আপনে।
যারে অনুগ্রহ কর, জানে সেই জনে॥"

চৈতন্যভাগবত অ ৯ অ

তবে এই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে তাঁহারই কৃপায় ও ইচ্ছায় ভক্ত ও অভক্ত সকলেই দর্শন করিলেও উভয়ের দর্শন এবং দর্শনফল এক নহে। কেন না, ভক্তবৎসল ভগবান্ অনুকূল জনগণকে নিজকৃপাদৃষ্টি দানে নিজ মাধুর্য্যের অনুভবসহ পরমানন্দজনক স্বদর্শন করান, আর প্রতিকূল কংসাদি অসুরগণের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় পিত্তদুষ্ট রসনায় মৎস্যণ্ডিকা ভোজনের ন্যায় ভগবানের মাধুর্য্যানুভব-রহিত ভগবদ্দর্শন করিয়া পরম দুঃখই লাভ করে। ইহাতে সমদর্শী ভগবানের বৈষম্য দোষ নাই, জীবের চিত্তবৃত্তিরই দোষ।

তথ্য

ইন্দ্র—আধিকারিক দেবতাবিশেষ। স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ-সাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্ম-সাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি—এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তর। এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ইন্দ্র বা দেবতার রাজাও চতুর্দ্দশ—যজ্ঞ, রোচন, সত্যজিৎ, ত্রিশিখ, বিভু, মন্ত্রদ্রুম, পুরন্দর, বলি, অদ্ভুত, শম্ভু, বৈধৃত, গন্ধধামা, দিবস্পতি ও শুচি। (ভাঃ ৮মস্কঃ ১ম অঃ, ৫ম অঃ ও ১৩শ অঃ দ্রষ্টব্য)

মরুদ্গণ—কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে উৎপন্ন গণ-দেবতাবিশেষ। ইহাদের সংখ্যা উনপঞ্চাশৎ। ভাঃ ৬।১৮।৬২-৬৪।

আদিত্য—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, উরুক্রম—দ্বাদশ আদিত্য কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে উৎপন্ন গণদেবতাবিশেষ। ভাঃ ৬।৬।৩৯।

অষ্টবসু—দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বাস্তু ও বিভাবসু। ভাঃ ৬।৬।১০-১১।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়—অশ্বিনীরূপধারিণী সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বরূপধারী সূর্য্যের ঔরসে উৎপন্ন যমজ পুত্রদ্বয়—ভাঃ ৬।৬।৪০।

ঋভুদেবগণ—আপ্য, প্রভূত, ঋভু, পৃথুক ও দিবৌকস নামধারী—ভাঃ ৪।৫।৩৩।

অঙ্গিরা—ব্রহ্মার মানসপুত্র। সপ্তর্ষির অন্যতম ভাঃ ৩।১২।২২

একাদশ রুদ্র—মন্যু, মনু, মহিনস্ মহান্, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত। ভাঃ ৩।১২।১২

রৈবত, অজ, ভব, একপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বৃষাকপি, ভীম, বাম, উগ্র, বহুরূপ ও মহান্—ভাঃ ৬।৬।১৭-১৮

বিশ্বদেবগণ—বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষ, কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরূরবা ও মদ্রব—দশজন—ভাঃ ৬।৬।৭।

সাধ্য—মন, মন্তা, প্রাণ, নর, পান, বীর্য্যবান্, বিনির্ভয়, নয়, দংশ, নারায়ণ, বৃষ ও প্রভু দ্বাদশ-গণদেবতা। ভাঃ ৬।৬।৭

গন্ধর্ব্ব দেবযোনিবিশেষ। ব্রহ্মার কান্তি হইতে জন্ম (—ভাঃ ৩।২০।৩৮)। বিশ্বাবসু প্রভৃতি স্বর্গীয় গায়কগণ।

অপ্সরা—ব্রহ্মার কান্তি হইতে উৎপন্ন (ভাঃ ৩।২০।৩৮) স্বর্বেশ্যা ও নর্ত্তকীগণ।

নাগগণ—ব্রহ্মার কেশ হইতে উৎপন্ন (ভাঃ ৩।২০।৪৮)

সিদ্ধ—ব্রহ্মার অন্তর্দ্ধান-শক্তি হইতে উৎপন্ন দেবযোনি-বিশেষ। (ভাঃ ৩।২০।৪৪)

চারণ—দেবগণের স্তুতিপাঠক। "দেবানাং গায়নাস্তে চ চারণাঃ স্তুতিপাঠকাঃ।" পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড।

গুহ্যক—কুবেরের অনুচর।

ঋষিগণ—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ প্রভৃতি। ভাঃ ৩।১২।২২।

পিতৃগণ—অগ্নিষ্বাত্তা, বহির্ষদ, সুভাস্বর বা সৌম্য, আজ্যপা, উপহূত বা উষ্মপা, ক্রব্যাদ বা হবিষ্যন্ত ও সুকালিন পিতৃসংজ্ঞক দেবযোনিবিশেষ। ব্রহ্মার অদৃশ্যকায় হইতে উৎপন্ন (ভাঃ ৩।২০।৪২)।

বিদ্যাধরগণ—ব্রহ্মার অন্তর্দ্ধানশক্তিজাত ইন্দ্রজাল বিদ্যানৃত্যনিপুণ দেবযোনিবিশেষ (ভাঃ ৩।২০।৪৪)।

কিন্নরগণ—স্বর্গীয় গায়ক—ব্রহ্মার প্রতিবিম্ব হইতে উৎপন্ন (ভাঃ ৩।২০।৪৫)। ২-৪॥

তস্যাং বিভ্রাজমানায়াং সমৃদ্ধায়াং মহর্দ্ধিভিঃ।
ব্যচক্ষতাবিতৃপ্তাক্ষাঃ কৃষ্ণমদ্ভুতদর্শনম্ ॥৫॥

অন্বয়—অবিতৃপ্তাক্ষঃ (ন বিতৃপ্তানি অক্ষীণি ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে ব্রহ্মাদয়ঃ) মহর্দ্ধিভিঃ (মহতীভিঃ ঋদ্ধিভিঃ ভোগ্য ভোগোপকরণৈঃ) সমৃদ্ধায়াং (পূর্ণায়াং, অতএব) বিভ্রাজ মানায়াং (শোভমানায়াং) তস্যাং (দ্বারকায়াং) অদ্ভুত দর্শনম্ (অদ্ভুতম্ অতি সুন্দরং দর্শনং রূপং যস্য তং) কৃষ্ণং ব্যচক্ষত (অপশ্যন্) ॥৫॥

অনুবাদ—হে রাজন্! অনন্তর সেই ব্রহ্মাদি দেবতাগণ অতুল ঐশ্বর্য্যাদি বৈভবসমন্বিত পূর্ণ সমৃদ্ধিশালী পরম শোভনীয় দ্বারকানগরীতে প্রবিষ্ট হইয়া অতিসুন্দর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অতৃপ্ত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন ॥৫॥

বিশ্বনাথ—তস্যাং দ্বারকায়াং ব্যচক্ষত অপশ্যন্ ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ—তাহাতে অর্থাৎ দ্বারকাতে (কৃষ্ণকে) দর্শন করিয়াছিলেন ॥৫॥

অনুদর্শিনী

দ্বারকার পরিচয়—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কংস নিহত হইলে কংসপত্নীদ্বয় পিতা জরাসন্ধের গৃহে গমন করিয়া তাহাদের বৈধব্যের কারণ পিতার নিকট বর্ণন করে। জরাসন্ধ শোকার্ত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবী যাদবশূন্য করিবার নিমিত্ত অপরিমিত সৈন্য লইয়া ক্রমাগত সপ্তদশবার মথুরা অবরোধ করে। অতঃপর অষ্টাদশবার যুদ্ধের সম্ভাবনা কালে নারদ কর্ত্তৃক প্রেরিত কালযবনও যুদ্ধার্থী হইয়া তিন কোটি ম্লেচ্ছসৈন্যে মথুরানগর অবরোধ করিল। সঙ্কর্ষণ-সহায় শ্রীকৃষ্ণ, কালযবনের মথুরা অবরোধ এবং জরাসন্ধের অদূরবর্ত্তী ভাবী আক্রমণে তদাশ্রিতগণের বিপদ চিন্তা করিয়া ভাবিলেন—অদ্যই এক দ্বিপদ দুর্গম দুর্গ রচনা করিয়া তন্মধ্যে আত্মীয়গণকে স্থাপন পূর্ব্বক পশ্চাৎ কাল-যবনকে বিনষ্ট করিব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আলোচনা করিয়া সমুদ্র মধ্যে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত দুর্গ এবং তন্মধ্যে এক অতি আশ্চর্য্যজনক নগর প্রস্তুত করিলেন। উক্ত নগর মধ্যে বিশ্বকর্ম্মার যাবতীয় বৈজ্ঞানিক শিল্পনৈপুণ্য পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। যথাযথরূপে রাজপথাদি বিন্যস্ত হইয়াছিল, উদ্যানসমূহ সুশোভিত ছিল। স্বর্ণময় অট্টালিকাদি বর্ত্তমান ছিল। উক্তনগর চতুর্ব্বর্ণ লোকপূর্ণ ছিল ও উহা রাজগৃহসমূহ সর্ব্বোপরি শোভমান ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র, সুধর্ম্মা নাম্নী দেবসভা এবং পারিজাত; বরুণদেব, অতিবেগবান্ শুক্লবর্ণ অশ্বসকল, কুবের পদ্ম প্রভৃতি অষ্টকোশ এবং অন্যান্য লোকপালগণ নিজ নিজ বিভূতি শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য সিদ্ধগণও শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রাপ্ত নিজ নিজ সিদ্ধি-সকল তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ নগরে অবস্থিত মনুষ্যগণ ক্ষুৎপিপাসাদি মর্ত্ত্যধর্ম্মে অভিভূত হইতেন না। শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে সমস্ত আত্মীয়জনকে মথুরা হইতে ঐ পুরমধ্যে আনিয়াছিলেন। ভাঃ ১০।৫০।৪৩-৫৭

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে দেখা যায়—

সুষুপ্তান্মথুরায়াস্তু পৌরাংস্তত্র জনার্দ্দনঃ।
উদ্ধৃত্য সহসা রাত্রৌ দ্বারকায়াং ন্যবেশয়ৎ ॥
প্রবুদ্ধাস্তে জনাঃ সর্ব্বে পুত্রদারসমন্বিতাঃ।
হৈম-হর্ম্ম্যতলে বিষ্টা বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥

অর্থাৎ ভগবান্ জনার্দ্দন মথুরায় নিদ্রিত পৌরজনকে রাত্রিকালে সহসা দ্বারকায় লইয়াছিলেন। সেই সকল লোক জাগ্রত হইয়া পুত্রপরিবারসমন্বিত আপনাদিগকে স্বর্ণভবনে অবস্থিত দেখিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হন।

দ্বারকাধাম নিত্য—ভগবানের ন্যায় ভগবানের নাম, ধাম, বিগ্রহ সবই নিত্য ও অপ্রাকৃত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবক্ষেত্র মথুরা রাজলীলাক্ষেত্র দ্বারকা এবং বাল্য ও পৌগণ্ড লীলা ক্ষেত্র বৃন্দাবন প্রাকৃত জগতে অবস্থিত দৃষ্ট হইলেও ভগবানের ন্যায় অপ্রাকৃত ও নিত্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখক পূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

প্রকৃতির পার 'পরব্যোম' নামে ধাম।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি গুণবান ॥
সর্ব্বগ, অনন্ত ব্রহ্ম-বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥

তাহার উপরিভাগে 'কৃষ্ণলোক' খ্যাতি।
দ্বারকা-মথুরা-গোকুল, ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোক নাম।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন নাম॥
মথুরা দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা॥

চৈঃ চঃ আদি ৫ম অঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুও সনাতন শিক্ষায় বলিয়াছেন,—

গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজে নিত্যস্থিতি॥
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥
... ...
ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে 'পূর্ণতম'।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে 'পূর্ণতর' 'পূর্ণ'॥

এখন কথা হইতেছে পরব্যোমে অবস্থিত ধামসমূহের সহিত প্রপঞ্চে অবস্থিত এই ধামসমূহের সম্বন্ধ কিরূপ?

ইহার মীমাংসায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভুর স্বকৃত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ হইতে জানা যায়, -

নারদপঞ্চরাত্রে বিজয়াখ্যানে 'তৎসর্ব্বোপরি গোলোকে শ্রীগোবিন্দঃ সদা স্বয়ম্। বিহরেৎ পরমানন্দী গোপী গোকুলনায়কঃ ইতি তদেবং সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণলোকোঽস্তীতি সিদ্ধম্। স চ লোকস্তত্তল্লীলাপরিকরভেদেনাংশভেদাৎ দ্বারকামথুরাগোকুলাখ্যস্থানত্রয়াত্মক ইতি নির্ণীতম্। অন্যত্র তু ভুবি প্রসিদ্ধান্যেব তত্তদাখ্যানি স্থানানি তদ্রূপত্বেন শ্রূয়ন্তে, তেষামপি বৈকুণ্ঠান্তরবৎ প্রপঞ্চাতীতত্ব নিত্যত্বা-লৌকিকরূপত্ব-ভগবন্নিত্যাস্পদত্ব-কথনাৎ।"

অর্থাৎ নারদপঞ্চরাত্রে বিজয়াখ্যান-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, সেই ধাম সকলের উপরিভাগে গোলোকে সর্ব্বদা স্বয়ং গোপীনাথ গোকুলাধিপতি গোবিন্দদেব পরমানন্দে বিহার করেন। তাহা হইলে সর্ব্ব-লোকোপরি কৃষ্ণলোকের স্থিতিই সিদ্ধ হয়। সেই কৃষ্ণ-লোকই যে সেই সেই লীলা ও পরিকরভেদে এবং অংশ-ভেদে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠাত্মক 'দ্বারকা', 'মথুরা' ও 'গোকুল' নামক স্থানত্রয়—তাহাই নির্ণীত হইল। অন্যত্র প্রপঞ্চাগত পৃথিবীতে সেই সেই নামবিশিষ্ট স্থানসমূহও তদ্রূপই শুনা যায়; যেহেতু তাহাও অন্য বৈকুণ্ঠের ন্যায় প্রপঞ্চের অতীত, নিত্য অলৌকিক-রূপবিশিষ্ট ও ভগবানের নিত্যাস্পদ বলিয়া কথিত।

স্কন্দপুরাণ-বচনেও দেখা যায়,—

যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ।
তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতাঃ॥

এই প্রপঞ্চে ভগবানের যেরূপ প্রিয় পুরীসমূহের অবস্থিতি আছে, সেই প্রকার পুরীত্রয় তাঁহার লীলার উদ্দেশে বৈকুণ্ঠেও বিরাজিত।

গোলোক, গোকুলধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥

(চৈঃ চঃ ম ২০ পঃ)

নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্॥ ভাঃ ১১।৩১।২৪

ভগবান্ মধুসূদন হরি তথায় নিত্যকাল বিরাজমান রহিয়াছেন। ঐ স্থানের স্মরণমাত্রেই মানবগণের সর্ব্ব-প্রকার অশুভ বিনষ্ট হইয়া পরমমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীর মধ্যে দ্বারকা বা দ্বারাবতী অন্যতম,—

অযোধ্যা মথুরা মায়া, কাশী কাঞ্চী হ্যবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকা॥

কুরুপতির পুরাঙ্গণাগণ বলিয়াছেন—

অহো বত স্বর্যশসস্তিরস্করী
কুশস্থলী পুণ্যযশস্করী ভুবঃ।
পশ্যন্তি নিত্যং যদনুগ্রহেষিতং
স্মিতাবলোকং স্বপতিং স্ম যৎপ্রজাঃ॥

ভাঃ ১।১০।২৭

উঃ কি আশ্চর্য্য! দ্বারকাপুরী স্বর্গের কীর্ত্তিকেও তিরস্কার করিতেছে, অতএব স্বর্গ হইতেও উৎকৃষ্ট এবং ইহা পৃথিবীর পবিত্রকীর্ত্তি বিধান করিতেছে। কেননা সেই

দ্বারকাবাসী প্রজাবৃন্দ অখিলাত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ নিমিত্ত তাঁহার অভীষ্ট সহাস্য নয়ন সর্ব্বদা দর্শন করেন।

অদ্ভুতদর্শন কৃষ্ণ—'অতি সুন্দরদর্শন' কৃষ্ণকে ব্রহ্মাদি দেবগণ 'অতৃপ্তনয়নে' দর্শন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তি ঈদৃশ সুন্দরদর্শন যে, বারংবার দর্শন করিয়াও তাঁহাদিগের নয়নের তৃপ্তি হইল না। তৃপ্তি না হইবার বিশেষ কারণ আছে। যে বস্তুর কালে পরিবর্ত্তন হয় অর্থাৎ যে বস্তু পুরাতন হয়, তাহার দর্শনেই জীবের তৃপ্তি হয়। কিন্তু যাহা নিত্য-নূতন, যাহা প্রত্যেক দর্শনে নূতন অনুভূত হয়, তাহাকে দর্শন করিয়া কেহ কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না; বরং দর্শনের অভিলাষ ক্রমাগতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের মধুরতম শ্রীমূর্ত্তি নিত্য-নূতন বলিয়াই দেবগণ তদ্দর্শনে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এরূপ সর্ব্বমনোহর শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন যে তিনি নিখিল-লোকলাবণ্যবিজয়িনী স্বীয় অঙ্গপ্রভাদ্বারা মানবগণের নয়ন আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গ-দর্শন ব্যতীত চক্ষুর অন্য দর্শনে অপ্রবৃত্তির উদয় হইয়াছিল।" ভাঃ ১।১।৬

শ্রীকৃষ্ণকথাকীর্ত্তনকারী জগদ্গুরু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী নিজ ইষ্টদেবের রূপবর্ণনায় বলিয়াছেন,—

> যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
> ভ্রাজৎ কপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
> নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
> নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতাঃ নিমেশ্চ॥
> ভাঃ ৯।২৪।৬৫

যাঁহার মুখচন্দ্র, মকরকুণ্ডলশোভিত কর্ণ, শোভমান কপোল, সৌন্দর্য্য, সবিলাস হাস,—এই সমস্ত নিত্যোৎসব চক্ষুর্দ্বারা পান করিয়া নরনারীগণ পরমানন্দিত হইতেন এবং দর্শনবাধক চক্ষুর নিমেষের প্রতি কিঞ্চিৎ কুপিত হইতেন।

শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নিজের শ্রীমুখেই এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নিজপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে শুনাইয়াছেন,—

> সখি হে, কৃষ্ণমুখ—দ্বিজরাজরাজ।
> কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে, বসি' রাজ্যশাসনে
> করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ॥
> দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি'—মণি সুদর্পণ,
> সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
> ললাটে অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দন-বিন্দু,
> সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥
> করনখ চান্দের ঠাট, বংশী উপর করে নাট
> তার গীত মুরলীর তান।
> পদনখ—চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
> নূপুরের ধ্বনি যার গান॥
> নাচে মকর-কুণ্ডল, নেত্রলীলা-কমল,
> বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
> ভ্রূ—ধনু, নেত্র—বাণ, ধনুর্গুণ—দুইকাণ,
> নারীমন-লক্ষ্য বিন্ধে তায়॥
> এই চান্দের বড় নাট, পসারি চান্দের হাট,
> বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত।
> কাহোঁ স্মিত জোৎস্নামৃতে, কাঁহারে অধরামৃতে
> সব লোক করে আপ্যায়িত॥
> বিপুলায়তারুণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন,
> মন্ত্রী যার এ-দুই নয়ন।
> লাবণ্য—কেলি-সদন, জননেত্ররসায়ন,
> সুখময় গোবিন্দ-বদন॥
> যাঁর পুণ্যপুঞ্জফলে, সে-মুখ-দর্শন মিলে,
> দুই আঁখি কি করিবে পানে?
> দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণালোভ, পিতে নারে, মনঃক্ষোভ,
> দুঃখে করে বিধির নিন্দনে॥
> না দিলেক লক্ষকোটি, সবে দিলা আঁখি দুটি,
> তাতে দিলা নিমিষ-আচ্ছাদন।
> বিধি—জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
> নাহি জানে যোগ্য সৃজন॥

যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বি-নয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার॥

শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শনে অন্যের অতৃপ্তি ত দূরের কথা, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই নিজরূপ-দর্শনে নিজেই অতৃপ্ত ও বিস্মিত,—

যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ ভাঃ ৩।২।১২

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ স্বীয় যোগমায়াবলে প্রপঞ্চ-জগতে স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী। তাহা এত মনোরম যে, তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়—তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম অলৌকিক॥ ৫ ॥

স্বর্গোদ্যানোপগৈর্মাল্যৈশ্ছাদয়ন্তো যদূত্তমম্।
গীর্ভিশ্চিত্রপদার্থাভিস্তুষ্টুবুর্জগদীশ্বরম্॥ ৬ ॥

অন্বয়। (তদা তে) স্বর্গোদ্যানোপগৈঃ (স্বর্গোদ্যানস্থৈঃ) মাল্যৈঃ (পুষ্পৈঃ) যদূত্তমং (যদুবরং) জগদীশ্বরং (শ্রীকৃষ্ণং) ছাদয়ন্তঃ (আবৃণ্বন্তঃ) চিত্রপদার্থাভিঃ (চিত্রাণি মনোহরাণি, শৃঙ্খলবদ্ধপ্রায়ানি পদাণি অর্থাশ্চ যাসু তাভিঃ) গীর্ভিঃ (বাণীভিঃ) তুষ্টুবুঃ (স্তুতবন্তঃ)॥ ৬ ॥

অনুবাদ। অনন্তর তাঁহারা স্বর্গীয় নন্দন-কাননজাত পুষ্পমাল্যরাশি-দ্বারা যদুবর জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বিভূষিত করিয়া সুললিত পদ এবং সুমধুর অর্থযুক্ত বাক্যদ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ। স্বর্গোদ্যান এবোপগৈরুপগতৈঃ। চিত্রাণি শৃঙ্খলাবদ্ধপ্রায়াণি পদানি অর্থাশ্চ যাসু তাভির্গীর্ভিঃ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। স্বর্গোদ্যানে উপগ অর্থাৎ উপগত। চিত্র অর্থাৎ শৃঙ্খলাবদ্ধপ্রায় পদ এবং অর্থ যাহাতে সেই বাক্য দ্বারা॥ ৬ ॥

অনুদর্শিনী। দেবগণ স্বর্গ হইতে নন্দন-কাননজাত পুষ্পদ্বারা সুরচিত যে মাল্য আনিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা যদুকুল-ভূষণ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সজ্জিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের প্রিয়তম। সুতরাং তাঁহাদের অত্যন্ত প্রিয়বস্তু নন্দন-কাননজাত পুষ্পসকল দ্বারাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সজ্জিত করিলেন। কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না,—বিচিত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ ও অর্থযুক্ত শ্রুতিমনোহর স্তুতিবাক্য দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যে কাব্যের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদ্যের চরমস্থ বর্ণ, পদ ও তাহার অর্থ উত্তর পদ্যের আদিম বর্ণ, পদ ও পদের অর্থসমূহের সাদৃশ্য থাকে, তাহাকে 'চিত্রকাব্য' বলে॥ ৬ ॥

শ্রীদেবা উচুঃ,

নতাঃ স্ম তে নাথ পদারবিন্দং
বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ।
যচ্চিন্ত্যতেঽন্তর্হৃদি ভাবযুক্তৈ-
র্মুমুক্ষুভিঃ কর্ম্মময়োরুপাশাৎ॥ ৭ ॥

অন্বয়। শ্রীদেবাঃ উচুঃ,—(হে) নাথ! কর্ম্মময়োরুপাশাৎ (কর্ম্মময়াৎ উরোর্দৃঢ়াৎ পাশাৎ বন্ধনাৎ) মুমুক্ষুভিঃ (মুক্তিকামিভিঃ) ভাবযুক্তৈঃ (যোগনিষ্ঠৈর্জনৈঃ) যৎ (কেবলং) অন্তর্হৃদি (হৃদয়ে) চিন্ত্যতে (ন তু দৃশ্যতে তৎ) তে (তব) পদারবিন্দং (পাদপদ্মং) (দৃষ্ট্বা বয়ম্) বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ নতাঃ স্মঃ (নমস্কৃতবন্তঃ)॥৭॥

অনুবাদ। শ্রীদেবগণ বলিলেন, হে নাথ! মুমুক্ষুগণ দৃঢ় কর্ম্মময় সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি কামনায় হৃদয়মধ্যে কেবলমাত্র যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারেন না, আমরা আপনার কৃপায় সেই শ্রীপাদপদ্ম সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বাক্যদ্বারা সর্ব্বতোভাবে আপনাকে প্রণাম করিতেছি॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ। বুদ্ধ্যা বুদ্ধ্যধিষ্ঠানেন হৃদয়েনেন্দ্রিয়েণেতি দৃগ্‌ভ্যাং পদ্ভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চেত্যর্থঃ। প্রাণেন প্রাণবতা

দেহেনেতি জান্বাদ্যঙ্গান্যপি লক্ষানি। যথাহুঃ,—"দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা। মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ" ইতি। যচ্চরণারবিন্দং কেবলমন্তর্হৃদি চিন্ত্যতে ন তু দৃশ্যতে। তৎ বয়ং দৃষ্ট্বা নতাঃ স্ম ইত্যহো ভাগ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। 'বুদ্ধি-দ্বারা অর্থাৎ বুদ্ধির অধিষ্ঠান হৃদয়-দ্বারা, ইন্দ্রিয়-দ্বারা অর্থাৎ অক্ষিদ্বয়, পদদ্বয় ও বাহু-দ্বয় দ্বারা। প্রাণদ্বারা অর্থাৎ প্রাণবান্ দেহদ্বারা, ইহাতে জানু প্রভৃতি অন্যান্য অঙ্গও পরিলক্ষিত। যেমন কথিত আছে—"বাহুদ্বয়-দ্বারা, পদদ্বয়-দ্বারা, জানুদ্বয়-দ্বারা, বক্ষঃস্থলদ্বারা, মস্তকদ্বারা, নয়নদ্বারা, মনদ্বারা ও বাক্যদ্বারা যে প্রণাম তাহা 'অষ্টাঙ্গ প্রণাম' বলিয়া কথিত।" যাঁহার চরণারবিন্দ কেবল অন্তঃহৃদয়ে চিন্তিত হয়, দেখা যায় না, তাহা আমরা দেখিয়া প্রণাম করিতেছি। অহো, আমাদের কি সৌভাগ্য!॥ ৭ ॥

অনুদর্শিনী। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ স্তবের প্রারম্ভে ভগবান্‌কে বলিলেন, হে নাথ! আমরা আপনাকে 'বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ' প্রণাম করিতেছি। অর্থাৎ আমরা জগৎকার্য্যে ঈশ্বর বলিয়া প্রতীত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে আপনিই একমাত্র নাথ বা স্বামী। আপনিই মূল কর্ত্তা। আমরা আপনার শক্তিতেই শক্তিমান্ হইয়া আপনার ঈপ্সিত কার্য্যে ব্রতী। আপনাকে ছাড়িয়া আমাদের ব্যক্তিগত কোন সামর্থ্য নাই এবং আমরা অনাথ।

ভগবান্‌ই বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির স্রষ্টা—

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ।
মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ ॥ ভাঃ ১০।৮৭।২

শ্রীশুকদেব বলিলেন—রাজন্, জীবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তির জন্য ভগবান্ নারায়ণ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন এবং প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছেন।

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সেই জন্য বলিলেন—আমাদের যে কোন অংশে কর্ত্তৃত্বের অভিমান হয়, আমরা সেই সেই অংশ আপনাতে অর্পণ করিয়া আপনারই সেবা করিতে চাই। আমরা যে বুদ্ধিদ্বারা হৃদয়ে সদসৎ বিচার করি; যে চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করি, যে পদদ্বয়ের দ্বারা যাতায়াত করি ও যে বাহুদ্বারা কার্য্য করি; যে প্রাণন-শক্তির দ্বারা দেহের ইতস্ততঃ সঞ্চালন করি; যে মনের দ্বারা সকল্প-বিকল্প করি এবং যে বাক্যের দ্বারা মনোগত ভাব মুখে প্রকাশ করি—এ সকলই আপনার প্রদত্ত আমাদের ব্যবহারোপযোগী উপকরণ মাত্র। আপনি অন্তর্য্যামিরূপে আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। আপনার ঈক্ষণেই ইহারা কার্য্যক্ষেত্রে করণের কার্য্য করিয়া থাকে। আপনার প্রদত্ত সামগ্রীই আপনার সেবায় প্রদান করিলাম। আপনি কৃপাপ্রকাশে গ্রহণ করুন।

ভাবযুক্ত মুমুক্ষুগণই কেবল ভগবানের চরণ অন্তরে চিন্তা করেন কিন্তু দেখিতে পান না। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, ভাবরহিত শুষ্ক মুমুক্ষুগণ ভগবানের চরণচিন্তনেও অযোগ্য। দেবতাগণ সেই শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহারই রূপ-গুণাদির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহাকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলেন, এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—অহো, আমাদের কি সৌভাগ্য!॥ ৭ ॥

ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্বিভাব্যং
ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্‌গুণস্থঃ।
নৈতৈর্ভবানজিতকর্ম্মভিরজ্যতে বৈ
যৎ স্বে সুখেঽব্যবহিতেঽভিরতোঽনবদ্যঃ ॥৮॥

অন্বয়। (হে) অজিত! ত্বং তদ্‌গুণস্থঃ (তস্যাঃ মায়য়া গুণেষু সত্ত্বাদিষু নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতঃ সন্, তয়া) ত্রিগুণয়া (ত্রিগুণময্যা) মায়য়া আত্মনি (স্বস্মিন্ আধারভূতে) দুর্ব্বিভাব্যং (মনসাপি অবিতর্ক্যং) ব্যক্তং (মহদাদি প্রপঞ্চং) সৃজসি, অবসি (পালয়সি) লুম্পসি (সংহরসি)। এতৈঃ (সৃষ্ট্যাদিভিঃ) কর্ম্মভিঃ ভবান্ বৈ (নূনং) ন অজ্যতে (পুণ্যপাপাদিভিঃ ন লিপ্যতে) যৎ (যস্মাৎ) অনবদ্যঃ (অবিদ্যাদিদোষরহিতঃ) অব্যবহিতে (অনাবৃতে) স্বে (আত্মস্বরূপে) সুখে অভিরতঃ (রমমাণোঽস্তি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। হে অজিত! আপনি সত্ত্বাদি মায়িক গুণসমূহের নিয়ন্তৃরূপে অবস্থান করিয়া স্বীয় ত্রিগুণময়ী মায়া-দ্বারা আধারভূত স্বস্বরূপেই মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অচিন্তনীয় প্রপঞ্চের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন; অথচ এই সকল কর্ম্মদ্বারা আপনি স্বয়ং লিপ্ত নহেন, কেননা, আপনি অবিদ্যাদি-দোষরহিত এবং অনাবৃত বলিয়া সর্ব্বদা স্বাত্মানন্দে বিরাজিত ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ। অস্মদাদিভিরীশ্বরৈরপি নমস্যত্বে তব দুর্ব্বিতর্ক্যং পরম-পরমেশ্বরত্বমেব হেতুরিত্যাহুস্ত্বমিতি। ব্যক্তং বিশ্বং তদ্গুণস্থঃ তস্যা মায়ায়া গুণেষু নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতঃ। সৃষ্ট্যাদিকং কুর্ব্বন্নপি এতৈঃ কর্ম্মভির্ভবান্ নাজ্যতে ন লিপ্যতে। তত্র হেতুঃ। যঃ স্বীয়ে সুখে অব্যবহিতে অনাবৃতেঽভিরতঃ ন তু জীব ইব স্বসুখে অবিদ্যয়া আবৃতে সতি রমণাভাবাদ্দীনঃ, অতএব স কর্ম্মভির্লিপ্তঃ। এবঞ্চ ত্বমনবদ্যঃ স তু সাবদ্যঃ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। "আপনি যে আমি প্রভৃতি ঈশ্বরগণেরও নমস্য কেন, তাহার হেতু—আপনার দুর্ব্বিতর্ক্য পরম-পরমেশ্বরত্ব। ব্যক্ত অর্থাৎ বিশ্ব—তদ্গুণস্থ অর্থাৎ সেই মায়ার গুণসমূহে নিয়ন্তৃরূপে স্থিত। সৃষ্ট্যাদি করিয়াও এই সকল কর্ম্মের দ্বারা আপনি লিপ্ত হন না। তাহার হেতু যিনি স্বীয় অব্যবহিত অর্থাৎ অনাবৃত সুখে অভিরত। জীবের ন্যায় নিজের সুখ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হইলে তাহাতে রমণের অভাবহেতু দীন নহেন। অতএব জীব কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত। আর এই ভাবেই আপনি অনবদ্য, সে কিন্তু সাবদ্য" ॥ ৮ ॥

অনুদর্শিনী। মায়াধীশ ভগবান্ কৃপা করিয়া লোক-উদ্ধারহেতু প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও মায়ামুগ্ধ ভাগ্যহীন জনগণ তাঁহার সমস্ত ভূতের মহেশ্বরত্ব এবং তাঁহার পরম ভাব বুঝিতে পারে না। এমন কি, অপ্রাকৃত নাম-রূপ-বিশিষ্ট ঐ ভগবান্‌কে প্রাকৃত কর্ম্মফলবাধ্য জীবগণের অন্যতম বিচার করিয়া অবজ্ঞা করে। এ কথা গীতায় স্বয়ং ভগবান্‌ই বলিয়াছেন;—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ গীঃ ৯।১১

ভগবন্মায়া কেবল মর্ত্ত্যজীবগণের উপরই এইরূপ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত নহে, দেবগণের উপরও স্বপ্রভাব বিস্তার করে—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য গোপতনয় বুদ্ধি করিয়া লোক-পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ংই গোপবালক ও গোবৎস হরণ করিয়া, শিব—স্বভক্ত বাণরাজার পক্ষে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্র—স্বযজ্ঞভঙ্গ ও গিরিরাজ গোবর্দ্ধন যজ্ঞারম্ভে সপ্তাহকাল সামার্থ্যানুরূপ প্রলয় মেঘবর্ষণ করিয়া, অগ্নি—দাবানলরূপে নিদ্রিত ব্রজবাসিগণকে দাহ করিতে যাইয়া, বরুণ—কৃষ্ণপিতা নন্দরাজকে ভৃত্যদ্বারা অপহরণ করিয়া এবং অন্যান্য সকলে নানাভাবে এইরূপ মূঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরম কারুণিক সর্ব্বলোক-প্রভু ভগবানের অপার কৃপায় সকলেই স্বদোষমুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমলে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। আজ আবার সেই অধোক্ষজ মায়াধীশ ভগবানের চরণ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজে নিজে ঈশ্বরাভিমানী দেবগণ পুনরায় ঐ মায়ায় মুগ্ধ না হন,—তজ্জন্যই এই প্রকার স্তব করিলেন।

তাহা ছাড়া, সংসার-দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ সংসারীর ন্যায় লৌকিক পুত্রপৌত্রাদির বিবাহ এবং পারলৌকিক যজ্ঞ-দানাদি সৎকর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া পুনরায় জীব তাঁহাকে সাধারণ লোকের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অপরাধী না হয়—তজ্জন্যও ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণিপাত, পূজা ও স্তুতিদ্বারা তাঁহাকে পরম-পরমেশ্বর বলিয়া পরিচিত করিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই পরমপরমেশ্বর—

নতাঃ স্ম তে নাথ সদাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
বিরিঞ্চি-বৈরিঞ্চ্য-সুরেন্দ্রবন্দিতম্।
পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং
ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরঃ প্রভুঃ ॥ ভাঃ ১।১১।৫

দ্বারকাবাসী প্রজাগণ বলিলেন—হে নাথ, আপনার পাদপঙ্কজের বন্দনা করি। স্বয়ং ব্রহ্মা, সনকাদি কুমারগণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ উহা বন্দনা করিয়া থাকেন। এ সংসারে যাহারা শ্রেয়ঃ কামনা করে, ঐ পাদপদ্ম তাহাদের পরম অবলম্বন। কাল ব্রহ্মাদিরও প্রভু হইলেও আপনার পাদপদ্মের উপর প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হয় না।

কেবল প্রণিপাতাদি সেবা ও বাক্যদ্বারা তাঁহাকে মহামহেশ্বর বলিলেন না—তিনি নিজের কর্ম্মেই যে নিজে শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে 'অজিত' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনি সংসারীর ন্যায় সকল কার্য্য সমাধা করিলেও আপনার ঐ কর্ম্মসমূহ সাধারণ কর্ম্ম নহে-লীলা; এবং ঐ কর্ম্মে আপনি আসক্ত হইয়া কর্ম্মজিত নহেন;—আপনি অজিত।

দেবতাগণ আরও বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি এই ব্যক্ত বিশ্বে অবস্থিত হইলেও মায়ার গুণাধীন নহেন—গুণাতীত এবং গুণনিয়ন্তা। ইহাই আপনার পরম-পরমেশ্বরত্ব। কেননা,—

এতদীশনমীশস্য [illegible] তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ ভাঃ ১।১১।৩৮

প্রকৃতিস্থ হইয়াও তাহার গুণে বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়াসন্নিকর্ষেও মায়াগুণে যুক্ত হয় না।

'ভগবান্ স্বয়ং গুণসমূহে অবস্থান করেন, গুণগণও তাঁহাতে অবস্থান করে, তাহা হইলেও গুণের সহিত তাঁহার সংস্পর্শ নাই। বস্তুতঃ ভগবানেরই সর্ব্বপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠানত্বে এবং অধিষ্ঠাতৃত্বে নির্গুণত্বই উক্ত হইয়াছে। "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চেতি" —গোঃ তাঃ

অর্থাৎ তিনি সাক্ষী, চৈতন্য, কেবল অর্থাৎ অদ্বিতীয় এবং নির্গুণ।

"সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ"
—বিষ্ণুপুরাণ

ঈশতত্ত্বে সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণসকল থাকিয়াও নাই।

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
ভাঃ ১০।৮৮।৫'
—শ্রীবিশ্বনাথ।

ভক্ত অর্জ্জুন ভগবান্‌কে বলিয়াছেন—তুমিই কারণ, তুমিই প্রকৃতির অতীত পুরুষ, তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অতএব নির্লিপ্ত বা অধিকারী। তুমি স্বরূপ-শক্তিপ্রভাবে বহিরঙ্গা মায়া-শক্তিকে দূরে রাখিয়া কেবল স্ব-স্বরূপে অবস্থান কর,

ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥
ভাঃ ১।৭।২৩

শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—

আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং সৃজে হন্ম্যনুপালয়ে।
আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা॥
আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোঽগুণান্বয়ঃ।
ভাঃ ১০।৪৭।৩০-৩১

অর্থাৎ আমি স্বকীয় মায়াশক্তির বলে নিজের মধ্যেই ভূত, ইন্দ্রিয় ও গুণস্বরূপ নিজের দ্বারা নিজেতেই সৃষ্টি, পালন এবং সংহার সাধন করিতেছি। আত্মা জ্ঞানময় এবং গুণাতীত বলিয়া বস্তুতঃ গুণসমূহে অননুগত ও শুদ্ধস্বরূপ।

দেবগণ আরও বলিলেন, প্রভো! আপনি এই বিশ্বে বাস করিলেও বিশ্ববাসী জনমাত্র নহেন; কিন্তু বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা। 'কর্ম্ম করিতে গেলে কর্ম্ম-স্পৃহা থাকা চাই এবং কর্ম্মানুষ্ঠানের পর কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয়',—ভগবানের এইরূপ প্রশ্নের অবকাশ না দিয়াই বলিতেছেন,—

প্রভো! সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম করিয়াও আপনি কর্ম্মে লিপ্ত হন না; ইহার কারণ আপনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমগ্র বিশ্ব রচনা করিয়াছেন; অথচ এই সকল কর্ম্মে লিপ্ত নন। আপনি স্বয়ং ত লিপ্ত নহেনই, এমন কি, যিনি আপনার কৃপায় আপনাকে অলিপ্ত জানিতে পারেন, তিনি নিজেও কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হন না। ইহা আপনারই কৃপায় আমরা অবগত হইয়াছি। তাহা ছাড়া আপনার শ্রীমুখবাক্যেও পাই;—

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥
গীঃ ৪।১৪

দেবতাগণ বলিলেন;—প্রভো! সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মে আপনার

লিপ্ত না হইবার কারণ এই যে, আপনি আপনার নিজের অনাবিল আনন্দেই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। বরং আপনার কৃপাপ্রদত্ত আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া জীব আনন্দী হয়।

অর্চ্চিতং পুনরিত্যাহ নারায়ণ জগৎপতে।
আত্মানন্দেন পূর্ণস্য করবাণি কিমল্পকঃ॥ ভাঃ ১০।৫৮।৮

রাজা নগ্নজিৎ যথাবিধি পূজনান্তে শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় এইরূপ কহিলেন, হে জগৎপতে, নারায়ণ, আপনি আত্মানন্দে পরিপূর্ণ; অতএব মাদৃশ ক্ষুদ্রজন আপনার কোন্ প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানে সমর্থ হইবে?

'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি।'—তৈত্তিরীয় ২।৭

সেই পরমতত্ত্বই রসস্বরূপ। সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দ লাভ করেন। কেই বা শরীর ও প্রাণচেষ্টা প্রদর্শন করিত, যদি সেই পরমতত্ত্ব আনন্দস্বরূপ না হইতেন; তিনিই সকলকে আনন্দ দান করেন।

দেবতাগণ বলিলেন—হে প্রভো! জীবের আত্মানন্দ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হওয়ায় সে দীন। অতএব জীব কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত। আর আপনি রাগাদিদোষরহিত; জীব কিন্তু রাগাদিদোষযুক্ত। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চক্লেশ। মায়ার প্রভু ভগবান্ উহার বশীভূত নন; কিন্তু প্রভুর বিভিন্নাংশ জীব ঐ দোষ-সমূহে বদ্ধ হইবার যোগ্য।

"মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"
চৈঃ চঃ মঃ ৬ পঃ।

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥
—শ্রীধর।

ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট; কিন্তু জীব অবিদ্যাদ্বারা সংবৃত, সুতরাং সংক্লেশ-সমূহের আকর।

এবং তিনি আরও বলিয়াছেন—

স ঈশো যদ্বশে মায়া, স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ।
স্বাবিভূর্ত-পরমানন্দ স্বাভিভূর্ত-সুদুঃখভূঃ॥
স্বদৃগুত্থবিপর্য্যাসভবভেদজভীশুচঃ।
যন্মায়য়া জুষন্নাস্তে তমিমং নৃহরিং নুম॥ —শ্রীধর

অর্থাৎ মায়া যাঁহার বশীভূত তিনিই ঈশ্বর, মায়াদ্বারা যিনি পীড়িত সেই জীব। স্বয়ং ভগবানেই পরমানন্দ অবস্থিত, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের নিজমধ্যেই আত্যন্তিক দুঃখ-ভূমিকা অবস্থিত। জীব যে নৃহরির মায়ায় মুগ্ধ হইয়া নিজ মায়িক দর্শন হইতে জাত বিপরীত বুদ্ধি- (অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত) জনিত ঈশ্বরসম্পর্ক-রহিত বিশ্বে ভেদদর্শনহেতু ভয় ও শোক ভোগ করিতে থাকে, সেই শ্রীনৃসিংহদেবকে আমরা প্রণাম করি॥৮॥

শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ॥ ॥

অন্বয়। (হে) ঈড্য! (স্তুত্য!) (হে) ঋষভ! (শ্রেষ্ঠ!) তে (তব) যশসি (যশোবিষয়ে) শ্রবণ-সম্ভৃতয়া (শ্রবণেন সম্ভৃতয়া পরিপুষ্টয়া) প্রবৃদ্ধসচ্ছ্রদ্ধয়া (অতিবৃদ্ধয়া সত্যা শ্রদ্ধয়া) সত্ত্বাত্মনাং (সতাং) যথা (যদ্বৎ শুদ্ধিঃ) স্যাৎ (ভবেৎ) দুরাশয়ানাং (বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং) নৃণাং (মনুষ্যাণাং) বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ (বিদ্যা উপাসনা, শ্রুতং বেদার্থশ্রবণং মননাদি চ, অধ্যয়নং বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নং, দানম্, তপঃ, ক্রিয়া চান্দ্রায়ণাদিরূপা ক্রিয়া চ তাভিঃ) তু তথা (তদ্বৎ) শুদ্ধিঃ ন (ন স্যাৎ)॥৯॥

অনুবাদ। হে জগৎপূজ্য! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! গুরু-মুখবিগলিত আপনার বিমল যশোরাশিশ্রবণ-জনিত-শ্রদ্ধা-ফলে সাধুদিগের যেরূপ বিশুদ্ধতা লাভ হয়, বিষয়াবিষ্ট-চিত্ত মানবগণের উপাসনা, বেদার্থশ্রবণ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা এবং চান্দ্রায়ণাদিক্রিয়া দ্বারা সেরূপ বিশুদ্ধি লাভ হয় না॥৯॥

বিশ্বনাথ। অতো যথা তচ্চরণমেব নমস্যং তথৈব ত্বদ্‌যশ এব শ্রবণস্মরণাদিবিষয়ীকর্ত্তব্যমিত্যাহুঃ শুদ্ধিরিতি,—হে ঈড্য, নু ভো বিদ্যাদিভিস্তথা শুদ্ধির্ন ভবতি। যতস্তাভিরেব দুরাশয়ানাং বিদ্যাদিভির্গর্ব্বেণ দুষ্ট এব আশয়ঃ প্রায়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ। সত্ত্বাত্মনাং শুদ্ধসত্ত্ববপুষাং অবতারাণাং মধ্যে ঋষভ, হে শ্রেষ্ঠ। তে তব যশসি শ্রোতুং স্মর্ত্তুং কীর্ত্তয়িতুঞ্চ প্রবৃদ্ধা সতী শ্রেষ্ঠা যা শ্রদ্ধা তয়া যথা শুদ্ধিঃ স্যাৎ। কীদৃশ্যা শ্রবণেন শাস্ত্রাদিশ্রবণেন সম্ভৃতয়া পরিপুষ্টয়া ॥৯॥

বঙ্গানুবাদ। "অতএব যেমন তাঁহার চরণই প্রণামের বিষয়, তেমনই তাঁহার যশকেই শ্রবণ-স্মরণ প্রভৃতির বিষয় করা উচিত। হে ঈড্য (পূজ্য) বিদ্যাদি-দ্বারা সেরূপ শুদ্ধি হয় না, যেহেতু তাহাদিগের দ্বারাই দুরাশয়গণের বিদ্যাদিগর্ব্বজন্য চিত্ত দুষ্ট হইয়া থাকে। হে সত্ত্বাত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্ববপু অবতারগণের ঋষভ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, তোমার যশে যে শ্রদ্ধা শুনিতে, স্মরণ করিতে ও কীর্ত্তন করিতে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া শ্রেষ্ঠা—তাহা দ্বারা যেরূপ শুদ্ধি হয়। কিরূপ শ্রদ্ধা, না, শ্রবণ অর্থাৎ শাস্ত্রাদিশ্রবণ দ্বারা সম্ভৃতা অর্থাৎ পরিপুষ্টা" ॥৯॥

অনুদর্শিনী

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বলিলেন,—হে ভগবন্! ভক্তগণ আপনার যে চরণ সর্ব্বদা চিন্তা করেন, এবং আপনি নিজপ্রয়োজন না থাকিলেও কৃপাপূর্ব্বক যে চরণ পৃথিবীতে প্রকট করিয়াছেন, উহা সর্ব্বদাই প্রণামের বিষয়। কিন্তু আপনার কর্ম্মের প্রয়োজন না থাকিলেও আপনি অবতীর্ণ হইয়া যে বিবিধ ক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, উহা কেবল আপনার ভক্তগণের বিনোদনের জন্য হইলেও উহা বিষয়রাগী, অশান্তাত্মা জীবগণেরও চিত্ত-সংশোধনের জন্য। সুতরাং আপনার অলৌকিক যশোরাশি শ্রবণ-স্মরণাদি করা একান্তই কর্ত্তব্য। কেননা, ঐ যশঃকথা-শ্রবণে জীবের চিত্ত সহজে ও অতি অল্প প্রযত্নে পরিশোধিত হয়, এবং আপনার সেবায় শ্রদ্ধা লাভ হয়।

হে পূজ্য! বিদ্যা—অর্থাৎ দেবতান্তর-উপাসনা, শ্রুত—বেদার্থশ্রবণ ও মনন, অধ্যয়ন—বিধিপূর্ব্বক গুরুসমীপে বেদাদি পাঠ, দান, তপস্যা—কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান এবং ক্রিয়া—বর্ণাশ্রমানুরূপ যজ্ঞ ও সন্ধ্যোপসনার অনুষ্ঠানাদি—চিত্তশুদ্ধির উপায় সকল শাস্ত্রে বর্ণিত হইলেও ঐ সকল উপায়ে অনেক স্থলে মঙ্গলের বিপরীত অমঙ্গলই আনয়ন করে; কেননা দুরাশয় অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ বিদ্যাদির শুভ ফল বিনয়াদিলাভের পরিবর্ত্তে গর্ব্বাদিদ্বারা অভিভূত হইয়া অধিকতর চিত্তমালিন্যদোষে দুষ্ট হয়; যথা—

মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম-
ব্যাখ্যা-রহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥
ভাঃ ৭।৯।৪৬

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ নিজ ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহদেবের স্তোত্রে বলিয়াছেন,—হে অন্তর্যামিন্! মৌন, ব্রত, শাস্ত্রনৈপুণ্য, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম্ম, শাস্ত্রব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, জপ ও সমাধি—এই দশটী মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐগুলি প্রায় অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী উপায়স্বরূপ হইয়া থাকে এবং দম্ভের ফল নিয়ত একরূপ নহে বলিয়া দাম্ভিক ব্যক্তিগণের পক্ষে কখনও জীবনোপায় হয়, কখনও বা নাও হইয়া থাকে।

অতএব হে প্রভো! আপনার অলৌকিক যশোরাশি-শ্রবণেই চিত্তের প্রকৃত শুদ্ধি হয়, অন্য উপায়ে হয় না।

শৌনকাদি ঋষিগণ হরিলোকপ্রাপ্তির জন্য বিষ্ণুতীর্থ নৈমিষারণ্যে সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠানে শুভ ফল না পাইয়া অবশেষে হরিকথা-কীর্ত্তনকারী পরমভাগবত শ্রীসূত গোস্বামী প্রভুর সমীপে হরিকথা-শ্রবণের জন্য সমাগত হইয়া বলিয়াছিলেন—

কো বা ভগবতস্তস্য পুণ্যশ্লোকেড্যকর্ম্মণঃ।
শুদ্ধিকামো ন শৃণুয়াদ্যশঃ কলিমলাপহম্॥ ভাঃ ১।১।১৬

সেই পবিত্র-চরিত্র সূরিগণপূজ্য উরুক্রম ভগবানের কলিকলুষহারিণী কীর্ত্তিকথা শুদ্ধিকামী অর্থাৎ আত্ম-

শোধনার্থী কাহারই বা শ্রবণ করা উচিত নয়? অর্থাৎ সকলেরই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

ঋষিগণের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে যাইয়া শ্রীসূত গোস্বামী বলিয়াছিলেন,—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥
ভাঃ ১।২।১৭

যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন পরমপাবন; এবম্বিধ সাধুগণের হিতকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্রাকৃত কথা ও নাম গুণ-শ্রবণকারী মানবগণের অন্তর্য্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে হৃদয়ের পাপবাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন।

প্রায়োপবেশন-ব্রতধারী মহারাজ পরীক্ষিৎ জগদ্গুরু শ্রীল শুকদেবের নিকট ভগবানের কথা শুনিতে শুনিতে পুনঃ পুনঃ শ্রবণের জন্য বলিতেছেন—হে মহাভাগ, যে প্রকারে আমি যাবতীয় বিষয়মল হইতে নির্ম্মুক্ত নিঃসঙ্গ মনকে অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণে সন্নিবেশিত করিয়া আমার কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারি, তদ্‌বিষয় আমাকে বলুন। কেননা, আমি বুঝিতে পারিয়াছি,—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥ ভাঃ২।৮।৪-৫

অর্থাৎ যিনি শ্রীহরির বিক্রমাদির কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ অচিরকাল মধ্যেই সেই ভক্তের স্বপ্রযত্ন ব্যতীতও স্বয়ং সেই ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া উদিত হন।

শ্রীহরি কর্ণরন্ধ্রদ্বারা (ভক্তজনের স্বীয়কৃত দাস্য-সখ্যাদি ভাবরূপ হৃৎপদ্মে) কথারূপে প্রবিষ্ট হইয়া কাম-ক্রোধাদি মলিনতাকে সর্ব্বোতোভাবে অর্থাৎ কিছু মাত্র অবশেষ না রাখিয়া বিদূরিত করিয়া থাকেন; যেমন শরৎ ঋতুর আগমনে যাবতীয় নদী-তড়াগাদির জলের মলিনতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়।

ইহার মীমাংসা এই যে,—"কুম্ভস্থ মলযুক্ত জলে নির্ম্মলী বা দ্রব্যান্তর মিশ্রণে কেবল কুম্ভস্থ জল শোধিত বা নির্ম্মল হয়, নদী-তড়াগাদির জল নির্ম্মল হয় না। আবার কুম্ভস্থ জল নির্ম্মল হইলেও কুম্ভের তলদেশেই ঐ মল থাকিয়া যায়। অতএব কুম্ভকে চালনা করিলে পুনরায় কুম্ভস্থ জল মলযুক্ত হয়। এইরূপে তপস্যাদি সর্ব্বতোভাবে সকলের মনোমল বা সর্ব্বপাপ দূর করিতে পারে না, পাপের অবশেষ থাকিয়া যায়। তাহাও আবার সকলের পক্ষে নহে, কাহারও কাহারও কিঞ্চিৎ পাপ কিছু কালের জন্য প্রশমন করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কথারূপে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে সর্ব্বজীবের সকল পাপ নিঃশেষিতরূপে হরণ করেন। নদীতড়াগাদি সর্ব্বত্রস্থিত সলিলের ময়লা যেমন শরদাগমনে বিনষ্ট হয় ইহাই তাহার উদাহরণ।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

অতএব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর বাক্যেই ইহার মীমাংসা,—

শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্য্যাণ্যুদ্দামানি হরের্মুহুঃ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুদ্ধ্যেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ॥
ভাঃ ৬।৩।৩২

যাঁহারা শ্রীহরির উদ্দাম পরাক্রম-গাথা নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, ভক্তি সুপ্রকাশিত হইয়া তাঁহাদগের অন্তঃকরণকে যেরূপ বিশুদ্ধ করে, ব্রতাদি সেরূপ করিতে পারে না।

বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধ-মৈত্রী-
তীর্থাভিষেক-ব্রত-দান-জপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥ ভাঃ ১২।৩।৪৮

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরি হৃদয়স্থ হইলে অন্তরাত্মা যেরূপ বিশুদ্ধি লাভ করে, দেবতারাধন, তপস্যা, প্রাণায়াম, প্রাণি হিতাকাঙ্ক্ষী, তীর্থস্নান, ব্রত, দান ও জপদ্বারা তাদৃশ বিশুদ্ধি লাভ হয় না।

শ্রীভগবান্ সত্ত্বাত্মা—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয়উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি-
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥ ভাঃ ১০।২।৩৪

হে ভগবন্! আপনি স্থিতিকালে দেহিগণের মঙ্গল-সাধক বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় অর্থাৎ মায়াতীত চিন্ময় বপু প্রকটন করেন, যেহেতু ঐ বপুদ্বারা লোকসকল বেদক্রিয়া, যোগ, তপস্তা ও সমাধিযোগে আপনার পূজা করিয়া থাকেন।

তাই এ স্থলেও সেই ভগবানের প্রকট বপুকে লক্ষ্য করিয়া দেবগণ বলিলেন, হে সত্ত্বাত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ-সত্ত্ববপু-বিশিষ্ট প্রভো, আপনি অবতারগণের মধ্যে ঋষভ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, কেননা,—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥
ভাঃ ১।৩।২৮

পূর্ব্বে যে সকল অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুরুষোত্তম শ্রীহরির স্বয়ং অংশ, কেহ কেহ অংশাবেশ-অবতার এবং অংশের অংশবিভূতির অবতার। এই সকল অবতার প্রতিযুগে যখনই জগৎ দৈত্য-পীড়িত হয়, তখনই দৈত্যোপক্রত জগৎকে নিরুদ্বেগ করেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—

সব অবতারের করি' সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিলা গণন॥
তবে সূত গোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥
অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস॥
চৈঃ চঃ আ ২।৬৮-৭০

দেবতাগণ বলিলেন—প্রভো, তোমার যশঃ শ্রবণে শ্রদ্ধাই প্রকৃত শুদ্ধি। ঐ শ্রদ্ধা আবার তোমারই যশঃ শ্রবণ, স্মরণ এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া উহা শ্রেষ্ঠা এবং উহা শাস্ত্রাদি-শ্রবণ-দ্বারা পরিপুষ্টা।

অনেকেই মনে করেন যে ভগবানের যশঃ শ্রবণে সকলেরই শ্রদ্ধা আছে এবং সকলেই যশের কথা আলোচনা করেন এবং শ্রবণ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ বিচার ন্যায়সঙ্গত নহে, কেননা, ভগবানের যশঃ শ্রবণে শ্রদ্ধা সকলের ভাগ্যে সহজলভ্য নহে;—উহা ভগবানেরই অহৈতুকী কৃপালভ্যা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী এই ব্রজেন্দ্রনন্দনই বলিয়াছেন;—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
চৈঃ চঃ ম ১৯।১৫১

এই ভক্তিলতাবীজ অর্থে শ্রদ্ধা। সুতরাং সাধুগুরুসঙ্গ-ব্যতীত ভগবানে শ্রদ্ধালাভ হয় না এবং সাধুগুরুর নিকট ছাড়া অন্যত্র ভগবানের যশঃ প্রকৃতভাবে আলোচিত হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। একথা ভগবান্ শ্রীকপিলাবতারেই বলিয়াছেন;—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥　ভাঃ ৩।২৫।২৫

সাধুদিগের প্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে আমার বীর্য্য বা মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে সকল শুদ্ধ হৃদয় ও কর্ণের প্রীতি-উৎপাদিকা কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যানিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

*　　*　　*

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয়—শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি-নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে ভক্তি হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥

সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন, সর্ব্বানন্দধাম ॥

চৈঃ চঃ ম ২২ ও ২৩ পঃ

শ্রীল রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।১১

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে সাধন-ভক্তির চতুঃষষ্টি সাধনাঙ্গ বর্ণনে 'সাধুমার্গানুগমন' বলিয়া একটী সাধনাঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। উহার অর্থ সাধুগণ যে মার্গে গমন করিয়া হরিভক্তিলাভ করিয়াছেন সেই মার্গেরই অনুগমন। কেননা, ভাগবত-মহাজনগণ-প্রদর্শিত-পথই অভ্রান্ত এবং সর্ব্বলোকমঙ্গলকর। জীব যদি সেই পথানুযায়ী না চলিয়া নিজ নিজ মায়াবিমূঢ় চিত্তের খেয়ালে হরিকথা শ্রবণ করে, কীর্ত্তন করে এবং শ্রদ্ধা ভক্তির অভিনয় করে তবে উহা মহাজনগণের এবং শাস্ত্রসমূহের অনুমোদিত না হওয়ায় ভক্তিপ্রিয় ভগবান্ তুষ্ট হন না। সুতরাং ঐরূপ শ্রদ্ধায় হরিপ্রীতি হয় না বলিয়া দেবতাগণ 'শ্রদ্ধা'কে শাস্ত্রাদি-শ্রবণ-দ্বারা পরিপুষ্টা বলিয়া বিশেষ করিলেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু স্বকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থের পূর্ব্ববিভাগের দ্বিতীয় লহরীর ৪৬ শ্লোকে সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন কথা বুঝাইতে যাইয়া বলিয়াছেন; যথা—

স্কান্দে—স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে ॥

ব্রহ্ম-যামলে চ—শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

অর্থাৎ মঙ্গলের হেতু সন্তাপবর্জ্জিত সেই পথেরই অনুসন্ধান করিতে হইবে, যে-পথে পূর্ব্বে সাধুগণ অনায়াসে গমন করিয়াছেন।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণপ্রভৃতি এবং পঞ্চরাত্রির বিধি ব্যতীত যে ঐকান্তিকী হরিভক্তির অভিনয়, উহা কেবল উৎপাতই আনয়ন করে। ॥ ৯ ॥

স্যান্নস্তবাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ
ক্ষেমায় যো মুনিভিরার্দ্রহৃদোহ্যমানঃ।
যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবদ্ভি-
র্ব্যূহেঽর্চ্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায় ১০॥

অন্বয়। মুনিভিঃ (মুমুক্ষুভিঃ) ক্ষেমায় (মোক্ষায়) আর্দ্রহৃদা (প্রেমাদ্রর্হৃদা) যঃ উহ্যমানঃ (চিন্ত্যমানো ভবতি) যঃ (চ) আত্মবদ্ভিঃ (আত্মা ত্বমেব নাথত্বেন বর্ত্তসে যেষাং তৈঃ) সাত্বতৈঃ (ভক্তৈঃ) সমবিভূতয়ে (সমানৈশ্বর্য্যায়) ব্যূহে (বাসুদেবাদিব্যূহে) অর্চ্চিতঃ (পূজিতঃ, কিঞ্চ তেষু কৈশ্চিদাত্মবদ্ভির্ধীরৈঃ) স্বরতিক্রমায় (স্বর্গমতিক্রম্য বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তয়ে) সবনশঃ (ত্রিকালম্ অর্চ্চিতঃ সঃ) তব অঙ্ঘ্রিঃ (পাদপদ্মং) নঃ (অস্মাকম্) অশুভাশয়ধূমকেতুঃ (অশুভাশয়ানাং বিষয়বাসনানাং ধূমকেতুঃ দাহকঃ) স্যাৎ (ভবতু) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। হে প্রভো! মোক্ষাভিলাষী মুনিগণ মুক্তিলাভের জন্য প্রেমার্দ্র হৃদয়ে যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সতত চিন্তা করেন, আশ্রিত ভক্তগণ সমান ঐশ্বর্য্যলাভের নিমিত্ত বাসুদেবাদিব্যূহ মধ্যে যাঁহার আরাধনা করেন এবং কতিপয় আত্মজ্ঞ ধীর ব্যক্তি স্বর্গাদি সুখকেও তুচ্ছ করিয়া সালোক্যরূপা বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির জন্য ত্রিকাল যাঁহার অর্চ্চনা করেন, আপনার সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ পাদপদ্ম আমাদের যাবতীয় বিষয়বাসনাদাহনকারী ধূমকেতুস্বরূপ হউন্ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ। তথৈব স্বচ্চরণ এব ধ্যেয়োঽর্চ্চনীয়শ্চ যঃ স চাস্মাভির্দৃষ্ট ইত্যত ইদমাশাস্মহে ইত্যাহুঃ,—স্যাদিতি। অশুভাশয়ানাং বিষয়বাসনানাং ধূমকেতুর্দাহকঃ স্যাদস্ত। প্রেমার্দ্রহৃদা উহ্যমানশ্চিন্ত্যমানঃ। যশ্চ সাত্বতৈর্ভক্তৈঃ সমবিভূতয়ে সার্ষ্টিলক্ষণমোক্ষায়। যদ্বা। সমানাং স্বার্গাপ-

বর্গনরকেষপি তুল্যার্থদর্শিনাং নারায়ণপরাণাং বা বিভূতিঃ প্রেমসম্পত্তিস্তস্যৈ। আত্মা ত্বমেব নাথত্বেন বর্ত্তসে যেষাং তৈঃ। স্বরতিক্রমায় স্বর্গাদিবাসনাত্যাগায় চার্চ্চিতঃ। যদুক্তং প্রহ্লাদেন,—'কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্' ইতি ভা ৭।১০।৭ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেই রূপই আপনার যে চরণ ধ্যান ও পূজা করা উচিত তাহা আমরা দর্শন করিলাম। অতএব আমরা প্রার্থনা করিতেছি অশুভচিত্তের অর্থাৎ বিষয়-বাসনার ধূমকেতু অর্থাৎ দাহক হউক। প্রেমার্দ্রহৃদয়ে উহ্যমান অর্থাৎ চিন্তিত হইয়া যিনি সাত্বত অর্থাৎ ভক্তগণ-কর্তৃক সমবিভূতি অর্থাৎ সমান-ঐশ্বর্যলক্ষণ মোক্ষ-জন্য অথবা সম অর্থাৎ স্বর্গমোক্ষনরকে তুল্যদর্শনশীল নারায়ণপর ভক্তগণের যে বিভূতি অর্থাৎ প্রেমসম্পত্তি তন্নিমিত্ত। আত্মা অর্থাৎ তুমিই যাঁহাদের নাথরূপে বর্ত্তমান তাঁহাদিগের দ্বারা। স্বরতিক্রম নিমিত্ত অর্থাৎ স্বর্গাদিবাসনাত্যাগ-নিমিত্ত অর্চ্চিত। যেমন প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—আপনার নিকট হইতে হৃদয়ের কামসকলের অনুৎপত্তির বর প্রার্থনা করি ॥ ১০ ॥

অনুদর্শিনী। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কহিলেন—প্রভো! আপনার যে চরণকমল হৃদয়ে চিন্তা করিলে কর্ম্মের সুদৃঢ় পাশ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে চরণপদ্মের অমল যশোরাশি-শ্রবণে অন্তঃকরণের প্রকৃত শুদ্ধি হয় এবং যে চরণযুগলের ধ্যান ও পূজা করা কর্ত্তব্য তাহা আমরা আপনারই কৃপায় দর্শন করিলাম। অতএব আপনার চরণযুগলে আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার সেই পাদপদ্ম আমাদেরও বিষয়বাসনাসমূহের দাহকাগ্নি-স্বরূপ হউন।

আপনার শ্রীচরণে আমাদিগের এরূপ প্রার্থনা অসঙ্গত নহে। কেননা, আপনারই শ্রীমুখবচনের কৃপা-উক্তি অনুসারে আমরা এইরূপ প্রার্থনা করিবার সুযোগ পাইতেছি,—

মামপ্রীণত আয়ুষ্মন্ দর্শনং দুর্ল্লভং হি মে।
দৃষ্ট্বা মাং ন পুনর্জন্তুরাত্মানং তপ্তুমর্হতি ॥ ভাঃ ৭।৯।৫৩

আপনি আপনারই ভক্ত প্রহ্লাদকে বলিয়াছিলেন—হে আয়ুষ্মন্, আমাকে প্রসন্ন না করিয়া আমার দর্শন অতিশয় দুর্ল্লভ, আমাকে দর্শন করিয়া প্রাণিগণকে আত্মার্থে অপূর্ণ কামহেতু শোক করিতে হয় না।

হে প্রভো! আপনার ঐ অভয়চরণ কেবল যে আমাদেরই পূজ্য ও নমস্য তাহা নহে—মুনিগণ, ভক্তগণ, আত্মজ্ঞধীরগণ সকলেই সর্ব্বদা আপনার চরণযুগলের অর্চ্চন করিয়া থাকেন।

সাত্বত অর্থাৎ ভক্তগণ প্রেমার্দ্র-হৃদয়ে সমান ঐশ্বর্য্য অথবা স্বর্গমোক্ষনরকতুল্যদর্শী নারায়ণপরভক্তগণের বিভূতি অর্থাৎ প্রেমসম্পত্তিলাভের জন্য, আপনার ঐ চরণ চিন্তা করিয়া থাকেন।

(সন্ত) সাধুগণ বা ভক্তগণই যাঁহার স্ববিভুত্বে বর্ত্তমান আছেন, তিনি সত্বান্ অর্থাৎ বিষ্ণু। সেই বিষ্ণুই যাঁহাদিগের ভজনীয় তাঁহারাই—সাত্বত বা ভক্ত।

অথবা সৎ অর্থাৎ নিত্যতত্ত্ব ভগবান্ ইঁহাদের আছেন তাই সত্বন্তঃ তাঁহারাই সাত্বতাঃ অর্থাৎ ভক্তসকল।

অতএব হে প্রভো! সাত্বত বা ভক্তগণই আপনার স্বাভাবিক ভক্ত। অন্যের ন্যায় নিজকামনা-সিদ্ধিকালে তাঁহারা আপনার তাৎকালিক ভক্ত হন না।

ভক্তগণের কেহ কেহ আপনারই সেবার জন্য সার্ষ্টি বা (ভাঃ ৩।২৯।১৩) ঐশ্বর্য্যলক্ষণমুক্তি প্রার্থনা করেন। কেননা—'সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার। তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥' (চৈঃ চঃ ম-৬।২৬৭) আবার কেহ বা কিছুই প্রার্থনা করেন না—নিষ্কামভাবে আপনার চরণসেবাই করেন। তাঁহারা,—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ভাঃ ৬।১৭।২৮

অর্থাৎ নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিগণ কোথা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা স্বর্গ, মুক্তি ও নরককে সমান ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন।

স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি' মানে।
চৈঃ চঃ ম ১৯।২১৪

এইরূপ ভক্তগণের বিভূতি বা সম্পত্তিই আপনার প্রেমসেবা, তাঁহারা প্রেমসেবা ব্যতীত কিছুই প্রার্থনা করেন না।

আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥
চৈঃ চঃ আঃ ৪।২০৪

হে প্রভো! আর 'আত্মবদ্ভিঃ' অর্থাৎ আত্মবান্‌গণ, আত্মা অর্থে তুমিই যাঁহাদের নাথরূপে বর্ত্তমান তাঁহারা স্বর্গাদিবাসনাত্যাগের জন্য তোমার ঐ চরণকমল অর্চ্চন করিয়া থাকেন। কেননা, স্বর্গাদিরাজ্য ভোগময় এবং অনিত্য।

তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥
ভাঃ ১১।১০।২৬ অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

আপনি স্বভক্ত অর্জ্জুনকেও ইহা বলিয়াছেন—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি
এবং ত্রয়িধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে। গীঃ ৯।২১

অর্থাৎ তাহারা পরে সেই প্রভূতসুখজনক স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। কামকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া এই স্বর্গ-মর্ত্ত্যলোকে গতায়াত করিতে থাকে।

জীবের জড়ইন্দ্রিয়ের প্রীতিবাঞ্ছাই কাম। ঐ কাম ইন্দ্রিয়-ভোগ্য রূপ-রসাদি বিষয়ের প্রতি জীবকে আকৃষ্ট করে। বিষয়সকল অনিত্য এবং পরিবর্ত্তনশীল। কোন সময়ে প্রভূত চেষ্টায়ও বিষয় লাভ হয় না, আবার কোন সময় লাভ হইলেও পুনরায় নষ্ট হইয়া যায়। জীব, দৃষ্ট জগতে বিষয়-সংগ্রহে এই প্রকার দুঃখিত ও পীড়িত হইয়া অদৃষ্ট স্বর্গাদি লোকের প্রার্থনা করে এবং তল্লোকলাভের জন্য—

স্বপ্নোপমমমুং লোকমসন্তং শ্রবণপ্রিয়ম্।
আশিষো হৃদি সঙ্কল্প্য ত্যজন্ত্যর্থান্ যথা বণিক্॥
ভাঃ ১১।২১।৩১ অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

সুতরাং হে প্রভো। এই দুর্ব্বার কামনা বা বাসনার ত্যাগ না হইলে জীবের কোন প্রকারেই মঙ্গললাভ হয় না। আপনার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত এই কামনাত্যাগের অন্য কোনও উপায় নাই। তাই ভক্তরাজ প্রহ্লাদকে আপনি নিজে যখন বর-প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন তখন সর্ব্বকামনারহিত এবং কেবলমাত্র আপনার সেবা-কামী প্রহ্লাদ জীবগণের শিক্ষা-প্রদানের জন্য বলিয়াছেন—

যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥
ভাঃ ৭।১০।৭

অর্থাৎ হে বরদর্ষভ, আপনি যদি আমাকে আমার অভীষ্ট বরই দান করেন তবে আমি আপনার নিকট হৃদয়ে কাম-বাসনার অনুৎপত্তিই প্রার্থনা করি।

হে প্রভো! আমরাও তাই আপনার চরণকমলকে বিষয়বাসনার দাহক হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।।১০।

যশ্চিন্ত্যতে প্রযতপাণিভিরধ্বরাগ্নৌ
ত্রয্যা নিরুক্তবিধিনেশ হবির্গৃহীত্বা।
অধ্যাত্মযোগ উত যোগিভিরাত্মমায়াং
জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ পরীষ্টঃ॥১১॥

অন্বয়। (হে) ঈশ! (যাজ্ঞিকৈঃ) প্রযতপাণিভিঃ (সংযতহস্তৈঃ) হবিঃ (আজ্যং) গৃহীত্বা অধ্বরাগ্নৌ (আহবনীয়াদৌ) ত্রয্যা (বেদত্রয়েণ) নিরুক্তবিধিনা (নিরুক্তেন নির্দ্দিষ্টেন বিধিনা) যঃ চিন্ত্যতে, উত (কিঞ্চ) অধ্যাত্মযোগে (আত্মাধিকারে যোগে) যোগিভিঃ (অপি) আত্মমায়াং (আত্মনস্তব মায়া অণিমাদিঃ তাং) জিজ্ঞাসুভিঃ (তৎ কামৈর্যশ্চিন্ত্যতে, কিঞ্চ) পরমভাগবতৈঃ যঃ পরীষ্টঃ (সর্ব্বতঃ পূজিতঃ স তবাঙ্ঘ্রির্ণোঽশুভাশয়ধূমকেতুঃ স্যাদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)॥ ১১॥

অনুবাদ। হে জগৎপতে! যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ সংযতহস্তে যজ্ঞীয় হবি গ্রহণ পূর্ব্বক বেদত্রয়-নির্দ্দিষ্ট-বিধানানুসারে আহবনীয় যজ্ঞাগ্নিমধ্যে ইন্দ্রাদিরূপে যে যজ্ঞ-পুরুষের চিন্তা করেন এবং অধ্যাত্মযোগের যোগিগণ

অণিমাদি প্রাপ্তির কামনায় যাঁহার ধ্যান করেন, বিষয়-বাসনাধিক্কারী নিষ্কিঞ্চন পরমভাগবত-কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র সেবিত তাদৃশ আপনার চরণকমল আমাদের বিষয়-বাসনার দাহকাগ্নি স্বরূপ হউক ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ। ন কেবলং সাত্বতৈরেব ত্বমিষ্টঃ কিন্তু কর্ম্মিজ্ঞানিভিরপীত্যাহুঃ য ইতি। প্রযতপাণিভিঃ সংযতহস্তৈঃ হবির্গৃহীত্বা অধ্বরাগ্নৌ আহ্বনীয়াদৌ যাজ্ঞিকৈর্যশ্চিন্ত্যতে ত্বদ্ভুজাদিবিভূতয় এবেন্দ্রাদয়ো ন তে ত্বদন্যে ইতি ভাব্যত ইত্যর্থঃ। উত তথা অধ্যাত্মযোগে আত্মাধিকারে যোগে যোগিভিরপি আত্মনস্তব মায়াতরণার্থং জিজ্ঞাসুভিশ্চিন্ত্যতে। যত্তিতীর্ষিতং ভবতি তৎপ্রথমং জিজ্ঞাস্যত এবেতি ভাবঃ। পরমভাগবতৈস্তু পরি সর্ব্বতোভাবেন নিষ্কামতয়ৈব ইষ্টঃ স তবাঙ্ঘ্রিরস্মাকমশুভাশয়ধূমকেতুঃ স্যাদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। "কেবল যে সাত্বত অর্থাৎ ভক্তগণেরই আপনি ইষ্ট, তাহা নহে, কিন্তু কর্ম্মিজ্ঞানিগণেরও বটে। প্রযতপাণি অর্থাৎ সংযতহস্তদ্বারা হবি অর্থাৎ হোমঘৃত গ্রহণ করিয়া অধ্বর অর্থাৎ যজ্ঞের অগ্নিতে হোমের উপকরণাদিতে যাজ্ঞিকগণকর্ত্তৃক যিনি চিন্তিত হন অর্থাৎ ইন্দ্রাদিদেবগণ আপনারই ভুজাদি বিভূতি, আপনা হইতে তাঁহারা ভিন্ন নহেন এইরূপে চিন্তিত হ'ন। অধ্যাত্মযোগে যোগিগণও আত্মার অর্থাৎ আপনার মায়া পার হইবার জন্য জিজ্ঞাসু হইয়া চিন্তা করেন। যাহা তরণের ইচ্ছা হয়, প্রথমে তাহাই জানিতে ইচ্ছা হয়। পরম ভাগবতগণের কিন্তু পরি অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে নিষ্কামতার সহিতই ইষ্ট আপনার চরণ আমাদের অশুভাশয় ধূমকেতু হউন—এই পূর্ব্বের সহিত অন্বয় ॥" ১১ ॥

অনুদর্শিনী। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বলিলেন, হে প্রভো! আপনি যে কেবল ভক্তগণেরই ইষ্ট, তাহা নহে, কর্ম্মি-জ্ঞানি প্রভৃতি সকলেরই ইষ্ট। কর্ম্মিগণ যজ্ঞাদি-কর্ম্মের দ্বারা যজ্ঞমূর্ত্তি আপনারই চরণ সেবা করিয়া থাকেন।

যদি বলেন যে, যজ্ঞে যে যে দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে ঘৃত অর্পিত হয়, যাজ্ঞিক সেই সেই দেবতারই ধ্যান করে এবং আহুতি প্রদান মন্ত্রে সেই সেই দেবতার নাম উল্লেখ করে; তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয় কিরূপে?

তদুত্তরে আমরা আপনারই শ্রীমুখ-বচনে পাই—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।"

গী ৯।২৪

এতদ্ব্যতীত—

শ্রিয়ো নিবাসো যস্যোরঃ পানপাত্রং মুখং দৃশাম্।
বাহবো লোকপালানাং সারঙ্গাণাং পদাম্বুজম্॥

ভাঃ ১।১১।২৬

নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
নারায়ণপরা লোকা নারায়ণপরা মখাঃ। ভাঃ ২।৫। ৫

অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীদেবীর বিলাসস্থান, মুখচন্দ্র সকলপ্রাণিচক্ষুর সৌন্দর্য্যামৃতপানের পানপাত্র-স্বরূপ, বাহুসকল লোকপালগণের আশ্রয়, পাদপদ্ম সারগানকারী ভক্তগণের ধাম।

বেদ সকল নারায়ণপর, দেবতা সকল নারায়ণের অঙ্গসম্ভূত, স্বর্গাদি লোকসকল নারায়ণাশ্রিত, যজ্ঞ সকল নারায়ণপর।

তাই প্রভো, ঐ সকল যাজ্ঞিকগণ সংযতহস্তদ্বারা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে যাইয়া যজ্ঞাগ্নিতে, উপকরণাদিতে ইন্দ্রাগ্নিদেবগণকে আপনারই ভুজাদি বিভূতি এবং আপনা হইতে তাঁহারা ভিন্ন নহেন এইরূপ চিন্তা করিয়া যজ্ঞ করিয়া থাকেন।

দেবতাগণ বলিলেন—প্রভো! অধ্যাত্মযোগে যোগিগণও আপনার মায়া পার হইবার জন্য মায়াতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া আপনারই ঐ চরণকমল চিন্তা করেন। কেননা, এই মায়া আপনারই শক্তি, দুর্ব্বল জীবের পক্ষে উহা দুরতিক্রমা। যাঁহারা কেবল আপনার ভগবৎ স্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়া-সমুদ্র পার হইতে পারেন—ইহা আপনারই উক্তি—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

গী ৭।১৪

আপনার শক্তি—এই মায়া কেবলমাত্র জীবগণের দুরতিক্রমা নহে—

'অতো ভাগবতী মায়া মায়িনামপি মোহিনী।' ভাঃ ৩।৬।৩৯

অতএব ভগবানের মায়া মোহনকারিগণেরও মোহিনী।

আপনারই কৃপাব্যতীত আপনার দুষ্পারা মায়া পার হইবার অন্য উপায় নাই বলিয়া যোগিগণ আপনার কৃপালাভের জন্য আপনারই ঐ চরণপদ্ম চিন্তা করেন।

আর পরমভাগবতগণ সর্ব্বতোভাবে কামনা-রহিত হইয়া আপনার যে চরণ পূজা করেন, আপনার সেই চরণই আমাদিগের দুষ্ট চিত্তবাসনা-সমূহের দাহকাগ্নি হউন।

সেই পরমভাগবতের লক্ষণ—

> ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
> বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥
> ভাঃ ১১।২।৫০

অর্থাৎ যাঁহার চিত্তে ভোগবাসনা, ভোগ্য-বিষয়ের কামনা এবং ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না, বাসুদেবৈক-নিলয় অর্থাৎ যিনি একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়াছেন—সেই ব্যক্তিই ভাগবতোত্তম।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপশিক্ষায় ও শ্রীসনাতনশিক্ষায় বলিয়াছেন—

> কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
> ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি 'অশান্ত'॥
> চৈঃ চঃ ম ১৯।১৪৯
> কৃষ্ণভক্ত—দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তর-হীন।
> কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-পূর্ণানন্দ-প্রবীণ॥ ম ২৪।২৭৬॥১১॥

পর্য্যুষ্টয়া তব বিভো বনমালয়েয়ং
সংস্পার্দ্ধিনী ভগবতী প্রতিপত্নিবচ্ছ্রীঃ।
যঃ সুপ্রণীতমমুয়ার্হণমাদদন্নো
ভূয়াৎ সদাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ॥১২॥

অন্বয়। (হে) বিভো! ইয়ং ভগবতী শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) প্রতিপত্নীবৎ (অহং যত্র বসামি তত্রৈব বক্ষসি পর্য্যুষিতাপীয়ং বসতীতি সপত্নীবৎ) সংস্পার্দ্ধিনী (সংস্পর্দ্ধমানা ভবতি, তথাপি তাং স্পর্দ্ধমানাং শ্রিয়মনাদৃত্য) যঃ (ভবান্) পর্য্যুষ্টয়া (পর্য্যুষিতয়াপি) অমুয়া (বনমালয়া) সুপ্রণীতং (সুষ্ঠু সম্পাদিতম্ যথাভবতি তথা) অর্হণং (পূজাম্) আদদৎ (ভক্তৈরর্পিতেয়মিতি প্রীত্যা স্বীকৃতবান্ তস্য) তব অঙ্ঘ্রিঃ (পাদপদ্মং) সদা নঃ (অস্মাকম্) অশুভাশয় ধূমকেতুঃ (অশুভানামাশয়ানাং বিষয়বাসনানাং ধূমকেতুর্দাহকোঽগ্নিঃ) ভূয়াৎ (ভবতু)॥১২॥

অনুবাদ। হে বিভো! আপনার বক্ষঃবিলাসিনী ভগবতী লক্ষ্মীদেবী স্বীয় নিবাসস্থলে পর্য্যুষিত বনমালা দর্শন করিয়া সাপত্ন্যভাবে ঈর্ষাপরায়ণা হইলেও ভক্তপ্রদত্ত বলিয়া আপনি লক্ষ্মীদেবীর প্রতিও অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই পর্য্যুষিতা বনমালা-দ্বারা সম্পাদিতা পূজা প্রীতি-সহকারে স্বীকার করিয়াছেন। হে দেব! তাদৃশ ভক্ত-বৎসল আপনার পাদপদ্ম আমাদের বিষয়বাসনারাশির দাহকাগ্নি হউক॥১২॥

বিশ্বনাথ। ঐকান্তিকস্বভক্তনিবেদিতং পত্র-পুষ্পাদিকং পর্য্যুষিতমপি সর্ব্বোৎকৃষ্টায়া লক্ষ্ম্যাঃ সকাশাদ-প্যুৎকৃষ্টং করোষীত্যেবং তব ভক্তবাৎসল্যমিত্যাহুঃ,—পর্য্যুষ্টয়েতি। ইড়ভাব আর্ষঃ। অহং যত্র বসামি তত্রৈব বক্ষসি পর্য্যুষিতাপীয়ং বসতীতি প্রতিপত্নীবৎ সপত্নীবৎ শ্রীঃ স্পর্দ্ধমানা ভবতি। তথাপি তাং স্পর্দ্ধমানাং শ্রিয়মনাদৃত্য যো ভবান্ পর্য্যুষিতয়াপি অমুয়া মদৈকান্তিক-ভক্তেনার্পিতেয়ং তদিয়ং ত্যক্তুমনর্হেতি বুদ্ধ্যৈবাদ্রিয়-মাণয়া সুপ্রণীতং সুষ্ঠূপপাদিতং অর্হণং পূজামাদদৎ স্বীকৃতবান্ তস্য তবাঙ্ঘ্রিঃ অত্র স্পার্দ্ধিনীত্যুৎপ্রেক্ষৈব দ্রষ্টৃ-লোককৃতা নতু শ্রিয়ঃ কয়াচিৎ ক্বাপি স্পর্দ্ধা দৃষ্টা॥১২॥

বঙ্গানুবাদ। "ঐকান্তিক নিজভক্তগণনিবেদিত পত্রপুষ্পাদি পর্য্যুষিত (বাসি) হইলেও সর্ব্বোৎকৃষ্টা লক্ষ্মীর অপেক্ষাও উহা আপনি উৎকৃষ্ট মনে করেন, এইরূপ আপনার ভক্তবাৎসল্য। 'পর্য্যুষিত' স্থলে ইকার লোপ করিয়া যে 'পর্য্যুষ্ট' পদ তাহা ব্যাকরণবিরুদ্ধ আর্ষ-প্রয়োগ। আমি যেখানে বাস করি সেই বক্ষোদেশেও পর্য্যুষিতা হইয়াও বনমালা বাস করিতেছে, এইরূপ

প্রতিপত্নী অর্থাৎ সপত্নীর ন্যায় লক্ষ্মীদেবী স্পর্দ্ধা করেন। তথাপি স্পর্দ্ধাময়ী সেই লক্ষ্মীকেও অনাদর করিয়া যে আপনি 'ইহা আমার ঐকান্তিক ভক্তকর্ত্তৃক অর্পিত, অতএব ইহা ত্যাগ করা উচিত নহে' এই বুদ্ধিতে আদরে স্বীকৃত পর্য্যুষিত বনমালা দ্বারা সুপ্রণীত অর্থাৎ সুষ্ঠু সম্পাদিত অর্হণ অর্থাৎ পূজা গ্রহণ বা স্বীকার করিয়াছেন, সেই আপনার চরণ। এস্থলে 'স্পর্দ্ধিনী' (কাব্যের অলঙ্কার বিশেষ) দ্রষ্টারই কল্পিত, প্রত্যুত লক্ষ্মীদেবীর কুত্রাপি কাহারও সহিত স্পর্দ্ধা দৃষ্ট হয় নাই॥" ১২॥

অনুদর্শিনী। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টিলাভের জন্যই স্তব করিতেছেন সুতরাং যাহাতে ভগবানের অধিকতর প্রীতি সম্পাদিত হয় সেইজন্য মুনি —মুমুক্ষু, সাত্বত-সাধকভক্ত, ধীর, যাজ্ঞিক, যোগী ও পরম ভাগবতগণের দ্বারা সেব্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে উপরি উক্ত ছয় প্রকার সেবকগণের মধ্যে পরমভাগবতগণের বিশেষত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন। কেননা, ভক্তবৎসল ভগবানের নিকট ভক্তই অধিক প্রীতির পাত্র ইহা শ্রীভগবানেরই উক্তি হইতে জানা যায়,—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

ভাঃ ৯।৪।৬৮

অর্থাৎ সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ছাড়া আর কিছু জানি না।

ভক্তবৎসল ভগবানের নিকট ভক্ত অপেক্ষা অন্য কেহই অধিক প্রীতির পাত্র নহেন। এমন কি, ভগবান্ নিজ বক্ষো-বিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও ভক্তকে অধিক ভালবাসেন—

"যস্তাং বিবিক্তচরিতৈরনুবর্ত্তমানাং
নাত্যাদ্রিয়ৎ পরমভাগবতপ্রসঙ্গঃ। ভাঃ ৩।১৬।২১

শ্রীচতুঃসন কহিলেন—আপনি পরমভাগবতগণে এতই একান্ত আসক্ত যে, বিশুদ্ধ পরিচর্য্যা দ্বারা সেব্যমানা লক্ষ্মীকেও অধিক আদর করেন না। তাহা ছাড়া আপনিই বলিয়াছেন—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥

ভাঃ ১১।১৪।১৫ অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

ভক্তের অর্পিত জল, তুলসীও ভগবানের অতি প্রিয়—

'পরিজনানুরাগবিরচিতসবলসংশব্দসলিলসিতকিশলয়-তুলসিকাদূর্ব্বাঙ্কুরৈরপি সংভৃতয়া সপর্য্যয়া কিল পরম পরিতুষ্যসি।' ভাঃ ৫।৩।৫

ভক্তরাজ নাভির যজ্ঞে ভক্তবৎসল ভগবান্ নাভির ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া যজ্ঞভূমিতে প্রকটিত হইলে ঋত্বিক্‌গণ তাঁহার স্তবে বলিয়াছিলেন—হে পরিপূর্ণস্বরূপ, আপনার নিজজন অনুরাগভরে বাষ্পগদ্‌গদ-স্তুতিবাক্য, জল, শুদ্ধ-পল্লব, তুলসী ও দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বারাও সুষ্ঠুভাবে আপনার যে পূজা-সম্পাদন করেন, আপনি নিশ্চয়ই সেই পূজাদ্বারা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন।

শ্রীভগবানের বাক্যেও দেখা যায়—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ গী ৯।২৬

অর্থাৎ প্রযতাত্মা বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তগণ আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যাহা দেন, তাহা আমি অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করি।

তাহা ছাড়া ভগবান্ এইরূপ ভক্তবৎসল যে—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে।

তুলসীদল ও গণ্ডুষমাত্র জল তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিলে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকট বিক্রীত হন।

এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম মলিন বসন পরিহিত, ক্ষীণকায় শিরাজালব্যাপ্ত ভক্ত 'সুদামা' এক সময়ে 'খুদকণ' লইয়া প্রভুদর্শনে এই দ্বারকায় আগমন করেন এবং কৃষ্ণেচ্ছায় ষোড়শসহস্র মহিষীগণের অবস্থানক্ষেত্র

অন্তঃপুরে কৃষ্ণের পরমপ্রিয়তমা শ্রীরুক্মিণী দেবীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হন। তৎকালে প্রিয়তমার পর্য্যঙ্কস্থিত ভগবান্ দূর হইতেই তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সত্বর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিকটে আসিয়া আনন্দের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। প্রিয়সখা বিপ্রবরের এবম্বিধ অঙ্গ-সংস্পর্শে অতিশয় সুখলাভ করিয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে নেত্রাশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং নিজ পর্য্যঙ্কে বসাইয়া নানাভাবে নিজে ভক্তের সেবা করিয়াছিলেন। পতিপরায়ণা শ্রীরুক্মিণী দেবীও পতির আদর্শে স্বয়ং ভক্তকে চামর ব্যজন করিয়াছিলেন।

পরদিন ভক্তবর গৃহে ফিরিয়া যাইতে যাইতে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন—

অহো ব্রহ্মণ্যদেবস্য দৃষ্টা ব্রহ্মণ্যতা ময়া।
যদ্দরিদ্রতমো লক্ষ্মীমাশ্লিষ্টো বিভ্রতোরসি॥
ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥

ভাঃ ১০।৮১।১৫-১৬

অর্থাৎ—অহো! আমি ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মণ্যতা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। যেহেতু বক্ষোদেশে লক্ষ্মীদেবীকে নিত্যকাল ধারণ করিয়াও তিনি মাদৃশ অতি দরিদ্রকে (লক্ষ্মীহীনকে) আলিঙ্গন করিয়াছেন।

মাদৃশ দরিদ্র পাপিজনই বা কোথায়, আর শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? তথাপি তিনি স্বীয় ভুজযুগলদ্বারা এই ব্রাহ্মণাধমকে আলিঙ্গন করিয়াছেন।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী সতত শ্রীকৃষ্ণবক্ষে বিরাজিত থাকিলেও ভগবান্ যখন ভক্তকে তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়জ্ঞানে আলিঙ্গন করেন এবং ভক্তসংগৃহীত সামান্য খুদকণ, লক্ষ্মীদেবীপ্রদত্ত বিচিত্র সর্ব্বোত্তম ভোজ্য অপেক্ষাও সাদরে গ্রহণ করেন তখন সেইরূপ ভক্তের সুষ্ঠু অর্থাৎ ভক্তিভরে প্রদত্ত মালা যাহা পশ্চাতে পর্য্যুষিত হইয়া যায় তাহা যে সেই বক্ষে ধারণ করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মাদিদেবতাগণ ভগবানের এইরূপ অসাধারণ ভক্তবৎসলতার বিষয় স্মরণ করিয়া সেইরূপ ভক্তগণসেবিত ভগবানের চরণকমলকে আপনাদিগের বিষয়বাসনাসমূহের দাহক হইবার জন্য ভগবানেরই নিকট প্রার্থনা করিলেন।

উৎপ্রেক্ষা—প্রকৃতবস্তুতে অন্যপ্রকার সম্ভাবনারূপ অর্থালঙ্কার। প্রাকৃতগুণরহিত, অপ্রাকৃতগুণসিন্ধু ভগবানে অপ্রাকৃত ভক্তগণকর্ত্তৃক সমর্পিত মালাও অপ্রাকৃত। সুতরাং সে মালা পুর্য্যুসিতা হয় না। আবার শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীভগবানের নিত্য-সেবিকা। সুতরাং ভক্তদত্ত সেই মালা ভগবান্ অঙ্গীকার করায় এবং তাঁহার প্রেষ্ঠের ভূষণ হওয়ায় তাঁহার স্পর্দ্ধার সম্ভাবনা নাই। অতএব ইহা দ্রষ্টার কল্পনামাত্র, পরন্তু ইহা প্রণয়বিনোদ-উক্তিমাত্র।

বনমালা—পুষ্পময়ী চরণপর্য্যন্ত লম্বা॥ ১২॥

কেতুস্ত্রিবিক্রমযুতস্ত্রিপতৎপতাকো
যস্তে ভয়াভয়করোঽসুরদেবচম্বোঃ।
স্বর্গায় সাধুষু খলেষ্বিতরায় ভূমন্
পাদঃ পুনাতু ভগবন্ ভজতামঘং নঃ॥ ১৩॥

অন্বয়। (হে) ভূমন্! (হে) ভগবন্ (বলিবন্ধনে) ত্রিবিক্রমযুতঃ (ত্রিভির্বিক্রমৈর্যুতঃ, কিঞ্চ) ত্রিপতৎপতাকা (ত্রিধা পতন্তী ত্রিষু লোকেষু বা পতন্তী গঙ্গা পতাকা যস্য সঃ) কেতুঃ (অত্যুন্নতো বিজয়ধ্বজ ইব) তে (তব) যঃ পাদঃ অসুরদেবচম্বোঃ (অসুরদেবসেনয়োঃ উভয়োঃ) ভয়াভয়করঃ (যথাক্রমং ভয়ঙ্করোঽভয়ঙ্করশ্চ, তথা) সাধুষু (সুরেষু) স্বর্গায় খলেষু (অসুরেষু চ) ইতরায় (অধোগমনায় দুঃখায় চ ভবতি, স তব) পাদঃ ভজতাং নঃ (অস্মাকম্) অঘং (পাপং) পুনাতু (শোধয়তু)॥ ১৩॥

অনুবাদ। হে ভূমন্! হে ভগবন্! বলিরাজের বন্ধনের নিমিত্ত ভবদীয় শ্রীচরণ ত্রিলোকব্যাপ্ত করিয়া বিজয়-ধ্বজরূপে এবং আপনার সেই শ্রীচরণাদ্ভূতা ত্রিলোক-বিহারিণী গঙ্গাদেবী তাঁহার পতাকারূপে শোভা পাইয়া-ছিলেন। ভবদীয় উক্ত শ্রীচরণকমল তৎকালে অসুরগণের নিকট দুঃখপ্রদ ভয়ঙ্কর, পরন্তু দেবগণের নিকট স্বর্গপ্রদ;

অভয়ঙ্কর হইয়াছিলেন অর্থাৎ সাধুগণের মঙ্গলপ্রদ, পরন্তু অসাধুগণের ধ্বংসপ্রদ, আপনার সেই পাদপদ্ম ভজনশীল আমাদের পাপ বিনাশ করুন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ। স চ তবাঙ্ঘ্রিঃ প্রায়ঃ সর্ব্বলোকানুভব-প্রসিদ্ধ এবেত্যাহুঃ,—কেতুরত্যুচ্ছ্রিতো বিজয়ধ্বজ ইব তব পাদঃ পুনাতু ত্রিবিক্রমেঽবতারে যুতঃ মহাবিভূতিযুক্ত ইত্যর্থঃ। ত্রিধা পতন্তী ত্রিষু লোকেষু বা পতন্তী গঙ্গৈব পতাকা যস্য সঃ। অসুর দেবচম্বোস্তৎসেনয়োরুভয়োর্ভয়া-ভয়করঃ। সাধুষু সুরেষু স্বর্গায় খলেষ্বসুরেষু ইতরায় অধো-গমনায় এবম্ভূতস্তে পাদঃ ভজতাং নোঽঘং পুনাতু শোধয়তু। অঘাদিতি পাঠে ষষ্ঠী আর্ষী। অঘাদ্ভজতোঽ-স্মান্ পুনাতু। তথাচ শ্রুতিঃ। 'চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণম্। যেন পূতস্তরতি দুষ্কৃতানি' ইতি ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। আপনার ঐ পাদপদ্ম প্রায় সর্ব্ব-লোকের অনুভবপ্রসিদ্ধ। উত্তোলিত বিজয়ধ্বজের ন্যায় আপনার চরণ ত্রিবিক্রমে অর্থাৎ বামন অবতারে যুত অর্থাৎ মহাবিভূতিযুক্ত। ত্রিপৎপতাক অর্থাৎ তিনভাগে পতিতা অথবা তিনলোকে পতিতা গঙ্গাই যাঁহার পতাকা। অসুরদেবচমূ অর্থাৎ তদুভয়ের সেনাদ্বয়ের ভয়াভয়কর। সাধু অর্থাৎ সুরগণের পক্ষে স্বর্গপ্রাপক, খল অর্থাৎ অসুর-গণের পক্ষে ইতর অর্থাৎ অধোগমনপ্রাপক এমন আপনার চরণ ভজনশীল আমাদের অঘ (পাপ) শোধন করুন। 'অঘাৎ' এই পাঠ হইলে 'ভজতাম্' এই ষষ্ঠী ব্যাকরণবিরুদ্ধ আর্ষপ্রয়োগ। সেস্থলে অঘাদ্ভজতঃ অস্মান্ পুনাতু এইরূপ হইত। শ্রুতি বলিতেছেন—শুদ্ধ বিস্তৃত অনাদি বা নিত্যনূতন চরণ। যাঁহা দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়া জীব পাপসমূহ হইতে উত্তীর্ণ হয় ॥ ১৩ ॥

অনুদর্শিনী। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বলিলেন—হে প্রভো! আপনার ঐ পাদপদ্ম সর্ব্বলোকারাধ্য এবং সকলের অনুভবপ্রসিদ্ধ হইলেও উহা চিরকালই ভক্তের পক্ষপাতী—ভক্তের রক্ষা ও অভক্তের বিনাশ করাই ঐ চরণের স্বভাব। তাই ঐ চরণকমল ভক্তগণের পক্ষে অভয়প্রদাতা এবং অভক্তগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর; সাধু অর্থাৎ সুরগণের পক্ষে স্বর্গপ্রদাতা এবং খল অর্থাৎ অসুরগণের পক্ষে সংসাররূপ অধোগমনপ্রাপক। অতএব আপনার ভক্তপক্ষগ্রহণকারী ঐ চরণকমল আপনার ভজনকারী আমাদের পাপ শোধন করুন। কেননা, জ্ঞানৈক-স্বরূপ আপনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবসমূহের পালনার্থ ধার্ম্মিকগণের সুখপ্রদ ও দুষ্টদিগের বিনাশক বিশুদ্ধসত্ত্বময় মৎস্যাদিরূপসকল পুনঃ পুনঃ প্রকট করিয়া থাকেন—

> বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা
> ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
> সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি
> সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্॥ ভাঃ ১০।২।২৯

বিশেষতঃ—

> তবাবতারোঽয়মধোক্ষজেহ
> ভুবো ভারাণামুরুভারজন্মনাম্।
> চমূপতীনামভবায় দেব
> ভবায় যুষ্মচ্চরণানুবর্ত্তিনাম্॥ ভাঃ ১০।২৭।৯

দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন—হে দেব, অধোক্ষজ, গুরুভার-জনক এবং পৃথিবীর ভারভূত দৈত্যসৈন্যাধিপতিগণের বিনাশ এবং দাসজনের মঙ্গল-বিধানের জন্যই এই মর্ত্ত্যধামে আপনার কৃষ্ণরূপে অবতার হইয়াছে।

আপনার শ্রীমুখেরও উক্তি—

> যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ গীঃ ৪।৭-৮

হে ভারত, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই। সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

হে প্রভো! দুষ্টের নিগ্রহ করায় আপনার নির্দ্দয়ত্বের আশঙ্কা করিতে হইবে না, কেননা—

লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতা সুবোধিনী।

অর্থাৎ স্বীয় শিশুসন্তানের প্রতি মাতার লালন ও তাড়ন ব্যবহারে যেমন মাতার অকারুণ্য (নিষ্ঠুরতা) প্রকাশ পায় না, প্রত্যুত স্নেহেরই পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্রূপ গুণ ও দোষের নিয়ন্তা পরমেশ্বর বিষ্ণুর সুরপালন ও অসুর বিনাশেও দয়াই প্রদর্শিত হয়।

অতএব হে প্রভো, আপনি সকলের প্রতি সমদর্শী হইয়াও ভক্তগণকে আপনার স্বচরণে অত্যধিক আকৃষ্ট দেখিয়া নিজ অতর্ক্য কৃপাশক্তি বাধ্য হইয়াই ভক্তের প্রতি অধিক মমতাবিশিষ্ট হন—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

গীঃ ৯।২৯

অর্থাৎ আমার রহস্য এই যে,—আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি। আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই। যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং আমি তাহাতে আসক্ত থাকি।

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বলিলেন—প্রভো, আপনার চরণারবিন্দ যে ভক্তকলুষ-হরণে প্রধান উদ্যোগী তাহা আপনার ত্রিবিক্রম বা বামনাবতারে ত্রিবিধভাবে বিশেষ-রূপে মহাবিভূতিযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বলি-রাজের বন্ধনে আপনার যে ত্রিপাদ-বিক্ষেপে তিনলোক ব্যাপ্ত হইয়াছিল, আপনার যে চরণ হইতে উদ্ভূত সলিল ত্রিধারায় ত্রিভুবনে প্রবাহিত হইয়া সংসার-তরণের পতাকারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনার সেই চরণ আমাদের চিত্তের পাপ শোধন করুন।

ভগবানের ত্রিবিক্রমস্বরূপ, যথা,—

মধুব্রতস্রগ্বনমালয়াবৃতো
ররাজ রাজন্ ভগবানুরুক্রমঃ।
ক্ষিতিং পদৈকেন বলের্বিচক্রমে
নভঃ শরীরেণ দিশশ্চ বাহুভিঃ॥
পদং দ্বিতীয়ং ক্রমতস্ত্রিবিষ্টপং
ন বৈ তৃতীয়ায় তদীয়মণ্বপি।
উরুক্রমস্যাঙ্ঘ্রিরুপর্য্যুপর্য্যথো
মহর্জনাভ্যাং তপসঃ পরং গতঃ॥

ভাঃ ৮।২০।৩৩-৩৪

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, ভগবান্ ত্রিবিক্রমও তৎকালে সমুজ্জ্বল কিরীট, অঙ্গদ, মকরাকৃতি কুণ্ডল, শ্রীবৎস কৌস্তুভ, মেখলা, পীতাম্বর এবং ভ্রমর-পঙ্‌ক্তি-বিরাজিত বনমালায় বিভূষিত হইয়া প্রকাশ পাইতে-ছিলেন। তিনি এক পদবিন্যাসে বলির যাবতীয় ভূমি-ভাগ, শরীরদ্বারা আকাশ-প্রদেশ, ভুজসকল দ্বারা দিক্‌সমূহ আক্রমণ করিলেন। পরে দ্বিতীয় পদ স্বর্গ আক্রমণ করিলে, তৃতীয় পদ বিন্যাসের জন্য বলির অণুমাত্র স্থানও বর্ত্তমান রহিল না। যেহেতু ত্রিবিক্রম শ্রীহরির চরণ স্বর্গ হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধদেশ আক্রমণ করিতে করিতে মহঃ জন এবং তপোলোকের অতীত সত্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল।

তখন জগতে বলির উৎকর্ষ স্থাপনের জন্য তৃতীয়পদ-পূরণচ্ছলে ভগবান বলিকে বন্ধন করিলেন। বলির সর্ব্বস্ব অপহৃত হওয়ায় দৈত্যগণ বলির নিষেধ সত্ত্বেও ভগবানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া তদীয় পার্ষদবর্গের দ্বারা পরাজিত হইয়া বলির আদেশে পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সর্ব্বস্বান্তঃ, বরুণপাশে আবদ্ধ ভক্ত বলি বলিলেন—

যদ্যুত্তমঃশ্লোক ভবান্মমেরিতং
বচো ব্যলীকং সুরবর্য্য মন্যতে।
করোম্যৃতং তন্ন ভবেৎ প্রলম্ভনং
পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজম্॥

ভাঃ ৮।২২।২

অর্থাৎ হে উত্তমঃশ্লোক! হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনি যদি আমার প্রতিশ্রুতি-বাক্য মিথ্যা মনে করেন, তাহা হইলে আমি তাহার সত্যতা সম্পাদন করিতেছি, আমার বাক্য কিছুতেই মিথ্যা হইবে না। আপনি আমার মস্তকেই আপনার তৃতীয় পদ বিন্যাস করুন।

গঙ্গার ত্রিধারা—

ধাতুঃ কমণ্ডলুজলং তদুরুক্রমস্য
পাদাবনেজনপবিত্রতয়া নরেন্দ্র।
স্বর্ধুন্যভূন্নভসি সা পততী নিমার্ষ্টি
লোকত্রয়ং ভগবতো বিশদেব কীর্ত্তিঃ॥

ভাঃ ৮।২১।৪

অর্থাৎ ব্রহ্মার কমণ্ডলুজল উরুক্রম বামনদেবের পাদপদ্ম প্রক্ষালনে অত্যন্ত পবিত্র হওয়ায় স্বর্ধুনীরূপে পরিণত হইয়াছিল। ঐ নদী আকাশে প্রবাহিত হইয়া শ্রীহরির বিমল কীর্ত্তির ন্যায় ত্রিলোক পবিত্র করিতেছে।

(১) "ব্রহ্মার কমণ্ডলুজল বামনদেবের পাদপদ্ম প্রক্ষালনে পবিত্র হইয়া গঙ্গা হইয়াছিলেন। (২) পঞ্চম স্কন্ধের সুমেরু বর্ণনায় বামনদেবের বামপদের অঙ্গুষ্ঠ নখে অণ্ডকটাহের ঊর্দ্ধভাগ নির্ভিন্ন বহির্জলধারাই গঙ্গা। (৩) কোথাও বা সাক্ষাৎ নারায়ণই দ্রবরূপে গঙ্গা। এই তিনটী জলধারা মিলিত হইয়া গঙ্গা হইয়াছেন।" —শ্রীবিশ্বনাথ।

(১) এবিষয়ে শ্রীশুকদেব মহারাজা পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন যে ভগবানের দ্বিতীয় চরণ যখন সত্যলোকে প্রবিষ্ট হইলেন তখন লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ভগবানের সমীপে গমন করিয়াছিলেন। মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ সত্যলোকবাসিগণ সকলেই তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত এই পাদপদ্মে পাদ্য প্রদান করিলেন এবং ভক্তিভরে পূজা ও স্তব করিলেন।

(২) পঞ্চম স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রীশুকদেবের বচনে দেখা যায়,—(হে রাজন্) যজ্ঞমূর্ত্তি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু বলির যজ্ঞে গমন করিয়া ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক যখন পাদক্ষেপ করেন, সেই সময় দক্ষিণ চরণদ্বারা ভূমি আক্রমণ করিয়া যেমন ঊর্দ্ধদিকে বামপদ উৎক্ষেপণ করিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার বামপদে অঙ্গুষ্ঠ-নখে অণ্ডকটাহের উপরিভাগ নির্ভিন্ন হইয়া গেল। তাহাতে এক গর্ত্ত হইল, ঐ গর্ত্ত দিয়া পৃথিব্যাদি অষ্ট আবরণের বহির্ভূতা কারণার্ণব-সম্বন্ধিনী এক চিন্ময়ী জলধারা অন্তঃপ্রবিষ্টা হয়। প্রক্ষালন হেতু ভগবানের পাদপদ্মে হইতে যে অরুণবর্ণ কুঙ্কুম বিগলিত হইয়া থাকে, তাহাই কিঞ্জল্ক-স্বরূপে ঐ জলধারার শোভা সম্পাদন করে। ঐ ধারা স্পর্শমাত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাপরাশি ক্ষালন করিতে পারে; কিন্তু উঁহা স্বয়ং অতিশয় নির্ম্মল। ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ঐ ধারা সাক্ষাৎ ভগবানের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা বলিয়া 'বিষ্ণুপদী' এই নামেই কীর্ত্তিতা হইতেন; জাহ্নবী, ভাগীরথী প্রভৃতি ভিন্ন সংজ্ঞা ছিল না। সহস্রযুগ পরিমিত সুদীর্ঘকাল পরে ঐ ধারা ধ্রুবলোকে অবতীর্ণ হন। পণ্ডিতগণ সেই ধ্রুবলোককেই 'বিষ্ণুপদ' বলিয়া থাকেন।

(৩) 'যোঽসৌ নিরঞ্জনো দেবশ্চিৎস্বরূপী জনার্দ্দনঃ।
স এব দ্রবরূপেণ গঙ্গাম্ভো নাত্র সংশয়ঃ॥'

কৃষ্ণসন্দর্ভ—৬৮ সংখ্যা।

পূর্ব্বে এককালে মহামহেশ ঠাকুর।
কৃষ্ণগুণ গায় মহা আনন্দ প্রচুর॥
নারদঠাকুর গায়—গণেশ বাদক।
পুলকে পুরিত অঙ্গ আপাদ মস্তক॥
সঙ্গীত-সুতান তিনে গায় একমেলে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল শব্দব্রহ্মের হিল্লোলে॥
একে সে মহেশ—আরে কৃষ্ণের আবেশ।
নারদের বীণা—তাহে বাদক গণেশ॥
অথির হইয়া প্রভু আইলা সেই ঠাঞি।
মহেশ-নারদ মিলি যথা গুণ গাই॥
কহিল—না গাও গুণ—শুন হে মহেশ।
তো সভার গান-তত্ত্ব না বুঝোঁ বিশেষ॥
তোমার সঙ্গীত-গানে নাহি রহে দেহ।
আউলায় শরীরবন্ধ – দ্রবময় নেহ॥
শুনিয়া ঠাকুর বাণী হাসয়ে মহেশ।
গাইয়া দেখিব তত্ত্ব ইহার বিশেষ॥
ইহা বলি গায় গুণ অধিক উল্লাস।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিল শব্দে এ ভূমি আকাশ॥
দ্রবিলা শরীর প্রভু ক্ষীণ হৈল তন।
তরাসে মহেশ কৈল গান-সম্বরণ॥

সম্বরণ কৈল গান—থির হৈল মতি।
সেহ সে কারুণ্য-জল লোকে আছে খ্যাতি॥
সেই দ্রবব্রহ্ম নাম করুণার জল।
তীর্থরূপী জনার্দ্দন ঘোষয়ে সকল॥
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—আদিখণ্ড।

গঙ্গা—ত্রিলোকবিহারিণী—

যস্যামলং দিবি যশঃ প্রথিতং রসায়াং
ভূমৌ চ তে ভুবনমঙ্গল দিগ্বিতানম্।
মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো
গঙ্গেতি চেহ চরণাম্বু পুনাতি বিশ্বম্॥
ভাঃ ১০।৭০।৪৪

ভক্তরাজ শ্রীনারদ বলিলেন—হে ভুবনমঙ্গলকর! স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে সুবিস্তৃত এবং দিঙ্মণ্ডলের ভূষণ-স্বরূপ ভবদীয় যশোরাশি এবং স্বর্গে 'মন্দাকিনী' নামে, পাতালে 'ভোগবতী' সংজ্ঞায় ও পৃথিবীতে 'গঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম-প্রক্ষালনবারি বিশ্বকে পবিত্র করিতেছেন।

অতএব হে প্রভো! আপনার ঐ পাদপদ্মই আমাদের পাপ বিধৌত করুন॥ ১৩॥

নস্যোতগাব ইব যস্য বশে ভবন্তি
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো মিথুরর্দ্দ্যমানাঃ।
কালস্য তে প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরস্য
শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য॥১৪॥

অন্বয়। মিথুঃ (মিথঃ) অর্দ্দ্যমানাঃ (যুদ্ধাদিভিঃ পীড্যমানাঃ) ব্রহ্মাদয়ঃ তনুভৃতঃ (জীবা অপি) নসি (নাসিকায়াম্) ওতাঃ (নাসিকামাবিধ্য বদ্ধাঃ) গাবঃ (বলীবর্দ্দাঃ) ইব প্রকৃতি পুরুষয়োঃ (অপি) পরস্য (অতীতস্য, ততশ্চ) কালস্য (প্রবর্ত্তকস্য) যস্য তে (তব) বশে (পারতন্ত্র্যে) ভবন্তি (বর্ত্তন্তে নতু জয়পরাজয়য়োঃ স্বতন্ত্রা ইত্যর্থঃ তস্য) পুরুষোত্তমস্য (তব) চরণঃ নঃ (অস্মাকং) শং (মঙ্গলং) তনোতু (বিস্তারয়তু)॥ ১৪॥

অনুবাদ। হে প্রভো! বলীবর্দ্দ যেমন নাসাবিদ্ধ রজ্জুদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, সেই প্রকার পরস্পর যুদ্ধাদিপীড়িত ব্রহ্মাদি যাবতীয় জীবগণ প্রকৃতি-পুরুষাতীত কালরূপী যে নিয়ামকপুরুষের অধীনে চলিতে-ছেন অর্থাৎ কখনও স্বতন্ত্রভাবের পরিচয়প্রদানে সমর্থ নহেন, আপনি সেই প্রকৃতিপুরুষের নিয়ামক। আপনার শ্রীচরণকমল আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন॥ ১৪॥

বিশ্বনাথ। নহু যূয়ং ব্রহ্মাদয় ঈশ্বরা লোকৈর্ভজনীয়া ভূত্বাপি কিমিতি মাং ভজধ্বে তত্রাহুঃ—নসি নাসিকায়াং ওতা আবিধ্য বদ্ধা বলিবর্দ্দা ইব যস্য তব বশে ভবন্তি। মিথুর্মিথো মৎসরাদিদোষৈঃ পীড্যমানা ইত্যনৈশ্বর্য্যমুক্তং যতঃ কালস্য তেষাং কলয়িতুর্নিয়ন্তুর্ন চ তথা কোঽপি নিয়ন্তেত্যাহুঃ—প্রকৃতিপুরুষয়োরপি পরস্য শ্রেষ্ঠস্য॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ। যদি প্রশ্ন হয় আপনারা ব্রহ্মাদি ঈশ্বর, লোকের ভজনীয় হইয়াও আমার ভজন করেন এ কিরূপ? তাহারই উত্তর দেওয়া হইতেছে—নাসিকা-বিদ্ধ করিয়া বদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় যে আপনার বশে আছে। মিথু অর্থাৎ মিথঃ অর্থাৎ পরস্পর অর্দ্দ্যমান অর্থাৎ মৎসরাদি-দোষপীড়িত অতএব ইহাদের ঈশ্বরতার অভাব পরিলক্ষিত। যেহেতু আপনি কাল কলয়িতা অর্থাৎ তাঁহাদের নিয়ন্তা, কিন্তু আপনার এরূপ কোন নিয়ন্তা নাই। আপনি প্রকৃতি-পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ॥ ১৪॥

অনুদর্শিনী। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কহিলেন,—হে প্রভো! নাসাবদ্ধ বলীবর্দ্দকে তাহার চালক তাহাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করেন সে যেমন সেই কার্য্যই করিতে বাধ্য হয়, আমরাও তেমন আপনার ইচ্ছাধীনে থাকিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিতেছি। আমরা ঈশ্বরাভিমানী হইলেও প্রকৃতপক্ষে আমরা ঈশ্বর নহি। কেননা, যে রজোতমো গুণের ক্রিয়া—মৎসরাদি দোষ, আমরা সেই রজতমো গুণাধীন। আমরা কালভয়ে ভীত, কাল আমাদের নিয়ন্তা, কিন্তু আপনার কোন নিয়ন্তা নাই। আপনি প্রকৃতি-পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম। আপনার ঐ চরণ আমাদিগের সুখ বিস্তার করুন।

সকলেই পরমেশ্বরের অধীন—

তমেব মৃত্যুমমৃতং তাত দৈবং
সর্ব্বাত্মনোপেহি জগৎপরায়ণম্।
যস্মৈ বলিং বিশ্বসৃজো হরন্তি
গাবো যথোতা নসি দামযন্ত্রিতাঃ॥ ভাঃ ৪।১১।২৭

পৌত্র ধ্রুবকর্তৃক যক্ষবর্গের বিনাশদর্শনে স্বায়ম্ভুব মনু তথায় আগমন করিয়া বলিলেন—হে বৎস, তিনি অভক্ত পুরুষগণের পক্ষে মৃত্যু এবং ভক্তগণের পক্ষে অমৃতস্বরূপ। তিনিই বিশ্বের পরমেশ্বর ও জগদ্বাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়। সর্ব্বান্তঃকরণে তুমি সেই ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ কর। নাসাবদ্ধ বলীবর্দ্দসমূহ যেরূপ প্রভুর কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণও পরমেশ্বরের নিমিত্ত পূজার উপহার আহরণ করিয়া থাকেন।

"সর্ব্বে বহামো বলিমীশ্বরায়
প্রোতা নসীব দ্বিপদে চতুষ্পদঃ॥ ভাঃ ৫।১।১৪

ব্রহ্মা বলিলেন—নাসাবদ্ধ বলীবর্দ্দাদি চতুষ্পদ প্রাণিসকল যেরূপ দ্বিপদ মনুষ্যগণের ইচ্ছাধীনে কর্ম্ম করে, তদ্রূপ আমরাও সকলে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করি।

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো
হ্যজানতস্ত্বৎ পৃথগীশমানিনঃ।
অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ
এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি॥ ভাঃ ১০।১৪।১০

ব্রহ্মা বলিলেন, হে অচ্যুত, আমি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বভাবতঃই অজ্ঞান এবং আপনা হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমানী, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অহঙ্কারে আমার নেত্র অন্ধীভূত। অতএব 'এই ব্রহ্মা আমার আজ্ঞাধীন ভৃত্য ও দয়ার পাত্র' এরূপ মনে করিয়া ক্ষমা করুন।

পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো
দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ।
হিতায় স্বেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে
মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্॥ ভাঃ ১০।২৭।৬

দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন—জগতের পিতা, উপদেষ্টা, নিয়ন্তা, কালরূপী আপনি শাসনভার গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমানিগণের গর্ব্ব বিনাশ এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য লীলাবতারসমূহের প্রকট করেন।

তবাবতারোঽয়মকুণ্ঠধামন্
ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ জগতো ভবায়।
বয়ঞ্চ সর্ব্বে ভবতানুভাবিতা
বিভাবয়ামো ভুবনানি সপ্ত॥
ভাঃ ১০।৬৩।৩৭

শ্রীরুদ্র বলিলেন—হে অকুণ্ঠধামন্, ধর্ম্মরক্ষা এবং জগতের অভ্যুদয়ের জন্য আপনার এই অবতার। নিখিল-লোকপালগণ আমরা আপনাকর্ত্তৃক পালিত হইয়াই সপ্তভুবনের পালন করিতেছি।

ব্রহ্মাও কালভয়ে ভীত—

যস্মাদ্বিভেম্যহমপি দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্য-
মধ্যাসিতঃ সকললোকনমস্কৃতং যৎ।
তেপে তপো বহুসবোঽবরুরুৎসমান-
স্তস্মৈ নমো ভগবতেঽধিমখায় তুভ্যম্॥
ভাঃ ৩।৯।১৮

ব্রহ্মা বলিলেন—হে ভগবন্, সর্ব্বলোকমান্য দ্বিপরার্দ্ধ-কালস্থায়ী স্থানারূঢ় হইয়াও আমি কাল হইতে ভীত হই এবং আপনাকে পাইবার জন্য বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তপস্যা করি, সেই যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিষ্ঠাতৃস্বরূপ আপনাকে নমস্কার করি।

শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—

লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাম্।
ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ॥
ভাঃ ১১।১০।৩০—অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

পরমেশ্বর কাহারও অধীন নহেন

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥
ভাঃ ৩।২।২১

শ্রীউদ্ধব বিদুরকে বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনি ত্রিশক্তির অধীশ্বর—তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই; তিনি স্বীয় পরমানন্দস্বরূপে পরিপূর্ণকাম। ইন্দ্রাদি অসংখ্য লোকপাল পুজোপহার সমর্পণপূর্ব্বক কোটী কোটী কিরীটসংঘট্টধ্বনিদ্বারা তাঁহার পাদপীঠের স্তব করেন।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তার সম, কেহ নাহি আন॥
চৈঃ চঃ মধ্য ২১ পৃঃ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ব্রহ্মসংহিতা।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ চরিতামৃত মধ্য।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্-
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ শ্বেঃ ৬।৭

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥
চৈঃ চঃ আঃ ৫ পৃঃ

পুরুষ ও প্রকৃতি—
অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্॥
স এষঃ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া॥ ভাঃ ৩।২৬।৩-৪

শ্রীকপিলদেব, মাতা দেবহূতিকে বলিলেন—অনাদি (নিত্য) পরমাত্মাই পুরুষ; তিনি প্রকৃতি হইতে পৃথক—অসঙ্গ বলিয়া প্রাকৃত গুণরহিত, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগম্য কারণার্ণবধামপতি—স্বপ্রকাশ বস্তু; এই বিশ্ব তাঁহারই ঈক্ষণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত।

শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর শক্তিরূপিণী অব্যক্তা, গুণময়ী প্রকৃতি, লীলার্থ তাঁহার সমাপবর্ত্তিনী হইলে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে তাহাকে বহিরঙ্গারূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ দূর হইতে তাহাতে ঈক্ষণদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন।

"সেই পুরুষ মায়াপানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান॥"
চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৭২

পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী এই পুরুষ এবং প্রকৃতির মীমাংসায় বলিয়াছেন—আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিভেদে প্রকৃতি দ্বিবিধ। আবরণ শক্তিদ্বারা বদ্ধ জীবোপাধি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ অবিদ্যাকর্ত্তৃকই উক্ত দেহদ্বয়ে অভিমান, বস্তুতঃ জীবাত্মা শুদ্ধ চিৎকণ। বিক্ষেপাত্মিকাবৃত্তি মায়ার। পারমেশ্বরী জড়-মায়া স্থূল ও সূক্ষ্ম ঔপাধিক দেহদ্বারা আবৃতস্বরূপ জীবাত্মাকে ধর্ম্মার্থকামাদি প্রদান করিয়া কৃষ্ণসেবা হইতে বিক্ষিপ্ত করে। পুরুষও জীব এবং ঈশ্বরভেদে দ্বিবিধ। যে অণুচিৎবস্তুর সংসারচক্রভ্রমণের অর্থাৎ মায়ার বশীভূত হইবার যোগ্যতা আছে—সেই 'জীব'। আর যিনি প্রকৃতিকে বশে রক্ষা করিয়া বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতে সমর্থ—তিনিই মায়াধীশ ঈশ্বর।

তির্য্যঙ্মনুষ্যবিবুধাদিষু জীবযোনি-
স্বাত্মেচ্ছয়াত্মকৃতসেতুপরীপ্সয়া যঃ।
রেমে নিরস্তবিষয়োঽপ্যবরুদ্ধদেহ-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায়॥ ভাঃ ৩।৯।১৯

ব্রহ্মা বলিলেন—হে ভগবন্, আপনি স্বেচ্ছাক্রমে তির্য্যক্ দেব নরাদি জীবযোনিতে স্বীয় নিত্য মূর্ত্তি প্রকট করিয়া এবং আত্মারামতাহেতু বিষয়সুখ হইতে নিরস্ত হইয়াও নিজকৃত ধর্ম্মমর্য্যাদা পালনের জন্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অতএব আপনিই পুরুষোত্তম।

'উপাধি-ধর্ম্মের সংস্পর্শ নাথাকা হেতু ভগবানই পুরুষোত্তম। মহৎস্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী, সমষ্টিজীবান্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী এবং ব্যষ্টিজীবান্তর্যামী পুরুষত্রয় হইতেও উত্তম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম—শ্রীবিশ্বনাথ॥ ১৪॥

অস্যাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা—
মব্যক্তজীবমহতামপি কালমাহুঃ।
সোঽয়ং ত্রিনাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ
কালো গভীররয় উত্তমপূরুষস্ত্বম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়। (শ্রুতয়স্ত্বাম্) অব্যক্ত-জীবমহতাম্ (অব্যক্তং প্রকৃতিঃ, জীবঃ পুরুষঃ মহান্ মহত্তত্ত্বং তেষাম্) অপি কালং (কলয়িতারম্ বা নিয়ন্তারম্) আহুঃ (কথয়ন্তি, ত্বত্তস্ত্বমেব) অস্য (বিশ্বস্য) উদয়স্থিতিসংযমানাং (সৃষ্টি-স্থিতিসংহারাণাং) হেতুঃ (নিমিত্তং) অসি (ভবসি) ত্রিনাভিঃ (ত্রিণী চাতুর্ম্মাস্যানি নাভয়ো যস্য সঃ) অখিলা-পচয়ে (অখিলস্য বিশ্বস্য অপচয়ে বিনাশে) প্রবৃত্তঃ গভীররয়ঃ (গভীর-বেগ-চেষ্টা) অয়ং কালঃ (সংবৎসরাত্মকঃ কালঃ) সঃ ত্বম্ উত্তমপুরুষঃ (পুরুষোত্তমো ভবসি) ॥১৫॥

অনুবাদ। হে দেব! শ্রুতিগণ আপনাকে প্রকৃতি, পুরুষ এবং মহত্তত্ত্বেরও নিয়ন্তৃরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ-স্বরূপ। হে নাথ! আপনিই ভুবনের সংহারার্থে প্রবৃত্ত চাতুর্ম্মাস্যত্রয়রূপ ত্রিনাভিযুক্ত সংবৎসরাত্মক অতীব বেগশালী কালস্বরূপ; অতএব আপনিই পুরুষোত্তম ॥১৫॥

বিশ্বনাথ। উক্তমেব পুরুষোত্তমত্বমুপপাদয়তি— অস্য জগত উদয়াদীনাং হেতুরসি তথা অব্যক্তং মায়া-কারণোপাধিঃ জীব উপহিতঃ মহান্ মহত্তত্ত্বাদিঃ কার্য্যো-পাধিস্তেষামপি কালং কলয়িতারং নিয়ন্তারং ত্বামাহুঃ। তথা অয়ং সম্বৎসরাত্মকো যঃ কালঃ ত্রিনাভিঃ ত্রীণি চাতুর্ম্মাস্যানি নাভয়ো যস্য স তব গভীর-রয়ঃ গম্ভীরবেগশ্চেষ্টা অত কার্য্যকারণাতীতত্বাৎ জীবাদুত্তমত্বাচ্চ ত্বমেবোত্তমঃ পুরুষঃ। যদুক্তং গীতাসু—'যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ' ইতি ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ। উক্ত পুরুষত্তমত্বের প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। এই জগতের উদয়াদির হেতু আপনি। আর অব্যক্ত মায়া কারণোপাধি, জীব উপহিত এবং মহত্ত্বাদি কার্য্যোপাধি—ইহাদের কাল অর্থাৎ নিয়ন্তা বলিয়া আপনি খ্যাত। আর এই সংবৎসরাত্মক যে কাল ত্রিনাভি অর্থাৎ তিনটী চাতুর্ম্মাস্য যাঁহার নাভি এমন। আপনার গভীররয় অর্থাৎ গম্ভীর বেগ বা চেষ্টা অতএব কার্য্যকারণের অতীত বলিয়া ও জীব হইতে উত্তম বলিয়া আপনিই উত্তম পুরুষ। গীতায় (১৫।১৮) উক্ত হইয়াছে—'যেহেতু আমি ক্ষরতত্ত্বের অতীত এবং অক্ষরতত্ত্ব হইতেও উত্তম, সেই হেতু লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত' ॥ ১৫ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীব্রহ্মাদি দেবতাগণ বলিলেন— হে প্রভো! আপনি কেবল পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন, অব্যক্ত জীব ও মহতের নিয়ন্তা। সংবৎসরাত্মক কালকে এক এক ভাগে চারিমাস করিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে বলিয়া ঐ কাল ত্রিনাভি নামে অভিহিত হইয়াছে। সেই কাল আপনার গম্ভীর বেগ বা চেষ্টা। কার্য্যকারণ ও জীব হইতে উত্তম বলিয়া আপনিই পুরুষোত্তম।

শ্রীভগবান্—জীব অব্যক্ত ও মহতত্ত্বাদির নিয়ন্তা—

অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠা সা পরা গতি। —কঠঃ। প্রকৃতি হইতে অক্ষর শ্রেষ্ঠ, অক্ষর অর্থাৎ জীব হইতে পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ। মহতত্ত্ব হইতে অব্যক্ত বা প্রধান শ্রেষ্ঠ, প্রধান হইতে তৎপ্রবর্ত্তক পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ; পরমেশ্বর হইতে অন্য কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। তিনিই পরম অবধি, তিনিই পরম পুরুষার্থ।

ত্রিনাভিযুক্ত কালচক্রের পরিচয়—

ন তেঽজরাক্ষভ্রমিরায়ুরেষাং
ত্রয়োদশারং ত্রিশতং ষষ্টিপর্ব্ব।
ষন্নেম্যনন্তচ্ছদি যৎ ত্রিনাভি
করালস্রোতো জগদাচ্ছিদ্য ধাবৎ ॥

ভাঃ ৩।২১।১৮

শ্রীকর্দ্দম ঋষি শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া স্তবমুখে বলিলেন - প্রভো, আপনার ত্রিনাভিরূপ কালচক্র অত্যদ্ভুত; উহা অজর ব্রহ্মস্বরূপ অক্ষোপরি নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, অধিমাস বা মলমাসের সহিত ত্রয়োদশ মাস

ইহার ত্রয়োদশ অর, তিনশত ষষ্টি অহোরাত্ররূপ ইহার তিনশত ষষ্টি পর্ব্ব, ষড় ঋতু ইহার ষড় নেমি, অনন্ত ক্ষণলবাদি ইহার পত্রাকার ধারা, তিন চাতুর্ম্মাস্য ইহার নাভি অর্থাৎ অধারভূত বলয় ; ইহার বেগ অতিশয় তীব্র। হে ভগবন্, এই কালচক্র সমগ্র জগৎকে আকর্ষণ করিয়া ধাবমান হইলেও ইহা আপনার ভক্তগণের আয়ু হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে না।

কাল—শ্রীভগবানের চেষ্টা—

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো
চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদিবৎসরান্তো মহীয়াং
স্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে॥ ভাঃ ১০।৩।২৬

দেবকীদেবী সূতিকাগৃহে আবির্ভূত ভগবান্‌কে বলেন—হে প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক, এই বিশ্ব যে কালের অধীন হইয়া চলিতেছে, নিমেষ হইতে বৎসর পর্য্যন্ত সেই সর্ব্ব-সংহারক মহান্ কালকে বেদসকল বিষ্ণুস্বরূপ আপনার চেষ্টা বা লীলামাত্র বলিয়া বর্ণন করেন। আপনি সমস্তের ঈশ্বর ও সর্ব্বমঙ্গলময় কারণ। আমি আপনাতে প্রপন্ন হইতেছি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম,—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ গীঃ ১৫।১৬

অর্থাৎ লোকে দুইটি পুরুষ—ক্ষর ও অক্ষর। ভূতসমূহ ক্ষর, কূটস্থ অক্ষর।

"ক্ষর অর্থাৎ স্বস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় বলিয়া ক্ষর—জীব, স্বস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় না—অক্ষর ব্রহ্মই। * * এক জীবই অনাদি অবিদ্যাদ্বারা স্বরূপবিচ্যুত হইয়া কর্ম্ম-পরতন্ত্র সমষ্ট্যাত্মক ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত ভূতসমূহ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পুরুষ অক্ষর কিন্তু কূটস্থ। একই অবিচ্যুত স্বরূপে সর্ব্বকালব্যাপী।" —শ্রীবিশ্বনাথ।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ গীঃ ১৫।১৭

সেই পরমাত্মরূপ দ্বিতীয় অক্ষর-পুরুষ—সামান্যতঃ অক্ষর-পুরুষরূপ ব্রহ্ম অপেক্ষা উত্তম ; তিনিই ঈশ্বর এবং লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভর্তৃস্বরূপে বিরাজমান।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
গীঃ ১৫।১৮

তৃতীয় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অক্ষর-পুরুষের নাম—'ভগবান্'। আমিই সেই ভগবত্তত্ত্ব; আমি—ক্ষর-পুরুষ জীবের অতীত এবং অক্ষর-পুরুষ 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা' হইতে উত্তম। অতএব লোকে ও বেদে আমাকে 'পুরু-ষোত্তম' বলিয়া উক্তি করে।

"ক্ষরপুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মার অতীত অক্ষরপুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উত্তম অবিকার অর্থাৎ পরমাত্ম-পুরুষ হইতেও উত্তম।" * *। উপাসক-বৈশিষ্ট্যেই উপাস্যের বৈশিষ্ট্যলাভ, 'চ'কার প্রয়োগে ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথাদি হইতেও "ইহারা পুরুষের অংশ, কলা ; কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্"—এই স্বতোক্তি হইতে আমি উত্তম।"
শ্রীবিশ্বনাথ।

"অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবে যে, ক্ষর ও অক্ষর—এই দুইটী পুরুষ এবং অক্ষর-পুরুষের তিনটী প্রকাশ,—সামান্য প্রকাশ "ব্রহ্ম" (জগৎ সৃষ্ট হইলে তাহাতে সর্ব্বব্যাপি-সত্তা-স্বরূপে এবং তাহার সমস্ত ধর্ম্মের বিপরীত অবস্থায় লক্ষিত অক্ষর-পুরুষ), উত্তম প্রকাশ 'পরমাত্মা' এবং সর্ব্বোত্তম-প্রকাশ 'ভগবান্'।"—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥ গীঃ ১৫।১৯

যিনি নানামতবাদদ্বারা মোহপ্রাপ্ত না হইয়া আমার এই সচ্চিদানন্দস্বরূপকে 'পুরুষোত্তমতত্ত্ব' বলিয়া জানেন, তিনি সর্ব্ববিৎ এবং তিনি সর্ব্বভাবে আমাকে ভজনা করিতে সমর্থ॥ ১৫॥

ত্বত্তঃ পুমান্ সমধিগম্য যয়াস্য বীর্য্যং
ধত্তে মহান্তমিব গর্ভমমোঘবীর্য্যঃ।
সোঽয়ং তয়ানুগত আত্মন অণ্ডকোশং
হৈমং সসর্জ্জ বহিরাবরণৈরুপেতম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়। ত্বত্তঃ (পুরুষোত্তমাৎ) পুমান্ (আদি-পুরুষঃ) বীর্য্যং (শক্তিং) সমধিগম্য (প্রাপ্য) যয়া (মায়য়া) অমোঘবীর্য্যঃ (অব্যর্থবীর্য্যঃ সন্) অস্য (বিশ্বস্য) গর্ভং (বীজং) ইব (যং) মহান্তং (মহত্তত্ত্বং) ধত্তে (উৎপাদয়ামাস) সঃ অয়ং (মহান্) তয়া (এব মায়য়া) অনুগতঃ (সন্) আত্মনঃ (স্বস্মাৎ) বহিঃ (বহির্দ্দেশে) আবরণৈঃ (সপ্তভিঃ) উপেতং (আবৃতং) হৈমং (হিরণ্ময়ম্) অণ্ডকোষং সসর্জ্জ (সৃষ্টবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। হে পুরুষোত্তম! আপনার নিকট হইতে আদি পুরুষ অমোঘবীর্য্য মহাবিষ্ণু কারণাব্ধিশায়ী শক্তি লাভ করিয়া যে মায়াশক্তিদ্বারা এই বিশ্বের বীজস্বরূপ মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই মহত্তত্ত্ব সেই মায়াদ্বারা যুক্ত হইয়াই নিজ হইতে বহির্দ্দেশে সপ্তাবরণবিশিষ্ট হিরণ্ময় অণ্ডকোষের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ। জীবাৎ পুরুষাদুত্তমত্বমুক্ত্বা প্রকৃতিদ্রষ্টুঃ পুরুষাদপ্যুত্তমত্বমভিব্যঞ্জয়ন্তি—ত্বত্তঃ সকাশাৎ পুমান্ আদি-পুরুষঃ সমধিগম্য শক্তিং প্রাপ্য যয়া মায়য়া দ্বারা বীর্য্যং বীর্য্যরূপং মহান্তং ধত্তে কমিব অস্য বিশ্বস্য গর্ভমিব সোঽয়ং মহান্ তয়ৈব মায়য়া অনুগতঃ সন্ আত্মনঃ সকাশাদণ্ডকোষং সসর্জ্জ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। জীব-পুরুষ হইতে উত্তমত্ব বলিয়া প্রকৃতিদ্রষ্টা পুরুষ হইতেও উত্তমত্ব অভিব্যক্ত হইতেছে। আপনার নিকট হইতে পুমান্ আদিপুরুষ সমধিগমন করিয়া অর্থাৎ শক্তিলাভ করিয়া যাঁহাদ্বারা অর্থাৎ মায়াদ্বারা বীর্য্য অর্থাৎ বীর্য্যরূপ মহত্তত্ত্বকে ধারণ করেন। কিসের ন্যায়, না, এই বিশ্বের গর্ভের ন্যায়। সেই মহত্তত্ত্ব মায়াদ্বারা অনুগত হইয়া নিজ হইতে অণ্ডকোষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ॥ ১৬ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীব্রহ্মাদি দেবতাগণ বলিলেন—হে প্রভো! আপনি প্রকৃতিদ্রষ্টা পুরুষেরও আকর। আদি পুরুষাবতার আপনার বীর্য্যলাভ করিয়াই অমোঘবীর্য্য কারণার্ণবশায়িরূপে মহত্তত্ত্বকে ধারণ করেন। সেই মহত্তত্ত্ব আপনার মায়াযুক্ত হইয়া হিরণ্যগর্ভরূপে বহির্জগতের অভ্যন্তরে স্বর্ণ অণ্ডকোষ সৃষ্টি করেন।

প্রথমেই করে কৃষ্ণ 'পুরুষাবতার'।
সেই ত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার ॥

চরিতামৃত মধ্য ২০শ পঃ

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥

বিষ্ণুপুরাণ

বিষ্ণুর তিনটীরূপ—প্রথম মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু; দ্বিতীয় গর্ভোদশায়ী ও সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ; তৃতীয় ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ, তিনি প্রতিজীবের অন্তর্যামী ঈশ্বরও পরমাত্মা। এই তিনটীর তত্ত্ব জানিতে পারিলে জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥

ভাঃ ১।৩।১

ভগবান্ শ্রীহরি লোকসৃষ্টিমানসে সর্ব্বপ্রথমে মহদাদি-দ্বারা সম্ভূত ও ষোড়শকলা-বিশিষ্ট পুরুষাখ্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ভাঃ ২।৬।৪২

প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা কারণাব্ধিশায়ী পুরুষই ভগবানের প্রথম অবতার। কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণরূপ প্রকৃতি, মন প্রভৃতি মহত্তত্ত্ব, মহাভূতাদি অহঙ্কার, সত্ত্বাদিগুণ, ইন্দ্রিয়গণ, বিরাট্, স্বরাট্, স্থাবর ও জঙ্গম সকলই তাঁহার বিভূতিরূপ।

মহৎস্রষ্টা পুরুষ, তিঁহো জগৎকারণ।
আস্ত-অবতার করে মায়ার দর্শন॥
চরিতামৃত আদি ৫ম পঃ

ব্যক্তাদয়ো বিকুর্ব্বাণা ধাতবঃ পুরুষেক্ষয়া।
লব্ধবীর্য্যাঃ সৃজত্যণ্ডং সংহতাঃ প্রকৃতের্বলাৎ॥
ভাঃ ১১।২২।১৮ শ্লো অর্থপরে দ্রষ্টব্য

তৎ তস্থুষশ্চ জগতশ্চ ভবানধীশো
যন্মায়য়োত্থগুণবিক্রিয়য়োপনীতান্।
অর্থান্ জুষন্নপি হৃষীকপতে ন লিপ্তো
যেঽন্যে স্বতঃ পরিহৃতাদপি বিভ্যতি স্ম॥ ১৭॥

অন্বয়। (হে) হৃষীকপতে! (হৃষীকেশ!) যৎ (যস্মাৎ) মায়য়া (প্রকৃত্যা) উত্থগুণবিক্রিয়য়া (উত্থা উজ্জৃম্ভিতা যা গুণবিক্রিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিস্তয়া) উপনীতান্ অর্থান্ (শব্দাদি-বিষয়ান্) জুষন্ (জুষমানঃ) অপি (তৈঃ) ন লিপ্তঃ (তেষু অনাসক্তো ভবতি) তৎ (তস্মাৎ) ভবান্ (এব) তস্থুষঃ (স্থাবরস্য) চ জগতঃ (জঙ্গমস্য) চ অধীশঃ (নিয়ন্তা)। যে (তু) অন্যে (জীবা যোগিনো বা তে) স্বতঃ পরিহৃতাৎ (অবিদ্যমানাৎ ত্যক্তাদ্ বা বিষয়-জোষণাৎ) অপি বিভ্যতি স্ম (বাসনামাত্রেণ বধ্যন্ত ইত্যর্থঃ)॥ ১৭॥

অনুবাদ। হে হৃষীকপতে! আপনি মায়া-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-দ্বারা উপনীত শব্দাদি-বিষয়সমূহের ভোগ করিয়াও অনাসক্ত, অতএব আপনিই স্থাবর-জঙ্গমের একমাত্র নিয়ন্তা। পরন্তু অন্যান্য জীব বা যোগিগণ অবিদ্যমান বিষয়ভোগ হইতেও সর্ব্বদা ভয়প্রাপ্ত হন॥ ১৭॥

বিশ্বনাথ। এবঞ্চ মূলভূতঃ পরমেশ্বরস্ত্বমেবেত্যাহুঃ, তদিতি। যস্মাদেবং ততস্মাৎ তস্থুষঃ স্থাবরস্য চ জগতো জঙ্গমস্য চ ভবানধীশঃ। স্রষ্টা পুরুষ ঈশরস্তন্ত তমপ্যধি-করোষীত্যর্থঃ। যদ্‌যস্মান্মায়য়া উত্থা উত্থিতা যা গুণবিক্রিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিস্তয়োপনীতানর্থান্ বিষয়ান্ জুষন্ মর্ত্ত্যাদি-শরীরেষু জীবদ্বারা পরমাত্মৈব ত্বং জুষমাণঃ সন্নপি হৃষীকপতে, হে ইন্দ্রিয়নিয়ন্তঃ, ন লিপ্তঃ যে ত্বন্যে যোগিনস্তে স্বতঃ স্বেন পরিহৃতাদপি বিষয়জোষণাদ্বিভ্যতি বাসনা-মাত্রেণ বধ্যন্তে ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপ মূলভূত পরমেশ্বর আপনিই। যেহেতু উহা এইরূপ, সেইহেতু তস্থিবান্ অর্থাৎ স্থাবরের এবং জগৎ অর্থাৎ জঙ্গমের আপনিই অধীশ্বর। স্রষ্টা-পুরুষ অধীশ্বর, আপনি তাঁহাকেও অধিকার করেন। যাঁহা হইতে মায়াকর্ত্তৃক উত্থিত যে গুণবিক্রিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি তাহাদ্বারা উপনীত (প্রাপিত) অর্থ অর্থাৎ বিষয়সমূহ জুষন্ (-জুষমান) অর্থাৎ মর্ত্ত্যাদি-শরীরে জীবদ্বারা পরমাত্মা আপনিই ভোগপ্রাপ্ত হইয়াও হৃষীকপতে অর্থাৎ হে ইন্দ্রিয়নিয়ন্তা, লিপ্ত হন না। অন্য যাহারা অর্থাৎ যোগিগণ স্বয়ং পরিত্যক্ত বিষয়ভোগ হইতেও ভীত থাকেন, বাসনামাত্রই বন্ধনপ্রাপ্ত হন। ১৭।

অনুদর্শিনী। শ্রীব্রহ্মাদি দেবতাগণ বলিলেন—হে প্রভো! আপনি প্রকৃতি-পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম, অব্যক্ত, জীব, মহৎ, কাল প্রভৃতির নিয়ন্তা, পুরুষাবতার-গণের আশ্রয় অতএব আপনিই পরমতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্। আপনি এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডেরও অধীশ্বর। হে হৃষীকপতে আপনি পরমাত্মারূপে সর্ব্বদেহে বিরাজিত থাকিয়াও আপনার মায়াকর্ত্তৃক উৎপাদিত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহ অনুভব করিয়াও তাহাতে কিছু-মাত্র লিপ্ত হন না। আর অন্য সকলেই বিষয়ত্যাগ করিয়াও ভোগ-বাসনা থাকা হেতু সেই বিষয়সঙ্গ হইতে ভীত।

কৃষ্ণই পরমতত্ত্ব—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"
ব্যাখ্যা এবং প্রমাণ ভাঃ ১১।৬।১০ ও ১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহাঁ,—সবার আধার॥

সচ্চিদানন্দ-তনু, ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস পূর্ণ॥

চরিতামৃত মধ্য ৮ম পঃ।

যাঁ'র ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা।

কৃষ্ণের পরমাত্মরূপ—

তির্য্যঙ্মনুষ্যবিবুধাদিষু জীবযোনি-
ষ্বাত্মেচ্ছয়াত্মকৃতসেতুপরীপ্সয়া যঃ।
রেমে নিরস্তবিষয়োঽপ্যবরুদ্ধদেহ-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায়॥ ভাঃ ৩।৯।১৯

ব্যাখ্যা ভাঃ ১১।৬।১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ভগবান্ জীবদেহে থাকিয়াও কর্ম্মলিপ্ত নহেন —

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥

গীঃ ১৩।৩১

ভগবান্ কহিলেন—হে কৌন্তেয়, পরমাত্মা অব্যয়, অনাদিও নির্গুণ। শরীরে অবস্থান করিয়াও কর্ম্ম করেন না বা কর্ম্মে লিপ্ত হন না।

ভক্ত অর্জ্জুনও শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন—

ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥

ভাঃ ১।৭।২৩

অর্থ পূর্ব্বে ভাঃ ১১।৬।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥

মুণ্ডক ৩।১।১-২।

সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একটী দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মায়াধীন অর্থাৎ জীব দেহকে দেহিজ্ঞানে নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। অন্যজন মায়াধীশ অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে পরিদর্শন করেন। কর্ম্মফলের ভোক্তা জীব একই দেহবৃক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া স্থূলসূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি-জন্য শোক করেন। যখন আপনা হইতে ভিন্ন সেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোক-নির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও মহিমার অনুশীলন করেন।

এতৎ সম্পর্কে পরে ভাঃ ১১।১১।৬-৭ শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য। ১৭।

**স্মায়াবলোক-লবদর্শিতভাবহারি-
ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈ
র্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন বিভ্ব্যঃ॥১৮॥**

অন্বয়। স্মায়াবলোক-লবদর্শিতভাবহারি-ভ্রূমণ্ডল প্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ (স্মায়াবলোকো মন্দহসিতবিলসিতোঽবলোকস্তস্য লবঃ কটাক্ষস্তেন দর্শিতো যো ভাবোঽভিপ্রায়স্তেন হারি মনোহারি যদ্ ভ্রূমণ্ডলং তেন প্রহিতা যে সৌরতমন্ত্রাস্তৈঃ শৌণ্ডৈঃ প্রগল্ভৈঃ) অনঙ্গবাণৈঃ (কামস্য বাণৈঃ সম্মোহনৈঃ) করণৈঃ (কামকলাভিঃ) ষোড়শসহস্রং পত্ন্যঃ তু (রুক্মিণ্যাদয়ো মহিষ্য) যস্য ইন্দ্রিয়ং (মনঃ) বিমথিতুং (ক্ষোভয়িতুং) ন বিভ্ব্যঃ (ন সমর্থাঃ স ভবান্ ন লিপ্ত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ। হে বিভো! মৃদুমন্দহাস্যসহকারে দৃষ্টিকটাক্ষ-পাতদ্বারা আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া মনোহর ভ্রূযুগলের ভঙ্গি-নিক্ষেপে কেলিবিলাস-মন্ত্রযোগে এবং প্রগল্ভতাপূর্ণ সুনিপুণ অনঙ্গবাণ ও কামকলাদিদ্বারা রুক্মিণী প্রভৃতি ষোড়শসহস্র পত্নীগণ আপনার চিত্তকে আদৌ ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থা হন নাই॥ ১৮॥

বিশ্বনাথ। স্বয়ং ভগবদ্রূপঃ সাক্ষাৎ স্বস্বপ্রাকৃত-বিষয়েষ্বপি ন লিপ্ত ইত্যাহুঃ—স্মায়াবলোকো মন্দস্মিত-বিলসিতোঽবলোকস্তস্য লবঃ কটাক্ষস্তেন দর্শিতো যো ভাবোঽভিপ্রায়স্তেন মনোহারি যদ্ ভ্রূমণ্ডলং তেন প্রহিতা যে সৌরতা মন্ত্রাস্তৈঃ শৌণ্ডৈঃ প্রগল্ভৈঃ অনঙ্গস্য বাণৈ-র্বাণতুল্যৈঃ করণৈঃ কামকলাভিঃ ষোড়শসহস্রং পত্ন্যঃ

বিমথিতুং ক্ষোভয়িতুং ন শেকুঃ পত্নীনাঞ্চিচ্ছক্তিবৃত্তিত্বাত্তাসাং কামকলা অপ্যপ্রাকৃত্যশ্চিন্ময়া এব তাভিরপ্যবশীকারদর্শনাদলিপ্ত এব ত্বম্। কিঞ্চ পারিজাতাদ্যাহরণজ্ঞাপিতবশীকারদর্শনাৎ তাশ্চ কদাচিত্তাসাং চিদ্বিশেষ প্রেমময্যোঽপি ভবন্তীত্যুজ্জ্বলনীলমণৌ প্রতিপাদিতম্। ততশ্চ ত্বং প্রেমবশ্য এব ন তু প্রাকৃতাপ্রাকৃতকামবশ্য ইতি ভাবঃ। যদ্বা বিমথিতুং ব্রজসুন্দর্য্য ইব বিশেষেণ মথিতুং ন শেকুঃ। কিন্তু যাবাংস্তত্র প্রেমাংশস্তাবদেবেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবদ্রূপ আপনি অপ্রাকৃত বিষয়েও লিপ্ত নন। স্মায়াবলোক অর্থাৎ মন্দস্মিত (মৃদুহাস্য) দ্বারা বিলসিত অবলোক (দৃষ্টি) তাহার লব অর্থাৎ কটাক্ষদ্বারা দর্শিত যে ভাব অর্থাৎ অভিপ্রায় তাহার দ্বারা হারি অর্থাৎ মনোহারি যে ভ্রূমণ্ডল তদ্দ্বারা প্রহিত (প্রেরিত) যে সকল সুরতবিষয়ক মন্ত্র, তদ্দ্বারা শৌণ্ড অর্থাৎ প্রগল্‌ভ অনঙ্গবাণ অর্থাৎ অনঙ্গের বাণতুল্য করণ অর্থাৎ কামকলা দ্বারা ষোড়শসহস্র পত্নী বিমথিত করা বা ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। পত্নীগণ চিৎশক্তিবৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া তাঁহাদের কামকলা অপ্রাকৃত চিন্ময়। তাঁহাদিগের কর্তৃক বশীকরণের অভাব দেখিয়া জানা যায় আপনি অলিপ্ত। কিন্তু পারিজাতাদির আহরণ-দ্বারা জ্ঞাপিত বশীকরণ দেখিয়া তাঁহারা কখন বা তাঁহাদের চিদ্বিশেষে প্রেমময়ীও হইয়া থাকেন, ইহা উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে প্রমাণীকৃত। সেস্থলেও আপনি প্রেমবশ্যই, প্রাকৃত অপ্রাকৃত-কামবশ্য নহেন। অথবা বিমথিত করিতে অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীগণের ন্যায় বিশেষভাবে মথিত করিতে পারেন নাই কিন্তু সেখানে যে পরিমাণ প্রেমাংশ সেই পরিমাণেই ॥ ১৮ ॥

দ্রষ্টব্য—এই শ্লোকটি ও ভাঃ ১০।৬১।৪ শ্লোক একই।

অনুদর্শনী। শ্রীব্রহ্মাদি দেবতাগণ বলিলেন—হে প্রভো! আপনি জীবহৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিয়া বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ত আবদ্ধ নহেন, অধিকন্তু আপনার চিৎশক্তি-সমন্বিতা ষোড়শসহস্র মহিষীগণের বিচিত্র হাবভাবেরও বশীভূত নহেন। তবে যে প্রেমবতী সত্যভামার প্রার্থনায় আপনি পারিজাত আহরণলীলা করিয়াছিলেন উহাতে আপনি যে কেবল প্রেমবশ, কামবশ নহেন—তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। ব্রজসুন্দরীগণ অধিক প্রেমবতী বলিয়া আপনকে বিশেষভাবে বাধ্য করিয়াছেন। কিন্তু পত্নীগণ নিজ নিজ প্রেমের পরিমাণে আপনাকে বাধ্য করিয়াছেন। প্রেমের পরিমাণ অনুসারে আপনার বাধ্যতার পরিচয়।

> নূনং ব্রতস্নানহুতাদিনেশ্বরঃ
> সমর্চ্চিতো হ্যস্য গৃহীতপাণিভিঃ।
> পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহু-
> র্ব্রজস্ত্রিয়ঃ সংমুমুহুর্যদাশয়াঃ ॥ ভাঃ ১।১০।২৮

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর ত্যাগকালে কুলনারীগণ পরস্পর বলিতেছেন, হে সখি, যে অধরামৃতের আশায় ব্যাকুলচিত্ত ব্রজবনিতাগণ সম্মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই অধরসুধাই যাহারা পুনঃ পুনঃ পান করিয়া থাকেন ইহার সেই সকল পাণিগৃহীতা পত্নীগণ এই বিশ্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চয়ই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বিবিধ বহুব্রত, স্নান ও হোমাদি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে পূজা করিয়াছিলেন।

মহিষীগণের পরিচয়—

> অগ্নিপুত্রা মহাত্মানস্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে।
> ভর্ত্তারঞ্চ জগদ্‌যোনিং বাসুদেবমজং বিভুম্ ॥
> মহাকৌর্ম্মে।

অর্থাৎ মহাত্মা অগ্নিপুত্রগণ তপস্যাদ্বারা স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া জগদ্‌যোনি, বিভু, অজ বাসুদেবকে স্বামিরূপে লাভ করিয়াছিলেন।

> ষোড়শৈব সহস্রাণি গোপ্যস্তত্র সমাগতাঃ।
> হংস এবমতঃ কৃষ্ণঃ পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ ॥
> তস্যৈতা শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ।
> চন্দ্ররূপী মতঃ কৃষ্ণ কলারূপাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ ॥
> সম্পূর্ণমণ্ডলা তাসাং মালিনী ষোড়শীকলা।
> ষোড়শৈব কলা যাস্তু গোপীরূপা বরাঙ্গনে ॥
> একৈকশস্তাঃ সংভিন্নাঃ সহস্রেণ পৃথক্ পৃথক্।
> স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে।

অর্থাৎ ষোড়শসহস্র গোপী তথায় সমাগত হইলেন। পরমাত্মা জনার্দ্দন কৃষ্ণ হংসসদৃশ। হে দেবি, ইহাঁরা তাঁহারই ষোড়শ শক্তি বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণ চন্দ্ররূপী, তাঁহারা তাঁহারই কলারূপ। হে বরাঙ্গনে, তাঁহারা সম্পূর্ণ মণ্ডল। মালা আকারে ষোড়শকলা, যাঁহারা ষোলটী কলা তাঁহারা গোপীরূপা। এক এক কলা সহস্র সংখ্যায় ভিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্।

সুতরাং মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। শুধু তাহাই নহেন, তাঁহারা গোপীগণেরই প্রকাশ। কেননা, পাদ্মে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে "কৈশোরে গোপকন্যা-স্তা যৌবনে রাজকন্যাকাঃ"—অর্থাৎ কৈশোরে যাঁহারা গোপকন্যা যৌবনে তাঁহারাই রাজকন্যা। অতএব পূর্ণতম শ্রীবৃন্দাবন-নাথ কৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশ যেমন দ্বারকানাথ কৃষ্ণ, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমা হ্লাদিনীশক্তি গোপীগণেরও পূর্ণপ্রকাশ পট্টমহিষীগণ।

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু॥
(ভক্তিরসামৃত)—শ্রীবিশ্বনাথ।

আবার পট্টমহিষীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বলিয়া তাঁহাদের কটাক্ষাদিতে প্রাকৃত-কামভাবের সম্ভাবনা নাই।

উদ্দামভাবপিশুনামলবল্গুহাস-
ব্রীড়াবলোকনিহতোহমদনোহপি যাসাম্।
সংমুহ্য চাপমজহাৎ প্রমদোত্তমাস্তা
যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ॥
তময়ং মন্যতে লোকো হ্যসঙ্গমপি সঙ্গিনম্।
আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানং যতোহবুধঃ॥
ভাঃ ১।১১।৩৬।৩৭

যে সকল পরমাসুন্দরীগণের গূঢ় হাব-ভাব-সূচক নির্ম্মল মনোহর হাস্য ও সলজ্জ অপাঙ্গ-নিক্ষেপে নিতান্ত মুগ্ধ কামের রিপু সাক্ষাৎ মহাদেবও সম্মোহ-প্রাপ্ত হইয়া পিনাকধনু পরিত্যাগ করেন বা স্বয়ং কন্দর্প কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া লজ্জাক্রমে কুসুমধনু পরিত্যাগ করেন, তাদৃশ মহেশ-মদন-বিজয়িণী বরবর্ণিনী ললনাশ্রেষ্ঠগণও কপট হাবভাববিক্রমাদি-দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণের মন ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হন নাই, তাদৃশ নির্ব্বিকার, প্রাকৃত-সঙ্গাতীত শ্রীকৃষ্ণকে অতত্ত্বজ্ঞতাহেতু এই সকল প্রাকৃত মায়ামুগ্ধ লোক নিজের ন্যায় কামব্যাপারযুক্ত প্রকৃতিসঙ্গী সামান্য মর্ত্ত্য মনুষ্য বলিয়া মনে করে।

"নৈর্গুণ্যই ভগবানের অপ্রাকৃতত্ব লক্ষণ। সুতরাং তিনি প্রেমবশ। আবার চিচ্ছক্তির বিলাস বিশেষই প্রেম। সুতরাং প্রেমময়ী পট্টমহিষীগণের কটাক্ষাদি, তদুত্থিত কাম, তৎকারণ এবং রমণ সকলই চিন্ময়ত্বহেতু বিষয়শব্দে বলিতে অশক্যবিধায় মায়িক শব্দ-স্পর্শাদির ন্যায় বিষয়শব্দমাত্রে অভিহিত হইয়াছে।···পট্টমহিষীগণ সকলেই চিচ্ছক্তি। সুতরাং তাঁহাদিগের কটাক্ষাদিতে প্রাকৃত্ব প্রকাশের সামর্থ্য নাই।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

উজ্জলনীমণিগ্রন্থে 'স্থায়িভাব' প্রসঙ্গে দেখা যায় যে,—'পত্নীভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা। ক্বচিদ্ভেদিত-সম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা" ॥৩৩॥ অর্থাৎ যাহাতে পত্নীত্বাভিমান বুদ্ধি হয়, যাহা গুণাদিশ্রবণে উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে কখন কখন সম্ভোগের তৃষ্ণা জন্মায়, সেই রতির নাম সামঞ্জসা।

'সমঞ্জসাতঃ সম্ভোগস্পৃহায়া ভিন্নতা যদা। তদা তদুত্থিতৈ-র্ভাবৈর্বশ্যতা দুষ্করা হরেঃ॥' ৩৫॥ অর্থাৎ সমঞ্জসা রতি হইতে সম্ভোগেচ্ছা যখন পৃথক্রূপে প্রতীয়মান হয়, তখন সম্ভোগ-স্পৃহা হইতে উত্থিত যে হাবভাবাদি, তদ্দ্বারা হরিকে বশীভূত করা দুষ্কর হয়।

এই বাক্যের উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত আলোচ্য শ্লোকের 'লোচনরোচনী' টীকায় শ্রীলজীবগোস্বামী প্রভু বলেন—"পত্নীগণ করণসমূহের দ্বারা বিশেষভাবে মথনে সমর্থ হন নাই। ইহা পাওয়া গেলেও তাঁহাদিগকে প্রেমাংশের পরিমাণে মথনে সমর্থ হইয়াছিলেন"।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরেও কামপ্রবেশের সামর্থ্য নাই—
কামং দহন্তি কৃতিনো ননু রোষদৃষ্ট্যা
রোষং দহন্তমুত তে দহন্ত্যাসহ্যম্।

সোঽহং যদন্তরমলং প্রবিশন্ বিভেতি
কামঃ কথং নু পুনরস্য মনঃ শ্রয়তে ॥ ভাঃ ২।৭।৭

শ্রীব্রহ্মা, নারদকে বলিলেন—শ্রীরুদ্র-প্রভৃতি দেবতাগণ রোষযুক্ত-দৃষ্টির দ্বারা কামকে দগ্ধ করেন বটে, কিন্তু সেই রোষ তাহাদের চিত্তকেই দগ্ধ করে, তাঁহারা কামকে দগ্ধ করিতে পারেন না ; কারণ তাঁহারা নিজেদের রোষে নিজেরাই অভিভূত হন, পরন্তু সেই রোষ ভগবানের অমল অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে ভয় করে অতএব তাঁহার মনে কি প্রকারে কাম আশ্রয় করিবে ?

কেননা তিনি—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ ॥ ভাঃ ১০।৩২।২

শ্রীশুকদেব বলিলেন—সেই (রোদনকারিণী) গোপীগণের মধ্যে হাস্যবদন, পীতবসন, বনমালী সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন।

'বৃন্দাবনে 'অপ্রাকৃত নবীন মদন'।
পুরুষ, যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ মদন ॥

চরিতামৃত মঃ ৮পঃ

চড়ি' গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন-মথে,
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি' পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নব-কন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥ ঐ মঃ ২১পঃ

তবে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা সত্যভামার জন্য পারিজাত আহরণ করিয়াছিলেন উহা—

প্রিয়ং প্রভুর্গ্রাম্য ইব প্রিয়ায়া
বিধিৎসুরার্চ্ছদ্দ্যুতরুং যদর্থে।
বজ্র্যাদ্রবৎ তং সগণো রুষান্ধঃ
ক্রীড়ামৃগো নূনময়ং বধূনাম্ ॥ ভাঃ ৩।৩।৫

শ্রীউদ্ধব, বিদুরকে কহিলেন—গ্রাম্য-ব্যবহারে লোকে যেরূপ প্রিয়ার প্রিয়সাধন করিয়া থাকে, সত্যভামাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ হইতে পারিজাত হরণ করায় বজ্রপাণি ইন্দ্র বধূদিগের ক্রীড়ামৃগের ন্যায় স্বগণ লইয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

শ্রীসূতগোস্বামীও বলিয়াছেন—

তময়ং মন্যতে লোকো হ্যসক্তমপি সঙ্গিনম্।
আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানং যতোঽবুধঃ ॥
ভাঃ ১।১১।৩৭

অর্থ আলোচ্য শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

"পারিজাতার্থ সত্যভামার প্রতি আসক্তির ন্যায় বহুব্যাপার দর্শনে সদসদ্বিবেচনশূন্য নীলমণিকে কাচের ন্যায় প্রেমকে বিষয়াসক্তি বলিয়া নিশ্চয় করে।" - শ্রীবিশ্বনাথ।

ইহার মীমাংসা—'গ্রাম্য' অর্থে কামী। এই কার্য্যের দ্বারা প্রাকৃত চক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত কামীর ন্যায় দেখাইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রাকৃতকামী নহেন। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত-প্রেমভক্তিবশ। তিনি সত্যভামার অপ্রাকৃত প্রেমে বশীভূত হইয়াই সেবকের প্রীতিসাধনেচ্ছায় পারিজাত আনয়ন করেন। ইন্দ্র, ভক্তের ভক্তিবশ সেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজের দৃষ্টান্ত অনুসারে প্রাকৃত স্ত্রীগণের সৌন্দর্য্যমাত্রলোভে জড় কামবশ বলিয়া অনুমান করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে ধাবমান হইয়াছিলেন।

—শ্রীজীব

পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী রাসবিহারী এই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের প্রণামে বলিয়াছেন—

ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্প-কন্দর্প-দর্পহা।
জয়তি শ্রীপতির্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডনঃ ॥

ব্রহ্মাদিদেব-বিজয়ী অতিগর্ব্বিত কন্দর্পের দর্পহারী গোপী-রাসমণ্ডল-শোভিত রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

শ্রীগোপীগণের ভজনপরাকাষ্ঠা—

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র গীতায় (৪।১১) বলিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে॥
চরিতামৃত আদি ৪ পঃ

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ভাঃ ১০।৩২।২২

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিলেন—আমার সহিত তোমাদিগের যে সংযোগ তাহা বিশুদ্ধ প্রেমময়। তোমরা দুর্জ্জয় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ, তজ্জন্য আমি দেবতাদিগের ন্যায় দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইলেও উহার প্রত্যুপকার সাধন করিতে সমর্থ হইব না, অতএব তোমরা নিজ নিজ সাধুকৃত্যদ্বারা প্রত্যুপকৃত হও।

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥
আদিপুরাণ

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—যে গোপীসকল তাঁহাদের নিজ শরীর আমার ভোগ্য বলিয়া তাহাতে যত্নপ্রকাশ করেন, হে পার্থ, সেই গোপীগণ অপেক্ষা আমার প্রেমভাজন আর কেহই নাই।

অতএব প্রেমিকাশ্রেষ্ঠ ব্রজসুন্দরীগণ অপ্রাকৃত মদন---শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষভাবে ক্ষোভিত করিয়াছিলেন আর পত্নীগণের মধ্যে যাঁহার যতদূর প্রেম, তিনি সেই পরিমাণে অজিত ভগবানকে পরাজয় করেন॥ ১৮॥

বিভ্ব্যস্তবামৃতকথোদবহাস্ত্রিলোক্যাঃ
পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি হন্তুম্।
আনুশ্রবং শ্রুতিভিরঙ্ঘ্রিজমঙ্গসঙ্গৈ-
স্তীর্থদ্বয়ং শুচিষদস্ত উপস্পৃশন্তি॥ ১৯॥

অন্বয়। (তস্মাৎ) তব অমৃত কথোদবহাঃ (অমৃতরূপা যা কথা তদেব উদম্ উদকং বহন্তীতি তথা কীর্ত্তি-নদ্যঃ তথা) পাদাবনেজসরিতঃ (পাদপ্রক্ষালনদ্যঃ গঙ্গাদ্যাশ্চ) ত্রিলোক্যাঃ শমলানি (পাপানি) হন্তুং (বিনাশয়িতুং) বিভ্ব্যঃ (সমর্থাঃ, অতএব) শুচিষদঃ (শুচয়ে আত্ম-বিশুদ্ধ্যর্থং সীদন্তি ক্লিশ্যন্তি প্রযতন্তে তে বিশুদ্ধিকামাঃ, স্বাশ্রমধর্ম্মস্থিতাঃ, শুদ্ধচেষ্টা জনাঃ) শ্রুতিভিঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়ৈঃ) আনুশ্রবং (গুরোরুচ্চারণমনুশ্রূয়ত ইত্যনুশ্রবঃ বেদস্তত্রভবং কীর্ত্তিরূপং তীর্থং তথা) অঙ্গসঙ্গৈঃ অঙ্ঘ্রিজং (চরণনিঃসৃতং নদ্যাত্মকং তীর্থমিতি) তে (তব) তীর্থদ্বয়ম্ উপস্পৃশন্তি (সেবন্তে)॥ ১৯॥

অনুবাদ। হে দেব! আপনার লীলাকথামৃত-প্রবাহিনী কীর্ত্তিনদী এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মবিনিঃসৃতা নদীসমূহ ত্রিলোকবাসীর পাপ দূরীকরণে সমর্থা। সেই হেতু স্বাশ্রমধর্ম্মস্থিত শুদ্ধচেষ্টাপরায়ণ বিশুদ্ধকামী পুরুষগণ শ্রুতিমূলে গুরুমুখনিঃসৃত বেদোক্ত আপনার লীলামৃত-প্রদায়িনী কীর্ত্তি-তীর্থ এবং অবগাহনদ্বারা ভবদীয় পাদপদ্ম-সম্ভূতা গঙ্গাতীর্থের সেবা করিয়া থাকেন॥ ১৯॥

বিশ্বনাথ। যদ্যপি ত্বমেবমলিপ্তস্তথাপি তব লীলামৃতং চরণামৃতঞ্চ সংসারবন্ধাল্লোকান্মোচয়ত্যেবেত্যাহুঃ—বিভ্ব্য ইতি। তব অমৃতরূপা যাঃ কথাস্তা এব উদবহাঃ পুণ্যনদ্যঃ। পাদাবনেজসরিতো গঙ্গাশ্চ শমলান্যবিদ্যা-মালিন্যানি হন্তুং বিভ্ব্যঃ সমর্থাঃ। কেন প্রকারেণ, আনুশ্রবং গুরোরুচ্চারণমনুশ্রূয়ন্ত ইত্যনুশ্রবাঃ পুরাণাদ্যস্তত্র ভবং লীলামৃতং তীর্থং শ্রুতিভিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ৈঃ। অঙ্ঘ্রিজং তীর্থঞ্চ অঙ্গসঙ্গৈঃ এবং শুচিসদঃ শুদ্ধচেষ্টা জনাঃ তীর্থদ্বয়ং উপস্পৃশন্তি অধিকং সেবন্তে॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ। যদিও এইরূপে আপনি অলিপ্ত, তথাপি আপনার লীলামৃত ও চরণামৃত লোককে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করে। আপনার অমৃতরূপ যে সকল কথা তাহারই উদবহ অর্থাৎ পুণ্যনদী। পাদাবনেজসরিৎ অর্থাৎ গঙ্গাও শমলসমূহ অর্থাৎ অবিদ্যামালিন্য-সকল নাশ করিতে সমর্থ। কিরূপে? আনুশ্রব অর্থাৎ গুরুর উচ্চারণ শ্রদ্ধায় শ্রবণ করা হয়, পুরণাদি, তাহাতে উৎপন্ন লীলামৃত-তীর্থ শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা এবং অঙ্ঘ্রিজ বা পাদজাততীর্থ অঙ্গসঙ্গের দ্বারা এই ভাবে শুচিসৎ অর্থাৎ শুদ্ধচেষ্ট-জনগণ দুই তীর্থকে উপস্পর্শ বা প্রচুর সেবা করেন। ১৯।

অনুদর্শিনী। শ্রীব্রহ্মাদি দেবতাগণ বলিলেন—হে প্রভো! আপনি সর্ব্ববিষয়ে অলিপ্ত হইলেও আপনার লীলামৃত ও চরণামৃত বা কথামৃত ও চরণামৃত অথবা কীর্ত্তিতীর্থ ও পাদতীর্থ জীবের অবিদ্যামালিন্য নাশ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপ্রমুখাৎ শ্রবণকারী বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্ণের দ্বারা আপনার কীর্ত্তিতীর্থ এবং অঙ্গস্পর্শদ্বারা পাদতীর্থের সেবা করিয়া থাকেন।

কীর্ত্তিতীর্থ ও পাদতীর্থ ত্রিভুবনব্যাপ্ত—

যদ্‌বিশ্রুতিঃ শ্রুতিনুতেদমলং পুনাতি
পাদাবনেজনপয়শ্চ বচশ্চ শাস্ত্রম্।
ভূঃ কালভর্জ্জিতভগাপি যদঙ্ঘ্রিপদ্ম-
স্পর্শোত্থশক্তিরভিবর্ষতি নোঽখিলার্থাম্॥
ভাঃ ১০।৮২।২৯

ভীষ্ম, দ্রোণাদি, ধৃতরাষ্ট্রাদি শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত যাদবগণের প্রশংসা করিতেছেন—যাঁহার শ্রুতিগণ প্রশংসিত বিমল কীর্ত্তি, পাদপ্রক্ষালন-বারি গঙ্গাদেবী ও বাক্যস্বরূপ বেদ-শাস্ত্র এই বিশ্বের অতিশয় পবিত্র করিতেছেন এবং এই পৃথিবী কালপ্রভাবে বিনষ্ট-মাহাত্ম্য হইয়াও যাঁহার পাদ-পদ্মস্পর্শে পুনরায় শক্তিমতী হইয়া আমাদের যাবতীয় অভিলাষ পূরণ করিতেছেন (সেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আপনাদের গৃহে বর্ত্তমান থাকায় আপনারা বস্তুতই স্বার্থকজন্মা)।

লীলামৃত ও চরণামৃত ত্রিলোক-পবিত্রকারী—

যস্যামলং দিবি যশঃ প্রথিতং রসায়াং
ভূমৌ চ তে ভুবনমঙ্গল দিগ্বিতানম্।
মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো
গঙ্গেতি চেহ চরণাম্বু পুনাতি বিশ্বম্॥
ভাঃ ১০।৭০।৪৪ অর্থ ভাঃ ১১।৬।১৩ শ্লোঃ দ্রঃ

কথামৃত-শ্রবণে স্পৃহা—

ন মেঽসবঃ পরায়ন্তি ব্রহ্মন্ননশনাদমী।
পিবতোঽচ্যুতপীযূষমন্যত্র কুপিতাদ্দ্বিজাৎ॥
ভাঃ ২।৮।২৬

গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে বলিলেন—হে ব্রহ্মন্, অনশন হইতে এবং কুপিত দ্বিজ হইতেও আমার চিত্ত ব্যাকুল হইবে না কারণ, আমি আপনার বাক্যরূপ-সমুদ্রোত্থিত অচ্যুত-কথামৃত পান করিতে থাকিব।

তস্য প্রপন্নাখিললোকপানা
মবস্থিতানামনুশাসনে স্বে।
অর্থায় জাতস্য যদুষ্বজস্য
বার্ত্তাং সখে কীর্ত্তয় তীর্থকীর্ত্তেঃ॥ ভাঃ ৩।১।৪৫

প্রায় সর্ব্বতীর্থে মজ্জনান্তে শ্রীউদ্ধবের সহিত মিলিত বিদূর বলিলেন—হে সখে, শরণাগত নৃপতিবর্গের ও স্বীয় অনুশাসনে অবস্থিত অন্যান্য ভক্তজনের প্রয়োজনার্থ শ্রীভগবান্ অজ হইয়াও যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সংসার-তারিণী কীর্ত্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবার্ত্তা কীর্ত্তন করুন।

কথামৃত-পানের ফল—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥ ভাঃ ১০।৩১।৯

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—আপনার কথামৃত আপনার বিরহকাতর-জনগণের জীবনস্বরূপ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তগণও তাহার স্তব করিয়া থাকেন। উহা প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ-বিনাশক, শ্রবণমাত্রে মঙ্গলপ্রদ, প্রেমসম্পত্তি দায়ক এবং কীর্ত্তনকারিগণ-কর্ত্তৃক বিস্তৃত। সুতরাং যে ব্যক্তি উহা কীর্ত্তন করেন তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

যদনুচরিতলীলা-কর্ণপীযূষ-বিপ্রুট্
সকৃদদন-বিধূত-দ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি॥ ভাঃ ১০।৪৭।১৮

শ্রীরাধিকাদেবী ভ্রমরবে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—বিবেকিগণ যাঁহার চরিত্র-লীলাকথামৃতের কণিকামাত্র

কর্ণপুটে আস্বাদন করিয়া রাগাদি-দ্বন্দ্বরহিত ও ভোগে নিস্পৃহ হইয়া দুঃখপূর্ণ গৃহ-পরিজন-পরিত্যাগ করিয়া প্রাণধারণনিমিত্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাদৃশ কৃষ্ণের কথা আমরা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

আনুশ্রব বা শ্রীগুরুমুখে কথা-শ্রবণের স্বার্থকতা—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রম-পরায়ণ-শীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥ ভাঃ ২।৭।৪৬

শ্রীব্রহ্মা, নারদকে বলিলেন—ভগবানের যাঁহারা একান্ত আশ্রিত ভক্ত তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া যাঁহারা শিক্ষা করেন, তাঁহারা স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর ইত্যাদি পাপজাতি হইলেও এবং তাঁহারা হংস, গজ, শুক-শারিকাদি তির্য্যগ্যোনি লাভ করিয়াও ভগবানের মায়া জানিতে পারেন এবং তাহা উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন। সুতরাং যে সকল মনুষ্য শ্রীগুরু-প্রমুখাৎ ভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে ভগবানের মায়াকে অবগত হইয়া তাহা অতিক্রম করিতে পারিবেন এ বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি ?

পাদতীর্থ ও কীর্ত্তিতীর্থসেবীই বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি—

অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্ত্তিতীর্থয়ো-
রন্তর্ব্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং
স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব ॥ ভাঃ ৪।২৪।৫৮

স্তবকারী শ্রীরুদ্র ভগবানকে বলিলেন—আপনার শ্রীচরণযুগল যাবতীয় পাপনিবর্ত্তক। অভ্যন্তরে আপনার কীর্ত্তিতীর্থে এবং বাহ্যে গঙ্গাতীর্থে স্নান করিয়া যাঁহাদের পাপ বা অভদ্ররাশি বিধৌত হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহারা বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি হইয়াছেন এবং যাঁহাদের রাগদ্বেষ-বিরহিত-চিত্তে সরলতাদি সদ্‌গুণরাশি বিদ্যমান্, আপনি কৃপা করুন যেন তাঁহাদের সহিত আমাদের সঙ্গ হয়, তাহা হইলেই আমাদিগের প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহের নিদর্শন দৃষ্ট হইবে ॥ ১৯ ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ,—

ইত্যভিষ্টূয় বিবুধৈঃ সেশঃ শতধৃতির্হরিম্।
অভ্যভাষত গোবিন্দং প্রণম্যাম্বরমাশ্রিতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়। শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,—সেশঃ (ঈশেন রুদ্রেন সহিতঃ) শতধৃতিঃ (ব্রহ্মা) বিবুধৈঃ (দেবগণৈঃ সহ) হরিং (শ্রীকৃষ্ণম্) ইতি (এবম্) অভিষ্টূয় (স্তুত্বা) প্রণম্য (চ) অম্বরম্ (গগনম্) আশ্রিতঃ (গগনস্থঃ সন্) গোবিন্দম্ অভ্যভাষত (উবাচ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! রুদ্র ও দেবগণের সহিত শতধৃতি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকার স্তব ও প্রণাম করিয়া আকাশমার্গে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় গোবিন্দকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

ভূমের্ভারাবতারায় পুরা বিজ্ঞাপিতঃ প্রভো।
ত্বমস্মাভিরশেষাত্মন্ তৎ তথৈবোপপাদিতম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়। শ্রীব্রহ্মা উবাচ,—(হে) অশেষাত্মন্! (সর্ব্বাত্মন্) (হে) প্রভো! ভূমেঃ ভারাবতারায় (ভূভারহরণায়) অস্মাভিঃ পুরা ত্বং (যথা) বিজ্ঞাপিতঃ (উক্তঃ) তৎ তথা এব উপপাদিতং (ত্বয়া তথা এব সম্পাদিতম্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—সর্ব্বাত্মন্! প্রভো! পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্ত পুরাকালে আমরা আপনার নিকট যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম আমাদের প্রার্থনা সেইরূপ যথাযথভাবে সম্পাদন করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ। নন্ যুষ্মাভিঃ ক্ষীরোদশায্যেব বিজ্ঞাপিতঃ নত্বহং তত্রাহ, অশেষাত্মন্, হে সর্ব্বাবতারা-বতারিস্বরূপ, তস্যাপি ত্বৎস্বরূপত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা আপনারা ক্ষীরোদশায়ীকেই জানাইয়াছিলেন, আমাকে নহে—এরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইলে উত্তর। অশেষাত্মন্ অর্থাৎ সর্ব্ব-অবতারের অবতারি-স্বরূপ। তাঁহারও আপনিই স্বরূপ ॥ ২১ ॥

অনুদর্শিনী। ব্রহ্মা ক্ষীরোদশায়ীকেই ভূমির ভারহরণের নিমিত্ত জানাইয়াছিলেন—ভাঃ ১০।২।১৮-২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ীরও মূল—

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ ভাঃ ১০।১৪।১৪

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন আপনি কি নারায়ণ নহেন? আপনিই নারায়ণ, কেননা আপনি সর্ব্বদেহধারি-জীবসমূহের আত্ম-স্বরূপ—অর্থাৎ নার শব্দের অর্থ জীবসমূহ, তাহাদের অয়ন যিনি, তিনি নারায়ণ—আপনিই সেই। হে অধীশ, আপনি অখিললোকসাক্ষী অর্থাৎ লোকসমূহকে যিনি জানেন তিনিই নারায়ণ। অতএব ত্রিকালজ্ঞ আপনিই নারায়ণ। নর হইতে উদ্ভূত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, তাহা হইতে জাত জল যাঁহার অয়ন—আশ্রয় তিনি নারায়ণ। সেই নারায়ণ আপনার অঙ্গ অর্থাৎ বিলাসমূর্ত্তি। আপনার শ্রীমূর্ত্তি পরম সত্য, বিরাট স্বরূপের ন্যায় আপনার নারায়ণরূপ মায়িক নহে।

"কৃষ্ণ কহেন, ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন॥

ব্রহ্মা বলেন, তুমি কিনা হও নারায়ণ।
তুমি নারায়ণ, শুন তাহার কারণ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃতসৃষ্ট্যে যত জীবরূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ॥
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয়॥
নার শব্দে কহে সর্ব্ব জীবের নিচয়।
অয়ন শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ॥

জীবের ঈশ্বর—পুরুষাদি অবতার।
তাঁহা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা।
তোমার শক্তিতে তাঁরা জগৎ-রক্ষিতা॥
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ॥

তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
ইথে যত জীব, তার ত্রিকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্ম্ম॥
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কার নাহি স্থিতিগতি॥
নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ॥

কৃষ্ণ কহেন, ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
জীব হৃদি, জলে বৈসে সেই নারায়ণ॥
ব্রহ্মা কহে, জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ,—এ সত্য বচন॥

কারণাব্ধি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী॥
সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্যামী।
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টিজীব-অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী॥
সেই তিনজনের তুমি পরম আশ্রয়।
তুমি মূল নারায়ণ—ইথে কি সংশয়॥
সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ তোমার প্রকাশ, তুমি মূল-নারায়ণ॥
চরিতামৃত আ ২য় পঃ॥ ২১॥

ধর্ম্মশ্চ স্থাপিতঃ সৎসু সত্যসন্ধেষু বৈ ত্বয়া।
কীর্ত্তিশ্চ দিক্ষু বিক্ষিপ্তা সর্ব্বলোকমলাপহা ॥ ২২ ॥

অন্বয়। ত্বয়া বৈ (নিশ্চিতং) সত্যসন্ধেষু (সত্যে সন্ধা অভিসন্ধির্যেষাং তেষু) সৎসু (সাধুষু) ধর্ম্মঃ চ স্থাপিতঃ

(সদ্ধর্ম্মে রক্ষিতঃ, তথা) সর্ব্বলোকমলাপহা (সর্ব্বেষাং লোকানাং মলং পাপম্ অপহন্তীতি তথাভূতা) কীর্ত্তি চ দিক্ষু বিক্ষিপ্তা (বিস্তারিতা) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। আপনি সত্যানুসন্ধিৎসু সাধুগণের মধ্যে সদ্ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং সকল লোকের পাপ-বিনাশকারিণী কীর্ত্তি সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ। বিক্ষিপ্তা বিস্তারিতা ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ বিস্তারিত ॥ ২২ ॥

অবতীর্য্য যদোর্বংশে বিভ্রদ্রূপমনুত্তমম্।
কর্ম্মাণ্যুদ্দামবৃত্তানি হিতায় জগতোঽকৃথাঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়। অনুত্তমং (ন বিদ্যতে উত্তমং যস্মাৎ তৎ) রূপং (বিগ্রহং) বিভ্রৎ (বিভ্রাণো) যদোঃ বংশে অবতীর্য্য জগতঃ হিতায় (মঙ্গলায়) উদ্দামবৃত্তানি (উদ্দামানি উৎকটানি বৃত্তানি বিক্রমাঃ যেষু তানি) কর্ম্মাণি অকৃথাঃ (ত্বং কৃতবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। আপনি সর্ব্বোত্তম বিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া জগতের হিতের নিমিত্ত বিবিধ-বিক্রম-বিশিষ্ট লীলাসমূহের সম্পাদন করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

যানি তে চরিতানীশ মনুষ্যাঃ সাধবঃ কলৌ।
শৃণ্বন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তশ্চ তরিষ্যন্ত্যঞ্জসা তমঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়। (হে) ঈশ! কলৌ (কলিযুগে) সাধবঃ (সদাচারনিষ্ঠাঃ) মনুষ্যাঃ যানি তে (তব) চরিতানি (তানি) শৃণ্বন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ চ অঞ্জসা (অনায়াসেন) তমঃ (অজ্ঞানং) তরিষ্যন্তি (অতিক্রমিষ্যন্তি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। হে ঈশ! কলিযুগে সদাচারনিষ্ঠ সাধুজনগণ আপনার ঐ সকল চরিতাবলী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া অনায়াসে অজ্ঞান উত্তীর্ণ হইবেন ॥ ২৪ ॥

যদুবংশেঽবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম।
শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো ॥২৫॥

অন্বয়। (হে) প্রভো! (হে) পুরুষোত্তম! যদুবংশে অবতীর্ণস্য ভবতঃ পঞ্চবিংশাধিকং শরচ্ছতং (বর্ষশতং) ব্যতীয়ায় (অতিক্রান্তমভূৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। হে প্রভো! হে পুরুষোত্তম! যদুবংশে অবতীর্ণ হইবার পর আপনার মানবপরিমিত একশত পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল অতীত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ। শরচ্ছতং বর্ষশতম্ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। শরচ্ছত অর্থাৎ শতবর্ষ ॥ ২৫ ॥

নাধুনা তেঽখিলাধার দেবকার্য্যাবশেষিতম্।
কুলঞ্চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মভূদিদম্ ॥
ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্ব যদি মন্যসে।
সলোকান্ লোকপালান্নঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্ ॥
২৬-২৭ ॥

অন্বয়। (হে) অখিলাধার! অধুনা তে (তব) দেবকার্য্যাবশেষিতং ন (ভূভারহরণাদিকার্য্যং নাস্তীত্যর্থঃ ভূমিভারস্য নিরাকৃতত্বাৎ) ইদং কুলং চ (যদুবংশশ্চ) বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়ম্ (অন্তর্হিতপ্রায়ম্) অভূৎ, ততঃ (তস্মাৎ) যদি মন্যসে (ইচ্ছসি তর্হি) পরমং (সর্ব্বোৎ-কৃষ্টং) স্বধাম (বৈকুণ্ঠং) বিশস্ব (যাহি তথা) সলোকান্ (লোকৈঃ সহিতান্) বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্ লোকপালান্ নঃ (অস্মান্) পাহি (রক্ষ) ॥ ২৬—২৭ ॥

অনুবাদ। হে অখিলাশ্রয়। ভগবন্! সম্প্রতি আপনার ভুভার-হরণরূপ দেবকার্য্য সাধন হইয়াছে এবং যদুবংশও ব্রহ্মশাপে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে; অতএব আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বীয়ধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশপূর্ব্বক লোকসমূহের সহিত বৈকুণ্ঠকিঙ্কর মাদৃশ লোকপালদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৬—২৭ ॥

বিশ্বনাথ। ন দেবকার্য্যাবশেষিতং দেবকার্য্যস্যাব-শেষো নাস্ত্যধুনেত্যর্থঃ। নষ্টপ্রায়মন্তর্হিতপ্রায়ং নশের-দর্শনার্থত্বাৎ। স্বধাম প্রপঞ্চাগোচরীভূতং দ্বারকায়াঃ প্রকাশবিশেষং কৃষ্ণস্বরূপেণ প্রবিশ। বৈকুণ্ঠ-শ্বেত-দ্বীপাদিকন্তু নারায়ণাদিস্বরূপেন সর্ব্বাংশমাদায়াবতীর্ণ-ত্বাৎ ॥ ২৬-২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। দেবকার্য্যের এখন আর অবশেষ বা থাকি নাই। নষ্টপ্রায় অর্থাৎ অন্তর্হিতপ্রায় যেহেতু নশ ধাতুর অর্থ অদর্শন। স্বধাম—প্রপঞ্চের অগোচরীভূত, দ্বারকার প্রকাশ বিশেষ কৃষ্ণরূপে প্রবেশ করুন, বৈকুণ্ঠ-শ্বেতদ্বীপ কিন্তু নারায়ণাদিরূপে, যেহেতু (কৃষ্ণরূপে) সর্ব্ব অংশ লইয়াই অবতীর্ণ ॥ ২৬-২৭ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে প্রভো! আমাদিগের প্রার্থিত কার্য্য শেষ হইয়াছে। যদুবংশও অন্তর্হিতপ্রায়। সর্ব্বাংশী আপনি আপনার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে দ্বারকায় প্রবেশ করুন এবং নারায়ণাদি অবতারসমূহ বৈকুণ্ঠে গমন করুন।

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাংশ-আশ্রয়—

কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ-আশ্রয়।
সর্ব্বাংশ আসি' তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥
চরিতামৃত আ ৫ পঃ

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎপালন ॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ-কাল তাতে হইল মিশাল ॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে ॥
নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদি অবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার, যত আছে আর ॥
সবে আসি' কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥ ঐ ৪ পঃ

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু লঘুভাগবতামৃতগ্রন্থে ভাগবতের

স্বশান্তরূপেষ্বিতরৈঃ স্বরূপৈ-
রভ্যর্দ্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো
হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ ॥ ভাঃ ৩।২।১৫

এশ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—'স্বীয় শান্তরূপ অর্থাৎ বসুদেবাদি ভক্তগণ ইতর—বিকৃতরূপ অর্থাৎ ভীষণ-দর্শন কংসাদি দৈত্যকর্ত্তৃক পীড্যমান হইলে অগ্নিমন্থন-কাষ্ঠ অরণি হইতে যেমন অগ্নি প্রকটিত হয়, তদ্রূপ চিদচিদীশ্বর পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও বৈকুণ্ঠনাথাদি বিলাসের সহিত যুক্ত বা মিলিত হইয়া কৃষ্ণলোক হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন।

তাই শ্রীব্রহ্মা এখন অপ্রকটকালে শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকায় থাকিতে বলিয়া নারায়ণাদি অবতারসমূহকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণের জন্য প্রার্থনা করিলেন ॥ ২৬-২৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

অবধারিতমেতন্মে যদাত্থ বিবুধেশ্বর।
কৃতং বঃ কার্য্যমখিলং ভূমের্ভারোঽবতারিতঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) বিবুধেশ্বর! (ব্রহ্মন্! সর্ব্বং কার্য্যং নিষ্পন্নমিতি) যৎ আত্থ (ত্বং কথয়সি) (তৎ) এতৎ মে (ময়া) অবধারিতং (নিশ্চয়েন জ্ঞাতং এব) (যতঃ) ভূমেঃ ভারঃ অবতারিতঃ (অপসারিতস্তথা) বঃ (যুষ্মাকম্) অখিলং কার্য্যম্ (অপি) কৃতং (সম্পাদিতম্) ॥২৮॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে বিবুধেশ্বর! আপনি আমার যে সর্ব্বকার্য্য সম্পন্নের কথা বলিয়াছেন তাহা আমি নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি, যেহেতু পৃথিবীর ভার অপসারিত এবং আপনাদের সকল কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে ॥২৮॥

তদিদং যাদবকুলং বীর্য্যশৌর্য্যশ্রিয়োদ্ধতম্।
লোকং জিঘৃক্ষদ্রুদ্ধং মে বেলয়েব মহার্ণবঃ ॥২৯॥

অন্বয়। (পরন্তু) বীর্য্যশৌর্য্যশ্রিয়োদ্ধতম্ (বীর্য্যং বলিষ্ঠত্বং শৌর্য্যং যুদ্ধোৎসাহস্তয়োঃ শ্রিয়া সম্পত্ত্যা উদ্ধতং) (অতএব) লোকং জিঘৃক্ষৎ (নাশয়িতুমুদ্যুক্তং) তৎ ইদং যাদবকুলং মে (ময়া) বেলয়া মহার্ণবঃ ইব রুদ্ধং (নিবারিতম্) ॥২৯॥

অনুবাদ। পরন্তু বীর্য্য, শৌর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যোন্মত্ত এই যাদবকুল মহাসমুদ্রের ন্যায় লোকবিনাশার্থ উদ্যোগী

হইয়াছে, কেবলমাত্র আমি তীরভূমির ন্যায় ইহাকে রুদ্ধ করিতেছি ॥২৯॥

বিশ্বনাথ। বীর্য্যং বলিষ্ঠত্বং শৌর্য্যং যুদ্ধোৎসাহস্তয়োঃ শ্রিয়া সম্পত্ত্যা উদ্ধতং হতাৎ হননাদুদ্গতং অবধ্যমিত্যর্থঃ। লোকং জিঘৃক্ষৎ অনন্তত্বাদ্ব্যাপ্তুমিচ্ছৎ ময়া অচিন্ত্যশক্তিনা দ্বারকায়ামেব রুদ্ধমন্যথা সর্ব্বভূর্লোকেঽপি মাতুমপর্য্যাপ্তমিতি ভাবঃ ॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ। বীর্য্য অর্থাৎ বলিষ্ঠত্ব, শৌর্য্য অর্থাৎ যুদ্ধোৎসাহ এই দুইয়ের শ্রী অর্থাৎ সম্পত্তি তদ্দ্বারা উদ্ধত অর্থাৎ হত বা হনন হইতে উদ্গত অর্থাৎ অবধ্য। লোককে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক অর্থাৎ অনন্তত্বহেতু ব্যাপিয়া থাকিতে ইচ্ছুক। অচিন্ত্য-শক্তি আমাকর্ত্তৃক দ্বারকাতেই রুদ্ধ অন্যথা সমস্ত ভূলোকেও পরিমিত থাকিবার পক্ষে অপর্য্যাপ্ত ॥ ২৯ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্, তাঁহার ধাম, তাঁহার পরিকর এবং তাঁহার বিহার-কাল সকলই অনন্ত এবং অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট—

(১) মাতা যশোদা যে শিশু-ভগবানকে স্বীয় ক্রোড়ে রাখিয়া আদর করিতেন সেই শ্রীকৃষ্ণের পরিমিত উদরেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াছেন। আবার সেই ভগবানের যে পরিমিত কটিদেশে অনতিদীর্ঘ কিঙ্কিণী বেষ্টন করিয়াছিলেন সেই শিশুরূপী ভগবানকে বন্ধন করিতে যাইয়া গৃহের এবং নন্দব্রজের সকলের গৃহস্থিত অপরিমিত দাম-সমূহদ্বারাও বন্ধন করিতে পারেন নাই। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বন্ধনকালে সেই উদরটী তিলমাত্রও বর্দ্ধিত হয় নাই।

(২) ষোলক্রোশী বৃন্দাবন-প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য গোবৎস চরাইতেন। সেই বৃন্দাবনের এক এক প্রদেশেই ব্রহ্মা পঞ্চাশৎ-কোটীযোজনপ্রমাণের অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

(৩) রাসলীলার প্রহরচতুষ্টয়াত্মক এক রজনীতেই যুগসহস্র-পরিমিতকাল প্রবেশ করিয়াছিল।

সুতরাং ভগবানের পরিবারবর্গ যাদবগণও সেই অচিন্ত্য-শক্তিবলে কেবলমাত্র দ্বারকা-প্রদেশেই আবদ্ধ ছিলেন—

> এবং প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ।
> অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিন্ন দুর্ঘটম্ ॥
> ভাগবতামৃত।

অর্থাৎ প্রভুর, প্রভু-প্রিয়গণের প্রভুর ধামের এবং সময়ের অবিচিন্ত্যপ্রভাবহেতু কিছুই দুর্ঘট অর্থাৎ অসম্ভব নহে। (ভাঃ ১০।১২।৩ ও ১০।৩৩।৩৯ শ্লোক টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ) ॥ ২৯ ॥

যদসংহৃত্য দৃপ্তানাং যদূনাং বিপুলং কুলম্।
গন্তাস্ম্যনেন লোকোঽয়মুদ্বেলেন বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়। (অতঃ) দৃপ্তানাং (গর্ব্বিতানাং) যদূনাং বিপুলং কুলং যদি (অহম্) অসংহৃত্য (অবিনাশ্য) গন্তাস্মি (স্বধাম গমিষ্যামি তদা) উদ্বেলেন (উল্লঙ্ঘিত-মর্য্যাদেন) অনেন (যদুকুলেন) অয়ং লোকঃ বিনঙ্ক্ষ্যতি (বিনাশং প্রাপ্স্যতি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। সুতরাং গর্ব্বদৃপ্ত এই যাদবগণের বিপুল কুলের সংহার না করিয়া যদি আমি স্বধামে গমন করি তাহা হইলে মর্য্যাদা-উল্লঙ্ঘনকারী এই যদুকুলদ্বারা লোক-সকল নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে ॥৩০॥

বিশ্বনাথ। দৃপ্তানাং মামকত্বেন ধৃতাহঙ্কারাণাং উদ্বেলেন অতিক্রান্তমর্য্যাদসমুদ্রোপমেনেত্যর্থঃ। লোকো ভূর্লোকঃ যদ্যপি মৎপরিজনানামেষাং পরমধার্ম্মিকাণাং যদূনাং ভারং পৃথিবীভারং ন মন্যতে তদপি তস্যাঃ স্বামিনা ময়াঽয়ং ভারোঽবতারণীয় এব। সুকুমার্য্যা বনিতায়া অতিবহুতরভূষণভারো যথা তৎ-কান্তেনাবতার্য্যতে তথা। যদ্যপি স্পৃহনীয়স্য বস্তুনো ভারঃ সুসহ এব তদপ্যতিভারস্তু ন সুসহো যথাঽকস্মাৎ প্রাপ্তোঽপি কনকরাশিভারো গৃধ্নুনাপি বণিজা দুর্ব্বহ এব। 'ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গুরিতি' (ভাঃ ১।৯।৩৭) ব্যাসবর্ণনাৎ তদ্ভারোঽপি পৃথিব্যা দুঃসহ এব দৃষ্ট ইতি ॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ। দৃপ্ত অর্থাৎ আমার স্বজন বলিয়া ধৃত-অহঙ্কার। উদ্বেল অর্থাৎ বেলাভূমি অতিক্রমশীল সমুদ্রের ন্যায় মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী। লোক অর্থাৎ ভূলোক। যদিও আমার পরিজন এই পরমধার্ম্মিক যদুগণের ভার পৃথিবীর ভার বলিয়া মনে হয় না, তথাপি পৃথিবীস্বামী আমার পক্ষে এই ভার অবতারণ করা উচিত। সুকুমারী বনিতার অতিবহুতরভূষণভার যেমন তাঁহার কান্ত অবতারণ করেন, সেইরূপ। যদিও স্পৃহনীয় বস্তুর ভার সহিতে কষ্ট নাই, তাহাও অতিভার হইলে সহ্য করা সহজ নয়, যেমন অকস্মাৎ প্রাপ্ত হইলেও সুবর্ণরাশির ভার লোভী বণিকের পক্ষে দুর্ব্বহ। 'ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গুঃ' এই শ্লোকে ব্যাসবর্ণনা অনুসারে সেই ভারও পৃথিবীর পক্ষে দুঃসহ বলিয়াই দৃষ্ট ॥ ৩০ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ দেবগণকে বলিলেন—সমুদ্রের উদ্বেলিত জলরাশি যেরূপ সুদৃঢ় বেলাভূমি-কর্ত্তৃক রক্ষিত ভূভাগকেও জলপ্লাবনের দ্বারা বেলাভূমির মর্য্যাদা লঙ্ঘনের চেষ্টা করে, সেইরূপ এই যদুকুল আমাকে স্বজন বলিয়া অহঙ্কৃত হইয়া আমাদ্বারা সুরক্ষিত ভূলোককে ধ্বংস করিয়া আমার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে পারে।

যদুগণ পরমধার্ম্মিক—

শয্যাসনাটনালাপ-ক্রীড়াস্নানাদিকর্ম্মসু।
ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ॥

ভাঃ ১০।৯০।৪৬

শ্রীকৃষ্ণগত-চিত্ত সেই যাদবগণ শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, আলাপ, ক্রীড়া, স্নান প্রভৃতি কর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিয়াও নিজদিগকে ভুলিয়া যাইতেন।

ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্।
বিপ্রশাপঃ কথমভূদ্বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসাম্॥

ভাঃ ।১১।১।৮

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন—(হে মুনিবর) ব্রাহ্মণভক্ত, বদান্য, বৃদ্ধজনসেবারত, কৃষ্ণগতচিত্ত যাদবগণের ব্রহ্মশাপ কি জন্য সংঘটিত হইয়াছিল?

ব্যক্তিগত সংখ্যার দ্বারাই পৃথিবীর ভার হয় না, তাহা হইলে পৃথিবীতে পর্ব্বত-সমুদ্রাদিও ত' ভারযুক্ত বস্তু। অতএব অধার্ম্মিকগণের প্রাচুর্য্যই পৃথিবীর ভার হয়। ঐ সকল অধার্ম্মিক ভগবানের দ্বারাই সংহৃত হয়। কিন্তু যদুকুল অধার্ম্মিকবাচ্য নহেন, ভগবানেরই পরিকর। তাহা হইলে যাদবগণকে পৃথিবীর ভার বলিলেন কেন? তাহার তাৎপর্য্য এই যে—

ভার দুই প্রকার—দুঃখরূপ ও সুখরূপ। প্রথম দুখঃরূপ ভার দুঃসহ, দ্বিতীয় সুখরূপ ভার সুসহ। যেমন জীবনসর্ব্বস্ব পতির ভার, ভারবোধ হইলেও উহা পত্নীর সহ্য, ক্রোড়স্থিত পুত্রের ভার ভারবোধ হইলেও পুত্রবৎসলা জননীর অলক্ষ্য এবং মস্তকস্থিত স্বীয় ধনের গুরুভারও বণিকের উপেক্ষণীয়, সেইরূপ পরমধার্ম্মিক যদুকুলের ভারও পৃথিবীর অনায়াসে সহনীয় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেখা যায় যে, স্বল্পবল ব্যক্তির পক্ষে নিজের বহনোপযোগী ভার অপেক্ষা অধিক গুরুতর হইলে সে আর ঐ ভারবহনে সমর্থ হয় না। যেমন প্রকাশ আছে—

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিককর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥ ভাঃ ১।৯।৩৭

কুরুক্ষেত্রে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম, নিকটে দণ্ডায়মান হরিকে লক্ষ্য করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—যিনি নিজের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও আমার প্রতিজ্ঞার সত্যতা রক্ষা ও অধিক করিবার জন্য সহসা রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রথচক্র করে ধরিয়া এবং স্বীয় উত্তরীয় বসনের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া পদভরে পৃথিবী কম্পিত করতঃ হস্তীর প্রতি বেগে ধাবিত সিংহের ন্যায় আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন।

এই উদাহরণে বুঝা যায় যে, ভগবানের শ্রীচরণযুগল লাভ করিয়া ধরণী-দেবী পরমাধন্যা হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন সেই পরমানন্দস্বরূপ ভগবান্ নিজবল আবিষ্কার করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, তখন ভগবানের সুখরূপ সুসহ ভারও পৃথিবীর পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়াছিল।

শ্রীনৃসিংহাবির্ভাবেও দেখা যায়—

"প্রোৎসর্পত ক্ষ্মা চ পদাভিপীড়িতা।" ভাঃ ৭।৮।৩৩

অর্থাৎ পাদতাড়িতা পৃথিবী তাঁহার বেগবশতঃ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইয়াছিল।

আবার তপোবলাধিক্য আবিষ্কারী পরমধার্ম্মিক মহাভাগবত ধ্রুবের সুসহ-ভারও পৃথিবীর পক্ষে ভারবোধ হইয়াছিল—

যদৈকপাদেন স পার্থিবাত্মজ-
স্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা মহী।
ননাম তত্রার্দ্ধমিভেন্দ্রধিষ্ঠিতা
তরীব সব্যেতরতঃ পদে পদে॥ ভাঃ ৪।৮।৭৯

অর্থাৎ সেই রাজপুত্র ধ্রুব যখন একপাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার অঙ্গুষ্ঠপীড়নে নিপীড়িতা হইয়া ধরিত্রী অর্দ্ধাংশে অবনত হইয়া পড়িলেন। বোধ হইল, যেন গজরাজ একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ ও বামপদ পরিবর্ত্তন করিতেছে এবং সেই সময় তরণীখানি মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হইতেছে।

অতএব যদিও যদুকুলের ভার পৃথিবীর ভার বলিয়া পরিগণিত হয় নাই তবুও যেমন সুকুমারী নারী বহুতর স্বর্ণরত্নাদি আভরণ পরিধান করিয়া উহাকে নিজ অঙ্গের ভার বলিয়া বোধ না করিলেও প্রেমবান্ পতি তাহার অঙ্গ হইতে উৎসবোপলক্ষে পরিধৃত কোন কোন আগন্তুক অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া অতি যত্নে নিজের তত্ত্বাবধানে রক্ষা করেন এবং সর্ব্বদা-ব্যবহারোপযোগী আভরণ আর উন্মোচন না করিয়া পত্নীর অঙ্গেই রাখেন, ভগবান্ও সেইরূপ অংশাবতারকালে নিত্যপরিকররূপ যাদবাদিতে যে দেবতাগণের অংশসমূহ প্রবিষ্ট হইয়াছিল সেই দেবগণকে দ্বারকা হইতে প্রভাসে আনয়ন করিয়া উপসংহার করিয়াছিলেন।—(ভাঃ ৩।৩।১৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ)॥ ৩০॥

ইদানীং নাশ আরব্ধঃ কুলস্য দ্বিজশাপজঃ।
যাস্যামি ভবনং ব্রহ্মন্ এতদন্তে তবানঘ॥৩১॥

অন্বয়। (হে) অনঘ! (হে) ব্রহ্মন্! ইদানীং দ্বিজশাপজঃ (অস্য) কুলস্য নাশঃ আরব্ধঃ (কুলক্ষয়ঃ প্রবৃত্তঃ) এতদন্তে (এতস্য যদুকুলনাশস্যান্তে বৈকুণ্ঠং যাস্যন্) তব ভবনং (ব্রহ্মলোকং) যাস্যামি॥৩১॥

অনুবাদ। হে অনঘ! হে ব্রহ্মন্! সম্প্রতি ব্রহ্মশাপে এই যদুবংশের বিনাশ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ইহার বিনাশ সাধন হইলে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিবার সময় আমি আপনার ব্রহ্মলোকে গমন করিব॥ ৩১॥

বিশ্বনাথ। নাশোঽদর্শনং নিগূঢ়ায়াং দ্বারকায়াং প্রবেশমিত্যর্থঃ। এতস্য প্রবেশনস্যান্তে তব ভবনং বিকুণ্ঠাসুতরূপেণ যাস্যামি তদুপরিগং বৈকুণ্ঠং যাস্যন্নিতি সন্দর্ভঃ॥ ৩১॥

বঙ্গানুবাদ। নাশ অর্থাৎ অদর্শন অর্থাৎ নিগূঢ় দ্বারকায় প্রবেশ। এই প্রবেশের পরে বিকুণ্ঠাসুতরূপে তোমার ভবনে যাইব, তৎপরে তদুপরিস্থ বৈকুণ্ঠে যাইব॥৩১॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবানের নিত্যপরিকর যাদবগণের নাশ নাই। যাদবগণে প্রবিষ্ট দেবগণ স্বর্গে গমন করিলে লোকদৃষ্টির অন্তরালে যাদবগণ তাঁহাদের নিত্য বসতিস্থল দ্বারকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।

বিকুণ্ঠাসুত—রৈবত মন্বন্তরে শুভ্রের বিকুণ্ঠা নামে এক পত্নী ছিলেন। সেই শুভ্র এবং বিকুণ্ঠা হইতে স্বয়ং ভগবান্ বৈকুণ্ঠ (হরি) বৈকুণ্ঠনামক দেবশ্রেষ্ঠগণের সহিত স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—

পত্নী বিকুণ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ।
তয়োঃ স্বকলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ম্॥
ভাঃ ৮।৩।৪॥ ৩১॥

শ্রীশুক উবাচ,—

ইত্যুক্তো লোকনাথেন স্বয়ম্ভূঃ প্রণিপত্য তম্।
সহ দেবগণৈর্দেবঃ স্বধাম সমপদ্যত॥ ৩২॥

অন্বয়। শ্রীশুকঃ উবাচ,—লোকনাথেন (কৃষ্ণেন)

ইতি (এবম্) উক্তঃ (কথিতঃ) দেবঃ স্বয়ম্ভূঃ (ব্রহ্মা) তং (কৃষ্ণং) প্রণিপত্য (প্রণম্য) দেবগণৈঃ সহ স্বধাম সমপদ্যত (সমগাৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব কহিলেন,—লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ এইপ্রকার কহিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক দেবগণের সহিত নিজধামে গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

অথ তস্যাং মহোৎপাতান্ দ্বারবত্যাং সমুত্থিতান্।
বিলোক্য ভগবানাহ যদুবৃদ্ধান্ সমাগতান্ ॥৩৩॥

অন্বয়। অথ (ব্রহ্মগমনান্তরং) ভগবান্ তস্যাং সমুত্থিতান্ (ভগবদিচ্ছয়ৈবাবিভূর্তান্) মহোৎপাতান্ বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) সমাগতান্ যদুবৃদ্ধান্ (যাদবশ্রেষ্ঠান্) আহ (কথিতবান্) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। ব্রহ্মা নিজধামে গমন করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে স্বীয় ইচ্ছানুসারে আবির্ভূত নানাবিধ মহোৎপাত দর্শন পূর্ব্বক সমাগত যাদবশ্রেষ্ঠগণকে কহিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ। মহোৎপাতান্ ভগবদিচ্ছয়ৈবাবিভূর্তান্ 'মুনিবাসনিবাসে কিং ঘটেতারিষ্টদর্শনমি'ত্যুক্তেস্তত্র তদসদ্ভাবাৎ ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। মহোৎপাতসমূহ ভগবদিচ্ছাক্রমেই আবির্ভূত। 'মুনিজনশরণ শ্রীকৃষ্ণ-আবাসে কখনও অমঙ্গল ঘটিতে পারে কি?' এই উক্তি অনুসারে সেখানে তাহাদের অসদ্ভাবহেতু ॥ ৩৩ ॥

অনুদর্শিনী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার নিত্য লীলাস্থলী দ্বারকাও দেশ, কাল ও পাত্রাতীত। এহেন দ্বারকায় কালকৃত বিবিধ মহোৎপাতের কোনই সম্ভাবনা নাই। তবে নিজ-লীলাপরায়ণ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীভগবানের ইচ্ছাক্রমেই তথায় ঐ সকল অরিষ্ট দৃষ্ট হইয়াছিল। এই সত্যের সমর্থনে দেখা যায় যে, স্যমন্তক-মণিহরণে প্রয়োজক অক্রূরও কৃতবর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মণিহরণকারী শতধন্বার নিধন শ্রবণে ভয়ে দ্বারকা হইতে প্রস্থান করেন। অক্রূর কাশীতে গমন করিয়া বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণগণকে যথেষ্ট ধন দান করিতেছিলেন শ্রবণ করিয়া দ্বারকাবাসী অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাপূর্ব্বকই অক্রূরকে তথায় যাইয়া স্যমন্তকমণি ব্যবহারে অনুমতি দিয়াছেন। এইরূপ লোকের জল্পনা-কল্পনা-শ্রবণে সত্যভামা ও বলরামাদির অবিশ্বাস হইলেও ভগবান্ আপনাতে আরোপিত অদ্ভুত কলঙ্ক অপনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে যাহাতে দ্বারকাবাসিগণ নিজেরাই অক্রূরকেও আনয়নে যত্নবান হন তজ্জন্য আনয়নের কারণ—নানাপ্রকার অনিষ্টের উৎপত্তি তিনি নিজেই করিয়াছিলেন। পুরবাসিগণের তখন বারম্বার শারীরিক, মানসিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক সন্তাপরূপ বিবিধ দুঃখ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তখন সকলেই অক্রূরের অনুপস্থিতি নিবন্ধনই যাবতীয় উৎপাত ও অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহাই তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিতে লাগিলেন। তাই, শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন—

ইত্যঙ্গোপদিশন্ত্যেকে বিস্মৃত্য প্রাগুদাহৃতম্।
মুনিবাসনিবাসে কিং ঘটেতারিষ্টদর্শনম্ ॥ ভাঃ ১০ ৫৭।৩১

হে রাজন, তৎকালে কতিপয় ব্যক্তি প্রাগুদাহৃত কৃষ্ণমাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া অক্রূরের প্রবাসকেই অমঙ্গল কারণ বলিতে লাগিল কিন্তু যেখানে একজনও মুনির নিবাস থাকে তৎপ্রভাবে সেই গ্রামেও কোনরূপ অনিষ্ট বা উৎপাত ঘটে না, আর যে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন এবং তদ্দর্শনার্থী সকল মুনিরই অবস্থিতি (অথবা মুনিজনশরণ শ্রীকৃষ্ণের আবাসে) তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত অক্রূরের প্রবাসমাত্র কারণে কখনও অমঙ্গল ঘটিতে পারে কি? অর্থাৎ পারে না ॥৩৩॥

শ্রীভগবানুবাচ

এতে বৈ সুমহোৎপাতা ব্যুত্তিষ্ঠন্তীহ সর্ব্বতঃ।
শাপশ্চ নঃ কুলস্যাসীদ্‌ব্রাহ্মণেভ্যো দুরত্যয়ঃ ॥৩৪॥

অন্বয়। শ্রীভগবানুবাচ,—(হে যদুবৃদ্ধাঃ!) ইহ (দ্বারকায়াং) সর্ব্বতঃ বৈ এতে সুমহোৎপাতাঃ ব্যুত্তিষ্ঠন্তি (উত্তিষ্ঠন্তি) ব্রাহ্মণেভ্যঃ নঃ (অস্মাকং) কুলস্য দুরত্যয়ঃ (দুরতিক্রমণীয়ঃ) শাপঃ চ আসীৎ ॥৩৪॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে যাদবশ্রেষ্ঠগণ! বর্ত্তমানে দ্বারকাপুরীর সর্ব্বত্র বিবিধ প্রবল উৎপাত উপস্থিত হইতেছে। বিশেষতঃ আমাদের যদুকুলের প্রতি দুরতিক্রমণীয় ব্রহ্মশাপও ঘটিয়াছে ॥ ৩৪ ॥

ন বস্তব্যমিহাস্মাভির্জিজীবিষুভিরার্য্যকাঃ।
প্রভাসং সুমহৎপুণ্যং যাস্যামোঽদ্যৈব মা চিরম্ ॥৩৫॥

অন্বয়। (হে) আর্য্যকাঃ! (মাননীয়াঃ!) জিজীবিষুভিঃ (জীবিতুমিচ্ছুভিঃ) অস্মাভিঃ ইহ (দ্বারকায়াং) ন বস্তব্যম্ (অতঃপরং ন স্থাতব্যং, পরন্তু) অদ্য এব সুমহৎ পুণ্যং (সুপবিত্রং) প্রভাসং যাস্যামঃ (অতঃ) মা চিরং (গমনবিলম্বং মা কুরুত) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। হে আর্য্যগণ! অতএব আমাদের জীবন রক্ষায় ইচ্ছা থাকিলে এখানে আর অবস্থান করা উচিত নহে। পরন্তু, অদ্যই আমরা পরম পবিত্র প্রভাস ক্ষেত্রে যাইব। সুতরাং বিলম্ব করিবেন না ॥৩৫॥

বিশ্বনাথ। প্রভাসমিতি মন্নিত্যপরিকরৈর্বিশিষ্টৈব দ্বারকা সদা বিরাজতু। তেষু প্রবিষ্টান্ দেবানেব যাদবরূপান্ অলক্ষিতং তেভ্যঃ সকাশাৎ যোগবলেন নিষ্কাশ্য প্রভাসং নীত্বা তত্রৈব তান্ মায়য়া মৌষলসংগ্রামং প্রাপয্য স্বর্গং প্রস্থাপ্য বিকুণ্ঠাসুতাদি-স্বরূপোঽহমপি বৈকুণ্ঠাদি-ধামানি যাস্যামি পূর্ণস্বরূপেণ তু সপরিকরোঽহং দ্বারকায়াং সদৈবাস্ম্যেবেতি ভগবন্মনোগতং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমার নিত্যপরিকরবিশিষ্টা দ্বারকা নিত্য বিরাজিত থাকুক। তাঁহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট যাদবরূপ দেবগণকে অলক্ষিতভাবে তাঁহাদের মধ্য হইতে যোগবলে নিষ্কাশিত করিয়া প্রভাসে লইয়া সেইখানে তাঁহাদিগকে মায়াযোগে মৌষল-সংগ্রামে লিপ্ত করিয়া স্বর্গে পাঠাইয়া বিকুণ্ঠসুতাদিস্বরূপ আমিও বৈকুণ্ঠধাম যাইব। কিন্তু পূর্ণ-স্বরূপে আমি সপরিকর দ্বারকাতেই আছি—ভগবানের এই মনোগত (ভাব) জানিতে হইবে ॥ ৩৫ ॥

অনুদর্শিনী। ভগবান্ নিত্য দ্বারকাবাসী—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎস্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥
ভাঃ ১০।৯০।৪৮

জনগণের অন্তর্যামিরূপে যাঁহার নিবাস অথবা গোপ-যাদবাদি মধ্যে যাঁহার নিবাস কিম্বা যিনি জনগণের (জীবগণের) নিবাস বা আশ্রয়, দেবকীর উদরে জন্ম যাঁহার পক্ষে বাদমাত্র, বস্তুতঃ যিনি অজন্মা, যদুশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার সেবক অথবা যিনি যদুদিগের সভাপতি, ইচ্ছামাত্র নিরসনসমর্থ হইয়াও যিনি নিজ-বাহুবলে অথবা সতুল্য অর্জ্জুনাদি ভক্তগণদ্বারা ধর্ম্ম-প্রতিপক্ষ অসুর-সঙ্ঘের বিনাশকারী, যিনি স্থাবর-জঙ্গমগণের সংসার-দুঃখহারী অথবা যিনি ব্রজপুরস্থ নিজ-সেবকগণের তদীয় বিরহজনিত-দুঃখনাশকারী এবং সুস্মিত শ্রীমুখের দ্বারা ব্রজপুরবনিতা-গণের অথবা মথুরা, দ্বারকা, ব্রজপুরস্থা বনিতাগণের কামবর্দ্ধনকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর এই বাক্যে ব্রজ-মথুরা-দ্বারকাধাম এবং তত্রত্য লীলার নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহারস্থলী দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অবস্থিতি।

পদ্মপুরাণেও দেখা যায়—

নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি পুরীং দ্বারাবতীং তথা।

আর যাদবগণও তত্তুল্য—

এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্গণা এব ভাবিনি।
সর্ব্বথা মৎপ্রিয়া দেবি মত্তুল্যগুণশালিনঃ ॥

অর্থাৎ হে ভাবিনি, এই যাদবগণ সকলেই আমার গণ বা পরিকর। হে দেবি, তাহারা সর্ব্বপ্রকারে আমার প্রিয় এবং মত্তুল্যগুণশালী।

নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ।
নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্য-সুখানুভূঃ ॥ পাদ্মে।

অর্থাৎ জগৎপতি ভগবান্ নিত্যাবতার বা নিত্যলীলা-

বিশিষ্ট নিত্যমূর্ত্তি, নিত্যরূপ, নিত্যগন্ধ এবং নিত্য-ঐশ্বর্য্য-সুখানুভূতিবিশিষ্ট।

তাহা হইলে নিত্যলীলাপরায়ণ শ্রীভগবান্, নিত্য-পরিকরবর্গ যাদবগণকে এবং নিত্যলীলাস্থলী দ্বারকা ত্যাগ করেন না এবং প্রভাসে যাদবগণের মধ্যে যে পরস্পর সংগ্রাম তাহাও মায়িক—ইহা শ্রীভগবানেরই উক্তি হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে।

মৌষল-লীলার তাৎপর্য্য—

"(স্বভক্ত উদ্ধবকে শক্তি-সঞ্চার করিয়া বদরিকাশ্রমে পাঠাইবার পর) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিচার করিলেন যে, কুরুক্ষেত্র যাত্রাকালে যখন নানা দিক্ ও দেশ হইতে লোকসকল আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়াছিল তখন অন্যের অজ্ঞাতসারে কলিও আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল যে, 'প্রভো, ভুবনে আমার অধিকার কবে হইবে?' তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে, 'আমার লীলাসমাপ্তিতে তোমার অধিকার আরম্ভ হইবে।' অতএব আমার অন্তর্দ্ধানের পরই কলিকে পৃথিবী অধিকারার্থ অনুমতি দিয়াছি। কিন্তু আমার অবতার-কালে সম্প্রতি ধর্ম্ম কৃতযুগ অপেক্ষা উৎকর্ষতালাভে পূর্ণ চারিপাদেই বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতএব ধর্ম্মের এতাদৃশ প্রাবল্যে কলি কি প্রকারে অধিকার করিতে পারিবে? যখন কেবল একপাদমাত্র ধর্ম্ম থাকিবে, তখনই কলির অধিকারযোগ্যতা। 'নিমিত্তের খণ্ডনে নৈমিত্তিকের খণ্ডন হইবে'—এই ন্যায়ানুসারে আমার প্রাকট্য-অভাবে তাদৃশ ধর্ম্মেরও অভাব হইবে এরূপ স্থির করা বিধেয় নহে। কেননা, সর্ব্বজগৎ-পবিত্রকারিণী মহাকীর্ত্তি-দেবী আমার প্রকট অভাবেও সর্ব্বত্রই জাগরূপা থাকিবেন। কিন্তু আমার অনুকূল, প্রতিকূল ও তটস্থ লোকসমূহের মধ্যে প্রতিকূলগণকে প্রায় সংহার করিয়াছি। সম্প্রতি রামাবতারের ন্যায় সর্ব্বলোকসমক্ষেই আমার ধামবাসি-গণের সঙ্গে একত্রে আমি বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিলে অনুকূলগণ দ্বিগুণিত ভক্ত হইবে; অত্যন্ত-অনুকূলগণ কিন্তু পরমোৎকণ্ঠাবন্ত এবং শতগুণিত প্রেমিক হইবে। তটস্থগণও পরমাশ্চর্য্য দর্শনে ভক্ত হইবে। এইরূপে প্রত্যুত ধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইলে কলির প্রভুতালেশেরও সম্ভাবনা নাই। অতএব কলির জন্য ধর্ম্ম-সঙ্কোচার্থ কোনপ্রকারে অধর্ম্মমতকে উত্থাপন করিব। তাহার প্রকার এই—

স্বীয় লীলাপরিকর যদুগণের সঙ্গে দ্বারাবতীতেই যেমন ছিলাম তেমনই বিরাজ করিব। কিন্তু প্রাপঞ্চিক সর্ব্বলোকের দৃষ্টিতে তিরোহিতেরই মত দেখাইব। এবং প্রদ্যুম্ন-শাম্বাদি মদীয় নিত্যপরিকরগণের মধ্যে তত্তৎ-বিভূতিস্বরূপ কন্দর্প, কার্ত্তিকেয়াদি যে সকল দেবগণ প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন তাঁহাদিগকে যোগবলে অলক্ষিতভাবে সেই সেই দেহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া সর্ব্বলোকলোচনেও সাধারণতঃ প্রদ্যুম্নাদিভাবে প্রকাশমান করিয়া তাহাদিগের ও অন্য দ্বারকাবাসিগণের সঙ্গে প্রভাসে গমন করিব। তথায় দান, ধ্যান ও মধুপানাদি করাইয়া সেই সকল আধিকারিক ভক্তগণকে (দেবগণকে) স্ব স্ব অধিকারে স্বর্গেই প্রেরণ করিয়া অন্য দ্বারকাবাসি-জনগণসহ দাশরথি-স্বরূপের-ন্যায় আমি বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিব। কিন্তু লোকলোচনে মায়াদোষ-প্রবেশে লোকসকল মনে করিবে যে, দ্বারাবতী হইতে নির্গত হইয়া যদু-বংশীয়গণ সকলে প্রভাসে গমন করিয়া ব্রহ্মশাপ প্রভাবে মধুপানে মত্ত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করতঃ দেহত্যাগ করিল। পরমেশ্বরও শ্রীবলরামের সঙ্গে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া স্বধামে আরোহণ করিলেন। তাহাতে আমার এই মনুষ্যশরীর মায়িক ও অনিত্য ইহা কেহ কেহ বলিবে। আমার মনুষ্যশরীর অবজ্ঞাই নিশ্চিত মহা অপরাধ। আমিই বলিয়াছি—"মূঢ় সকল মনুষ্য-দেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।" তাহার ফলও কথিত হইয়াছে যে 'যদি তাহারা ভক্ত হয়, তবে তাহাদিগের মৎপ্রাপ্তি-আশা নিষ্ফলা। যদি তাহারা কর্ম্মী হয়, তবে তাহাদিগের স্বর্গ লাভ হইবে না, যদি তাহারা জ্ঞানী হয়, তবে মোক্ষ লাভ হইবে না, যেহেতু তাহারা রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিতে মুগ্ধ।'

কেহ বলিবে, পরমেশ্বর হইয়াও যখন দৃশ্য সাধারণ শরীর ধারণ করিয়াছিলেন তখন সেই শরীর অনিত্যই।

তবে দিব্যদেহ দীর্ঘকালস্থায়ী আর মানুষদেহ অল্পকাল-স্থায়ী এইমাত্র উভয়দেহের মধ্যে ভেদ। অন্যে কিন্তু বলিবে যে, কুরুবংশ যেরূপ ধ্বংস হইয়াছিল সেইরূপই কৃষ্ণ স্ববংশও প্রভাসে ধ্বংস করিয়াছেন। এই প্রকার অধম বিজ্ঞমানী দুর্জ্জনগণের কুমত শ্রবণ, জল্পন, অনুমোদন এবং প্রচারাদিদ্বারা ধর্ম্ম সত্বই একপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। (সেইকালে কলি পৃথিবী অধিকার করিবে)। যেমন পিত্তাদি-দোষোপহত জনগণ ধবল ও উজ্জ্বল শঙ্খকেও মলিন ও পীত দর্শন করে, তেমনই মায়াদোষদূষিতচিত্তদৃষ্টিতে জনগণ সচ্চিদানন্দময়ী আমার নির্য্যাণলীলাকেও প্রদ্যুম্নাদি-পরিকর-সহিত আমার দেহত্যাগ, এবং রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের অগ্নি-প্রবেশাদিলীলাকে দুরবস্থাময়ী প্রাকৃতিকভাবে দর্শন করিবে ও নির্ণয় করিবে। কেবল যে প্রাকৃত লোকসকল এইরূপ মনে করিবে তাহা নহে, মদংশজাত অর্জ্জুনাদিও (ভাঃ ১।১৫।২০) অধিক কি, বৈশম্পায়নপরাশরাদি মুনিগণও স্ব-স্ব-সংহিতায় এইরূপ বর্ণনা করিবেন। কলির উত্তরোত্তর প্রাবল্যলাভের জন্য মদ্ভক্ত শঙ্করও কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া এই অভিপ্রায়ে বেদান্তভাষ্য প্রচার করিবেন। সেই শাস্ত্র বার বার আলোচনা করিয়া হতবুদ্ধিজনগণ ব্যাখ্যা করিবে যে—"অনেকশক্তিমান্ সূক্ষ্মকারণোপাধিমায়াই ভগবদ্দেহ—ইহাই ভাষ্যকৃত মত।"

—ভাঃ ১১।৩০।৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীলবিশ্বনাথ।

শ্রীভগবানই উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

ত্বন্তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ।
মন্মায়ারচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ॥

ভাঃ ১১।৩০।৪৯

অর্থাৎ তুমিও মদীয় ভক্তিধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ ও উদাসীন হইয়া এ-সমস্ত লীলা আমার মায়াকল্পিত জানিয়া শান্তিলাভ করিবে।

ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণ সনাতন-শিক্ষায় বলিয়াছেন—
"মৌষল-লীলা, আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার, আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
মহিষী-হরণ আদি,—সব মায়াময়।"

চৈঃ চঃ ম ২৩ পঃ

মীমাংসা—"মৌষল-লীলা মায়িকী; কিন্তু মায়িকী হইলেও ইহা সর্ব্ববিধ মায়িক সৃষ্টির ন্যায় নহে; ইহা শ্রীকৃষ্ণলীলার অন্তর্বর্ত্তী ব্যাপার এবং অচিন্ত্য যোগমায়ার অনুমোদিত এইজন্য ইহাকে নিত্য বলিয়া জানিতে হইবে। অর্থাৎ প্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক প্রকটলীলায় এই ব্যাপারটী অসুরমোহনার্থ সাধিত হয়। গোলোকে অপ্রকটলীলার মধ্যে এইরূপ কোনও হিংসা বা বধজনিত রক্তপাত-ব্যাপার নাই। বাসুদেবের প্রপঞ্চে প্রতি প্রকটলীলায়ই এই লীলার প্রকাশ হয় বলিয়া ইহা নিত্য এবং ইহাদ্বারা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ পাষণ্ডগণ মোহিত হয় বলিয়া এই লীলা মায়িকী বা ইন্দ্রজালবৎ।"—'ভগবান্ স্বাত্মমায়য়া'—ভাঃ ৩।৪।৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ॥৩৫॥

যত্র স্নাত্বা দক্ষশাপাদ্গৃহীতো যক্ষ্মণোড়ুরাট্।
বিমুক্তঃ কিল্বিষাৎ সদ্যো ভেজে ভূয়ঃ কলোদয়ম্॥ ৩৬॥

অন্বয়। দক্ষশাপাৎ যক্ষ্মণা (ক্ষয়রোগেণ) গৃহীতঃ (আক্রান্তঃ) উড়ুরাট্ (চন্দ্রঃ) যত্র (প্রভাসতীর্থে) স্নাত্বা সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) কিল্বিষাৎ (ক্ষয়রোগরূপাৎ পাপাৎ) বিমুক্তঃ (সন্) ভূয়ঃ (পুনঃ) কলোদয়ং (কলা-বৃদ্ধিং) ভেজে (প্রাপ্তবান্)॥ ৩৬॥

অনুবাদ। দক্ষশাপে চন্দ্র এক সময়ে ক্ষয়রোগা-ক্রান্ত হইয়া এই প্রভাসতীর্থে স্নান করতঃ তৎক্ষণাৎ ক্ষয়রোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পুনরায় কলাবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৩৬॥

বিশ্বনাথ। যক্ষ্মণা রোগেণ গৃহীতোঽপি যত্র স্নানমাত্রং কৃত্বা তস্মাৎ দুঃখাৎ বিমুক্তঃ কলাবৃদ্ধিং ভেজে॥ ৩৬॥

বঙ্গানুবাদ। যক্ষ্মারোগে গৃহীত হইয়াও যেখানে স্নানমাত্র করিয়া সেই দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া (চন্দ্র) কলাবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন॥ ৩৬॥

অনুদর্শিনী। চন্দ্রের যক্ষ্মারোগ-প্রাপ্তির হেতু—

কৃত্তিকাদীনি নক্ষত্রাণীন্দোঃ পত্ন্যস্তু ভারত।
দক্ষশাপাৎ সোঽনপত্যস্তাসু যক্ষ্মগ্রহার্দ্দিতঃ॥

ভাঃ ৬।৬।২৩।

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে ভারত, কৃত্তিকাদি নক্ষত্রগণ চন্দ্রের পত্নী ছিলেন। চন্দ্র সকল পত্নীকে অবজ্ঞা করিয়া রোহিণীর প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। অতএব দক্ষ-প্রজাপতি অন্যান্য কন্যাদিগের দুঃখসন্দর্শনে কুপিত হইয়া চন্দ্রকে 'ক্ষয়রোগে পীড়িত হও' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। সুতরাং তাঁহার কোন পত্নীর গর্ভেই সন্তান উৎপন্ন হয় নাই।

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোক-কথিত নিজের মনোগত-যুক্তি-রক্ষার জন্য সকলকে সেই প্রভাসতীর্থের ব্রহ্মশাপ-শমনের যোগ্যতা দেখাইলেন ॥ ৩৬ ॥

বয়ঞ্চ তস্মিন্নাপ্লুত্য তর্পয়িত্বা পিতৃন্ সুরান্।
ভোজয়িত্বোশিজো বিপ্রান্ নানাগুণবতান্ধসা ॥
তেষু দানানি পাত্রেষু শ্রদ্ধয়োপ্ত্বা মহান্তি বৈ।
বৃজিনানি তরিষ্যামো দানৈর্নৌভিরিবার্ণবম্ ॥৩৭-৩৮॥

অন্বয়। বয়ম্ (অপি) তস্মিন্ (প্রভাসতীর্থে) আপ্লুত্য (স্নাত্বা) পিতৃন্ সুরান্ চ তর্পয়িত্বা নানাগুণবতা (ষড়্‌রসোপেতেন) অন্ধসা (অন্নেন) উশিজঃ (কমনীয়ান্) বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা, তেষু পাত্রেষু (বিপ্রেষু) মহান্তি দানানি শ্রদ্ধয়া উপ্ত্বা (সমর্প্য) নৌভিঃ অর্ণবং (সমুদ্রং) ইব (তৈঃ) দানৈঃ বৃজিনানি (কিল্বিষাণি) বৈ (নূনং) তরিষ্যামঃ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

অনুবাদ। অতএব আমরা উক্ত প্রভাস-তীর্থে স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণান্তর ষড়রসযুক্ত অন্নদ্বারা উৎকৃষ্ট বিপ্রগণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাসহকারে প্রচুর পরিমাণে দান করিয়া নৌকাযোগে সমুদ্রতরণের ন্যায় উক্ত দানাদিদ্বারা পাপসমূহ হইতে উত্তীর্ণ হইব ॥ ৩৭-৩৮ ॥

বিশ্বনাথ। উশিজঃ কমনীয়ান্ অন্ধসা অন্নেন। উপ্ত্বেতি যথা সুক্ষেত্রে বীজমুপ্তং বহুফলং ভবতি তথা দানং সৎপাত্রে ইতি দ্যোতয়তি ॥ ৩৭-৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। উশিক্ অর্থাৎ কমনীয়। অন্ধসা অর্থাৎ অন্নের দ্বারা। যেরূপ সুক্ষেত্রে বপন করা বীজ বহুফল দেয়, সেইরূপ সৎপাত্রে দান। ৩৭-৩৮।

অনুদর্শিনী। সুক্ষেত্রে অর্থাৎ উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে প্রতি বীজ হইতে যেরূপ বহু ফল পাওয়া যায়; তদ্রূপ সৎপাত্রে অর্থাদি দান করিলে প্রদত্ত অর্থের বহু পরিমাণে অধিক অর্থ-লাভ হয়। যথা—

"সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
অধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে ॥"—স্মৃতি।

অর্থাৎ অব্রাহ্মণে দান করিলে পরজীবনে তৎসমতুল্য ফললাভ হয়, বর্ণব্রাহ্মণকে দান করিলে, দানের দ্বিগুণ ফল হয়, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে যাহা দান করা যায়, তাহার শত-সহস্রগুণ ফল পাওয়া যায় আর বেদবেদান্তাদিতে পারঙ্গত ব্রাহ্মণকে যাহা কিছু দান করা যায়, তাহার ফলের অন্ত নাই ॥ ৩৭-৩৮ ॥

শ্রীশুক উবাচ,—

এবং ভগবতাদিষ্টা যাদবাঃ কুরুনন্দন।
গন্তং কৃতধিয়স্তীর্থং স্যন্দনান্ সমযূযুজন্ ॥৩৯॥

অন্বয়। শ্রীশুকঃ উবাচ। (হে) কুরুনন্দন! ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) এবম্ আদিষ্টাঃ যাদবাঃ তীর্থং (প্রভাসতীর্থং) গন্তং কৃতধিয়ঃ (কৃতসঙ্কল্লাঃ সন্তঃ) স্যন্দনান্ (রথসমূহান্) সমযূযুজন্ (বাহৈর্যুক্তান্ চক্রুঃ) ॥৩৯॥

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে কুরুনন্দন! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক যাদবগণ এইরূপ আদিষ্ট হইলে তাঁহারা প্রভাস-তীর্থ গমনের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিজ নিজ রথে বাহন সংযুক্ত করিলেন ॥ ৩৯ ॥

তন্নিরীক্ষ্যোদ্ধবো রাজন্ শ্রুত্বা ভগবতোদিতম্।
দৃষ্ট্বারিষ্টানি ঘোরাণি নিত্যং কৃষ্ণমনুব্রতঃ ॥
বিবিক্ত উপসঙ্গম্য জগতামীশ্বরেশ্বরম্।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ প্রাঞ্জলিস্তমভাষত ॥ ৪০-৪১ ॥

অন্বয়। (হে) রাজন্! ঘোরাণি অরিষ্টানি (উৎপাতান্) দৃষ্ট্বা (বিলোক্য তথা) ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন)

উদিতম্ (কথিতং বাক্যং) শ্রুত্বা তৎ (তেষাং প্রভাসতীর্থ-গমনোদ্‌যোগং চ) নিরীক্ষ্য নিত্যং কৃষ্ণম্ অনুব্রতঃ (সেবমানঃ) উদ্ধবঃ জগতাম্ ঈশ্বরেশ্বরং (শ্রীকৃষ্ণং) বিবিক্তে (একান্তে) উপসঙ্গম্য (প্রাপ্য) শিরসা (তস্য) পাদৌ প্রণম্য প্রাঞ্জলিঃ (সংযোজিতহস্তঃ সন্) তং (শ্রীকৃষ্ণম্) অভাষত (কথিতবান্)॥ ৪০-৪১ ॥

অনুবাদ। হে রাজন্! তৎকালে ভয়ানক উৎপাত-সমূহ দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের কথিত-বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং যাদবগণের প্রভাসতীর্থে গমনোদ্যোগ দর্শন করিয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণানুরক্ত উদ্ধব একান্তে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া মস্তক অবনতপূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪০-৪১ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ,—

দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন।
সংহৃত্যৈতৎ কুলং নূনং লোকং সন্ত্যক্ষ্যতে ভবান্।
বিপ্রশাপং সমর্থোঽপি প্রত্যহন্ ন যদীশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়। (হে) দেবদেবেশ! (দেবানামপি দেবা ব্রহ্মাদয়স্তেষামীশ! (হে) যোগেশ! (হে) পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তন! (পুণ্যাবহং শ্রবণং কীর্ত্তনং চ যস্য তৎ সম্বোধনে) যৎ (যস্মাৎ) ঈশ্বরঃ (ভবান্) সমর্থঃ (অন্যথাকর্ত্তুং শক্য) অপি বিপ্রশাপং ন প্রত্যহন্ (প্রতিহতবান্) ভবান্ নূনং (নিশ্চিতম্) এতৎ কুলং সংহৃত্য (সংহারং কৃত্বা) লোকং (মর্ত্ত্যলোকং) সন্ত্যক্ষ্যতে (পরিত্যক্ষ্যতি) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। হে দেবদেবেশ! হে যোগেশ্বর! হে পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন! আপনি ঈশ্বর সুতরাং ব্রহ্মশাপকে অন্যথা করিতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হইয়াও উহাকে প্রতিহত করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই, এই কারণ আপনি নিশ্চয়ই এই যদুকুলকে সংহার করিয়া মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিবেন ইহাই অনুমিত হয় ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ। দেবানামপি দেবা ব্রহ্মাদয়স্তেষামীশেতি দেবকার্য্যং ব্রহ্মপ্রার্থিতঞ্চ ত্বয়া সর্ব্বং সম্পাদিতমিতি ভাবঃ। ন কেবলমেতদর্থমেবাবতীর্ণস্ত্বমভূঃ, কিন্তু দুর্ব্বিতর্কবিচিত্ররসময়রূপগুণচরিত্রপ্রকাশনয়া ভক্তজনানন্দনার্থমপীত্যাহ, হে যোগেশেতি। যদুক্তং 'যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্' ইতি জনিষ্যমাণজনতা-নিস্তারার্থমপীত্যাহ, পুণ্যেতি। অত এতৎ ত্বদীয় সর্ব্ব-বিধিৎসিতস্য নিষ্পন্নত্বাদিদানীমিমং লোকং সন্ত্যক্ষ্যতে। নূনমিতি বিতর্কে ভবানন্তর্ধাস্যতীতি তর্কয়ামি। কিঞ্চ শাপনিবর্ত্তকং প্রভাসস্নানমুপদিশসি কিন্তু্দর্শনাদপি প্রভাস-স্নানমধিকং ভবেৎ? বিপ্রশাপ এষাং মা ফলত্বিতি তব মনোগতে সত্যপি কিং শাপঃ প্রভবিতুং শক্নুয়াৎ? তস্মাত্ত-বাত্রান্তর্ধিৎসৈব দৃশ্যতে যৎ যতঃ সমর্থোঽপি ভবান্ বিপ্রশাপং ন প্রত্যহন্ ন প্রতিহতবান্ ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। দেবগণের মধ্যে দেব অর্থাৎ ব্রহ্মাদি তাঁহাদের ঈশ্বর, অর্থাৎ দেবগণের কার্য্য ব্রহ্মার প্রার্থিতও আপনি সব সম্পাদন করিয়াছেন। কেবল এই নিমিত্তই আপনি অবতীর্ণ হন নাই, কিন্তু দুর্বিতর্ক-বিচিত্র-রসময়-রূপগুণচরিত্র প্রকাশপূর্ব্বক ভক্তজনের আনন্দবর্দ্ধন-নিমিত্ত। হে যোগেশ! অর্থাৎ 'নিজ যোগমায়াবল প্রদর্শনপূর্ব্বক যে মর্ত্ত্যলীলাসমূহ গৃহীত হইয়াছিল।' ভবিষ্যতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিবেন, সেই জনগণের নিস্তার জন্য বলিতেছেন, 'পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন'। অতএব আপনার যাহা করিতে ইচ্ছা ছিল তাহা সমস্ত নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া এক্ষণে এইলোক ত্যাগ করিবেন। নূনম্ অর্থাৎ আমি বিতর্ক করিতেছি যে আপনি অন্তর্ধান করিবেন। অথচ আপনি শাপনিবর্ত্তক প্রভাস-স্নান উপদেশ করিতেছেন। আপনার দর্শন হইতেও কি প্রভাস-স্নান অধিক হইবে? বিপ্রশাপ ইহাদের না ফলুক আপনার এই মনোগত হইলেও কি শাপ প্রবল হইতে পারিবে? অতএব এস্থলে আপনার অন্তর্ধানের ইচ্ছাই দৃষ্ট হইতেছে, যেহেতু সমর্থ হইয়াও আপনি বিপ্রশাপ প্রতিহত করিলেন না ॥ ৪২ ॥

অনুদর্শিনী।

কালিন্দীমধুরত্বিষং মধুপতের্মাল্যেন নির্ম্মাল্যতাং
লব্ধেণাঙ্কিতমম্বরেণ চ লসদ্‌গোরোচনা-রোচিষা।

দ্বন্দ্বেনার্গলসুন্দরেণ ভুজয়োর্ভ্রাজিষ্ণুমব্জেক্ষণং
মুখ্যং পারিষদেষু ভক্তিলহরীরুদ্ধং ভজাম্যুদ্ধবম্ ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

যাঁহার শরীর কালিন্দীতুল্য স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ, যিনি কৃষ্ণের নির্ম্মাল্য-মাল্য ও পীতবসনে বিভূষিত, যিনি অর্গলসদৃশ সুন্দর ভুজযুগে বিরাজমান এবং পদ্মনেত্র, যিনি পারিষদগণের মধ্যে মুখ্য ও ভক্তিশালী, সেই উদ্ধবকে আমি ভজনা করি।

"ভক্তলাগি প্রভুর সকল অবতার।
ভক্ত বই কৃষ্ণকর্ম্ম না জানয়ে আর॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের এই গূঢ় ও সুসত্য বাক্য উদ্ধার করিয়া সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও অন্তরজ্ঞাতা তদীয় পার্ষদপ্রবর, তদভিন্ন শ্রীমৎ উদ্ধবকে আমি সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করিতেছি।

ভক্তের সন্তোষে প্রভুর সন্তোষ। সুতরাং ভক্তের কৃপা হইলে প্রভুরও নিশ্চয়ই কৃপা হইবে। এই আশায় বদ্ধহৃদয় হইয়া প্রভু-প্রিয়তম উদ্ধবের শরণাগত হইতেছি। কেননা, তিনিই কৃষ্ণের সকল কর্ম্ম জানেন। তাঁহার কৃপাশক্তিতে এই উদ্ধব-সংবাদের অনুশীলনে সমর্থ হইব।

ভগবান্ সর্ব্বজীবের অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদা বিরাজ করিলেও অভক্তগণ তাঁহাকে দেখিতে পায় না; কিন্তু ভক্তপ্রিয় ভগবান্ ভক্তগণের নিকট লুকাইতে পারেন কি? না,—

অসুরস্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর এই বাক্যকে সার জানিয়া আমরা ভক্তপ্রবর উদ্ধবের কথা আরম্ভ করিতেছি—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের নিকট ব্রহ্মশাপের গুরুত্ব ও তৎপ্রশমনের উপায় পুণ্যতীর্থ প্রভাসে স্নান-দানাদির বর্ণন করিয়া সকলকে তথায় যাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। সকলেই তাঁহার এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রভাসে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন।

ভগবানের আদেশে সকলের তীর্থগমনের উদ্‌যোগাদি দর্শন করিয়া নিত্য কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ভক্তপ্রবর উদ্ধব নিজ প্রভুর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া জোড়হস্তে নিজ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া তাঁহাকে 'দেবদেবেশ', 'যোগেশ' এবং 'পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন'—সম্বোধনেই নিজ প্রভুর ও স্বীয় হৃদ্গতভাব প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণ-পরিগ্রহে মুখ্য উদ্ধবের নিকট ভগবান্ নিজ অন্তরের কথা লুকাইতে পারেন নাই, কেননা—

"আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥

চৈঃ চঃ আ ৩ পঃ।

ভক্তজনের আনন্দবর্দ্ধনের জন্যই ভগবদবতার—

"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥"

পাদ্মে।

"প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রণতজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥"

ভাঃ ১০।১৩।২৭

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—হে বিভো, আপনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও শরণাগত ভক্তগণের আনন্দরাশি-বর্দ্ধনকল্পে প্রাপঞ্চিক লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন।

"দেবদেবেশ"—ব্রহ্মার প্রার্থনায় দেবগণের কার্য্য নিষ্পাদন—

"ভূমের্ভারাবতারায় পুরা বিজ্ঞাপিতঃ প্রভো।"

ভাঃ ১১।৬।২১

"নাধুনা তেঽখিলাধার দেবকার্য্যাবশেষিতম্।"

ভাঃ ১১।৬।২৬। অর্থ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

'দেবদেবেশ'—বাক্যে ভূমির (ভাঃ ১০।৫৯।১৫) এবং রাজগণের সম্বোধন (ভাঃ ১০।৭৩।৮) শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

স্বয়ং শ্রীভগবানও মুচুকুন্দকে বলিয়াছেন—

"তথাপ্যদ্যতনান্যঙ্গ শৃণুষ্ব গদতো মম।
বিজ্ঞাপিতো বিরিঞ্চেন পুরাহং ধর্ম্মগুপ্তয়ে॥
ভূমের্ভারায়মাণানামসুরাণাং ক্ষয়ায় চ।
অবতীর্ণো যদুকুলে গৃহ আনকদুন্দুভেঃ॥"

ভাঃ ১০।৫১।৩৯-৪০।

হে রাজন্, তথাপি আমার বর্ত্তমান বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মা আমাকে ধর্ম্মরক্ষা এবং পৃথিবীর ভারভূত অসুরগণের বিনাশের জন্য নিবেদন করিলে আমি যদুবংশে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছি।

'যোগেশ'—নিজযোগমায়ার বল প্রদর্শনহেতু ভগবানের অবতার—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ ভাঃ ৩।২।১২

শ্লোকার্থ পূর্ব্বে ১১।৬।৫ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাবতারে তিনি নিজেই এই শ্লোকের অর্থ নিজপার্ষদ শ্রীসনাতন প্রভুকে শুনাইয়াছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ।
কৃষ্ণের মধুর রূপ, শুন, সনাতন।
যে রূপের এককণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে॥
রূপ দেখি' আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যাঁর নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এইরূপ নিত্য তার ধাম॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহেঁ ললিত ত্রিভঙ্গ,
তাহার উপর ভ্রূধনু নর্ত্তন।
তেরছে নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা-গোপীগণ-মন॥
ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ,
তাঁ-সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥
চড়ি' গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি' পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নবকন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ॥
নিজ-সম সখা-সঙ্গে, গোগণ-চারণ রঙ্গে
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যাঁর বেণু-ধ্বনি শুনি' স্থাবর-জঙ্গম-প্রাণী,
পুলক, কম্প, অশ্রু বহে ধার॥
মুক্তাহার বকপাতি, ইন্দ্রধনু-পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর বিজলি-সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব-জলধর, জগৎ-শস্য-উপর
বরিষয়ে লীলামৃত-ধার॥
মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক—ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে জানাইতে,
তাহা শুনি' নাচে ভক্তগণ॥ চৈঃ চঃ ম ২১ পঃ

"পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন"—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥
ভাঃ ১।২।১৭।

কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে চিত্ত পবিত্র হয়। কৃষ্ণ সাধুগণের পরম বন্ধু। যে মানব তাঁহার কথা শ্রবণ করে, তিনি তাঁহার হৃদয়ে থাকিয়া কামাদি মনের দোষ-সমূহ দূর করেন।

অতএব — ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কেচন॥
ভাঃ ১।৮।৩৫

শ্রীকুন্তীদেবী কহিলেন—আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এই সংসারে যে সকল জীব অবিদ্যাবশে কামজালে জড়ীভূত হয় এবং কামবশে বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানজন্য বিবিধভোগে জর্জ্জরিত হয়, সেই জীবগণের

দুঃখনিবৃত্তির জন্য নিত্য শ্রবণ ও স্মরণের উপযোগী লীলা-সমূহের বিস্তারার্থই আপনি জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন।

কলৌ জনিষ্যমানানাং দুঃখশোকতমোনুদম্।
অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্ যশঃ॥

ভাঃ ৯।২৪।৬১

শ্রীশুকদেব বলিলেন—কলিযুগে যে সকল ভক্ত জন্ম-গ্রহণ করিবেন, সেই সকল ভক্তদিগকে কৃপা করিবার জন্য ভগবান্ পবিত্রকারিণী শোকমোহাদি-তমোবিনাশিনী নিজ কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছেন।

শ্রীভগবদ্দর্শনেই ব্রহ্মশাপমুক্তি—

ব্রহ্মদণ্ডাদ্বিমুক্তোঽহং সদ্যস্তেঽচ্যুতদর্শনাৎ।
যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে॥

ভাঃ ১০।৩৪।১৭

সুদর্শন নামক বিদ্যাধর অঙ্গিরা ঋষির অভিশাপে সর্প-যোনি লাভ করেন। শ্রীভগবানের পাদস্পর্শে সর্পদেহ ত্যাগ করিয়া নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—হে অচ্যুত, আমি আপনাকে দর্শন করিয়াই সদ্য ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি। লোকে যাঁহার নামমাত্র উচ্চারণ করিয়াই নিখিল শ্রোতৃজনকে এবং নিজেকে পবিত্র করে সেই আপনার পাদস্পর্শে আমি যে পবিত্র হইয়াছি, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি?

অতএব প্রভো সাক্ষাৎ আপনি যেখানে বিরাজিত, সেখানে ব্রহ্মশাপের কোন প্রভাবই থাকিতে পারে না। সুতরাং আপনার অবতারের সকল উদ্দেশ্যই যখন সিদ্ধ হইয়াছে তখন আপনি যাইবার জন্যই এই অভিনয় করিতেছেন।

নিত্যলীলা-পরিকর উদ্ধব বলিলেন—হে ভগবন্, আপনি স্বয়ং যেখানে বিরাজিত, সেখানে ব্রহ্মশাপের প্রভাব থাকিতে পারে না। আপনার ইচ্ছায় ঐ শাপ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং আপনি শাপ-নিবারণে সমর্থ হইয়াও উহা নিবারণ ত করিলেন না অধিকন্তু সকলকে দ্বারকা হইতে প্রভাস তীর্থে যাইবার আদেশ করিলেন।

এ বিষয়ে ভক্তপ্রবর শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—

ভগবান্ জ্ঞাতসর্ব্বার্থ ঈশ্বরোঽপি তদন্যথা।
কর্ত্তুং নৈচ্ছদ্বিপ্রশাপং কালরূপ্যন্বমোদত॥

ভাঃ ১১।১।২৪

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ব্রহ্ম-শাপ অন্যথা করিতে ইচ্ছা করিলেন না; বরং কালরূপী তিনি তাহা অনুমোদনই করিলেন।

ভক্ত উদ্ধব আরও বলিলেন—হে প্রভো, আপনার দর্শন হইতেও কি প্রভাসস্নানের মহিমা অধিক? না, তাহা কখনই নহে। অতএব ব্রহ্মশাপ নিবারণ না করায় এবং যাদবগণকে প্রভাসে লইবার অভিপ্রায়ে আমার মনে হইতেছে যে, আপনি এই ছলেই অন্তর্হিত হইবেন॥ ৪২॥

নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি॥৪৩॥

অন্বয়। (হে) কেশব! তব অঙ্ঘ্রিকমলং (পদ-কমলম্) অহং ক্ষণার্দ্ধম্ অপি ত্যক্তুং ন সমুৎসহে (নেচ্ছামি) (অতঃ হে) নাথ! মাম্ অপি স্বধাম (বৈকুণ্ঠং) নয়॥৪৩॥

অনুবাদ। হে কেশব! আপনার পদকমল আমি ক্ষণার্দ্ধকালও ত্যাগ করিতে অভিলাষী নহি। অতএব হে নাথ! আমাকে আপনার নিজধাম বৈকুণ্ঠে লইয়া চলুন॥৪৩॥

বিশ্বনাথ। নন্বীশ্বরোঽহং যথেচ্ছামি তথা করোমি তেন তব কিমিতি চেত্তত্রাহ,—নাহমিতি॥ ৪৩॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, আমি ত' ঈশ্বর, যেমন ইচ্ছা তেমনই করি, তাহাতে তোমার কি?—এই প্রশ্নের উত্তর॥৪৩॥

অনুদর্শিনী। ঐকান্তিক ভক্ত শ্রীভগবানের শ্রীচরণ পরিত্যাগে অসমর্থ—

"অথহ বাব তব মহিমামৃতরসসমুদ্রবিপ্রুষা সকৃল্লীঢ়য়া স্বমনসি নিষ্যন্দমানানবরতসুখেন বিস্মারিতদৃষ্টি-শ্রুতি-বিষয়সুখলেশাভাসাঃ পরমভাগবতা একান্তিনো ভগবতি

সর্ব্বভূতপ্রিয়সুহৃদি সর্ব্বাত্মনি নিরতনির্বৃতমনসঃ কথমূহ বা এতে মধুমথন পুনঃ স্বার্থকুশলা হ্যাত্মপ্রিয়সুহৃদঃ সাধবস্ত্বচ্চরণাম্বুজানুসেবাং বিসৃজন্তি ন যত্র পুনরয়ং সংসার-পর্য্যাবর্ত্তঃ ॥" ভাঃ ৬।৯।৩৮

দেবগণ বলিলেন—"অতএব হে মধুসূদন, তোমার মহিমামৃতসমুদ্রের বিন্দুমাত্রও যাঁহারা একবার পান করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে এক অজস্র আনন্দ-প্রসবণ উথিত হইয়া মায়িক-দৃষ্টি-শ্রুতিজাত বিষয়সুখাভাসকে বিস্মৃত করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা ভোগাকাঙ্ক্ষা রহিত পরমভাগবত। তাঁহারা সর্ব্বভূতের প্রিয়, সুহৃদ, সর্ব্বাত্মা ভগবান্ আপনাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া পরমসুখ লাভ করেন। যাঁহারা পুরুষার্থে নিপুণ এবং আপনিই যাঁহাদের আত্মা ও প্রিয়-সুহৃদ, সেই ভক্তগণ, যাহাতে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না—আপনার সেই চরণাম্বুজসেবা কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে ?"

তাই, ভক্ত উদ্ধব বলিলেন—হে কেশব, আপনি যেমন যাদবগণকে লইতেছেন, আমাকেও তদ্রূপ সঙ্গে লউন ॥ ৪৩ ॥

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্ ।
কর্ণপীযূষমাসাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ ॥৪৪॥

অন্বয়। (হে) কৃষ্ণ! নৃণাং কর্ণপীযূষং (কর্ণামৃতং) পরমমঙ্গলং তব বিক্রীড়িতম্ (লীলামৃতম্) আসাদ্য (শ্রুত্বা) জানাঃ অন্য স্পৃহাং (পুত্র কলত্রাদিমোক্ষান্ত-স্পৃহাং) ত্যজন্তি (পরিহরন্তি) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ। হে কৃষ্ণ! মানবগণের কর্ণরসায়ন পরমমঙ্গলকর আপনার লীলামৃত শ্রবণ করিয়া জীবগণ স্ত্রীপুত্রাদি বিষয় বাসনাসমূহ এবং এমন কি মোক্ষ বাসনা পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ। অন্যস্পৃহাং পুত্রকলত্রাদিমোক্ষান্তস্পৃহাং ত্যজন্তি ন তু বিক্রীড়িতং ত্যক্তুং শক্নুবন্তি। অহন্তু ত্বামপি ত্যক্তুং কথং শক্নুয়ামিতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অন্য স্পৃহা অর্থাৎ পুত্রকলত্রাদি মোক্ষ পর্য্যন্ত স্পৃহা ত্যাগ করে, কিন্তু তোমার বিক্রীড়িত (লীলাচরিতামৃত) ত্যাগ করিতে পারে না। আমি তবে আপনাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে কিরূপে সমর্থ হইব ? ॥ ৪৪ ॥

অনুদর্শিনী।

কৃষ্ণলীলা শ্রবণের ফল—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

ভাঃ ১০।৩৩।৩৯

শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত অনুবাদ—

ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ-ক্ষোভ নহে, 'মহাধীর' হয়॥
উজ্জ্বল মধুর রস প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ মাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥

চরিতামৃত অ ৫ পঃ

সাধুই কৃষ্ণকথামৃতাগার—

যস্মিন্ সৎকর্ণপীযুষে যশস্তীর্থবরে সকৃৎ।
শ্রোত্রাঞ্জলিরুপস্পৃশ্য ধুনুতে কর্ম্মবাসনাম্॥

ভাঃ ৯।২৪।৬২

সাধুদিগের কর্ণামৃত ও শ্রেষ্ঠ তীর্থস্বরূপ শ্রীভগবানের যশ কর্ণপুটে পান বা একবারমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্পর্শ হইলে পুরুষমাত্র কর্ম্মবন্ধন নাশ করিতে সমর্থ হয়।

মোক্ষস্পৃহা ত্যাগ—

ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনং কেচিদ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্॥

ভাবার্থদীপিকা

আপনার কথামৃত সমুদ্রে মহানন্দে বিহারশীল কৃতার্থ জনগণ মোক্ষ বা চতুর্ব্বর্গকে তৃণতুল্য জ্ঞান করেন।

হরিকথা শ্রবণ ত্যাগে অস্পৃহা—

সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্॥

ভাঃ ১।১০।১১

সাধুসঙ্গপ্রভাবে পুত্ত্রাদিবিষয়রূপ দুঃসঙ্গ মুক্ত হইয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহাদের (সাধুদিগের) মুখকীর্ত্তিত হৃৎকর্ণরসায়ন রুচিকর যাঁহার (শ্রীভগবানের) গুণলীলা চেষ্টাদি একবারমাত্র শ্রবণ করিয়া সেই সাধুদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছাবিশিষ্ট হন না।

কৃষ্ণকথামৃত বর্ষণকারী সাধুদিগের সঙ্গই যখন পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় না, তখন কৃষ্ণকথামৃত ত্যাগ করা যায় কি প্রকারে? অর্থাৎ যায় না—

যদনুচরিতলীলা-কর্ণপীযূষ-বিপ্রুট্-
সকৃদদন-বিধুত-দ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি॥

ভাঃ ১০।৪৭।১৮

অর্থ ৬।১১।১৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

আবার যে কৃষ্ণের কথামৃত ত্যাগ করা অসম্ভব, সেই স্বয়ং কৃষ্ণকে ত্যাগ করা যায় কি? না, কখনই ত্যাগ করা যায় না—'প্রাণ ছাড়া যায় তোমা ছাড়া নাহি যায়।'

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥ ভাঃ ২।৮।৬

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেবকে কহিলেন—(কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণকথা সংস্পর্শে) যাঁহার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি আর কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করেন না। যেমন, যদি কোনও পথিক ধনাদি উপার্জ্জনের ক্লেশ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রবাস হইতে নিজগৃহে আগমন করেন, তখন তাহার সর্ব্ব আশা নিবৃত্তি হওয়ায় তিনি আর নিজ গৃহশান্তি ছাড়িয়া অন্যত্র যান না।

শয্যাসনাটনস্থান স্নানক্রীড়াশনাদিষু।
কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেম হি ॥৪৫॥

অন্বয়। (হে দেব!) শয্যাসনাটনস্থানস্নানক্রীড়াশনাদিষু (একত্র শয়নাসনগমনাদিষু ক্রিয়াসু) প্রিয়ম্ আত্মানং ত্বাং ভক্তাঃ (নিত্যং সেবিতবন্তঃ) বয়ং হি কথং ত্যজেম ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। হে দেব! শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, অবস্থান, স্নান, ক্রীড়া ভোজনাদি কার্য্যে প্রিয় আত্মস্বরূপ আপনার সেবা আমরা চিরকাল করিয়াছি। অতএব আপনাকে আমরা কিরূপে পরিত্যাগ করিব? ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ শয্যাদিষু ত্বাং ভক্তাঃ পাদসম্বাহনাদৈর্নিত্যং সেবিতবন্তো বয়ং কথং ত্যজেম ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। আরও ভক্তগণ আমরা শয্যাদিতে পাদসম্বাহন প্রভৃতিযোগে নিত্য আপনাকে সেবা করিয়াছি, এখন কিরূপে আপনাকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইব? ৪৫ ॥

অনুদর্শিনী।

ভক্তগণের কৃষ্ণবিরহ অসহ্য—

তস্মিন্ন্যস্তধিয়ঃ পার্থাঃ সহেরন্ বিরহং কথম্।
দর্শনস্পর্শনালাপশয়নাসনভোজনৈঃ॥ ভাঃ ১।১০।১২

একসঙ্গে সর্ব্বদা দর্শন, স্পর্শ, আলাপ, শয়ন, অবস্থান ও ভোজনাদিক্রিয়া করায় সেই শ্রীকৃষ্ণে যাঁহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হইয়াছে সেই পাণ্ডবগণ কি প্রকারে তাঁহার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন? ৪৫ ॥

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্ গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥৪৬॥

অন্বয়। (ত্যক্তুমশক্নুবন্ প্রার্থয়ে, ন মায়াভয়াদিত্যাহ) ত্বয়া উপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ (ত্বয়োপভুক্তৈঃ স্রগাদিভিশ্চর্চ্চিতা অলঙ্কৃতাঃ) উচ্ছিষ্টভোজিনঃ (তব প্রসাদ সেবিনঃ) দাসাঃ (বয়ং) হি (নিশ্চিতং) তব মায়াং জয়েম ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। হে নাথ! আমি আপনাকে ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়াই আপনার সঙ্গে গমন প্রার্থনা করিতেছি, পরন্তু মায়াভয়ে নহে। আপনার উপভুক্ত মাল্য,গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া আপনার উচ্ছিষ্ট-

ভোজী সেবক আমরা আপনার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ। ত্যক্তুমশক্নুবন্নেব প্রার্থয়ে নতু মায়াভয়াদিত্যাহ,—ত্বয়েতি। মায়াং জয়েমেতি সা যদ্যস্মান্ প্রতি বিক্রাময়ন্তী আয়াতি তর্হ্যেতৈরেবাস্ত্রৈঃ প্রবলীভূয় তাং জয়েম ন তু জ্ঞানাদিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়াই প্রার্থনা করিতেছি, মায়ার ভয়ে নয়। আমরা মায়া জয় করিতে সমর্থ। সে যদি আমাদিগের প্রতি বিক্রম প্রদর্শন করিতে আসে, তাহা হইলে এই সকল অস্ত্র দ্বারাই প্রবলীভূত হইয়া তাহাকে জয় করিতে পারিব, জ্ঞানাদি যোগে নয় ॥ ৪৬ ॥

অনুদর্শিনী। "নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনঃ" (ভাঃ ৩।৪ ৩১)। আমা হইতে উদ্ধব অনুমাত্রও ন্যূন নহেন—শ্রীভগবানের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রীউদ্ধব নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। সুতরাং তিনি স্বয়ংই মায়াজয়ী। তবে সাধক-ভক্তগণের পক্ষে পরোক্ষ-পূজাদি অপেক্ষা ভগবানের উপভুক্ত মাল্য-প্রসাদাদি সেবাদ্বারাই মায়াজয় সুকর জানাইবার জন্য আপনাকে সাধক-ভক্তগণের অন্যতম দেখাইতেছেন। উদ্ধব কিন্তু মায়ার ভয়ে শ্রীভগবানের সঙ্গী হইতে প্রার্থনা করেন নাই, বিরহ-বেদনার আশঙ্কাই এই প্রার্থনার কারণ। কেন না, তিনি স্বয়ংই এই বিরহব্যাধির বিক্রম অবগত ছিলেন—

চিরয়তি মণিমন্বেষ্টুং চলিতে
মুরভিদি কুশস্থলীপুরতঃ
সমজনি ধৃতনবব্যাধিঃ
পবনব্যাধির্যথার্থাখ্যঃ ॥ ভঃ রঃ সিঃ ৩।২।৬৪

অর্থাৎ দ্বারকানগরী হইতে শ্রীকৃষ্ণ স্যামন্তকমণি অন্বেষণ করিতে গমন করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার অধিককাল বিলম্ব হওয়ায় উদ্ধব কৃষ্ণবিরহে নূতন আর একটী ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন। তিনি যে বাল্যাবধি কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ত থাকায় লোকসমাজে বায়ুরোগগ্রস্ত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন কিন্তু সেই দিন ঐ নামটী সার্থক হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে প্রহ্লাদ ধ্রুবাদি ভক্তগণ ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও তাঁহারই সম্মুখে তদীয় ভক্ত-সঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধিক কি, স্বয়ং ভগবানই দুর্ব্বাসার নিকট স্বভক্তের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া ভক্তবৎসলতা ও ভক্তপ্রাণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই শ্লোকে ভক্ত উদ্ধব প্রভুরই নিকটে তদীয় উচ্ছিষ্টের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সাধন-জগতে অতুল্য কৃপার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার এই সুগুপ্ত কৃপার কথা দেবর্ষি নারদ মহেশ ও পার্ব্বতীর নিকট প্রচার করিয়াছেন—

মোর বল—উচ্ছিষ্টভুঞ্জিয়া হরিদাস।
তোর মায়া জিনি—তোর উচ্ছিষ্টের আশ ॥
ঐছন ঠাকুর আর উদ্ধবের কথা।
শুনিয়া হৃদয়ে মোর লাগি গেল ব্যথা ॥
এতদিন ধরি মোর পথ-পরিচয়।
আজিও না জানি হেন উচ্ছিষ্ট নিশ্চয় ॥
উচ্ছিষ্টের বলে হরিদাস বল ধরে।
প্রভু বিদ্যমানে উচ্ছিষ্টের পুরস্কারে ॥
হেন মহাপ্রসাদ মুঞি না ভুঞ্জিলুঁ কভু।
অন্তরে জানিলু মোরে বঞ্চিয়াছে প্রভু ॥

দেবর্ষি নারদ এই মহাপ্রসাদ সেবায় লুব্ধ হইয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সেবা করেন। ফলে মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হন। পরে মহেশের নিকট আসিয়া প্রসাদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তাঁহার নখকোণে আবদ্ধ-প্রসাদসেবনে মহেশের প্রেমোদয় হয়। দেবী পার্ব্বতী ঐ প্রসাদ না পাইয়া দুঃখিত হন পরে দেবদুর্ল্লভ মহাপ্রসাদ জগতে আপামর সাধারণের নিকট বিতরণের জন্য প্রতিজ্ঞা করেন এবং তজ্জন্য শ্রীনারায়ণের তপস্যা করেন। বৈকুণ্ঠনাথ দেবীর প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথরূপে স্বয়ং ভোজন করিয়া নিজ প্রসাদ নিত্যকাল বিতরণ করিতেছেন।

(—চৈতন্য মঙ্গল সূত্র খণ্ড ও ব্রহ্মপুরাণ উৎকল খণ্ড দ্রষ্টব্য।)

মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভুও দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন—

"মোর নাম অদ্বৈত তোমার শুদ্ধদাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ॥
উচ্ছিষ্ট-প্রভাবে নাহি গণোঁ তোর মায়া।"

চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯ অঃ।

নিজ ভক্তি প্রচারক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও তদানীন্তন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমকে প্রত্যূষে শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সেবন করাইয়া সাধন-ভক্তির অঙ্গ—প্রসাদ-সম্মান-মহিমা জানাইয়াছেন—

আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥
আজি তুমি নিষ্কপটে কৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈল সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥

চৈঃ চঃ ম ৬ অঃ।

মহাপ্রসাদ সেবন সাধন-ভক্তির চতুঃষষ্ঠি অঙ্গসমূহের অন্যতম—

"ধূপ-মাল্য-গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন।"

চৈঃ চঃ ম ২৫।১২০

ভক্তি দ্বারাই মায়া জয় করা যায়, জ্ঞানাদি দ্বারা যায় না—

ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষান্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্॥

ভাঃ ১১।৩।৩৩

অর্থাৎ এতাদৃশ ভাগবতধর্ম্মসমূহের শিক্ষাসহকারে নারায়ণপর পুরুষ উক্ত ধর্ম্মসঞ্জাত ভক্তিবলে দুস্তরা মায়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন॥৪৬॥

**বাতবসনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥৪৭॥**

অন্বয়। (সন্ন্যাসিনো হি ব্রহ্মচর্য্যাদিক্লেশৈঃ কথঞ্চিৎ তরন্তি বয়ন্তু অনায়াসেনৈব তরিষ্যাম ইত্যাহ) বাতবসনাঃ (দিগম্বরাঃ) শ্রমণাঃ (আত্মাভ্যাসে কৃতশ্রমাঃ) ঊর্দ্ধমন্থিণঃ (ঊর্দ্ধরেতসঃ) শান্তাঃ (নিষ্কামাঃ) অমলাঃ (নির্দ্ধূতপাপাঃ) যে ঋষয়ঃ (সন্ন্যাসিনঃ) তে ব্রহ্মাখ্যং ধাম (ব্রহ্মলোকং) যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি)॥৪৭॥

অনুবাদ। হে দেব! দিগম্বর,আত্মাভ্যাসে কৃতশ্রম, ঊর্দ্ধরেতা, শান্ত, বিমলচিত্ত ঋষি, সন্ন্যাসিগণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি বহু ক্লেশযুক্ত সাধন দ্বারা ব্রহ্মলোক পাইয়া থাকেন॥৪৭॥

বিশ্বনাথ। বাতবসনাদ্যাস্তৈস্তৈর্জ্ঞানবৈরাগ্যাদিভিঃ সাধনৈর্ব্রহ্মাখ্যং তব ধাম "তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তৎ ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত" ইত্যর্জ্জুনং প্রতি ত্বদুক্তেস্তবৈব তেজোবিশেষং তে যান্তি। সত্যং তে যান্তু, বয়ন্তু ন তৎ যিযাসামঃ কিন্তু ত্বন্মুখচন্দ্রমধুরস্মিতসুধাপানমত্তা এব তিষ্ঠাসাম ইতি ভাবঃ॥ ৪৭॥

বঙ্গানুবাদ। বাতবসন (দিগম্বর) প্রভৃতি সেই সেই জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সাধনদ্বারা ব্রহ্মাখ্য তোমার ধাম অর্থাৎ হে অর্জ্জুন সকল বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ যে পরমব্রহ্ম স্বতঃই মহদাদিরূপে জগৎ বিভক্ত করিতেছে, উহা আমারই ঘন তেজবিশেষ বলিয়া জানিবে (হরিবংশে) অর্জ্জুনের প্রতি আপনার এই উক্তি অনুসারে আপনারই তেজোবিশেষ তাঁহারা প্রাপ্ত হন। সত্যই তাঁহারা প্রাপ্ত হউন, আমরা কিন্তু তাহা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু আপনার মুখচন্দ্রের মধুর হাস্যসুধাপানে মত্ত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি॥ ৪৭॥

অনুদর্শিনী। ব্রহ্ম—ভাগবত তেজো বিশেষ—

দ্বারেণ চক্রানুপথেন তত্তমঃ—
পরং পরং জ্যোতিরনন্তপারম্।

সমন্নুবানং প্রসমীক্ষ্য ফাল্গুনঃ

প্রতাড়িতাক্ষোঽপি দধেঽক্ষিণী উভে ॥ ভাঃ ১০।৮৯।৫১

(ভূমাপুরুষ কর্ত্তৃক হৃত দ্বারকাবাসী বিপ্রবালক আনয়ন প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহগামী সখা) অর্জ্জুন চক্রের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দ্বারপথে উক্ত অন্ধকারের দূরে অবস্থিত সুবিস্তৃত অনন্ত অপার উত্তম ভাগবত জ্যোতিঃ দর্শনপূর্ব্বক প্রতিহত-দৃষ্টি হওয়ায় নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন।

'তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং পারভূতং তৎ বেদান্তাদি প্রসিদ্ধং পরং ব্রহ্মভূতং ভাগবতং জ্যোতিঃ' —শ্রীল সনাতন।

অর্থাৎ তম অর্থাৎ প্রকৃতির পারভূত বেদান্তাদি-প্রসিদ্ধ সেই ব্রহ্মভূত ভাগবত জ্যোতিঃ।

জ্যোতিঃ দর্শনে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলে স্বয়ং ভগবান্ উত্তরে বলেন—'ব্রহ্ম তেজোময়ং দিব্যং মহদ্যদ্দৃষ্টবানসি। অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনম্ ॥

প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী।

তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ ॥

সা সাংখ্যানাং গতিঃ পার্থ যোগিনাঞ্চ তপস্বিনাম্।

তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্‌ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ॥ হরিবংশ।

'অত্র মত্তেজ ইতি তদ্ব্রহ্মমত্তেজোঽপি; অহং স ইতি সোঽহমেব তদ্ব্রহ্ম, তেজস্তেজস্বিনোরভেদাৎ।' শ্রীল বিশ্বনাথ।

অর্থাৎ এই শ্লোকে মত্তেজ অর্থ সেই ব্রহ্ম আমার তেজই। আমি সেই তেজ ও তেজস্বী অভেদ বলিয়া আমি সেই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।

বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।

কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল ॥

'সিদ্ধলোক' নাম তার প্রকৃতির পার।

চিৎস্বরূপ, তাহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার ॥

সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ।

ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।

নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ব্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।

সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥

চৈঃ চঃ আঃ ৫ পঃ

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।

সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

তমঃ অর্থাৎ মায়িক জগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ সিদ্ধলোক। সেখানে ব্রহ্মসুখমগ্ন ও ভগবৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট অসুরগণ বাস করেন।

শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের মহিমা—

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-

ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।

নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো

নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতাঃ নিমেশ্চ ॥

ভাঃ ৯।২৪।৬৫, অর্থ—১১।৬।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

কেননা—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-

র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।

মধুগন্ধিমৃদুস্মিতমেতদহো

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৯২ শ্লোঃ বিল্বমঙ্গলবাক্য।

"কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্য-সিন্ধু, সুমধুর মুখ-ইন্দু,

অতিমধুস্মিত-সুকিরণ।"

কৃষ্ণাঙ্গ-লাবণ্যপুর, মধুর হৈতে সুমধুর,

তাতে সেই মুখ সুধাকর।

মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,

তাঁর যেই স্মিত জ্যোৎস্না-ভর ॥

মধুর হইতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,

তাহা হৈতে অতি সুমধুর।

আপনার এককণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,

দশদিক্ ব্যাপে যার পুর ॥ চরিতামৃত ম ২১ পঃ

শ্রীগোপীগণের উহা দর্শনাকাঙ্ক্ষা—

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয়॥ ভাঃ ১০।৩১।৬

হে বীর, তুমি ব্রজজনের বিরহজনিত আর্ত্তির বিনাশ-কারী। তদীয় নিজজনের সৌভাগ্যোত্থ গর্ব্ব এবং তজ্জন্য বাম্যলক্ষণযুক্তমান তোমার হাস্যমাত্রেই বিনষ্ট হয়, সখে আমরা তোমার কিঙ্করী, তোমার পঙ্কজবদন একবার আমাদিগকে দর্শন করাও।

শ্রীগোপী-আনুগত্যে ভক্তবর উদ্ধবেরও সেই-প্রভু-মুখচন্দ্রের মধুর হাস্য পানে আকাঙ্ক্ষা॥ ৪৭॥

বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু।
ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ॥৪৮॥
স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি চ।
গত্যুৎস্মিতেক্ষণক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বনম্॥৪৯॥

অন্বয়। (হে) মহাযোগিন্! বয়ং তু ইহ কর্ম্ম-বর্ত্মসু (সংসারেষু দেবনরাদিষু) ভ্রমন্তঃ (অপি) তাবকৈঃ (ভক্তৈঃ) ত্বদ্বার্ত্তয়া (ত্বৎ কথাকীর্ত্তনেন) তে (তব) নৃলোকবিড়ম্বনং (মনুষ্যানুকরণং) যৎ গত্যুৎস্মিতেক্ষণ-ক্ষ্বেলি (গতিশ্চ উৎস্মিতঞ্চ ঈক্ষণঞ্চ ক্ষ্বেলীপরিহাসশ্চ তৎ তথা) কৃতানি গদিতানি (উপদিষ্টানি) চ স্মরন্তঃ (তথা) কীর্ত্তয়ন্তঃ (চ) দুস্তরং (দুষ্পারং) তমঃ (সংসারদুঃখং) তরিষ্যামঃ॥ ৪৮-৪৯॥

অনুবাদ। হে মহাযোগিন্। আমরা কিন্তু সংসারে দেবমনুষ্যকুলে পরিভ্রমণ করিয়াও তদীয় ভক্তগণের সহিত আপনার কথা কীর্ত্তনের দ্বারা এবং মানবলীলানুরূপ আপনার গমন, হাস্য দৃষ্টি, পরিহাসাদি ও ভবদীয় উপদেশ-বাণীর স্মরণ এবং কীর্ত্তন করিয়াই দুষ্পার সংসারদুঃখ অতিক্রম করিব সন্দেহ নাই॥ ৪৮-৪৯॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ ত্বদেকান্তিনো মহাভক্তা মায়া-তরণং ভক্তেঃ ফলত্বেন নৈবানুসন্দধতে। বয়ন্তু ন তাদৃশা ইতি তাদৃশীং প্রৌঢ়িং কথং কুর্ম্ম ইতি দৈন্যেনৈবাত্মনি মায়াতিতীর্ষামারোপ্যাহ, বয়ন্ত্বিতি। তুর্ভিন্নোপক্রমে বয়ন্ত দাসা অপি সখ্যরসালম্বিনস্ত্বদাজ্ঞয়াপি জ্ঞানাভ্যাস-মচিকীর্ষব এবেতি ভাবঃ। হে মহাযোগিন্নিতি তব যোগ-মায়াং মায়াঞ্চ নৈব বিবিদিষাম ইতি ভাবঃ। তাবকৈ-স্তদ্ভক্তজনৈঃ সহেতি তে খল্বস্মত্তুল্যস্বভাবা এবেতি তৈরেবাস্মাকং সাহিত্যমুপপদ্যতে ন বাতবসনাদ্যৈরিতি ভাবঃ। তত্তরণে বঃ কঃ প্রকার ইত্যত আহ—স্মরন্ত ইতি। ত্বদীয়চরিত্রস্মরণকীর্ত্তনাদিসুদর্শনাস্ত্রতেজসৈবাস্মাকং তত্তমস্তরণং সুগমমেবেতি ভাবঃ। ক্ষ্বেলিঃ প্রেয়স্যা সহ সৌরত-পরিহাসঃ॥ ৪৮-৪৯॥

বঙ্গানুবাদ। আরও আপনার ঐকান্তিক মহা-ভক্তগণ ভক্তির মায়াতরণরূপ ফল অনুসন্ধান করেন না। আমরা কিন্তু তাঁহাদের মত নই,সেরূপ প্রৌঢ়ি (বা সামর্থ্য) কি প্রকারেই বা করি, এইরূপ দৈন্যবশতঃ আপনাতে মায়া পার হইবার ইচ্ছা আরোপ করিয়া উদ্ধব বলিতেছেন। 'তু' এই অব্যয় ভিন্নোপক্রম বুঝাইতে ব্যবহৃত। আমরা কিন্তু দাস হইয়াও সখ্যরস অবলম্বনপূর্ব্বক আপনার আদেশেও জ্ঞানাভ্যাস করিতে অনিচ্ছু। হে মহাযোগিন্ অর্থাৎ আপনার যোগমায়া ও মায়া আমরা জানিতে ইচ্ছা করি নাই। তাবক অর্থাৎ আপনার ভক্তজনের সহিত। তাঁহাদের আমাদেরই ন্যায় স্বভাব, তাঁহাদের সহিত আমাদের মিলন উপযুক্ত; বাতবসনাদির সহিত নহে। (সেই মায়াতরণে তোমাদের কি প্রকার?)— এই প্রশ্নের উত্তর। আপনার চরিত্র স্মরণ-কীর্ত্তনাদি সুদর্শনাস্ত্র তেজ দ্বারাই আমাদের সেই তম হইতে নিস্তার সুগম। ক্ষ্বেলি অর্থাৎ প্রেয়সীর সহিত সুরত-সম্বন্ধীয় পরিহাস॥৪৮-৪৯॥

অনুদর্শিনী। নিত্যসিদ্ধ ভক্তপ্রবর উদ্ধব এবারও আপনাকে সাধক-ভক্তগণের মধ্যে অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছেন যে, পূর্ব্বশ্লোকস্থ সন্ন্যাসী প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্যাদি বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া কথঞ্চিৎ মায়া উত্তীর্ণ হইলেও তাঁহারা তোমার জ্যোতিরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, কিন্তু তোমার স্বরূপের সন্ধানও পান না। আর সাধকভক্তগণ ভক্তসঙ্গে

তোমার নামগুণচরিতাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনস্মরণাদিদ্বারাই অনায়াসে মায়া উত্তীর্ণ হন।

ঐকান্তিক ভক্তগণের কথা আর কি বলিব। অপরের পক্ষে সুদুষ্পারা মায়া উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করাত' দূরের কথা, তাঁহারা মায়াকে ভয়ই করেন না—

"নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যা

ত্বদ্বীর্য্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ। ভাঃ ৭।৯।৪৩

প্রহ্লাদ বলিলেন—(হে সর্ব্বোত্তম,) আপনার গুণগানরূপ বিশাল অমৃতহ্রদে মগ্নচিত্ত আমি দুস্তর ভব-বৈতরণী নদী হইতে ভয় করি না।

তাবক অর্থাৎ ভক্তের পরিচয়—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্-

ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।

ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া

বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো। ভাঃ ১০।২।৩৩

শ্রীব্রহ্মাদি দেবগণ বলিলেন—হে মাধব, হে প্রভো, আপনাতে প্রীতি-সম্বন্ধযুক্ত পরম ভাগবতগণ কখনও সুপথ-ভ্রষ্ট হন না, বরং তাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বিঘ্নোৎপাদনকারিগণের পালক-সমূহের মস্তকের উপর পদপ্রদানপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন।

ভক্তসঙ্গে যখন সাধকভক্তের সাধনে প্রবৃত্তি, তখন তিনি স্বভাবতঃই ভক্তসঙ্গই কামনা করিবেন। কেননা, ভক্তসঙ্গে শুধু ভজনে প্রবৃত্তি ও আনুষঙ্গে সংসারক্ষয় নয়—প্রেমভক্তি-লাভ হয়। ভক্তসঙ্গই ভগবানের সঙ্গ। তাই কেবল সাধক-ভক্ত নহে, সাধনসিদ্ধ এবং নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণও ভক্তসঙ্গ কামনা করেন—

সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া

লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ।

অঞ্জস্তিতর্ম্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো

দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ॥ ভাঃ ৭।৯।১৮

শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন—হে নৃসিংহ, দাস আমি আপনার পাদনিলয়স্থ ব্যক্তির সঙ্গক্রমে রাগাদিমুক্ত হইয়া প্রিয়সুহৃৎ ও পরদেবতা ব্রহ্মসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত আপনার লীলাকথা বর্ণনাপূর্ব্বক সুমহৎ দুঃখসকল অনায়াসে উত্তীর্ণ হইব। এমন কি, ভগবানের সঙ্গপ্রাপ্তির পর ভক্তের ভক্তসঙ্গে কামনা—

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো

ভূয়াদনন্তমহতামমলাশয়ানাম্।

যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং

নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ॥ ভাঃ ৪।৯।১১

শ্রীধ্রুব বলিলেন—হে অনন্ত, যে সকল শুদ্ধাত্ম-পুরুষ নিরন্তর আপনাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই সকল সাধু মহাত্মার সহিত আমার প্রকৃষ্টসঙ্গ লাভ হউক। এবম্ভূত মহৎসঙ্গবলে আমি ভবদীয় গুণকথামৃতপানোন্মত্ত হইয়া অতিশয় দুঃখপরিপূর্ণ এই ভীষণ ভবসাগর অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

ভক্তের অন্যসঙ্গ কাম্য নহে, কেননা, তাহাতে ইতর স্মৃতি হয়। "মা দ্রাক্ষং ক্ষীণপুণ্যান্ ক্ষণমপি ভবতো ভক্তি-হীনান্ পদাব্জে।" মুকুন্দমালা-স্তোত্র।

ভক্তি-অনাদরকারী মুমুক্ষুর সঙ্গ ভক্তগণের অবাঞ্ছনীয়—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।

ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥ হনুমদ্বাক্যম্॥

(হে প্রভো), ভববন্ধনছেদনকারী তোমার নিকট আমি মুক্তি প্রার্থনা করি না। তাহাতে তুমি প্রভু আর আমি দাস এই সম্বন্ধ লোপ পায়।

জন্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু-দাস।

তা সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস॥

তুমি প্রভু, মুঞি দাস—ইহা নাহি যথা।

হেন সত্য কর প্রভু, না ফেলিহ তথা॥

চৈতন্যভাগবতম্ ১০ অঃ

ক্ষেলি—

প্রহসিতং প্রিয়প্রেমবীক্ষণং

বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।

রহসি সংবিদো যাহৃদিস্পৃশঃ

কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥

ভাঃ ১০।৩১।১০

শ্রীগোপীগণ বলিলেন—হে কপট, তোমার হাস্য, প্রীতির সহিত দৃষ্টি, সখীগণ সহ ক্রীড়া এবং যে সকল হৃদয়স্পর্শী নির্জ্জন আলাপ তাহা পরম সুখপ্রদ। হে প্রিয়, ঐ সকল আমাদের চিত্তকে ক্ষুব্ধ করিতেছে।

শ্রীউদ্ধব সখ্যরসের আশ্রয় বা ভক্ত হইলেও তাঁহাতে উজ্জ্বল রসের সমাবেশ, তাই শ্রীগোপী-আনুগত্যই তাঁহার ভজন। ৪৮-৪৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ,—

এবং বিজ্ঞাপিতো রাজন্ ভগবান্ দেবকীসুত।
একান্তিনং প্রিয়ং ভৃত্যমুদ্ধবং সমভাষত ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধবসংবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্! ভগবান্ দেবকীসুত (শ্রীকৃষ্ণঃ) এবং বিজ্ঞাপিতঃ (উদ্ধবেন উক্তঃ সন্) একান্তিনম্ (অনন্যদৈবতং) প্রিয়ং ভৃত্যং উদ্ধবং সমভাষত (বক্তুমারেভে) ॥ ৫০ ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে মহারাজ পরীক্ষিত! ভগবান দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকর্ত্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইলে ঐকান্তিক প্রিয় ভৃত্য উদ্ধবকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥৫০॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। একান্তিনমিত্যাদিকং স্বাভিপ্রায়াবঞ্চনে হেতুঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে ষষ্ঠোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠাঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। "একান্তী ইত্যাদি নিজ অভিপ্রায়-বিষয়ে অবঞ্চনের হেতু" ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে সাধুগণ-সম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। উদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্যচিত্ত প্রিয়ভৃত্য। সুতরাং ভগবান্ যেরূপ উদ্ধবের প্রিয়, উদ্ধবও তদ্রূপ ভগবানের প্রিয়। প্রিয় ব্যক্তি প্রিয়ের চিত্ত জানেন এবং নিজের চিত্তকথা প্রিয়কে জানান। তাহাতে আবার প্রিয় যদি পূর্ব্ব হইতেই প্রিয়ের ভাব জানিতে পারেন তবে প্রিয় নিজের চিত্ত গোপান রাখিতে পারেন কি? তাই শ্রীভগবান্ যখন বুঝিলেন যে, উদ্ধব তাঁহার মনোভাব জানিয়াছেন, তখন তিনি উদ্ধবকে আর বঞ্চনা না করিয়া নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

একান্তী—"বিহায় পিতৃদেবাদীন্ পরিনিষ্ঠাঙ্গর্তো হরৌ।
তদ্‌গাঢ়প্রেমভিঃ পূর্ণ একান্তীতি নিগদ্যতে॥"

হরিতে সম্যক্ নিষ্ঠাপ্রাপ্তিহেতু পিতৃদেবাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যিনি তাঁহাতে গাঢ় প্রেমপূর্ণ, তাঁহাকে একান্তী বলা হয়।

তাঁহার লক্ষণ— একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥ ভাঃ ৮।৩।২০

গজরাজ ভগবান্‌কে বলিলেন—ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ অত্যদ্ভুত মঙ্গলপ্রদ তল্লীলাদি কীর্ত্তনপূর্ব্বক আনন্দ-সাগরে মগ্ন, তাঁহারা ভগবানের নিকট কোন বিষয় বাঞ্ছা করেন না॥ ৫০ ॥

আমরা ভক্ত-ভগবানের পরস্পর ব্যবহারলীলা কীর্ত্তন-মুখে শ্রীউদ্ধব-গীতার প্রথম অধ্যায় শেষ করিতেছি –

আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥
'লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে।'
চরিতামৃত আ ৩ পঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

যদাত্থ মাং মহাভাগ তচ্চিকীর্ষিতমেব মে।
ব্রহ্মা ভবো লোকপালাঃ স্বর্ব্বাসং মেঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥১॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ (হে) মহাভাগ! মাং যৎ (সংহৃত্যৈতৎকুলমিত্যাদি ত্বম্) আত্থ (কথিতবান্), তৎ মে (মম) চিকীর্ষিতং (কর্ত্তুমিষ্টম্) এব (ভবতি)। (যতঃ) ব্রহ্মা ভবঃ (শিবঃ) লোকপালাঃ (চ সর্ব্বে) মে (মম) স্বর্ব্বাসং (বৈকুণ্ঠবাসম্) অভিকাঙ্ক্ষিণঃ (অভিলাষিণঃ বর্ত্তন্তে) ॥ ১ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মহাভাগ! যদুকুলসংহার ও আমার বৈকুণ্ঠগমন বিষয়ে যাহা তুমি বলিয়াছ তাহা যথার্থই আমার অভিপ্রেত; যেহেতু ব্রহ্মা শিব ও অন্যান্য লোকপালসমূহ আমার বৈকুণ্ঠবাস কামনা করিতেছেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ। সপ্তমে জ্ঞানবৈরাগ্যে নির্দিৎসু কৃষ্ণ উদ্ধবে। অবধূতোক্তগুরুষু প্রোবোচাষ্টৌ ধরাদিকান্ ॥
সর্ব্বাসং বৈকুণ্ঠবাসং প্রতি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের জ্ঞান-বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য অবধূত-কথিত গুরুগণের মধ্যে ধরাদি আট জন গুরুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।
স্বর্ব্বাস অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাস প্রতি ॥ ১ ॥

অনুদর্শিনী। স্বরং—স্বর্গং—'যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিম্'— ভাঃ ১০।৬।৩৮

অর্থাৎ সেই পূতনা রাক্ষসী হইলেও জননীগণের প্রাপ্য-স্থানের তুল্য স্বর্গ লাভ করিয়াছিল।

'স্বর্গং বৈকুণ্ঠমেব নতু নশ্বরং স্বর্গম্'—শ্রীলবিশ্বনাথ।

আধিকারিক দেবগণের বসতি স্বর্গলোক। উহা অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল। দেবদেবেশ শ্রীকৃষ্ণের বাস নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ। উহা সর্ব্বোর্দ্ধ সত্যলোক বা ব্রহ্মলোকেরও উপর। পূর্ব্বে-ভাঃ ১১।৬।৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতির পার 'পরব্যোম'-নামে ধাম।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি-গুণবান্ ॥
সর্ব্বগ, অনন্ত ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥
চরিতামৃত আ ৫ পঃ ॥ ১ ॥

ময়া নিষ্পাদিতং হ্যত্র দেবকার্য্যমশেষতঃ।
যদর্থমবতীর্ণোঽহমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥২॥

অন্বয়। অহং ব্রহ্মণা অর্থিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্) যদর্থম্ (যন্নিমিত্তং) অংশেন (বলরামেণ সহ) অবতীর্ণঃ (ভূভারহরণরূপং) দেবকার্য্যম্ অত্র ময়া অশেষতঃ (সর্ব্বথা) নিষ্পাদিতং হি (সম্পাদিতম্) ॥২॥

অনুবাদ। আমি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভূভার-হরণ-রূপ কার্য্যের জন্য অংশরূপী বলরামের সহিত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। সম্প্রতি সেই দেবকার্য্য সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন হইয়াছে ॥২॥

বিশ্বনাথ। অংশেন বলদেবেন সহ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। অংশ অর্থাৎ বলদেবের সহিত ॥ ২ ॥

কুলং বৈ শাপনির্দ্দগ্ধং নঙ্ক্ষ্যত্যন্যোন্যবিগ্রহাৎ।
সমুদ্রঃ সপ্তমেহ্যেনাং পুরীঞ্চ প্লাবয়িষ্যতি ॥৩॥

অন্বয়। (যৎ অবশিষ্টং) শাপনির্দ্দগ্ধং (বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়ং) কুলম্ (যদুকুলম্) অন্যোন্যবিগ্রহাৎ (পরস্পর কলহাৎ) নঙ্ক্ষ্যতি বৈ (বিনশ্যত্যেব কিঞ্চ) সমুদ্রঃ সপ্তমে

(দিবসে) এতাং পুরীং (দ্বারাবতীং) চ প্লাবয়িষ্যতি হি ॥৩॥

অনুবাদ। অবশেষে ব্রহ্মশাপদগ্ধ এই যদুকুল পরস্পর কলহ দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে—এবং অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে সমুদ্র এই দ্বারকাপুরীকে প্লাবিত করিবে ॥৩॥

অনুদর্শিনী।

যদুকুল—শ্রীভগবানেরই কুল। যাদবগণ—শ্রীভগবানেরই নিজজন এবং তত্তুল্য—"এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্গুণা এব ভাবিনি। সর্ব্বথা মৎপ্রিয়া দেবি মত্তুল্যগুণশালিনঃ"—ইতি পাদ্মে। সুতরাং তাঁহারা বিপ্রশাপ-অপৃষ্ট এবং অবিনাশী। অতএব শ্লোকস্থ 'নির্দ্দগ্ধ' শব্দে—'নির্গতং দগ্ধং দাহো যস্মাৎ'—সন্দর্ভ। অর্থাৎ যাদবগণ—অনির্দ্দগ্ধ বা বিনাশ রহিত, নিত্য।

শ্রীদ্বারকাপুরী শ্রীভগবানের নিত্য বিহারস্থলী। 'নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি পুরীং দ্বারাবতীং তথা'—ইতি পাদ্মে। সমুদ্র সেই শ্রীভগবদ্ধামকে প্লাবিত করিতে পারে না। অতএব শ্লোকস্থ 'প্লাবয়িষ্যতি'—এই বাক্যে 'চারিদিক আবরণ করিবে'—এই অর্থই সুসঙ্গত। কেননা—

"প্লাবয়ামাস তাং শূন্যাং দ্বারকাঞ্চ মহোদধিঃ।
যদুদেবগৃহন্তেকং নাপ্লাবয়ত সাগরঃ॥
নাত্যক্রামস্ততো ব্রহ্মংস্তদদ্যাপি মহোদধিঃ।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ কেশবো যতঃ॥"
—বিষ্ণুপুরাণ।

"দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্॥
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।"—
ভাঃ ১১।৩১।২৩-২৪

শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে মহারাজ, শ্রীহরি দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ করিলে সমুদ্র তদীয় নিবাসস্থান ব্যতীত সমগ্র পুরীকে ক্ষণকালমধ্যে জলপ্লাবিত করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাস্থিত নিজ মন্দিরে নিত্যকাল বিরাজমান রহিয়াছেন ॥৩॥

**যর্হ্যেবায়ং ময়া ত্যক্তো লোকোঽয়ং নষ্টমঙ্গলঃ।
ভবিষ্যত্যচিরাৎ সাধো কলিনাপি নিরাকৃতঃ ॥৪॥**

অন্বয়। (হে) সাধো! অয়ং লোকঃ যর্হি (যদা) এব ময়া ত্যক্তঃ (পরিত্যক্তঃ) ভবিষ্যতি (তদা এব) কলিনা অপি নিরাকৃতঃ (অভিভূতঃ সন্) অচিরাৎ (তৎক্ষণাৎ) নষ্টমঙ্গলঃ (মঙ্গলশূন্যঃ ভবিষ্যতি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। হে সাধো! যে মুহূর্ত্তে আমি ধরণীতল পরিত্যাগ করিব তৎক্ষণাৎ কলির আক্রমণে অভিভূত হইয়া ইহা মঙ্গলহীন হইবে ॥৪॥

**ন বস্তব্যং ত্বয়ৈবেহ ময়া ত্যক্তে মহীতলে।
জনোঽভদ্ররুচির্ভদ্র ভবিষ্যতি কলৌ যুগে ॥ ৫ ॥**

অন্বয়। (হে) ভদ্র! ময়া ইহ মহীতলে ত্যক্তে (সতি) কলৌ যুগে জনঃ অভদ্ররুচিঃ (অধর্ম্মে রুচির্যস্য তথাভূতঃ) ভবিষ্যতি এব (অতঃ) ত্বয়া (অত্র) ন বস্তব্যং (ন স্থাতব্যং) ॥৫॥

অনুবাদ। হে ভদ্র! আমাকর্ত্তৃক এই মহীতল পরিত্যক্ত হইলে কলিযুগে মানবগণ অধর্ম্মে রুচিপরায়ণ হইবে। অতএব তোমার এস্থানে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে ॥৫॥

**ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্বিচরস্ব গাম্ ॥ ৬ ॥**

অন্বয়। ত্বং তু স্বজনবন্ধুষু (স্বীয়বন্ধুবর্গেষু) সর্ব্বং স্নেহং পরিত্যজ্য (ত্যক্ত্বা) মনঃ (চিত্তং) ময়ি (ভগবতি) সম্যক্ আবেশ্য (নিধায়) সমদৃক্ (সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃ সন্) গাং (ভূতলং) বিচরস্ব (বিচর) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। অনন্তর তুমি স্বীয় আত্মীয়বন্ধুবর্গের প্রতি সমস্ত স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্‌প্রকারে আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া ভূতলে বিচরণ করিও ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ। অত্রান্তরে মনসি ভগবান্ কিঞ্চিৎ পরামমর্শ। রুক্মিণ্যাদিবিবাহবাণাদ্যসুরবধপ্রসঙ্গতস্তত্র তত্র বন্ধুমিলনপ্রসঙ্গতশ্চেন্দ্রপ্রস্থমিথিলাদিষু চ যাতায়াতৈর্মাং দিদৃক্ষূণাং ভূতলস্থভক্তানাং মনোরথো ময়া প্রায়ঃ সম্পাদিত এব। পৃথিব্যা অধঃস্থিতানাং বলি-রবিনন্দনাদীনামপি ষড়্গর্ভানয়নগুরুপুত্রানয়নপ্রসঙ্গেন ঊর্দ্ধস্থানামদিতিকশ্যপাদীনামপি পারিজাতাদ্যাহরণপ্রসঙ্গেন মহাবৈকুণ্ঠস্থানামাদিপুরুষভূমাদীনামপি বিপ্রবালকানয়নপ্রসঙ্গেন বাঞ্ছিতং মদ্দর্শনং নিষ্পাদিতমেব, কিন্তু বদরিকাশ্রমবাসিনাং নরনারায়ণাদিপরহংসমহামুনীন্দ্রাণামেব মদ্দর্শনৌৎসুক্যং ন সফলীভূতং বভূব। সম্প্রতি তু সপাদশতবর্ষপর্য্যন্তমৎ প্রাকট্যমর্য্যাদা চ বৃত্তেত্যতস্তত্র প্রস্থাপয়িতুময়মুদ্ধব এব নিরূপয়িতব্যঃ। অয়ং হি মত্তুল্যত্বান্মৎপ্রতিমূর্ত্তিরেব। তেভ্যো উপায়নত্বেন দেয়ং মদীয়ভগশব্দবাচ্যয়োর্জ্ঞানবৈরাগ্যয়োরেকমেকং কণং মদ্ভক্তিযোগং চ মহানর্ঘ্যং রত্নমিবাদায় যাস্যংস্তেষাং মনোঽভীষ্টং স্পষ্টমেব পূরয়িষ্যতি। যদ্যপ্যস্য মৎপ্রেমপরিপূর্ণস্য স্বতুথে জ্ঞানবৈরাগ্যে বর্ত্তেতে এবং সম্প্রতি ময়োপদেষ্টব্যয়োঃ পৃথক্-জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্নাস্ত্যেবাস্য জিঘৃক্ষা তদপি মদিচ্ছায়াং সত্যাং তত্রাপ্যস্য জিঘৃক্ষা খল্বধুনৈবোৎপৎস্যতে তথৈব যদ্যপ্যস্য মদ্বিচ্যুতৌ সদ্য এব প্রাণহানিস্তদপি মদিচ্ছাশক্তিরেব বলবতী প্রাণানস্য পালয়িত্বা তাবদ্দূরমপ্যেনং যাপিয়ষ্যতি, প্রাপঞ্চিকলোকালক্ষিতং মদন্তিকেঽপি স্থাপয়িষ্যতীতি পরামৃশ্য চ শ্রীমদুদ্ধবচেতসি জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তিযোগস্য চ জিঘৃক্ষাং সঞ্চার্য্যাহ,—ত্বমিতি। স্বজনবন্ধুষু যাদবাদিষু স্নেহং পরিত্যজ্যেতি তেষু তৎস্নেহো দ্বিবিধঃ। মৎপরিচয়াৎ প্রথমত এব স্বদেহসম্বন্ধেনৈকঃ, মৎসম্বন্ধোত্থো দ্বিতীয়ঃ। তত্র পূর্ব্ব এব ত্বয়া ত্যক্তুংশক্যঃ স এব ময়া ত্যাগে বিধীয়তে ন তূত্তরঃ, ত্বদশক্যত্বাদবিগীতত্বাচ্চেতি ভগবদাশয় উদ্ধবেন জ্ঞায়ত এব ॥ ৪-৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইহার পরে মনে ভগবান্ কিছু পরামর্শ করিলেন। রুক্মিণী আদির সহিত বিবাহ, বাণ প্রভৃতি অসুরবধ প্রসঙ্গে ও তৎতৎ স্থানে বন্ধুমিলন প্রসঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থ মিথিলা প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করিয়া আমাকে দর্শনেচ্ছু ভূতলস্থ ভক্তগণের মনোরথ আমি প্রায় সম্পূরণ করিয়াছি, ষড়্গর্ভানয়ন ও গুরুপুত্র-আনয়ন প্রসঙ্গে পৃথিবীর নিম্নেস্থিত বলি যম প্রভৃতিরও, পারিজাতাদি-হরণপ্রসঙ্গে ঊর্দ্ধস্থ কশ্যপ প্রভৃতির এবং বিপ্রবালকানয়ন-প্রসঙ্গে মহাবৈকুণ্ঠস্থ আদি-পুরুষ ভূমা প্রভৃতিরও বাঞ্ছিত আমার দর্শন নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু বদরিকাশ্রম-বাসী নরনারায়ণাদি পরমহংস মহামুনীন্দ্রগণের মদ্দর্শ-নৌৎসুক্য সফল হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি আমার প্রাকট্যকাল পঞ্চবিংশত্যধিক শতবর্ষ প্রায় সীমাপ্রাপ্ত বা সম্পূর্ণ। অতএব সে স্থলে প্রেরণের জন্য উদ্ধবকেই নিরূপণ করা সঙ্গত। ইনি আমারই তুল্য বলিয়া আমারই প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহাদিগকে দেয় উপহারস্বরূপ আমার ভগশব্দ-লক্ষিত জ্ঞান ও বৈরাগ্যের এক একটী কণাও আমাতে ভক্তিযোগরূপ মহামূল্য রত্ন লইয়া গেলে তাঁহাদের মনোভীষ্ট স্পষ্টই পরিপূর্ণ হইবে। যদিও আমার প্রেম পরিপূর্ণ ইহাঁর (উদ্ধবের) প্রেমান্তর্গত জ্ঞান-বৈরাগ্য আছে এবং সম্প্রতি আমার উপদেষ্টব্য পৃথক জ্ঞান-বৈরাগ্য গ্রহণে ইচ্ছা ইহাঁর নাই, তাহা হইলেও আমার ইচ্ছা হইলে সে বিষয়েও ইহাঁর গ্রহণেচ্ছা এক্ষণে উৎপন্ন হইবে, আর যদিও আমার বিচ্যুতিতে ইহাঁর প্রাণহানি হয়, তথাপি আমার বলবতী ইচ্ছাশক্তি ইহাঁর প্রাণরক্ষা করিয়া ইহাঁকে দূরে প্রেরণ করিবে এবং প্রাপঞ্চিক লোকের অলক্ষিতে আমার নিকটেও স্থাপন করিবে—এইরূপ পরামর্শ করিয়া শ্রীমদ্ উদ্ধবের চিত্তে জ্ঞানবৈরাগ্য ও ভক্তিযোগের গ্রহণেচ্ছা সঞ্চার করিয়া বলিতেছেন। স্বজনবন্ধু অর্থাৎ যাদবগণে স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া—এক্ষেত্রে তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার স্নেহ দ্বিবিধ আমার পরিচয়ে প্রথমতঃ স্বদেহ সম্বন্ধে এক প্রকার, আমার সম্বন্ধ-জনিত দ্বিতীয় প্রকার, তন্মধ্যে পূর্ব্বপ্রকারই তুমি ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে, উহাই আমার সহিত ত্যাগ করা বিধি, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারটী তদ্রূপ নহে, যেহেতু উহা তোমার পক্ষে অসম্ভব এবং উহা অবিগীত—ভগবানের এই মনোভীষ্ট উদ্ধব জানেন ॥৪-৬॥

অনুদর্শিনী। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরুক্মিণী বিবাহ—

ভাঃ ১০।৫৩-৫৪ অধ্যায়।

শ্রীজাম্ববতী বিবাহ—ভাঃ ১০।৫৬ অঃ

শ্রীকালিন্দী প্রভৃতি পঞ্চকন্যা বিবাহ—ভাঃ ১০।৫৮ অঃ

নরকাসুর কর্তৃক অপহৃত কান্যাগণ বিবাহ—

ভাঃ ১০।৫৯ অঃ

বণাসুর বধ—ভাঃ ১০।৬৩ অঃ

পৌণ্ড্রকাদি বধ—ভাঃ ১০।৬৬ অঃ

ইন্দ্রপস্থগমন—ভাঃ ১০।৭১ অঃ

মিথিলা গমন—ভাঃ ১০।৮৬ অঃ

যড়্গর্ভানয়ন প্রসঙ্গ—ভাঃ ১০।৮৫ অঃ

গুরুপুত্র আনয়ন প্রসঙ্গ—ভাঃ ১০।৪৫ অঃ

পারিজাতাদি হরণ প্রসঙ্গ—ভাঃ ১০।৫৯ অঃ

বিপ্রবালক আনয়নপ্রসঙ্গ—ভাঃ ১০।৮৯ অঃ

উদ্ধব—শ্রীকৃষ্ণতুল্য প্রতিমূর্ত্তি—

নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ।
অতো মদ্বয়ুনং লোকং গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু॥

ভাঃ ৩।৪।৩১

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—আমা অপেক্ষা উদ্ধব কিঞ্চিমাত্রও ন্যূন নহে। গুণজয়ী এবং অক্ষুব্ধচিত্ত; এই জন্য ইনিই মদ্বিষয়ক্‌-জ্ঞান লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে এই জগতে অবস্থান করুন।

ভগশব্দের সংজ্ঞা—ঐশ্বর্য্যস্যসমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৪৭

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী অচিন্ত্যগুণ ভগ বলিয়া কথিত।

ভক্তি প্রেম মহামূল্য রত্ন—

অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥

চরিতামৃত ম ২০ প

ভক্তিতে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সহজ অবস্থিতি—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥ ভাঃ ১১।২।৪২

ভোজনকারী পুরুষের প্রতিগ্রাসেই যেরূপ তুষ্টি, পুষ্টি বা উদরপূরণ এবং ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ কার্য্যত্রয় এক সঙ্গে ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ শরণাগত পুরুষের ভজনকালে একসঙ্গেই ভক্তি, পরেশানুভব এবং ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য-রূপ ভাবত্রয় অনুভূত হয়।

ভক্তের পৃথক ভাবে জ্ঞান বৈরাগ্যগ্রহণে অনিচ্ছা—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥

ভাঃ ১১।২০।৩১

শ্রীকৃষ্ণে ইচ্ছাশক্তি প্রবল—

"ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ—ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।"

চরিতামৃত ম ২০ পঃ

স্নেহ দ্বিবিধ—দৈহিক অর্থাৎ জড়-দেহসম্বন্ধে এবং পারমার্থিক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে। ভগবৎসম্বন্ধ-বিনা যাহারা অপরকে আদর বা স্নেহ করেন, আর যাহারা সেইরূপ বুদ্ধিতে আদর বা স্নেহের গ্রাহক তাহারা উভয়েই বহির্দ্দর্শী এবং ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিতা বিমুখমোহিনী-মায়াদ্বারা মুগ্ধ জানিতে হইবে।

অতএব কেবল দেহ-সম্বন্ধে স্নেহই পরিত্যাজ্য কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে স্নেহ অবিগীত অর্থাৎ অনিন্দিত বা প্রশংসনীয় সুতরাং অপরিত্যাজ্য।

শ্রীকুন্তীদেবীর প্রার্থনা হইতেও ইহার সুমীমাংসা পাওয়া যায়—

"স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু॥"

ভাঃ ১।৮।৪১

অর্থাৎ হে জগদীশ, পাণ্ডবগণ ও যাদবগণের প্রতি আমার এই গভীর স্নেহবন্ধন ছেদন করিয়া দাও।

ত্বয়ি মেহনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি॥

ভাঃ ১।৮।৪২

অর্থাৎ হে মাধব, গঙ্গা যেমন কোন বিঘ্নকে বিঘ্ন বলিয়া গণনা না করিয়া নিজ স্রোতকে সাগরাভিমুখে প্রেরণ করেন তদ্রূপ আমার অব্যভিচারিণী সাধ্বী মতি ব্যবধান-মুক্ত হইয়া তোমার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষাৎ প্রীতিলাভ করুক।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—'তবে কি ব্রহ্মজ্ঞানে স্পৃহাবতী হইয়াছে? বৃষ্ণিগণে স্নেহচ্ছেদে আমাতেও যে স্নেহচ্ছেদ হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—না, তাহা নহে। তোমাতে মতি, রতি অর্থাৎ প্রীতি অনবচ্ছিন্ন ভাবে হউক। কিন্তু অনন্যবিষয়া তোমার ভক্তগণ তোমা হইতে অভিন্নই; তাঁহাদিগেতে প্রীতি ব্যতীত তোমাতেও প্রীতি সিদ্ধ হয় না। অতএব তুমি প্রসন্ন হও—ইহাতে তোমাতে ও তোমারগণে ব্যতীত অনত্র মমতাশূন্যা কর। এই প্রার্থনায় তোমার ভক্ত পাণ্ডব ও যাদবগণেও স্নেহছেদ প্রার্থনা করিয়াছি। তাহা তোমার অবতারের পূর্ব্ব হইতেই (পাণ্ডব ও যাদবগণে) দেহ-সম্বন্ধে যে ব্যবহারময় স্নেহ প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাই বন্ধকত্বহেতু পাশরূপে প্রযুক্ত; তাহারই ছেদ, কিন্তু তোমার প্রিয়ত্ব-নিবন্ধন স্নেহের ছেদ নহে। অতএব গঙ্গা যেরূপ নিজ-স্রোতকে অখিল নদনদীর আশ্রয় সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত করে তদ্রূপ আমার মতিও সর্ব্বভক্তাশ্রয় তোমাতে রতিলাভ করুক।

পুত্র সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবেন জানিয়া মাতা শচীদেবীকে দুঃখিতা দেখিয়া মহাপ্রভু বলিতেছেন—

"কে তুমি, তোমার পুত্র কেবা কার বাপ।
মিছা 'তোর মোর' করি' কর অনুতাপ।
পুত্রস্নেহে করমোরে যত বড় ভাব।
শ্রীকৃষ্ণচরণে হৈলে কত হয় লাভ॥
আমার নিস্তার হয় তোমার পরিত্রাণ।
শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজ—ছাড় পুত্রজ্ঞান॥"
ইহা শুনি শচীদেবী বিস্মিত হিয়ায়।
বিশ্বম্ভর-মুখপদ্ম একদৃষ্টে চায়॥
চতুর্দ্দশলোকনাথ মায়া কৈল দূর।
সর্ব্বজীবে দেখে শচী এক সমতুল॥
সেইক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণবুদ্ধি হৈল।
'আপন তনয়' বলি' মায়া দূর কৈল॥ চৈতন্যমঙ্গল।

ভাঃ ১১।২৯।৩৯ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

ভক্ত উদ্ধব নিত্যসিদ্ধ সেবক। সুতরাং তাঁহাকে উপদেশ দিবার কিছুই নাই। তবুও ভগবান্ তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া জ্ঞানযোগ্যগণের প্রতি এই উপদেশ দিতেছেন। প্রভুর মনোভাব ভৃত্যের অগোচর নহে এবং প্রভুর প্রীতি সম্পাদন করাই ভৃতের কৃত্য; তাই উদ্ধব শিক্ষার্থী ও জিজ্ঞাসুর অভিনয়ে প্রভুদত্ত উপদেশ গ্রহণ করিলেন॥ ৪-৬॥

যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ।
নশ্বরং গৃহ্যমাণঞ্চ বিদ্ধি মায়ামনোময়ম্॥৭॥

অন্বয়। (নমু গুণদোষাভ্যাং বিষমে লোকে কুতঃ সমদৃষ্টিঃ স্যাদিত্যাহ) মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ গৃহ্যমাণং ইদং যৎ (পৃথিব্যাদিকম্) (ভবতি তৎ সর্ব্বং) মায়ামনোময়ং (জাগরে মায়য়া কল্পিতং স্বপ্নে মনঃ কল্পিতং-চ) নশ্বরম্ (অনিত্যং) চ বিদ্ধি (জানীহি)॥৭॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! তুমি মনঃ, বাক্য, চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত এই বিচিত্র বিশ্বকে মায়া-মন-কল্পিত এবং অনিত্য জানিও॥৭॥

বিশ্বনাথ। নমু কীদৃশং সমৃদকত্বং তত্রাহ, যদিদমিতি। মনআদিভির্গৃহ্যমানং যদিদং পৃথিব্যাদিকং বর্ত্ততে তৎসর্ব্বং জাগরে মায়াময়ং মায়াকল্পিতত্বাংশেন তুল্যমেব। স্বপ্নে মনোময়ং মনঃ কল্পিতত্বাংশেন সর্ব্বং তুল্যমেব॥৭॥

বঙ্গানুবাদ। কিরূপ সমদৃক্ এই প্রশ্নের উত্তর। মন প্রভৃতির দ্বারা গ্রহণীয় যে এই পৃথিবী আদি, সে সবই জাগ্রৎ অবস্থায় মায়াময় অর্থাৎ মায়াকল্পিতত্ব অংশদ্বারা তুল্য, স্বপ্নে মনোময় অর্থাৎ মনঃ কল্পিতত্ব অংশদ্বারাই সমস্তই তুল্য॥৭॥

অনুদর্শিনী। পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানযোগ্য জনগণকে সমদৃষ্টি হইবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। কিরূপে সমদৃক্ হওয়া যায়, তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, মন, চক্ষু, কর্ণাদি দ্বারা জাগ্রদবস্থায় দৃশ্য বিশ্বের ক্ষিতি, অপ্, তেজ, প্রভৃতি গ্রহণীয় দ্রব্যসমূহ পরস্পর ভিন্ন হইলেও সকলই মায়া-রচিত বলিয়া সকলই নশ্বর ও মায়িক অতএব তুল্য বা সম এবং স্বপ্নে মানসদৃষ্ট বিচিত্রতাযুক্ত বিভিন্ন বস্তু-সমূহ মনঃকল্পিত বা সকলই কাল্পনিক বলিয়া তুল্য বা সম ।।৭।।

পুংসোঽযুক্তস্য নানার্থো ভ্রমঃ স গুণদোষভাক্।
কর্ম্মাকর্ম্ম-বিকর্ম্মেতি গুণদোষধিয়ো ভিদা ॥ ৮ ॥

অন্বয়। (মনোময়ত্বে হেতুমাহ—) অযুক্তস্য (বিক্ষিপ্ত মনসঃ) পুংসঃ নানার্থঃ (নানাদেবাদিরূপঃ ঘট-পটাদিরূপশ্চ অর্থঃ বিষয়ো যস্য তথাভূতঃ) ভ্রমঃ (অহংমমা-ত্মকোঽধ্যাসো ভবতি) সঃ (ভ্রম এব) গুণদোষভাক্ (পুণ্যপাপসুখদুঃখাদিমান্ ভবতি)। গুণদোষধিয় (ভ্রমবিজৃম্ভিত-গুণদোষবুদ্ধেঃ পুংসঃ) এব কর্ম্ম (বিহিতম্) অকর্ম্ম (তল্লোপঃ বিহিতাকরণম্) বিকর্ম্ম (নিষিদ্ধম্) ইতি ভিদা (ভেদো, অবিদ্যাবদ্ বিষয় এব ভেদ ইত্যর্থঃ) ॥৮॥

অনুবাদ। বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবের নানা দেবাদিরূপ বস্তুবিষয়ক ভ্রম উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ ভ্রমই বস্তুতঃ-পক্ষে গুণদোষযুক্ত হয়। যাহার চিত্ত ঐ প্রকার গুণদোষে আবদ্ধ তাহার পক্ষেই কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মরূপ ভেদ উদিত হয় ।।৮।।

বিশ্বনাথ। উক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি, পুংস ইতি। নানার্থো নানাবিধোঽর্থো যো গুণদোষভাক্ অয়মর্থো গুণং ভজত ইত্যুৎকৃষ্টঃ অয়মর্থো দোষং ভজত ইতি নিকৃষ্টঃ। পুংসোঽযুক্তস্যাজ্ঞানিন ভ্রমঃ ভ্রমপ্রতীত ইত্যর্থঃ। গুণ-প্রবাহপতিতানাং কো বার্থ উৎকৃষ্টঃ কো বা নিকৃষ্টস্তেষাং বা ক উৎকর্ষ কো নিকর্ষঃ। যদুক্তং চিত্রকেতুনা 'গুণ-প্রবাহ এতস্মিন্ কঃ শাপঃ কোঽষনুগ্রহঃ। কঃ স্বর্গো নরকঃ কো বা কিং সুখং দুঃখমেবেতি।' নন্থ বেদেনৈব বিধিনিষেধাভ্যাং গুণদোষাবুক্তৌ সত্যং বেদোঽপ্যবিদ্যা-বদ্বিষয় এবেত্যাহ, কর্ম্মবিহিতং অকর্ম্ম তল্লোপঃ বিকর্ম্ম নিষিদ্ধমিতি ভিদা ভেদো গুণদোষধিয়ো গুণদোষয়োরেব ধীর্য্যস্য তস্যাজ্ঞানিন এবোক্তেত্যর্থঃ ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ। যাহা বলা হইয়াছে, তাহারই বিস্তার। নানার্থ অর্থাৎ নানাবিধ অর্থ, যে গুণদোষভাক্ অর্থাৎ এই অর্থ গুণভজনা করে অতএব উৎকৃষ্টঃ এই অর্থ দোষ ভজনা করে অতএব নিকৃষ্ট। অযুক্ত অর্থাৎ অজ্ঞানী পুরুষের ভ্রম ভ্রমপ্রতীত। গুণপ্রবাহে পতিতগণের কোন্ অর্থটী উৎকৃষ্ট, কোন্টী বা নিকৃষ্ট, তাহাদের মধ্যে কোন্টী উৎকর্ষ কোন্টী নিকর্ষ (বা নিকৃষ্টভাব)? চিত্রকেতু যেমন বলিয়াছেন 'এই গুণপ্রবাহে কোন্টী শাপ, কোন্টী অনুগ্রহ, স্বর্গ কি, নরকই বা কি, সুখ কি, দুঃখই বা কি।' যদি বলা যায় বেদেই বিধিনিষেধদ্বারা গুণদোষ বলা হইয়াছে,—তাহা সত্য বটে। কিন্তু বেদেও অবিদ্যাবিষয় আছে। কর্ম্ম—বিহিত, অকর্ম্ম—তাহার লোপ বা অকরণ। বিকর্ম্ম-—নিষিদ্ধ এই ভেদ আছে। গুণদোষধী অর্থাৎ গুণদোষে যাহার বুদ্ধি এমন অর্থাৎ অজ্ঞানী তাহার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে ।।৮।।

অনুদর্শিনী। এই শ্লোকে পূর্ব্বকথিত জাগতিক বিষয়গুলির মায়ামনোময়ত্বের কথা বিস্তার করিয়া বলিতেছেন।

মনের কল্পনা অনুসারে গুণ ও দোষের প্রতীতি হয়। কল্পনাও অনুরাগ অনুসারে ঘটে এবং অনুরাগ বা দ্বেষ মায়ার প্রবাহে উৎপন্ন হয়। অতএব অজ্ঞান হইতেই বিষয়ের গুণ-দোষ-প্রতীতি—

দেহিনাং দেহসংযোগাদ্দ্বন্দ্বানীশ্বরলীলয়া।
সুখং দুঃখং মৃতির্জন্ম শাপোঽনুগ্রহ এব চ ॥
অবিবেককৃতঃ পুংসো হ্যর্থভেদ ইবাত্মনি।
গুণদোষবিকল্পশ্চ ভিদেব স্রজিবৎ কৃতঃ।

ভাঃ ৬।১৭।২৯-৩০

অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়ায় দেহীর দেহের সহিত সংযোগ

সংঘটিত হওয়ায় সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু এবং অনুগ্রহ ও অভিশাপ এই দ্বন্দ্বসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যেমন স্বপ্নে অবিবেকহেতু আত্মার ক্ষীরভোজন ও পুত্র-মরণাদি নানাবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়, যেমন মালায় কখনও 'ইহা রজ্জু' ও কখনও 'ইহা সর্প' এইরূপ ভেদ প্রতীতি হয় তদ্রূপ জাগরণকালেও ইহা সুখ, ইহা দুঃখ, এই ভেদজ্ঞানহেতু ইহা ইষ্ট, ইহা অনিষ্ট এইরূপ পার্থক্য বোধ হইয়া থাকে। ইহাও তাদৃশ ভ্রম।

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥ ভাঃ ১১।২৮।৪
অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম্ম'।
'এই ভাল, এই মন্দ'—এই সব 'ভ্রম'॥ চরিতামৃত অ ৪ পঃ

সুতরাং গুণপ্রবাহে ভাসমান জীবের মনোধর্ম্মে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের ভেদদর্শন আছে কিন্তু দেবী অম্বিকা গুণবিপ্র-মুক্ত চিত্রকেতুকে অভিশাপ প্রদান করিলে তিনি অনুগ্রহ ও নিগ্রহ, স্বর্গ ও নরক এবং সুখদুঃখকে তুল্যদর্শন করিয়া ঐ অভিশাপ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুণপ্রবাহ অতিক্রমকারী ব্যক্তির নিকট প্রাপঞ্চিক উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট-ভাব কিছুই নাই।

বেদেও অবিদ্যাবিষয় আছে—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" গী ২।৪৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন, বেদসকল ত্রিগুণ-সম্বন্ধীয় বিষয়-সম্বলিত, তুমি-নিস্ত্রৈগুণ্য হও।

কর্ম্মাকর্ম্মাদিও বৈদিক—

কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
ভাঃ ১১।২।৪৩

অর্থাৎ কর্ম্ম, অকর্ম্ম এবং বিকর্ম্ম—ইহা বেদগম্য পরন্তু লোকমুখে জ্ঞাতব্য নহে।

ইহার উদ্দেশ্য—বেদে যে বিধি বা নিষেধের কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পরমার্থদর্শী জ্ঞানীর পক্ষে নহে; পরমার্থবিমুখ গুণপ্রবাহে পতিত ভ্রান্ত ও অজ্ঞ জীবকুলকে সৎপথে আনয়নের জন্যই কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন॥৮॥

তস্মাদ্ যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামো যুক্তচিত্ত ইদং জগৎ।
আত্মনীক্ষস্ব বিততমাত্মানং ময্যধীশ্বরে॥ ৯॥

অন্বয়। (কথমাত্মনি পরিচ্ছিন্নে বিততং জগদীক্ষ-ণীয়ং তত্রাহ—) তস্মাৎ যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামঃ (যুক্তো বশীকৃত ইন্দ্রিয়গ্রামো যেন সঃ) যুক্তচিত্তঃ (বশীকৃতচিত্তঃ) ইদং (সুখদুঃখময়ং) জগৎ আত্মনি (জীবে) (তথা) আত্মানং (চ) ময়ি অধীশ্বরে (পরমাত্মনি নিয়ন্তরি) (নিয়ম্যত্বেন) বিততং (স্থিতম্) ঈক্ষস্ব (পশ্য)॥ ৯॥

অনুবাদ। অতএব তুমি ইন্দ্রিয়নিচয় ও চিত্তকে বশীভূত করিয়া জীবাত্মাতে এই সুখদুঃখময় ভোগ্য জগৎ এবং আত্মাকে পরমাত্মরূপী আমার নিয়ন্তৃত্বাধীনে দর্শন করিবে॥ ৯॥

বিশ্বনাথ। তস্মাৎ যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামঃ নিরুদ্ধেন্দ্রিয়বৃন্দঃ। নিরুদ্ধচিত্তঃ সন্ ইদং সুখদুঃখময়ং জগৎ আত্মনি ভোক্তরি জীবে ভোগ্যত্বেন স্থিতং পশ্য। তঞ্চ ভোক্তার-মাত্মানং ময্যধীশ্বরে পরমাত্মনি নিয়ন্তরি নিয়ম্যত্বেন স্থিতম্ ঈক্ষস্ব॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব যুক্তেন্দ্রিয়গ্রাম অর্থাৎ যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ নিরুদ্ধ হইয়াছে। যুক্তচিত্ত অর্থাৎ নিরুদ্ধচিত্ত হইয়া এই জগৎ অর্থাৎ সুখদুঃখময় জগৎ। আত্মায় অর্থাৎ ভোক্তাজীবে ভোগ্যরূপে স্থিত দেখ। সেই ভোক্তা আত্মাকে অধীশ্বর পরমাত্মা নিয়ন্তা আমাতে নিয়ম্যত্বসহ-কারে স্থিত দর্শন কর॥ ৯॥

অনুদর্শিনী। বেদোক্ত কর্ম্মাচরণে স্বর্গাদি অনিত্য লোকলাভ হয়। ঐ কর্ম্ম ত্রিগুণের ক্রিয়া। অতএব কর্ম্মাচরণের করণসমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরোধ করিয়া দৃশ্যমান্ জগতের তত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক জীবের আত্মস্বরূপের অবধারণ করা কর্ত্তব্য। পরে একমাত্র আশ্রয় ও প্রভু পরমাত্মার অধীনে জীবাত্মাকে দর্শন করিতে হইবে।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥—মুণ্ডক ৩।৩

যখন হেমবর্ণ হিরণ্যগর্ভ জগৎকর্ত্তা পুরুষকে দেখিতে পান তখন বিদ্যালাভফলে পাপপুণ্য ধারণা সম্যগ্‌রূপে ধৌত করিয়া নির্ম্মল ও সমতালাভ করেন ॥ ৯ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত আত্মভূতঃ শরীরিণাং।
আত্মানুভব-তুষ্টাত্মা নান্তরায়ৈর্বিহন্যসে ॥ ১০ ॥

অন্বয়। জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্তঃ (জ্ঞানং বেদতাৎপর্য্যনিশ্চয়ো বিজ্ঞানং তদর্থানুভবঃ তাভ্যাং সম্যগ্‌যুক্তঃ ততশ্চ) আত্মানুভবতুষ্টাত্মা (আত্মানুভবেনৈব তুষ্টচিত্তঃ) (অতঃ) শরীরিণাম্ (দেবাদীনাম্) আত্মভূতঃ (প্রীতিপাত্রীভূতঃ) অন্তরায়ৈঃ (বিঘ্নৈঃ) (ত্বং) ন বিহন্যসে (বাধ্যসে) ॥১০॥

অনুবাদ। তুমি বেদতাৎপর্য্যনির্ণয়পূর্ব্বক তাহার অর্থানুভবের দ্বারা আত্মানুভবে তুষ্টচিত্ত হইলে যাবতীয় দেবগণের প্রীতিপাত্র হইবে, তখন আর বিঘ্নের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইবে না ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ। নন্বেবং যুক্তচিত্তত্বেন কর্ম্মাকরণে দেবাদয়ো বিঘ্নান্ করিষ্যন্তি তত্রাহ, জ্ঞানেতি। জ্ঞানং বেদতাৎপর্য্যনিশ্চয়ঃ বিজ্ঞানং তদর্থানুভবস্তাভ্যাং সম্যক্ যুক্তঃ। ততশ্চাত্মানুভবেনৈব তুষ্টচিত্তঃ ততশ্চ শরীরিণাং দেবাদীনামপ্যাত্মভূতঃ প্রীতিপাত্রীভূতঃ স্যাঃ। তথা চ শ্রুতি "আত্মা হ্যেষাং স ভবতীতি" ততশ্চ নৈব তে বিঘ্নান্ কুর্য্যু ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদি এরূপ প্রশ্ন করা যায় যে যুক্তচিত্ত বলিয়া কর্ম্ম না করিলে দেবাদিগণ বিঘ্ন করিবে, তদুত্তরে বলিতেছেন। জ্ঞান অর্থাৎ বেদতাৎপর্য্যনিশ্চয়, বিজ্ঞান অর্থাৎ তাহার অর্থানুভব, এই উভয় সংযুক্ত অর্থাৎ সম্যক্‌যুক্ত। সেইহেতু আত্মানুভব-জন্য তুষ্টচিত্ত এবং তজ্জন্য শরীরিগণের অর্থাৎ দেবাদিগণেরও আত্মভূত প্রীতিপাত্রীভূত হইবে। এ-বিষয়ে বেদ বলিতেছেন—"ইহাঁদের আত্মা তিনি হন"। তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয় বিঘ্ন করিবেন না ॥ ১০ ॥

অনুদর্শিনী। বেদবিহিত কর্ম্ম না করিলে দেবগণ বিঘ্ন করেন, কেন না—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ গী ৩।১০-১১

আদি সর্গে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা এই যজ্ঞরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিযুক্ত হও। এই যজ্ঞই তোমাদের ইষ্টকামপ্রদ হউন।

এই যজ্ঞদ্বারা মদঙ্গভূত ইন্দ্রাদি দেবতাসকলকে প্রীত কর। দেবতাসকল প্রীত হইয়া তোমাদিগকে ইষ্টফল দানের দ্বারা প্রীতি প্রদান করুন। এইরূপ পরস্পর ভাবিত হইয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর।

কিন্তু যাঁহারা বেদবাক্যার্থ অবধারণ করিয়া বেদার্থ সাক্ষাৎকার করতঃ জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত হইয়াছেন এবং সেই হেতু আত্মানুভব করিয়া তুষ্টচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা দেবগণের আত্মভূত অর্থাৎ প্রীতিপাত্রভূত হন। কেহ যেমন নিজের স্বরূপে নিজে অত্যাচার করে না, তদ্রূপ তাহারা দেবগণের আত্মস্বরূপ হওয়ায় বেদবিহিত কর্ম্ম অকরণেও দেবগণ তাঁহাদের কোন বিঘ্ন করেন না। শ্রুতি—"তস্য হ দেবা নাভূত্যা ঈশতে"। অর্থাৎ দেবগণও সেই ব্রহ্মানুভবী ব্রহ্মধীর প্রতিবন্ধ হইতে সমর্থ হন না। ১০।

দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ন নিবর্ত্ততে।
গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ ॥১১॥

অন্বয়। উভয়াতীতঃ (গুণদোষবুদ্ধ্যতীতঃ অপি জ্ঞানীঃ) অর্ভকঃ (বালকঃ) যথা (ইব) দোষবুদ্ধ্যা নিষেধাৎ ন নিবর্ত্ততে (প্রাক্তনসংস্কারতো নিষেধান্নিবর্ত্তত এব কিন্তু ন দোষবুদ্ধ্যা) গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি (বিহিতঞ্চ প্রায়শঃ করোতি ন তু গুণবুদ্ধ্যা পরন্তু প্রাক্তনসংস্কারাদেবেত্যর্থঃ) ॥১১॥

অনুবাদ। গুণদোষবুদ্ধির অতীত বালক যেরূপ প্রাক্তনসংস্কারবশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত এবং বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে পরন্তু তাহা দোষগুণ-বিচারজনিত নহে। সেই প্রকার জ্ঞানীপুরুষও দোষগুণ-বিচার-রহিত হইয়া স্বভাবের প্রেরণাবশতঃই নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি ও বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া থাকেন ॥১১॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চোৎপন্নজ্ঞানোঽপি ন যথেষ্টাচরণো ভবতীত্যাহ—দোষেতি। গুণদোষবুদ্ধ্যতীতোঽপি জ্ঞানী প্রাক্তনসংস্কারতো নিষেধান্নিবর্ত্তত এব কিন্তু ন দোষবুদ্ধ্যা বিহিতঞ্চ প্রায়শঃ করোতি ন তু গুণবুদ্ধ্যা যথার্ভকঃ সঙ্কল্প-বিকল্পরহিতঃ কিঞ্চিৎ করোতি কুতশ্চিন্নিবর্ত্ততে চ তদ্বদিতি ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ। আবার উৎপন্নজ্ঞান-লোকও যথেষ্টা-চরণ হন না। গুণদোষবুদ্ধির অতীত হইয়াও জ্ঞানী প্রাক্তন-সংস্কারবশে নিষিদ্ধ কার্য্য হইতে বিরত থাকেন, কিন্তু দোষবুদ্ধিবশতঃ নহে। আর প্রায় বিহিত-কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু গুণবুদ্ধিবশতঃ নহে। যেমন সঙ্কল্প-বিকল্পবিরহিত শিশু কিছু করে, কোন কিছু হইতে বিরতও থাকে, তদ্রূপ ॥১১॥

অনুদর্শিনী। সংকল্প-বিকল্পরহিত বালক যেমন পূর্ব্ব-সংস্কারবশতঃ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করে না কিন্তু শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করে; তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানবান্ পুরুষ পূর্ব্বসংস্কারবশতঃই নিষিদ্ধ কর্ম্ম করেন না, বিহিত কর্ম্মই করেন। বালক কিন্তু অজ্ঞ এবং গুণদোষবুদ্ধিশূন্য বলিয়া বালকের আচরণে কখন কখন যথেচ্ছ আচরণ দৃষ্ট হয়; আর ইঁহার আচরণে কিন্তু তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। কেননা, ইনি গুণদোষবুদ্ধির অতীত এবং বিজ্ঞ ॥১১॥

সর্ব্বভূত-সুহৃচ্ছান্তো জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
পশ্যন্ মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপদ্যেত বৈ পুনঃ ॥১২॥

অন্বয়। (কিঞ্চ) জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ (জ্ঞানস্য বিজ্ঞানস্য চ তত্ত্বজ্ঞঃ) শান্তঃ সর্ব্বভূতসুহৃৎ (সমদৃষ্টিঃ সন্ সর্ব্বভূতানাং সুহৃৎ যঃ সঃ) বিশ্বং মদাত্মকং পশ্যন্ (সর্ব্বং মৎস্বরূপং জানন্) ন পুনঃ বিপদ্যেত বৈ (ন পুনঃ সংসরেৎ) ॥১২॥

অনুবাদ। জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত শান্ত এবং সমদৃষ্টিবশতঃ সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানীপুরুষ বিশ্বকে মৎস্বরূপ বলিয়া বিচার করিবার ফলে পুনরায় সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হন না ॥১২॥

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা মহাভাগবতো নৃপ।
উদ্ধবঃ প্রণিপত্যাহ তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরচ্যুতম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়। শ্রীশুকঃ উবাচ। (হে) নৃপ! ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) ইতি আদিষ্টঃ মহাভাগবতঃ (পরম ভক্তঃ) উদ্ধবঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছুঃ সন্) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং) প্রণিপত্য (প্রণম্য) আহ (উবাচ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মহাভাগবতে উদ্ধব এইরূপ আদিষ্ট হইলে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যোগেশ যোগবিন্ন্যাস যোগাত্মন্ যোগসম্ভব।
নিঃশ্রেয়সায় মে প্রোক্তস্ত্যাগঃ সন্ন্যাসলক্ষণঃ ॥ ১৪॥

অন্বয়। উদ্ধবঃ উবাচ। (হে) যোগেশ (যোগ-ফলদায়িন্!) যোগবিন্ন্যাস! (যোগবিদাং বিন্ন্যাসো ন্যাসো নামাতিগোপ্যো নিক্ষেপবিশেষঃ—যদ্বা যোগো-বিন্ন্যস্যতে ক্রিয়তে যস্মিন্) যোগাত্মন্! (যোগে আত্মা প্রকটো ভবতি যস্য তৎসম্বোধনং) যোগসম্ভব! (যোগস্য সম্ভবো যস্মাৎ তৎসম্বোধনং চতুর্ভিরেতৈঃ সম্বোধনৈঃ স্বমহিম্না কেবলং ত্বয়োপদিষ্টং ন তু মদধিকারং পর্য্যালো-চ্যেতি দ্যোতিতং) মে (মম) নিঃশ্রেয়সায় (পরমমঙ্গললা-ভায় ত্বয়া) সন্ন্যাস-লক্ষণঃ (সন্ন্যাসাত্মকঃ) ত্যাগঃ প্রোক্তঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে যোগেশ! হে যোগবিন্যাস! হে যোগাত্মন্! হে যোগসম্ভব! আপনি আমার পরমমঙ্গললাভের নিমিত্ত সন্ন্যাসলক্ষণরূপ ত্যাগের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ। হে যোগেশ, যোগানাং কর্ম্মযোগ-জ্ঞানযোগ-ভক্তিযোগানাম্ ঈশ্বর অতএব যোগবিন্যাস, অনধিকারিণ্যপি ময়ি যোগং জ্ঞানং সম্প্রতি স্বপ্রভাবাদেব বিন্যস্যসীত্যর্থঃ যোগাত্মন্, হে যোগস্বরূপ, যদি ত্বং ময়া প্রাপ্তস্তর্হি সর্ব্বে যোগাঃ প্রাপ্তা এবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ যোগাদ্ভক্তিযোগাদেব ত্বং সম্ভবসি ভক্তেষ্বাবির্ভবসীতি মহ্যং ভক্তিযোগো বিশেষতো দেয় ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে যোগেশ, যোগসকলের অর্থাৎ কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগের ঈশ্বর অতএব যোগ-বিন্যাস অর্থাৎ অনধিকারী আমাতেও যোগজ্ঞান সম্প্রতি নিজপ্রভাবেই ন্যস্ত করিলেন, যোগাত্মন্ অর্থাৎ হে যোগস্বরূপ, অর্থাৎ যদি আমি আপনাকে পাইয়া থাকি, তাহা হইলে সমস্ত যোগই পাইয়াছি। আর যোগসম্ভব অর্থাৎ যোগ বা ভক্তিযোগ হইতেই আপনি সম্ভূত অর্থাৎ ভক্তগণে আবির্ভূত হন। আমাকে ভক্তিযোগ বিশেষ-ভাবে দেয় ॥ ১৪ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীউদ্ধব মহাভাগবত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই নিত্য প্রভু হইলেও শ্রীভগবানের এবং তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশাবলীর গৌরবে বিশেষতঃ ভগবান্ সম্প্রতি তাঁহাকে অন্যত্র প্রেরণ করিবেন বলিয়া শ্রীউদ্ধব সুযোগ্য আপনাকে অতিশয় অযোগ্য মনন করিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ন্যায় বলিতেছেন—হে কর্ম্ম-জ্ঞান এবং ভক্তিযোগের ঈশ্বর! আপনি যখন অনধিকারী আমাকে নিজপ্রভাবেই যোগজ্ঞান ন্যস্ত করিবেন, তখন আমাকে অন্য কোন যোগের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কেন-না, আপনি যখন সম্মুখেই উপস্থিত, তখন আপনার দর্শনেই সকলযোগফল-প্রাপ্তি হইয়াছে। তবে মুক্তি দিয়াও আপনি যে ভক্তিযোগ গোপন রাখেন ("মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্"—ভাঃ ৫।৬।১৮), আর যে ভক্তিযোগেই আপনি ভক্তহৃদয়েই আবির্ভূত হইয়া থাকেন, কৃপাবিশেষে সেই ভক্তিযোগই আমাকে প্রদান করুন।

ভক্তিযোগে ভক্তহৃদয়ে ভগবদাবির্ভাব—

"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো নমু নাথ পুংসাম্।"

ভাঃ ৩।৯।১১

শ্রীব্রহ্মা ভগবান্‌কে বলিলেন, হে নাথ! (গুরুমুখে) ভবদীয় কথা শ্রবণন্তের লোকে আপনার সেবাপ্রাপ্তির পথের সন্ধান পান। আপনি আপনার ভক্তগণের ভক্তি-যোগপূত হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

"হে ভক্তিযোগপরিভাবিত ভক্তিযোগেনৈব পরি সর্ব্বতোভাবেন ভাবিতঃ প্রকটীকৃতো ভবতে ণ্যন্তান্নিষ্টয়া ভক্তিযোগ এব তৎপ্রকটীভবনস্য প্রযোজকঃ স্যাদি-ত্যর্থঃ।"— শ্রীবিশ্বনাথ।

অর্থাৎ হে ভক্তিযোগপরিভাবিত, ভক্তিযোগদ্বারাই সর্ব্বতোভাবে প্রকটীকৃত আপনি। ভক্তিযোগই আপনার প্রকটভবনের প্রযোজক হইয়া থাকে—এই অর্থ ॥ ১৪ ॥

ত্যাগোঽয়ং দুষ্করো ভূমন্ কামানাং বিষয়াত্মভিঃ।
সুতরাং ত্বয়ি সর্ব্বাত্মন্নভক্তৈরিতি মে মতিঃ ॥১৫॥

অন্বয়। (পরন্তু হে) ভূমন্! (হে) সর্ব্বাত্মন্! বিষয়াত্মভিঃ (বিষয়াবিষ্টচিত্তৈঃ জনৈঃ) অয়ং কামানাং ত্যাগঃ দুষ্করঃ (কর্ত্তুমশক্যঃ) (কিঞ্চ) ত্বয়ি (ত্বদ্‌বিষয়ে) অভক্তৈঃ (তু) সুতরাম্ (এব সুদুষ্করঃ) ইতি মে (মম) মতিঃ (নিশ্চয়ঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। পরন্তপ হে ভূমন্! হে সর্ব্বাত্মন্! বিষয়াবিষ্টচিত্ত জনগণের পক্ষে ভোগকামনা-পরিহার দুষ্কর বিশেষতঃ আপনার অভক্তের পক্ষে এই প্রকার ভোগ-পরিহার অত্যন্ত দুষ্কর বলিয়া আমার মনে হয় ॥১৫॥

বিশ্বনাথ। বিষয়াত্মভির্বিষয়াবিষ্টচিত্তৈস্ত্বদ্ভক্তৈরপি দুষ্করঃ অভৈক্তৈস্তু সুতরাম্ ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ। বিষয়াত্ম অর্থাৎ বিষয়াবিষ্টচিত্ত আপনার ভক্তগণের পক্ষেই দুষ্কর অভক্তগণের পক্ষেত বিশেষভাবে ॥১৫॥

অনুদর্শিনী। জীবের কৃষ্ণসেবা-কামনা যে পরিমাণে প্রবল হয়, বিষয়-ভোগকামনা সেই পরিমাণেই দুর্ব্বল হয়। যখন সেবা-কামনা পূর্ণভাবে সেবকের হৃদ্দেশ অধিকার করে, তখনই ভোগকামনা নিঃশেষিত হয়। অতএব ভক্তের কৃষ্ণনিষ্ঠায় বিষয়নিষ্ঠা-ত্যাগ সুকর হইলেও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় অর্থাৎ অনর্থনিবৃত্তির পূর্ব্বে ভোগ-কামনা ত্যাগ দুষ্কর। সুতরাং অভক্তগণের পক্ষে ঐ ত্যাগ সুদুষ্করই—

যুঞ্জানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্ম্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্ ॥
ভাঃ ১০।৫১।৬০

শ্রীভগবান্ মুচুকুন্দকে বলিয়াছেন—হে রাজন্, অভক্ত যোগী এবং জ্ঞানিগণের মন প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠানেও বাসনাশূন্য না হইয়া কদাচিৎ পুনরায় বিষয়াভিমুখী হইতে দেখা যায় ॥১৫॥

সোঽহং মমাহমিতি মূঢ়মতির্বিগাঢ়-
স্ত্বন্মায়য়া বিরচিতাত্মনি সানুবন্ধে।
তত্ত্বঞ্জসা নিগদিতং ভবতা যথাহং
সংসাধয়ামি ভগবন্ননুশাধি ভৃত্যম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়। (হে) ভগবন্! (যং প্রতি ত্যাগাদ্যু-পদিষ্টং) সঃ অহং সানুবন্ধে (পুত্রাদিসহিতে) ত্বন্মায়য়া (তব মায়য়া) বিরচিতাত্মনি (বিরচিতে আত্মনি দেহে,) মম ইতি—অয়ং পুত্রাদির্মদীয়ো ইতি—অহম্ (অয়ং দেহ এব অহমিতি) বিগাঢ়ঃ (নিমগ্নঃ) মূঢ়মতিঃ (মন্দবুদ্ধি-র্ভবামি, অতঃ) ভবতা নিগদিতম্ (কথিতম্) তৎ (উপ-দেশবাক্যং) তু যথা (যেন প্রকারেণ) অহম্ অঞ্জসা (অনায়াসেন) সংসাধয়ামি (আচরামি তথা) ভৃত্যং (মাম্) অনুশাধি (শনৈঃ শিক্ষয়) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। হে ভগবন্! আপনি যাহাকে এই ত্যাগের উপদেশ প্রদান করিতেছেন, সে আমি আপনার মায়ারচিত দেহ-পুত্রকলত্রাদি বিষয়ে 'আমি আমার' জ্ঞান করতঃ অত্যন্ত নিমগ্ন আছি। সুতরাং আমি অতীব মন্দমতি। অতএব আমি আপনার উপদেশবাক্য যাহাতে অনায়াসে সম্যক্ আচরণ করিতে পারি আপনার এই ভৃত্যকে সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করুন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ। স চ বিষয়াবিষ্টচিত্তোঽহমেব যত-স্ত্বন্মায়য়া বিরচিতে আত্মনি দেহে সানুবন্ধে পুত্রকলত্রাদি-সহিতে বিগাঢ়ো নিমগ্ন ইতি দেহস্যান্ধকূপত্বমারোপিতং তেন তদাবেশত্যাজনমেব তস্মাদুদ্ধারঃ প্রথমং কার্য্যস্তদন-ন্তরমেব জ্ঞানাদ্যুপদেশ ইতি ধ্বনিঃ। তত্তস্মাৎ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সে বিষয়াবিষ্টচিত্ত আমিই যেহেতু আপনার মায়াবিরচিত সানুবন্ধ অর্থাৎ পুত্রকলত্রাদি সহিত আত্মা বা দেহে বিগাঢ় অর্থাৎ নিমগ্ন। এইভাবে দেহের অন্ধকূপত্ব আরোপিত, সেই হেতু তাহার আবেশ-ত্যাগরূপ তাহা হইতে উদ্ধার প্রথমে করণীয় তৎপরে জ্ঞানাদির উপদেশ ॥ ১৬ ॥

অনুদর্শিনী। ভক্তপ্রবর উদ্ধব নিরন্তর কৃষ্ণাবিষ্ট-চিত্ত হইয়াও ভগবন্মায়াবিরচিত দেহে ও পুত্রাদিতে নিমগ্ন ব্যক্তিগণের অন্যতমের ন্যায় বর্ণনা করিয়া শ্রীভগ-বানের নিকটে তদবস্থা হইতে উদ্ধার ও উপদেশের প্রার্থনা দ্বারা জীবকুলের পরমহিতকর শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছেন। বিষয়াবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির জড়দেহে 'আমি' ও দেহসম্পর্কিত গৃহ পুত্রাদিতে 'মম' অর্থাৎ আমারবুদ্ধি প্রবল। তৎকালে তাহাকে তত্ত্বকথা উপদেশ করিলেও সে উহা গ্রহণে সমর্থ হয় না—"বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণীদিগ্গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ ॥" অর্থাৎ বিষয়াবিষ্টচিত্ত জনগণের পক্ষে বিষ্ণুর প্রতি আবেশ সুদূরপরাহত। পশ্চিমদিকে অবস্থিত বস্তুর জন্য পূর্ব্বদিকে গমন করিলে উহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে কি? অর্থাৎ থাকে না। ভগবন্মায়াবিরচিত দেহ-

গেহে আবিষ্টচিত্তজন শ্রীভগবানেরই কৃপায় ঐ অবস্থা ত্যাগ করিয়া তাঁহারই শিক্ষায় ভজনে সমর্থ হয়।

বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল।
স্ত্রীপুত্র-মায়াজাল, এই সব 'কাল'॥
চৈতন্য ভাগবত আঃ ১৬ অঃ

দেহারামী, সর্ব্বকাম, সব আত্মারাম।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণভজে ছাড়ি' সব কাম॥
চরিতামৃত ম ২৪ পঃ

অর্থাৎ দেহারামী সর্ব্বকামী, সকল কামনারূপ অনর্থ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুগ্রহবলে কৃষ্ণভজন করেন॥ ১৬॥

**সত্যস্য তে স্বদৃশ আত্মন আত্মনোঽন্যং
বক্তারমীশ বিবুধেষ্বপি নানুচক্ষে।
সর্ব্বে বিমোহিতধিয়স্তব মায়য়েমে
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো বহিরর্থভাবাঃ॥ ১৭॥**

অন্বয়। (হে) ঈশ! স্বদৃশঃ (স্বপ্রকাশস্য) সত্যস্য (পরমার্থভূতস্য) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ-সম্বন্ধে) আত্মনঃ (মাং প্রতি) তে (ত্বত্তঃ) অন্যং বক্তারং বিবুধেষু (দেবেষু) অপি ন অনুচক্ষে (ন হি পশ্যামি যতঃ) ব্রহ্মাদয়ঃ ইমে তনুভৃতঃ (দেহধারিণঃ সর্ব্বে (এব) তব মায়য়া বিমোহিত-ধিয়ঃ (মুগ্ধবুদ্ধয়ঃ) বহিরর্থভাবাঃ (বিষয়েষু অর্থবুদ্ধয়ঃ ভবন্তিঃ)॥ ৭॥

অনুবাদ। হে দেব! এই স্বপ্রকাশ পরমার্থভূত ভগবত্তত্ত্ব উপদেশ আমার নিকট প্রদান করিবার বক্তা আপনি ব্যতীত দেবগণের মধ্যেও কাহাকে দেখিতেছি না, যেহেতু ব্রহ্মা প্রভৃতি দেহধারী-জীবগণেরও বুদ্ধি আপনার মায়ায় বিমোহিত হওয়ায় দেহ-পুত্রাদি বহির্বিষয়ে পরমার্থ বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়াছেন॥ ১৭॥

বিশ্বনাথ। সত্যস্যেতি ষষ্ঠী আর্ষী। সত্যাৎ সর্ব্বকালদেশসত্তাকাৎ সত্ত্বো হি তত্ত্বা তে ত্বত্তঃ স্বস্য মম দৃক্ জ্ঞানং যতস্তস্মাৎ আত্মনো মম আত্মনঃ পরমাত্মন-স্ত্বত্তঃ সকাশাদন্যম্॥ ১৭॥

বঙ্গানুবাদ। 'সত্যস্য' আর্ষপ্রয়োগ, সত্যাৎ অর্থাৎ সর্ব্বকাল-দেশ সত্তা যে আপনি তাহা হইতে স্বদৃক্ স্বীয় অর্থাৎ আমার দৃক অর্থাৎ জ্ঞান যাহা হইতে, আত্মা অর্থাৎ আমার, আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা যে আপনি তাঁহা হইতে অন্য॥ ১৭॥

অনুদর্শিনী। ভগবান্ সর্ব্বকালদেশসত্তাযুক্ত বলিয়া সত্য—

"সত্যং পরং ধীমহি"। ভাঃ ১।১।১

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃত সত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥ ভাঃ ১০।২।২৬

শ্রীব্রহ্মাদি দেবতাগণ ভগবানকে স্তব করিয়াছেন—আপনি সত্যব্রত, সত্যপর, ত্রিকাল সত্য, সত্যের উৎপত্তি-কারণ, সত্যে অবস্থিত, সত্যের সত্য, সুসত্য বচন ও সমদর্শনের প্রবর্ত্তক। অতএব আমরা সত্যাত্মক আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।

সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ॥
মহাভারত, উদ্যম পর্ব্বে।

সত্যমূর্ত্তি ভগবান্ই সত্যধর্ম্মের বক্তা—

বক্তা কর্ত্তাবিতা নান্যো ধর্ম্মস্যাচ্যুত তে ভুবি।
সভায়ামপি বৈরিঞ্চ্যাং যত্র মূর্ত্তিধরাঃ কলাঃ॥
ভাঃ ১১।১৭।৫

অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

অন্যে ঐ ধর্ম্ম জানেন না—

ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎ প্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥ ভাঃ ৬।৩।১৯

শ্রীযম, নিজদূতগণকে বলিয়াছেন—সত্য ধর্ম্মটী সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত, ঋষিগণও উহা নিশ্চয়রূপে জানেন না; দেবতাগণও জানেন না, প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ, অসুরগণ

ও মনুষ্যগণ, কেহই জানেন না ; বিদ্যাধর ও চারণগণের কথা আর কি বলিব ?

দেবগণও মায়ামোহিত—

যে বিক্ষিপ্তেন্দ্রিয়ধিয়ো দেবাস্তে স্বহৃদি স্থিতম্।
ন বিদন্তি প্রিয়ং শশ্বদাত্মানং কিমুতাপরে ॥

ভাঃ ৯।৯।৪৭

খট্টাঙ্গ রাজ বলিয়াছেন—দেবতাবৃন্দ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি-নিক্ষিপ্ত হওয়ায় নিজ হৃদয়মধ্যে নিরন্তর বর্ত্তমান অন্তর্যামী শ্রীহরিকে জানিতে পারেন না, অন্যের কথা কি ? ॥ ১৭ ॥

তস্মাদ্ভবন্তমনবদ্যমনন্তপারং
সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরমকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্।
নির্ব্বিণ্ণধীরহমু হে বৃজিনাভিতপ্তো
নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে ॥১৮॥

অন্বয়। উ হে (হে ভগবান্!) তস্মাৎ নির্ব্বিণ্ণধীঃ (নির্ব্বিণ্ণা বিরক্তা ধীর্যস্য সঃ) বৃজিনাভিতপ্তঃ (বৃজিনৈর্দুঃখৈরভিতপ্তঃ) অহম্ অনবদ্যং (মোহাদিদোষরহিতম্) অনন্তপারং (ন বিদ্যতে অন্তঃ কালতঃ ন চ পারং দেশতশ্চ যস্য তং) সর্ব্বজ্ঞম্ ঈশ্বরং অকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যং (কালাদিভিরকুণ্ঠো বিকুণ্ঠলোকধিষ্ণ্যং স্থানং যস্য তম্) নরসখং (নরো জীবস্তস্য সখায়ং) নারায়ণং (ভবন্তং) শরণং প্রপদ্যে (প্রাপ্নোমি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। হে ভগবন্! অতএব আমি দুঃখাদি-দ্বারা সন্তপ্ত সর্ব্ববিষয়ে বৈরাগ্যবান্ হইয়া মোহাদিদোষ-রহিত, কালদেশাদি-পরিচ্ছেদশূন্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, কালাদিপরাভবরহিত, বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিত, নরমাত্রে অনুগ্রহপরায়ণ নারায়ণরূপী-আপনার শরণাগত হইতেছি ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ। তস্মাদ্ভবন্তমেবাহং প্রপদ্যে। তত্র কশ্চিৎ সর্ব্বগুণমণ্ডিতোঽপি দুরাচারো ভবতীতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ, অনবদ্যম্। কশ্চিৎ সেবিতঃ ফলকালে বিনশ্যতীতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ—অনন্তপারং ন বিদ্যতেঽন্তঃ কালতো ন চ পারং দেশতশ্চ যস্য তম্। কশ্চিদকৃতজ্ঞো ভবতি ন চ ত্বমিত্যাহ—সর্ব্বজ্ঞম্। কশ্চিদসমর্থো রক্ষণে ন চ ত্বমিত্যাহ,—ঈশ্বরম্। কশ্চিদভদ্রাস্পদো ন চ ত্বমিত্যাহ,—কালাদিভিরকুণ্ঠো বিকুণ্ঠলোকো ধিষ্ণ্যং স্থানং যস্য তম্। উ হে ভগবন্, নির্ব্বেদে হেতুঃ বৃজিনৈর্দুঃখৈরভিতপ্তঃ। অত্র হকারগৌরবায় বৃকারো যুক্ত ইব পঠনীয়ঃ। পরমং সর্ব্বোৎকর্ষমাহ—নারায়ণং নারস্য মহৎস্রষ্ট্রাদিপুরুষসমূহস্যাপি পরমাশ্রয়ং। পরমকৃপালুত্বমাহ—নরসখং নরমাত্রানুগ্রাহায়াবতীর্ণমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেই জন্য আপনাকেই আমি আশ্রয় করিতেছি। কেহ বা সর্ব্বগুণমণ্ডিত হইলেও দুরাচার হইয়া থাকেন, এই সন্দেহ নিরাস করিয়া বলিতেছেন অনবদ্য অর্থাৎ কোনওরূপ দোষরহিত। কেহ বা সেবিত হইয়া ফলকালে নষ্ট হন, এই সন্দেহ নিরাস করিয়া বলিতেছেন অনন্তপার অর্থাৎ কাল সম্বন্ধে যাঁহার অন্ত নাই ও দেশ বিচারে যাহার পার নাই। কেহ বা অকৃতজ্ঞ হন, কিন্তু আপনি ন'ন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ। কেহবা রক্ষণ-কার্য্যে অসমর্থ, আপনি ন'ন, আপনি ঈশ্বর। কেহবা অভদ্রাস্পদ বা অশুভ-ভাজন, আপনি ন'ন, কালাদিদ্বারা অকুণ্ঠ বা সীমাবহির্ভূত বিকুণ্ঠলোক আপনার ধিষ্ণ্য বা স্থান। উ হে ভগবন্। নির্ব্বেদে হেতু দেখাইতেছেন বৃজিন অর্থাৎ দুঃখদ্বারা অভিতপ্ত। 'হে' এ স্থলে 'হ' এই পাঠে উহা গৌরব নিমিত্ত। 'বৃ' পরে থাকায় 'হ' লঘু, এই জন্য 'বৃ' কে যুক্ত (ব্রি) করিয়া পাঠ করিতে হইবে। পরম সর্ব্বোৎকর্ষ বলিতেছেন—নারায়ণ নার অর্থাৎ মহৎস্রষ্টা আদি পুরুষসমূহেরও পরম আশ্রয়। পরম কৃপালুত্ব কথিত হইতেছে—নরসখ নর-মাত্রকেই অনুগ্রহ করিবার জন্য অবতীর্ণ ॥ ১৮ ॥

অনুদর্শিনী। অনবদ্য, অনন্তপার, সর্ব্বজ্ঞ, অকুণ্ঠ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই সকলের একমাত্র আশ্রয়নীয়—

বিলোকয়ন্তী নিরবদ্যমাত্মনঃ
পদং ধ্রুবং চাব্যভিচারিসদ্গুণম্।
গন্ধর্ব্বসিদ্ধাসুরযক্ষচারণ-
ত্রৈপিষ্টপেয়াদিষু নান্ববিন্দত ॥

নূনং তপো যস্য ন মন্যুনির্জ্জয়ো
জ্ঞানং ক্বচিৎ তচ্চ ন সঙ্গবর্জ্জিতম্।
কশ্চিন্মহাংস্তত্র ন কামনির্জ্জয়ঃ
স ঈশ্বরঃ কিং পরতো ব্যপাশ্রয়ঃ॥
ধর্ম্মঃ ক্বচিৎ তত্র ন ভূতসৌহৃদং
ত্যাগঃ ক্বচিৎ তত্র ন মুক্তিকারণম্।
বীর্য্যং ন পুংসোঽস্ত্যজবেগনিষ্কৃতং
ন হি দ্বিতীয়ো গুণসঙ্গবর্জ্জিতঃ॥
ক্বচিচ্চিরায়ুর্ন হি শীলমঙ্গলং
ক্বচিৎ তদপ্যস্তি ন বেদ্যমায়ুষঃ।
যত্রোভয়ং কুত্র চ সোঽপ্যমঙ্গলঃ
সুমঙ্গলঃ কশ্চ ন কাঙ্ক্ষতে হি মাম্॥
এবং বিমৃষ্যাব্যভিচারিসদ্গুণৈ-
র্বরং নিজৈকাশ্রয়তয়াঽগুণাশ্রয়ম্।
বব্রে বরং সর্ব্বগুণৈরপেক্ষিতং
রমা মুকুন্দং নিরপেক্ষমীপ্সিতম্॥

ভাঃ ৮।৮।১৯-২৩

(সমুদ্রমন্থনে আবির্ভূতা) শ্রীলক্ষ্মীদেবী তদনন্তর গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ, চারণ এবং স্বর্গবাসিদেবগণমধ্যে অনুসন্ধান করিয়া স্বভাবতঃ নিত্যকল্যাণ গুণযুক্ত ও হেয়-গুণ-রহিত নিজ আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন না।

যাহার (দুর্ব্বাসাদির) তপস্যা আছে, তাহার ক্রোধ জয় নাই, কাহারও (বৃহস্পত্যাদির) জ্ঞান আছে, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষাদিরহিত নহে, কোন ব্যক্তি মহান্ (ব্রহ্মা) তথাপি তিনি কামজয়ী নহেন। আর যাহারা পরের ঐশ্বর্য্যাপেক্ষী তাহারা (ইন্দ্রাদি) কি ঈশ্বর ?

কোন ব্যক্তিতে (শুক্রাদিতে) ধর্ম্ম আছে সত্য, কিন্তু সকল প্রাণীর প্রতি দয়া নাই, কাহারও (দক্ষাদি) ত্যাগ আছে বটে, কিন্তু তাহা মুক্তির কারণ নহে। কোন পুরুষের (শুম্ভনিশুম্ভাদির) বীর্য্য আছে, কিন্তু তাহা কালবেগ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে, আর যাহারা (সনকাদি) বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু গুণ-সঙ্গ বর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

কোন ব্যক্তি (বলি প্রভৃতি) দীর্ঘজীবী, কিন্তু তাহার মঙ্গল ও শীল নাই, কোন ব্যক্তিতে (মনুপুত্রপৌত্রাদিতে) তাহা থাকিলেও তাহার জীবনের স্থিরতা নাই। কাহাতে (মহাদেবে) চিরায়ু, মঙ্গল ও শীল বর্ত্তমান থাকিলেও তাহারা অশুভ চেষ্টাযুক্ত, আর যিনি নির্দ্দোষ (ভগবান শ্রীমুকুন্দ), তিনি আমাকে প্রার্থনা করেন না।

এই প্রকার বিচার করিয়া রমাদেবী স্বতঃসিদ্ধ সদ্গুণ ও নিরপেক্ষতায় শ্রেষ্ঠ, গুণাতীত, সর্ব্বগুণসম্বলিত, অতএব স্বাভীষ্ট অথচ তাঁহার (রমার) অপেক্ষা রহিত শ্রীমুকুন্দ দেবকে স্বামিত্বে বরণ করিলেন।

বৈকুণ্ঠলোক মায়াতীত ও নিত্য--

তস্যাগারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরম্ পদম্॥

পাদ্মোত্তর খণ্ডে ২৫৫ অ ৫৮ শ্লোক।

সেই বিরজার পারে অমৃত, নিত্য, সনাতন, অনন্ত, পরম-পদস্বরূপ ত্রিপাদভূত পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ আছেন।

ব্রহ্ম-লোকাদি অনিত্য—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" গী ৮।১৬

হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে সমস্ত লোকই অনিত্য। সেই সেই লোকগত জীবের পুনর্জ্জন্ম সম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণ মহৎ স্রষ্টাদি পুরুষগণেরও পরমাশ্রয়—

মহৎ স্রষ্টা পুরুষ তিঁহো জগৎ কারণ।
আদ্য-অবতার করে মায়ার দরশন॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টিজীব-অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী॥
সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ তোমার প্রকাশ তুমি মূল নারায়ণ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

চরিতামৃত আ ২ প।

নরসখ—"জ্ঞানং তদেতমলং দুরবাপমাহ
নারায়ণো নরসখঃ কিল নারদায়।"

ভাঃ ৭।৬।২৭

অসুর বালকদিগের বিশ্বাসের জন্য ভক্ত-প্রহ্লাদ নিজ গুরুসম্প্রদায় বলিয়াছিলেন—নরসখ ভগবান্ নারায়ণ এই দুর্ল্লভ অমল জ্ঞান পূর্ব্বকালে নারদকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে প্রভো, আপনি সর্ব্বজীবহৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আছেন। কিন্তু আপনাকে কেহই জানিতে পারে না। আজ আপনি, আপনারই নিত্যদাস জীবমাত্রকে নিজতত্ত্ব নিজে জানাইবার জন্যই নরসখরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব জীবের প্রতি ইহাই আপনার পরম অনুগ্রহ।

শ্রীভগবানুবাচ

প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ।
সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ,--লোকে (ইহ জগতি) লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ (লোকতত্ত্বস্য বিচক্ষণাঃ পরীক্ষকাঃ) মনুজাঃ (মনুষ্যাঃ) প্রায়েণ আত্মনা (বিবেকবুদ্ধ্যা) এব আত্মানম্ অশুভাশয়াৎ (বিষয়বাসনাতঃ) সমুদ্ধরন্তি হি (পরিত্রায়ন্তে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন,—ইহলোকে লোক-তত্ত্ব-বিচারপ্রবীণ মনুষ্যগণ প্রায়ই বিবেকবুদ্ধিদ্বারা নিজের চিত্তকে বিষয়বাসনা হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ। ভো উদ্ধব, ত্বমাত্মানং মূঢ়মতিং মন্যসে অহন্তু ত্বাদৃশং সুধিয়ং বিবুধেষপি নাবলোকে। লোকেঽপ্যত্র ত্বত্তো নিকৃষ্টা অপি গুরূপদেশং বিনাপি স্বীয়বুদ্ধিবলাদেব তত্ত্বং জানন্তো দৃশ্যন্তে কিং পুনস্ত্বং সর্ব্বসুধীমুকুটমণির্মাদৃশগুরূপদিষ্টনিখিলতত্ত্ব ইত্যাহ,—প্রায়েণেতি। লোকতত্ত্ববিচক্ষণা দৃশ্যমানলোকভদ্রাভদ্রহেতুবিচারপ্রবীণাঃ। অশুভাশয়াৎ বিষয়বাসনাতঃ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে উদ্ধব, তুমি নিজেকে মূঢ়মতি মনে করিতেছ। আমি কিন্তু দেবগণের মধ্যেও তোমার ন্যায় সুধী দেখি না। এই লোকেও তোমা হইতে নিকৃষ্টগণও গুরুর উপদেশ বিনাই নিজ বুদ্ধিবলেই তত্ত্ব জানেন এরূপ দেখা যায়, আর তুমি সর্ব্বসুধীমুকুটমণি তাহার উপর আমার ন্যায় গুরু হইতে নিখিল-তত্ত্বের উপদেশ লাভ করিয়াছ, তোমার আবার কথা কি? লোকতত্ত্ব-বিচক্ষণ অর্থাৎ দৃশ্যমান লোকের ভদ্রাভদ্রহেতুবিচারে প্রবীণ। অশুভাশয় অর্থাৎ বিষয়বাসনা ॥১৯॥

অনুদর্শিনী। শ্রীউদ্ধব যেমন নিজেকে মূঢ়মতি বলিয়া প্রকাশ করিলেন, শ্রীভগবানও তাঁহার উত্তমতার পরিচয় দিয়া উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া জীবকুলকে অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বলিলেন যে—বিচক্ষণ ব্যক্তিরা নিজের প্রজ্ঞা ও অনুসন্ধানাত্মিকা বুদ্ধিবলে দৃশ্যমান লোকের ভদ্রাভদ্র বিচার করিয়া হিতকার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং অহিতকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকেও এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন—
"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।" গী ৬।৫

বিষয়াশক্তিরহিত মনের দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করিবে। আত্মাকে সংসার-সঙ্কল্পদ্বারা অবসন্ন করিবে না ॥ ১৯ ॥

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে ॥২০॥

অন্বয়। পুরুষস্য (মনুষ্যস্য) আত্মা এব আত্মনঃ (স্বস্য) বিশেষতঃ গুরুঃ (হিতাহিত জ্ঞানে গুরুঃ ভবতি) যৎ (যস্মাৎ) অসৌ (আত্মা) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং (প্রত্যেক্ষেণানুমানেন চ) শ্রেয়ঃ (পরমমঙ্গলম্) অনুবিন্দতে (লভতে) ॥২০॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! মনুষ্যের আত্মাই নিজের বিশেষভাবে হিতাহিত বিচারে গুরু হইয়া থাকে; কারণ ঐ আত্মা নিজেই প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা স্বীয় শ্রেয়ঃ লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ। য আত্মা কিঞ্চিৎ শ্রেয়ঃ প্রত্যক্ষেণ বিন্দতে কিঞ্চিৎ পরামৃশ্যানুমানেনাপি ॥২০॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা কোনও শ্রেয়ঃ প্রত্যক্ষদ্বারা লাভ করে, আর কোনও শ্রেয়ঃ পরামর্শ করিয়া অনুমান দ্বারা লাভ করে ॥২০॥

আত্মাই আত্মার গুরু বা বন্ধু—'আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ' গী ৬।৫॥২০॥

পুরুষত্বে চ মাং ধীরাঃ সাংখ্য-যোগবিশারদাঃ।
আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্ব্বশক্ত্যুপবৃংহিতম্ ॥২১॥

অন্বয়। (তত্র প্রত্যক্ষং দর্শয়তি) পুরুষত্বে (মনুষ্যজন্মনি) চ সাংখ্যযোগবিশারদাঃ (সাংখ্যযোগাভ্যাং বিশারদাঃ নিপুণবুদ্ধয়ঃ, অতএব) ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) সর্ব্বশক্ত্যুপবৃংহিতং (সর্ব্বাভিঃ শক্তিভিঃ উপবৃংহিতং পূর্ণং সর্ব্বশক্তিমন্তং) মাম্ আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি (সাক্ষাদাবিভূর্তমবলোকয়ন্তি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। মনুষ্যজন্মে সাংখ্যযোগনিপুণ বিবেকী পুরুষেরা সর্ব্বশক্তিমান্ আমাকে সাক্ষাৎ আবিভূর্তরূপে অবলোকন করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ। তত্রাপি মনুষ্যদেহগতা এব জীবাঃ প্রায়ো মাং জ্ঞাতুং প্রভবন্তীত্যাহ, পুরুষত্বে চেতি। তত্রাপি ধীরাঃ নির্ম্মৎসরাস্তত্রাপি সাংখ্যং জ্ঞানযোগভক্তিযোগস্তয়োর্বিচক্ষণাঃ। তত্রাচ শ্রুতি—"পুরুষত্বে চাবিস্তরামাত্মাসহিতপ্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি বিজ্ঞাতং পশ্যতি। বেদ শ্বস্তনং বেদ লোকালোকৌ মর্ত্তেনামৃতমীপ্সত্যেবং সম্পন্নোহথেতরেষাং পশূনামশনাপিপাসে এবাভিজ্ঞানম্" ইতি ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। মনুষ্য-দেহগত জীবগণ প্রায় আমাকে জানিতে সমর্থ। ধীর অর্থাৎ নির্ম্মৎসরগণ সাংখ্য এবং জ্ঞানযোগ-ভক্তিযোগে বিচক্ষণ। এ সম্বন্ধে বেদ বলিতেছেন—মনুষ্যজন্মে সম্যক্ আত্মসহিত প্রজ্ঞান দ্বারা সংযুক্ত হইয়া যাহা বিজ্ঞাত তাহার বলে দেখে, ভবিষ্যৎ দেখে, লোকালোক জানে, মর্ত্ত্য বলিয়া অমৃত ইচ্ছা করে —এইরূপ জ্ঞান সম্পন্ন। আর অন্যান্য পশুগণের আহার তৃষ্ণাই অভিজ্ঞান ॥ ২১ ॥

অনুদর্শিনী। মনুষ্যদেহধারী জীব সকলের মধ্যে যাহারা নির্ম্মৎসর এবং জ্ঞান ও ভক্তিযোগে বিচক্ষণ, তাঁহারাই আমাকে জানিতে সমর্থ হয়। কেননা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি দেহ অপেক্ষা মনুষ্যদেহে জ্ঞানের আধিক্য বর্ত্তমান। মনুষ্যদেহে আত্মা অতি প্রকটভাবে অবস্থান করে। মনুষ্যদেহস্থিত আত্মা প্রকৃষ্টজ্ঞানদ্বারা সম্পন্নতম হইয়া অর্থবিশিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করে, বিচারিত বস্তু উপাদেয়ত্বে দর্শন করে। ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া জানে। প্রকাশরূপ স্বর্গ এবং অপ্রকাশরূপ নরক—এই উভয়লোক জানে। মরণধর্ম্মযুক্ত দেহদ্বারা সাধন করিয়া অমৃত অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। এই প্রকার জ্ঞানদ্বারা আঢ্যতম। ইতর অর্থাৎ মনুষ্যব্যতিরিক্ত অশ্বাদি পশুগুণের ক্ষুধা-তৃষ্ণারই জ্ঞান আছে, শব্দার্থাদি জ্ঞান নাই।

মনুষ্যদেহ কেবল পশু প্রভৃতির দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ নহে, দেবগণেরও কাম্য—

অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥ ভাঃ ৫।১৯।২০

(দেবতাগণও এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন) অহো, এই ভারতবর্ষেজাত মানবগণ কি মহাপুণ্যজনক তপস্যাই না করিয়াছিলেন অথবা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি কোন সাধন ব্যতিরেকেই ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন! যেহেতু এই ভারতভূমিতে যে মনুষ্যজন্মলাভের নিমিত্ত আমরা বাসনামাত্রই করিয়া থাকি, ইঁহারা সেই ভারতাঙ্গনে মুকুন্দ-সেবনোপযোগি-মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

এক-দ্বি-ত্রি-চতুষ্পাদো বহুপাদস্তথাপদঃ।
বহ্ব্যঃ সন্তি পুরঃ সৃষ্টাস্তাসাং মে পৌরুষী প্রিয়া ॥২২॥

অন্বয়। একদ্বিত্রিচতুষ্পাদঃ বহুপাদঃ (অনেক পাদযুক্তাঃ) তথা অপদঃ (পদরহিতা ইতি) বহ্ব্যঃ পুরঃ (শরীরাণি ময়া) সৃষ্টাঃ সন্তি, তাসাং (মধ্যে) পৌরুষী

(মানুষী তনুঃ) মে (মম) প্রিয়া (পুরুষার্থসাধকত্বাৎ প্রিয়া ভবতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। পৃথিবীতে একপদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ এবং পদশূন্য নানাপ্রকার শরীর সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যে মনুষ্য শরীরই পুরুষার্থ-সাধকত্বহেতু আমার প্রিয় ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ। অতঃ পুরুষত্বং স্তৌতি,—একেতি ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই কারণে মনুষ্যত্বের প্রশংসা করিতেছেন ॥ ২২ ॥

অনুদর্শিনী। মনুষ্যদেহ ভগবানেরই প্রিয়—

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদন্দশূকান্
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ ॥ ভাঃ ১১।৯।২৮

অর্থ পরে দ্রষ্টব্য ॥২২॥

অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরম্।
গৃহ্যমাণৈর্গুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়। (অনুমানমাহ) অত্র (পৌরুষ্যাং পুরি মানবদেহে) যুক্তাঃ (পুরুষাঃ) গৃহ্যমাণৈঃ গুণৈঃ (বুদ্ধ্যাদিভিঃ) হেতুভিঃ (তথা) লিঙ্গৈঃ (ব্যাপ্তিমুখেন) অনুমানতঃ (অনুমানেন) অগ্রাহ্যং (অপ্রত্যক্ষমপি) ঈশ্বরং (প্রবর্ত্তকং) মাং অদ্ধা (সাক্ষাৎ) মৃগয়ন্তি (অন্বিষ্যন্তি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। আমার স্বরূপ ইন্দ্রিয়াদির অগোচর হইলেও এই মানবদেহধারী জীবগণ বুদ্ধ্যাদি গুণ এবং প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপ লক্ষণ-দর্শনে অনুমানের দ্বারা সকলের প্রবর্ত্তকস্বরূপ আমাকে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ। অত্র পৌরুষ্যাং পুরিস্থিতা অদ্ধা সাক্ষান্মাং কৃষ্ণরূপিণমপীশ্বরং মার্গয়ন্তি যুক্তা ভক্তিযোগবন্তঃ। হেতুভিঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদ্যৈঃ। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য" ইতি মদুক্তেঃ। ননু বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তকং ত্বামনুমানেন মার্গয়ন্তো দৃশ্যন্ত ইত্যত আহ,—গৃহ্যমাণৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্গুণৈর্লিঙ্গৈর্ব্যাপ্তিমুখেন যদনুমানং তস্মাদগ্রাহ্যং বুদ্ধ্যাদিকরণানি কর্ত্তৃপ্রযোজ্যানি করণত্বাদ্বাস্যাদিবদিত্যনুমানেনাস্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা জীবোহনুমীয়তে তথা প্রযোজকঃ স্বতন্ত্রোঽন্তর্যামী চ কথঞ্চিদনুমীয়তে ন তু কৃষ্ণঃ স্বয়ং ভগবানহং মম তর্কাতীতত্বান্মদ্রূপগুণলীলৈশ্বর্য্যাণামপ্যতর্কত্বাদিতি ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। এখানে মানবদেহে স্থিত জীবগণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপী-ঈশ্বর আমাকে ভক্তিযোগযুক্ত হইয়া অন্বেষণ করিতেছে। হেতুদ্বারা অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা, আমারই কথা, 'একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ আমাকে পাওয়া যায়' (ভাঃ ১১।১৪।২১) এই অনুসারে। যদি পূর্ব্বপক্ষ করা যায় যে ইহাও দেখা যায় যে লোকে বুদ্ধি প্রভৃতির প্রবর্ত্তক আপনাকে অনুমান সাহায্যেও অনুসন্ধান করে, তাহার উত্তর। গৃহ্যমাণ অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতি গুণও লিঙ্গের দ্বারা ব্যাপ্তিমুখে যে অনুমান তাহা হইতে অগ্রাহ্য ; বুদ্ধি প্রভৃতি করণগুলি কর্ত্তার দ্বারা প্রযোজ্য বা তাহারা বাস্যাদিতুল্য করণ বলিয়া অনুমান দ্বারা অস্বতন্ত্র কর্ত্তা জীবকেই অনুমান করা যায়, প্রযোজক স্বতন্ত্র অন্তর্যামীও কিছু অনুমান করা যায়, কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ আমি যে কৃষ্ণ আমাকে অনুমান করা যায় না, যেহেতু আমি তর্কাতীত ও আমার রূপগুণলীলা-ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিও তর্কের বাহিরে ॥ ২৩ ॥

অনুদর্শিনী। অনুমানের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সন্ধান পাওয়া যায়—

ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ ॥

ভাঃ ২।২।৩৫

শ্রীশুকদেব বলিলেন—জীব, বুদ্ধি প্রভৃতির সাহায্যে সকল প্রাণিতে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত ভগবান্ হরিকে অনুভব করিতে পারেন। আবার করণস্বরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি হেতু দ্বারা দ্রষ্টা-জীবাত্মাও অনুমান দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে।

বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা বাহ্য জাগতিক বস্তুসকল উপলব্ধ হয়। কিন্তু দৃশ্য বস্তু ও বুদ্ধ্যাদি জড়। তাহা

হইলে উপলব্ধি কর্ত্তা ও দ্রষ্টা যে চেতন, তদ্বিষয়ে আর বিচারের প্রয়োজন হয় না। কেননা, চেতন দ্রষ্টা ব্যতীত তাহাদিগের দর্শন সম্ভবপর নহে। অতএব বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্যকারিতাশক্তি-দর্শনের দ্বারাই চেতন জীবাত্মা অনুমিত হন। যেমন বাস্যাদি (বাসী আদি—'বাইস' নামক) অস্ত্র কাষ্ঠছেদনে উপযুক্ত হইলেও স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে পারে না, তাহাদের ব্যবহারের নিমিত্ত প্রয়োগ কর্ত্তা সূত্রধরের প্রয়োজন; তদ্রূপ বুদ্ধি আদি বোধনাদি কার্য্যে তৎপর হইলেও উহারা জড় এবং করণস্থানীয় বলিয়া চেতন জীবাত্মা উহাদিগকে ব্যবহার করিয়া জ্ঞানাদিক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতেছেন।

যেরূপ একদেহস্থিত বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগ-কর্ত্তা জীব, তদ্রূপ সর্ব্বজীবেরই প্রযোজক অন্তর্যামীও বিচারসিদ্ধ এবং কথঞ্চিৎ অনুমিত হয়। কেননা বাস্যাদি যন্ত্রসমূহের পরিচালক সূত্রধর কর্ম্মকর্ত্তা হইলেও সে যেমন গৃহস্বামীর অধীন; তাহারই ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করে এবং তাহারই বিচারানুসারে নিজকর্ম্মের তারতম্যে স্বামি-প্রদত্ত যথাযোগ্য পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হয় আবার কখনও বা কিছুই প্রাপ্ত হয় না; তদ্রূপ বুদ্ধ্যাদির প্রযোজক জীবাত্মাও অস্বতন্ত্র। কর্ত্তৃত্বে ও ভোক্তৃত্বে তাহার স্বাধীনতা নাই। কেননা, বুঝা যায় যে, অনেক সময় জীবাত্মা নিজের ইচ্ছা সত্ত্বেও যেন কাহারও ইঙ্গিতের অভাবে অভিলষিত কার্য্য করিতে পারে না, আবার অনেক সময় বিশেষ উদ্যম ও উৎসাহে কার্য্য করিয়াও যেন কাহারও আনুকূল্যের অভাবে অভীষ্ট ফললাভে বঞ্চিত হয়। এই কথঞ্চিৎ অনুমিত তত্ত্বই জীবপ্রেরক, জীবের কর্ম্মফলদাতা স্বতন্ত্রকর্ত্তা পরমাত্মা।

(—শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মার্থ)।

অনুমান দ্বারা অস্বতন্ত্রকর্ত্তা জীবকে এবং স্বতন্ত্রকর্ত্তা অন্তর্যামীকেও কিছু অনুমান করা গেলেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অনুমান করা যায় না। কেননা, তিনি অন্তর্যামীরও অংশী —

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

গী ১০।৪২

হে অর্জ্জুন, অধিক কি বলিব, আমি এক অংশে পরমাত্মারূপে অখিল জগতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত।

সুতরাং পরমাত্মা কৃষ্ণাংশবৈভব—

পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার 'আত্মা' হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস॥

চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ

অতএব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনুমানাদির দ্বারা জ্ঞেয় নহেন। তিনি, তাঁহার রূপগুণলীলা ও ঐশ্বর্য্য সকলই তর্কাতীত—

"অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥"

চরিতামৃত ম ৬ পঃ

অপ্রাকৃত বস্তু তর্কাতীত—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব ৫।২২

যে ভাব অচিন্ত্য তাহাতে তর্কের যোজনা করা উচিত হয় না। অচিন্ত্যের লক্ষণ এই যে—উহা প্রকৃতির অতীত।

কেননা, - "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"—ব্রহ্মসূত্র ২।১।১১

তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই।

ভগবান্, তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ।
অচিন্ত্যপ্রভাব তিনের না যায় কথন॥

চরিতামৃত ম ৬ পঃ

অলৌকিক কৃষ্ণলীলা, দিব্য শক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাঁহার॥

ঐ অ ১৯ পঃ

ভক্তিলভ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির মুখ্যাঙ্গ - শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারাই লভ্য—

শৃণ্বতাং গদতাং শশ্বদর্চ্চতাং ত্বাভিবন্দতাম্।
নৃণাং সংবদতামন্তর্হৃদি ভাস্যমলাত্মনাম্॥

ভাঃ ১০।৮৬।৪৬

ভক্ত শ্রুতদেব বলিলেন - হে ভগবন্, আপনি নিরন্তর ভবদীয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চন, বন্দন এবং পরস্পর ভবৎকথা

সংলাপরত মৎসরাদি মালিন্যরহিতাত্ম পুরুষগণের হৃদয়মধ্যে প্রকাশিত হন।

হৃদিস্থোঽপ্যতিদূরস্থঃ কর্ম্মবিক্ষিপ্তচেতসাম্।
আত্মশক্তিভিরগ্রাহ্যোঽপ্যন্ত্যুপেতগুণাত্মনাম্॥

ভাঃ ১০।৮৬।৪৭

আপনি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অবস্থান করিলেও কর্ম্মবিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষগণের অহঙ্কার প্রভৃতি আত্মশক্তির দ্বারা অগ্রাহ্য এবং অতিদূরে অবস্থিত হইয়া থাকেন; পরন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সংস্কারযুক্ত বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষগণের নিকটেই বর্ত্তমান থাকেন।

"উপেতগুণাত্মনাম্ উপেতঃ প্রাপ্ত শ্রবণকীর্ত্তনাদিসংস্কার আত্মা অন্তঃকরণং যেষাং তেষাম্"—শ্রীধর ॥ ২৩ ॥

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
অবধূতস্য সংবাদং যদোরমিততেজসঃ ॥২৪॥

অন্বয়। (ভূয়ঃ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামসম্ভাবনা দনিবৃত্যাবিতিহাসমাহ অত্র অপি (অস্মিন্ বিষয়ে) অমিততেজসঃ (পরমবিবেকিনঃ) অবধূতস্য যদোঃ চ সংবাদং (সংবাদরূপম্) ইমং (বক্ষ্যমাণং) পুরাতনম্ ইতিহাসম্ (ইতিবৃত্তং বৃদ্ধাঃ) উদাহরন্তি (দৃষ্টান্ততয়া বর্ণয়ন্তি) ॥২৪॥

অনুবাদ। এ বিষয়ে পরমবিবেকী অবধূত এবং যদুর সংবাদরূপ এই পুরাতন ইতিবৃত্ত প্রাচীনগণ বর্ণন করিয়া থাকেন ॥২৪॥

বিশ্বনাথ। অত্রাপি অনুমানগম্যত্বেঽপ্যন্তর্যামিস্বরূপস্য মম প্রাপ্তাবপি ॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ। এই বিষয়েও অর্থাৎ অন্তর্যামিস্বরূপ আমি অনুমানদ্বারা অধিগম্য বা প্রাপ্তিযোগ্য হইলেও ॥২৪॥

অনুদর্শিনা। পূর্ব্বশ্লোকের অনুদর্শিনীর বিচার দ্রষ্টব্য ॥২৪॥

অবধূতং দ্বিজং কঞ্চিচ্চরন্তমকুতোভয়ম্।
কবিং নিরীক্ষ্য তরুণং যদুঃ পপ্রচ্ছ ধর্ম্মবিৎ ॥২৫॥

অন্বয়। ধর্ম্মবিৎ (ধর্ম্মজ্ঞঃ) যদুঃ অকুতোভয়ং (নির্ভয়ং) চরন্তং কবিং (বিবেকিনং) তরুণম্ অবধূতং (অভ্যঙ্গাদিসংস্কাররহিতদেহং) কঞ্চিৎ দ্বিজং নিরীক্ষ্য (তং) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্) ॥২৫॥

অনুবাদ। কোন এক সময়ে ধার্ম্মিক যদু নির্ভয়ে বিচরণশীল বিবেকী দেহাদিসংস্কাররহিত তরুণবয়স্ক জনৈক অবধূত দ্বিজকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২৫॥

শ্রীযদুরুবাচ।

কুতো বুদ্ধিরিয়ং ব্রহ্মন্নকর্ত্তুঃ সুবিশারদা।
যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ ॥২৬॥

অন্বয়। শ্রীযদুঃ উবাচ,—(হে) ব্রহ্মন্! অকর্ত্তুঃ (কর্ম্মাণি অকুর্ব্বতস্তব) ইয়ং সুবিশারদা (অতিনিপুণা) বুদ্ধিঃ কুতঃ কস্মাৎ জাতা, যাং (বুদ্ধিম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) ভবান্ বিদ্বান্ (অপি) বালবৎ লোকং (অখিলভুবনং) চরতি (পর্য্যটতি) ॥২৬॥

অনুবাদ। শ্রীযদু বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি কোনওরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও আপনার এই প্রকার অতিনিপুণা বুদ্ধি কিরূপে উৎপন্ন হইল? যাহার বলে আপনি বিদ্বান্ হইয়াও বালকের ন্যায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন ॥২৬॥

প্রায়ো ধর্ম্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াঞ্চ মানবাঃ।
হেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষো যশসঃ শ্রিয়ঃ ॥২৭॥

অন্বয়। (বৈলক্ষণ্যমেবাহ) প্রায়ঃ মানবাঃ আয়ুষঃ যশসঃ শ্রিয়ঃ হেতুনা (কামনয়া) এব ধর্ম্মার্থকামেষু (তথা) বিবিৎসায়াং চ (আত্মবিচারে চ) সমীহন্তে (প্রবর্ত্তন্তে) ॥২৭॥

অনুবাদ। পৃথিবীতে মনুষ্যগণ প্রায়ই আয়ুঃ যশঃ ও ঐশ্বর্য্য কামনায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হন ॥২৭॥

বিশ্বনাথ। ধর্ম্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াং বিবিদিষায়ামাত্মবিচারে চ আয়ুরাদের্হেতুনা কামনয়ৈব সমীহন্তে প্রবর্ত্তন্তে ॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ। ধর্ম্মার্থকামে বিবিৎসা বিবিদিষা অর্থাৎ আত্মবিচারেও আয়ু আদির হেতু অর্থাৎ কামনাদ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় ॥২৭॥

অনুদর্শিনী। সাধারণ লোকের তুচ্ছ ফল-কামনায় ধর্ম্মার্থকাম ও আত্মবিচারে প্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়া সাধারণ লোক হইতে অবধূতের বুদ্ধির বৈশিষ্ট্যই দেখাইতেছেন ॥২৭॥

ত্বন্তু কল্পঃ কবির্দক্ষঃ সুভগোঽমৃতভাষণঃ।
ন কর্ত্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্মত্তপিশাচবৎ ॥২৮॥

অন্বয়। ত্বং তু (পরন্তু) কল্পঃ (সমর্থঃ) কবিঃ (জ্ঞানী) দক্ষঃ (নিপুণঃ) সুভগঃ (সুন্দরঃ) অমৃতভাষণঃ (মধুরভাষী অপি) জড়োন্মত্তপিশাচবৎ কর্ত্তা ন (কস্যচিদপি কর্ম্মণঃ কর্ত্তা ন ভবসি, তথা) কিঞ্চিৎ (অপি) ন ঈহসে (ন ইচ্ছসি চ) ॥২৮॥

অনুবাদ। পরন্তু আপনি সমর্থ, জ্ঞানী, নিপুণ, সুন্দর, মধুরভাষী হইয়াও জড়, উন্মত্ত এবং পিশাচের ন্যায় বর্ত্তমান থাকিয়া কোনরূপ কার্য্যের সম্পাদন বা চেষ্টা করিতেছেন না ॥২৮॥

বিশ্বনাথ। ত্বন্তু ন কস্যচিৎ কর্ম্মণঃ কর্ত্তা ন চ কিমপীহসে তত্র কল্প ইতি ন ত্বসামর্থ্যেনেত্যর্থঃ। কবিরিতি নাজ্ঞানেন দক্ষ ইতি ন ত্বনৈপুণ্যেন সুভগ ইতি ন তু কৌরূপ্যেণ হেতুনা বনিতাদিকমিচ্ছসীত্যর্থঃ। মিতভাষণ ইতি ন ত্ববাগ্মিতয়া কেনাপি সহ সংলাপমিচ্ছসীত্যর্থঃ। কিন্ত্বেতাদৃশোঽপি জড়াদিবদ্বর্ত্তসে ॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ। কিন্তু আপনি কোন কার্য্যের কর্ত্তা নন, কিছুর জন্যই আপনি চেষ্টা করেন না অথচ সেই বিষয়ে কল্প অর্থাৎ অসামর্থ্যবশতঃ নহে, কবি অর্থাৎ অজ্ঞানজন্য নহে, দক্ষ অর্থাৎ অনিপুণ বলিয়া নহে, সুভগ অর্থাৎ কুরূপ বলিয়া বনিতাদি ইচ্ছা করেন না—এমন নহে, মিতভাষণ অর্থাৎ অবাগ্মী বলিয়া যে কাহারও সহিত সংলাপ ইচ্ছা করেন না—এমন নহে। কিন্তু এইরূপ হইয়াও আপনি জড়াদির ন্যায় থাকেন ॥২৮॥

অনুদর্শিনী। মূক, বধির প্রভৃতি জনগণ নিজ নিজ শক্তির অভাবেই ভাষণ-শ্রবণাদি ব্যাপারে উদাসীন হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ সর্ব্বসামর্থ্য থাকিতেও স্বেচ্ছায় অবধূতের আচরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥২৮॥

জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভদবাগ্নিনা।
ন তপ্যসেঽগ্নিনা মুক্তো গঙ্গাম্ভঃস্থ ইব দ্বিপঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়। (মহানন্দশ্চ তব কুত ইতি পৃচ্ছতি) কামলোভদবাগ্নিনা (কামলোভরূপদাবাগ্নিনা) জনেষু (নরেষু) দহ্যমানেষু (সন্তপ্যমানেষু অপি ত্বম্) অগ্নিনা মুক্তঃ গঙ্গাম্ভঃস্থঃ দ্বিপঃ (গজঃ) ইব ন তপ্যসে (ন তপ্তো ভবসি) ॥২৯॥

অনুবাদ। কামলোভরূপ দাবানলে মানবগণ নিরন্তর দহ্যমান হইলেও আপনি অগ্নিসন্তাপমুক্ত গঙ্গাজলমধ্যস্থিত হস্তীর ন্যায় সন্তাপে তপ্ত হইতেছেন না ॥২৯॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ তরুণস্যাপি তব কামাদিসন্তাপো ন কুত ইতি পৃচ্ছতি জনেষ্বেতি ॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ। আর তরুণ হইলেও আপনার কামাদি সন্তাপ কেন নাই এই প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥

ত্বং হি নঃ পৃচ্ছতাং ব্রহ্মন্নাত্মন্যানন্দকারণম্।
ব্রূহি স্পর্শবিহীনস্য ভবতঃ কেবলাত্মনঃ ॥৩০॥

অন্বয়। (হে) ব্রহ্মন্! স্পর্শবিহীনস্য (বিষয়ভোগরহিতস্য) কেবলাত্মনঃ (কলত্রাদিশূন্যস্য) ভবতঃ আত্মনি (মনসি) আনন্দকারণং পৃচ্ছতাং নঃ (অস্মাকং সমীপে) হি ত্বং ব্রূহি (আনন্দস্য কারণং কথয়) ॥৩০॥

অনুবাদ। হে ব্রহ্মন্! বিষয়ভোগাদিরহিত, কলত্রাদিশূন্য হইয়াও আপনি কিরূপে হৃদয়ে এই প্রকার আনন্দলাভ করিতেছেন তাহার কারণ-জিজ্ঞাসু আমাদিগকে তাহা বর্ণন করুন ॥৩০॥

বিশ্বনাথ। মুখমেব বার্ত্তাং কথয়তীতি ন্যায়েন দৃশ্যমান এতাবানানন্দশ্চ তব কুত ইতি পৃচ্ছতি ত্বং হীতি। স্পর্শো বিষয়ভোগঃ কেবলাত্মনঃ একাকিনঃ ॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ। মুখই বার্ত্তা বলিয়া থাকে—এই ন্যায়ানুসারে দৃশ্যমান এত আনন্দ আপনার কিরূপে হইল —এই প্রশ্ন। স্পর্শ অর্থাৎ বিষয়ভোগ, কেবলাত্মা অর্থাৎ একাকী ॥ ৩০ ॥

অনুদর্শিনী। মুখেই মানুষের হৃদয়ের ভাব প্রকাশ পায়। অবধূত মহাশয়ের মুখে মহানন্দের প্রকাশ দেখিয়া যদু তাঁহাকে বলিলেন—সঙ্গপ্রিয় মানব অপরের সঙ্গে বিষয়ভোগে আনন্দ লাভ করে, আর আপনি ভোগরহিত ও নিঃসঙ্গ হইয়া এতাদৃশ আনন্দ লাভ করিয়াছেন কিরূপে ? ৩০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যদুনৈবং মহাভাগো ব্রহ্মণ্যেন সুমেধসা।
পৃষ্টঃ সভাজিতঃ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতং দ্বিজঃ ॥৩১॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—ব্রহ্মণ্যেন (ব্রাহ্মণ-পরিচর্য্যাকারিণা) সুমেধসা (বুদ্ধিমতা) যদুনা এবং সভাজিতঃ (সৎকৃতঃ) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) মহাভাগঃ দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণঃ) প্রশ্রয়াবনতং (প্রশ্রয়েণ বিনয়েন অবনতং নৃপং) প্রাহ (উক্তবান্) ॥৩১॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন, ব্রাহ্মণদিগের পরিচর্য্যাপরায়ণ, বুদ্ধিমান্ যদুকর্ত্তৃক এইরূপে পূজিত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাভাগ ব্রাহ্মণ বিনয়াবনত রাজাকে বলিতে লাগিলেন ॥৩১॥

বিশ্বনাথ। ব্রহ্মণ্যেনেতি তৎপরিচর্য্যয়ৈব তদ্বশী-করিষ্ণুনেত্যর্থঃ। সুমেধসেতি স্ববুদ্ধিপ্রণীততন্মনস্কেনেতি তৎপ্রতিবচনে হেতুঃ ॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ। ব্রহ্মণ্য অর্থাৎ পরিচর্য্যাদ্বারা ব্রাহ্মণকে যিনি বশ করেন, সুমেধা অর্থাৎ স্ববুদ্ধিপ্রণীত তন্মনস্ক। যদুর প্রশ্নে ব্রাহ্মণের প্রতিবচনে বা উত্তরদানে ইহাই হেতু ॥ ৩১ ॥

অনুদর্শিনী। ভগবান্, ধর্ম্মজ্ঞ যদুর স্বভাব ও বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ।
যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান্ শৃণু ॥৩২॥

অন্বয়। শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ,—(হে) রাজন্! (অহং) যতঃ (যেভ্যো গুরুভ্যঃ) বুদ্ধিং (জ্ঞানম্) উপাদায় (সংগৃহ্য) মুক্তঃ (সংসারসন্তাপাৎ মুক্তঃ সন্) ইহ (ভূলোকে) অটামি (পর্য্যটামি, তাদৃশাঃ) বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ (বুদ্ধ্যৈ-বোপাশ্রিতাঃ স্বীকৃতা ন তু উপদেশেন) মে (মম) বহবঃ গুরবঃ সন্তি। তান্ (গুরূন্) শৃণু ॥৩২॥

অনুবাদ। শ্রীব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে রাজন্! আমি যে সকল গুরুবর্গের নিকট হইতে জ্ঞানলাভকরতঃ সংসার-তাপ হইতে মুক্ত হইয়া এই ভূলোকে পর্য্যটন করিতেছি, আমার স্বীয় বুদ্ধিবলে স্বীকৃত সেই সকল গুরু জগতে বর্ত্তমান আছেন। তাঁহাদের নাম শ্রবণ করুন ॥৩২॥

বিশ্বনাথ। বুদ্ধ্যৈবোপাশ্রিতাঃ ন তূপদেশেন সাংসারিকসন্তাপামুক্তঃ ॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ। বুদ্ধ্যুপাশ্রিত, উপদেশদ্বারা সাংসারিক সন্তাপ-মুক্ত নহে ॥ ৩২ ॥

অনুদর্শিনী। ব্রাহ্মণ যদুকে বলিলেন যে, আমি নিজ বুদ্ধিদ্বারাই তাঁহাদিগকে গুরুত্বে গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাদের নিকট হইতে সাক্ষাৎ উপদেশ পাই নাই।

সাংসারিক সন্তাপ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ॥৩২॥

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্গজঃ ॥৩৩॥
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ ॥৩৪॥

এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষা বৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ ॥৩৫॥

অন্বয়। (গুরূনাহ) (হে) রাজন্! পৃথিবী বায়ুঃ আকাশম্ আপঃ অগ্নিঃ চন্দ্রমাঃ রবিঃ কপোতঃ অজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গঃ মধুকৃৎ (ভৃঙ্গঃ) গজঃ মধুহা ব্যাধঃ হরিণঃ মীনঃ পিঙ্গলা (তন্নাম্নী বেশ্যা) কুররঃ (পক্ষিবিশেষঃ) অর্ভকঃ (বালকঃ) কুমারী শরকৃৎ (অয়স্কারঃ) সর্পঃ ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ (ভ্রমরবিশেষঃ) এতে চতুর্ব্বিংশতিঃ গুরবঃ মে (ময়া) আশ্রিতাঃ (বুদ্ধ্যা স্বীকৃতাঃ) এতেষাং (গুরূণাং) বৃত্তিভিঃ (আচরণৈঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) শিক্ষাঃ (শিক্ষণীয়ান্ অর্থান্) ইহ অন্বশিক্ষম্ (জ্ঞাতবান্ অস্মি) ॥৩৩-৩৫॥

অনুবাদ। হে রাজন্! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, কপোত, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, ভ্রমর, হস্তী, মধুহরণকারী, ব্যাধ, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলানাম্নী বেশ্যা, কুরর পক্ষী, বালক, কুমারী, বাণনির্ম্মাণকারী কোনও এক লৌহকার, সর্প, ঊর্ণনাভ এবং পেশকারী (কীট)—এই চতুর্ব্বিংশতি গুরুকে আমি নিজবুদ্ধিদ্বারা হৃদয়ে আশ্রয় করিয়াছি, ইহাদের আচরণ দর্শন করিয়া স্বয়ং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ অবগত হইয়াছি ॥৩৩-৩৫॥

বিশ্বনাথ। এতেষাং বৃত্তিভিরেবাত্মনঃ শিক্ষাঃ শিক্ষণীয়ানর্থান্ অন্বশিক্ষম্ ॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ। ইহাদের বৃত্তিদ্বারাই শিক্ষা অর্থাৎ শিক্ষণীয় অর্থসমূহ ইহাদের অনুসরণে শিখিয়াছি ॥৩৫॥

যতো যদনুশিক্ষামি যথা বা নাহুষাত্মজ।
তত্তথা পুরুষব্যাঘ্র নিবোধ কথয়ামি তে ॥৩৬॥

অন্বয়। (হে) নাহুষাত্মজ! (যযাতিপুত্র) পুরুষব্যাঘ্র! যতঃ (যস্মাদ্ গুরোঃ সকাশাৎ) যথা বা (যেন প্রকারেণ) যৎ অনুশিক্ষামি তৎ (শিক্ষণীয়ং বিষয়ং) তথা তে (তুভ্যং) কথয়ামি নিবোধ (শৃণু) ॥৩৬॥

অনুবাদ। হে যযাতিনন্দন! পুরুষব্যাঘ্র! আমি এই সকল গুরুবর্গের মধ্যে যাহা যেরূপে শিক্ষা করিয়াছি তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥৩৬॥

ভূতৈরাক্রম্যমাণোঽপি ধীরো দৈববশানুগৈঃ।
তদ্বিদ্বান্ন চলেন্মার্গাদন্বশিক্ষং ক্ষিতেৰ্ব্রতম্ ॥৩৭॥

অন্বয়। (ক্ষিতেঃ ক্ষমাং শিক্ষিতবানিত্যাহ) ধীরঃ (বিবেকী) দৈববশানুগৈঃ (দৈবাধীনৈঃ) ভূতৈঃ (প্রাণিভিঃ) আক্রম্যমাণঃ (পীড্যমানঃ) অপি তৎ বিদ্বান্ (ভূতানাং দৈববশবর্ত্তিত্বং জানন্) মার্গাৎ (ধর্ম্মমার্গাৎ) ন চলেৎ (ন বিচলিতো ভবেৎ) ক্ষিতেঃ (জনৈঃ পাদাঘাতাদিভিঃ পীড্যমানায়া অপি অবিচলিতায়াঃ পৃথিব্যা ইতি ক্ষমারূপং) ব্রতং (নিয়মম্) অন্বশিক্ষম্ (অনুশিক্ষিতবানস্মি) ॥৩৭॥

অনুবাদ। ধীর ব্যক্তি দৈবাধীনে ভূতগণের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াও উহাকে দৈবপ্রেরিত জানিয়া ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইবেন না; প্রাণিপদাহতা হইয়াও পৃথিবীর অবিচলিত অবস্থা দর্শনে আমি তাহার নিকট হইতে ক্ষমাব্রত শিক্ষা করিয়াছি ॥৩৭॥

বিশ্বনাথ। ক্ষিতেঃ ক্ষমাং শিক্ষিতবানিত্যাহ,—ভূতৈরিতি। দৈববশাঃ পিত্রাদয়স্তেষাং অনুগৈঃ। তদ্বিদ্বান্ ভূতানাং দৈববশবর্ত্তিত্বং জানন্ ॥৩৭॥

বঙ্গানুবাদ। পৃথিবীর নিকট ক্ষমাগুণ শিখিয়াছিলেন, তাই বলিতেছেন। দৈববশ পিত্রাদি তাঁহাদের অনুগগণের সহিত, তদ্বিদ্বান্ অর্থাৎ ভূতগণের দৈববশবর্ত্তিত্ব জানেন ॥ ৩৭ ॥

অনুদর্শিনী। "দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং"—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।
—সর্ব্ব জগৎ দৈবাধীন।
"মা কঞ্চন শুচো রাজন্ যদীশ্বরবশং জগৎ"—ভাঃ।১।১৩।৪১
নারদ বলিলেন—হে রাজন্, কাহারও জন্য শোক করিও না। যেহেতু এই জগৎ ঈশ্বরের অধীন। অতএব দৈবাধীন অন্য ভূত বা জীবের নিকট হইতে প্রাপ্ত দুঃখ দৈববিহিত—আমারই প্রাপ্য জানিয়া ক্ষিতির ন্যায় সহ্য করিতে হইবে ॥৩৭॥

শশ্বৎ পরার্থসর্ব্বেহঃ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ।
সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাম্ ॥৩৮॥

অন্বয়। (পর্ব্বতরূপা বৃক্ষরূপা চ যা পৃথিবী তস্যাঃ শিক্ষিতমাহ) শশ্বৎ (সর্ব্বদা) পরার্থসর্ব্বেহঃ (পরার্থাঃ পরোপকারার্থাঃ সর্ব্বা ঈহা যস্য সঃ) পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ (পরার্থ এব একান্ততঃ সম্ভবো যস্য সঃ) সাধুঃ ভূভৃত্তঃ (পর্ব্বতাৎ) (তস্য হি বৃক্ষতৃণনির্ঝরপ্রসবক্রিয়াঃ পরার্থা এব যথা তদ্বৎ) শিক্ষেত। তথা (তদ্বৎ) নগশিষ্যঃ (নগস্য বৃক্ষস্য শিষ্যঃ সন্) পরাত্মতাং (পরাধীনাত্মতাং শিক্ষেত ইতি) ॥৩৮॥

অনুবাদ। পরের উপকারের জন্য যাঁহার সকল চেষ্টা এবং পরোপকারের জন্য যাঁহার জীবন সেই সাধু পরোপকারার্থে বৃক্ষ, তৃণ, নির্ঝরাদিপ্রসবকারী পর্ব্বতের নিকট হইতে পরোপকারবৃত্তি এবং বৃক্ষের শিষ্য হইয়া পরাধীন জীবন শিক্ষা করিবেন ॥৩৮॥

বিশ্বনাথ। পর্ব্বতরূপা বৃক্ষরূপা চ যা পৃথিবী তস্যাঃ শিক্ষিতং ক্রমেণাহ, শশ্বদিতি। পরার্থাঃ সর্ব্বা ঈহাঃ ভূধারণনির্ঝরোৎক্রমণস্বোৎপন্নরত্নাদিপ্রদানরূপাশ্চেষ্টা যস্য সঃ। ভূভৃত্তঃ শিক্ষেৎ শিক্ষয়া চ এবম্ভূতো ভবেদিত্যন্বয়ঃ। নগস্য বৃক্ষস্য শিষ্যঃ সন্ পরাত্মতাং শিক্ষেত। পরেষ্বেবার্পিত আত্মা যেন তস্য ভাবস্তত্তা তাং। বৃক্ষং খলু স্থানাৎ স্থানান্তরং নীত্বা যদারোপয়তি সেচনাদিকঞ্চ করোতি তত্র সোঽনুমন্যত এব ন তু বিপ্রতিপদ্যত ইতি। তথা যোগী ভবেদিতি পর্ব্বতাদত্র বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ ॥৩৮॥

বঙ্গানুবাদ। পর্ব্বতরূপা ও বৃক্ষরূপা যে পৃথিবী তাহার শিক্ষা ক্রমে বলিতেছেন। পরার্থসর্ব্বেহ অর্থাৎ যাহার ঈহা বা চেষ্টা সমস্তই পরার্থ অর্থাৎ ভূধারণ, নির্ঝরোৎক্রমণ স্বোৎপন্নরত্নাদিপ্রদানরূপ। ভূভৃৎ পর্ব্বত হইতে শিক্ষা করা উচিত, শিক্ষাদ্বারা এইরূপ হওয়া উচিত। নগ অর্থাৎ বৃক্ষের শিষ্য হইয়া পরাত্মতা শিক্ষা করা উচিত। পরে অর্পিত আত্মা যার সে পরাত্ম। বৃক্ষ একস্থান হইতে অন্যস্থানে আনিয়া যখন আরোপণ করা ও সেচনাদি করা হয়, সেখানে সে অনুমোদিত হয়, বিপ্রতিপন্ন হয় না। সেইরূপ যোগী হওয়া উচিত, এই স্থলে পর্ব্বত হইতে পার্থক্য দ্রষ্টব্য ॥৩৮॥

অনুদর্শিনী। পৃথিবীর অন্তঃপাতী পর্ব্বত ও বৃক্ষকে গুরুত্বে প্রকাশ করিতেছেন—পর্ব্বত যেমন পরোপকারার্থেই উৎপন্ন হইয়া ভূধারণাদি চেষ্টাবিশিষ্ট, যোগীও তদ্রূপ সেই শিক্ষায় পরার্থেই জীবন ধারণ করিবেন। কেননা—'সজ্জনার্থেঽনুমন্যেত ঐহিকীং বৃদ্ধিমাত্মনঃ'।

পর্ব্বত হইতে বৃক্ষের পরোপকারকার্য্যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাই, বৃক্ষের শিষ্য হইয়া তৎকৃত পরোপকারকার্য্য-প্রণালী শিক্ষার ব্যবস্থা। পর্ব্বত একস্থানে স্বাধীনভাবে অবস্থিত হইয়া পরোপকারী। আর বৃক্ষ পরাধীনে পরের বিবিধ উপদ্রব সহ্য করিয়াও পরার্থপর। অন্যের দ্বারা অবখণ্ডিত বা উৎপাটিত হইয়া বৃক্ষ একস্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হইয়া আরোপিত হইয়াও তথায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং খণ্ডনাদি কার্য্যকারিগণেরই উপকার করিয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে বলিলেন—

পশ্যৈতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্।
বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ ॥
অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥
পত্রপুষ্পফলচ্ছায়া-মূলবল্কলদারুভিঃ।
গন্ধনির্য্যাসভস্মাস্থি তোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে ॥

ভাঃ ১০।২২।৩২।৩৪

তোমরা একমাত্র পরোপকারের জন্য জীবনধারী মহাভাগ্যবান্ এই বৃক্ষগণকে দর্শন কর। ইহারা স্বয়ং বাত, বর্ষা, ও রৌদ্র সহ্য করিয়া আমাদের তজ্জন্য কষ্ট নিবারণ করিতেছে। ইহারা সমস্ত জীবের জীবিকাস্বরূপ, অতএব ইহাদের জীবন ধন্য। সজ্জনগণের ন্যায় ইহাদের নিকট হইতেও যাচকগণ কখনও বিমুখ হইয়া নিবৃত্ত হয় না। ইহারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, পুষ্পাদিগন্ধ, নির্য্যাস, ভস্ম, অস্থি এবং পল্লবাদির অঙ্কুর প্রদানে সকলের অভিলাষ পূরণ করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায়ও বৃক্ষের আদর্শে কৃষ্ণভজনের শিক্ষা পাওয়া যায়—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৩য় শ্লোঃ

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয়॥ চৈঃ চ অ ২০প॥৩৮॥

——

প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।
জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্য্যেত বাঙ্মনঃ॥৩৯॥

অন্বয়। (বায়ুরপি দ্বিবিধঃ প্রাণো বাহ্যশ্চ, তত্র প্রাণস্য গুরুত্বমাহ) জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত, বাঙ্মনঃ (যথা) ন অবকীর্য্যেত (ন বিক্ষিপ্যেত), মুনিঃ (তথা) প্রাণবৃত্ত্যা এব সন্তুষ্যেৎ (প্রাণোহ্যাহারাদিমাত্রেণ বর্ত্ততে রূপরসাদীন্ ইন্দ্রিয়বিষয়াংস্তু ন পেক্ষতে, তথা মুনিরপি ভবেদিত্যর্থঃ।) ইন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ ন এব (ইন্দ্রিয়বৃত্ত্যা সন্তোষং ন গচ্ছেৎ)॥৩৯॥

অনুবাদ। প্রাণবায়ু যেরূপ জীবনধারণোপযোগী কেবলমাত্র আহারাদি লাভ করিয়াই প্রবাহিত থাকে, রূপ-রসাদি বিষয়ের অপেক্ষা করে না, সেইরূপ মুনিব্যক্তিও যাহাতে জ্ঞান বনষ্ট এবং বাক্য-মন বিক্ষিপ্ত না হয়, তাদৃশ প্রাণধারণোপযোগী জীবিকা অবলম্বনে সন্তুষ্ট থাকিবেন, পরন্তু বিষয়-সম্ভোগদ্বারা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন না॥৩৯॥

বিশ্বনাথ। বায়ুরপি দ্বিবিধঃ প্রাণো বাহ্যশ্চ, তত্র প্রাণাচ্ছিক্ষিতমাহ—প্রাণবৃত্ত্যেতি। প্রাণো হ্যাহারাদিমাত্রেণ প্রবর্ত্ততে রূপরসাদীনিন্দ্রিয়বিষয়াংস্তু নাপেক্ষত ইত্যাহ,—ইন্দ্রিয়প্রিয়ৈর্বিষয়ৈঃ। তথা মুনিরপি ভবেদিত্যর্থঃ। প্রাণবৃত্তেরকরণে মনোবৈকল্যেন জ্ঞাননাশঃ স্যাদতো দেহনির্ব্বাহঃ কার্য্যঃ। কিঞ্চ বাঙ্মনো যথা নাবকীর্য্যেত ন বিক্ষিপ্যেতেত্যতিরূক্ষেণাসংস্কৃতেনাহারেণ বাঙ্মনঃ নিঃসরেৎ, মনোঽপি বিক্ষিপ্তং স্যাদেবমতিস্নিগ্ধেনাপ্যালস্যশুক্রাদিবৃদ্ধ্যা বাঙ্মনসোর্বিক্ষোভ ইতি তথা ন কুর্য্যাৎ॥৩৯॥

বঙ্গানুবাদ। বায়ুও দ্বিবিধ—প্রাণ ও বাহ্য। তন্মধ্যে প্রাণ হইতে শিক্ষিত বিষয় বলিতেছেন। প্রাণ আহারাদিমাত্রে প্রবৃত্ত হয়, রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ের অপেক্ষা করে না। ইন্দ্রিয়-প্রিয় বিষয় লইয়া সেইরূপ মুনিও অনাসক্ত হইবে। প্রাণবৃত্তির অকরণে মন বিকল হওয়ায় জ্ঞাননাশ হইবে, এইহেতু দেহনির্ব্বাহ করণীয়। আর, বাক্য ও মন যাহাতে অবকীর্ণ অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত না হইতে পারে, অতিরূক্ষ অসংস্কৃত আহার দ্বারা বাক্য ও মন নিঃসৃত হয়, মনও বিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ অতিস্নিগ্ধ আহার দ্বারাও আলস্য, শুক্রাদি বৃদ্ধি, বাক্য ও মনের বিক্ষোভ হয়। অতএব তাহা করা উচিত নয়॥ ৩৯॥

অনুদর্শিনী। দেহের অভ্যন্তরে যে বায়ু ক্রিয়া করে তাহার নাম প্রাণ। প্রাণ কেবল আহার্য্য চায়, আহার্য্যের আস্বাদ চায় না। মুনিও সেইরূপ প্রাণধারণের অভাবে জ্ঞাননাশ হয় জানিয়া রসাসক্তি ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র জীবন রক্ষার জন্যই আহার করিবেন, ইন্দ্রিয়প্রিয় বিষয় গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইবেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
* *
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
* *
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ।
* *
জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

চরিতামৃত অ ৬ পঃ

আহার্য্য সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন —

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্‌ব্ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।

গী ১৭।৮-১০

সাত্ত্বিকপ্রিয় আহারসকল আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবিবর্দ্ধক। তাহারা রসকারী, স্নিগ্ধকারী, স্থৈর্য্যকারী ও দেহের হিতকারী।

অতি কটু (নিম্বাদি) অতি অম্ল, লবণ ও উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ (লঙ্কা মরিচাদি) অতি বিদাহী (ভ্রষ্টচণকসর্ষপাদি), দুঃখ, শোক ও রোগকারী আহারসকল রাজস লোকের প্রিয়।

এক প্রহরের অধিককাল পক্ব হইয়া থাকিলে যে দ্রব্য শৈত্য লাভ করে তাহা, নীরস খাদ্য, যে খাদ্যে পূতিগন্ধ হইয়াছে তাহা, যে খাদ্য পূর্ব্বদিনে পক্ব হইয়া পর্য্যুষিত আছে তাহা, গুরুজন ব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও মদ্য-মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্যসকল তামস লোকের প্রিয় ॥৩৯॥

বিষয়েষ্বাবিশন্ যোগী নানাধর্ম্মেষু সর্ব্বতঃ।
গুণদোষব্যপেতাত্মা ন বিষজ্জেত বায়ুবৎ ॥৪০॥

অন্বয়। (বিষয়ান্ সেবমানোঽপি তেষ্বনাসক্তিং বাহ্যাদ্বায়োঃ শিক্ষেতেত্যাহ) যোগী গুণদোষব্যপেতাত্মা (সুখদুঃখাদিচিন্তাশূন্যচিত্তঃ সন্) নানাধর্ম্মেষু (শীতোষ্ণাদি-ধর্ম্মকেষু) বিষয়েষু সর্ব্বতঃ আবিশন্ (তান্ ভুঞ্জানোঽপি) বায়ুবৎ ন বিষজ্জেত (আসক্তিং ন কুর্য্যাৎ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। যোগী ব্যক্তি সুখদুঃখাদিচিন্তারহিত-চিত্তে শীতোষ্ণাদি নানাধর্ম্মযুক্ত বিষয়সমূহ ভোগ করিয়াও বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র অনাসক্ত থাকিবেন। (বায়ু যেমন সর্ব্বত্র প্রবেশ করিয়াও কোথাও আসক্ত হন না তদ্রূপ) ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ। বিষয়ান্ সেবমানোঽপি তেষ্বনাসক্তিং বাহ্যাদ্বায়োঃ শিক্ষেতেত্যাহ, বিষয়েষ্বিতি। নানাধর্ম্মেষু লঘুত্বগুরুত্বোৎকর্ষনিকর্ষাদিমৎসু। ন হি বায়ুর্গহনে দহনে বা সজ্জেত তদ্বৎ ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিষয়সেবা করিয়াও তাহাতে অনাসক্তি বাহ্যবায়ু হইতে শিক্ষণীয়। নানা ধর্ম্মে অর্থাৎ লঘুত্ব, গুরুত্ব, উৎকর্ষ-নিকর্ষাদিযুক্ত ধর্ম্মে। বায়ু গহনে বা দহনে আসক্ত হয় না, সেইরূপ ॥ ৪০ ॥

অনুদর্শিনী। বায়ু যেমন পুষ্পিত বনে এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়াও তত্তদ্ধর্ম্মে আসক্ত হয় না, যোগীও তদ্রূপ শীতোষ্ণাদিনানাধর্ম্মযুক্ত বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহাতে সুখদুঃখাদি চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক অনাসক্ত থাকিবেন ॥ ৪০ ॥

পার্থিবেষ্বিহ দেহেষু প্রবিষ্টস্তদ্‌গুণাশ্রয়ঃ।
গুণৈর্ন যুজ্যতে যোগী গন্ধৈর্বায়ুরিবাত্মদৃক্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়। আত্মদৃক্ (আত্মানং ততঃ পৃথকৃতয়া পশ্যতীতি সঃ) যোগী পার্থিবেষু (পঞ্চভূতময়েষু) ইহ দেহেষু প্রবিষ্টঃ (কিঞ্চ) তদ্‌গুণাশ্রয়ঃ (দেহধর্ম্মান্ বাল্যাদীনাশ্রিত্য বর্ত্তমানোঽপি) গন্ধৈঃ বায়ুঃ ইব (স যথা গন্ধৈর্ন লিপ্যতে তথা) গুণৈঃ (দেহগুণৈঃ) ন যুজ্যতে (নাসজ্যতে) ॥৪১॥

অনুবাদ। বায়ু যে-প্রকার বিবিধ গন্ধের আশ্রয়-রূপে প্রতিপন্ন হইয়াও তাহার দ্বারা লিপ্ত হন না, সেইরূপ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন যোগীপুরুষও পার্থিব পাঞ্চভৌতিক দেহ-সমূহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার বাল্যাদি ধর্ম্মসকল গ্রহণ করিয়াও তাহাতে আসক্ত হন না ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ। এবং দেহধর্ম্মানাসক্তিমপি তস্মাদেব শিক্ষেতেত্যাহ,—পার্থিবেষ্বিতি। সুগন্ধো দুর্গন্ধোঽয়মিতি তত্তদ্‌যোগিত্বেন প্রতীয়মানোঽপি বায়ুর্যথা ন তত্তদ্‌যোগী এবং দেহধর্ম্মযোগেনাহংপ্রত্যয়েন প্রতীয়মানোঽপি যোগী ন তদ্ধর্ম্মা, যত আত্মদৃক্ আত্মানং ততঃ পৃথকৃতয়া পশ্যতীতি সঃ ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপে তাহা হইতেই দেহধর্ম্মে অনাসক্তিও শিক্ষণীয়। ইহা সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, সেই সেই যুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বায়ু যেমন সেই সেই যুক্ত নয়, সেইরূপ দেহধর্ম্মযোগে আমি প্রত্যয়দ্বারা প্রতীয়মান হইলেও যোগী তদ্ধর্ম্ম নহেন। যেহেতু তিনি আত্মদৃক্ অর্থাৎ আপনাকে তাহা হইতে পৃথগ্‌রূপে দর্শন করেন ॥ ৪১ ॥

অনুদর্শিনী। বাহ্য বায়ু হইতে যোগী দেহধর্ম্মে অনাসক্তি শিক্ষা করিবেন। অন্য বস্তুর সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ বায়ুতে যুক্ত হয় মাত্র, কিন্তু উহা বায়ুর গুণ নহে। কেননা বায়ুতে গন্ধ-গুণ নাই। সেইরূপ বাল্য যৌবনাদি দেহেরই ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে দেহ সেই আত্মাকে আশ্রয় করায় দেহধর্ম্ম আত্মধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও যোগী আত্মাকে সেই দেহধর্ম্মরহিত বলিয়া জানিবেন। যিনি আত্মদৃক্, তিনি আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ দর্শন করেন ॥ ৪১ ॥

অন্তর্হিতশ্চ স্থিরজঙ্গমেষু
ব্রহ্মাত্মভাবেন সমন্বয়েন।
ব্যাপ্ত্যাব্যবচ্ছেদমসঙ্গমাত্মনো
মুনির্নভস্ত্বং বিততস্য ভাবয়েৎ ॥৪২॥

অন্বয়। (একস্যৈবাদ্বয়স্যাত্মনঃ অন্তর্ব্বহির্ভাবেন বর্ত্তমানত্বমসঙ্গত্বঞ্চেতি। আকাশাচ্ছিক্ষিতং সম্ভাবনাদ্বয়মাহ) অন্তর্হিতঃ চ (দেহান্তর্গতোঽপি) মুনিঃ ব্রহ্মাত্মভাবেন (ব্রহ্মস্বরূপভাবনয়া) স্থিরজঙ্গমেষু সমন্বয়েন (অধিষ্ঠানতয়ানুগমনেন) ব্যাপ্ত্যা বিততস্য (সর্ব্বগতস্য) আত্মনঃ অব্যবচ্ছেদং (অপরিচ্ছিন্নত্বম্) অসঙ্গম্ (অলিপ্তত্বং) নভস্ত্বং (আকাশতুল্যত্বং) ভাবয়েৎ (চিন্তয়েৎ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। মুনি পুরুষ দেহের অন্তর্গত হইলেও স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপত্বভাবনা দ্বারা আকাশের ন্যায় স্থাবর, জঙ্গম যাবতীয় পদার্থের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠানকরতঃ অনুগমন করিলেও সর্ব্বগত আত্মার অপরিচ্ছিন্নত্ব এবং অসঙ্গভাব চিন্তা করিবেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ। পরমাত্মনোঽন্তর্বহিরপি বর্ত্তমানত্বমসঙ্গত্বঞ্চাকাশস্যেবেত্যাকাশং দৃষ্ট্বা শিক্ষেতেত্যাহ,—অন্তরিতি দ্বয়েন। অন্তর্হিতশ্চ দেহান্তর্গতোঽপি মুনির্যোগী বিবেকেন আত্মনঃ পরমাত্মনো বিততস্য সর্ব্বব্যাপকস্য নভস্ত্বমাকাশসাদৃশ্যং ভাবয়েৎ, তদেবাহ—স্থিরজঙ্গমেষু ব্রহ্মাত্মভাবেন ব্রহ্মস্বরূপত্বেন যা সমন্বয়েন ব্যাপ্তিস্তয়া অব্যবচ্ছেদং অনবচ্ছিন্নত্বং যথা নভসঃ সর্ব্বগতত্বাদ্বস্তুতো ন ঘটাদিভিঃ সঙ্গঃ পরিচ্ছেদো বা এবমাত্মনোঽপি ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। পরমাত্মা আকাশের ন্যায় অন্তর্বহিঃ বর্ত্তমান ও অসঙ্গ, ইহা আকাশকে দেখিয়া শিক্ষা করা উচিত। অন্তর্হিত অর্থাৎ দেহান্তর্গত হইয়াও মুনি অর্থাৎ যোগী বিবেক দ্বারা আত্মার অর্থাৎ বিতত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার নভস্ত্ব অর্থাৎ আকাশের সহিত সমান ভাবনা করা উচিত। স্থিরজঙ্গমে (অর্থাৎ চরাচর) ব্রহ্মাত্মভাবসহিত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত সমন্বয় দ্বারা যে ব্যাপ্তি তাহার সহিত অবচ্ছেদ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন ভাব। যেমন আকাশ সর্ব্বগত বলিয়া বস্তুতঃ ঘটাদির সহিত সঙ্গ বা পরিচ্ছেদ হয় না, আত্মারও সেইরূপ ॥ ৪২ ॥

অনুদর্শিনী। পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক হইয়াও অসঙ্গ—

জীবান্তর্যামকো বিষ্ণুরাত্মনামা সমীরিতঃ।
তস্য তু ব্রহ্মরূপত্বাদ্বহিরন্তস্তথৈব চ ॥
পশ্যেদাকাশবদ্ব্যাপ্তিমসঙ্গত্বং চ নিত্যশঃ ॥

তন্ত্রভাগবত।

অর্থাৎ জীবের অন্তর্যামী বিষ্ণু আত্মানামে কথিত। তাঁহার ব্রহ্মত্বহেতু অন্তরে ও বাহিরে তাঁহাকে আকাশবৎ ব্যপ্তি ও অসঙ্গ দেখিবে ॥ ৪২ ॥

তেজোঽবন্নময়ৈর্ভাবৈর্মেঘাদ্যৈর্বায়ুনেরিতৈঃ।
ন স্পৃশ্যতে নভস্তদ্বৎ কালসৃষ্টৈর্গুণৈঃ পুমান্ ॥৪৩॥

অন্বয়। বায়ুনা ঈরিতৈঃ (প্রেরিতৈঃ) মেঘাদ্যৈঃ ভাবৈঃ নভঃ (আকাশং যথা) ন স্পৃশ্যতে, তদ্বৎ পুমান্ (জীবোঽপি) কালসৃষ্টৈঃ তেজোঽবন্নময়ৈঃ (তেজশ্চ

আপশ্চ অন্নং পৃথিবী চ তন্ময়ৈঃ) গুণৈঃ (দেহাদিভি র্ন স্পৃশ্যতে ॥৪৩॥

অনুবাদ। বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত মেঘাদি ভাবসমূহ দ্বারা আকাশ যেরূপ সংস্পৃষ্ট হয় না সেইরূপ পুরুষও কালসৃষ্ট তেজ-জল-অন্নাদিময় দেহাদি দ্বারা লিপ্ত হন না ॥৪৩॥

বিশ্বনাথ। তেজশ্চ আপশ্চ অন্নং পৃথিবী চ তন্ময়ৈঃ কাল সৃষ্টৈর্গুণৈর্দেহাদিভিঃ পুমান্ ন স্পৃশ্যতে। যদ্বদ্বায়ু-নেরিতৈর্মেঘাদ্যৈর্নভো ন স্পৃশ্যতে তদ্বৎ ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। তেজোঽবন্নময় অর্থাৎ তেজ (অগ্নি), অপ্ (জল) ও অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী—এইসব যুক্ত কালসৃষ্ট গুণ অর্থাৎ দেহাদিদ্বারা পুমান্ বা পুরুষ স্পৃষ্ট হয় না। যেমন বায়ুপ্রেরিত মেঘাদি দ্বারা আকাশ স্পৃষ্ট হয় না, সেইরূপ ॥ ৪৩ ॥

অনুদর্শিনী। আকাশ যেরূপ বায়ু-প্রেরিত আগমপায়ী মেঘাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না তদ্রূপ দেহমধ্যে অবস্থিত পুরুষের আগমপায়ী দেহাদিতে সম্বন্ধ নাই ॥ ৪৩ ॥

স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ স্নিগ্ধো মাধুর্য্যস্তীর্থভূর্নৃণাম্।
মুনিঃ পুনাত্যপাং মিত্রমীক্ষোপস্পর্শকীর্ত্তনৈঃ ॥৪৪॥

অন্বয়। (হে) নৃপ! (রাজন্!) স্বচ্ছঃ (নির্ম্মলঃ) প্রকৃতিতঃ (স্বভাবতঃ) স্নিগ্ধঃ (জনেষ্বনুরাগবান্) মাধুর্য্যঃ (মধুরালাপী) নৃণাং তীর্থভূঃ (তীর্থস্থানম্) অপাং মিত্রম্ (উদকতুল্যঃ) মুনিঃ ঈক্ষোপস্পর্শকীর্ত্তনৈঃ (দর্শনাদিভিঃ) পুনাতি (পবিত্রীকরোতি) ॥৪৪॥

অনুবাদ। হে রাজন্! স্বচ্ছ জল যে প্রকার যাবতীয় বস্তুর মল বিধৌত করে তদ্রূপ নির্ম্মলাত্মা, স্বভাবতঃ পরোপকারী, মধুরালাপী মুনিপুরুষ মানবগণের তীর্থস্বরূপ হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও ভগবৎ কীর্ত্তনদ্বারা তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করেন ॥৪৪॥

বিশ্বনাথ। জলচ্ছিক্ষিতমাহ,—স্বচ্ছো নির্ম্মলঃ প্রকৃতিতঃ স্বভাবতঃ স্নিগ্ধঃ জনেষু স্নেহকৃৎ মাধুর্য্যো মধুরালাপী তীর্থভূঃ ভক্ত্যুপদেশেন লোকপাবনঃ অপাং মিত্রং জলতুল্যঃ। অঘাদিতি পাঠে মিত্রং সখায়ং পুনাতি স্বচ্ছত্বাদিগুণৈরর্থাজ্জলসাদৃশ্যং জ্ঞেয়ম্ ॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ। জল হইতে শিক্ষণীয় বিষয় বলিতেছেন। স্বচ্ছ অর্থাৎ নির্ম্মল প্রকৃতি হইতে অর্থাৎ স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ জনসমূহে স্নেহকারী মাধুর্য্য অর্থাৎ মধুরালাপী তীর্থভূ অর্থাৎ ভক্তি-উপদেশদানে লোকপাবন অপের মিত্র অর্থাৎ জলতুল্য। 'অপাং' স্থলে 'অঘাৎ' এই পাঠে মিত্র অর্থাৎ সখাকে পবিত্র করেন। অর্থাৎ স্বচ্ছত্বাদি গুণ দ্বারা জল-সাদৃশ্য জানিতে হইবে ॥ ৪৪ ॥

অনুদর্শিনী। নিজে পবিত্র না হইলে অপরকে পবিত্র করা যায় না। জল স্বভাবতঃ স্বচ্ছ বলিয়া অন্যের মল বিদূরিত করে, সেইরূপ মুনিও অন্তরের বিষয়ভোগ-স্পৃহা-মালিন্য পরিত্যাগে স্বয়ং পবিত্র হইয়া অপরকেও পবিত্র করিবেন।

তীর্থভূ—ভক্তি-উপদেশদানে যিনি লোকের হৃদয়-শোধন করেন তিনিই প্রকৃত তীর্থ। বরং ভক্ত তীর্থ হইতেও পবিত্র।

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥
ভাঃ ১০।৪৮।৩১ ও ১০।৮৪।১২

ভগবান্ অক্রূরাদিকে বলিলেন—ইহলোকে জলময় ক্ষেত্রসমূহ বস্তুতঃ 'তীর্থ' পদবাচ্য, কিম্বা মৃণ্ময় ও শিলাময় বিগ্রহসকল 'দেব' পদবাচ্য হয় না; যেহেতু তীর্থ ও দেবগণ সেবকগণকে দীর্ঘকালে পবিত্র করেন, পরন্তু ভবাদৃশ সাধুগণ দর্শনকালেই মানবগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥
চৈতন্য ভাগবত আ ১৭ অঃ ॥ ৪৪ ॥

তেজস্বী তপসা দীপ্তো দুর্দ্ধর্ষোদরভাজনঃ।
সর্ব্বভক্ষ্যোঽপি যুক্তাত্মা নাদত্তে মলমগ্নিবৎ ॥৪৫॥

অন্বয়। (অগ্নেঃ শিক্ষিতমাহ) তেজস্বী তপসা

দীপ্তঃ দুর্দ্ধর্ষোদরভাজনঃ (দুর্দ্ধর্ষঃ অক্ষোভ্যঃ স চাসাবুদরভাজনশ্চ অপরিগ্রহঃ) মুক্তাত্মা (মুনিঃ) সর্ব্বভক্ষ্যঃ অপি (তস্য নিষিদ্ধ ভক্ষণং ন সম্ভবতি, ভ্রমাদ্ যদি ভক্ষয়েৎ তদা অপি) অগ্নিবৎ (অগ্নির্যথা দহনেঽপি ন তদ্দোষভাগ্ ভবতি) মলং (তন্নিমিত্তং পাপম্) ন আদত্তে (ন প্রাপ্নোতি) ॥৪৫॥

অনুবাদ। তেজস্বী, তপোদীপ্ত, দুর্দ্ধর্ষ, অপরিগ্রহশীল, যুক্তাত্মা মুনি সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য ভক্ষণ করিলেও (অর্থাৎ তাহাতে নিষিদ্ধভক্ষণ সম্ভবপর নহে, যদি দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন করেন তাহা হইলেও) অগ্নির ন্যায় তন্নিমিত্ত কোনরূপ পাপগ্রস্ত হন না ॥৪৫॥

বিশ্বনাথ। বহ্নেঃ শিক্ষিতমাহ, তেজস্বীতি ত্রিভিঃ। দুর্দ্ধর্ষঃ ক্ষোভয়িতুমশক্যঃ স চাসাবুদরভাজনশ্চ যুক্তাত্মা যোগী এবং ভবেদিত্যর্থঃ ॥৪৫॥

বঙ্গানুবাদ। অগ্নি হইতে শিক্ষণীয় বিষয় বলিতেছেন। দুর্দ্ধর্ষ অর্থাৎ যাহা ক্ষুব্ধ করা যায় না ও উদরভাজন যুক্তাত্মা অর্থাৎ যোগী এইরূপ হইবেন ॥ ৪৫ ॥

অনুদর্শিনী। মুনি অগ্নির ন্যায় কাহারও বশীভূত নহেন। উদরভাজন—উদর মাত্রই পাত্র অর্থাৎ উদর ভরণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয় অনাসক্তভাবে ততটুকুমাত্র গ্রহণ করেন, সঞ্চয় করেন না ॥ ৪৫ ॥

ক্বচিচ্ছন্নঃ ক্বচিৎ স্পষ্ট উপাস্যঃ শ্রেয় ইচ্ছতাম্।
ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বত্র দাতৃ̣ণাং দহন্ প্রাগুত্তরাশুভম্ ॥৪৬॥

অন্বয়। (অগ্নেরেব শিক্ষান্তরমাহ, যথা অগ্নিঃ) ক্বচিৎ (কাষ্ঠভস্মাদিষু) ছন্নঃ (নিহিতঃ ভবতি) ক্বচিৎ (চ কাষ্ঠাদিষ্বারূঢ়ঃ) স্পষ্টঃ (সন্) শ্রেয়ঃ ইচ্ছতাম্ উপাস্যঃ (ভবতি) দাতৃ̣ণাং (হোমাদিকর্ত্তৃ̣ণাং) প্রাগুত্তরাশুভং (ভূতং ভবিষ্যচ্চ পাপং) দহন্ সর্ব্বত্র (হুতং) ভুঙ্‌ক্তে (তথা এব মুনিঃ অপি ভবেৎ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠাদিতে গূঢ়রূপে নিহিত থাকিয়াও প্রকাশ্যে শ্রেয়স্কামিগণের উপাস্য হইয়া হোমকারিগণের আহুতি গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদের ভূতভবিষ্যৎ পাপরাশি বিনাশ করেন, সেইরূপ মুনিপুরুষও কোনস্থলে গূঢ়রূপে অবস্থান করিবেন ; আবার কোন স্থলে প্রকাশ্যে আগমনপূর্ব্বক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনগণের উপাস্যরূপে অবস্থিত হইয়া দাতৃগণের ভূতভবিষ্যৎ পাপরাশি বিনাশপূর্ব্বক সর্ব্বত্র তাহাদের প্রদত্ত উপহারাদি গ্রহণ করিবেন ॥ ৪৬ ॥

স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং সদসল্লক্ষণং বিভুঃ।
প্রবিষ্টঃ ঈয়তে তত্তৎসরূপোঽগ্নিরিবৈধসি ॥৪৭ ॥

অনুবাদ। বিভুঃ (পরমাত্মা) স্বমায়য়া সৃষ্টম্ ইদং সদসল্লক্ষণং (দেবতির্য্যগাদিরূপং বিপ্রশূদ্রাদিরূপং বা) প্রবিষ্টঃ (সন্) এধসি (কাষ্ঠে প্রবিষ্টঃ) অগ্নি ইব তত্তৎসরূপঃ ঈয়তে (প্রতীয়তে) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ। বিভু পরমাত্মা নিজ মায়া-রচিত দেবতির্য্যগাদি বা বিপ্রশূদ্রাদিরূপ বিবিধ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠে প্রবিষ্ট অগ্নির ন্যায় তত্তুল্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ। অগ্নির্যথা এধসি প্রবিষ্ট ঈয়তে মন্থনাত্তু প্রকটীভবতি তথৈব ভগবানিদং জগৎ প্রবিষ্ট ঈয়তে শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্ত্যভ্যাসাৎ প্রত্যক্ষীভবতি ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। অগ্নি যেমন ইন্ধনে প্রবিষ্ট প্রতীয়মান হইয়া মন্থন হইতে প্রকট হয়, সেইরূপ ভগবান্ এই জগতে প্রবিষ্ট প্রতীয়মান হইয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদি-ভক্তি-অভ্যাস হইতে প্রত্যক্ষ হন ॥ ৪৭ ॥

অনুদর্শিনী। পরমাত্মার বহুরূপত্ব লীলা বলিতেছেন—

যথা হ্যবস্থিতো বহ্নির্দারুষ্বেক স্বযোনিষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্।

ভাঃ ১।২।৩১

যেমন এক অগ্নি স্বাভিব্যঞ্জক কাষ্ঠাদিতে অবস্থিত হইয়া কাষ্ঠাদির তারতম্যভেদে নানারূপে দৃশ্য হয়, তদ্রূপ বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর প্রাণিদিগের অন্তঃস্থিত হইয়া যোনিগত তারতম্য-প্রযুক্ত নানারূপে প্রকাশ পান।

পরমাত্মা বিভিন্ন দেহে প্রবিষ্ট হইলেও দেহোপাধি-উচ্চনীচত্বাদি তাঁহার স্বাভাবিক নহে। তিনি সর্ব্বত্রই তাঁহার স্বরূপের পৃথকত্ব ও বিশেষত্বসহ বিরাজিত। যেমন অগ্নি কাষ্ঠাদিতে প্রবিষ্ট হইয়াও নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। অবশ্য বাহ্যে উহা উপলব্ধ না হইলেও যেরূপ অগ্নি প্রকট হইলে উহার বৈশিষ্ট্য বুঝা যায় তদ্রূপ পরমাত্মার দর্শন না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার নিরুপাধিকত্ব উপলব্ধি হয় না। কাষ্ঠস্থিত অব্যক্ত অগ্নি যেরূপ মন্থন-ক্রিয়ায় ব্যক্ত হয়, তদ্রূপ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিযাজনে অন্তরস্থিত পরমাত্মার দর্শন লাভ হয় ।। ৪৭ ॥

বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তা ভাবা দেহস্য নাত্মনঃ।
কলানামিব চন্দ্রস্য কালেনাব্যক্তবর্ত্মনা ॥ ৪৮॥

অন্বয়। (চন্দ্রমসঃ শিক্ষিতাং বুদ্ধিমাহ) অব্যক্ত বর্ত্মনা (অলক্ষিতবেগেন) কালেন চন্দ্রস্য কলানাম্ ইব দেহস্য (এব) বিসর্গাদ্যাঃ (জন্মাদ্যাঃ) শ্মশানান্তাঃ (মরণান্তাঃ) ভাবাঃ (ভবন্তি) আত্মনঃ (জীবস্য) ন (তে ভাবা ন ভবন্তি) ।।৪৮।।

অনুবাদ। অব্যক্ত বেগযুক্ত কালের দ্বারা চন্দ্রের কলাসমূহের যে প্রকার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে কিন্তু তাহাতে চন্দ্রের কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, সেইপ্রকার অব্যক্ত কালগতিতে দেহেতেই জন্মমরণাদি ভাবসমূহ প্রকাশ পায়, কিন্তু তাহাতে আত্মার কোনরূপ বিকৃতি ঘটে না, ইহাই চন্দ্রের নিকট আমি শিক্ষা করিয়াছি ।। ৪৮ ।।

বিশ্বনাথ। চন্দ্রাচ্ছিক্ষিতমাহ, বিসর্গো জন্ম শ্মশানং মৃত্যুস্তদন্তা দশা দেহস্যৈব নাত্মনঃ, চন্দ্রস্য পঞ্চদশকলানামেব যথা উৎপত্ত্যাদয়ঃ ন তু ষোড়শস্যামাকলারূপস্য চন্দ্রস্য ।। ৪৮ ।।

বঙ্গানুবাদ। চন্দ্র হইতে শিক্ষণীয় বিষয়। বিসর্গ অর্থাৎ জন্ম, শ্মশান অর্থাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত দশা দেহেরই, আত্মার বা জীবের নহে। চন্দ্রের পঞ্চদশ কলাসমূহেরই উৎপত্তি প্রভৃতি, ষোড়শ-অমাকলারূপ চন্দ্রের তেমন নয় ।। ৪৮ ।।

অনুদর্শিনী। দেহের দশা—

জন্মাদ্যাঃ ষড়িমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্য নাত্মনঃ।
ভাঃ—৭।৭।১৮

প্রত্যক্ষদৃষ্ট জন্মাদি ছয়টী বিকার-দেহেরই আত্মার নহে। ছয় দশা বা অবস্থা—জন্ম, বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও মৃত্যু। এতৎপ্রসঙ্গে ভাঃ ১০।৫৪।৪৭ শ্লোক আলোচ্য।

চন্দ্রের পঞ্চদশ কলার ইতিবৃত্ত—

জ্যোতিঃশাস্ত্রে কথিত আছে যে, সোমমণ্ডল চন্দ্র এবং তেজোময় মণ্ডল সূর্য্য, রসময় সোমমণ্ডল সূর্য্যের প্রতি-বিম্বেই চন্দ্ররূপে প্রতীত হয়। সূর্য্য একস্থানে অবস্থিত আছেন। তাহার চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে অবস্থিত অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ও মেষাদি দ্বাদশ রাশিচক্রই জ্যোতিশ্চক্র নামে অভিহিত। এই জ্যোতিশ্চক্র মেষাদি দ্বাদশ মাসে সূর্য্যমণ্ডল পরিক্রমণ করিয়া থাকে। পৃথিবী অহোরাত্রে চক্রের ন্যায় আপন কক্ষে পরিভ্রমণ করিয়া ত্রিংশৎ দিবসে এই এক এক রাশিকে অতিক্রম করে। সূর্য্যের অভিমুখে প্রতীত পৃথিবীর ভাগে দিবা এবং তদ্বিপরীতে রাত্রি। পৃথিবী এইরূপে দ্বাদশরাশি অতিক্রম করিয়া দ্বাদশমাসে সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে একবার পরিভ্রমণ করে। আপ্যমণ্ডল চন্দ্রও কিঞ্চিন্ন্যূন ত্রিংশৎ দিবসে পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। যে সময় সূর্য্য ও পৃথিবীর অন্তরে আপ্যমণ্ডল সমসূত্রে রেখায় এক রাশিতে অবস্থান করে, তখন সূর্য্যাভিমুখে অবস্থিত আপ্যমণ্ডলের ভাগই প্রতিবিম্বিত হয়, পৃথিবীর অভিমুখে অবস্থিত প্রতিবিম্বিতাংশের বিপরীতভাগে আলোকহীনতা-নিবন্ধন আর পৃথিবীর নিকট প্রতীত হয় না। পরে প্রতিপদাদি আরম্ভ করিয়া আপ্যমণ্ডল পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে গিয়া যেমন সমরাশি হইতে বিচ্যুত হইয়া বিষম রাশিতে অবস্থান করে, অর্থাৎ সূর্য্য, আপ্য-মণ্ডল ও পৃথিবী ত্রিভুজের ত্রিকোণ স্থানীয় হয়, সেই সময় সূর্য্য-প্রতিবিম্বিত আপ্যমণ্ডলের আংশিক ভাগ পৃথিবীর নিকট পরিদৃষ্ট হয়; এবং ক্রমশঃ সূর্য্যের নিকট হইতে

আপ্যমণ্ডল পৃথিবী পরিবেষ্টনার্থ যতই দূরে যাইতে থাকে, ততই তাহার সূর্য্যপ্রতিবিম্বিতভাগ পরিবর্দ্ধিতভাবে পৃথিবীর নিকট পরিদৃষ্ট হয়। এই এক এক দিবসের প্রতিবিম্বিত পরিদৃষ্ট আপ্যমণ্ডলের অংশকে এক এক কলানামে সংজ্ঞিত করা হয়। এইরূপে পঞ্চদশ দিবসে আপ্যমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে করিতে নিজগতিতে যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর সম্পূর্ণ দূরে অবস্থান করে, অর্থাৎ পৃথিবী যখন সূর্য্য ও আপ্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সমসূত্ররেখায় একরাশিতে অবস্থান করে, তখন সূর্য্য প্রতিবিম্বিত আপ্যমণ্ডলের ভাগ পূর্ণমাত্রায় পৃথিবীর অভিমুখেই পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং আপ্যমণ্ডলে সূর্য্যের সম্পূর্ণ প্রতিবিম্বিত যাহা পৃথিবী হইতে লক্ষিত হয়, তাহারই নাম পঞ্চদশকলার সমাবেশ পূর্ণচন্দ্র।

আবার চন্দ্র এক এক দিবসে যতই সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী হইতে থাকে, প্রত্যহ তাহার সেই প্রতিবিম্বিতাংশ পৃথিবীর দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে লাগে, সেই অংশের নাম কলা। সেই কলা হ্রাসে কৃষ্ণপক্ষের আরম্ভ হইয়া পুনরায় যখন আপ্যমণ্ডল সূর্য্য ও পৃথিবীর অন্তরালে সমসূত্র রেখায় একরাশিতে অবস্থান করে, তখনই অমাবস্যা হয়। অতএব আপ্যমণ্ডল যে স্থানেই অবস্থান করুক না কেন, সূর্য্যের সম্পূর্ণ প্রতিবিম্বগ্রহণে তাহার কখনও বাধা হয় না, সুতরাং পূর্ণচন্দ্ররূপেরও কোন ব্যাঘাত নাই, কেবল পৃথিবী সম্পর্কে তাহার ন্যূনতাধিক দৃষ্টির তারতম্যে কলাক্ষয় ও কলাবৃদ্ধি এবং পূর্ণচন্দ্র ও অমাবস্যা। সুতরাং পৃথিবীর নিকটে অমাবস্যা ঘটিলেও তদ্বিপরীতে পূর্ণচন্দ্র আছে, কেবল গতির ইতরবিশেষ মাত্র (শ্রীধরস্বামিপাদকৃত টীকার মর্ম্মানুবাদ)। সেইরূপ জীবাত্মার জন্মনাশাদি ষট্‌বিকার কেবল দেহের সম্পর্কে মাত্র। আত্মা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অক্ষয়, অজর ও অমর ॥ ৪৮ ॥

কালেন হ্যোঘবেগেন ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ।
নিত্যাবপি ন দৃশ্যেতে আত্মনোঽগ্নের্যথার্চ্চিষাম্ ॥৪৯॥

অন্বয়। (সিংহাবলোকনেনাগ্নিদৃষ্টান্তেনৈব দেহানাং ক্ষণভঙ্গুরতয়া বৈরাগ্যং শিক্ষিতমিত্যাহ)। ওঘবেগেন (ওঘবৎ জল প্রবাহবৎ বেগো যস্য তেন) কালেন অগ্নেঃ অর্চ্চিষাং (জ্বালানাং) যথা আত্মনঃ (সম্বন্ধিনাং) ভূতানাং (দেহানাং) প্রভবাপ্যয়ৌ (উৎপত্তিবিনাশৌ) নিত্যৌ (প্রতিক্ষণং ভবন্তৌ) অপি (তথা) ন দৃশ্যেতে হি (ন লক্ষ্যেতে) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। অগ্নিজ্বালাসমূহের প্রতিক্ষণে উৎপত্তি এবং বিনাশ হইলেও তাহা যেরূপ লক্ষিত হয় না সেই প্রকার জলপ্রবাহের ন্যায় বেগশালী কালের দ্বারা জীবগণের দেহের অবস্থান্তর প্রাপ্তিবশতঃ প্রতিক্ষণে উৎপত্তি এবং বিনাশ ঘটিলেও তাহা লক্ষীভূত হয় না ॥৪৯॥

বিশ্বনাথ। সিংহাবলোকনন্যায়েন পুনরপ্যগ্নেঃ সকাশাদ্বৈরাগ্যং শিক্ষিতমাহ,—কালেনেতি। ওঘবেগেন ওঘবতাং মারুতাদীনামিব বেগো যস্য তেন। আত্মনঃ সম্বন্ধিনাং ভূতানাং দেহানামিত্যর্থঃ। অর্চ্চিষাং জ্বালানাম্ ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। "সিংহাবলোকনন্যায়ানুসারে পুনরায় অগ্নির নিকট বৈরাগ্য-শিক্ষা বিষয় বলিতেছেন। ওঘবেগ ওঘ অর্থাৎ মারুতাদীর ন্যায় যাহার বেগ সেই কালদ্বারা। আত্মার অর্থাৎ তৎ-সম্বন্ধবিশিষ্ট ভূত অর্থাৎ ভূতসমূহের অর্থাৎ দেহসমূহের। অর্চ্চিঃ অর্থাৎ জ্বালাসমূহের ॥ ৪৯ ॥

অনুদর্শিনী। সিংহাবলোকনন্যায়—অর্থাৎ সিংহ যেমন সম্মুখে অগ্রসর হইবার সময় মধ্যে মধ্যে পশ্চাৎ অবলোকন করে তদ্রূপ অবধূত মহাশয় শিক্ষাগুরুবর্গের নাম ও তাহাদিগের নিকট হইতে শিক্ষণীয় বিষয় বলিবার সময় অগ্নির কথা উল্লেখ করিবার পর চন্দ্রের কথা বলিতে বলিতে পুনরায় পূর্ব্বোক্ত অগ্নির কথা বলিতেছেন—

স্বরূপতঃ অগ্নির উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, যেমন বায়ুবেগে তাহার শিখারই উৎপত্তি ও বিনাশ তদ্রূপ আত্মার জন্মমৃত্যু নাই, কালবেগে দেহেরই উৎপত্তি ও বিনাশ দৃষ্ট হন ॥ ৪৯ ॥

গুণৈর্গুণানুপাদত্তে যথাকালং বিমুঞ্চতি।
ন তেষু যুজ্যতে যোগী গোভির্গা ইব গোপতিঃ ॥৫০॥

অন্বয়। (আদিত্যাৎ শিক্ষিতমাহ) গোপতিঃ (সূর্য্যঃ যথা) গোভিঃ (রশ্মিভিঃ) গাঃ (জলানি) ইব যোগী গুণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) গুণান্ (বিষয়ান্) উপাদত্তে (স্বীকরোতি) যথাকালং (অর্থিন্যাগতে সতি) বিমুঞ্চতি (দদাতি) তেষু ন যুজ্যতে (লব্ধমিতি দত্তমিতি বা অভিনিবেশং ন করোতি) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। সূর্য্য যে প্রকার স্বীয় রশ্মির দ্বারা জলরাশি গ্রীষ্মকালে আকর্ষণপূর্ব্বক বর্ষাকালে পুনরায় বিসর্জ্জন করেন, সেই প্রকার যোগী পুরুষও ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়সমূহ গ্রহণ করিলেও যথাকালে অর্থাৎ যাচক উপস্থিত হইলে উহা দান করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন না ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ। সূর্য্যাচ্ছিক্ষিতমাহ,—দ্বাভ্যাম্ গুণৈরিন্দ্রিয়ৈর্গুণান্ বিষয়ান্ উপাদত্তে। যথাকালমর্থিন্যাগতে সতি বিমুঞ্চতি দদাতি চ। ন তেষু যুজ্যতে। ময়া লব্ধা ময়া দত্তা ইতি বাভিনিবেশং ন করোতি। গোভিঃ রশ্মিভিঃ গা জলানি গোপতিঃ সূর্য্যো যথা ॥ ৫০ ॥

বঙ্গানুবাদ। সূর্য্য হইতে শিক্ষণীয় বিষয়। গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা গুণ অর্থাৎ বিষয় সমূহকে স্বীকার করেন। যথাকালে অর্থাৎ অর্থি বা যাচক উপস্থিত হইলে ছাড়িয়া দেন অর্থাৎ দান করেন। তাহাতে আসক্ত নহেন। আমি লাভ করিয়াছি, আমি দান করিয়াছি এইরূপ অভিনিবেশ করেন না। গো অর্থাৎ রশ্মিসমূহের দ্বারা গা অর্থাৎ জলসমূহকে গোপতি অর্থাৎ সূর্য্য যেমন ॥ ৫০ ॥

অনুদর্শিনী। সূর্য্য যেমন রশ্মিসমূহের দ্বারা পৃথিবীর জন্যই পৃথিবী হইতে অষ্ট মাস কাল জল আকর্ষণ করেন এবং পৃথিবীর প্রয়োজন কালে—বর্ষার চারিমাস সেই জল প্রদান করেন; তদ্রূপ যোগীও ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা নিজ ভোগের জন্য বিষয় গ্রহণ করিবেন না; পরের জন্যই সংগ্রহ করিবেন। যাচকাদি উপস্থিত হইলে তাহাদের ক্ষুধাদি অবসর অনুরূপে দান করিবেন। বিষয়সমূহ আমি লাভ করিয়াছি এবং আমি দান করিয়াছি এইরূপে কর্তৃত্বাভিমান দ্বারা বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইবেন না ॥ ৫০ ॥

বুধ্যতে স্বে ন ভেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদ্গতঃ।
লক্ষ্যতে স্থূলমতিভিরাত্মা চাবস্থিতোঽর্কবৎ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়। স্বে (স্ব-স্বরূপে) অবস্থিতঃ (বর্ত্তমানঃ) আত্মা অর্কবৎ (সূর্য্য ইব) ভেদেন ন বুধ্যতে, (পরন্তু) ব্যক্তিস্থঃ (উপাধৌ প্রতিবিম্বিতঃ সন্) স্থূলমতিভিঃ তদ্গতঃ (উপাধিপ্রবিষ্টঃ সূর্য্যঃ) ইব (ভেদেন) লক্ষ্যতে চ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ। সূর্য্য স্বীয় কিরণমণ্ডলের সহিত অভিন্নরূপে লক্ষিত হইয়াও যে প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত হইলে স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণের নিকট উহা বহুরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইপ্রকার আত্মা স্বরূপে অবস্থান কালে অভিন্নরূপেই লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধিতে প্রবেশ করিলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় স্থূলবুদ্ধিপরায়ণ পুরুষের নিকট পৃথকরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ। আত্মা পরমাত্মা স্বেন ভেদেন স্বরূপশক্তিমায়াশক্তিজীবশক্ত্যাত্মকেনাবস্থিতোঽর্কবদ্ বুধ্যতে, অর্কো যথা স্বমণ্ডলমেঘকিরণাত্মকেন ভেদেনাবস্থিতো বুধ্যত ইত্যর্থঃ। স্থূলমতিভিস্ত ব্যক্তিস্থো জাতিপদার্থ ইব তদ্গতঃ ব্যক্তিগতঃ উপাধ্যবচ্ছিন্ন আত্মা লক্ষ্যতে, অর্কবৎ অর্কো যথা জলাদি পরিচ্ছিন্নঃ ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা স্বীয় ভেদদ্বারা অর্থাৎ স্বরূপশক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আত্মকরূপে অবস্থিত, অর্কবৎ অর্থাৎ অর্ক বা সূর্য্য যেমন স্বমণ্ডলমেঘকিরণাত্মকরূপে ভেদে অবস্থিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। স্থূলমতিগণ কিন্তু ব্যক্তিস্থ অর্থাৎ জাগতিক পদার্থের ন্যায় তদ্গত, ব্যক্তিগত অর্থাৎ উপাধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন (পৃথক) আত্মা লক্ষিত হয়। সূর্য্য যেমন জলাদি দ্বারা (প্রতিবিম্বিত হইয়া) পরিচ্ছিন্ন ॥ ৫১ ॥

অনুদর্শিনী। সূক্ষ্মমতিগণ বুঝিতে পারেন যে,

একই সূর্য্য যেরূপ স্বমণ্ডল মেঘ-কিরণাত্মকভেদে গগনে অবস্থান করেন তদ্রূপ একই পরমাত্মা স্বরূপশক্তি-মায়াশক্তি-জীবশক্তি-আত্মকে অবস্থান করেন। স্থূলমতিগণ কিন্তু গগনস্থ সেই সূর্য্যকে জলাদি ভিন্ন ভিন্ন আধারে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া যেমন উপাধিভেদে লম্ব, হ্রস্ব, মলিনত্বাদিভেদে দর্শন করে তদ্রূপ সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন জীবে অধিষ্ঠিত দেখিয়া তাঁহাকেও দেহাদি উপাধিযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দর্শন করে।

শ্রীভীষ্ম শ্রীভগবান্‌কে বলিতেছেন—

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমাধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥

ভাঃ ১।৯।৪২

হে অজ, একই সূর্য্য যেমন প্রাণিগণের প্রত্যেকের দৃষ্টিতে অধিষ্ঠানভেদে বহুবিধরূপে প্রতিভাত হয় তদ্রূপ আপনিও স্বয়ং একটি প্রাণিগণের প্রতিহৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া বহু বলিয়া প্রতীত হইতেছেন। ভগবন্! এক্ষণে আপনার কৃপায় আমার এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, আপনাকে সম্যক প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সম্মুখে পাইয়া কৃতার্থ হইলাম।

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্যভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥ চরিতামৃত
আ ২ পঃ॥ ৫১॥

নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্ত্তব্যঃ ক্বাপি কেনচিৎ।
কুর্ব্বন্ বিন্দেত সন্তাপং কপোত ইব দীনধীঃ॥ ৫২॥

অন্বয়। (কপোতাৎ শিক্ষিতমাহ) ক্ব অপি (বিষয়ে) কেনচিৎ (সহ) অতিস্নেহঃ (অতি প্রীতিঃ) প্রসঙ্গঃ (উপলালনাদ্যাসক্তিঃ) বা ন কর্ত্তব্যঃ (তৎ) কুর্ব্বন্ দীনধীঃ (বিবেকহীনঃ সন্) কপোতঃ ইব সন্তাপং (দুঃখং) বিন্দেত (প্রাপ্নুয়াৎ)॥ ৫২॥

অনুবাদ। কোন বিষয়ে বা কাহারও সহিত অতিপ্রীতি বা লালনপালনাদি-জনিত আসক্তি কর্ত্তব্য নহে। তাহা হইলে বিবেকহীন কপোতের ন্যায় দুঃখলাভ করিতে হয়॥ ৫২॥

বিশ্বনাথ। কপোতাচ্ছিক্ষিতমাহ, নাতীতি। প্রসঙ্গ উপলালনাদি॥ ৫২॥

বঙ্গানুবাদ। কপোত হইতে শিক্ষনীয় বিষয়। প্রসঙ্গ অর্থাৎ উপলালনাদি॥ ৫২॥

অনুদর্শিনী। প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্॥
ভাঃ ৩।২৫।২০

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রীপুত্রাদি প্রসঙ্গ উপলালনাদি বা (স্ত্রীপুত্রাদিতে) আসক্তিই জীবাত্মার পক্ষে দৃঢ় বন্ধনস্বরূপ; আবার সেই আসক্তিই যদি সাধুপুরুষে কৃত হয়, তাহা হইলে উহাই মোক্ষের অনাবৃত দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে॥ ৫২॥

কপোতঃ কশ্চনারণ্যে কৃতনীড়ো বনস্পতৌ।
কপোত্যা ভার্য্যয়া সার্দ্ধমুবাস কতিচিৎ সমাঃ॥ ৫৩॥

অন্বয়। (দৃষ্টান্তং প্রপঞ্চয়তি) কশ্চন কপোতঃ অরণ্যে বনস্পতৌ (বৃক্ষে) কৃতনীড়ঃ (কৃতং নীড়ম্ কুলায়ঃ যেন সঃ) কপোত্যা ভার্য্যয়া সার্দ্ধং কতিচিৎ সমাঃ (সংবৎসরান্) উবাস (তস্থৌ)॥ ৫৩॥

অনুবাদ। কোন এক কপোত বনমধ্যে একটি বৃক্ষের উপর বাসস্থান নির্ম্মাণকরতঃ ভার্য্যা কপোতীর সহিত কয়েক বৎসর তথায় বাস করিতেছিল॥ ৫৩॥

কপোতৌ স্নেহগুণিতহৃদয়ৌ গৃহধর্ম্মিণৌ।
দৃষ্টিং দৃষ্ট্যাঙ্গমঙ্গেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা ববন্ধতুঃ॥ ৪॥

অন্বয়। (তয়োর্মিথঃ স্নেহপ্রসঙ্গৌ দর্শয়তি) স্নেহগুণিতহৃদয়ৌ (স্নেহেন গুণিতং নিবদ্ধং হৃদয়ং যয়োস্তৌ) গৃহধর্ম্মিণৌ (মৈথুন্যসুখনিরতৌ তৌ) কপোতৌ (কপোতঃ কপোতী চ) দৃষ্ট্যা দৃষ্টিম্ অঙ্গেন অঙ্গং বুদ্ধ্যা বুদ্ধিং ববন্ধতুঃ (সংযোজিতবন্তৌ)॥ ৫৪॥

অনুবাদ। মৈথুন্যসুখপর গৃহধর্ম্মেরত কপোত-কপোতী, স্নেহবদ্ধহৃদয়ে একের দৃষ্টি, অঙ্গ ও মনের দ্বারা অপরের দৃষ্টি, অঙ্গ এবং মনকে আকর্ষণপূর্ব্বক সংযোজিত করিয়াছিল ॥ ৫৪ ॥

শয্যাসনাটনস্থানবার্ত্তাক্রীড়াশনাদিকম্।
মিথুণীভূয় বিশ্রব্ধৌ চেরুতুর্বনরাজিষু ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়। (তৌ) বিশ্রব্ধৌ (নিঃশঙ্কৌ) মিথুনীভূয় (মিলিত্বা) বনরাজিষু (অরণ্যমধ্যে) শয্যাসনাটনস্থান-বার্ত্তা-ক্রীড়াশনাদিকং (তত্তৎকার্য্যজাতং) চেরতুঃ (কৃতবন্তৌ) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ। তাহারা নিঃশঙ্কচিত্তে মিলিত হইয়া বনমধ্যে এক শয্যায় শয়ন, একত্রে উপবেশন, একসঙ্গে ভ্রমণ, একত্রে অবস্থান, এবং পরস্পর আলাপ, ক্রীড়া ও ভোজনাদিকার্য্য সম্পাদন করিত ॥ ৫৫ ॥

যং যং বাঞ্ছতি সা রাজন্ তর্পয়ন্ত্যনুকম্পিতা।
তং তং সমনয়ৎ কামং কৃচ্ছে্ণাপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫৬॥

অন্বয়। (হে) রাজন্! সা (কপোতী) তর্পয়ন্তী (সহাসবীক্ষিতালাপাদিভিঃ প্রীণয়ন্তী) (অতএব তেন) অনুকম্পিতা (কৃপাপূর্ব্বকম্ প্রচোদিতা সতী) যং যং বাঞ্ছতি অজিতেন্দ্রিয়ঃ (স কপোতঃ) কৃচ্ছ্রেণ অপি (অতি কষ্টেনাপি) তং তং কামং সমনয়ৎ (সম্পাদয়ামাস) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ। হে রাজন্! কপোতী সহাস-দৃষ্টিপাত ও আলাপাদি দ্বারা কপোতের প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক তাহার অনুকম্পিতা হইয়া যাহা যাহা প্রার্থনা করিত অজিতেন্দ্রিয় কপোত অতি কষ্টকর হইলেও তাহা আনিয়া তাহার কামনা পূরণ করিত ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ। তর্পয়ন্তী স্মরতালাপবীক্ষিতাদিভিঃ প্রীণয়ন্তী ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। তৃপ্তিকারিণী অর্থাৎ স্মরতোপযোগী আলাপদৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা কপোতের প্রীতিদায়িনী ॥৫৬ ॥

কপোতী প্রথমং গর্ভং গৃহ্লন্তী কাল আগতে।
অণ্ডানি সুষুবে নীড়ে স্বপত্যুঃ সন্নিধৌ সতী ॥৫৭॥

অন্বয়। প্রথমং গর্ভং গৃহ্লন্তী সতী কপোতী কালে (প্রসবকালে) আগতে (প্রাপ্তে সতি) স্বপত্যুঃ সন্নিধৌ নীড়ে অণ্ডানি সুষুবে (প্রসূতবতী) ॥৫৭॥

অনুবাদ। অনন্তর কপোতী প্রথম গর্ভধারণ করিয়া প্রসবকাল আগত হইলে নিজ পতির সমক্ষে সেই নীড় মধ্যে কয়েকটি অণ্ড প্রসব করিল ॥৫৭॥

তেষু কালে ব্যজায়ন্ত রচিতাবয়বা হরেঃ।
শক্তিভির্দুর্ব্বিভাব্যাভিঃ কোমলাঙ্গতনূরুহাঃ ॥৫৮॥

অন্বয়। কালে (তৎপরিপাককালে) তেষু (জলভরিতেষু অণ্ডেষু) হরেঃ দুর্ব্বিভাব্যাভিঃ (অতর্ক্যাভিঃ) শক্তিভিঃ রচিতাবয়বাঃ (রচিতা অবয়বা যেষাং তে) কোমলাঙ্গতনূরুহাঃ (কোমলান্যঙ্গানি তনূরুহাশ্চ যেষাং তে) ব্যজায়ন্ত ॥৫৮॥

অনুবাদ। পরে যথাকালে শ্রীহরির অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে ঐ সকল অণ্ড হইতে সুকোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট এবং রোমসংযুক্ত শাবকগণ উৎপন্ন হইল ॥৫৮॥

বিশ্বনাথ। প্রজাঃ ব্যজায়ন্ত ॥৫৮॥

বঙ্গানুবাদ। প্রজা বা সন্ততি বিজাত বা উৎপন্ন হইল ॥৫৮॥

প্রজাঃ পুপুষতুঃ প্রীতৌ দম্পতী পুত্রবৎসলৌ।
শৃণ্বন্তৌ কূজিতং তাসাং নির্বৃতৌ কলভাষিতৈঃ ॥৫৯॥

অন্বয়। তাসাং (প্রজানাং) কূজিতং শৃণ্বন্তৌ কলভাষিতৈঃ (মধুরস্বনৈঃ) নির্বৃতৌ (সুখিনৌ) (অতএব) প্রীতৌ পুত্রবৎসলৌ দম্পতী প্রজাঃ (শিশূন্) পুপুষতুঃ (পোষয়ামাসতুঃ) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ। অনন্তর পুত্রবৎসল কপোতমিথুন শাবকগণের কূজনধ্বনি শ্রবণ এবং মধুর শব্দে আনন্দিত হইয়া অতি প্রসন্নচিত্তে তাহাদিগকে পালন করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

তাসাং পতত্রৈঃ সুস্পর্শৈঃ কূজিতৈর্মুগ্ধচেষ্টিতৈঃ।
প্রত্যুদ্গমৈরদীনানাং পিতরৌ মুদমাপতুঃ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়। পিতরৌ (পিতা চ মাতা চ তৌ) অদীনানাং (হৃষ্টানাং) তাসাং (প্রজানাং) সুস্পর্শৈঃ (সুখস্পর্শৈঃ) পতত্রৈঃ (পক্ষৈঃ) কূজিতৈঃ মুগ্ধচেষ্টিতৈঃ (সুন্দরচেষ্টিতৈঃ) প্রত্যুদ্গমৈঃ (উৎপতনৈশ্চ) মুদং (হর্ষম্) আপতুঃ (প্রাপ্তৌ) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ। শাবকগণের পিতামাতা উভয়ে হৃষ্টভাবযুক্ত শিশুগণের পক্ষদ্বয়ের সুখস্পর্শে, মধুর কূজন-শ্রবণে এবং সুন্দর চেষ্টা ও উৎপতনাদি-দর্শনে অতিশয় আনন্দ লাভ করিতেছিল ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ। অদীনানাং হৃষ্টানাম্ ॥ ৬০ ॥

বঙ্গানুবাদ। অদীন অর্থাৎ হৃষ্টশাবকগুলির ॥৬০॥

স্নেহানুবদ্ধহৃদয়াবন্যোন্যং বিষ্ণুমায়য়া।
বিমোহিতৌ দীনধিয়ৌ শিশূন্ পুপুষতুঃ প্রজাঃ ॥৬১॥

অন্বয়। বিষ্ণুমায়য়া বিমোহিতৌ (অতঃ) অন্যোন্যং স্নেহানুবদ্ধহৃদয়ৌ (স্নেহেন অনুবদ্ধম্ অনুরক্তং হৃদয়ং যয়োস্তৌ) দীনধিয়ৌ (তৎপোষণ প্রবণতয়া ব্যাকুলচিত্তৌ) শিশূন্ প্রজাঃ (পুত্রান্) পুপুষতুঃ (পোষিতবন্তৌ) ॥৬১॥

অনুবাদ। বিষ্ণুমায়াবিমোহিত হইয়া পরস্পর স্নেহানুরক্ত কপোতদম্পতী সন্তানপালনের নিমিত্ত ব্যাকুলিতচিত্তে শাবকগণকে পালন করিতে লাগিল ॥৬১॥

বিশ্বনাথ। শিশূন্ বালান্ প্রজা অপত্যানি ॥৬১॥

বঙ্গানুবাদ। শিশু অর্থাৎ প্রজা অর্থাৎ অপত্য বা সন্তান ॥৬১॥

একদা জগ্মতুস্তাসামন্নার্থং তৌ কুটুম্বিনৌ।
পরিতঃ কাননে তস্মিন্নর্থিনৌ চেরতুশ্চিরম্ ॥৬২॥

অন্বয়। একদা কুটুম্বিনৌ তৌ (পিতরৌ) তাসাং (প্রজানাম্) অন্নার্থম্ (আহার্য্যার্থম্) জগ্মতুঃ (গতবন্তৌ) (তথা) অর্থিনৌ (আহারমাকাঙ্ক্ষমাণৌ) তস্মিন্ কাননে (বনে) পরিতঃ (সর্ব্বতঃ) চিরং (বহুক্ষণং) চেরতুঃ (চরিতবন্তৌ) ॥৬২॥

অনুবাদ। একদিন কুটুম্বপালনাসক্ত কপোত-দম্পতী শাবকগণের আহার্য্য-সংগ্রহের নিমিত্ত বনে গমন করিয়া বহুক্ষণ যাবৎ তৎসন্ধানে বনমধ্যে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল ॥৬২॥

দৃষ্ট্বা তান্ লুব্ধকঃ কশ্চিদ্যদৃচ্ছাতো বনেচরঃ।
জগৃহে জালমাতত্য চরতঃ স্বালয়ান্তিকে ॥৬৩॥

অন্বয়। (তদা) কশ্চিৎ লুব্ধকঃ (ব্যাধঃ) যদৃচ্ছাতঃ (যদৃচ্ছয়া) বনে চরঃ (সন্) স্বালয়ান্তিকে (স্বস্য আলয়স্য নীড়স্য অন্তিকে সমীপে) চরতঃ (ক্রীড়তঃ) তান্ (কপোতপুত্রান্) দৃষ্ট্বা জালম্ আতত্য (প্রসার্য্য তান্) জগৃহে (গৃহীতবান্) ॥৬৩॥

অনুবাদ। সেই সময় জনৈক ব্যাধ যদৃচ্ছাক্রমে বনে বিচরণ করিতে করিতে কপোতদম্পতীর নীড়সমীপে তাহাদের শিশুগণকে খেলা করিতে দেখিয়া জাল বিস্তার-পূর্ব্বক তাহাদিগকে আবদ্ধ করিল ॥৬৩॥

বিশ্বনাথ। স্বালয়ান্তিকে স্বনীড়তলনিকটে চরতস্তান্ বালান্ জগ্রাহ ॥৬৩॥

বঙ্গানুবাদ। স্বালয়ান্তিকে অর্থাৎ স্বীয় নীড়তল-নিকটে চরণশীল অর্থাৎ চরিতেছিল এমন অবস্থায় সেই বালকগুলিকে গ্রহণ করিল বা ধরিল ॥৬৩॥

কপোতশ্চ কপোতী চ প্রজাপোষে সদোৎসুকৌ।
গতৌ পোষণমাদায় স্বনীড়মুপজগ্মতুঃ ॥৬৪॥

অন্বয়। (অনন্তরং) প্রজাপোষে (প্রজাপালনে) সদা উৎসুকৌ (অতস্তদাহারার্থং) গতৌ কপোতঃ চ কপোতী চ পোষণং (ভক্ষ্যম্) আদায় (গৃহীত্বা) স্বনীড়ম্ উপজগ্মতুঃ (আগতবন্তৌ) ॥৬৪॥

অনুবাদ। অনন্তর সন্তানপালনোৎসুক কপোত-কপোতী তাহাদের শিশুগণের আহার্য্য-সংগ্রহার্থ বনে

গিয়া ভক্ষ্যদ্রব্য আনয়ণপূর্ব্বক স্বনীড়ে প্রত্যাগমন করিল ॥৬৪॥

বিশ্বনাথ। পোষণং ভক্ষ্যম্ ॥৬৪॥

বঙ্গানুবাদ। পোষণং অর্থাৎ ভক্ষ্য ॥৬৪॥

কপোতী স্বাত্মজান্ বীক্ষ্য বালকান্ জালসংবৃতান্।
তানভ্যধাবৎ ক্রোশন্তী ক্রোশতো ভৃশদুঃখিতা ॥৬৫॥

অন্বয়। কপোতী স্বাত্মজান্ বালকান্ জালসংবৃতান্ (বদ্ধান্, অতএব) ক্রোশতঃ (বিলাপং কুর্ব্বতঃ) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ভৃশদুঃখিতা (অতিশয়ং দুঃখিতা সতি) ক্রোশন্তী (রুদতী) তান্ (শাবকান্) অভ্যধাবৎ (তেষামভিমুখং গতবতী) ॥৬৫॥

অনুবাদ। কপোতী নিজ শাবকগণকে জালবদ্ধ এবং ক্রন্দনরত নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া স্বয়ং রোদন করিতে করিতে তাহাদের দিকে ধাবিত হইল ॥৬৫॥

সাসকৃৎস্নেহগুণিতা দীনচিত্তাজমায়য়া।
স্বয়ঞ্চাবধ্যত শিচা বদ্ধান্ পশ্যন্ত্যপস্মৃতিঃ ॥৬৬॥

অন্বয়। অজমায়য়া (অজস্য ভগবতঃ মায়য়া) অসকৃৎ (নিরন্তরং) স্নেহগুণিতা (স্নেহেন গুণিতা বদ্ধা) দীনচিত্তা (কাতরা) (তথা) অপস্মৃতিঃ (অপগতা স্মৃতির্যস্যাঃ) সা কপোতী (তান্) বদ্ধান্ পশ্যন্তী (অপি) স্বয়ং চ শিচা (জালেন) আবধ্যত (আবদ্ধা) ॥৬৬॥

অনুবাদ। ভগবন্মায়া-বিমোহিত, নিরন্তর স্নেহাবদ্ধা ও অত্যন্ত কাতরা কপোতী স্মৃতিশূন্যা হইয়া শাবকগণকে জালে আবদ্ধ দেখিয়াও নিজে জালে আবদ্ধ হইল ॥৬৬॥

বিশ্বনাথ। বদ্ধান্ স্ববালান্ পশ্যন্তী অপস্মৃতিঃ শোকেনাচেতনা সতী পতন্তী শিচা জালেনাবধ্যত ॥৬৬॥

বঙ্গানুবাদ। বদ্ধ নিজ সন্তানগুলিকে দেখিয়া অপস্মৃতি অর্থাৎ শোকে অচেতন হইয়া শিক্ অর্থাৎ জাল-দ্বারা আবদ্ধা হইল ॥৬৬॥

কপোতঃ স্বাত্মজান্ বদ্ধানাত্মনোঽপ্যধিকান্ প্রিয়ান্।
ভার্য্যাঞ্চাত্মসমাং দীনো বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥৬৭॥

অন্বয়। (তদা) কপোতঃ চ আত্মনঃ (শরীরাৎ) অপি অধিকান্ প্রিয়ান্ স্বাত্মজান্ (শাবকান্) বদ্ধান্ (তথা) আত্মসমাং (আত্মানুরূপাং;) ভার্য্যাং চ (বদ্ধাং দৃষ্ট্বা) দীনঃ অতি দুঃখিতঃ (চ সন্) বিললাপ (শুশোচ) ॥৬৭॥

অনুবাদ। তখন প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রগণকে এবং আত্মসমা ভার্য্যাকে জালে আবদ্ধ দেখিয়া দীন কপোতও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল ॥৬৭॥

বিশ্বনাথ। চকারাৎ শুশোচ ॥৬৭॥

বঙ্গানুবাদ। 'চ' শোক করিয়াছিল ॥৬৭॥

অহো মে পশ্যতাপায়মল্পপুণ্যস্য দুর্ম্মতেঃ।
অতৃপ্তস্যাকৃতার্থস্য গৃহস্ত্রৈবর্গিকো হতঃ ॥৬৮॥

অন্বয়। অহো! (হে জনাঃ!) অতৃপ্তস্য (দৃষ্ট সুখেন অতৃপ্তস্য) অকৃতার্থস্য (অদৃষ্টসুখমসম্পাদয়তঃ) অল্প পুণ্যস্য দুর্ম্মতেঃ মে (মম) অপায়ং (বিনাশং) পশ্যত, (যতঃ) ত্রৈবর্গিকঃ (ধর্ম্মার্থকামরূপঃ ত্রিবর্গসাধনভূতঃ) গৃহঃ (গৃহাশ্রমঃ) হতঃ (নষ্টঃ) ॥৬৮॥

অনুবাদ। হায়! আমার কি দুর্ভাগ্য! দৃষ্ট ঐহিক সুখে অতৃপ্ত এবং অদৃষ্ট পারলৌকিক সুখসম্পাদনে বিমুখ, অল্প পুণ্যবান্, মাদৃশ দুর্ম্মতির বিনাশ দর্শন কর, কারণ আজ আমার ত্রিবর্গ-সাধনভূত গৃহাশ্রম নষ্ট হইল ॥৬৮॥

অনুরূপানুকূলা চ যস্য মে পতিদেবতা।
শূন্যে গৃহে মাং সন্ত্যজ্য পুত্রৈঃ স্বর্যাতি সাধুভিঃ ॥৬৯॥

অন্বয়। যস্য মে (মম) পতিদেবতা (পতিরেব দেবতা যস্যাঃ সা) অনুকূলা (অনুগতা) অনুরূপাচ (ভার্য্যা) শূন্যে গৃহে মাং সন্ত্যজ্য সাধুভিঃ পুত্রৈঃ (সহ) স্বঃ (স্বর্গং) যাতি ॥৬৯॥

অনুবাদ। আমার পতিব্রতা, অনুগতা এবং আত্মানুরূপা ভার্য্যা আমাকে একাকী শূন্যগৃহে পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুপুত্রগণের সহিত স্বর্গে গমন করিল ॥৬৯॥

সোঽহং শূন্যে গৃহে দীনো মৃতদারো মৃতপ্রজঃ।
জিজীবিষে কিমর্থং বা বিধুরো দুঃখজীবিতঃ ॥৭০॥

অন্বয়। দীনঃ মৃতদারঃ (বিপত্নীকঃ) মৃতপ্রজঃ (নষ্টপুত্রঃ) বিধুরঃ (বিরহী) দুঃখজীবিতঃ (দুঃখেন জীবিতং যস্য তথাবিধঃ সন্) সঃ অহং শূন্যে গৃহে কিমর্থং বা জিজীবিষে (জীবিতুমিচ্ছামি) ॥৭০॥

অনুবাদ। পত্নীপুত্রহারা দীন আমি তদ্বিরহে কাতর হইয়া দুঃখময় জীবনধারণপূর্ব্বক একাকী এই গৃহে কিজন্যই বা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি ॥৭০॥

তাংস্তথৈবাবৃতান্ শিগ্ভির্মৃত্যুগ্রস্তান্ বিচেষ্টতঃ।
স্বয়ঞ্চ কৃপণঃ শিক্ষু পশ্যন্নপ্যবুধোঽপতৎ ॥৭১॥

অন্বয়। অবুধঃ (মূর্খঃ) কৃপণঃ (দীনঃ) (স কপোতঃ) তথা এব শিগ্ভিঃ (জালৈঃ) আবৃতান্ মৃত্যুগ্রস্তান্ বিচেষ্টতঃ (মুক্ত্যর্থং কৃতযত্নান্) তান্ (শাবকান্) পশ্যন্ অপি স্বয়ং চ শিক্ষু (জালেষু) অপতৎ (পতিতো বভূব) ॥৭১॥

অনুবাদ। অনন্তর মূর্খ কাতরচিত্ত কপোত স্বীয় শাবকগণকে জালে আবদ্ধ, মৃত্যুগ্রস্ত এবং মুক্তির জন্য যত্নশীল দর্শন করিয়াও স্বয়ং জালে নিপতিত হইল ॥৭১॥

বিশ্বনাথ। বিচেষ্টমানান্ পশ্যন্নপতৎ ॥৭১॥

বঙ্গানুবাদ। বিচেষ্টমান বা মুক্তির জন্য যত্নপর দেখিয়া পড়িল ॥৭১॥

তং লব্ধ্বা লুব্ধকঃ ক্রূরঃ কপোতং গৃহমেধিনম্।
কপোতকান্ কপোতীঞ্চ সিদ্ধার্থঃ প্রযযৌ গৃহম্ ॥৭২॥

অন্বয়। (ততঃ) ক্রূরঃ (নিষ্ঠুরঃ) লুব্ধকঃ (ব্যাধঃ) গৃহমেধিনং তং কপোতং কপোতকান্ (শাবকান্) কপোতীং চ লব্ধ্বা সিদ্ধার্থঃ (লব্ধমনোরথঃ সন্) গৃহং প্রযযৌ (গতবান্) ॥৭২॥

অনুবাদ। অনন্তর নিষ্ঠুর লুব্ধচিত্ত ব্যাধ এইরূপে গৃহমেধী কপোত-কপোতী এবং শাবকগণকে পাইয়া সফলচিত্তে নিজগৃহে প্রস্থান করিল ॥৭২॥

এবং কুটুম্ব্যশান্তাত্মা দ্বন্দ্বারামঃ পতত্রিবৎ।
পুষ্ণন্ কুটুম্বং কৃপণঃ সানুবন্ধোঽবসীদতি ॥৭৩॥

অন্বয়। এবং পতত্রিবৎ (কপোতবৎ) দ্বন্দ্বারামঃ (মিথুনপরঃ) কৃপণঃ (দীনঃ) অশান্তাত্মা (অজিতেন্দ্রিয়ঃ) কুটুম্বী কুটুম্বং পুষ্ণন্ সানুবন্ধঃ (পুত্রকলত্রাদিসহিতঃ) অবসীদতি (ক্লিশ্যতি) ॥৭৩॥

অনুবাদ। এই প্রকারে কপোতবৎ মিথুনসুখরত, দীন, অজিতেন্দ্রিয় বহুপোষ্যযুক্ত কুটুম্বী কুটুম্বপালনে-আসক্ত হইয়া পুত্রকলত্রাদির সহিত ক্লেশ পাইয়া থাকে ॥৭৩॥

যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্
গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ ॥৭৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। যঃ (পুমান্) অপাবৃতং (নিরাবরণং) মুক্তিদ্বারং (সাধনভূতং) মানুষং লোকং (দেহং) প্রাপ্য (লব্ধ্বাপি) খগবৎ (কপোতবৎ) গৃহেষু সক্তঃ (ভবতি) তম্ আরূঢ়চ্যুতং (শ্রেয়োমার্গম্ আরুহ্য চ্যুতং পতিতং) বিদুঃ (বুধা জানন্তি) ॥৭৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ। যে পুরুষ মুক্তির অনাবৃত দ্বারস্বরূপ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও কপোতবৎ মিথুনপর গৃহধর্ম্মে

আসক্ত হয়, বিবেকিগণ তাহাকে আরূঢ়চ্যুত (অর্থাৎ শ্রেয়ঃপথে আরোহণ করিয়াও পতিত) বলিয়া অবগত হন ॥৭৪॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে সপ্তমোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে সাধুগণ-সম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

অনুদর্শিনী। "বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ"—(ভাঃ ১১।৯।২৯) অর্থাৎ পশুপক্ষী প্রভৃতি সকল দেহেই বিষয়-ভোগ সম্ভবপর কিন্তু পরমার্থসাধনের অনুকূল নহে। কিন্তু মনুষ্য জন্ম মুক্তিসাধনের উদ্‌ঘাটিত দ্বারস্বরূপ। সুতরাং পক্ষীর পক্ষেও যখন গৃহাসক্তি অনর্থের কারণ তখন মনুষ্যের পক্ষে ঐরূপ আসক্তি অতি নিন্দনীয়।

আরূঢ়চ্যুত—শ্রেয়োমার্গের অত্যুচ্চসোপানে আরোহণ করিয়া চ্যুত অর্থাৎ স্খলিতপদ।

এই অধ্যায়ে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য ও কপোত—এই অষ্ট শিক্ষা-গুরুর কথা বর্ণিত আছে ॥৭৪॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ।
দেহিনাং যদ্‌যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্‌বুধঃ ॥১॥

অন্বয়। শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ। (অজগরাচ্ছিক্ষিত-মিত্যাহ) হে রাজন্! যৎ (যস্মাৎ) দেহিনাং স্বর্গে নরকে এব বা (স্বর্গে নরকে চ) দুঃখং যথা (অবাঞ্ছিতমপি প্রারব্ধকর্ম্মভোগস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ) (তথা) ঐন্দ্রিয়কম্ (ইন্দ্রিয়প্রভবং) সুখং (অবাঞ্ছিতমেব স্যাৎ) তস্মাৎ বুধঃ (বিবেকী) তৎ (ঐন্দ্রিয়কম্ সুখং) ন ইচ্ছেত (লব্ধুং যত্নং ন কুর্য্যাৎ) ॥১॥

অনুবাদ। শ্রীব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে রাজন্! কামনা না করিলেও জীবগণের স্বর্গে এবং নরকে প্রারব্ধানুসারে অযাচিতভাবে দুঃখ যে প্রকার উপস্থিত হয়, সেই প্রকার ইন্দ্রিয়সুখও অযাচিতভাবেই উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিবেকী পুরুষ তাদৃশ সুখলাভের জন্য কোনরূপ যত্ন করেন না ॥১॥

বিশ্বনাথ।

অষ্টমেঽজগরাদ্যাশ্চ গুরবো নববর্ণিতাঃ।
পিঙ্গলায়াঃ কথা যত্র নৈরাশ্যসুখদোদিতা॥

স্বদেহনির্ব্বাহার্থং বৃথা নাতিচেষ্টিতব্যমিত্যত্রাজগর এব গুরুরিত্যাহ,—সুখমিতি চতুর্ভিঃ। যথা দুঃখমবাঞ্ছিতমপি স্যাৎ তথা সুখমপি ভবেদেবেতি কিং তদিচ্ছয়েত্যর্থঃ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ। অষ্টম অধ্যায়ে অজগর প্রভৃতি নয়টী গুরুর কথা এবং নৈরাশ্যসুখদ পিঙ্গলার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

স্বদেহ নির্ব্বাহের জন্য বৃথা অতিরিক্ত চেষ্টা করা উচিত নহে। এস্থলে অজগরই গুরু—এই কথা সুখ প্রভৃতি চারিটী শ্লোকে বলিতেছেন। যেমন দুঃখ অবাঞ্ছিত হইলেও অবশ্যই হইবে, সেইরূপ সুখও হইবেই। অতএব তন্নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া কি হইবে? ॥ ১ ॥

সারার্থানুদর্শিনী।

সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্যথা দুঃখমযত্নতঃ ॥ ভাঃ ৭।৬।৩

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিলেন—হে দৈত্যবালকগণ, প্রাণিগণের দেহযোগবশতঃ ইন্দ্রিয় ও বিষয়-সম্বন্ধ-জন্য যে সুখ তাহা (পূর্ব্বাদৃষ্টঅনুসারে) যত্ন ব্যতীতই দুঃখের ন্যায় মনুষ্য ও পশ্বাদিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্।
সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে ॥

বৃহন্নারদীয়ে ৭।৭৪

দুঃখ যেমন অবাঞ্ছিত হইলেও উপস্থিত হয়, সুখও তদ্রূপ, কেননা, উহা দৈবাধীন।

গ্রাসস্তু মিষ্টং বিরসং মহান্তং স্তোকমেব বা।
যদৃচ্ছয়ৈবাপতিতং গ্রসেদাজগরোঽক্রিয়ঃ ॥২॥

অন্বয়। (শরীরনির্ব্বাহমাত্রন্তু যথালব্ধেন কর্ত্তব্যমিত্যাহ) আজগরঃ (অজগরবৃত্তিঃ) অক্রিয়ঃ (উদাসীনশ্চ সন্) যদৃচ্ছয়া এব (দৈবাদেব প্রযত্নং বিনা) আপতিতং (প্রাপ্তং) মিষ্টং (মধুরং) বিরসম্ (অস্বাদুং) মহান্তং (প্রচুরপরিমাণং) স্তোকম্ (অল্পপ্রমাণম্) এব বা গ্রাসং (আহারং) তু গ্রসেৎ (ভক্ষয়েৎ) ॥২॥

অনুবাদ। অজগরের বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট থাকিয়া যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ স্বাদু কিংবা স্বাদবিহীন, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অথবা অল্প পরিমাণেই হউক যেরূপ আহার লাভ হইবে তাহাই বিবেকী পুরুষ ভক্ষণ করিবেন ॥২॥

বিশ্বনাথ। আজগরঃ অজগরবৃত্তিঃ। অক্রিয়ঃ অল্পচেষ্টঃ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ। আজগর অর্থাৎ অজগরবৃত্তি। অক্রিয় অর্থাৎ অল্পচেষ্টাবিশিষ্ট ॥২॥

শয়ীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোঽনুপক্রমঃ।
যদি নোপনয়েদ্গ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টভুক্ ॥৩॥

অন্বয়। (যদা নাপততি তদা কিং কর্ত্তব্যং তত্রাহ) গ্রাসঃ (ভোজ্যং) যদি ন উপনয়েৎ (উপগমেৎ) (তদা) দিষ্টভুক্ (প্রারব্ধমেব আহারপ্রতিবন্ধকম্ অনুভবন্ ধৈর্য্যবান্ বুধঃ) মহাহিঃ (অজগরঃ) ইব অনুপক্রমঃ (নিরুদ্যমঃ) নিরাহারঃ (সন্) ভূরীনি অহানি (দীর্ঘকালং) শয়ীত (নিশ্চলত্বেন তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ) ॥৩॥

অনুবাদ। যদি কখনও ভোজ্যবস্তু যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে প্রারব্ধকেই আহারের প্রতিবন্ধক জানিয়া ধৈর্য্যসহকারে বিবেকী পুরুষ অজগরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকিয়া অনাহারেই দীর্ঘকাল অবস্থান করিবেন ॥৩॥

ওজঃসহোবলযুতং বিভ্রদ্দেহমকর্ম্মকম্।
শয়ানো বীতনিদ্রশ্চ নেহেতেন্দ্রিয়বানপি ॥৪॥

অন্বয়। (নন্নু সমর্থোঽপি শয়ীতয়ৈব কিম্ তদিত্যাহ) ওজঃ সহোবলযুতম্ (ওজ ইন্দ্রিয়বলং সহো মনোবলং বলং শরীরবলং তৈঃ যুতং তদ্‌যুক্তমপি) দেহম্ অকর্ম্মকং (নিশ্চেষ্টং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) শয়ানঃ (এব ভবেৎ) বীতনিদ্রঃ চ (স্বার্থে দত্তদৃষ্টিশ্চ ভবেৎ) (পরন্তু) ইন্দ্রিয়বান্ অপি ন ঈহেৎ (দর্শনাদি ব্যাপারেষু ন যত্নং কুর্য্যাৎ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ইন্দ্রিয় বল, মনোবল এবং শরীর-বল-যুক্ত দেহকে নিশ্চেষ্টভাবে ধারণপূর্ব্বক দেহনির্ব্বাহের জন্য বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না এমন কি ইন্দ্রিয় থাকা সত্ত্বেও বিষয় গ্রহণে যত্ন করিবেন না, পরন্তু ভগবচ্চিন্তাদি স্বার্থ-বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ। বীতনিদ্র ইতি স্বার্থে ভগবচ্চিন্তনাদৌ তু সর্ব্বদা সাবধান এব ভবেৎ যস্মাৎ দেহনির্ব্বাহার্থোদ্যমেন সময়ো মা বৃথা যাত্বিত্যেতদর্থমেবাজগরীবৃত্তিরাশ্রিতা ন পুনঃ সৈব স্বার্থো জ্ঞেয়ঃ ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। বীতনিদ্র। স্বার্থ অর্থাৎ ভগবচ্চিন্তাদি তাহাতে সর্ব্বদা সাবধান হইবে, যেহেতু দেহনির্ব্বাহের নিমিত্ত উদ্যমের দ্বারা সময় যেন বৃথা না যায়, এই নিমিত্তই আজগরী বৃত্তি অবলম্বিত। তবে উহাকেই স্বার্থ বলিয়া জানিতে হইবে না ॥ ৪ ॥

অনুদর্শিনী। প্রহ্লাদ অসুর বালকগণকে বলিতেছেন।

তৎ প্রয়াসো ন কর্ত্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্॥ ভাঃ ৭।৬।৪

অতএব সুখের জন্য প্রয়াস করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাদৃশ প্রয়াস দ্বারা কেবল আয়ুঃক্ষয়ই হইয়া থাকে। ভগবান মুকুন্দের চরণারবিন্দ-ভজনে যেরূপ আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভ হয়, বৈষয়িক সুখার্থ যত্ন করিলে কখনও তাদৃশ শ্রেয়োলাভ হয় না।

ভগবদ্ভজনের জন্যই আজগরী বৃত্তি অবলম্বিত হয়। অতএব ভজনকে স্বার্থ বা প্রয়োজন না জানিলে ঐ বৃত্তিকেই প্রয়োজন জানিলে ভজনফল—ভগবানের সেবা—লাভ না হইয়া বৃথা ক্লেশই লাভ হইবে—এবং স্বার্থ নষ্ট হইবে॥ ৪॥

মুনিঃ প্রসন্নগম্ভীরো দুর্ব্বিগাহ্যো দুরত্যয়ঃ।
অনন্তপারো হ্যক্ষোভ্যস্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ॥ ৫॥

অন্বয়। (সমুদ্রাচ্ছিক্ষিতমাহ) মুনিঃ প্রসন্নগম্ভীরঃ (বহিঃ প্রসন্নশ্চাসাবন্তর্গম্ভীরশ্চেতি সঃ) দুর্ব্বিগাহ্যঃ (অলক্ষ্যাভিপ্রায়ত্বাৎ পরিকলয়িতুমশক্যঃ) দুরত্যয়ঃ (তেজস্বিত্বাৎ অনতিক্রমণীয়ঃ) অনন্তপারঃ (স্বরূপাবির্ভাবাৎ কালদেশতশ্চাপরিচ্ছেদ্যঃ) অক্ষোভ্যঃ হি (রাগাদ্যভাবাদবিকার্য্যশ্চ সন্) স্তিমিতোদঃ (নিশ্চলোদকঃ) অর্ণবঃ ইব (সমুদ্রবৎ তিষ্ঠেৎ)॥ ৫॥

অনুবাদ। মুনি বাহিরে প্রসন্ন এবং অন্তরে গম্ভীর, অপরের লক্ষ্যের অতীত বলিয়া ইয়ত্তারহিত, তেজস্বিতাবশতঃ অলঙ্ঘনীয়, দেশ-কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, রাগাদিরহিত অবিকারী হইয়া নিশ্চলোদক্ সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান করিবেন॥ ৫॥

বিশ্বনাথ। সমুদ্রাচ্ছিক্ষিতমাহ,—মুনিরিতি দ্বাভ্যাম্। গীম্ভরোঽপি পুরুষঃ সুসমর্থধিয়া কেনাপি নাবগতাভিপ্রায়ো ভবেৎ, তস্মাৎ যোগী দুর্ব্বিগাহ্যঃ সর্ব্বথৈবালক্ষ্যমনোঽন্তস্তত্ত্বঃ স্যাৎ। দুরত্যয়ঃ তেজস্বিত্বাদনতিক্রম্যঃ অনন্তপারঃ কদাপ্যস্বাস্থ্যসময়েঽপি ক্বাপ্যতিকষ্টদেশেঽপি বৈবশ্য রাহিত্যাদেবানুদ্গীর্ণস্বতত্ত্বঃ স্যাদিত্যর্থঃ। বিজিতকামাদিত্বাদক্ষোভ্যঃ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ। সমুদ্র হইতে শিক্ষা। গম্ভীর পুরুষের সুসমর্থধীপ্রভাবে কোন উপায়েই তাহার অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায় না। এইজন্য যোগী দুর্ব্বিগ্রাহ্য অর্থাৎ সর্ব্বদা অলক্ষ্যমান অন্তস্তত্ত্ব হইবেন। দুরত্যয় অর্থাৎ তেজস্বী বলিয়া অনতিক্রমণীয়। অনন্তপার অর্থাৎ কদাপি অস্বাস্থ্য সময়ে ও যে কোন অতিকষ্টদেশেও বৈবশ্যরহিত বলিয়া যাঁহার তত্ত্ব বা বৃত্তান্ত অনুদ্গীর্ণ বা অপ্রকাশিত থাকিবে। অক্ষোভ্য অর্থাৎ যাঁহার কামাদি বিজিত॥৫॥

অনুদর্শিনী। সমুদ্র উপরে গম্ভীর হইয়াও যেমন অতলস্পর্শ, যোগীও সর্ব্ববিষয়ে প্রশান্ত হইয়া নিজহৃদয়ের অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া গম্ভীর হইবেন। সমুদ্র রত্নাকর, কিন্তু তন্মধ্যস্থিত রত্নসমূহ নির্ণয় করা যেমন সকলের দুঃসাধ্য, যোগীর অন্তরের তত্ত্ব যোগীই জানেন, অন্যে জানিতে সক্ষম নহে। সমুদ্র অতি বিস্তীর্ণ, সুতরাং অলঙ্ঘনীয়। যোগীও তেজস্বী বলিয়া কেহ তাঁহাকে পরাভব করিতে পারে না। সমুদ্র অপার, যোগীও অস্বাস্থ্যে ও অতিকষ্টে অবস্থান করিলেও বিবশ না হওয়ায় তাঁহার মনোভাব অপ্রকাশিত। সমুদ্র মহাজলাধার বলিয়া যেমন অক্ষোভ্য অর্থাৎ অপরে তাহাকে ক্ষুভিত করিতে পারে না, তদ্রূপ যোগীও জিতেন্দ্রিয় বলিয়া বিষয়রাগাদির অভাবে হৃদয়চাঞ্চল্য-রহিত। সুতরাং তাঁহাকে কেহ ক্ষুব্ধ করিতে পারে না॥ ৫॥

সমৃদ্ধকামো হীনো বা নারায়ণপরো মুনিঃ।
নোৎসর্পেত ন শুষ্যেত সরিদ্ভিরিব সাগরঃ॥ ৬॥

অন্বয়। (কিঞ্চ) সরিদ্ভিঃ সাগরঃ ইব (বর্ষাসু সরিদ্ভিঃ সমৃদ্ধোঽপি সাগরো যথা নোৎসর্পেৎ। গ্রীষ্মে তদ্বিহীনোঽপি ন শুষ্যেৎ তথা) নারায়ণপরঃ মুনিঃ সমৃদ্ধকামঃ (সম্পূর্ণকামোঽপি) ন উপসর্পেত (ন হৃষ্যেৎ) হীনঃ বা (তদ্বিহীনঃ) ন শুষ্যেত (ন শোচেৎ)॥ ৬॥

অনুবাদ। বর্ষাকালে সমুদ্র যেরূপ নদীগণের জলরাশি ধারণপূর্ব্বক হৃষ্ট হয় না অর্থাৎ স্থিতি লঙ্ঘন করে না, অথবা গ্রীষ্মকালে তদ্বিহীন হইয়া ক্ষুব্ধ হয় না অর্থাৎ শুষ্ক হয় না, সেই প্রকার নারায়ণভক্ত মুনিও কাম্যবস্তু-প্রাপ্তিতে হৃষ্ট অথবা তদ্ অভাবে দুঃখিত হন না ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ বর্ষাসু সরিদ্ভিঃ সমৃদ্ধোঽপি সাগরো যথা নোৎসর্পতে গ্রীষ্মে তদ্বিহীনোঽপি ন শুষ্যেৎ। তথা সমৃদ্ধকামঃ সম্পূর্ণকামোঽপি মুনির্ন কামেন হৃষ্যেৎ দীনোঽপি ন দৈন্যেন শোচেৎ। যতো নারায়ণপরস্তন্মাধুর্য্যানুভবলাভালাভাভ্যামেবাস্য হর্ষশোকৌ স্যাতাম্ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর বর্ষাতে নদীগণের দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াও সাগর যেমন উপসর্পণ বা সীমালঙ্ঘন করে না ও গ্রীষ্মে তদ্রহিত হইয়াও শুষ্ক হয় না সেইরূপ সমৃদ্ধিকাম অর্থাৎ সম্পূর্ণকাম হইলেও মুনি কাম্যবস্তুর দ্বারা হৃষ্ট অথবা তদ্বিরহিত হইয়াও দৈন্যবশতঃ শোকপরায়ণ হইবেন না। তিনি নারায়ণপর, তাঁহার মাধুর্য্য-অনুভবের লাভালাভ জন্যই তাঁহার হর্ষ ও শোক হয়, অন্য কারণে নহে ॥ ৬ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন —

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥গী ২।৭০

কামকামী কখনই শান্তিলাভ করে না। অন্যান্য জল যেরূপ আপূর্য্যমাণ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াও তাহাকে ক্ষোভিত করিতে পারে না, সেইরূপ কামসকল স্থিতপ্রজ্ঞে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না। অতএব তিনিই শান্তিলাভ করেন।

নারায়ণপর ব্যক্তির নিকট স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীনারায়ণের সেবাই প্রার্থনীয় বস্তু। অন্য অনিত্য বস্তুতে তাঁহার আস্থা বা প্রয়োজন নাই। সুতরাং তিনি বিষয়পর না হওয়ায় বিষয়-প্রাপ্তিতে হৃষ্ট এবং বিষয়-নাশে শোকগ্রস্ত হন না। শ্রীনারায়ণের সেবার ফল—তন্মাধুর্য্য-অনুভবই, তাঁহার লাভ অতএব হর্ষের কারণ এবং সেই মাধুর্য্যের অননুভবই, তাঁহার অলাভ সুতরাং শোকের কারণ হয় ॥ ৬ ॥

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥৭॥

অন্বয়। (রূপ-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-রসৈঃ পঞ্চভির্বিষয়ৈর্মোহিতাঃ পতঙ্গ-মধুকর-গজ-হরিণ-মীনা হতাঃ। অতস্তেষ্বনাসক্তৌ পঞ্চৈতে গুরবঃ। তত্র রূপবিলাসমোহিতা নশ্যতি। পতঙ্গাচ্ছিক্ষিতমিত্যাহ) অজিতেন্দ্রিয়ঃ দেবমায়াং (দেবমায়া-রচিতাং) স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা তদ্ভাবৈঃ (তস্যা ভাবৈঃ হাবভাবহেলাদিভিঃ) প্রলোভিতঃ (সন্) অগ্নৌ পতঙ্গবৎ (পতঙ্গো যথা অগ্নিং দৃষ্ট্বা প্রাণান্ ত্যজতি তথা) অন্ধে তমসি (ঘোরে নরকে) পততি ॥৭॥

অনুবাদ। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ দেবমায়া-রচিতা কামিনীকে দর্শন করিয়া তদীয় হাব-ভাবাদি বিলাসচেষ্টায় প্রলুব্ধ হইয়া অগ্নিমুখে-প্রধাবিত পতঙ্গের ন্যায় ঘোর নরকে পতিত হইয়া দুঃখভোগ করে ॥৭॥

বিশ্বনাথ। রূপাসক্তির্নাশহেতুরিতি পতঙ্গাচ্ছিক্ষিতমাহ,—দৃষ্ট্বেতি দ্বাভ্যাম্ ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ। রূপাশক্তি নাশের হেতু ইহা পতঙ্গের নিকট শিক্ষনীয় ॥ ৭ ॥

অনুদর্শিনী।

মহতাং বনিতাকামঃ পতত্যন্ধে তমস্যলম্।
অন্যত্র নিরয়ং যাত দুঃখবান্ স্যাদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥
ধর্ম্ম-সংহিতা।

রূপাসক্তির ফল—

সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু
যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ
মৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো
বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য ॥ ভাঃ ৩।৩১।৩৯

ভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিলেন—যিনি যোগের পরপারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখনই কামিনীর সঙ্গ করিবেন না। কারণ যোগিগণ বলেন যে

কামিনীকুল মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের পক্ষে নরকের দ্বার-স্বরূপ ॥ ৭ ॥

যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদি-
দ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূঢ়ঃ।
প্রলোভিতাত্মা হ্যুপভোগবুদ্ধ্যা
পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ ॥৮॥

অন্বয়। (স্ত্রিয়মুপলক্ষণীকৃত্যৈতৎ প্রপঞ্চয়তি) মায়ারচিতেষু যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদিদ্রব্যেষু (কামিনী-কাঞ্চনভূষণবসনাদিদ্রব্যেষু) উপভোগবুদ্ধ্যা (ভোগবাসনয়া) প্রলোভিতাত্মা (আসক্তচিত্তঃ) নষ্টদৃষ্টিঃ (লুপ্তবুদ্ধিঃ সন্) মূঢ়ঃ (অবিবেকঃ পুরুষঃ) পতঙ্গবৎ নশ্যতি (বিনষ্টো ভবতি) ॥৮॥

অনুবাদ। অবিবেকী পুরুষ দৈবমায়ারচিত কামিনী, কাঞ্চন, ভূষণ, বসনাদি দ্রব্যের ভোগবাসনায় প্রলুব্ধ ও হতজ্ঞান হইয়া পতঙ্গের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥৮॥

বিশ্বনাথ। যদ্যপি স্ত্রীহিরণ্যাদিষু মধ্যে স্ত্রিয়াং পঞ্চাপি বিষয়াঃ সন্তি তদপি যোষিদাদিষু প্রথমং দৃষ্টিরেব পততীতি রূপস্যৈব প্রাধান্যম্ ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ। যদিও স্ত্রী, সুবর্ণ প্রভৃতির মধ্যে স্ত্রীতে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ এই পঞ্চরূপ বিষয়ই থাকে, যোষিৎ প্রভৃতিতে প্রথম দৃষ্টি পতিত হয় বলিয়া রূপেরই প্রাধান্য ॥ ৮ ॥

অনুদর্শিনী।

স্ত্রীরূপে পঞ্চভোগ—

পতঙ্গ মাতঙ্গ কুরঙ্গ ভৃঙ্গ মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃপ্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥
গারুড়ে।

পতঙ্গ, গজ, হরিণ, মধুকর ও মীন এই পাঁচজন যখন রূপ, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ ও রস এই পঞ্চবিষয়ের এক একটীতে আসক্ত হইয়া এক একটী প্রাণীর প্রাণ হারাইতে দেখা যায়, তখন প্রমাদবশতঃ যদি কেহ একত্র এই পাঁচটীতে চিত্ত সমর্পণ করে, তাহার মৃত্যু অলঙ্ঘনীয়।

"প্রথমং চক্ষুসঙ্গম্"—এই প্রথানুযায়ী পঞ্চবিষয়যুক্ত স্ত্রীদেহের প্রথমেই রূপদর্শন হয়। সেই রূপজমোহে উপভোগবুদ্ধিতে অজ্ঞানে পরিণামে দুঃখহেতু যোষিদাদিতে সুখহেতু-জ্ঞানে জীবের সংসার হয় ॥৮॥

স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্ গ্রাসং দেহো বর্ত্ততে যাবতা।
গৃহানহিংসন্নাতিষ্ঠেদ্‌বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়। (মধুকরাচ্ছিক্ষিতমাহ) মুনিঃ যাবতা (যাবৎ-প্রমাণেন ভোজ্যেন) দেহঃ বর্ত্তেত (দেহযাত্রা ভবেৎ) গৃহান্ (গৃহস্থান্) অহিংসন্ (অপীড়য়ন্ তাবৎপ্রমাণমেব) স্তোকং স্তোকম্ (অল্পং অল্পং) গ্রাসং (ভোজ্যং) গ্রসেৎ (গৃহ্নীয়াৎ) মাধুকরীং বৃত্তিং (ভ্রমরস্য বৃত্তিং) ন অতিষ্ঠেৎ (ন গৃহ্নীয়াৎ, যথা মধুকরো বিশিষ্টগন্ধলোভেন একস্মিন্নেব পদ্মে বসন্ অস্তসময়ে মুকুলিতে তস্মিন নিবধ্যতে এবং মুনিরপি গুণলোভেনৈকমেব গৃহমাস্থিতঃ তন্মোহেন বধ্যতে) ॥৯॥

অনুবাদ। ভ্রমর যেরূপ বিশিষ্ট গন্ধলোভে একই পদ্মে অবস্থান করিয়া সূর্য্যাস্তকালে পদ্ম মুকুলিত হইলে তাহাতেই আবদ্ধ হয় সেইরূপ মুনিগণ গুণলোভে এক গৃহস্থের আশ্রয় করিয়া তদীয় মোহে আবদ্ধ না হইয়া যে পরিমাণ ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে সেই পরিমাণ ভোজ্যদ্রব্য গৃহস্থগণকে উৎপীড়ন না করিয়া নানা গৃহ হইতে অল্প অল্প করিয়া সংগ্রহ করিবেন ॥৯॥

বিশ্বনাথ। মধুকরাচ্ছিক্ষিতমাহ,—দ্বাভ্যাম্। মধুকরো যথা বিশিষ্টগন্ধলোভেনৈকস্মিন্নেব পদ্মে বসন্নস্তসময়ে তস্মিন্ মুকুলিতে সতি বধ্যতে। এবং মুনিরপি গুণলোভে-নৈকমেব গৃহমাশ্রিতস্তন্মোহেন বধ্যতে। তস্মাৎ স্তোকং স্তোকমল্পমল্পং গ্রাসং গৃহাদ্গৃহ্নন্ গ্রসেৎ যাবতা দেহো বর্ত্তেতেতি গ্রাসানামাধিক্যন্যূনত্বে সিদ্ধে গৃহান্ গৃহস্থান্ অহিংসন্ অপীড়য়ন্ ॥৯॥

বঙ্গানুবাদ। মধুকর হইতে শিক্ষা। মধুকর যেমন বিশিষ্ট গন্ধলোভে একটী পদ্মমধ্যে থাকিয়া সূর্য্যাস্ত সময়ে উহা নিমীলিত হইলে বদ্ধ হইয়া পড়ে, এইরূপ মুনিও গুণলোভে একটী মাত্র গৃহকে আশ্রয় করিয়া তাহার

মোহে আবদ্ধ হন, ইহা অনুচিত। অর্থাৎ স্তোক অর্থাৎ অল্প অল্প গ্রাস অর্থাৎ ভোজ্য গ্রহণ করা উচিত, যে পরিমাণ দ্বারা দেহধারণ হইতে পারে; ভোজ্যের আধিক্যন্যূনত্ব হইল বলিয়া গৃহস্থকে পীড়াদান না করাই কর্ত্তব্য।

অনুদর্শিনী। মধুকর অর্থাৎ ভ্রমর একটী মাত্র পদ্ম হইতে মধু সংগ্রহের লোভে যেমন পদ্ম মধ্যেই আবদ্ধ হয়, মুনিও সেইরূপ স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া একজন মাত্র গৃহস্থের নিকট হইতে স্থূল ভিক্ষা লইতে গেলে, সেই ভিক্ষার লোভে গৃহেই আসক্ত হইবেন। কিন্তু ঐ ভ্রমর যেরূপ বিভিন্ন পুষ্প হইতে নিজের প্রয়োজনমত অল্প অল্প মধু সংগ্রহ করে, মুনিও সেইরূপ নিজ জীবন-রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ভোজ্য অল্প অল্প পরিমাণে বহু গৃহস্থের গৃহ হইতে সংগ্রহ করিবেন। এইরূপ করিলে ভগবদ্ ভজনের জন্য নিজের জীবনও রক্ষা হয় এবং অল্প পরিমাণ ভোজ্য সংগ্রহহেতু দাতা গৃহস্থেরও ক্লেশ হয় না। এইরূপ মধুকর-বৃত্তিই সর্ব্বোচ্চশ্রেণী ভিক্ষারূপা।

"সনাতন কহে—আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব ?॥"

চরিতামৃত ম ২০প ৯॥

**অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ॥১০॥**

অন্বয়। ষট্‌পদঃ (ভ্রমরঃ) পুষ্পেভ্যঃ ইব (যথা ক্ষুদ্রপুষ্পেভ্যো মহৎপুষ্পেভ্যশ্চ মধু গৃহ্লাতি তথা) কুশলঃ (বিবেকী) নরঃ অণুভ্যঃ চ (ক্ষুদ্রেভ্যো বা) মহদ্ভ্যঃ চ (বৃহদ্ভ্যো বা) শাস্ত্রেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সারম্ (উৎকৃষ্টাংশম্) আদদ্যাৎ (গৃহ্লীয়াৎ)॥১০॥

অনুবাদ। ভ্রমর যেরূপ নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে সেইরূপ বিবেকী পুরুষও ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র হইতে সারাংশ গ্রহণ করিবেন॥১০॥

বিশ্বনাথ। মধুকরাৎ সারগ্রাহিত্বমপি ধর্ম্মং শিক্ষেদিত্যাহ,—অণুভ্যশ্চেতি॥১০॥

বঙ্গানুবাদ। মধুকর হইতে সারগ্রাহিত্বও শিক্ষা করা উচিত॥ ১০॥

অনুদর্শিনী। পূর্ব্বোক্ত মধুকর অর্থাৎ ভ্রমর হইতে অন্য শিক্ষার কথা বলিতেছেন—মধুকর যেমন সকলপ্রকার পুষ্প হইতেই পুষ্পসার মধু সংগ্রহ করে তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকল শাস্ত্রের সারভাগ গ্রহণ করিবেন।

"সর্ব্বতঃ সারমাদত্তে যথা মধুকরো বুধঃ॥"

ভাঃ ৪।১৮।২—॥ ১০॥

**সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্লীত ভিক্ষিতম্।
পাণিপাত্রোদরামত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী॥১১॥**

অন্বয়। (মধুকৃদ্ দ্বিবিধো। মধু কৃন্ততি পুষ্পাচ্ছিদ্য গৃহ্লাতীতি মধুকৃদ্ ভ্রমরঃ। মধু করোতি আহারত্বেন স্বরূপেণ চেতি মধুমক্ষিকা চ তত্র প্রথমাচ্ছিক্ষিতমুক্তং দ্বিতীয়াচ্ছিক্ষিতমাহ) সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা (সায়মিদং ভোক্ষ্যে শ্ব ইদং ভোক্ষ্য ইতি কৃত্বা বা) ভিক্ষিতম্ (অন্নাদি) ন সংগৃহ্লীত (ন রক্ষেৎ কিন্তু) পাণিপাত্রোদরামত্রঃ (পাণিপাত্রস্তন্মাত্রগ্রাহী কিম্বা উদরমেব অমত্রং পাত্রং যস্য স একভিক্ষায়ামুদরপাত্রগ্রাহী ভবেৎ) মক্ষিকা ইব সংগ্রহী ন (মক্ষিকেব সঞ্চয়ী ন ভবতী)॥১১॥

অনুবাদ। ইহা সায়ংকালে ভোজন করিব, ইহা আগামী দিনে ভোজন করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মুনিগণ অন্নাদি সঞ্চয় করিবেন না। পরন্তু হস্তে কিংবা উদরে যে পরিমাণ অন্ন গ্রহণ করা যায় সেই পরিমাণ অন্ন গ্রহণ করিবেন, মধুকরের ন্যায় সঞ্চয়ী হইবেন না॥১১॥

বিশ্বনাথ। মধু করোতীতি মধুকরশব্দেন মক্ষিকাপ্যুচ্যত ইতি। ততঃ শিক্ষিতমাহ,—সায়মিদং ভোক্ষ্যে শ্ব ইদং ভোক্ষ্যে ইতি ভিক্ষিতমন্নাদি ন সংগৃহ্লীতেতি কিং পুনর্হ্যস্তনং পৌর্ব্বমাসিকং পৌর্ব্বরাকং বেতি ভাবঃ। অত্র সায়ং শ্বো বা ভবিষ্যতি যদ্বস্তু দৃশ্যমন্নাদি তস্য সংগ্রহো ন সম্ভবেদতঃ সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা নিমন্ত্রণং সংগৃহ্লীয়াদিতি কেচিদাহুঃ। কেন পাত্রেণ গৃহে গৃহে ভিক্ষাং কুর্য্যাদিত্যত

আহ,—পাণিপাত্র ইতি। সর্ব্বতো ভিক্ষিতগ্রাসানানীয় কুত্র স্থাপয়েদিত্যত আহ,—উদরামত্র ইতি। উদরমেব অমত্রং ভিক্ষানিধানভাণ্ডং যস্য সঃ ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ। মধু করে বলিয়া মধুকর শব্দে মক্ষিকাকেও বলা হয়। তাহার নিকট শিক্ষা। সন্ধ্যায় ইহা খাইব, কাল ইহা খাইব এইরূপ ভিক্ষিত অন্ন সংগ্রহ করিবে না, পূর্ব্বদিনের পূর্ব্বমাস পূর্ব্বচন্দ্র প্রভৃতির ত' কথাই নাই। এস্থলে ভবিষ্যৎ সায়ং বা কল্য অন্নাদি যে দৃশ্যবস্তু তাহা সংগ্রহের সম্ভাবনা নাই, অতএব সন্ধ্যাকালীন বা আগামী কল্যকার নিমন্ত্রণ সংগ্রহ করা উচিত এরূপ কেহ কেহ বলেন। কি পাত্রদ্বারা গৃহে গৃহে ভিক্ষা করা উচিত, তাহাতে বলিতেছেন পাণিপাত্র (হস্তদ্বারা)। সর্ব্বস্থান হইতে ভিক্ষিতান্ন আনিয়া কোথায় রক্ষা করিবে? তাই বলিতেছেন উদরামত্র অর্থাৎ উদরই অমত্র বা ভিক্ষা-রক্ষণ ভাণ্ড যাঁহার ॥ ১১ ॥

অনুদর্শিনী। মধুকর দুই প্রকার। একপ্রকার কেবল পুষ্পে পুষ্পে পর্য্যটন করিয়া আহারমাত্র করে, সংগ্রহ করে না। দ্বিতীয় প্রকার মধুকর নিজের আহার্য্য সংগ্রহ ও সঞ্চয় উভয় কার্য্যে রত থাকে। শেষ প্রকার মধুকর হইতে নিজের আহার্য্যমাত্র সংগ্রহের শিক্ষা করিবেন। তাই বলিতেছেন—আত্মোন্নতিকামী যোগী কখনও সঞ্চয়ী হইবেন না। তিনি প্রত্যহ উদরভরণার্থ ভোজ্য সংগ্রহ করিবেন। দুই দিবসের ভোজ্য একদিবসে সংগ্রহ করিবেন না। তবে পরদিবসের জন্য নিমন্ত্রণমাত্র পূর্ব্ব-দিবসে স্বীকার করিতে পারিবেন। তাই বলিয়া পরদিনের ভোজ্য পূর্ব্বদিনে সংগ্রহ করিবেন না। যোগীর ভিক্ষা করিবার বা ভোজ্য রাখিবার কোন পৃথক্ পাত্র নাই। অতএব পাণিপাত্রে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া উদরপাত্রে উহা রাখিবেন ॥ ১১ ॥

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্ণীত ভিক্ষুকঃ।
মক্ষিকা ইব সংগৃহ্ণন্ সহ তেন বিনশ্যতি ॥১২॥

অন্বয়। (এতদ্বিবৃণোতি পুনঃ) ভিক্ষুকঃ সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্ণীত, সংগৃহ্ণন্ (সঞ্চয়ং কুর্ব্বন্) মক্ষিকা ইব তেন (সংগ্রহদ্রব্যেন) সহ বিনশ্যতি (বিনষ্টো ভবতি) ॥১২॥

অনুবাদ। ভিক্ষুক সায়ংকালের নিমিত্ত কিংবা আগামী দিনের জন্য সংগ্রহ করিবেন না, সংগ্রহ করিলে মধুকরের ন্যায় সঞ্চিত দ্রব্যের সহিত বিনষ্ট হইতে হয় ॥১২॥

বিশ্বনাথ। সংগ্রহে কৃতে সতি কিং ভবেদিত্যত আহ,—সায়ন্তনমিতি ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ। সংগ্রহ করা হইলে কি হইবে? তাই বলিতেছেন ॥ ১২ ॥

অনুদর্শিনী। যতি সংগ্রহী হইবেন না। সংগ্রহী হইলে বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন।

বিরাগঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ শিক্ষিতো মে মধুব্রতাৎ।
কৃচ্ছ্রাপ্তং মধুবদ্বিত্তং হত্বাপ্যন্যো হরেৎ পতিম্॥

ভাঃ ৭।১৩।৩৬

আজগরবৃত্তি মুনি প্রহ্লাদকে বলিলেন—আমি মধু-মক্ষিকা হইতে সকল বিষয়ে বিরাগ শিক্ষা করিয়াছি। কারণ অন্যে বিত্তস্বামীকে বধ করিয়া মধুতুল্য প্রাপ্তবিত্ত হরণ করে। অর্থাৎ মধুমক্ষিকাগণ কর্ত্তৃক কষ্টে সঞ্চিত মধু যেমন মধুব্রতগণকে হত্যা করিয়া অন্যে হরণ করে তদ্রূপ লোকে একে অন্যকে হত্যা করিয়া তাহার কষ্টসঞ্চিত বিত্ত হরণ করে ॥১২॥

পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ন স্পৃশেৎ দারবীমপি
স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ ॥১৩॥

অন্বয়। (স্পর্শাশক্তির্নাশহেতুরিতি গজাচ্ছিক্ষিত-মিত্যাহ) ভিক্ষুঃ (মুনিঃ) পদা (পাদেন) অপি দারবীং (দারুময়ীম্) অপি যুবতীং ন স্পৃশেৎ, স্পৃশন্ অঙ্গসঙ্গতঃ (তদঙ্গসঙ্গাৎ) করীণ্যা করী ইব বধ্যতে (গজো যথা করিণীং প্রদর্শ্য নিখাত তৃণাদিপিহিতগর্ত্তে নিপাত্য বধ্যতে তথা ইব বধ্যতে) ॥১৩॥

অনুবাদ। মুনি দারুময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলেও তাহাকে পদদ্বারা স্পর্শ করিবেন না, স্পর্শ করিলে তৎ

অঙ্গসংসর্গবশতঃ হস্তী যেমন হস্তিনী কর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়া বদ্ধ হয়, সেইরূপ তিনি পতিত ও বদ্ধ হন ॥১৩॥

বিশ্বনাথ। স্পর্শাসক্তির্নাশহেতুরিতি গজাচ্ছিক্ষিতমিত্যাহ,—দ্বাভ্যাম্। পদা পাদেনাপি দারবীং দারুময়ীমপি। গজো হি করিণীং প্রদর্শ্য তৃণাদিপিহিত গর্ত্তে নিপাত্য বধ্যতে ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। স্পর্শাসক্তি নাশহেতু, এই শিক্ষা গজের নিকট লইতে হইবে। পদ দ্বারাও দারুময়ী হইলেও। করিণীকে দেখাইয়া গজকে তৃণাদি আচ্ছাদিত গর্ত্তে পাতিত করিয়া বদ্ধ করা হয় ॥ ১৩ ॥

অনুদর্শিনী। বন্য হস্তী ধরিবার জন্য লোকে অরণ্যমধ্যে একটী প্রকাণ্ড গর্ত্ত করিয়া উহা তৃণাদিদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। তাহার মধ্যবর্ত্তী উচ্চস্থানে একটী শিক্ষিতা করিণীকে রাখিয়া দেয়। পরে যখন নিবিড় অরণ্য হইতে হস্তিযুথ নির্গত হয় তখন ঐ করিণী চিৎকারধ্বনি করতঃ মিলিত হইবার ইঙ্গিত করে। হস্তিযুথ করিণী-অঙ্গসঙ্গাশায় তাহার নিকটে আসিলে করিণী নিজ অঙ্গসঙ্গে মুগ্ধ করিয়া অমনি তাহাকে তৃণাচ্ছাদিত সেই গর্ত্তে পাতিত করে। নিকটে অবস্থিত মানব ঐ মাতঙ্গকে কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করে। এইরূপে বিপুল বিক্রমশালী মাতঙ্গও স্পর্শসুখ নিমিত্ত নিবদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব যোগী স্ত্রীসঙ্গ-বিষয়ে সাবধান হইবেন। পদদ্বারাও দারুময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করিবেন না। কেননা—

"কাষ্ঠনারীস্পর্শে যৈছে উপজয় বিকার ॥"

চৈঃ চঃ ম ১১ পঃ

কাষ্ঠনারী স্পর্শ করা ত' দূরের কথা, দর্শনেও মন চঞ্চল হয়—

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥

চৈঃ চঃ অ ২ পঃ ॥ ১৩ ॥

নাধিগচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং প্রাজ্ঞঃ কর্হিচিন্মৃত্যুমাত্মনঃ।
বলাধিকৈঃ স হন্যেত গজৈরন্যৈর্গজো যথা ॥১৪॥

অন্বয়। প্রাজ্ঞঃ (বিবেকী জনঃ) কর্হিচিৎ (কদাপি) আত্মনঃ (স্বস্য) মৃত্যুং (মৃত্যুরূপাং) স্ত্রিয়ং ন অধিগচ্ছেৎ (নোপগচ্ছেৎ) (যতঃ) সঃ (স্ত্রিয়মুপগতো জনঃ) অন্যৈঃ (অপরৈঃ) গজৈঃ গজঃ যথা বলাধিকৈঃ (তয়ানীতৈরন্যৈর্জারৈঃ) হন্যেত (হতো ভবেৎ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি কখনও নিজের মৃত্যুরূপা কামিনীর সংসর্গ কামনা করিবেন না, কারণ অধিক বলবান্ হস্তীর দ্বারা অন্য স্ত্রৈণ হস্তীর নিধনের ন্যায় স্ত্রীসঙ্গী পুরুষও উক্ত স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক আনীত অপর বলবান্ জার পুরুষের দ্বারা নিহত হইয়া থাকে ॥১৪॥

বিশ্বনাথ। ইয়ং মমৈব ভোগ্যেতি স্ত্রিয়ং নাধিগচ্ছেৎ ন বিশ্বস্তঃ স্যাৎ। যতস্তয়া আনীতৈর্বলাধিকৈর্জারৈঃ স কিল হন্যেত ॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ। এই স্ত্রী আমারই ভোগ্যা বলিয়া অধিগমন করিবে না অর্থাৎ বিশ্বস্ত বা নিশ্চিন্ত হইবে না। যেহেতু তাহার আনীত বলিয়ান উপপতির হস্তে মরণ হইতে পারে ॥ ১৪ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"বিশ্বাসং পণ্ডিতো জাতু কামিনীষু ন যাতি হি" ॥

ভাঃ ৮।৯।৯

ন হি কশ্চিৎ প্রিয়ঃ স্ত্রীণামঞ্জসা স্বাশিষাত্মনাম্।
পতিং পুত্রং ভ্রাতরং বা ঘ্নন্ত্যর্থে ঘাতয়ন্তি চ ॥

ভাঃ ৬।১৮।৪২

কশ্যপ বলিলেন—নিজের অভীষ্টলাভের উদ্দেশে স্ত্রীগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়তমারূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রিয় কেহ নাই; স্বার্থের জন্য তাহারা পতিপুত্র অথবা ভ্রাতার নাশ করে এবং অপরের দ্বারা করাইয়া থাকে।

স্ত্রিয়ো হ্যকরুণাঃ ক্রূরাঃ দুর্ম্মর্ষাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ঘ্নন্ত্যল্পার্থেঽপি বিস্রব্ধং পতিং ভ্রাতরমপ্যুত ॥

ভাঃ ৯।১৪।৩৭

উর্ব্বশী রাজা পুরুরবাকে বলিলেন—যেহেতু স্ত্রীগণ নির্দ্দয়া ও কুটীলস্বভাবা, তাহারা সামান্য দোষও সহ্য করে না এবং নিজ সুখের নিমিত্ত অধর্ম্মাদিতে ভীত হয়

না, সুতরাং সামান্য কারণেই তাহারা বিশ্বস্ত ভ্রাতা ও পতির প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

"পত্যুর্জায়েব পুংশ্চলী"—ভাঃ ৫।৬।৪

অসতী ভার্য্যা যেমন জার অর্থাৎ উপপতিদিগকে সুযোগ দিয়া নিজ স্বামীর প্রাণ বিনাশ করায়।

"যথা কৃতবিশ্বাসস্য পত্যুঃ পুংশ্চলী জায়া জারাণামবকাশং দত্ত্বা পতিং ঘাতয়তি" —শ্রীবিশ্বনাথ।

স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে শ্রীকশ্যপের উক্তি—ভাঃ ৬।১৮।৩৯-৪২, শ্রীভগবদুক্তি—ভাঃ ৮।৯।৯-১০ এবং উর্ব্বশীর উক্তি—ভাঃ ৯।১৪।৩৬-৩৮ দ্রষ্টব্য ॥১৪॥

ন দেয়ং নোপভোগ্যঞ্চ লুব্ধৈর্যদ্দুঃখসঞ্চিতম্।
ভুঙ্ক্তে তদপি তচ্চান্যো মধুহেবার্থবিন্মধু ॥১৫॥

অন্বয়। (ত্যাগভোগহীনো ধনসঞ্চয়ঃ পরগামী ভবতীত্যত্র মধুহা গুরুরিত্যাহ) লুব্ধৈঃ (আসক্তপুরুষৈঃ) দুঃখসঞ্চিতং (দুঃখেন সঞ্চিতং) যৎ (ধনং) দেয়ং (দানযোগ্যং) ন, উপভোগ্যং চ ন (ভবেৎ) মধুহা তৎ মধু ইব (মধুহা মক্ষিকাভিঃ সঞ্চিতং মধু যথা ভুঙ্ক্তে তদ্বৎ) অন্যঃ (অপরঃ) অর্থবিৎ (লিঙ্গৈঃ তৎ গুপ্তং ধনং প্রাপ্তুপায়ঞ্চ বেত্তি যথা মধুহা তরুকোটরাদিগতং মধু বেত্তি হরতি চ) তৎ অপি চ ভুঙ্ক্তে (ব্যবহরতি) ॥১৫॥

অনুবাদ। আসক্ত পুরুষ যে প্রকার দুঃখে অর্থ সঞ্চয় করিয়া উহা দান বা নিজে উপভোগ করিতে পারে না পরন্তু মধুহা যেরূপ মধুমক্ষিকার সঞ্চিত বৃক্ষকোটরাদিগত মধুর সন্ধান জানিয়া তাহা হরণ করে, সেই প্রকার অন্য কোন পুরুষ লক্ষণাদি দ্বারা আসক্ত পুরুষের গুপ্ত ধনের সন্ধান জানিয়া তাহা উপভোগ করে ॥১৫॥

বিশ্বনাথ। ত্যাগভোগহীনো ধনসঞ্চয়ঃ পরগামী ভবতীত্যত্র মধুহা মে গুরুরিত্যাহ,—ন দেয়মিতি। তদন্যো বলী ভুঙ্ক্তে তেনাপি সঞ্চিতমন্যঃ মধুহা মক্ষিকাভিঃ সঞ্চিতং মধু যথা ভুঙ্ক্তে তদ্বৎ। নন্থ সুগুপ্তং ধনং কথমন্যো জ্ঞাত্বা হরেদিত্যত আহ,—অর্থবিৎ লিঙ্গৈরর্থং তদুপায়ঞ্চ বেত্তীত্যর্থবিৎ। যথা মধুহা তরুকোটরাদিগতমপি মধুমক্ষিকানুগমনেন বেত্তি ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ। ত্যাগভোগহীন ধনসঞ্চয় পরগামী হয়, এ বিষয়ে মধুহা (বা মধুহরণকারী) আমার গুরু। তাহা অন্য বলী ভোগ করে। তাহার দ্বারা সঞ্চিতও অন্যে ভোগ করে, যেমন মধুহা মক্ষিকাগণের সঞ্চিত মধু ভোগ করে, সেইরূপ। আচ্ছা সুগুপ্ত ধন কিরূপে অন্যে জানিয়া হরণ করিবে তাই বলিতেছেন। চিহ্নাদি দ্বারা অর্থ ও তাহার উপায় যে জানে, সেই অর্থবিৎ। মধুহা যেমন তরুকোটরান্তর্গত মধুও মক্ষিকার অনুগমন জানে ॥১৫॥

অনুদর্শিনী। যাহারা ধন ত্যাগ বা দান করে না, নিজেরা ভোগও করে না, তাহাদের সঞ্চিত অর্থ অপর বলবানে ভোগ করে। মক্ষিকার সঞ্চিত মধু যেমন মধুহা ভোগ করে।

মধুমক্ষিকা তরুকোটরে মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সর্ব্বদা অবস্থান ও যাতায়াত করে বলিয়া তদনুগমনে মধুহা ঐ রক্ষিত মধুর সন্ধান পায়। সেইরূপ যে ব্যক্তি অন্যের অলক্ষিত স্থানে গোপনে ভূগর্ভে ধন পুতিয়া রাখে সে সর্ব্বদা তথায় সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, স্থান মার্জ্জন করে, উপবেশন করে এবং যাতায়াত করে।

যাহারা পরের গুপ্তবিত্ত-হরণে পটু তাহারা ঐ ব্যক্তির উপরি উক্ত লক্ষণসকল দর্শনে ধনের সন্ধান পায় এবং ধন হরণ করিয়া থাকে। সঞ্চয়ীর এই দশা দেখিয়াই বুদ্ধিমান্ সতর্ক হইবেন ॥১৫॥

সুদুঃখোপার্জ্জিতৈর্বিত্তৈরাশাসানাং গৃহাশিষঃ।
মধুহেবাগ্রতো ভুঙ্ক্তে যতির্বৈ গৃহমেধিনাম্ ॥১৬॥

অন্বয়। (উদ্যমং বিনাপি ভোগো ভবতীত্যত্রাপি স এব গুরুরিত্যাহ) মধুহা ইব (স যথা অন্যেন সঞ্চিতং মধু ভুঙ্ক্তে তথা) যতিঃ বৈ আশাসানাম্ (কাময়মানানাং) গৃহমেধিনাং সুদুঃখোপার্জ্জিতৈঃ বিত্তৈঃ (অতি দুঃখেন উপার্জ্জিতৈঃ বিত্তৈঃ ধনৈঃ) গৃহাশিষঃ (গৃহেষু আশিষঃ,

অন্নাদ্যর্থান্) অগ্রতঃ ভুঙ্‌ক্তে (গৃহিণামাবশ্যকত্বেন দানবিধানাৎ) ॥১৬॥

অনুবাদ। মধুহা ব্যাধ যে প্রকার অন্যের সঞ্চিত মধু হরণ করে যতি পুরুষও সেই প্রকার কামী গৃহস্থগণের অতি দুঃখে উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা সংগৃহীত অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্যের অগ্রভাগ ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করেন ॥১৬॥

বিশ্বনাথ। স্বোদ্যমং বিনাপি ভোগঃ সম্ভবেদিত্যত্রাপি স এব গুরুরিত্যাহ,—সুদুঃখেতি। আশাসানানামিতি বক্তব্যে বর্ণলোপ আর্ষঃ। "যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ পক্কান্নস্বামিনাবুভৌ। তয়োরন্নমদত্ত্বা তু ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ" ইতি ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। স্বীয় উদ্যম বিনাও ভোগ সম্ভবপর, এবিষয়েও সে গুরু। আশাসান অর্থাৎ কামায়মান। আশাসানানাম্ বক্তব্য হইল এখানে একটি বর্ণের ('ন') লোপ আর্ষ। শাস্ত্রে আছে 'যতি ও ব্রহ্মচারী উভয়েই পক্কান্নের স্বামী বা অধিকারী। উহাদিগকে অন্ন না দিয়া আহার করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে' ॥১৬॥

অনুদর্শিনী। গৃহস্থগণের পক্কান্নে যতি ও ব্রহ্মচারীর অধিকার আছে। যে সকল গৃহস্থ অন্নদান করে না, যতী ও ব্রহ্মচারী তাহাদের পক্কান্নের অগ্রভাগ গ্রহণ করিলে একদিকে যেমন উদ্যম বিহীনেও জীবন ধারণ হইল অন্যদিকে গৃহস্থের ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য করায় পরোপকারও হয় ॥১৬॥

গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াদ্ যতির্বনচরঃ ক্বচিৎ।
শিক্ষেত হরিণাদ্বদ্ধান্মৃগয়োর্গীতমোহিতাৎ ॥১৭॥

অন্বয়। (হরিণাচ্ছিক্ষিতমাহ) বনচরঃ যতিঃ ক্বচিৎ (কদাপি) গ্রাম্যগীতং (বিষয়সঙ্গীতং) ন শৃণুয়াৎ, মৃগয়োঃ (লুব্ধকস্য) গীতমোহিতাৎ (গীতেন মোহিতাৎ) (অতএব) বদ্ধাৎ (চ) হরিণাৎ শিক্ষেত (তাদৃশ সঙ্গীতাসক্তের্দোষং জানীয়াৎ ॥১৭॥

অনুবাদ। বনবাসী সন্ন্যাসী কখনও গ্রাম্যবিষয় সঙ্গীত শ্রবণ করিবেন না, ব্যাধের মনোহারিণী গীতি শ্রবণে হরিণের মোহিত এবং আবদ্ধ অবস্থা দর্শনপূর্ব্বক হরিণের নিকট সঙ্গীতাশক্তির দোষ শিক্ষা করিবেন ॥১৭॥

বিশ্বনাথ। প্রাকৃতগানমাধুর্য্যাসক্তিরনর্থহেতুরিতি হরিণাচ্ছিক্ষিতমাহ,—গ্রাম্যগীতিমিতি। তেন ভগবদ্গীতং শৃণুয়াদেব ॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ। প্রাকৃত গানমাধুর্য্যে আসক্তি অনর্থহেতু, ইহা হরিণের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। অতএব কেবল ভগদ্গীতই শ্রবণ করা উচিত ॥১৭॥

অনুদর্শিনী। শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন—

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥
ভাঃ ২।২।৩৬

অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বান্তঃকরণে মানবের শ্রীহরির গুণাবলী শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রবণের ফল—

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥ ভাঃ ২।২।৩৭

ভগবান্ হরি ভক্তগণের আত্মার প্রকাশক; যাঁহারা এই ভগবানের কথামৃত শ্রবণপুটদ্বারা পান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ বিষয়দ্বারা দূষিত হইলেও তাঁহারা তাহা শুদ্ধ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের প্রশ্নোত্তরে জানা যায়—

'শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ।
রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা কর্ণরসায়ন॥'
চৈঃ চঃ মঃ ৮ পঃ ॥১৭॥

গ্রাম্যগীত—যাহারা বিষয়সমূহ সেবা করে তাহারা গ্রাম্য অর্থাৎ বিষয়ী, তাহাদের গীত বা গান। ঐ গীত শ্রবণে শ্রোতার হৃদয়ে বিষয়ভোগপিপাসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং পরিণামে সংসাররূপ অনর্থ প্রাপ্তিই সার হয়।

নৃত্যবাদিত্রগীতানি জুষন্ গ্রাম্যাণি যোষিতাম্।
আসাং ক্রীড়নকো বশ্য ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগীসুতঃ ॥১৮॥

অন্বয়। (হরিণশব্দাদেব হরিণীসুত ঋষ্যশৃঙ্গোঽপি গুরুর্জ্ঞাতব্য ইত্যাহ) মৃগীসুতঃ ঋষ্যশৃঙ্গঃ (মুনিঃ) যোষিতাং (স্ত্রীণাং) গ্রাম্যাণি নৃত্যবাদিত্রগীতানি জুষন্ (সেবমানঃ) আসাং (যোষিতাং) ক্রীড়নকঃ (ক্রীড়াপুত্তলিকাতুল্যঃ) বশ্যঃ (বশীভূতশ্চ বভুব)॥১৮॥

অনুবাদ। হরিণীতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ স্ত্রীগণের গ্রাম্য নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি শ্রবণে আসক্ত হইয়া তাহাদের ক্রীড়নকতুল্য ও বশীভূত হইয়াছিলেন॥১৮॥

বিশ্বনাথ। গ্রাম্যগীতাসক্তেরুদাহরণমাহ,—নৃত্যেতি॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ। গ্রাম্য গীতাসক্তির উদাহরণ দিতেছেন॥১৮॥

অনুদর্শিনী। ঋষ্যশৃঙ্গ—"তত্র জাত্যন্তরজন্তুষু অনেক জাতিসংভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যঃ।" অর্থাৎ অন্যজাতীয় প্রাণির মধ্যে অনেক জাত্যুদ্ভূত মহর্ষিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ।—বজ্রসূচিকোপনিষৎ। ইহাঁর গ্রাম্যগীতে আসক্তির কথা—রামায়ণ, আদিকাণ্ড ৮ম ও ৯ম সর্গদ্বয় দ্রষ্টব্য॥১৮॥

জিহ্বয়াতিপ্রমাথিন্যা জনো রসবিমোহিতঃ।
মৃত্যুমৃচ্ছত্যসদ্বুদ্ধির্মীনস্তু বড়িশৈর্যথা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়। (রসাসক্তির্ণাশহেতুরিতি মীনাচ্ছিক্ষিতমিত্যাহ) অসদ্বুদ্ধিঃ (দুর্ব্বুদ্ধিঃ) জনঃ অতিপ্রমাথিন্যা (অতিক্ষোভিকয়া দুর্জ্জয়য়া) জিহ্বয়া রসবিমোহিতঃ (রসবিষয়ে বিমোহিতঃ সন্) বড়িশৈঃ (আমিষলিপ্তলৌহকণ্টকৈঃ) মীনঃ তু যথা (তথা) মৃত্যুম্ ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। আহার্য্যরসে বিমুগ্ধ মৎস্য যেরূপ বড়িশবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষও সেইরূপ অত্যন্ত দুর্জ্জয় রসনা কর্ত্তৃক রসবিষয়ে আসক্ত হইয়া মৃত্যুলাভ করে॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ। প্রাকৃতরসাসক্তিরনর্থহেতুরিতি মীনাচ্ছিক্ষিতমাহ,—জিহ্বয়েতি। বড়িশৈরামিষলিপ্তৈঃ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রাকৃতরসাসক্তি অনর্থহেতু, ইহা মীন বা মৎস্যের নিকট শিখিতে হইবে। বড়িশ আমিষলিপ্ত॥ ১৯ ॥

অনুদর্শিনী। মৎস্য আমিষের লোভে আমিষলিপ্ত বড়িশের সন্ধান না পাইয়া যেরূপ ঐ আমিষ ভোজনে মৃত্যুলাভ করে, তদ্রূপ বহির্ম্মুখী বুদ্ধিবিশিষ্ট জন পরিণাম-অদর্শনে প্রাকৃত রসাসক্তিতে সংসার লাভ করে এবং—'ঔপস্থ্যজৈহ্ব্যকার্পণ্যাদ্ গৃহপালায়তে জনঃ"—ভাঃ ৭।১৫।১৮ অর্থাৎ উপস্থ ও জিহ্বাসুখের জন্য দীনভাবাপন্ন হইয়া কুক্কুরের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

শ্রীগৌরসুন্দরও বলিয়াছেন -"জিহ্বার লাগিয়া যেই উতি উতি ধায়। শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥" বৈরাগী হইঞা করে জিহ্বার লালস। পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥—চৈঃ চঃ অঃ ৬প॥ ১৯॥

ইন্দ্রিয়াণি জয়ন্ত্যাশু নিরাহারা মনীষিণঃ।
বর্জ্জয়িত্বা তু রসনং তন্নিরন্নস্য বর্দ্ধতে ॥ ২০ ॥

অন্বয়। (দুর্জ্জয়ত্বমুপপাদয়তি) নিরাহারাঃ মনীষিণঃ রসনং (জিহ্বাং) বর্জ্জয়িত্বা তু (ইতরাণি) ইন্দ্রিয়াণি আশু জয়ন্তি (বশীকুর্ব্বন্তি) (পরন্তু) নিরন্নস্য (নিরাহারস্য) তৎ (রসনং) বর্দ্ধতে (বৃদ্ধিমেব গচ্ছতি)॥ ২০ ॥

অনুবাদ। বিবেকী পুরুষ আহার বর্জ্জন করিলে প্রায় সকল ইন্দ্রিয়কেই সত্বর বশীভূত করিতে পারেন। কিন্তু উপবাসী পুরুষের রসনেন্দ্রিয়ের রসানুরাগ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ২০॥

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥ ২১॥

অন্বয়। পুমান্ যাবৎ রসনং ন জয়েৎ (ন বশীকুর্য্যাৎ), তাবৎ বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ (বিজিতানি অন্যানি রসনা-ব্যতিরিক্তানি ইন্দ্রিয়াণি যেন তথাভূতঃ) (অপি)

জিতেন্দ্রিয়ঃ ন স্যাৎ (পরন্তু) রসে (রসনেন্দ্রিয়ে) জিতে (বশীকৃতে সতি) সর্ব্বং জিতং (সর্ব্বানীন্দ্রিয়াণি জিতানি স্যুঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। পুরুষ যে পর্য্যন্ত রসনাকে জয় করিতে না পারে সে পর্য্যন্ত অন্যান্য সকলইন্দ্রিয় বশীভূত করিলেও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না, পরন্তু জিহ্বাবেগ জয় হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই জিত হয় ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ। তদেবং রূপগন্ধস্পর্শশব্দরসৈঃ পঞ্চভির্বিষয়ৈঃ পতঙ্গ-মধুকর-গজ-হরিণ-মীনাঃ পঞ্চ মোহিতা হতাঃ। তদুক্তং —"কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-ভৃঙ্গ-মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ। একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ", ইতি। কিন্ত্বন্যেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিপ্রদং রসনেন্দ্রিয়মেবানর্থকারীত্যতস্তস্য জয়ে প্রযত্নং কুর্ব্বীতেত্যাহ,—ইন্দ্রিয়ানীতি দ্বাভ্যাম্। অয়ং ভাবঃ। যদ্যাহারস্ত্যজ্যতে তর্হ্যন্যেন্দ্রিয়জয়ঃ কেবলং ভবতি রসনেন্দ্রিয়ন্তু বর্দ্ধতে। যদি তু ভুজ্যতে, তর্হি পুনশ্চ রসাসক্ত্যা সর্ব্বেন্দ্রিয়ক্ষোভঃ স্যাত্তস্মাত্তথা রসনেন্দ্রিয়ং জেতব্যং যথা তদনুবর্ত্তীন্যন্যান্যপীন্দ্রিয়াণি জিতানি স্যুস্তাদৃশো রসনেন্দ্রিয়স্য জয়স্তু রসনয়ৈব ভগবদুচ্চনামকীর্ত্তনরসাস্বাদাদ্ভবেৎ। যদুক্তং—"রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" ইতি ॥ ২০—২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। এইভাবে রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও রস এই পঞ্চ বিষয় দ্বারা পতঙ্গ, মধুকর, গজ, হরিণ ও মীন মোহিত **হইয়া** হত হয়। কথিত আছে (গারুড়ে)— 'কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মীন এই পঞ্চজন পাঁচটী বিষয় দ্বারা হত হয়। ইহাদের একটীই প্রমত্ত করিয়া তুলে, আর যে পাঁচটী ইন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচটী বিষয়েরই সেবা করে, সে কেন না মরিবে ?' কিন্তু অন্য ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিপ্রদ রসনা-ইন্দ্রিয়ই অনর্থকারী। অতএব তাহার জয়ে প্রযত্ন করা উচিত। যদি আহার ত্যাগ করা যায়, তবে কেবল অন্য ইন্দ্রিয়ের জয় হয়, রসনেন্দ্রিয় কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যদি আহার করা যায়, তাহা হইলে আবার রসের আসক্তিতে সব ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভ (উদ্রেক) হয়। অতএব এমনভাবে রসনা জয় করিতে হইবে, যাহাতে তদনুবর্ত্তী অন্য ইন্দ্রিয়গুলি যেমন বিজিত হইবে, তেমনি রসনেন্দ্রিয়ের জয়ও হইবে। ইহা কেবল রসনা দ্বারা ভগবানের উচ্চ নাম-কীর্ত্তন-রসের আস্বাদ দ্বারাই হইতে পারে। যেমন উক্ত হইয়াছে রসত্যাগ করিলে উহার রস পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতত্ত্ব দেখিয়া বিরত হয় ॥ ২০-২১।

অনুদর্শিনী। 'প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেৎ'— (ভাঃ ১১।৭।৩৯) পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত হইলেও রসনার অতি দুর্জ্জয়ত্ব-জ্ঞাপনের জন্যই বিশেষভাবে রসনারই কথা বলিতেছেন।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ গী ২।৫৯

দেহধারি ব্যক্তি (রোগাদিভয়ে) আহারাদি বর্জ্জন করিলেও বিষয় নিবৃত্তি হয় ; কিন্তু, তাহাতে বিষয়তৃষ্ণা নষ্ট হয় না। পরন্তু, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি স্বপ্রকাশানন্দ পরমতত্ত্বের রসমাধুর্য্য অনুভব করিয়া প্রাকৃত বিষয়-তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত হন। কেননা, উৎকৃষ্ট বিষয়প্রাপ্ত হইলে রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে ত্যাগ করে।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করিলে বিষয়ানুভব নিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু বিষয়-ভোগেচ্ছা থাকে। আর ভগবদনুভূতিতে সেবাবৃত্তির উদয়ে জড় বিষয়-প্রবৃত্তি বিলুপ্ত হয়। (ভোগেচ্ছা থাকে না)।

রসনার দুইটী কার্য্য—বাক্য উচ্চারণ ও রসাস্বাদন। ইতর কথা উচ্চারণ ও ইতর রসাস্বাদনে রসনার বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণেরও বেগ বৃদ্ধি পায় কিন্তু রসনা দ্বারা শ্রীভগবানের নাম উচ্চ-কীর্ত্তনে এবং ভগবৎ প্রসাদ-সেবনে রসনাসহ সকল ইন্দ্রিয় বিজিত হয়।

ভক্তরাজ অম্বরীষ এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত—
"বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে"।
"রসনাং তদর্পিতে"। ভাঃ ৯।৪।১৮-১৯
'তদর্পিতে মহাপ্রসাদান্নে রসনাং জিহ্বাম্'
—শ্রীবিশ্বনাথ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

শরীর অবিদ্যাজাল, জড়েন্দ্রিয়, তাহে কাল
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তার মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্ম্মতি,
তাকে জেতা কঠিন সংসারে।
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ অন্ন দিল ভাই।
সেই অন্নামৃত খাও, রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্যনিতাই ॥ ২০-২১ ॥

পিঙ্গলা নাম বেশ্যাসীদ্ বিদেহনগরে পুরা।
তস্যা মে শিক্ষিতং কিঞ্চিন্নিবোধ নৃপনন্দন ॥২২॥

অন্বয়। (পিঙ্গলায়া বৈরাগ্যং শিক্ষিতমিতি বক্তুং তদাখ্যানমাহ) (হে) নৃপনন্দন! পুরা (পূর্ব্বকালে) বিদেহনগরে পিঙ্গলনাম বেশ্যা আসীৎ, তস্যাঃ (সকাশাৎ) মে (ময়া) কিঞ্চিৎ শিক্ষিতং (তৎ মত্তঃ) নিবোধ (শৃণু) ॥২২॥

অনুবাদ। হে নৃপনন্দন! পূর্ব্বকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা বাস করিত, তাহার নিকট হইতে আমি কিছু শিক্ষা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর ॥২২॥

বিশ্বনাথ। পিঙ্গলায়া নৈরাশ্যং শিক্ষিতমিতি তদুপাখ্যানমাহ,—পিঙ্গলেতি ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ। পিঙ্গলার নিকট নৈরাশ্য শিক্ষা করিবে। তাহার উপাখ্যান ॥২২॥

অনুদর্শিনী। এই অধ্যায়ের জ্ঞানপ্রকরণেও প্রসঙ্গক্রমে পরমাভক্তিও দেখাইতেছেন।

সা স্বৈরিণ্যেকদা কান্তং সঙ্কেত উপনেষ্যতী।
অভূৎ কালে বহির্দ্বারে বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ॥২৩॥

অন্বয়। সা-স্বৈরিণী (কামচারিণী বেশ্যা) একদা কান্তম্ (উপপতিং) সঙ্কেতে (রতিস্থানে) উপনেষ্যতী (স্বসমীপমানেষ্যন্তী আনেতুমিত্যর্থঃ) কালে (সায়ম্) উত্তমং রূপং বিভ্রতী (দধানা সতী) বহির্দ্বারি অভূৎ (স্থিতা) ॥২৩॥

অনুবাদ। একদিন সেই কামচারিণী বেশ্যা নিজ গৃহে রতিস্থানে উপপতি আনয়ন করিবার জন্য সন্ধ্যাকালে উত্তমরূপ ধারণপূর্ব্বক বহির্দ্বারে অবস্থান করিতেছিল ॥২৩॥

বিশ্বনাথ। সঙ্কেতে রতিস্থানে। উপনেষ্যতী স্বসমীপমানেষ্যন্তী আনেতুমিত্যর্থঃ ॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ। সঙ্কেতে অর্থাৎ রতিস্থানে। উপনেষ্যতী অর্থাৎ নিজ সমীপে আনিবার নিমিত্ত ॥২৩॥

মার্গ আগচ্ছতো বীক্ষ্য পুরুষান্ পুরুষর্ষভ।
তান্ শুল্কদান্ বিত্তবতঃ কান্তান্মেনেঽর্থকামুকী ॥২৪॥

অন্বয়। (হে) পুরুষর্ষভ! (হে পুরুষবর!) অর্থকামুকী (অর্থাভিলাষিণী) (সা) মার্গে আগচ্ছতঃ পুরুষান্ বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) তান্ (সর্ব্বান্ পুরুষান্) বিত্তবতঃ (সধনান্ অতএব) শুল্কদান (মূল্যদান্) কান্তান (সুরতার্হান) মেনে (নিশ্চিতবতী) ॥২৪॥

অনুবাদ। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ধনাভিলাষিণী উক্ত বারবণিতা সেই পথ দিয়া যে কোন পুরুষকে আগমন করিতে দেখিত, দর্শন মাত্রেই তাহাকেই ধনবান, মূল্যদাতা এবং সুরতযোগ্য মনে করিতে লাগিল ॥২৪॥

বিশ্বনাথ। শুল্কদান মূল্যং দত্ত্বা সুরতগ্রাহিণঃ ॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ। শুল্কদ অর্থাৎ মূল্য দিয়া সুরত-গ্রাহী ॥২৪॥

আগতেষ্বপযাতেষু সা সঙ্কেতোপজীবিনী।
অপ্যন্যো বিত্তবান্ কোঽপি মামুপৈষ্যতি ভূরিদঃ ॥২৫॥
এবং দুরাশয়া ধ্বস্তনিদ্রা দ্বার্য্যবলম্বতী।
নির্গচ্ছন্তী প্রবিশতী নিশীথং সমপদ্যত ॥২৬॥

অন্বয়। সা সঙ্কেতোপজীবিনী (যা সঙ্কেতে পুরুষান্ নীত্বা ততঃ প্রাপ্তধনেন জীবতি সা) আগতেষু (মার্গসমাতেষু পুরুষেষু) অপযাতেষু (নয়নাগোচরং গতেষু সৎসু) অপি বিত্তবান (ধনবান অতএব) ভূরিদঃ

(প্রচুরার্থপ্রদঃ) অন্যঃ কঃ অপি (পুরুষঃ) মাম্ উপৈষ্যতি (রত্যর্থং মম সমীপমাগমিষ্যতি) এবং দুরাশয়া ধ্বস্তনিদ্রা (ধ্বস্তা বিনষ্টা নিদ্রা যস্যাঃ সা) দ্বারি অবলম্বতী (দ্বারম-বলম্বমানা) নির্গচ্ছন্তী প্রবিশতী (পুনঃ প্রবিশতি পুনর্নি-গচ্ছত্যেবং কুর্ব্বতী) নিশীথম্ (অর্দ্ধরাত্রং) সমপদ্যত (প্রাপ) ॥২৫-২৬॥

অনুবাদ। বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ-কারিণী সেই পিঙ্গলা পথে কোন আগত পুরুষ চলিয়া গেলে অন্য কোন ধনবান্ এবং প্রভূত অর্থদাতা পুরুষ আমার নিকট আসিবে এইরূপ দুরাশার বশে নিদ্রাশূন্যা হইয়া দ্বারদেশ আশ্রয় পূর্ব্বক কখনও গৃহমধ্যে প্রবেশ কখনও বা বহির্গমন করিতে লাগিল ; এইরূপে নিশীথকাল উপস্থিত হইল ॥২৫-২৬॥

বিশ্বনাথ। নিশীথং অর্দ্ধরাত্রং প্রাপ ॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ। নিশীথ অর্থাৎ অর্দ্ধরাত্রি প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥২৬॥

তস্যা বিত্তাশয়া শুষ্যদ্বক্ত্রায়া দীনচেতসঃ।
নির্ব্বেদঃ পরমো জজ্ঞে চিন্তাহেতুঃ সুখাবহঃ ॥২৭॥

অন্বয়। (অথ) বিত্তাশয়া (ধনাশয়া) শুষ্যদ্বক্ত্রায়াঃ (শুষ্যদ্ বক্ত্রং বদনং যস্যাঃ তস্যাঃ) দীনচেতসঃ (দীনং মলিনং চেতো যস্যাঃ) তস্যাঃ (পিঙ্গলায়াঃ) চিন্তাহেতুঃ (বিত্তচিন্তৈব হেতুর্যস্য সঃ) সুখাবহঃ (পরিণামসুখপ্রদঃ) পরমঃ নির্ব্বেদঃ (অলং বুদ্ধিঃ, বৈরাগ্যং) জজ্ঞে (জাতঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। অনন্তর ধনাশার ফলে শুষ্কবদনা, দীনচিত্তা পিঙ্গলার অর্থচিন্তা হইতেই পরিণাম সুখকর মহান্ বৈরাগ্য উপস্থিত হইল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ। বিত্তচিন্তৈব হেতুর্যস্য সঃ ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। চিন্তাহেতু অর্থাৎ ধনচিন্তাই যাহার হেতু ॥ ২৭ ॥

অনুদর্শিনী। আপাতদর্শনে ধনচিন্তাই পিঙ্গলার বৈরাগ্যের কারণ হইলেও উহার গুহ্য কারণ—তাহার পূর্ব্ব সংস্কার। কেননা, বিষয়ের অপ্রাপ্তি বা নাশে বিষয়িগণের যে বৈরাগ্য দেখা যায় তাহা দুঃখাবহ ক্ষণিক এবং লৌকিক। আর পিঙ্গলার বৈরাগ্য—পরম এবং সুখাবহ অর্থাৎ অলৌকিক এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুরাগজাত আনন্দ-প্রদানকারী ॥ ২৭ ॥

তস্যা নির্ব্বিণ্নচিত্তায়া গীতং শৃণু যথা মম।
নির্ব্বেদ আশাপাশানাং পুরুষস্য যথা হ্যসিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়। নির্ব্বিণ্নচিত্তায়াঃ (নির্ব্বেদগ্রস্তমনসঃ) তস্যাঃ (পিঙ্গলায়াঃ) যথা (যথাবৎ) গীতং মম শৃণু (মত্তঃ আকর্ণয়)। নির্ব্বেদঃ হি পুরুষস্য আশাপাশানাং অসিঃ যথা (অসিবৎ তদ্বন্ধনচ্ছেদকো ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। নির্ব্বেদগ্রস্তা পিঙ্গলা যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিল, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন। বৈরাগ্যই পুরুষের আশাপাশসমূহের ছেদক অসিস্বরূপ ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ। যথা মম যথাবন্মত্তঃ আশা এব সংসারবন্ধস্য পাশাঃ স্যুস্তাসাং ছেদনে নির্ব্বেদ এব অসির্ভবেৎ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। যথা অর্থাৎ যথাবৎ। মম অর্থাৎ আমার নিকট হইতে। আশাই সংসারবন্ধনের পাশস্বরূপ। তাহার ছেদনে নির্ব্বেদই অসিস্বরূপ ॥ ২৮ ॥

অনুদর্শিনী। আশা পাশস্বরূপ—

আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
গীঃ ১৬।১২

(সেই ব্যক্তিগণ) শত শত আশাপাশে আবদ্ধ, কাম ও ক্রোধ দ্বারা আবিষ্ট। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচের মধ্যে রাগশব্দেই আশা বুঝিতেই হইবে। তাহারাই জীবের পাশবৎ বন্ধক। পাশছেদনে যেমন অসির প্রয়োজন ॥ ২৮ ॥

নহ্যঙ্গাজাতনির্ব্বেদো দেহবন্ধং জিহাসতি।
(যথা বিজ্ঞানরহিতো মনুজো মমতাং নৃপ) ॥ ২৯ ॥

অন্বয়। অঙ্গ! (হে রাজন্!) অজাতনির্ব্বেদঃ (ন জাতো নির্ব্বেদঃ বৈরাগ্যং যস্য সঃ জনঃ) দেহবন্ধং (দেহ-

বন্ধনং) ন জিহাসতি হি (ন ত্যক্তুমেবেচ্ছতি)। (হে) নৃপ (হে রাজন্) যথা বিজ্ঞানরহিতঃ মনুজঃ মমতাং (ন জিহাসতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। হে রাজন্! পুরুষের হৃদয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন না হইলে সে দেহবন্ধন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। (যেরূপ বিজ্ঞানরহিত মানব মমতা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না) ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ। তস্যাবশ্যোপাদেয়ত্বমাহ,—নহীতি ॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ। ইহা যে অবশ্য উপাদেয় তাহাই বলিতেছেন ॥ ২৯ ॥

অনুদর্শিনী। নির্ব্বেদ বা বিষয়-বৈরাগ্য অবশ্য উপাদেয়। কেননা, যে আশাপাশে বদ্ধ হইয়া জীব সংসারগতিতে বিভিন্ন দেহলাভ করে, উহা সেই সংসার-গতির নিবর্ত্তক ॥ ২৯ ॥

পিঙ্গলোবাচ

অহো মে মোহবিততিং পশ্যতাবিজিতাত্মনঃ।
যা কান্তাদসতঃ কামং কাময়ে যেন বালিশা ॥৩০॥

অন্বয়। পিঙ্গলা উবাচ। অহো অবিজিতাত্মনঃ (অবিজিতচিত্তায়াঃ) মে (মম) মোহবিততিং (মোহ-বিস্তরং) পশ্যত, যেন (হেতুনা) যা বালিশা (বিবেক-শূন্যাহং) অসতঃ কান্তাৎ (তুচ্ছাৎ নরাৎ) কামং (কাম্য-বিষয়ং) কাময়ে (অভিলষামি) ॥৩০॥

অনুবাদ। পিঙ্গলা বলিল,—অহো! অজিতে-ন্দ্রিয়তাবশতঃ আমার কিরূপ প্রবল মোহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকলে দর্শন কর, যদ্দ্বারা আমি বিবেক-শূন্যা হইয়া তুচ্ছ মানবের নিকট ধনাদি বস্তুর কামনা করিতেছি ॥৩০॥

বিশ্বনাথ। কামং কন্দর্পং কাময়ে, যেন কামেন হেতুনা অহং বালিশা মূঢ়া ॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ। কাম অর্থাৎ কন্দর্পকে কামনা করে, যে কামহেতু আমি বালিশা অর্থাৎ মূঢ়া ॥৩০॥

অনুদর্শিনী

কামাসক্ত ব্যক্তিগণই মূঢ় বা মোহগ্রস্ত—

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাসদ্গ্রহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥
গী ১৬।১০

দুষ্পূর কামকে আশ্রয়করতঃ দম্ভ, মান ও মদযুক্ত সেই পুরুষগণ অশুচিকার্য্যে ব্রতী হইয়া মোহবশতঃ অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়।

কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
চরিতামৃত ম ২২ পঃ ॥৩০॥

সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং
বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায়।
অকামদং দুঃখভয়াধিশোক-
মোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেঽজ্ঞা ॥৩১॥

অন্বয়। (বালিশত্বং প্রপঞ্চয়তি)। অজ্ঞা (মূঢ়া) অহং সমীপে সন্তম্ (অন্তর্য্যামিতয়া সততং সমীপস্থং) রমণং (প্রেষ্ঠং) রতিপ্রদং (রতিসুখদং) বিত্তপ্রদং নিত্যম্ ইমম্ (অপরোক্ষমীশ্বরং) বিহায় (তৎসেবাং ত্যক্ত্বা) অকামদং (অভীষ্টভোগদানে অসমর্থং) দুঃখভয়াধিশোকমোহপ্রদং তুচ্ছং (হীনং নরং) ভজে (ভজামি) ॥৩১॥

অনুবাদ। আমি এরূপ মূঢ়া যে—রতিসুখদ, বিত্তপ্রদাতা, নিত্যকালস্থায়ী, প্রিয়তম ঈশ্বর আমার নিকট সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিলেও আমি তাঁহার সেবা ত্যাগ করিয়া অভিলাষপূরণে অশক্ত দুঃখভয়দুশ্চিন্তাশোক-মোহাদিপ্রদ তুচ্ছ পুরুষের সেবা করিতেছি ॥৩১॥

বিশ্বনাথ। সমীপে মমান্তর্হৃদয়ে এব সন্তং। রমণ-মিতি। ইমমেব কথমহং ন রময়ামীতি ভাবঃ। রতি-প্রদমিতি অয়মেব কথং মাং ন রময়তু কিমন্যেন পাপিষ্ঠ-পুরুষেণেতি ভাবঃ। বিত্তপ্রদমিতি মদ্দত্তরতিতুষ্টোঽয়ং বিত্ত-মপি প্রচুরং দাস্যত্যেবেতি ভাবঃ। অকামদং কামপূর্ত্তিং দাতুমসমর্থং ভগবত্যেতাদৃশী মতিরস্যাস্তদা তস্যাং রজন্যাং তদঙ্গনে যদৃচ্ছয়াগতশয়িতস্য শ্রীদত্তাত্রেয়স্য কৃপাভরাদভূদিতি প্রাহুঃ ॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ। সমীপে অর্থাৎ আমার অন্তর্হৃদয়েই বর্ত্তমান। রমণ, তবে ইহাঁকে কেন রমণ করাই না? রতিপ্রদ, তবে ইনিই বা কেন আমাতে রমণ করেন না, পাপিষ্ঠ পুরুষ অন্যে প্রয়োজন কি? বিত্তপ্রদ, তবে আমার দেওয়া রতিতে তুষ্ট ইনি প্রচুর ধন দিবেন। অকামদ অর্থাৎ কামপূর্ত্তিদানে অসমর্থ। ভগবানে তাহার এইরূপ মতি তখন হইল, সেই রাত্রিতে তাহার অঙ্গনে যদৃচ্ছাক্রমে আগত ও শয়িত শ্রীদত্তাত্রেয়ের কৃপাভরে হইয়াছিল, এই ঈঙ্গিত ॥৩১॥

অনুদর্শিনী।

ভগবৎপ্রতীতির অভাবে জীবের ভোগবাসনার উদয় হয়। তখন পুরুষগণ নিজদিগকে স্ত্রীগণের ভোক্তা, রমণ, রতিপ্রদ, বিত্তপ্রদ প্রভৃতি অভিমান করে এবং স্ত্রীগণও আপনাদিগকে পুরুষগণের ভোগ্যা, রমণী, বিত্তভোগিনী প্রভৃতি অভিমানে মত্ত হয়। সৌভাগ্যফলে যদৃচ্ছাগতিবিশিষ্ট কোন মহতের কৃপালাভ হইলে পুরুষ ও স্ত্রী নিজ নিজ হৃদয়ে নিত্য অবস্থিত হৃৎপতিকেই সকল বস্তুর একমাত্র ভোক্তা, রমণ, স্বপদে-রতিপ্রদ, বিত্তপ্রদ বুঝিতে পারেন ॥৩১॥

অহো ময়াত্মা পরিতাপিতো বৃথা
সাঙ্কেত্যবৃত্ত্যাতিবিগর্হ্যবার্ত্তয়া।
স্ত্রৈণান্নরাদ্ যার্থতৃষোঽনুশোচ্যাৎ
ক্রীতেন বিত্তং রতিমাত্মনেচ্ছতী ॥৩২॥

অন্বয়। (পরিতাপং প্রপঞ্চয়তি)। অহো যা (অহং স্ত্রৈণাৎ (স্ত্রীলম্পটাৎ অথচ) অর্থতৃষঃ (লুব্ধাৎ অতএব) অনুশোচ্যাৎ নরাৎ ক্রীতেন (বিক্রীতেন) আত্মনা (দেহেন) রতিং (রমণং) বিত্তং চ ইচ্ছতী (প্রার্থিতবতী তয়া) ময়া অতিবিগর্হ্যবার্ত্তয়া (অতি বিনিন্দ্যা যা বার্ত্তা তয়া) সাঙ্কেত্যবৃত্ত্যা (সাঙ্কেত্যেন যা বৃত্তিস্তয়া) আত্মা বৃথা (নিরর্থকং) পরিতাপিতঃ (ক্লেশিতঃ) ॥৩২॥

অনুবাদ। হায় স্ত্রৈণ, অর্থলোলুপ, অনুতাপযোগ্য নরের নিকট হইতে এই শরীর বিক্রয় দ্বারা রতিসুখ ও বিত্তলাভের আশা করিয়া আমি অত্যন্ত নিন্দনীয় বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে আমার নিজের দেহকে বৃথা ক্লেশ প্রদান করিয়াছি ॥৩২॥

বিশ্বনাথ। যা অহং ক্রীতেন বিক্রীতেনাত্মন স্বদেহেন স্ত্রৈণাৎ স্ত্রীলম্পটান্নরাৎ বিত্তং রতিঞ্চ ইচ্ছন্তী অভূবম্। যদ্বা নরেণ ক্রীতো য আত্মা মদ্দেহস্তেন ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে আমি ক্রীত বা বিক্রীত আত্মা বা নিজদেহ দ্বারা স্ত্রৈণ অর্থাৎ স্ত্রীলম্পট পুরুষ হইতে ধন ও রতি ইচ্ছা করিয়া থাকিতাম। অথবা নরদ্বারা ক্রীত যে আত্মা অর্থাৎ আমার দেহ তদ্দ্বারা ॥ ৩২ ॥

অনুদর্শিনী। বারবনিতাগণ স্ত্রীলম্পট পুরুষগণের নিকট হইতে অর্থ ও রতি কামনায় নিজদেহ বিক্রয় করে ॥৩২ ॥

যদস্থিভির্নির্ম্মিতবংশবংশ্য-
স্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধম্।
ক্ষরন্নবদ্বারমগারমেতদ্
বিণ্মূত্রপূর্ণং মদুপৈতি কান্যা ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়। (অহো ধিঙ্‌মাং যাহমতিবীভৎসিতং ন জনামীত্যাহ) যৎ (যস্মাৎ) মৎ অন্যা কা (মাং বিনা অপরা কা নারী) অস্থিভিঃ নির্ম্মিত বংশবংশ্যস্থূণং (বংশো নাম স্থূণাসু নিহিতস্তির্য্যগ্‌ বেণুর্বংশ্যাস্তস্মিন্ উভয়তো নিহিতা বেণবঃ। অস্থিভিরেব নির্ম্মিতা বংশাদয়ো যস্মিন্ তৎ। তত্র পৃষ্ঠে দীর্ঘমস্থি যৎ স বংশঃ পার্শ্বাস্থীনি বংশ্যানি স্থূণা হস্তপাদাস্থীনি তথা) ত্বচা (চর্ম্মণা) রোমনখৈঃ (চ) পিনদ্ধং (চ্ছাদিতং) ক্ষরন্নবদ্বারং (ক্ষরন্তি নবদ্বারাণি যস্মিন্ তৎ) বিণ্মূত্রপূর্ণং (মলমূত্রপূর্ণং) এতৎ অগারম্ (এবম্ভূতাগাররূপং নরশরীরং) উপৈতি (কান্তবুদ্ধ্যা সেবতে) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। আমি ব্যতীত অন্য কোন্ নারী অস্থি নির্ম্মিত বংশ, বংশ্য ও স্থূণাদিবিশিষ্ট চর্ম্ম, রোম ও নখরাদিতে আচ্ছাদিত, নয়টি ক্ষরণদ্বারযুক্ত মলমূত্র পরিপূর্ণ এই নরদেহকে কান্তবুদ্ধিতে সেবা করে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ। অহো অতিবীভৎসং বিষ্ঠাগৃহমেবাহং শৃঙ্গাররসং স্বভোগ্যমবিদমিত্যাহ,—যদগারং অস্থিভিরেব নির্ম্মিতো বংশো বংশ্যাঃ স্থূণাশ্চ যস্মিংস্তৎ। তত্র পৃষ্ঠে দীর্ঘমস্থি যৎ স বংশঃ। পার্শ্বাস্থীনি বংশ্যানি হস্তপাদাস্থীনি স্থূণাং। মৎ মত্তোঽন্যা কা উপৈতি ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। অহো অতি বীভৎস বিষ্ঠাগৃহরূপ আমি শৃঙ্গাররসকে নিজভোগ্য বলিয়াই জানিতাম। যে আগার অর্থাৎ গৃহ অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত বংশ অর্থাৎ পৃষ্ঠে যে দীর্ঘ অস্থি। বংশ্য অর্থাৎ পার্শ্বের অস্থি, স্থূণা অর্থাৎ হস্তপদের অস্থি। আমি ভিন্ন অন্য কেই বা সেবা করে ? ॥ ৩৩ ॥

অনুদর্শিনী। জীবের জড় শরীরকে বিষ্ঠাপূর্ণ গৃহের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। গৃহের স্তম্ভের সহিত মেরুদণ্ডের ও ছত্রের দৈর্ঘ্যপ্রস্থের কাষ্ঠগুলির সহিত মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বের এবং হস্তপদের অস্থিসমূহের সহিত এবং গৃহের উলুখড়ের সহিত ত্বগাদির উপমা।

নবদ্বার—মুখমণ্ডলে ৭, অধোদেশে ২—॥ ৩৩ ॥

বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ।
যান্যমিচ্ছন্ত্যসত্যস্মাদাত্মদাৎ কামমচ্যুতাৎ ॥৩৪॥

অন্বয়। যা অসতী (অহম্) আত্মদাৎ (পরমানন্দ-স্বরূপপ্রদাৎ) অস্মাৎ অচ্যুতাৎ অন্যং (তং বিনা অপরং নরং) কামং (ভোগং) ইচ্ছন্তী (যাচমানা) বিদেহানাম্ (মৈথিলানাং) অস্মিন্ পুরে হি অহম্ একা এব মূঢ়ধীঃ (বিবেকশূন্যা ভবামি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। অসতী আমি পরমানন্দস্বরূপ-প্রদাতা ভগবান্ অচ্যুতকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য মানবের নিকট ভোগ লালসা করায় এই বিদেহনগরে আমার ন্যায় বিবেকশূন্যা রমণী আর কেহ নাই ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ। যা অহমসতী অচ্যুতাদস্মাৎ তৃষ্ণা আত্মপ্রদাদপ্যন্যং পুরুষং কামং ভোগমিচ্ছন্তী যাচমানা ॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ। যে অসতী আমি কাম অর্থাৎ ভোগ ইচ্ছা করিয়া আত্মদ অর্থাৎ আত্মপ্রদ বা যিনি আপনাকে দেন এই অচ্যুত ভিন্ন অন্য পুরুষের নিকট যাচ্ঞা করি ॥৩৪॥

অনুদর্শিনী। ভগবান্ আত্মপ্রদ—

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ভাঃ ১০।৪৮।২৬

অর্থ পূর্ব্বে ১১।৬।১২ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥৩৪॥

স্বভক্তের কালভয়নিবারক তিনি অচ্যুত—

ন চ্যবন্তে তু যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি।
অতোঽচ্যুতেঽখিলে লোকে বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ ॥
—পাদ্মে।

অর্থাৎ মহাপ্রলয়রূপ আপদেও যাহার ভক্তগণের পতন হয় না, সেই বিষ্ণুই নিঃসংশয়ভাবে অখিল লোকে অচ্যুত বলিয়া বিখ্যাত।

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়। (সা এবং নির্ব্বিণ্ণা সতী অতঃপরমেবং করিষ্যামীত্যাহ) অয়ম্ (ঈশ্বরঃ) শরীরিণাং (জীবানাং) প্রেষ্ঠতমঃ (প্রিয়তমঃ) সুহৃৎ (হিতকর্ত্তা) নাথঃ (স্বামী) আত্মা চ (অন্তর্য্যামী চ ভবতি) অহম্ আত্মনা এব (আত্মানমেব নিবেদ্য) তম্ (অচ্যুতং) বিক্রীয় (বিশেষেণ ক্রীত্বা) অনেন (অচ্যুতেন সহ) রমা যথা (লক্ষ্মীর্যথা তথা) রমে ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। এই ভগবান অচ্যুতই জীবগণের প্রিয়তম স্বামী, হিতকারী এবং অন্তর্যামী। আমি আত্মনিবেদন বিনিময়ে তাঁহাকে ক্রয় করিয়া লক্ষ্মীদেবী যেমন তাঁহার সহিত বিহার করেন সেইরূপ বিহার করিব ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ। তর্হি কিমতঃ পরং চিকীর্ষসীতি চেদেবং করোমীত্যাহ,—সুহৃদিতি। আত্মনা স্বদেহেনানেন দত্তেন তং বিক্রীয় বিশেষেণ ক্রীত্বা অহং প্রাপ্তেন তেন প্রেষ্ঠতমেন সহ রমে ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। তবে ইহার পর কি করিতে ইচ্ছা কর—এই প্রশ্নের উত্তর। আত্মা অর্থাৎ প্রদত্ত এই স্বদেহদ্বারা তাঁহাকে বিশেষভাবে কিনিয়া প্রাপ্ত প্রিয়তম তাঁহার সহিত রমণ করিব ॥ ৩৫ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ কেবল ভক্তিদ্বারাই বিশেষভাবে লভ্য—'ভক্তিবশঃ পুরুষঃ'—শ্রুতিঃ। 'বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা'—ভাঃ ৯।৪ ৬৬।

দেহ সমর্পণে ভগবৎ প্রাপ্তি—

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥
ভাঃ ১১।২৯।২২ (অর্থ তথায় দ্রষ্টব্য)।

পিঙ্গলার আজ সুসৌভাগ্যের উদয়ে সাধুকৃপায় তাঁহার ভগবৎস্মৃতি হইয়াছে। তাই সেই অন্তর্যামী শ্রীভগবানেরই প্রেরণায় তাঁহার চরণপ্রাপ্তির বুদ্ধিলাভ হইয়াছে। সুতরাং পিঙ্গলা বিচার করিয়াছেন যে, আত্মপ্রদ ভগবানকে আমার এই অনিত্য ও প্রাকৃত দেহ নিবেদন করিয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত নিত্যতমুলাভে সেই কামদেবেরই কাম পূরণ করিব ॥ ৩৫ ॥

কিয়ৎ প্রিয়ং তে ব্যভজন্ কামা যে কামদা নরাঃ।
আদ্যন্তবন্তো ভার্য্যায়া দেবা বা কালবিদ্রুতাঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়। (অন্যস্যাসেব্যত্বং দর্শয়তি)। কালবিদ্রুতাঃ (কালপ্রভাবে বিচলিতাঃ) আদ্যন্তবন্তঃ (উৎপত্তিবিনাশবন্তঃ) তে কামাঃ (বিষয়াঃ) কামদাঃ নরাঃ দেবাঃ বা ভার্য্যায়াঃ কিয়ৎ প্রিয়ং (কিংপ্রমাণং প্রিয়ং) ব্যভজন্ (কৃতবন্তঃ ন কিঞ্চিৎ অতো নেহামুত্র চ তদ্ব্যতিরিক্তঃ কোঽপি সেব্যোঽস্তীত্যর্থঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। সতত কালদ্বারা বিধ্বস্ত উৎপত্তি-বিনাশশীল এই সকল বিষয়রাশি, কামদ মনুষ্য এবং দেবতাগণ ভার্য্যার কিঞ্চিন্মাত্র সুখপ্রদানে সমর্থ নহে ॥৩৬॥

বিশ্বনাথ। যে কামা বিষয়াঃ যে কামদা বা নরাঃ দেবা বা তে সর্ব্বে আদ্যন্তবন্তঃ কালেনৈব বিদ্রুতাঃ অতো ভার্য্যায়াঃ কিয়ৎ প্রিয়ং ব্যভজন্ কৃতবন্তঃ। ন কিঞ্চিৎ অত ইহামুত্র চ তদ্ব্যতিরিক্তঃ কোঽপি ময়া ন সেব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে কাম অর্থাৎ বিষয়সমূহ, কামদ যে নর বা দেব, তাহারা সকলে আদি ও অন্তযুক্ত, কালকর্তৃক বিদ্রুত, অতএব ভার্য্যার কি পরিমাণই বা প্রিয়কার্য্য করিয়াছে? কিছুই না। অতএব ইহ বা অমুত্র তদ্ভিন্ন আমি আর কাহারও সেবা করিব না ॥৩৬॥

অনুদর্শিনী। শ্রীহরি ব্যতীত কালাধীন অন্য কেহই সেব্য নহেন দেখাইতেছেন। দেবগণ বা নরগণ যে তাহাদের আশ্রিতজনের কোনও প্রিয়কার্য্য করিতে পারেন না তাহা তাহাদেরও তদনুগগণের অবস্থাদর্শনে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

বিষয়তৃষো নরপশবো য উপাসতে বিভূতীর্ন পরং ত্বাম্।
তেষামাশিষ ঈশ তদনু বিনশ্যন্তি যথা রাজকুলম্॥
ভাঃ ৬।১৬।৩৮

চিত্রকেতু বলিলেন—হে ঈশ, যে সকল বিষয়লিপ্সু, নরপশু সর্ব্বোত্তম আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার বিভূতি ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করে; রাজদত্ত সেবকের ভোগ্যসমূহ যেমন রাজকুলনাশের পর বিনষ্ট হয়, সেইরূপ তাহাদের ঐ সকল দেবপ্রদত্ত ভোগ্যবস্তুসমূহও তত্তদ্দেবতার নাশান্তে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৩৬॥

নূনং মে ভগবান্ প্রীতো বিষ্ণুঃ কেনাপি কর্ম্মণা।
নির্ব্বেদোঽয়ং দুরাশায়া যন্মে জাতঃ সুখাবহঃ ॥৩৭॥

অন্বয়। (এবং নিশ্চিত্য স্বভাগ্যমভিনন্দতি) যৎ (যস্মাৎ) দুরাশায়াঃ (দুষ্টা আশা যস্যা তস্যা দুর্বাসনায়াঃ) মে (মম) সুখাবহঃ (পরমকল্যাণপ্রদঃ) অয়ং নির্ব্বেদঃ জাতঃ (উৎপন্নস্তস্মাৎ) মে (মম) কেন অপি (কর্ম্মণা) ভগবান্ বিষ্ণুঃ নূনং (নিশ্চিতং) প্রীতঃ (সন্তুষ্টঃ) ॥৩৭॥

অনুবাদ। যেহেতু মদীয় দুর্ব্বাসনাগ্রস্ত হৃদয়ে পরম কল্যাণপ্রদ বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়

যে—আমার কোন কর্ম্মদ্বারা ভগবান্ নিশ্চয়ই প্রীত হইয়াছেন ॥৩৭॥

বিশ্বনাথ। এবং নিশ্চিত্য স্বভাগ্যমভিনন্দতি,—নূনমিতি। কেনাপি কর্ম্মণেতি। ভো বিরক্তবর্য্য, কৃপয়া অস্য মদঙ্গণমেব সফলীকুরু। অত্রৈবাস্ব শেস্ব কিঞ্চিদ্ভুঙ্ক্ষ্ব পিব চেতি যদৃচ্ছয়ৈবাগতং শ্রীদত্তাত্রেয়মুক্ত্বা তৎস্থান-সংস্কারমার্জ্জনলেপনাদিকং সায়ংকালে তয়া কৃতমিতি প্রাঞ্চঃ ॥৩৭॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া স্বীয় ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছে। হে বিরক্তবর্য্য (বৈরাগিশ্রেষ্ঠ দত্তাত্রেয়), কৃপাপূর্ব্বক আজ আমার অঙ্গন সার্থক করুন। এখানেই উপবেশন, শয়ন, কিছু ভোজন ও পান করুন এইরূপ যদৃচ্ছাক্রমে আগত শ্রীদত্তাত্রেয়কে বলিয়া সেই সন্ধ্যাকালে সেই স্থান সংস্কার মার্জ্জনলেপনাদি করিল—এই ইঙ্গিত ॥ ৩৭ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবানের কৃপা-প্রেরিত শ্রীদত্তাত্রেয়ের সেবা ও সঙ্গলক্ষণ কর্ম্মে পিঙ্গলার নির্ব্বেদ ও ভগবানে মতি হইয়াছিল।

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে ; কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥
মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥ চরিতামৃত—ম ২২ প ॥৩৭॥

মৈবং স্যুর্ম্মন্দভাগ্যায়াঃ ক্লেশা নির্ব্বেদহেতবঃ।
যেনানুবন্ধং নির্হৃত্য পুরুষঃ শমমৃচ্ছতি ॥৩৮॥

অন্বয়। (ননু ধনাপ্রাপ্ত্যা ক্লিষ্টাসি কথং বিষ্ণুঃ প্রীতস্তত্রাহ) পুরুষঃ যেন (নির্ব্বেদেন) অনুবন্ধং (গৃহাদিকং) নির্হৃত্য (পরিত্যজ্য) শমং ঋচ্ছতি (শান্তিং গচ্ছতি) মন্দ-ভাগ্যায়াঃ (অহং মন্দভাগ্যা চেত্তর্হি মম) নির্ব্বেদহেতবঃ (নির্ব্বেদস্য হেতবঃ) এবং ক্লেশাঃ মা স্যুঃ (ন ভবেয়ুঃ) ॥৩৮॥

অনুবাদ। যে বৈরাগ্যহেতু পুরুষ গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকে, আমি মন্দভাগ্যা হইলেও এরূপ নির্ব্বেদজনক এই সকল ক্লেশের উদয় হইত না ॥৩৮॥

বিশ্বনাথ। ননু ধনাপ্রাপ্ত্যা ক্লিষ্টাসি কথন্তে বিষ্ণুঃ প্রীতস্তত্রাহ,—মৈবমিতি। যদি মে বিষ্ণুর্ন প্রীতস্তদা মে মন্দভাগ্যায়া বেশ্যায়াঃ ক্লেশা নির্ব্বেদহেতবো ন স্যুঃ। যেন নির্ব্বেদেন অনুবন্ধং গৃহাদিকং নির্হৃত্য পরিত্যজ্য ॥৩৮॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা ধন না পাইয়া ক্লেশপ্রাপ্ত হইলে, বিষ্ণু তোমার প্রতি কিরূপ প্রীত? ইহার উত্তর। যদি বিষ্ণু আমাতে প্রীত নহেন, তবে মন্দভাগ্যা বেশ্যা আমার ক্লেশ নির্ব্বেদের হেতু হইত না। যে নির্ব্বেদের হেতু অনুবন্ধ অর্থাৎ গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া ॥৩৮॥

অনুদর্শিনী। পিঙ্গলার মনোভাব এই যে,—আমি ধনকেই সার জানিয়া সর্ব্বজন-বিগর্হিতা বেশ্যা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। পূর্ব্বে ধনাভাবে এইরূপ কষ্ট উপস্থিত হইলেও আমি ধন-সংগ্রহে বিরক্ত না হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উদ্যমেই ধনোপার্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমানে ধনের অভাবে সেইরূপ কষ্ট উপস্থিত হইলেও পুনরায় ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্তি হইতেছে না। এবং এই বৃত্তিতে ঘৃণা উপস্থিত হইয়া বিষয়ে নিবৃত্তি ও শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্তি হইতেছে। ইহার দ্বারাই বুঝিতে পারিতেছি যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন আছেন। কেননা তাঁহার কৃপা হইলে জীবের তদ্ভজনে অনুরাগ এবং বিষয়ে বিরাগ হয়। বৈরাগ্যবশেই জীব গৃহাদি ত্যাগ করিয়া কাম অর্থাৎ ভগবানে নিষ্ঠা লাভ করে ॥৩৮॥

তেনোপকৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যসঙ্গতাঃ।
ত্যক্ত্বা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্ ॥৩৯॥

অন্বয়। (অতঃ) তেন (শ্রীবিষ্ণুনা) উপকৃতং (নির্ব্বেদলক্ষণং কৃতমুপকারং) শিরসা আদায় (গৃহীত্বা) গ্রাম্যসঙ্গতাঃ (গ্রাম্যেষু নরেষু বিষয়েষু বা সঙ্গতাঃ) দুরাশাঃ ত্যক্ত্বা (পরিত্যজ্য) অধীশ্বরং তং (শ্রীবিষ্ণুমেব) শরণং (আশ্রয়ং) ব্রজামি (প্রাপ্নোমি) ॥৩৯॥

অনুবাদ। অতএব আমি ভগবদ্কৃত এই উপকার

শিরোধার্য্য করিয়া গ্রাম্যবিষয়সম্বন্ধীয় দুরাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই জগদীশ্বর শ্রীহরিরই শরণ গ্রহণ করিব ॥৩৯॥

বিশ্বনাথ। অতস্তেন বিষ্ণুনা উপকৃতং কৃতমুপকারমিমং নির্ব্বেদলক্ষণং শিরসা গৃহীত্বা গ্রাম্যেষু বিষয়েষু সঙ্গতাপ্যহম্ ॥৩৯॥

বঙ্গানুবাদ। গ্রাম্য অর্থাৎ বিষয়ে সঙ্গতা আমি পর্য্যন্ত সেই বিষ্ণুকৃত উপকাররূপ এই নির্ব্বেদলক্ষণ শিরে ধারণ করিয়া ॥৩৯॥

অনুদর্শিনী। পিঙ্গলা কহিলেন—বিষয়সম্বন্ধে ভগবানই যখন কৃপা করিয়া আমাকে এইরূপ নির্ব্বেদ প্রদানে উপকার করিয়াছেন তখন উহাই আমার শিরোধার্য্য। আমি তাঁহার প্রীতির জন্য তাঁহারই ভজন করিব ॥৩৯॥

সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেতদ্‌যথালাভেন জীবতী।
বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ ॥৪০॥

অন্বয়। এতৎ (উপকারং) শ্রদ্দধতী (বিশ্বসতী) যথালাভেন জীবতী (যদৃচ্ছাপ্রাপ্তেন বস্তুনা জীবনং দধানা) সন্তুষ্টা অহম্ আত্মনা (পরমাত্মরূপিণা) রমণেন অমুনা এব (শ্রীবিষ্ণুনৈব) বিহরামি (বিহারং করিষ্যামি) বৈ (নিশ্চিতং) ॥৪০॥

অনুবাদ। অনন্তর এইরূপ ভগবদুপকারে শ্রদ্ধাযুক্তা এবং যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুর দ্বারা জীবনধারণে সন্তুষ্টা আমি পরমাত্মরূপী রতিপ্রদ শ্রীহরির সহিতই বিহার করিব ॥৪০॥

বিশ্বনাথ। শরণং গতা সতী কীদৃশী বুভূষসীত্যত আহ, সন্তুষ্টেতি। এতৎ শ্রদ্দধতী বিশ্বসতী এতদেব কিং তত্রাহ, বিহরামীতি ॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ। শরণ লইয়া পরে কিরূপ হইতে ইচ্ছা কর? তদুত্তরে সন্তুষ্টা ইত্যাদি এই প্রকার শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসযুক্ত হইয়া কি হইবে? তদুত্তরে বিহার করিব ইত্যাদি ॥৪০॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত ব্যক্তি ভগবানকেই নিজের প্রভু, রক্ষাকর্ত্তা, গোপ্তা বা পালক জানেন। তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করেন। যাহা কিছু লাভ করেন তাহা ভগবানেরই প্রদত্ত এবং যাহা কিছু হইতে বঞ্চিত হন, তাহাও ভগবানের দ্বারা গৃহীত জানিয়া যথালাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া নিজপ্রভু-সেবায় রত থাকেন।

শরণাগতের আচরণ—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥ বৈষ্ণবতন্ত্র

শরণাগত ব্যক্তি শরীর দ্বারা ভগবল্লীলাস্থান আশ্রয় পূর্ব্বক 'হে ভগবন্, আমি তোমার' ইহা মুখে বলিয়া এবং মনেও সেইপ্রকার জানিয়া আনন্দ লাভ করেন ॥৪০॥

সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্।
গ্রস্তং কালাহিনাত্মানং কোঽন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ ॥৪১॥

অন্বয়। (ননু ব্রহ্মাদীন্ হিত্বা অমুনৈবেতি কোঽয়ং নিয়মস্তত্রাহ) অন্যঃ কঃ (বিষ্ণুং বিনাপরঃ কো নাম) সংসারকূপে (সংসারঃ এব কূপঃ তস্মিন্) পতিতং বিষয়ৈঃ (রূপরসাদিভিঃ) মুষিতেক্ষণম্ (অপহৃতবিবেকং) কালাহিনা (কালঃ এব অহিঃ সর্পঃ তেন) গ্রস্তং (কবলিতম্) আত্মানং (জীবং) ত্রাতুং (রক্ষিতুম্) অধীশ্বরঃ (সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ) ॥৪১॥

অনুবাদ। শ্রীহরি ব্যতীত সংসারকূপে নিপতিত রূপরসাদি বিষয়কর্ত্তৃক অপহৃত বিবেক, কালরূপ সর্পের কবলে কবলিত জীবগণকে উদ্ধার করিতে কেহই সমর্থ নহে ॥৪১॥

বিশ্বনাথ। ননু ব্রহ্মাদীন্ হিত্বা অমুনৈবেতি কোঽয়মাগ্রহস্তত্রাহ,—সংসারেতি ॥৪১॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, ব্রহ্মাদি ত্যাগ করিয়া ইঁহাকে লইয়াই বা কিরূপ আগ্রহ? তদুত্তর ॥৪১॥

অনুদর্শিনী। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রগোপ নামক অতি ক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত সকলেই কালাধীন এবং বিষয়মুগ্ধ। সুতরাং এক বিপন্ন ব্যক্তি যেমন অপর বিপন্ন ব্যক্তির বিপন্নাশে অসমর্থ, তদ্রূপ যে নিজে কালগ্রস্ত

সে অপর কালগ্রস্ত ব্যক্তিকে কালের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। তাই শ্রীরুদ্র বলিয়াছেন –

যত্র নির্ব্বিষ্টমরণং কৃতান্তো নাভিমন্যতে।
বিশ্বং বিধ্বংসয়ন্ বীর্য্যশৌর্য্যবিস্ফূর্জ্জিতভ্রুবা ॥

ভা: ৪।২৪।৫৬

কাল শৌর্য্য-বীর্য্য-বিস্ফুরিত ভ্রূযুগল দ্বারা বিশ্বকে বিধ্বংস করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু যে ব্যক্তি আপনারই পাদমূলে শরণাগত হন, কাল তাঁহাকে তাঁহার বশ্যজন-রূপে গণনা করিতে সাহসী হন না।

স্বয়ং ভগবানও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"তেষামহম্ সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।

গীতা ১২।৭

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত"।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্"

গীতা ১৮।৬২

হে ভারত, তুমি সর্ব্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও। তাঁহার প্রসাদে পরাশান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ॥৪১॥

**আত্মৈব হ্যাত্মনো গোপ্তা নির্ব্বিদ্যেত যদাখিলাৎ।
অপ্রমত্ত ইদং পশ্যেদ্‌গ্রস্তং কালাহিনা জগৎ ॥৪২॥**

অন্বয়। (তর্হি কিমাত্মত্রাণোপাধিনা ভজিষ্যসি স সর্ব্বতো নির্ব্বিণ্ণ ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তস্যাত্মন এব সমর্থত্বা-দিত্যাহ) যদা ইদং জগৎ কালাহিনা (এবং) গ্রস্তং পশ্যেৎ (ততশ্চ) অপ্রমত্তঃ (বিবেকযুক্তঃ সন্) অখিলাৎ (নিখি-লাদিহামুত্র চ ভোগাৎ) নির্ব্বিদ্যেত (বিরতো ভবেৎ তদা) আত্মা (স্বয়ম্) এব আত্মনঃ (স্বস্য) গোপ্তা হি (রক্ষণসমর্থো ভবতি) (ততঃ কেবলং প্রেম্নৈব ভজামীতি ভাবঃ) ॥৪২॥

অনুবাদ। যখন পুরুষ সমগ্র জগৎকে এই প্রকার কালসর্পগ্রস্ত দর্শনপূর্ব্বক স্বয়ং বিবেকবান হইয়া সর্ব্বপ্রকার বিষয় ভোগ হইতে বিরত হয় তখন আত্মা স্বয়ংই নিজকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় ॥৪২॥

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

**এবং ব্যবসিতমতির্দুরাশাং কান্ততর্ষজাম্।
ছিত্ত্বোপশমমাস্থায় শয্যামুপবিবেশ সা ॥৪৩॥**

অন্বয়। শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ। এবং ব্যবসিতমতিঃ (ব্যবসিতা কৃত নিশ্চয়া মতিঃ যস্যাঃ) সা (পিঙ্গলা) কান্ত-তর্ষজাং (কান্তস্য তর্ষোঽভিলাষস্ততো জাতাং) দুরাশাং (দুরভিলাষং) ছিত্ত্বা (সন্ত্যজ্য) উপশমম্ (শান্তিং) আস্থায় (আশ্রিত্য) শয্যাং (শয়নম্) উপবিবেশ (আশ্রিত-বতী) ॥৪৩॥

অনুবাদ। শ্রীব্রাহ্মণ বলিলেন,—পিঙ্গলা মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া উপপতি সমাগম-তৃষ্ণাজনিত দুরাশা সম্যক্‌প্রকারে পরিত্যাগপূর্ব্বক চিত্তে শান্তিলাভ করতঃ শয্যায় শয়ন করিল ॥৪৩॥

**আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা ॥৪৪॥**

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে পিঙ্গলোপাখ্যানেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। (ফলিতমাহ) আশা হি (এব) পরমং দুঃখং নৈরাশ্যম্ (আশারাহিত্যমেব) পরমং সুখং (ভবতি)। যথা (যতঃ) পিঙ্গলা কান্তাশাং (কান্তস্য সমাগমাশাং) সংছিদ্য (বিনশ্য) সুখং সুষ্বাপ (সুখেন নিদ্রাং গতা বভূব) ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়-স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। অতএব ইহলোকে আশাই মানবের পরম দুঃখের এবং নৈরাশ্যই পরম সুখের মূল, কারণ

পিঙ্গলা কান্তসমাগমাশা পরিত্যাগ করিয়াই সুখে নিদ্রা গিয়াছিল ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। তর্হি কিমাত্মত্রাণোপাধিনা ভজিষ্যসীতি তত্র নৈবেত্যাহ,—আত্মৈবেতি। যদা হ্যাত্মা অখিলাদ্ভোগান্নির্ব্বিণ্ণেত তত্র হেতুঃ ইদং জগৎকালাহিনা গ্রস্তং পশ্যেৎ তদা আত্মৈব আত্মনঃ স্বস্য গোপ্তা সংসারাদ্রক্ষিতা ভবেৎ মমাত্মা চ সংপ্রত্যেতাদৃশ এবাভূদতোঽহং স্বত এব নিস্তীর্ণসংসারা অভূবমেব। তেনাতঃ পরং কেবলং প্রেম্নৈব তং ভজিষ্যে ইতি ভাবঃ ॥৪২-৪৪॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। তাহা হইলে আত্মত্রাণ উপাধিদ্বারা ভজন করিবে? তদুত্তর 'না'। যখন আত্মা অখিল ভোগ হইতে নির্ব্বিণ্ণ হইবে, তাহার হেতু এই জগৎকে কালসর্পগ্রস্ত বলিয়া দেখা বা বুঝা যাইবে, তখন আত্মাই আত্মার অর্থাৎ নিজের গোপ্তা অর্থাৎ সংসার হইতে রক্ষিতা হইবে। আমার আত্মাও সম্প্রতি এইরূপই হইয়াছে। অতএব আমি নিজ হইতেই সংসার পার হইলাম। অতঃপর কেবল প্রেমদ্বারাই তাঁহার ভজন করিব। ৪২-৪৪।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে সাধুগণ সম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। পিঙ্গলা উপশমকে আশ্রয় করতঃ আত্মাকে অখিল ভোগ হইতে বিরত করিয়া আত্মার দ্বারা আত্মার আত্মা—শ্রীভগবানের প্রেমসেবা করিবার সঙ্কল্প করায় বুঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠারূপ রাগ তাহাতে বর্ত্তমান। অতএব তাঁহার ভক্তি বৈধী নহে, রাগরূপা। বিশেষতঃ তাঁহার সাধনানুষ্ঠানের মধ্যে "শ্রীহরির সহিত বিহার করিব"—৪০ শ্লোকোক্ত শব্দে পিঙ্গলায় প্রেমময় তৃষ্ণা দেখা যাইতেছে। রাগাত্মিকা ভক্তির লক্ষণ—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥
ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২ লঃ

অর্থাৎ ইষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী ও পরমাবিষ্টতাময়ী যে সেবনপ্রবৃত্তি তাহার নাম রাগ, কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী (তদ্রূপ রাগময়ী) হইলে রাগাত্মিকা নামে উক্ত হন।

রাগাত্মিকা-ভক্তি—'মুখ্যা' ব্রজবাসী-জনে।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা' নামে॥
ইষ্টে 'গাঢ়তৃষ্ণা'—রাগের স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে 'আবিষ্টতা'—তটস্থ লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী-ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম।
তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্।
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
চৈঃ চঃ ম ২২ পঃ

এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পে তিনি একমাত্র শ্রীভগবানকেই আশ্রয় করিয়া নিবৃত্ত হইলেন।

এই অধ্যায়ে অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, মধুকৃৎ, গজ, মধুহা, হরিণ, মৎস্য ও পিঙ্গলা—নয়জন শিক্ষাগুরুর কথা বর্ণিত হইয়াছে॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্।
অনন্তং সুখমাপ্নোতি তদ্বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়। শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ। (কুররাচ্ছিক্ষিতমাহ) নৃণাং (নরাণাং) যৎ যৎ প্রিয়তমং (ভবতি তস্যতস্য) পরিগ্রহঃ (আসক্তিঃ) হি (নূনং) দুঃখায় (ভবেৎ) তৎ বিদ্বান্ (তস্য পরিগ্রহস্য দুঃখহেতুত্বং জানন্) যঃ (জনঃ) তু অকিঞ্চনঃ (ত্যক্তপরিগ্রহো ন তু দরিদ্রঃ) (ভবেৎ সঃ) অনন্তসুখং (পরমশান্তিম্) আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) ॥১॥

অনুবাদ। শ্রীব্রাহ্মণ বলিলেন,—মানবগণের যে যে বস্তু অতিশয় প্রিয় হয় সেই সকল বস্তুর প্রতি আসক্তিই তাহাদের দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। যিনি এই আসক্তির পরিণাম জানিয়া অকিঞ্চন হইতে পারেন তিনি অনন্ত সুখ লাভ করিতে পারেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ। নবমে সপ্ত গুরবঃ কুররাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
দেহোঽষ্টমস্তদেবং স্যুর্গুরবঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥

কুররাচ্ছিক্ষিতমাহ,—পরিগ্রহ ইতি দ্বাভ্যাম্। যৎ যৎ প্রিয়তমং বস্তু তস্য তস্য পরিগ্রহঃ ততস্মাৎ যস্ত্বকিঞ্চনো নিস্পৃহঃ স এব বিদ্বান্ ন তং সুখমাপ্নোতি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। নবম অধ্যায়ে কুররাদি সপ্তগুরু এবং তদতিরিক্ত দেহ-গুরুর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

কুরর পক্ষী হইতে শিক্ষা। যে যে প্রিয়তম বস্তু তাহার তাহার পরিগ্রহ। অতএব তাহা হইতে যিনি কিন্তু অকিঞ্চন নিস্পৃহ তিনিই বিদ্বান্, সেই সুখ প্রাপ্ত হন না।১।

সারার্থানুদর্শিনী। বদ্ধজীব নিজ নিজ ইন্দ্রিয় তুষ্টির জন্য ইন্দ্রিয়-প্রিয় বস্তু সকলে আসক্ত হয় এবং সেই সেই বস্তু সংগ্রহে প্রাণপাত পরিশ্রম করে। কিন্তু ঐ সকল বস্তুর অর্জ্জনে দুঃখ, রক্ষণে ভয় ও চিন্তা এবং নাশে শোকের উৎপত্তি হয়। সুতরাং জীব, সুখের আশায় অসদিন্দ্রিয়ের তর্ষা বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে যাইয়া যে সকল অসৎ বা অনিত্য বস্তু সংগ্রহ করে, তাহাতে সুখের পরিবর্ত্তে তাহাকে অধিকতর দুঃখভোগ করিতে হয়, অর্থাৎ দুঃখপ্রদ সুখই পাইতে হয়। কিন্তু যিনি অকিঞ্চন অর্থাৎ বিষয়ে নিস্পৃহ তিনি 'দুঃখপ্রদসুখ প্রাপ্ত হন না কিন্তু নিরন্তর অনন্তসুখ লাভ করেন অতএব তিনিই বিদ্বান—

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥

ভাঃ ১১।১৪।১৩ অর্থ পরে দ্রষ্টব্য। ১।

সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোঽন্যে নিরামিষাঃ।
তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত ॥ ২ ॥

অন্বয়। নিরামিষাঃ (আমিষশূন্যাঃ অলব্ধমাংসাঃ) বলিনঃ (বলবন্তঃ) অন্যে (শ্যেন-গৃধ্রাদয়ঃ কুররা বা সামিষং (পরিগৃহীতামিষমুখং) কুররং (পক্ষিবিশেষং) (যদা) জঘ্নুঃ (হন্তুমুপক্রমং চক্রুঃ) তদা (তস্মিন্‌কালে) সঃ (কুররঃ) আমিষং (গৃহীতমাংসং) পরিত্যজ্য (ত্যক্ত্বা) সুখং সমবিন্দত (প্রাপ্তবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ। যখন মাংসগ্রাহী কুরর পক্ষীকে অপর অপ্রাপ্তমাংস বলবান্ শ্যেনগৃধ্রাদি বা অন্য কুররগণ আক্রমণ করিল তখন ঐ কুরর পক্ষী তাহার লব্ধ মাংস খণ্ড পরিত্যাগ করিয়াই শান্তি লাভ করিয়াছিল ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ। তদাহ,—সামিষং মাংসগ্রাহিণং স কুররঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। তাই বলিতেছেন—সেই আমিষ অর্থাৎ মাংসগ্রাহী কুরর ॥ ২ ॥

অনুদর্শিনী। যখন বলবান পক্ষী দুর্ব্বল কুররকে বধ করিতে উদ্যত হইল তখন সেই বুঝিয়াছিল যে সংগ্রহে দুঃখ এবং ত্যাগে সুখ। ২।

ন মে মানাপমানৌ স্তো ন চিন্তা গৃহপুত্রিণাম্।
আত্মক্রীড় আত্মরতির্বিচরামীহ বালবৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়। (অর্ভকাচ্ছিক্ষিতমাহ) মে (মম)

মানাপমানৌ (মানশ্চাপমানশ্চ) ন স্তঃ (ন বর্ত্তেতে) গৃহপুত্রিণাং (গৃহপুত্রবতাং) চিন্তা (চ) ন (ততোঽহম্) আত্মক্রীড়ঃ (আত্মনৈব ক্রীড়া যস্য সঃ) আত্মরতিঃ (আত্মনি রতিঃ প্রীতির্যস্য সঃ) ইহ (অস্মিন্ সংসারে) বালবৎ (বালক ইব) বিচরামি (ভ্রমামি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। আমার লোককৃত মান অপমান এবং গৃহপুত্রাদি বিষয়ের চিন্তা নাই, অতএব আমি বালকের ন্যায় আত্মক্রীড়াশীল এবং আত্মতৃপ্ত হইয়া বিচরণ করি ॥ ৩ ॥

দ্বাবেবাচিন্তয়া যুক্তৌ পরমানন্দ আপ্লুতৌ।
যো বিমুগ্ধো জড়ো বালো যো গুণেভ্যঃ পরং গতঃ ॥৪॥

অন্বয়। (নব্বজ্ঞসর্ব্বজ্ঞয়োঃ কিং সাদৃশ্যং নৈশ্চিন্ত্যং পরমং সুখমিত্যাহ) যঃ বিমুগ্ধঃ (অজ্ঞঃ) জড়ঃ (অনুদ্যমঃ) বালঃ (বালকঃ) (ভবতি) যঃ গুণেভ্যঃ পরং (প্রকৃতেঃ পরং ঈশ্বরং) গতঃ (প্রাপ্তঃ) (তৌ) দ্বৌ এব অচিন্তয়া (চিন্তাশূন্যয়া) যুক্তৌ (অন্বিতৌ তথা) পরমানন্দে আপ্লুতৌ (নিমগ্নৌ চ) (ভবতঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। অজ্ঞ উদ্যমরহিত বালক এবং গুণাতীত ভগবৎপ্রাপ্ত পুরুষ এই উভয়ই চিন্তারহিত এবং পরমানন্দে নিমগ্ন থাকেন ॥৪॥

বিশ্বনাথ। বালকাচ্ছিক্ষিতমাহ,—নেতি ॥ ৩-৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। বালক হইতে শিক্ষা বলিতেছেন ॥৩-৪॥

ক্বচিৎ কুমারী আত্মানং বৃণানান্ গৃহমাগতান্।
স্বয়ং তানর্হয়ামাস ক্বাপি যাতেষু বন্ধুষু ॥ ৫ ॥

অন্বয়। (কুমার্য্যাঃ শিক্ষিতং বক্তুমাখ্যায়িকামাহ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) কুমারী (বিবাহযোগ্যা বালিকা) বন্ধুষু (পিত্রাদিষু) ক্ব অপি যাতেষু (গৃহাৎ অন্যত্র গতেষু) আত্মানং বৃণানান্ (স্ববরণার্থিনঃ) গৃহম্ আগতান্ তান্ তু (জনান্) স্বয়ম্ অর্হয়ামাস (আতিথ্যেন সৎকৃতবতী) ॥৫॥

অনুবাদ। একদিন কোন এক বিবাহযোগ্যা বালিকা তাহার পিত্রাদি কার্য্যান্তরে অন্যত্র গমন করিলে তাহাকে বরণ করিতে গৃহে কয়েকজন পুরুষ উপস্থিত হওয়ায় নিজেই তাঁহাদের আতিথ্য সৎকার করিয়াছিল ॥৫॥

বিশ্বনাথ। কুমার্য্যাঃ শিক্ষিতমাহ,—তদাখ্যানেন ক্বচিদিতি। অর্হয়ামাস আবৃতসর্ব্বাঙ্গৈব গেহান্নিষ্ক্রম্য দর্ভাসনজলাদিভিরাতিথ্যং চক্রে। বন্ধুষু পিতৃমাত্রাদিষু ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ। কুমারীর নিকট শিক্ষা আখ্যায়িকা-যোগে বলিতেছেন। অর্হণ বা পূজা করিয়াছিল অর্থাৎ সমস্ত অঙ্গ আবৃত করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কুশাসন জল প্রভৃতি দ্বারা আতিথ্য করিয়াছিল। বন্ধু অর্থে পিতামাতা প্রভৃতি ॥৫॥

তেষামভ্যবহারার্থং শালীন্ রহসি পার্থিব।
অবঘ্নন্ত্যাঃ প্রকোষ্ঠস্থাশ্চক্রুঃ শঙ্খাঃ স্বনং মহৎ ॥৬॥

অন্বয়। (হে) পার্থিব ! (হে রাজন্ !) তেষাম্ (জনানাম্) অভ্যবহারার্থং (ভোজনার্থং) রহসি (নির্জ্জনে) শালীন্ (তন্নামক ধান্যানি) অবঘ্নন্ত্যাঃ (কুট্টনেন তুষমুক্তান্ কুর্ব্বত্যাঃ) (তস্যাঃ) প্রকোষ্ঠস্থাঃ (হস্তপ্রকোষ্ঠভাগস্থিতাঃ) শঙ্খাঃ (শঙ্খবলয়াঃ) মহৎ (উচ্চৈঃ) স্বনং (অন্যোন্যাঘাত-জনিতং শব্দং) চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ) ॥৬॥

অনুবাদ। হে রাজন্! তাঁহাদিগের ভোজনার্থ শালিধান্য-কুট্টনে নিযুক্তা হইলে উক্তা কুমারীর হস্তস্থিত শঙ্খবলয়সমূহের পরস্পর আঘাতে উচ্চ ধ্বনি হইতে লাগিল ॥৬॥

বিশ্বনাথ। কদা তে আয়াস্যন্তি কদা তণ্ডুলান্ করিষ্যন্তীতি মনসি কুর্ব্বত্যাস্তস্যাশ্চেষ্টিতমাহ,—তেষামিতি। শঙ্খাঃ শঙ্খবলয়াঃ ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ। কখন তাঁহারা আসিবেন, কখন তণ্ডুল প্রস্তুত করিবেন, এইরূপ মনে করিয়া তাহার যে চেষ্টিত, তাহাই বলিতেছেন। শঙ্খ অর্থাৎ শঙ্খবলয় ॥৬॥

অনুদর্শিনী। তাঁহারা—পিতামাতা প্রভৃতি ।৬।

সা তজ্জুগুপ্সিতং মত্বা মহতী ব্রীড়িতা ততঃ।
বভঞ্জৈকৈকশঃ শঙ্খান্ দ্বৌ দ্বৌ পাণ্যোরশেষয়ৎ ॥৭॥

অন্বয়। মহতী (বুদ্ধিমতী) সা (কুমারী) তৎ (স্বয়ং শাল্যবহননং) জুগুপ্সিতং (দরিদ্রতাদ্যোতকং) মত্বা (জ্ঞাত্বা) ব্রীড়িতা (লজ্জিতা সতী) ততঃ (হস্তপ্রকোষ্ঠাৎ) একৈকশঃ (ক্রমেনৈকৈকং) শঙ্খান্ ব্যভঞ্জ (করাৎ অপসারিতবতী) পাণ্যোঃ (হস্তদ্বয়ে) দ্বৌ দ্বৌ (প্রত্যেকং দ্বৌ শঙ্খৌ) অশেষয়ৎ (অবশিষ্টতয়া রক্ষিতবতী) ॥৭॥

অনুবাদ। সেই বুদ্ধিমতী বালিকা ধান্য কুট্টন দরিদ্রতা-পরিচায়ক মনে করিয়া লজ্জায় নিজ হস্ত হইতে ক্রমশঃ বলয়গুলি অপসারিত করিয়া প্রত্যেক হস্তে দুই দুইটি অবশিষ্ট রাখিল ॥৭॥

উভয়োরপ্যভূদ্ ঘোষো হ্যবঘ্নন্ত্যাঃ স্বশঙ্খয়োঃ।
তত্রাপ্যেকং নিরভিদদেকস্মান্নাভবদ্-ধ্বনিঃ ॥৮॥

অন্বয়। ততঃ) অবঘ্নন্ত্যাঃ (শাল্যবহননরতায়াঃ) (তস্যাঃ) উভয়োঃ (দ্বয়োঃ) অপি স্ব শঙ্খয়োঃ ঘোষঃ (শব্দঃ) অভূৎ হি। তত্র অপি (উভয়োরপি) একং একং নিরভিদৎ (পৃথক্ কৃতবতী) (ততঃ) একস্মাৎ (শঙ্খাৎ) ধ্বনিঃ ন অভবৎ ॥৮॥

অনুবাদ। অতঃপর উক্তা বালিকা ধান্য কুট্টনে পুনরায় রতা হইলে ঐ উভয় শঙ্খের পরস্পর ঘর্ষণে শব্দ হইতে লাগিল, তখন এক একটি করিয়া শঙ্খ পৃথক করিয়া প্রতি হস্তে একটি মাত্র অবশিষ্ট রাখায় আর শব্দ হইল না ॥৮॥

বিশ্বনাথ। তৎ শাল্যবহননং দারিদ্র্যদ্যোতকত্বাৎ জুগুপ্সিতং মহতী বুদ্ধিমতী ॥৭-৮॥

বঙ্গানুবাদ। সেই শালিবহন অর্থাৎ ধানভাঙ্গা দারিদ্র্য-পরিচায়ক বলিয়া জুগুপ্সিত বা নিন্দিত। মহতী অর্থাৎ বুদ্ধিমতী ॥৭-৮॥

অনুদর্শিনী। গৃহে পিতামাতার অনুপস্থিতকালে অভ্যাগত ব্যক্তিগণের আহার্য্য প্রদানে কুমারী ব্যস্ত হইল। চাউলের অভাব। উদূখলে মুষলদ্বারা ধান্য কুট্টনে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু হস্তস্থিত শঙ্খবলয়ের ধ্বনি সেই কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইল। বালিকা ভাবিল—আমি যখন গৃহাগত ব্যক্তিগণকে প্রথমে আসনাদি প্রদানে অভ্যর্থনা করিয়াছি তখন তাঁহারা আমার বলয়গুলি দেখিয়াছেন। এখন এই কুট্টন ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বলয়ধ্বনি শ্রবণ করিলে আমিই ঐ কার্য্য করিতেছি বুঝিয়া তাহারা আমাদিগকে দরিদ্রই জানিবেন। ইহা অতিশয় লজ্জার বিষয় হইবে। বালিকা তখন বলয়ধ্বনি রহিত ঐ কুট্টনকার্য্য অন্যে করিতেছে বুঝাইবার জন্যই স্বীয় হস্তস্থিত শব্দকারী বলয়গুলি খুলিয়া রাখিয়া কুট্টনকার্য্য করিতে লাগিল। এই জন্যই বালিকা বুদ্ধিমতী ॥৭-৮॥

অন্বশিক্ষমিমং তস্যা উপদেশমরিন্দম।
লোকাননুচরন্নেতান্ লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া ॥৯॥

অন্বয়। (নন্থ কুমার্য্যাস্তব চ কথং সঙ্গতিরিত্যাহ হে) অরিন্দম। (হে শত্রুনিসূদন!) (অহং) লোকতত্ত্ব-বিবিৎসয়া (লোকতত্ত্বং বেদিতুমিচ্ছয়া) এতান্ লোকান্ অনুচরন্ (পর্য্যটন্) তস্যাঃ (কুমার্য্যাঃ) ইমম্ উপদেশম্ অন্বশিক্ষং (স্বচক্ষুষৈব দৃষ্ট্বা ন তু সর্ব্বজ্ঞত্বাজ্ জ্ঞাতবান্ ইতি ভাবঃ) ॥৯॥

অনুবাদ। হে শত্রুদমন! আমি লোকতত্ত্ব শিক্ষা করিবার নিমিত্ত সমস্ত পৃথিবীতে পর্য্যটন করিতে করিতে স্বচক্ষে কুমারীর নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিয়াছি ॥৯॥

বিশ্বনাথ। লোকাননুচরন্নিতি। তদ্দিনে ময়া তত্রৈব স্থিতমিতি সর্ব্বেঽপ্যেতে গুরবো ময়া স্বচক্ষুষৈব দৃষ্ট্বা ন তু সর্ব্বজ্ঞত্বাজ্ জ্ঞাতা ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেইদিন আমি সেখানে ছিলাম। এই সমস্ত গুরুকেই আমি স্বচক্ষে দেখিয়া জানিয়াছি; সর্ব্বজ্ঞতাহেতু নহে ॥ ৯ ॥

অনুদর্শিনী। যদি প্রশ্ন হয় যে কুমারীর সহিত আপনার দেখা কিরূপে হইয়াছিল? তদুত্তরে বলিতেছেন সেইদিন আমি তথায় ছিলাম ॥ ৯ ॥

বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তা দ্বয়োরপি।
এক এব বসেৎ তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণঃ॥ ১০॥

অন্বয়। বহূনাম্ (জনানাং) বাসে (একত্রবাসে) কলহঃ (কলহ-হেতুঃ) দ্বয়োঃ অপি (একত্রবাসঃ) বার্ত্তা (গোষ্ঠীহেতুঃ) ভবেৎ, তস্মাৎ কুমার্য্যাঃ কঙ্কণঃ (শঙ্খবলয়ঃ) ইব একঃ এব (একাকী এব) বসেৎ॥ ১০॥

অনুবাদ। বহু ব্যক্তি একত্র বাস করিলে কলহ এবং দুই ব্যক্তি একত্র বাস করিলে পরস্পর বৃথা কথালাপে কালাতিপাত হয় বলিয়া কুমারীর কঙ্কণের ন্যায় একাকীই অবস্থান করিবে॥ ১০॥

বিশ্বনাথ। বাসো বাসে ইতি চ দ্বৌ পাঠৌ। অত্র দরিদ্রকুমারী অপ্রাপ্তপতিকা ঝণৎকারাভাবার্থং যথা কঙ্কণান্ দূরীকরোতি, তথৈব জ্ঞানযোগঃ স্বাশ্রিতান্ মুনীন্ নিঃসঙ্গানেব করোতি। যথা চ রাজকুমারী পতিমতী পতিমভিসরন্তী ঝণৎকারসিদ্ধ্যর্থং কঙ্কণান্ পরিধত্তে, তথৈব শ্রীমতী ভক্তিদেবী স্বাশ্রিতান্ বৈষ্ণবান্ মধুমধুরতর-নামকীর্ত্তনধ্বনিরসার্থং তান্ পরস্পরসঙ্গিন এব বিধত্তে নত্বসঙ্গিন ইতি জ্ঞেয়ম্॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ। "বাসো" এবং বাসে দুইটী পাঠ। এখানে অবিবাহিতা দরিদ্র কুমারী ঝণৎকার দূর করিবার নিমিত্ত যেমন কঙ্কণ দূর করে, তদ্রূপই জ্ঞানযোগ স্বাশ্রিত মুনিগণকে নিঃসঙ্গই করে। আবার যেমন বিবাহিতা রাজকুমারী পতির নিকট অভিসার কালে ঝণৎকার শব্দ শুনাইবার জন্য কঙ্কণ সমূহ পরিধান করে, সেইরূপ শ্রীমতি ভক্তিদেবী নিজাশ্রিত বৈষ্ণবগণকে মধুর-মধুরতর-নামকীর্ত্তনধ্বনি-রসের জন্য পরস্পর সঙ্গী করিয়া দেন, অসঙ্গী নয়—ইহাই জানিতে হইবে॥ ১০॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ স্বনামকীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিতেই অত্যধিক অনুরক্ত—'নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥'—নাঃ পঃ সেই উচ্চকীর্ত্তনে সমচিত্তবিশিষ্ট বহু ব্যক্তির একত্র সম্মেলন আবশ্যক। কিন্তু স্বতন্ত্রা, সর্ব্বলোক পাবনী ভক্তিদেবীর কৃপা ব্যতীত কেহই ভক্তিবাধ্য ভগবানের সেবা সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং ভক্তিদেবী যাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে তিনিই পরস্পর সঙ্গী করিয়া নামকীর্ত্তনে নিযুক্ত করতঃ স্বীয় আরাধ্য দেবেরই আনন্দবিধান করেন, কিন্তু অসঙ্গী করিয়া কীর্ত্তনসেবা হইতে বঞ্চিত করেন না। ভগবান্ যেমন বলিয়াছেন—

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি॥ ভাঃ ৩।২৫।৩৪

শ্রীভগবান্ দেবহূতিকে বলিয়াছেন—আমার পাদসেবা-ভিরত মদর্থে চেষ্টাপর যে ভাগবতগণ পরস্পর সংমিলিত হইয়া আমারই মহিমা বর্ণন করিতে শ্লাঘ্য বোধ করেন, তাঁহারা সাযুজ্য মুক্তির স্পৃহা করেন না। ১০।

মন একত্র সংযুঞ্জ্যাজ্জিতশ্বাসো জিতাসনঃ।
বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন ধ্রিয়মানমতন্দ্রিতঃ॥১১॥

অন্বয়। (চিত্তৈকাগ্রতা দ্বৈতাস্ফূর্ত্তিলক্ষণসমাধি-হেতুরিতি শরকারাচ্ছিক্ষিতমিত্যাহ) জিতাসনঃ জিতশ্বাসঃ অতন্দ্রিতঃ (সাবধানশ্চ সন্) বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন (বৈরাগ্যেণাবিক্ষিপ্যমাণং অভ্যাসযোগেন লক্ষ্যে) ধ্রিয়মানম্ (স্থিরীক্রিয়মাণং) মনঃ একত্র (একস্মিন্নেব লক্ষ্যে) সংযুঞ্জ্যাৎ (নিবেশয়েৎ)॥ ১১॥

অনুবাদ। আসনজয়ী ও শ্বাসজয়ী হইয়া সতর্কতার সহিত বৈরাগ্য ও অভ্যাসযোগের দ্বারা চিত্ত স্থিরপূর্ব্বক একমাত্র লক্ষ্য বস্তুতেই মনোনিবেশ করিবে॥ ১১॥

বিশ্বনাথ। চিত্তৈকাগ্র্যং শরকারাচ্ছিক্ষিতমিত্যাহ,—মন ইতি ত্রিভিঃ। রাগবলাদেব মন ইতস্ততশ্চলতীত্যত আহ—বৈরাগ্যেতি ধ্রিয়মাণং ভক্তিমিশ্রাষ্টাঙ্গযোগোক্ত-ধারণাভ্যাসেন॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ। শরকার হইতে চিত্তের একাগ্রতা শিক্ষণীয়। রাগ বা আসক্তিবশেই মন ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। ধ্রিয়মাণ ভক্তিমিশ্র অষ্টাঙ্গযোগ কথিত ধারনাভ্যাস-পর॥ ১১॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃশনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

গী ৬।২৪-২৬

সঙ্কল্পজনিত কামসমূহ সর্ব্বতোভাবে দূরকরতঃ মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল সম্যকরূপে নিয়মিত করিবে। ধারণারূপ অঙ্গ হইতে লব্ধবুদ্ধি দ্বারা ক্রমশঃ উপরতি শিক্ষা করিবে। ইহার নাম প্রত্যাহার। মনকে ধ্যান, ধারণাও প্রত্যাহার দ্বারা সম্যক্ বশীভূত করিয়া আত্মসমাধি করিবে। তখন আর জড়বিষয়ের চিন্তা করিবেনা।

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির। কখন কখন বিচলিত হইলেও তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক নিয়মিত করিয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে।

ভক্তিযোগমিশ্র ধারণাভ্যাস—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥ ভাঃ ২।২।৮

কোন কোন যোগী পুরুষ স্ব স্ব দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়-গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধৃক্ প্রাদেশমাত্র পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন। ১১।

যস্মিন্মনো লব্ধপদং যদেতৎ
শনৈঃ শনৈর্মুঞ্চতি কর্ম্মরেণূন্।
সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ
বিধূয় নির্ব্বাণমুপৈত্যনিন্ধনম্॥ ১২॥

অন্বয়। (একত্রেতি কুত্র তদাহ) যৎ (লয়বিক্ষেপাত্মকম্) এতদ্ মনঃ যস্মিন্ (পরমানন্দরূপে ভগবতি) লব্ধপদং (লব্ধাস্পদং) শনৈঃ শনৈঃ (ক্রমেণ) কর্ম্মরেণূন্ (কর্ম্মবাসনাঃ) মুঞ্চতি (ত্যজতি) বৃদ্ধেন (উপশমাত্মকেন) সত্ত্বেন রজঃ তমঃ বিধূয় (পরিত্যজ্য) অনিন্ধনম্ (ইন্ধনং গুণাস্তৎকার্য্যঞ্চ তদ্রহিতং সৎ) নির্ব্বাণম্ (অবৃত্তিকং ধ্যেয়াকারেণাবস্থানম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) চ ॥ ১২॥

অনুবাদ। লয়বিক্ষেপাত্মক এই মন যে পরমানন্দস্বরূপ ভগবানে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে ক্রমশঃ কর্ম্মবাসনা ত্যাগ এবং পরিবর্দ্ধিত সত্ত্বগুণদ্বারা রজঃ ও তমোগুণ পরিহার পূর্ব্বক ইন্ধনরহিত অগ্নির ন্যায় নির্ব্বাণলাভ করে, সেই ভগবানের প্রতিই মনোনিবেশ করিবে॥ ১২॥

বিশ্বনাথ। যস্মিন্ যন্মনো লব্ধপদং ভবতি তত্রস্থং এতন্মনঃ কর্ম্মরেণূন্ কর্ম্মবাসনা মুঞ্চতি ততশ্চ সত্ত্বেন বৃদ্ধেন সতা রজস্তমশ্চ বিধূয়েতি রজস্তমসোরভাবে বিক্ষেপলয় শূন্যং মনোবৃত্ত্যন্তর শূন্যং নির্ব্বাণসত্যস্যাপি ক্ষীণীভূতত্বাৎ নির্ব্বাণং পরানন্দমুপৈতি। ইন্ধনং গুণাস্তৎকার্য্যঞ্চ তদ্রহিতম্॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ। যাহাতে যাহার মন লব্ধপদ হয়, তাহাতে স্থিত ইহার মন কর্ম্মরেণূ অর্থাৎ কর্ম্মবাসনা ত্যাগ করে। তাহা হইতে সত্ত্ব প্রবৃদ্ধ হইয়া রজঃ তমকে বিধৌত করিয়া এই দুইয়ের অভাবে বিক্ষেপলয়শূন্য অন্যবৃত্তিশূন্য মন নির্ব্বাণসত্যও ক্ষীণ হইয়া গেলে নির্ব্বাণ অর্থাৎ পরমানন্দলাভ করে। ইন্ধন অর্থাৎ গুণ ও তাহাদের কার্য্য তদ্রহিত। ১২।

অনুদর্শিনী। প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥

গী ৬।২৭-২৮

এইরূপ অভ্যাসও বিনাশপূর্ব্বক যাঁহার মন প্রশান্ত হয়, সেই ব্রহ্মভূত, পাপশূন্য, প্রশমিতরজা যোগী পূর্ব্বোক্ত উত্তম সুখলাভ করেন।

এই প্রকার আত্মসংযমী যোগী বিগতকল্মষ হইয়া ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখভোগ করেন।

ইহা যোগশাস্ত্র কথিত অসংপ্রজ্ঞাতনামা সমাধি—

মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ।
যাঽসংপ্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে॥

অর্থাৎ বিতর্কাদি চতুর্ভেদ রহিত মনের ধ্যেয় ব্রহ্মাকারতার দ্বারা যে স্থিতি অর্থাৎ একাগ্রতা অবস্থা তাহাকে অসংপ্রজ্ঞাতনামা সমাধি বলে। ১২।

তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো
ন বেদ কিঞ্চিদ্বহিরন্তরং বা।
যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্ত-
মিষৌ গতাত্মা ন বিবেদ পার্শ্বে॥১৩॥

অন্বয়। (ততশ্চ ন দ্বৈতস্ফূর্ত্তিরিত্যাহ) ইষুকারঃ (শর-নির্ম্মাতা) ইষৌ (বাণে) গতাত্মা (তস্য ঋজুকরণে দত্তচিত্তঃ) যথা পার্শ্বে (সমীপে) ব্রজন্তং (গচ্ছন্তং) নৃপতিং ন বিবেদ (ন জ্ঞাতবান্) তদা আত্মনি (ভগবতি) এবম্ অবরুদ্ধচিত্তঃ (নিরুদ্ধমনাঃ) বহিঃ (দর্শনাদিনা) (তথা) অন্তরং (স্মৃত্যা) কিঞ্চিৎ ন বিবেদ (ন জানাতি)॥১৩॥

অনুবাদ। এক ইষুকার তাহার বাণ নির্ম্মাণকালে বাণের ঋজুতার প্রতি লক্ষ্য করিতে গিয়া তদ্‌বিষয়ে এত নিমগ্নচিত্ত হইয়াছিল যে তাহার নিকটস্থ পথে গমনশীল রাজার বিষয়ও জানিতে পারে নাই। তদ্রূপ মুনি পুরুষও ভগবানে আত্মসমর্পণকালে এইপ্রকার নিমগ্নচিত্ত হওয়ায় দর্শনাদির দ্বারা বাহ্যবিষয় এবং স্মরণের দ্বারা আভ্যন্তরিক বিষয় কিছুই জানিতে পারেন না॥১৩॥

বিশ্বনাথ। আত্মনি ভগবতি ইষৌ গতাত্মা তস্য ঋজুকরণার্থং তদেকাগ্রচিত্তত্বাত্তন্ময়ীভবন্মনাঃ। ভেরী-ঝঙ্কারঘোষৈরন্তিকে ব্রজন্তমপি নৃপতিং ন বেদ॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা অর্থাৎ ভগবানে। ইষু বা বাণে গতাত্মা অর্থাৎ তাহাকে ঋজু করিবার জন্য তাহাতে একাগ্রচিত্ত হইয়া তন্ময়চিত্ত। ভেরীঝঙ্কারশব্দের সহিত নিকট দিয়া রাজা যাইতেছেন, তাহাও সে জানে না॥১৩॥

অনুদর্শিনী। শরকার, শরনির্ম্মাণকালে যেরূপ শরেই দত্তচিত্ত হইয়া বাহিরে ভেরীশব্দসহ গমনশীল রাজাকে দেখিতে পায় নাই বা অন্তরে অন্যচিন্তার অবসর পায় নাই; তদ্রূপ যোগীও অসংপ্রজ্ঞাতনামা সমাধিকালে পরমাত্মায় একাগ্রতাবশতঃ অবরুদ্ধ থাকায় বাহিরে ঘটাদি দর্শন করেন না বা অন্তরে স্মৃতিদ্বারা সুখাদি কিঞ্চিৎও জানিতে পারেন না।১৩।

একচার্য্যনিকেতঃ স্যাদপ্রমত্তো গুহাশয়ঃ
অলক্ষ্যমাণ আচারৈর্মুনিরেকোঽল্পভাষণঃ॥১৪॥

অন্বয়। (সর্পাচ্ছিক্ষিতমাহ) মুনিঃ (মুনিজনঃ সর্পবৎ) একচারী (স যথা জনাচ্ছঙ্কমান একাকী বিচরতি তথা) অনিকেতঃ (নিকেতরহিতঃ সদা) অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ) গুহাশয়ঃ (একান্তবাসী চ) আচারৈঃ (গত্যাদিভিঃ) অলক্ষ্য-মানঃ (সবিষো নির্ব্বিষো বেতি যথা ন লক্ষ্যতে তথা) একঃ (অসহায়ঃ) অল্পভাষণঃ (মিতভাষী) স্যাৎ (ভবেৎ) (তদ্বন্মুনির্বর্ত্তেত ইত্যর্থঃ)॥১৪॥

অনুবাদ। মুনি সর্পের ন্যায় একাকী ভ্রমণশীল, অনিকেত, সাবধান, একান্তবাসী, আচারাদির দ্বারা অলক্ষ্যগতি, অসহায় এবং মিতভাষী হইবেন॥১৪॥

গৃহারম্ভো হি দুঃখায় বিফলশ্চাধ্রুবাত্মনঃ।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে॥১৫॥

অন্বয়। অধ্রুবাত্মনঃ (নশ্বরদেহস্য প্রাণিনঃ) গৃহারম্ভঃ (গৃহনির্ম্মাণং) দুঃখায় হি (তথা) বিফলঃ চ (ভবতি) সর্পঃ পরকৃতং (অন্যেন নির্ম্মিতং) বেশ্ম (গর্ত্তাদিরূপং গৃহং) প্রবিশ্য (সুখম্ যথা ভবতি তথা) এধতে (বর্দ্ধতে)॥১৫॥

অনুবাদ। নশ্বর-দেহবিশিষ্ট জনগণের গৃহনির্ম্মাণ দুঃখকর এবং বিফল হইয়া থাকে, সর্প পরকৃত গর্ত্তাদিতে প্রবেশ করিয়া সুখে বৃদ্ধিলাভ করে॥১৫॥

বিশ্বনাথ। সর্পাচ্ছি[illegible]কচারীতি। যোগিসংসর্গস্যাপি ত্যাগে কুমারী গুরুঃ, জনসঙ্গত্যাগে সর্পঃ; স যথা জনাচ্ছঙ্কমান একাকী চরতি নিয়তনিকেত-রহিতশ্চ সদা অপ্রমত্তশ্চ একান্তবাসী চ আচারৈর্গত্যাদিভিঃ

সবিষো নির্ব্বিষো বেতি জনালক্ষ্যশ্চ অসহায়শ্চ মিতভাষী চ তদ্বন্মুনির্বর্ত্তেতেত্যর্থঃ ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ। সর্প হইতে শিক্ষা। যোগিসংসর্গেরও ত্যাগে কুমারী গুরু। জনসঙ্গ ত্যাগে সর্প গুরু। সে যেমন লোকের ভয়ে একাকী বিচরণ করে, নিয়ত নিকেতরহিত বা নির্দ্দিষ্ট গৃহশূন্য ও সর্ব্বদা অপ্রমত্ত অর্থাৎ একান্ত বা নির্জ্জনবাসী। আচার অর্থাৎ গতি প্রভৃতি দ্বারা সবিষ কি নির্ব্বিষ এই বিষয়ে লোকের অলক্ষ্য, অসহায় ও মিতভাষী, মুনির সেইরূপ থাকা কর্ত্তব্য ॥ ১৪-১৫ ॥

অনুদর্শিনী। জনসঙ্গ ভক্তিবিনাশক—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥ উপদেশামৃত

অধিক সংগ্রহ, বিষয়োদ্যম, গ্রাম্যকথা, নিয়মাগ্রহ, অন্যজনসঙ্গ, লোভ বা অস্থিরসিদ্ধান্ত বা চাঞ্চল্য—এই ছয়টী দোষ হইতে ভক্তি বিনষ্ট হয়।

সর্প সর্ব্বদা একাকী, গৃহশূন্য হইয়া নির্জ্জনবাসী বলিয়া ক্রোধ ও দংশনাদির চেষ্টার অভাবে তাহাকে যেমন সবিষ বা নির্ব্বিষ বুঝিতে পারা যায় না, যোগীও তদ্রূপ একাকী যোগচর্য্যারূপ জড়বৎ বিচরণ করিলে তাঁহার হৃদয়ের কোন বৃত্তিরই প্রকাশ পাইবার অবকাশ হইবে না ॥ ১৪-১৫ ॥

একো নারায়ণো দেবঃ পূর্ব্বসৃষ্টং স্বমায়য়া।
সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ।
এক এবাদ্বিতীয়োঽভূদাত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ ॥১৬॥

অন্বয়। (কারকসামগ্রীনিরপেক্ষাৎ কেবলাদীশ্বরাদ্ বিশ্বসৃষ্টি-সংহারাবূর্ণনাভি-দৃষ্টান্তেন ময়া সম্ভাবিতাবিতি বক্তুং প্রথমং সংহারপ্রকারমাহ) ঈশ্বরঃ (জগৎপতিঃ) দেবঃ (সর্ব্বারাধ্যঃ) নারায়ণঃ একঃ (কারকনিরপেক্ষঃ) (সন্) স্বমায়য়া (আত্মশক্ত্যা) পূর্ব্বসৃষ্টং (পুরা রচিতম্) ইদং জগৎ কল্পান্তে (প্রলয়ে) কালকলয়া (কালশক্ত্যা) সংহৃত্য (সংগৃহ্য) আত্মাধারঃ (আত্মৈবাধারো যস্য সঃ) অখিলাশ্রয়ঃ (অখিলানাং শক্তীনাং আশ্রয়ঃ) একঃ অদ্বিতীয়ঃ (সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদশূন্যঃ) এব অভূৎ (আসীৎ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। জগৎপতি, সর্ব্বারাধ্য নারায়ণ একাই অর্থাৎ অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজ মায়াশক্তিবলে পূর্ব্বসৃষ্ট এই বিশ্বকে প্রলয়কালে কালশক্তির দ্বারা নিজের মধ্যে উহার সংহারপূর্ব্বক স্বয়ং আত্মাধার, অখিলাশ্রয় এবং সজাতীয় চিদ্রূপী জীব ও বিজাতীয় প্রধানাদি পদার্থান্তর রহিত হইয়াই অবস্থিত ছিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ। ঈশ্বরঃ কেন প্রকারেণ বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকং করোতীত্যেতন্ময়া ঊর্ণনাভেঃ সকাশাজ্ জ্ঞাতমিত্যাহ,—সার্দ্ধৈঃ ষড়্ভিঃ। একঃ স্বশক্তিব্যতিরিক্তকারকান্তরশূন্যঃ। নারায়ণঃ কারণার্ণবশায়ী কালকলয়া কালশক্ত্যা সংহৃত্য এক এবেতি ঈশ্বরান্তরাভাবাদেকঃ সদৈব। তদানীন্ত মহাসমষ্টিব্যষ্টিনাং নাশাদদ্বিতীয়োঽভূৎ। আত্মৈবাত্মাধারো যস্য সঃ। অখিলানাং শক্তীনাং আশ্রয়ঃ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। ঈশ্বর কি প্রকারে বিশ্ব-সৃষ্টি প্রভৃতি করেন, তাহা আমি ঊর্ণনাভির নিকট জানিয়াছি। (সাড়ে ছয়টী শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন) এক অর্থাৎ স্বশক্তি-ব্যতিরিক্ত অন্য কারকশূন্য। নারায়ণ অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী কালকলা অর্থাৎ কালশক্তিদ্বারা সংহার করিয়া একাই অর্থাৎ অন্য ঈশ্বর অভাবে সর্ব্বদা একল। সে সময়ে মহাসমষ্টিব্যষ্টিসমূহের নাশহেতু অদ্বিতীয়, আত্মাধার অর্থাৎ আত্মাই যাহার আধার, তিনি অখিল শক্তিসমূহের আশ্রয় ॥ ১৬ ॥

অনুদর্শিনী। একঃ স্বয়ং সন্ জগতঃ সিসৃক্ষয়া
দ্বিতীয়য়াত্মন্নধিযোগমায়য়া।
সৃজস্যদঃ পাসি পুনর্গ্রসিষ্যসে
যথোর্ণনাভির্ভগবন্ স্বশক্তিভিঃ।
ভাঃ ৩।২১।১৯

শ্রীকর্দ্দম ঋষি ভগবানের স্তব করিতেছেন—হে ভগবন্, আপনি স্বয়ং এক হইয়াও জগৎসৃষ্টি-মানসে আত্মাতে অধিকৃত আপনার ঈক্ষণযোগহেতু যোগযুক্তা দ্বিতীয়া মায়ার প্রভাবে সত্ত্বাদি শক্তিত্রয় বহিরঙ্গারূপে স্বীকার

করিয়াছেন ; উক্তশক্তিত্রয়দ্বারা ঊর্ণনাভির ন্যায় এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় সাধন করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

কালেনাত্মানুভাবেন সাম্যং নীতাসু শক্তিষু।
সত্ত্বাদিষ্বাদিপুরুষঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥
পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ।
কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ ॥১৭-১৮॥

অন্বয়। আত্মানুভাবেন (স্বপ্রভাবরূপেণ) কালেন (কারণভূতাসু) সত্ত্বাদিষু শক্তিষু সাম্যং নীতাসু (সতীষু) প্রধানপুরুষেশ্বরঃ (গুণসাম্যং প্রধানং তদুপাধিঃ পুরুষস্তয়োরীশ্বরঃ) আদিপুরুষঃ (সনাতনপুরুষঃ) পরাবরাণাং (পরে ব্রহ্মাদয়ঃ অবরেঽন্যে চ মুক্তা জীবাস্তেষাং) পরমঃ (প্রাপ্যঃ) নিরুপাধিকঃ (উপাধি সম্বন্ধশূন্যঃ) কেবলানুভবানন্দসন্দোহঃ (কেবলোনির্ব্বিষয়োঽনুভবঃ স্বপ্রকাশ আনন্দানাং সন্দোহঃ সমূহঃ পরমানন্দ ইত্যর্থঃ) কৈবল্য সংজ্ঞিত (মোক্ষশব্দাভিধেয়ঃ) আস্তে (বর্ত্ততে)॥ ১৭-১৮ ॥

অনুবাদ। নিজ প্রভাবস্বরূপ কালের দ্বারা কারণভূত, সত্ত্বাদি শক্তিসমূহ সাম্যাবস্থা লাভ করিলে, প্রকৃতি পুরুষাধীশ্বর, ব্রহ্মাদি এবং মুক্ত জীবগণের পরমাশ্রয়, নিরুপাধিক, পরমানন্দস্বরূপ, কৈবল্যসংজ্ঞক, সনাতন পুরুষই একমাত্র বর্ত্তমান থাকেন ।।১৭-১৮।।

বিশ্বনাথ। আত্মানুভাবেন স্বপ্রভাবরূপেণ কালেন শক্তিষু সত্ত্বাদিষু সাম্যং নীতাসু সতীষু প্রধানস্য মায়ায়াঃ পুরুষাণাং জীবানাঞ্চ নিয়ন্তা পরাবরেষাং মুক্তবদ্ধজীবানাং পরমারাধ্যঃ কেবল এব কৈবল্যঃ স্বার্থে ষ্যঞ্। কৈবল্যসংজ্ঞা জাতা যস্য সঃ। জগৎপালনাদিব্যাপারাভাবাৎ কেবলশ্চানুভবানন্দসন্দোহরূপশ্চ সঃ। উপাধির্মায়া তস্যাস্তদানীং সুপ্তত্বান্নিরুপাধিকঃ। তদুক্তং তৃতীয়ে, সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃগিতি ॥১৭-১৮॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মানুভাব অর্থাৎ স্বপ্রভাবরূপ কালকর্ত্তৃক সত্ত্বাদি শক্তিসমূহ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে। প্রধান অর্থাৎ মায়ার এবং পুরুষ বা জীবগণের নিয়ন্তা, পরাবর অর্থাৎ মুক্তবদ্ধ জীবগণের পরম অর্থাৎ পরমারাধ্য। কৈবল্য সংজ্ঞিত অর্থাৎ কৈবল্য বা কেবল যাঁহার সংজ্ঞা হইয়াছে। জগৎ পালনাদি ব্যাপার না থাকায় কেবল ও অনুভবানন্দ সন্দোহরূপ। উপাধি বা মায়া, তিনি সে সময়ে সুপ্ত থাকায় নিরুপাধি। তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—'সুপ্ত শক্তি, কিন্তু অসুপ্ত দর্শন' ॥ ১৭-১৮ ॥

অনুদর্শিনী। ঈশ্বরের প্রভাবই কাল—

'প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্'
ভাঃ ৩।২৬।১৬

অর্থাৎ কেহ কেহ ঈশ্বরের প্রভাবকে 'কাল' বলিয়া থাকেন। যাহা হইতে জীবের ভয় হয়।

কেবলানুভবানন্দ—'স্বয়মুপলব্ধনিজসুখানুভবো ভবান্'। ভাঃ ৬।৯।৩২ দেবগণ বলিলেন—যে নিজ সুখ স্বয়ং অভিব্যক্ত হইয়া থাকে আপনি তাহার অনুভবস্বরূপ।

স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্ ॥
ভাঃ ৩।৫।২৪

সে সময় একমাত্র তিনিই প্রকাশ পাইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি দ্রষ্টা হইলেও অন্য দৃশ্য কিছুই দেখিতে পান নাই, অতএব মায়াদি শক্তি বিলীন হইয়া থাকাতে দৃশ্য এবং দ্রষ্টার অভাবে আপনি আপনাকে যেন অভাবযুক্ত বলিয়া মানিতেন, কিন্তু চিচ্ছক্তি দেদীপ্যমানা ছিল, ইহাতে আপনি একেবারেই নাই এমত বোধ করিতে পারেন নাই।

'প্রকৃতিতে ঈক্ষণ ব্যতীত তাহার (সমষ্টি বিরাটের) প্রাকট্য অসম্ভব। যদি প্রশ্ন হয় যে, দৃষ্টি দ্বারাই ভোগ্যা তাঁহার সেই কান্তা মায়া তখন কিরূপ ছিল? উত্তর—সুপ্তা অর্থাৎ নিদ্রিতা শক্তি মায়া যাঁহার তিনি। প্রশ্ন—সুপ্তা কান্তা সম্ভোগ্যা নহে। আরও তাঁহার আনন্দের জন্য বহু সুভগা কান্তাগণ জাগ্রতাবস্থায় বর্ত্তমান থাকেন। তাই বলিতেছেন—দৃষ্ট চিচ্ছক্তিবৃত্তিসমূহ অর্থাৎ লক্ষ্যাদি যাঁহার তিনি। তাহা হইলেও বিশ্বসৃষ্ট্যাদির নিমিত্ত দুর্ভগা বহিরঙ্গা

মায়াশক্তি তখন অপেক্ষিতব্যই—এই ভাব।' শ্রীল বিশ্বনাথ।

তাহা হইলে 'কৈবল্য' শব্দে ভগবান্ কেবল একাকী নহেন—সুভগা পট্টমহিষীর ন্যায় তাঁহার স্বরূপভূত চিচ্ছক্তি-সহ বিদ্যমান ছিলেন। চিচ্ছক্তি ভগবানের স্বরূপশক্তি-হেতু ভগবানে ঐ শক্তি বর্ত্তমানা থাকিলেও বস্তুত ভগবান্ আত্মাতেই অবস্থিত। ভগবান্ হইতে অভিন্নই সেই চিচ্ছক্তি ভগবানের দেহেন্দ্রিয়পরিকররূপে অবস্থিত। —'মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যেস্থিত আত্মনি'—

ভাঃ ১।৭।২৩ শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকার মর্ম্মানুবাদ ॥ ১৭-১৮ ॥

কেবলাত্মানুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্।
সংক্ষোভয়ন্ সৃজত্যাদৌ তয়া সূত্রমরিন্দম ॥ ১৯ ॥

অন্বয়। (ততঃ কেবলাদেব সৃষ্টিং দর্শয়তি) অরিন্দম! (অরীন্ রাগাদীন্ দময়িতুম্ সমর্থঃ) (সঃ) আদৌ (সৃষ্ট্যাদৌ) কেবলাত্মানুভাবেন (কেবলেন আত্মানুভাবেন কালেন) ত্রিগুণাত্মিকাম্ স্বমায়াং (প্রকৃতিং) সংক্ষোভয়ন্ (প্রেরয়ন্) তয়া (স্বমায়য়া) সূত্রং (ক্রিয়াশক্তি প্রধানং মহত্তত্ত্বং) সৃজতি (উৎপাদয়তি)॥ ১৯॥

অনুবাদ। হে অরিন্দম! সেই ভগবানই সৃষ্টিকালে কেবল আত্মানুভবরূপ কালশক্তিদ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা নিজ মায়াকে সংক্ষোভিত করিয়া তদ্বারা প্রথম ক্রিয়াশক্তি প্রধান সূত্রসংজ্ঞক মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করেন॥ ১৯॥

বিশ্বনাথ। সংহারং দর্শয়িত্বা সৃষ্টিং দর্শয়তি,—কেবলেন আত্মানুভাবেন চিচ্ছক্তিপ্রভাবেন স্বমায়াং প্রধানং প্রবোধ্য স্বেক্ষণেন সংক্ষোভয়ন্ সূত্রং ক্রিয়াশক্তি প্রধানং মহত্তত্ত্বং সৃজতি॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ। সংহার দেখাইয়া সৃষ্টি দেখাইতেছেন। কেবল আত্মভাব অর্থাৎ চিচ্ছক্তিপ্রভাবে স্বমায়া অর্থাৎ প্রধানকে জাগ্রত করিয়া নিজ ঈক্ষণদ্বারা ক্ষোভিত করিয়া সূত্র অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিপ্রধান মহত্তত্ত্বকে সৃষ্টি করেন॥১৯॥

অনুদর্শিনী।

কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্যবান্॥
ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।

ভাঃ ৩।৫।২৬-২৭

ব্যাখ্যা ১১।৬।১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১৯ ॥

তামাহুস্ত্রিগুণব্যক্তিং সৃজন্তীং বিশ্বতোমুখম্।
যস্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়। (ত্রিগুণকার্য্যস্য সূত্রসংজ্ঞায়াং কারণমাহ) যস্মিন (কারণভূতে সমষ্টিরূপে) ইদং বিশ্বং প্রোতং (গ্রথিতং) যেন (অধ্যাত্মপ্রাণরূপেণ) (জীবঃ) সংসরতে (সংসারদশাং প্রাপ্নোতি) বিশ্বতোমুখং (নানাবিধং ত্রিগুণাত্মকং বিশ্বং) সৃজন্তীম্ (অহঙ্কারদ্বারেণ প্রকটয়ন্তীং) তাং (তৎসূত্রমেব) ত্রিগুণ-ব্যক্তিং (গুণত্রয় কার্য্যম্) আহুঃ (কথয়ন্তি শাস্ত্রকারা ইতি শেষঃ) ॥২০॥

অনুবাদ। কারণভূত সমষ্টিরূপে যাহাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে এবং যদ্দ্বারা জীব সংসারদশা প্রাপ্ত হয়, শাস্ত্রকারগণ ত্রিগুণাত্মক বিচিত্র বিশ্বের অহঙ্কার দ্বারা প্রকটনকারী সেই সূত্রস্বরূপ মহত্তত্ত্বকেই ত্রিগুণের কার্য্য বলিয়া থাকেন॥ ২০॥

বিশ্বনাথ। তামিতি স্ত্রীলিঙ্গেন সূত্রস্যৈব পরামর্শঃ। তৎ সূত্রমেব ত্রিগুণব্যক্তিং গুণত্রয় কার্য্যমাহুরিত্যর্থঃ। কীদৃশীং বিশ্বতোমুখং নানাবিধং ত্রিগুণাত্মকং বিশ্বমহঙ্কারেণ দ্বারেণ সৃজন্তীং ত্রিগুণকার্য্যস্য মহত্তত্ত্বস্য তস্য সূত্রসংজ্ঞায়াং কারণমাহ—যস্মিন্ কারণভূতে সূত্রে সমষ্টিরূপপ্রাণে বিশ্বমিদং প্রোতং তথা চ শ্রুতিঃ, "বায়ুর্বৈ গৌতমঃ তৎসূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতমসূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি ভূতানি সংসৃষ্টানি" ইতি। যেন চাধ্যাত্মরূপেণ প্রাণেন জীবঃ সংসরতি॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ। তাম্ এই স্ত্রীলিঙ্গ দ্বারা সূত্রই নির্দিষ্ট হইতেছে। সেই সূত্রকে ত্রিগুণব্যক্তি অর্থাৎ গুণত্রয়ের কার্য্য বলেন। কি প্রকার? তদুত্তরে—

বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ নানাবিধ ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব অহঙ্কার দ্বারা **সৃজন্তী** বা সৃষ্টিকারিনী। ত্রিগুণ কার্য্য সেই মহত্তত্ত্বের সূত্র সংজ্ঞা বিষয়ে কারণ বলিতেছেন—যে কারণভূত সূত্রে সমষ্টিরূপপ্রাণে এ বিশ্ব প্রোত বা গ্রথিত। এ স্থলে বেদ বলিতেছেন—হে গৌতম, বায়ুই সমষ্টিপ্রাণ সূত্রশব্দ বাচ্য। সেই বায়ুদ্বারা এই লোক ও পরলোক সমস্ত ভূত সংগ্রথিত। যে অধ্যাত্মরূপ প্রাণদ্বারা অর্থাৎ বায়্বাত্মরূপে জীব সংসারদশা প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ ॥

অনুদর্শিনী।

সোঽপ্যংশগুণকালাত্মা ভগবদ্দৃষ্টিগোচরঃ।
আত্মানং ব্যকরোদাত্মা বিশ্বস্যাস্য সিসৃক্ষয়া ॥
মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাদহংতত্ত্বং ব্যজায়ত।
কার্য্যকারণকর্ত্রাত্মা ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ ॥
ভাঃ ৩৷৫৷২৮-২৯

অনন্তর সেই মহত্তত্ত্ব, চিদাভাস, গুণ এবং গুণক্ষোভক কাল এই তিনের অধীন হইয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ ভগবানের দৃষ্টি পথে আগমন পূর্ব্বক এই বিশ্বের সৃষ্টি করিবার জন্য রূপান্তরিত হইল।

মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হইল, ঐ অহঙ্কার কর্ম্ম, কারণ, কর্ত্তা এই তিনের আশ্রয় ॥ ২০ ॥

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সন্তত্য বক্ত্রতঃ।
তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়। (তদেবং শিক্ষিতমর্থমুক্ত্বা দৃষ্টান্তমাহ) ঊর্ণনাভিঃ (মাকড়ীতি খ্যাতঃ কীটবিশেষঃ) যথা (যদ্বৎ) হৃদয়াৎ (হৃদয়াদুদ্গতাম্) ঊর্ণাং (সূত্রং) বক্ত্রতঃ (বক্ত্রেণ) সন্তত্য (প্রসার্য্য) তয়া (ঊর্ণয়া) বিহৃত্য (ক্রীড়িত্বা) ভূয়ঃ (পুনরপি) তাম্ (ঊর্ণাং) গ্রসতি মহেশ্বরঃ এবম্ (স্বতঃ এব বিশ্বং প্রসার্য্য তত্র বিহৃত্য পুনঃ প্রলয়ে স্বস্মিন্ এব উপসংহরতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। যেমন ঊর্ণনাভি (মাকড়সা) স্বীয় হৃদয় হইতে উত্থিত ঊর্ণা (সূত্র) মুখ দ্বারা প্রসারণপূর্ব্বক উক্ত সূত্রদ্বারা বিহার করিয়া পুনরায় স্বয়ংই উহাকে গ্রাস করে সেইরূপ পরমেশ্বরও নিজ হইতে এই বিশ্বের নির্ম্মাণপূর্ব্বক ক্রীড়ান্তে প্রলয়কালে নিজেই নিজের মধ্যে তাহার সংহার করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ। ঊর্ণনাভির্মাকড়ীতি খ্যাতঃ কীটবিশেষঃ। হৃদয়াদুদ্গতং বক্ত্রতঃ বক্ত্রেণ সংতত্য প্রসার্য্য বিহৃত্য ক্রীড়িত্বা ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। ঊর্ণনাভি মাকড়ী (বা মাকড়সা) নামে খ্যাত কীটবিশেষ। হৃদয় হইতে উদ্গত বক্ত্র অর্থাৎ মুখদ্বারা সংতত অর্থাৎ প্রসারিত করিয়া বিহার অর্থাৎ ক্রীড়া করিয়া ॥ ২১ ॥

অনুদর্শিনী। পূর্ব্বে ১১৷৯৷১৬ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য ॥ ২১ ॥

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎস্বরূপতাম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়। (ভগবদ্ধ্যানপরাণাং তৎসারূপ্যং ন চিত্রমিতি পেশস্কৃতো ভ্রমরবিশেষাজ্ জ্ঞাতমিত্যাহ) দেহী (জীবঃ) স্নেহাৎ (অনুরাগাৎ) দ্বেষাৎ ভয়াৎ বা অপি যত্র যত্র (যস্মিন্ যস্মিন্ বিষয়ে) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) সকলং (একাগ্রং) মনঃ ধারয়েৎ (নিবেশয়েৎ) তত্তৎস্বরূপতাং (তত্তৎ সমানরূপতাং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। দেহী জীব অনুরাগ, বিদ্বেষ এবং ভয়-সহকারে যে যে বিষয়ের প্রতি বুদ্ধির দ্বারা একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করে, সেই সকল বস্তু বা বিষয়েরই স্বরূপলাভ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ। ভগবদ্ধ্যানপরাণাং তৎসারূপ্যং ন চিত্রমিতি পেশস্কৃতো ভ্রমরবিশেষাজ্ জ্ঞাতমিত্যাহ,—যত্রেতি দ্বাভ্যাং সকলমিতি মনস একস্যা অপি বৃত্তের্যদাঽন্যগামিত্বং ন স্যাত্তদৈব দেহী ধ্যেয়সারূপ্যং লভতে নান্যথেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবদ্ধ্যানপরায়ণগণের তৎসারূপ্য বিচিত্র নয়, এই পেশস্কৃৎ বা ভ্রমরবিশেষের নিকট জানা যায়। সকল বা একাগ্র মন, মনের একটী মাত্র বৃত্তি যদি

অন্যগামিনী না হয়, তখনই দেহী ধ্যেয়ের সমানরূপ প্রাপ্ত হয়, অন্যপ্রকারে নহে ॥ ২২ ॥

অনুদর্শিনী। স্নেহে ভরতের মৃগসারূপ্য লাভ দেখা যায়। আবার 'অন্তে যা মতিঃ সা গতি'—এই ন্যায়েও সারূপ্যলাভ দৃষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসন্ত্যজন্ ॥ ২৩॥

অন্বয়। (হে) রাজন্! কীটঃ (কোঽপি কীটঃ) তেন (পেশস্কৃতা) কুড্যাং (স্বগৃহং) প্রবেশিতঃ (নিরুদ্ধঃ সন্) পেশস্কৃতং (বলবন্তং কীটং) ধ্যায়ন্ (ভয়েন চিন্তয়ন্) পূর্ব্বরূপম্ অসন্ত্যজন্ (অপরিহরন্নেব) তৎসাত্মতাং (তস্য পেশস্কৃতস্য সাত্ম্যতাং সারূপ্যং) যাতি (প্রাপ্নোতি, যদা তেনৈব দেহেনাস্যসারূপ্যং দৃশ্যতে তদা কিং কর্ত্তব্যং দেহান্তরেণ সারূপ্যং ঘটত ইতি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। হে রাজন্! কোন এক দুর্ব্বল কীট পেশস্কারী (বলবান কীট) কর্ত্তৃক স্বগৃহে নিরুদ্ধ হইয়া ভয়ে সর্ব্বদা তাহার চিন্তা করিতে করিতে নিজ পূর্ব্বশরীর *পরিহার না করিয়াই সেই পেশস্কারীর রূপ প্রাপ্ত হইয়া* থাকে। সুতরাং দেহান্তে ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপতা লাভ বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ। কীট ইতি। তেন পেশস্কৃতা। তৎসাত্মতাং তৎসমানরূপতাম্। সাম্যতামিতি পাঠে আর্ষতা। পূর্ব্বরূপং পূর্ব্বদেহং অসংত্যজন্নিতি ধ্যাতৃদেহ এব ধ্যেয়তুল্যাকারঃ স্যাৎ যথা ধ্রুবাদীনাং কচিত্তথা ধাতৃণাং ভক্তানাং দৃশ্যমানো দেহত্যাগস্তু ভক্তিযোগস্য রহস্যত্বরক্ষার্থং মতান্তরোৎখাতাভাবার্থঞ্চ ভগবতৈব মায়য়া দর্শ্যতে যথা ক্বচিৎ সচ্চিদানন্দময়স্বদেহত্যাগোঽপি, তদা চ তৎ প্রমাণবাক্যঞ্চ মুনিদ্বারা তথৈব মায়য়া প্রকাশ্যতে। যথা প্রারব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিক ইতি দেহত্যাগশ্চ তস্যৈবমিতি চ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। তেন অর্থে পেশস্কৃৎ কর্ত্তৃক। তৎসাত্মতা অর্থাৎ তৎসমানরূপতা। তৎসাম্যতা এরূপ পাঠ হইলে আর্ষদোষ। পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বদেহ ত্যাগ না করিয়াই অর্থাৎ যে ধ্যান করে তাহার দেহই যাহার ধ্যান করা হয়, তাহার তুল্য আকারবিশিষ্ট হয়; ধ্রুবাদির ন্যায় কোন কোন স্থলে সেইরূপ ধ্যানকারী ভক্তগণের যে দেহত্যাগ দেখা যায় উহা ভক্তিযোগের রহস্যত্ব রক্ষার নিমিত্ত। অন্যমতের উৎখাতকরণের অভাবজন্য ভগবানই মায়া প্রদর্শন করেন। যেমন কোন কোন স্থলে সচ্চিদানন্দময় স্বদেহ-ত্যাগও হয়, তখন তৎপ্রমাণবাক্যও মুনিদ্বারা সেইরূপই মায়াপ্রভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন 'প্রারব্ধ কর্ম্মের নির্ব্বাণ হইলে পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইল' তাঁহার দেহত্যাগ এইরূপ ॥ ২৩ ॥

অনুদর্শিনী

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥
এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজমীশ্বরে।
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া ॥

ভাঃ ৭।১।২৮-২৯

ভ্রমর (কাঁচপোকা) কর্ত্তৃক ভিত্তিগর্ত্তে অবরুদ্ধ হইয়া তৈলপায়ী (আরসুলা) কীট ভয় ও দ্বেষবশতঃ যেমন ভ্রমরেরই কেবল স্মরণ করিতে করিতে তাহার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ভ্রমর হইয়া যায়, তদ্রূপ স্বরূপশক্তি-প্রভাবে নিত্যনরস্বরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকেও শত্রুভাবে চিন্তা করিলে মনের ঐ চিন্তা-প্রভাবে নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকে লাভ করে।

প্রতিকূল-অনুশীলন-ফলে কৃষ্ণদ্বেষিগণ যখন বৈরানুবন্ধ দ্বারাও সদ্গতি লাভ করিতে পারে, তখন অনুকূল অনুশীলনফলে শুদ্ধভক্তগণ অবশ্য দ্বেষিগণের গতিলাভ করিবেন না,—তাঁহারা উত্তমগতি কৃষ্ণপাদপদ্ম বা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবেন। কেননা—

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥

ভাঃ ৭।১।২৭

শ্রীনারদ বলিলেন—মনুষ্য শত্রুতা করিয়া ভগবানে

যে প্রকার তন্ময় হইতে পারে, ভক্তিযোগ দ্বারা সেরূপ তন্ময় হইতে পারে না—ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুও স্বকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ইহার মীমাংসা করিয়াছেন—

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমা-জুষোঃ॥

শাস্ত্রে যে যে স্থলে ভগবৎশত্রু ও প্রিয় ব্যক্তিদিগের একত্ব প্রাপ্তির কথার উল্লেখ আছে। সে সকল, কিরণ-স্থলীয় ব্রহ্ম ও সূর্য্যস্থলীয় কৃষ্ণের একত্ব বিচার-স্থলে কথিত হইয়াছে মাত্র। ফলকথা,—ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণ বৈকুণ্ঠ-বৈচিত্র এবং ভগবৎশত্রুগণ বিলাসশূন্য 'সিদ্ধলোক' প্রাপ্ত হন।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়॥

চরিতামৃত আ ৫ পঃ

ধ্রুবের স্বশরীরে বৈকুণ্ঠে গমন—

তদোত্তানপদঃ পুত্রো দদর্শান্তকমাগতম্।
মৃত্যোর্মূর্দ্ধ্নি পদং দত্ত্বা আরুরোহাদ্ভুতং গৃহম্॥

ভাঃ ৪।১২।৩০

যখন উত্তানপাদ-তনয় ধ্রুব বিমানে আরোহণ করিতে যাইবেন, তখন মৃত্যুকে উপস্থিত দেখিতে পাইলেন। তিনি মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণপূর্ব্বক অদ্ভুত বিমানে আরোহণ করিলেন।

শ্রীনারদের দেহত্যাগ—

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥

ভাঃ ১।৬।২৯

শ্রীনারদ, শ্রীবেদব্যাসকে কহিলেন—শ্রীহরির প্রতিশ্রুত আমি সেই শুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবৎপার্ষদোচিত শরীর ভগবৎ কৃপায় লাভ করিতে উপযুক্ত হইলে প্রারব্ধ-কর্ম্ম নির্ব্বাণ অর্থাৎ ধ্বংস হওয়ায় আমার পঞ্চভূতাত্মক শরীরের পতন হইল।

শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীনারদের অপ্রাকৃত চিন্ময়দেহ লাভ কালে পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইল ; এ কিরূপ ?—উত্তর। 'একটী লোক গরু দোহন করিতে করিতে গিয়াছিল' বলিলে যেমন দোহন ও গমন এক-কালেই সংঘটিত হয়। সেইরূপ শ্রীনারদের ভৌতিক দেহত্যাগ ও চিন্ময়দেহপ্রাপ্তি তুল্যকালেই হইয়াছিল।

কিন্তু উপরি উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীধর-স্বামী বলেন—ভাগবতী তনু অর্থাৎ পার্ষদতনুসমুহের অকর্ম্মারব্ধত্ব, শুদ্ধত্ব নিত্যত্বাদি সূচিত হইতেছে। এইস্থানে আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণ অর্থাৎ আরব্ধকর্ম্মসমূহের নাশ। কেবল যে তখনই প্রারব্ধ নাশ হইয়াছিল তাহা নহে, দেহপাতের পূর্ব্বেও প্রারব্ধের নাশ হইয়াছিল।

জাতপ্রেম ভক্তের প্রারব্ধ ত' থাকিতেই পারে না—

তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধন-
স্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দ্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা
ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্॥ ভাঃ ৭।৭।৩৬

তখন সকল বন্ধনমুক্ত সেই পুরুষ ভগবানের লীলাদি ধ্যান করায়, মন ও শরীর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময়তা প্রাপ্ত হয়, সেই সময় অতিশয় ভক্তিহেতু তাঁহার অবিদ্যা প্রভৃতি অজ্ঞান এবং বাসনাসমূহ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া যায় ; সুতরাং তখন সম্যক্প্রকারে ভগবানকে প্রাপ্ত হন।

এমন কি, শুদ্ধভক্তগণ বলেন যে, ভক্তির সাধন দশাতেই প্রারব্ধের নাশ হয়—

নৈবংবিধঃ পুরুষকার উরুক্রমস্য
পুংসাং তদঙ্ঘ্রিরজসা জিতষড়্গুণানাম্।
চিত্রং বিদূরবিগতঃ সকৃদাদদীত
যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধম্॥ ভাঃ ৫।১।৩৫

শ্রীশুকদেব বলিলেন—(হে মহারাজ) বিচিত্রশক্তি ভগবানের ভক্তগণ ভগবদ্পদরজোদ্বারা ষড়্গুণ জয় করিয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ পৌরুষপ্রকাশ কিছু বিচিত্র নহে। কারণ অন্ত্যজও যদি একবার মাত্র ভগবানের শ্রীনাম গ্রহণ করেন, তিনিও তন্মুহূর্ত্তেই কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়' ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
'অপ্রাকৃত' দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥ চরিতামৃত অ ৪ পঃ

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাধনদশায় যখন ভক্তের প্রারব্ধ নাশ হইল তখন কর্ম্মপ্রাপ্ত সেই দেহ থাকিল কেন? তদুত্তরে বলা যায় যে,—শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবেই ঐ সাধকের কর্ম্মনাশসত্ত্বেও ঐ দেহ বর্ত্তমান থাকে।

তাহা ছাড়া ইহার শ্রেষ্ঠ মীমাংসা এই যে, গুরুমুখে শ্রবণপূর্ব্বক ভক্তির আরম্ভ-দশা হইতেই শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-দণ্ডবৎ প্রণতি-পরিচর্য্যাদিময়ী ভক্তিতে ভক্তগণের শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গ প্রবিষ্ট হইলে শ্রবণ কীর্ত্তনাদিজনিত শুদ্ধভক্তি শ্রবণাদির দ্বারা অন্তরে প্রবিষ্ট হওয়ায় এবং ভগবদ্‌গুণাদি অন্তরে ধারণা করায়, ভক্ত নির্গুণ হন, ব্যবহারিক শব্দাদি-বিষয়ও আলোচনা করায় গুণময়ও থাকেন। এইরূপে ভক্তের দেহ আংশিক নির্গুণ এবং আংশিক গুণময়। তাহার পর—ভোজনকারী পুরুষের প্রতি গ্রাসেই যেরূপ তুষ্টি, উদর পূরণ এবং ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ কার্য্যত্রয় একসঙ্গে ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ শরণাগত-পুরুষের ভজনকালে একসঙ্গেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবৎস্বরূপ স্ফূর্ত্তি এবং ইতরবিষয়-বৈরাগ্যরূপ ভাবত্রয় অনুভূত হয় (ভাগবতে ১১।২।৪২)—এই ন্যায়ানুসারে ভক্তিবৃদ্ধি তারতম্যে নির্গুণ দেহাংশসমূহের আধিক্যের তারতম্য এবং সঙ্গে সঙ্গে গুণময় দেহাংশ-সমূহের ক্ষীণত্বের তারতম্য হয়। (অর্থাৎ ভক্তির উৎকর্ষে নির্গুণ দেহের উৎকর্ষ, নতুবা গুণময় দেহের উৎকর্ষ)। সম্পূর্ণরূপে প্রেমের উৎপত্তিতে গুণময় দেহাংশসমূহের সম্যক নাশ হইলে ভক্তদেহ কেবল নির্গুণই হয়।

ভক্তদেহ নির্গুণ হইলেও বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের মতের উৎখাত না করিয়া এবং ভক্তিরহস্য রক্ষার জন্য শ্রীভগবানই মায়াদ্বারা ভক্তের লোকদৃষ্ট স্থূল শরীর নাশ করেন। যেমন মৌষল লীলায় সপার্ষদ যাদবগণের দেহপাত দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ বিনা মৃত্যুতেই তাঁহাদিগের দেহত্যাগ দেখাইয়াছেন। আবার কোথাও বা ভক্তিযোগের উৎকর্ষ জ্ঞাপনের জন্য ঐরূপ মায়িকী লীলা না দেখাইয়া ধ্রুবাদিকে সশরীরে বৈকুণ্ঠে লইয়াছেন।

"জহুর্গুণময়ং দেহং"—ভাঃ ১০।২৯।১১ শ্লোকের টীকায়—শ্রীবিশ্বনাথ।

এমন কি শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দময় স্বদেহ-ত্যাগের ? ও অভিনয় দেখাইয়াছেন—

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যা দগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্ ॥

ভাঃ ১১।১।৬

অনন্তর তিনি ধ্যান ধারণার বিশুদ্ধবিষয়ীভূত লোকাভিরাম স্বীয় বিগ্রহ আগ্নেয়ী যোগধারণা দ্বারা দগ্ধ না করিয়াই নিজ ধামে প্রবিষ্ট হইলেন ॥২৩॥

এবং গুরুভ্য এতেভ্য এষা মে শিক্ষিতা মতিঃ।
স্বাত্মোপশিক্ষিতাং বুদ্ধিং শৃণু মে বদতঃ প্রভো ॥২৪॥

অন্বয়। (স্বদেহাদেব শিক্ষিতমাহ) প্রভো! (হে রাজন্!) এতেভ্যঃ গুরুভ্যঃ মে (ময়া) এবং (পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ) এষা মতিঃ (পূর্ব্বোক্তমেতৎ সর্ব্বং জ্ঞানং) শিক্ষিতা (প্রাপ্তমধুনা) বদতঃ (কথয়তঃ) মে (মম সকাশাৎ) স্বাত্মোপশিক্ষিতাং (স্বাত্মনো দেহাদুপশিক্ষিতাং) বুদ্ধিং (জ্ঞানং) শৃণু ॥২৪॥

অনুবাদ। হে প্রভো! এই সকল গুরুবর্গের নিকট হইতে আমি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এই সকল শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সম্প্রতি নিজ দেহ হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥২৪॥

বিশ্বনাথ। স্বদেহাদপি শিক্ষিতমাহ,—স্বাত্মেতি ॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ। "স্বদেহ হইতেও শিক্ষা" ॥২৪॥

দেহো গুরুর্মম বিরক্তিবিবেকহেতু-
বিভ্রৎ স্ম সত্ত্বনিধনং সততার্ত্ত্যুদর্কম্ ॥
তত্ত্বান্যনেন বিমৃশামি যথা তথাপি।
পারক্যমিত্যবসিতো বিচরাম্যসঙ্গঃ ॥২৫॥

অন্বয়। (গুরুত্বে হেতুঃ) সততার্ত্ত্যুদর্কং (সততং সন্ততমার্ত্ত্যুদর্কং দুঃখমেবোত্তরফলং তথা) সত্ত্বনিধনং (উৎপত্তিবিনাশৌ চ) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) বিরক্তিবিবেকহেতুঃ দেহঃ (শরীরমিদং) মম গুরুঃ স্ম (এবমত্যুপকারিত্বেঽপি দেহেনৈবাস্থা কর্ত্তব্যেত্যাহ) তথাপি (তাদৃগ্ গুরুত্বেঽপি) পারক্যং (শৃগালাদিভক্ষ্যম্) ইতি অবসিতঃ (নিশ্চিতবান্ সন্) অনেন (দেহেন) যথা (যথাবৎ) তত্ত্বানি (বিজ্ঞেয়ানি) বিমৃশামি (নিরূপয়ামি) (তথা) অসঙ্গঃ (অনাসক্তঃসন্) বিচরামি (পর্য্যটামি) ॥২৫॥

অনুবাদ। নিরন্তর পরিণামে দুঃখপ্রদ, উৎপত্তি-বিনাশশীল এই দেহ বৈরাগ্য এবং বিবেকের জনক বলিয়া আমার গুরু। তথাপি ইহা শৃগাল কুকুরাদির ভক্ষ্য—ইহা স্থির করিয়া এই দেহের প্রতি আসক্তিশূন্য হইয়া কেবলমাত্র ইহার আশ্রয়ে তত্ত্বসমূহের নিরূপণ করিতে করিতে পর্য্যটন করেতেছি ॥২৫॥

বিশ্বনাথ। গুরুত্বে হেতুঃ, বিরক্তিবিবেকয়োর্হেতুঃ, তত্র বিরক্তিহেতুত্বমাহ,—সত্ত্বনিধনং উৎপত্তি-বিনাশৌ বিভ্রৎ। তৎকীদৃশং সততার্ত্তিরেব উদর্ক উত্তরফলং যস্যতৎ। দেহৈকদেশঃ কুক্ষিরপি দ্বিত্রদিবসীয়ভক্ষ্যমসংগৃহ্নন্ বিরক্ত ইবেতি তস্মাদপ্যসংগ্রহং শিক্ষেৎ। বিবেকহেতুত্বমাহ,—তত্ত্বানীতি। যথেতি। যথা তত্ত্বানি বিমৃশামি তথৈব শোত্রাদীন্দ্রিয়বতা অনেনৈব শ্রীভগবৎপ্রাপকশ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময়ং ভক্তিযোগমপি প্রাপ্নোমীত্যর্থঃ। যথা কশ্চিদ্রসিকো মহাভক্তঃ সর্ব্বরসাস্বাদ্যপি রসালিপ্তঃ কিন্তু হরিরসাসক্তোঽনুরাগী স্যাৎ এবং জিহ্বাপি ঘৃতাদিসর্ব্ব-রসাস্বাদিন্যপি ন তত্তৎ সম্পর্কবতী কিন্তু তাম্বুলরসসম্পর্ক-বত্যেব দৃষ্টা। যত ইয়মরুণা স্যাৎ; এবমত্যুপকারিণি গুরাবপ্যস্মিন্ দেহে স্বীয় ইতি স্থির ইতি বুদ্ধির্ন কর্ত্তব্যে-ত্যাহ। পারক্যমন্য শ্বো বা শ্ব-শৃগালাদিভক্ষ্যমিত্যবসিতং নিশ্চয়ো যস্মিন্ সঃ। পারক্যমিতি ক্লীবত্বমার্ষম্। অতএবা-সঙ্গঃ অত্রাসক্তিরহিতশ্চরামি ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। গুরু যে কেন তাহার হেতু; বিরক্তি বিবেকের হেতু; তন্মধ্যে দেহ যে বিরক্তির হেতু তাহাই বলিতেছেন। সত্ত্বনিধন অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশ বিভ্রৎ বা ধারণশীল। সে কিরূপ? না, সততার্ত্ত্যুদর্ক অর্থাৎ সতত আর্ত্তিই বা কষ্টই যাহার উদর্ক বা পরিণামফল। কুক্ষি বা উদরও দেহের একদেশ, উহা বিরক্তের ন্যায় দুই তিন দিনের ভক্ষ্য সংগ্রহ হইতে বিরত; ইহার নিকটও অসংগ্রহ শিক্ষনীয়। এক্ষণে দেহ যে বিবেকের হেতু তাহা বলিতেছেন। যেমন তত্ত্বচিন্তা করি, সেইরূপ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়যুক্ত এই দেহদ্বারা শ্রীভগবৎপ্রাপক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময় ভক্তিযোগও প্রাপ্ত হই। যেমন কোনও রসিক মহাভক্ত সর্ব্বরস আস্বাদনশীল হইয়াও রসে অনাসক্ত, কিন্তু হরিরসে আসক্ত বা অনুরাগী হ'ন, এইরূপ জিহ্বাও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বরস আস্বাদনশীল হইয়াও সেই সেই রসের সম্পর্কবতী হয় না, কিন্তু তাম্বুলরসেই সম্পর্কবতী হয় দেখা যায়, যে হেতু ইহা তৎসম্পর্কে রক্তিমাভ হয়। এইরূপ অতি উপকারী গুরু যে এই দেহ, ইহা স্বীয় বা স্থির এই বুদ্ধি করা কর্ত্তব্য নয়, তাই বলিতেছেন—পারক্য অর্থাৎ পরের, অন্য বা কল্য বা কুকুরশৃগালের ভক্ষ্য, এ বিষয়ে অবসিত অর্থাৎ নিশ্চয়শীল। পারক্য—এস্থলে ক্লীবত্ব প্রয়োগ আর্ষদোষদুষ্ট। অতএব অসঙ্গ, দেহ বিষয়ে আসক্তি-রহিত হইয়া পর্য্যটন করি ॥ ২৫ ॥

অনুদর্শিনী। দেহ অনিত্য—

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥
ভাঃ ১০।১।৩৮

শ্রীবসুদেব কংসকে বলিলেন—হে বীর, যাহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাহাদের দেহের সহিত মৃত্যুরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। অদ্যই হউক অথবা শতবৎসর পরেই হউক, দেহধারীর মৃত্যু অবধারিত।

কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণকীর্ত্তনাদিময় ভক্তিযোগের অনুশীলন—

বাণী গুণানুকথনেশ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দরশনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্ ॥

ভাঃ ১০।১০।৩৮

গুহ্যকদ্বয় শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—আমাদের বাক্য আপনার গুণকীর্ত্তনে, শ্রবণযুগল আপনার গুণকথাশ্রবণে, হস্তদ্বয় আপনার সেবাকার্য্যে, মন আপনার পাদপদ্মস্মরণে, মস্তক আপনার অধিষ্ঠিত এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রণামে এবং চক্ষু আপনার মূর্ত্তিস্বরূপ সাধুগণের দর্শনে রত থাকুক্।

দেহে অধিকার কাহার?

দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্মাতুরেব চ।
মাতুঃ পিতুর্ব্বা বলিনঃ ক্রেতুরগ্নেঃ শুনোঽপি বা ॥

ভাঃ ১০।১০।১১

দেবর্ষি নারদ বলিলেন—এই শরীর (জীবিতকালে) অন্নদাতার, শুক্রনিষেককারী পিতার, গর্ভধারিণীর কি মাতামহের কিংবা মূল্য দিয়া ক্রয়কারীর অথবা বলপূর্ব্বক গ্রহণকারীর অথবা (প্রাণান্তে) দাহকারী অগ্নির, ভক্ষণকর্ত্তা কুক্কুরের কি নিজের, তাহা কিছু স্থির করা যায় না।

দেহ পারক্যই—

কামান্ কাময়তে কামৈর্যদর্থমিহ পুরুষঃ।
স বৈ দেহস্তু পারক্যো ভঙ্গুরো যাত্যুপৈতি চ ॥

ভাঃ ৭।৭।৪৩

অর্থাৎ যে দেহের জন্য পুরুষ ভোগকামনা করে, সেই দেহ পরনিগ্রহযোগ্য, ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিত্য অর্থাৎ আগমাপায়ী।

প্রাণান্তে দেহ কুক্কুর-শৃগালের ভক্ষ্য—

নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে।

ভাঃ ২।৭।৪২

শৃগাল-কুক্কুরভক্ষ্য এই প্রাকৃত শরীরে যাহাদের 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি আছে, ভগবান্ তাহাদের দয়া করেন না।

মনুষ্যদেহে অবস্থিত জীবাত্মা এইরূপ বিচার করিতে পারেন, অন্যদেহের আত্মার তাদৃশ বিচার-সামর্থ্য নাই ॥ ২৫ ॥

জায়াত্মজার্থপশুভৃত্যগৃহাপ্তবর্গান্
পুষ্ণাতি যৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া বিতন্বন্।
স্বান্তে সকৃচ্ছ্রমবরুদ্ধধনঃ স দেহঃ
সৃষ্ট্বাস্য বীজমবসীদতি বৃক্ষধর্ম্মঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়। (সততাত্যুদর্কতাং প্রপঞ্চয়তি) (পুরুষঃ) সকৃচ্ছ্রং (কৃচ্ছেণ কষ্টেন সহ) অবরুদ্ধধনঃ (অবরুদ্ধানি সঞ্চিতানি ধনানি যেন সঃ) যৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া (যস্য দেহস্য প্রিয়চিকীর্ষয়া ভোগসম্পাদনেচ্ছয়া) জায়াত্মজার্থপশুভৃত্য-গৃহাপ্তবর্গান্ (জায়াদিবর্গান্) বিতন্বন্ (সংবর্দ্ধয়ন্) পুষ্ণাতি (বর্দ্ধয়তি) স্বান্তে (স্বায়ুষোঽন্তে) বৃক্ষধর্ম্মঃ (বৃক্ষস্যেব ধর্ম্মো যস্য সঃ) সঃ দেহঃ অস্য (পুরুষস্য) বীজং (দেহান্তরবীজং কর্ম্ম) সৃষ্ট্বা (উৎপাদ্য) অবসীদতি (বিনশ্যতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। পুরুষ বহুবিধ ক্লেশ সহকারে অর্থ সঞ্চয় করিয়া যে দেহের ভোগ সম্পাদানের জন্য উক্ত অর্থদ্বারা স্ত্রী, পুত্র, সম্পত্তি, পশু, ভৃত্য, গৃহ ও আত্মীয়বর্গের পালন করিয়া থাকে, পরমায়ুর অবসানে সেই দেহই বৃক্ষের ন্যায় পুরুষের দেহান্তর সৃষ্টির বীজস্বরূপ কর্ম্ম সকল উৎপাদন করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ। ননু বিরক্তিবিবেকভক্তিযোগপ্রদাতুঃ সর্ব্বেষ্বপি গুরুষু শ্রেষ্ঠস্য দেহস্যাস্য নশ্বরস্যাপি সেবাপরমাসক্ত্যেব কর্ত্তুং যুজ্যতে অন্যথা কৃতঘ্নত্বলক্ষণো দোষঃ স্যাদিত্যতঃ কথমসঙ্গ ইতি ব্রূষে সত্যং বিচিত্র-চরিত্রোঽয়ং গুরুর্যতঃ পরমাসক্ত্যা সেব্যমানো হ্যয়ং বিবেকবৈরাগ্যাদিকং কিমপি নোপদিশতি। প্রত্যুত সংসারমহান্ধকূপ এব নিঃক্ষিপতীত্যাহ,—জায়েতি দ্বাভ্যাম্। যস্য দেহস্য প্রিয়চিকীর্ষয়া জায়াদীন্ বিতন্বন্ বিস্তারয়ন্ সন্ পুষ্ণাতি যস্য দেহস্য প্রীতিচিকীর্ষা চেদুৎপদ্যতে তর্হি জায়াদীন্ সম্পাদ্য তানেব পুষ্ণাতীত্যর্থঃ। স দেহঃ

অবরুদ্ধধনঃ লুপ্তবিবেকাদিবিত্তঃ সন্ স্বান্তে স্বস্যায়ুষোঽন্তে সকৃচ্ছ্রং যথা স্যাত্তথা অবসীদতি নশ্যতি। কিঞ্চাস্য পুরুষস্য বীজং দেহান্তরবীজং কর্ম্ম সৃষ্ট্বা যেন পুনর্ভবপ্রবাহঃ স্যাৎ বৃক্ষস্যৌষধিরূপস্যেব ধর্ম্মো যস্য সঃ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, বিরক্তি-বিবেক ভক্তিযোগ-দাতা সকল গুরুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুরু যে দেহ, নশ্বর হইলেও ইহার সেবা পরম আসক্তির সহিত করা উচিত, অন্যথা কৃতঘ্নত্ব লক্ষণ দোষ হইয়া পড়ে, অতএব ইহার সম্বন্ধে অসঙ্গ কেন বলিতেছ? ইহার উত্তর—যাহা বলা হইল সত্য বটে, এই দেহরূপ গুরুটী বিচিত্র-চরিত্র, যেহেতু পরম আসক্তির সহিত সেবমান হইয়াও বিবেক বৈরাগ্যাদির কোন উপদেশ ইহা দেয় না। বরং সংসার মহান্ধকূপেই নিক্ষেপ করে। তাই দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন। যে দেহের প্রিয়সাধন করিবার ইচ্ছায় জায়াদি বিস্তার করিয়া পালন করে, সে দেহের প্রীতিসাধনের ইচ্ছা যদি উৎপন্ন হয় তাহা হইলে জায়াদি সম্পাদন করিয়া তাহাদিগকে পোষণ করে। সেই দেহ অবরুদ্ধ ধন অর্থাৎ লুপ্ত বিবেকাদি ধন হইয়া স্বান্তে অর্থাৎ আয়ু শেষ হইলে সকৃচ্ছ্র বা অতি ক্লেশের সহিত অবসাদ বা নাশপ্রাপ্ত হয়। আর এই পুরুষের বীজ অর্থাৎ দেহান্তর বীজ কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া যাহাতে পুনর্জন্মের প্রবাহ হইতে পারে। বৃক্ষধর্ম্ম অর্থাৎ ওষধিরূপ বৃক্ষের ন্যায় যাহার ধর্ম্ম ॥২৬॥

অনুদর্শিনী। দেহের নাশ হইলেও দুঃখের নাশ হয় না। কেননা বৃক্ষ যেমন বৃক্ষান্তর বীজ সৃষ্টি করিয়া—'বীজাদেব যথা বীজং' (ভাঃ ৬।১৫।৭) নাশ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ বর্ত্তমান দেহ পুরুষের দেহান্তর বীজ—কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া অর্থাৎ দেহপ্রবাহ রাখিয়া নষ্ট হয়।

> কর্ম্মাণ্যারভতে দেহী দেহেনাত্মানুবর্ত্তিনা।
> কর্ম্মভিস্তনুতে দেহমুভয়ং ত্ববিবেকতঃ॥ ভাঃ ৭।৭।৪৭

কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে যে ভোগের অবসান হইবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ দেহী দেহদ্বারা কর্ম্ম আরম্ভ করেন, সেই কর্ম্মদ্বারা আবার অন্য দেহ বিস্তার করিয়া থাকেন। এইরূপে অজ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম ও দেহ, এই উভয়েরই বিস্তার হয়।

অতএব কেবলমাত্র দেহের প্রিয়সাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া যে আত্মার অবিদ্যমানতায় দেহের অস্তিত্ব নষ্ট হয়, সেই আত্ম-কার্য্য—পরমাত্মা ভগবানের সেবা সাধনে নিরত থাকা কর্ত্তব্য ॥২৬॥

> **জিহ্বৈকতোঽমুমপকর্ষতি কর্হি তর্ষা**
> **শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।**
> **ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-**
> **র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥২৭॥**

অন্বয়। বহ্ব্যঃ (অনেকাঃ) সপত্ন্যঃ (একস্বামিকাঃ স্ত্রিয়ঃ) গেহপতিং ইব (যথা গেহদেহয়োর্নিয়ন্তারমপি **স্বামিনং স্বাং স্বাং** প্রতি নয়ন্তি তথা) অমুং (দেহং তদভিমানিনং পুরুষং বা) একতঃ জিহ্বা অপকর্ষতি (আচ্ছিনত্তি) (তথা) কর্হি তর্ষা কদাচিৎ (পিপাসা) **শিশ্নঃ অন্যতঃ ত্বক্** উদরম্ শ্রবণং কুতশ্চিৎ ঘ্রাণঃ **অন্যতঃ চপলদৃক্ ক্ব চ** (চঞ্চলা দৃষ্টিঃ) **কর্ম্মশক্তিঃ** (কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ **স্ব-স্ব-**বিষয়ং প্রতি) লুনন্তি (ত্রোটয়ন্তি) ॥২৭॥

অনুবাদ। বহু পত্নীবিশিষ্ট স্বামীকে যেমন প্রত্যেক স্ত্রীই নিজের প্রতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে সেইরূপ জিহ্বা, পিপাসা, শিশ্ন, ত্বক্, উদর, শ্রবণ, নাসিকা, চঞ্চল নয়ন এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল এই দেহাভিমানী মানবকে স্ব-স্ব-বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥২৭॥

বিশ্বনাথ। তস্মাদস্মৈ গুরবে দেহায় কৈবল্যং প্রাণধারণমাত্রং ভোজনং দেয়ং তদপ্যনাসক্ত্যেব। এষৈবাস্য গুরোর্গুরুশুশ্রূষা। শ্রদ্ধয়াস্মৈ ভোগাশ্চেদ্দীয়ন্তে তর্হি শৃণু তত্ত্বমিত্যাহ,—জিহ্বেতি। অমুং দেহাসক্তং পুরুষং। একতঃ রসং প্রতি জিহ্বা অপকর্ষতি অধঃপাতনার্থমাকর্ষতি আচ্ছিনত্তি কর্হি কদাচিত্তর্ষা পিপাসা জলং প্রতি। শিশ্নো ব্যবায়ং প্রতি। এবং ত্বগাদয়ঃ স্পর্শাদীন্ প্রতি। কর্ম্মশক্তিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ। লুনন্তি ত্রোটয়ন্তি ॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব এই গুরু—দেহকে কেবল প্রাণধারণমাত্র ভোজ্য দেওয়া উচিত, তাহাও অনাসক্তির সহিত। এই গুরুর ইহাই গুরুসেবা। শ্রদ্ধার সহিত যদি ভোগপ্রদত্ত হয় তাহা হইলে তত্ত্ব শ্রবণ কর। এই দেহাসক্ত

পুরুষকে একদিকে রসের প্রতি জিহ্বা আকর্ষণ অর্থাৎ অধঃপাতিত করিবার জন্য আকর্ষণ বা বলপূর্ব্বক আনয়ন করিতেছে। কখনও তর্ষা অর্থাৎ পিপাসা জলের প্রতি, শিশ্ন ব্যবায় বা কামচরিতার্থতার প্রতি, আর ত্বক্ প্রভৃতি স্পর্শাদির প্রতি। কর্ম্মশক্তি অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ লুনন বা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলে ॥ ২৭ ॥

অনুদর্শিনী। দস্যু-সদৃশ ষড়িন্দ্রিয়ের ক্রিয়া—"এতে ষড়িন্দ্রিয়নামানঃ দস্যব এব কর্ম্মণা দর্শন-স্পর্শন-শ্রবণাস্বাদনাবঘ্রাণ-সঙ্কল্প-সমবসায় গৃহ-গ্রাম্যোপভোগেন কুনাথস্যাজিতাত্মনোপরমপুরুষারাধনলক্ষণো যোঽসৌ ধর্ম্মস্তত্তু সাম্প্ররায় ধনং বিলুম্পন্তি।" ভাঃ ৫।১৪।২

শ্রীশুকদেব বলিলেন—দস্যুসদৃশ এই ষড়িন্দ্রিয়গণ (চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন) নিজ নিজ কর্ম্ম অর্থাৎ দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, আঘ্রাণ, বাসনা ও চেষ্টাদ্বারা গৃহোচিত ভোগসকল উপভোগ করাইয়া অজিতেন্দ্রিয় কুবুদ্ধি মানবের পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনা-লক্ষণ ধর্ম্ম, যাহা পারলৌকিক ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়, সেই ধর্ম্মরূপ ধন অপহরণ করে।

অতএব দেহাসক্ত ব্যক্তির দুর্গতি লক্ষ্য করিয়া আত্ম-মঙ্গলকামী জন এই দেহকে ভোগায়তন না জানিয়া প্রাণ-ধারণোপযোগী ভোজ্যাদি অনাসক্তভাবে প্রদান করিয়া ইহাকে নিজ প্রাণপতি হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত করিবেন।

এই শ্লোকেরই অনুরূপ শ্লোক ভাঃ ৭।৯।৪০ দ্রষ্টব্য ॥২৭॥

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদন্দশূকান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ ॥২৮॥

অন্বয়। (তদেবং দেহো গুরুরিত্যাদি ত্রিভি বিরক্তি-বিবেক-হেতুত্বমুপপাদ্য ইদানীমস্য দেহস্যাতিদুর্ল্লভত্বং দর্শয়ন্নীশ্বরনিষ্ঠাং বিধত্তে) দেবঃ (ঈশ্বরঃ) আত্মশক্ত্যা অজয়া (মায়য়া) বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ (সরীসৃপান্ পশূন্ চ) খগদন্দশূকান্ (খগান্ দন্দশূকান্ চ) বিবিধানি পুরাণি (শরীরাণি) সৃষ্ট্বা তৈঃ তৈঃ (শরীরৈঃ) অতুষ্টহৃদয়ঃ (ন তুষ্টং হৃদয়ং যস্য সঃ সন্) ব্রহ্মাবলোকধিষণং (ব্রহ্মণোঽবলোকায় অপরোক্ষায় ধিষণা বুদ্ধি র্যস্মিন্ তং) পুরুষং (পুরুষদেহং) বিধায় (সৃষ্ট্বা) মুদং (সন্তোষম্) আপ (প্রাপ্তঃ) ॥২৮॥

অনুবাদ। ভগবান্ স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী কীট-পতঙ্গাদি বিবিধ শরীর রচনা করিয়া তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া অবশেষে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযোগী বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষদেহ সৃষ্টি করিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন ॥২৮॥

বিশ্বনাথ। যস্মাদয়মপবর্গসাধক এক এব মনুষ্যদেহঃ সৃষ্টস্তস্মাদেনং নরকসাধনং ন কুর্য্যাদিত্যাহ, সৃষ্ট্বেতি। পুরাণি শরীরাণি,—পুরুষং মনুষ্যদেহং। ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্যাবলোকে সাক্ষাৎকারে ধিষণা বুদ্ধির্যতস্তম্। তথাচ শ্রুতিঃ,—'পুরুষত্বে চাবিস্তরামাত্মা' ইতি। তথা তাভ্যো গামানয়ন্। তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি। তাভ্যোঽশ্বমানয়ন্। তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি। তাভ্যঃ পুরুষমানয়ত্তা অব্রুবন্ সুকৃতং বতেতি' ॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু অপবর্গসাধক এই একমাত্র মনুষ্যদেহের সৃষ্টি, সেজন্য ইহাকে নরকসাধন করা উচিত নহে। পুর অর্থাৎ শরীর। পুরুষ অর্থাৎ মনুষ্যদেহ ব্রহ্মাবলোকধিষণ অর্থাৎ ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের অবলোক বা সাক্ষাৎকারে যাহার ধিষণা বা বুদ্ধি। বেদ বলিতেছেন—'মনুষ্যদেহে আত্মাঅতি-প্রকট' (পূর্ব্বে ভাঃ ১১।৭।২১ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য) "তদনুসারে পুরুষ অগ্ন্যাদি দেবতাগণকে গোদেহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অর্পণ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'এই দেহ আমাদের সর্ব্ব-কর্ম্মের উপযোগী নহে।' তখন তিনি তাঁহাদিগকে অশ্বদেহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অর্পণ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'এই দেহও আমাদের সর্ব্বকর্ম্মক্ষম হয় নাই।' তখন পুরুষ মানবদেহ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, এই দেহ সুচারু নির্ম্মিত হইয়াছে।"—ঐতরেয়োপনিষৎ ২য় খণ্ড ২-৩ ॥২৮॥

অনুদর্শিনী। মনুষ্যদেহে ঈশ্বর-নিষ্ঠাই একমাত্রকৃত্য—

নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে
কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে।
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং
শুধ্যেদ্ যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যন্ত্বনন্তম্॥ ভাঃ ৫।৫।১

শ্রীঋষভদেব কহিলেন—হে পুত্রগণ, ইহ জগতে দেহধারি-প্রাণিগণের মধ্যে এই নরদেহ লাভ করিয়া দুঃখপ্রদ বিষয় ভোগ করা উচিত নহে। ঐ প্রকার বিষয়-ভোগ বিষ্ঠাভোজী কুক্কুর-শূকরাদির মধ্যেও আছে। ভগবৎ-সেবাপর অপ্রাকৃত তপস্যা করাই উচিত। যেহেতু তদ্দ্বারা অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়, হৃদয় নির্ম্মল হইলে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়, তাহা অপার অর্থাৎ বিষয়ভোগাদির ন্যায় সসীম নহে।

"যত্র বৈ মানুষী জাতির্ব্রহ্মণা চোপকল্পিতা॥"
ভাঃ ৬।৬।৪২

অর্থাৎ (সেই পুত্রগণের মধ্যে) আত্মানুসন্ধান-বিশেষ দ্বারা ব্রহ্মা মনুষ্যজাতি সৃষ্টি করিয়াছেন।

'যত্র যেষু আত্মানুসন্ধানবিশেষবৎসু মানুষী জাতিশ্চো-পকল্পিতা'—শ্রীবিশ্বনাথ

শ্রীভগবান্ বাগাদি-ইন্দ্রিয়সমূহ-সৃষ্টির সঙ্গে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণকেও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা বর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহারা পরমেশ্বরকে বলিলেন—'আমাদের জন্য যথাযোগ্য স্থান কল্পনা করুন্ যে স্থানে আমরা প্রতিষ্ঠিত হইয়া অন্ন ভোজন করিব।' তখন তিনি তাঁহাদিগের নিকট যথাক্রমে গোশরীর, অশ্বশরীর ও পুরুষশরীর আনিয়া সেই দেবগণকে চক্ষুরাদি যাঁহার যে স্থান তাঁহাকে তথায় প্রবেশ করিতে বলায় তাঁহারা সকল দেহ অপেক্ষা মনুষ্যদেহই অভিলাষ করিয়াছিলেন। সকল দেবতার সকল বৃত্তির বিকাশের উপযোগী ও সর্ব্বকর্ম্মক্ষম বলিয়া মানব দেহকে 'সুকৃত' বলা যায়।

শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন—'তাসাং মে পৌরুষীং প্রিয়ম্।'
ভাঃ ১১।৭।২২

শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিরূপে সকল দেহে বিরাজিত থাকিলেও তুল্যরূপে অভিব্যক্ত নহেন। তির্য্যগাদি যোনি অপেক্ষা কেবল মানবদেহেই তিনি অপেক্ষাকৃত বিশেষভাবে প্রকাশমান। তাই পুরুষই পাত্র—

তেষ্বেব ভগবান্ রাজংস্তারতম্যেন বর্ত্ততে।
তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুষো যাবানাত্মা যথেয়তে॥
ভাঃ ৭।১৪।৩৮

"তারতম্য অর্থাৎ তির্য্যগাদি হইতে পুরুষে (পুরুষ-দেহে) আধিক্যে বর্ত্তমান বলিয়া পুরুষ পাত্র।"

শ্রীবিশ্বনাথ ॥ ২৮॥

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥ ২৯॥

অন্বয়। (তস্মাৎ) বহুসম্ভবান্তে (বহূনাং সম্ভবানাং জন্মনামন্তে) ইহ (সংসারে) অনিত্যম্ (অধ্রুবং) (অপি) অর্থদং (পুরুষার্থপ্রাপকং) সুদুর্ল্লভম্ ইদং মানুষ্যং (মনুষ্য-শরীরং) লব্ধ্বা অনুমৃত্যু (অনু নিরন্তরং মৃত্যু র্যস্য তৎ শরীরমিদম্) যাবৎ ন পতেৎ (তাবদেব) ধীরঃ (বিবেকী পুরুষঃ) তূর্ণম্ (শীঘ্রং) নিঃশ্রেয়সায় (পরমমঙ্গলায়) যতেত (প্রযত্নং কুর্য্যাৎ) বিষয়ঃ (রূপরসাদিকং ভোগ্যং বস্তু) খলু (নিশ্চিতং) সর্ব্বতঃ স্যাৎ (পশ্বাদিযোনিষ্বপি ভবেৎ নতু নিঃশ্রেয়সম্)॥ ২৯॥

অনুবাদ। বহু জন্মের পর জগতে সুদুর্ল্লভ, পরমার্থপ্রদ এই অনিত্য মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া নিরন্তর মরণশীল দেহের পতনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বুদ্ধিমান্ পুরুষ কালবিলম্ব না করিয়া পরমমঙ্গলের জন্য যত্ন করিবেন; বিষয়ভোগ সর্ব্বত্র অর্থাৎ পশ্বাদি জন্মে ও সর্ব্বত্র লাভ করা যাইতে পারে কিন্তু মানবেতর দেহে পরমার্থলাভের সম্ভাবনা নাই॥২৯॥

বিশ্বনাথ। অনিত্যমপি অর্থদং নিত্যস্যাপি বস্তুনঃ প্রাপকং তস্মাদিদং যাবন্ন পতেৎ তাবদেব নিঃশ্রেয়সায় যতেত যত ইদং অনুমৃত্যু অন্বনুজাতস্য পশ্চাদেব বর্ত্তমানো মৃত্যুর্যস্য তৎ ক্ষণভঙ্গুরত্বেনৈব বিশ্বস্তমিত্যর্থঃ। বিষয়ঃ পুনঃ সর্ব্বতঃ শ্বাদিযোনিষ্বপি প্রাপ্তঃ স্যাদেব ॥ ২৯॥

বঙ্গানুবাদ। অনিত্য হইলেও অর্থদ অর্থাৎ নিত্যবস্তুর প্রাপক। অতএব ইহা যে পর্য্যন্ত না পতিত হয়, সে পর্য্যন্ত নিঃশ্রেয়স নিমিত্ত যত্ন করিবে। যেহেতু ইহা অনুমৃত্যু অর্থাৎ অনু বা অনুজাত যাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৃত্যু বর্ত্তমান অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া যাহা বিশ্বাস করা হয়। বিষয় আবার সর্ব্বতঃ অর্থাৎ শ্বাদিযোনি বা কুক্কুরাদি পশু-যোনিতেও পাওয়া যায় ॥ ২৯ ॥

অনুদর্শিনী। দেহ পতন পর্য্যন্ত নিঃশ্রেয়স নিমিত্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য—

তততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পৌরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্॥ ভাঃ ৭।৬।৫

প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে বলিলেন—সেই কারণে বিবেকী পুরুষ সংসার-দুঃখ হইতে ভীত না হইয়া যে পর্য্যন্ত এই পরিপুষ্ট মানব শরীরটী বিপন্ন বা অসমর্থ না হয়, শৈশব হইতেই তাবৎকাল পর্য্যন্ত ক্ষেমলাভের জন্য যত্ন করিবেন।

যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়॥

চৈতন্য ভাগবত আ ১৩ অঃ

দেহ ক্ষণভঙ্গুর—'দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।' ভাঃ ১১।২।২৯

জীবগণের পক্ষে এই ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ দুর্ল্লভ।

বিষয় সর্ব্বত্র লভ্য—'তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং' ভাঃ ১।৫।১৮

অর্থাৎ বিষয়-সুখ দুঃখের ন্যায় চেষ্টা ব্যতীত প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃই সকল অবস্থায় পাওয়া যায়।

'বিষয়সুখমন্যতঃ প্রাচীনকর্ম্মত এব সর্ব্বত্র নারক-শূকরজন্মাদাবপি লভ্যতে দুঃখবৎ।'— শ্রীল বিশ্বনাথ ॥ ২৯ ॥

এবং সঞ্জাতবৈরাগ্যো বিজ্ঞানালোক আত্মনি।
বিচরামি মহীমেতাং মুক্তসঙ্গোঽনহঙ্কৃতঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়। (তদেবং হেয়োপাদেয়-বিবেকং বহুধা নিরূপ্য ইদানীং যদুক্তং, ত্বন্তু কল্পঃ কবির্দক্ষ ইত্যাদি তস্যোত্তরমাহ) এবং (বহুভ্যো গুরুভ্যঃ শিক্ষিতেন) বিজ্ঞানালোকঃ (বিশিষ্টং জ্ঞানমেবালোকঃ প্রদীপো যস্য সঃ) সঞ্জাতবৈরাগ্যঃ (সঞ্জাতং বৈরাগ্যং যস্য সঃ) মুক্তসঙ্গঃ (সঙ্গরহিত) অনহঙ্কৃতঃ (অহঙ্কাররহিতঃ চ সন্) আত্মনি (পরমাত্মনি) (স্থিত এব) এতাং মহীং বিচরামি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। আমি এইরূপে বহু গুরুর নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া বিজ্ঞানালোকযুক্ত, জাতবৈরাগ্য, সঙ্গরহিত ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া পরমাত্মাশ্রিতরূপে এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছি ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ। যদুক্তং ত্বন্তু কল্পঃ কবির্দক্ষ ইত্যাদি তত্রোত্তরমাহ,—এবমেতি। আত্মনি পরমাত্মনি যৎ বিজ্ঞানং অপরোক্ষানুভবস্তত্রৈবালোকদৃষ্টিতাৎপর্য্যং যস্য সঃ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে 'আপনি কিন্তু সমর্থ, জ্ঞানী, নিপুণ ইত্যাদি' (ভাঃ ১১।৭।২৮), তাহার উত্তর। আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মার যে বিজ্ঞান অর্থাৎ অপরোক্ষ-অনুভব তাহাতেই যাহার আলোক বা দৃষ্টিতাৎপর্য্য ॥ ৩০ ॥

অনুদর্শিনী। অপরোক্ষানুভূতিতে বাহ্য-বিষয়-গ্রহণে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইয়াও আনন্দে অবস্থিতি হয় ॥ ৩০ ॥

নহ্যেকস্মাদ্গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়। (ননু কিং বহুভির্গুরুভিঃ নহি শ্বেতকেতু-ভৃগু-প্রমুখৈর্বহবো গুরব আশ্রিতা স্তত্রাহ) ঋষিভিঃ অদ্বিতীয়ম্ (অপি) এতৎ ব্রহ্ম বহুধা (সপ্রপঞ্চনিষ্প্রপঞ্চ-ভেদাদিভিঃ) গীয়তে (কীর্ত্ত্যতে) বৈ (ততঃ) একস্মাৎ গুরোঃ (সকাশাল্লব্ধং) জ্ঞানং সুপুষ্কলং (সুপ্রচুরং) সুস্থিরং (চ) ন স্যাৎ হি (নৈব ভবেৎ)। অয়ং ভাবো নৈতে পরমার্থোপদেশগুরবঃ কিন্তু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামাত্ম-ন্যসম্ভাবনাদিমাত্রনিবর্ত্তকাস্তেষাঞ্চ বহুত্বং যুক্তমেবেতি জ্ঞানপ্রদন্তু গুরুমেকমেব বক্ষ্যতি) ॥৩১॥

অনুবাদ। ঋষিগণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুকে বহু প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন, সুতরাং একজন গুরুর নিকট হইতে লব্ধজ্ঞান সুপ্রচুর এবং সুস্থির নহে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ। ননু মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীতেতি তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমমিত্যাদ্যুক্তিভ্য এক এব গুরুরাশ্রয়ণীয়োঽবগম্যতে। নাপি শ্বেতকেতু-ভৃগুপ্রমুখৈর্বহবো গুরব আশ্রিতাঃ। সত্যং মমাপি মন্ত্রোপদেষ্টা গুরুরেক এব উপাস্যো বর্ত্ততে। কিন্তূপাসনায়া-মানুকূল্য-প্রাতিকূল্য-দৃষ্টান্তীভূতা এতে পদার্থাঃ পরামৃশ্য গুরুকৃতা ইত্যন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং মে শিক্ষাগুরব এবৈতে জ্ঞেয়াঃ। তথাপি স্বামিচরণৈরুপনিবদ্ধৌ শ্লোকৌ 'কপোত-মীন-হরিণা কুমারী-গজ-পন্নগাঃ। পতঙ্গঃ কুররশ্চাষ্টৌ হেয়ার্থে গুরবো মতাঃ। মধুকৃন্মধুহর্ত্তা চ পিঙ্গলা চ দ্বয়োস্ত্রয়ঃ। উপাদেয়ার্থবিজ্ঞানে শেষাঃ পৃথ্ব্যাদয়ো মতা' ইতি। শিক্ষাগুরূণান্তু বাহুল্যমেব প্রায়োজ্ঞানদার্ঢ্য-প্রযোজকমিত্যাহ, নহীতি। ননু শিক্ষাগুরবোঽপ্যভিজ্ঞজনা এব ভব্যৈরাশ্রিয়ন্তে সত্যং অভিজ্ঞজনানাং হি গৌতমাদি নানামতানুসারিত্বান্ময়া স্বসজাতীয়াস্তে কুত্র কুত্র কত্যন্বেষ্টব্যা ইত্যাহ,—ব্রহ্মেতি। অদ্বিতীয়ং যদ্ব্রহ্ম এতৎ খলু সবিশেষনির্ব্বিশেষভেদবিভেদৈর্বহুধৈব ঋষি-ভির্গীয়তে ইতি "নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্" ইত্যভি-যুক্তবাক্যাচ্চ ময়া ব্যাবহারিকা এব পদার্থা শিক্ষাগুরবঃ কৃতা ইতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, 'আমার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শান্তগুরুর উপাসনা করিবে (ভাঃ ১১।১০।৫) ও 'অতএব উত্তম মঙ্গল জিজ্ঞাসু গুরুসকাশে প্রপন্ন বা আশ্রিত হইবে' (ভাঃ ১১।৩।২১) এই উক্তিসমূহ হইতে জানা যায় কেবল এক গুরুই আশ্রয়নীয়। আর শ্বেতকেতু-ভৃগুপ্রমুখগণ বহু গুরু আশ্রয় করেন নাই।—ইহার উত্তর—সত্য। আমারও মন্ত্রোপদেষ্টা উপাস্যগুরু একমাত্র। কিন্তু উপাসনাতে আনুকূল্য প্রাতিকূল্য দৃষ্টান্তভূত এই সব পদার্থকে বিচার পূর্ব্বক গুরু করা হইয়াছে, অতএব অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ইহাদিগকে আমার শিক্ষাগুরু বলিয়াই জানিতে হইবে। তথাপি শ্রীধরস্বামিপাদ-কর্ত্তৃক দুইটী শ্লোক উপনিবদ্ধ হইয়াছে, যথা—কপোত, মীন, হরিণ, কুমারী, গজ, পন্নগ, পতঙ্গ ও কুরর এই আটটী হেয়ার্থে গুরু বলিয়া স্বীকৃত, মধুকৃৎ, মধুহর্ত্তাও পিঙ্গলা এই তিনটী (হেয় ও উপাদেয়) দুই পক্ষে এবং পৃথ্ব্যাদি অন্যগুলি উপাদেয় বিজ্ঞানে স্বীকৃত। শিক্ষাগুরুর সংখ্যাধিক্য প্রায়ই জ্ঞানের দৃঢ়তা-প্রয়োজক। আচ্ছা, ভব্যগণ শিক্ষাগুরুরূপে অভিজ্ঞজন-গণকেই আশ্রয় করিবেন। উত্তর—সত্য, অভিজ্ঞজনগণের মধ্যে গৌতমাদি নানামতানুসারী বলিয়া আমার দ্বারা নিজে নিজের স্বজাতীয় তাঁহারা (অর্থাৎ মনুষ্য তাঁহারা) কোথায় কোথায় অনুসন্ধান করিব বলিয়া বলিলেন ব্রহ্ম ইত্যাদি।—অদ্বিতীয় যে ব্রহ্ম, তাহা সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-ভেদ-বিভেদে ঋষিগণকর্ত্তৃক বহুপ্রকারে বর্ণিত। 'এমন ঋষি নাই যাঁহার মত ভিন্ন নহে' (মহাভারত) এই প্রচলিত বাক্য হেতুও আমি ব্যাবহারিক পদার্থসমূহকেই শিক্ষাগুরু করিয়াছি ॥৩১॥

অনুদর্শিনী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু স্বরচিত ষট্সন্দর্ভের অন্তর্গত ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—

'মন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব নিষেৎস্যমানত্বাদ্বহূনাম্।
শ্রবণগুরুভজনশিক্ষাগুর্ব্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি।
শিক্ষাগুরোর্বহুত্বমপি জ্ঞেয়ং।'

মন্ত্রগুরু একজনই, যে-হেতু অনেক দীক্ষাগুরু-করণের নিষেধ আছে। শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরুর প্রায়ই একত্ব; শিক্ষাগুরুর বহুত্ব জানিতে হইবে।

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥
চরিতামৃত আ ১ পঃ

কপোতাদি অষ্টগুরু হেয়ার্থে—কপোতের ন্যায় সঙ্গ হেয়। মীনের ন্যায় রসাসক্তি হেয়া। হরিণের ন্যায় শব্দা-সক্তি হেয়া। কুমারীকঙ্কণবৎ সজাতীয়যোগিসঙ্গও হেয়। গজের ন্যায় স্পর্শাসক্তি হেয়া। সর্পের ন্যায় জনসঙ্গ-নিয়তনিকেতাদিক হেয়। পতঙ্গের ন্যায় রূপাসক্তি হেয়া। কুররের আমিষ ত্যাগের ন্যায় ধনাদিপরিগ্রহ হেয়।

মধুকৃৎ আদি তিনের মধ্যে দুইটি হেয় ও উপাদেয়ে গুরুবর্গ। তাহার মধ্যে মধুকৃৎতুল্য মাধুকরী বৃত্তি ও সার-সংগ্রহ উপাদেয়। মধুমক্ষিকার ন্যায় সংগ্রহ হেয়। মধু-হর্ত্তার ন্যায় পরকে দুঃখদানে তাহার সঞ্চিতগ্রহণ হেয়। উদ্যম ব্যতীত দেহনির্ব্বাহক-ভোগ উপাদেয়। পিঙ্গলার আশাময়ী পূর্ব্বাবস্থা হেয়া; কিন্তু নৈরাশ্য উপাদেয়। পৃথ্ব্যাদির সহনাদি এবং পৃথিবীর অন্তরভেদ পর্ব্বতও বৃক্ষের সকল ধর্ম্মই উপাদেয়।

ঋষিগণ পরস্পর অনৈক্য—

প্রভু কহে—শ্রুতি, স্মৃতি, যত ঋষিগণ।
সবে 'এক'-মত নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম॥
চৈঃ চঃ ম ১৭ পঃ।

ঋষিগণের প্রত্যেকেরই পৃথক্ মত। সুতরাং আমি যাঁহারই নিকটে যাইব তিনিই আমাকে ভিন্ন পথ দেখাই বেন। এইভাবে ভ্রমণ করিলে নানামতবাদে আমার চঞ্চল চিত্ত তত্ত্বনির্দ্ধারণে পটু ত হইবেই না, অধিকন্তু অধিকতর চঞ্চল হইয়া হতবুদ্ধি হইবে। তাই, যে-সকল বস্তুর সহিত ভাষার বিনিময়ে মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইবে না, সেই সকল ব্যাবহারিক পদার্থসমূহকেই শিক্ষাগুরু করিয়া দীক্ষাগুরুর উপদিষ্ট-মতপোষণে ও তদ্বিরুদ্ধ মত-নিরসনের জন্য তাহাদের স্বভাবগত দোষগুণের মধ্য হইতে নিজের শিক্ষণীয় বিষয়ই গ্রহণ করিয়াছি—ইহাই ব্রাহ্মণের মনোভাব ॥৩১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স যদুং বিপ্রস্তমামন্ত্র্য গভীরধীঃ ॥
বন্দিতঃ স্বর্চ্চিতো রাজ্ঞা যযৌ প্রীতো যথাগতম্ ॥৩২॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। সঃ গভীরধীঃ (প্রগাঢ়-বুদ্ধিঃ) বিপ্রঃ (দত্তাত্রেয়ঃ) তং যদুম্ আমন্ত্র্য (সম্ভাষ্য) ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপম্) উক্ত্বা রাজ্ঞা (যদুনা) স্বর্চ্চিতঃ (পূজিতঃ) বন্দিতঃ প্রীতঃ (সন্) যথাগতং (তথৈব যদৃচ্ছয়া) যযৌ (গতবান্) ॥৩২॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—প্রগাঢ়বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ দত্তাত্রেয় যদুকে সম্ভাষণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিষয় বর্ণন করিয়া রাজা যদুকর্ত্তৃক সুপূজিত, বন্দিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে পুনরায় যথেচ্ছ গমন করিলেন ॥৩২॥

অবধূতবচঃ শ্রুত্বা পূর্ব্বেষাং নঃ স পূর্ব্বজঃ।
সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্তঃ সমচিত্তো বভূব হ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধবসংবাদে অবধূত-গীতং নবমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। (হে উদ্ধব!) নঃ (অস্মাকং) পূর্ব্বেষাং (পূর্ব্বজাতানাম্) (অপি) পূর্ব্বজঃ (পূর্ব্বজাতঃ) সঃ (যদুঃ) অবধূতবচঃ (অবধূতবাক্যং) শ্রুত্বা সর্ব্বসঙ্গ-বিনির্ম্মুক্তঃ সমচিত্তঃ (সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিশ্চ) বভূব হ (জাতঃ) ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে নবমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। হে উদ্ধব! আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ-গণেরও প্রাচীন যদুরাজ অবধূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বসঙ্গ-বিমুক্ত এবং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া-ছিলেন ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। বিপ্রো দত্তাত্রেয়ো যোগর্দ্ধিমাপুরুভয়ীং যদুহৈহয়াদ্যাঃ ইত্যুক্তেঃ যথৈবাগতং তথৈব যদৃচ্ছয়া যযৌ ॥৩২-৩৩॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশস্য নবমঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে নবমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। বিপ্র অর্থাৎ দত্তাত্রেয়, 'যদু হৈহয় প্রভৃতি উভয় প্রকার যোগ-সম্পত্তিই পাইয়াছিলেন'—এই

উক্তি অনুসারে। যথাগত অর্থাৎ যেমন ভাবে আসিয়াছিলেন সেইরূপ যদৃচ্ছাক্রমেই গেলেন ॥ ৩২-৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে সাধুগণসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। দত্তাত্রেয়—ভগবদবতার।

অত্রেরপত্যমভিকাঙ্ক্ষত আহ তুষ্টো।
দত্তো ময়াহহমিতি যদ্ ভগবান্ স দত্তঃ।
যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রদেহা
যোগর্দ্ধিমাপুরুভয়ীং যদু-হৈহয়াদ্যাঃ॥ ভাঃ ২।৭।৪

অত্রিঋষি সন্তান কামনা করিয়া ভগবানের আরাধনা করিলে, তিনি তাহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বলিলেন 'আমি আমাকে তোমার পুত্ররূপে দান করিলাম'। ইহা হইতে ভগবানের নাম দত্তাত্রেয় হইল। তাঁহার পাদপদ্মরেণু দ্বারা পবিত্রদেহ হইয়া যদু, হৈহয় প্রভৃতি রাজগণ ঐহিক ও পারলৌকিক অথবা ভুক্তি-মুক্তিরূপ যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন।

যদু—রাজা যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র। যযাতি স্বীয় শ্বশুর শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে যৌবনেই জরাগ্রস্ত হন। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া অন্যের সহিত স্বীয় জরার বিনিময়-ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ইহাঁকে জরা গ্রহণ করিতে বলেন। ইনি নিরন্তর হরিভজনে উৎকণ্ঠাযুক্ত থাকায় পিতার আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন। (ভাঃ ৯।১৮।৩৯-৪০) শুদ্ধ ভক্তিমান্ থাকায় পিত্রাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও তিনি অতিশয় ধর্ম্মশীল ছিলেন (ভাঃ ১০।১.২)। ইহাঁরই বংশে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন বলিয়া ইহাঁকে পূর্ব্বপুরুষগণেরও পূর্ব্ববর্তী বলিয়াছেন ॥৩২-৩৩॥

এই অধ্যায়ে কুররপক্ষী, বালক, কুমারী, শরকৃৎ, সর্প, ঊর্ণনাভ, পেশকৃৎ ও স্বদেহ—এই অষ্টশিক্ষাগুরুর কথা আছে। সপ্তমাধ্যায়ে—৮, অষ্টমাধ্যায়ে—৯ এবং ৯ম অধ্যায়ে—৮=২৫ জন শিক্ষাগুরু।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে নবম অধ্যায়ে সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ময়োদিতেষ্ববহিতঃ স্বধর্ম্মেষু মদাশ্রয়ঃ।
বর্ণাশ্রমকুলাচারমকামাত্মা সমাচরেৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়। (তদেবমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামুৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্য তত্ত্বজ্ঞানায় সাধনান্যুপদিশতি শ্রীভগবান্ উবাচ মদাশ্রয়ঃ (অহমেবাশ্রয়ো যস্য তাদৃশো জনঃ) ময়া উদিতেষু (পঞ্চরাত্রাদৌ কথিতেষু) স্বধর্ম্মেষু (বৈষ্ণবধর্ম্মেষু) অবহিতঃ (অপ্রমত্তঃ সন্) অকামাত্মা (কামনাবর্জ্জিতঃ সন্) বর্ণাশ্রমকুলাচারং সমাচরেৎ (অনুতিষ্ঠেৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমি যে সকল পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি আমার আশ্রিত ব্যক্তি তাহাতে সর্ব্বদা বিশেষ মনোযোগী ও কামনারহিত হইয়া তাহার অবিরোধী বর্ণাশ্রমকুলাচার সকল অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ

জ্ঞানস্য সাধনং দেহসম্বন্ধাদ্বন্ধ আত্মনঃ।
দশমে জৈমিনীয়ানাং মতস্যোক্তঞ্চ খণ্ডনম্॥

শিক্ষামুক্ত্বা সাধনমুপদিশতি। ময়া স্বধর্ম্মেষু পঞ্চরাত্রোক্তেষু মদীয়ধর্ম্মেষু ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। দশম অধ্যায়ে জৈমিনীয় পূর্ব্বমীমাংসকগণের মত খণ্ডন, জ্ঞানের সাধন এবং দেহ সম্বন্ধে আত্মার বদ্ধতা বর্ণিত হইয়াছে।

শিক্ষা বলিয়া সাধন উপদেশ করিতেছেন। স্বধর্ম্ম অর্থাৎ পঞ্চরাত্রে উক্ত মদীয় ধর্ম্ম ॥ ১ ॥

সারার্থানুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ চতুর্ব্বিংশতি গুরুগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত শিক্ষার কথা বলিয়া শ্রীমদুদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমানে অন্য জীবকুলকে আত্মানুভববিষয়ের সাধন উপদেশ করিতেছেন।

পঞ্চরাত্র—রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
নারদপঞ্চরাত্র ১।১।৪৫

'রাত্র' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। জ্ঞান—পঞ্চ প্রকার। এই জন্য মনীষিগণ এই গ্রন্থকে 'পঞ্চরাত্র' বলিয়া থাকেন।

পঞ্চরাত্রের বক্তা স্বয়ং ভগবান্—

জ্ঞানং পরমতত্ত্বঞ্চ জন্মমৃত্যুজ্জরাপহম্।
ততো মৃত্যুঞ্জয়ঃ শম্ভুঃ সংপ্রাপ কৃষ্ণবক্ত্রতঃ॥ ঐ

অনন্তর বৈষ্ণবপ্রবর মৃত্যুঞ্জয় শম্ভু শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে জন্ম-মৃত্যু-জরা-নাশক পরমতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

তদনন্তর—দৃষ্ট্বা সর্ব্বং সমালোক্য জ্ঞানং সংপ্রাপ্য শঙ্করাৎ।
জ্ঞানামৃতং পঞ্চরাত্রং চকার নারদো মুনিঃ॥ ঐ

শ্রীল নারদমুনি সর্ব্বশাস্ত্র সম্যগ্‌রূপে আলোচনা পূর্ব্বক অবশেষে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শঙ্কর হইতে এই পঞ্চরাত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিয়া এই জ্ঞানামৃতস্বরূপ পঞ্চরাত্র প্রণয়ন করেন।

পঞ্চরাত্রের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু পরমাত্মসন্দর্ভে মহাভারত-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন

পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্।
সর্ব্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে।
যথাগমং যথাজ্ঞানং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ॥

হে নৃপশ্রেষ্ঠ, ভগবান্ স্বয়ং এই পঞ্চরাত্রের বক্তা। এই সমস্ত জ্ঞানশাস্ত্রে শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রভু নারায়ণই নিষ্ঠা অর্থাৎ তত্ত্বের চরমসীমা॥১॥

অন্বীক্ষেত বিশুদ্ধাত্মা দেহিনাং বিষয়াত্মনাম্।
গুণেষু তত্ত্বধ্যানেন সর্ব্বারম্ভবিপর্য্যয়ম্॥ ২॥

অন্বয়। বিশুদ্ধাত্মা (স্বধর্ম্মৈর্বিশুদ্ধচিত্তঃ সন্) বিষয়াত্মনাং (বিষয়লিপ্তানাং) দেহিনাং (জীবানাং) গুণেষু (বিষয়েষু) তত্ত্বধ্যানেন (সত্যত্বাভিনিবেশেন) সর্ব্বারম্ভবিপর্য্যয়ং (যে সর্ব্বে আরম্ভাস্তেষাং ফল-বৈপরীত্যং) অন্বীক্ষেত পশ্যেৎ)॥২॥

অনুবাদ। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ বিষয় সকলকে সত্য মনে করিয়া তৎলাভের জন্য যে সকল প্রয়াস করেন তাহার বিপরীত ফল দর্শন করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ নিষ্কাম হইয়া থাকেন॥ ২॥

বিশ্বনাথ। কথমকামাত্মতা সম্ভবেৎ তত্রাহ,—অন্বিতি। গুণেষু বিষয়সুখেষু তত্ত্বধ্যানেন পুরুষার্থবুদ্ধ্যা যে সর্ব্বে আরম্ভাস্তেষাং বিপর্য্যয়ং ফলে বৈপরীত্যমন্বীক্ষেত পুনঃ পুনঃ পশ্যেৎ। অতএব বিবেকী তৎপ্রাপ্তিনিশ্চয়াভাবান্নিষ্কামঃ স্যাদিতি ভাবঃ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। নিষ্কামভাব কিরূপে সম্ভবপর হইবে? উত্তর—গুণ অর্থাৎ বিষয়সুখসমূহে তত্ত্বধ্যান অর্থাৎ পুরুষার্থ-বুদ্ধিদ্বারা সর্ব্বারম্ভ-বিপর্য্যয় অর্থাৎ যে সকল আরম্ভ তাহাদের বিপর্য্যয় অর্থাৎ ফলে বৈপরীত্য অন্বীক্ষণ বা পুনঃ পুনঃ দর্শন করিবে। অতএব বিবেকী তৎপ্রাপ্তি-নিশ্চয়াভাববশতঃ নিষ্কাম হইবে॥ ২॥

অনুদর্শিনী। আরম্ভ-কার্য্যসমূহের বিপরীত ফল—

কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্॥
ভাঃ ১১।৩।১৮

শ্রীপ্রবুদ্ধ বলিলেন—(হে রাজন্), জগতে মানবগণ দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তির জন্য একত্র হইয়া কার্য্যসমূহে প্রবৃত্ত হইলেও ফল বিষয়ে সর্ব্বদা বিপরীতভাব ঘটিয়া থাকে, ইহা নিপুণভাবে বিচার করিবে।

সুতরাং বিবেকী ব্যক্তি প্রার্থিত বিষয় প্রাপ্তির নিশ্চয়তার অভাব দেখিয়া তত্ত্বধ্যানদ্বারা নিষ্কাম হইবেন॥ ২॥

সুপ্তস্য বিষয়ালোকো ধ্যায়তো বা মনোরথঃ।
নানাত্মকত্বাদ্বিফলস্তথা ভেদাত্মধীর্গুণৈঃ॥ ৩॥

অন্বয়। (কাম্যবিষয়ানাং মিথ্যাত্বাদপি তদ্বদকামাত্মতা স্যাদিত্যাহ) ধ্যায়তঃ (বিষয়চিন্তারতস্য) সুপ্তস্য বা (নিদ্রিতস্য চ জনস্য স্বপ্নে) মনোরথঃ বিষয়ালোকঃ (বিষয়-সাক্ষাৎকারঃ) নানাত্মকত্বাৎ (নানাপদার্থালম্বনত্বাদ্ যথা) বিফলঃ (অর্থশূন্যঃ ভবতি) তথা গুণৈঃ (মনুষ্যাদি শরীরৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ) ভেদাত্মধীঃ (ভেদাত্মসু

নানাবিষয়েষু ধীঃ নানাপদার্থান্ আলম্বনীকৃত্য যা ধীঃ বুদ্ধিঃ অপি বিফলা ভবতি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। বিষয়চিন্তারত নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নে যে সকল মনঃকল্পিত ভোগ্য বস্তুর সাক্ষাৎকার হয়, তাহা নানাপদার্থাশ্রিত বলিয়া যেরূপ পারমার্থিক ফলশূন্য হয়; সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞানের উৎপত্তি তাহাও পারমার্থিক ফলশূন্য হয় ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ। ব্যাবহারিকফলস্য নশ্বরত্বাৎ প্রাপ্তিরপ্যপ্রাপ্তিতুল্যৈব। পারমার্থিকফলন্তু কদিন্দ্রিয়ৈর্নৈব প্রাপ্যত ইত্যাহ, স্বপ্নস্যেতি। নানাত্মকত্বাৎ। নানাপদার্থালম্বনত্বাদ্বিফলঃ পারমার্থিকফলশূন্যো যথা তথৈব গুণৈরিন্দ্রিয়ৈর্ভেদাত্মসু নানাবিষয়েষু ধীঃ নানাপদার্থানালম্বনীকৃত্য যা ধীঃ সেত্যর্থঃ। অত্রৈবং প্রয়োগঃ। ইন্দ্রিয়ৈর্গুণময়বস্তুষু পৃথক্ পৃথক বুদ্ধিঃ। পারমার্থিকফলশূন্যা ভদ্রাভদ্রাত্মকনানাপদার্থালম্বনত্বাৎ মনোজন্যং স্বপ্নমনোরথবৎ। তস্মাৎ পরমেশ্বরৈকালম্বনা বুদ্ধিরেব পারমার্থিকফলা। তদ্রূপগুণলীলাভক্তাদীনাং ততঃ পার্থক্যাভাবাৎ চিদেকময়ত্বাৎ কেবলভদ্রাত্মকত্বাচ্চ তদৈক্যমেব জ্ঞেয়ম্। অতএবোক্তং—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্" ইতি ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। ব্যবহারিক ফল নশ্বর বলিয়া প্রাপ্তিও অপ্রাপ্তিরই তুল্য, কিন্তু পারমার্থিক ফল কদিন্দ্রিয় সমূহদ্বারা পাওয়া যায় না। নানাত্মকত্ব অর্থাৎ নানা-পদার্থ-অবলম্বনহেতু বিফল অর্থাৎ পারমার্থিক ফলশূন্য যেরূপ, সেইরূপ গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা ভেদাত্মধী অর্থাৎ নানা বিষয়ে নানা পদার্থ অবলম্বন করিয়া যে বুদ্ধি তাহা। এ স্থলে এইরূপ প্রয়োগ। ইন্দ্রিয় সমূহদ্বারা গুণময় বস্তুসমূহে পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধি পারমার্থিক ফল-শূন্য। ভদ্রাভদ্রাত্মক নানাপদার্থের আশ্রয়-হেতু মনোজন্য স্বপ্ন-মনোরথের ন্যায়। অতএব পরমেশ্বরে একমাত্র আলম্বন বুদ্ধিই পারমার্থিক ফল, তাঁহার রূপ, গুণ, লীলা, ভক্তাদির তাঁহা হইতে পার্থক্যের অভাবহেতু একমাত্র চিন্ময় বলিয়া ও কেবল ভদ্রাত্মক বলিয়া তাঁহার ঐক্যই জানিতে হইবে। অতএব কথিত হইয়াছে—(গী ২।৪১) হে কুরুনন্দন (অর্জ্জুন) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি একটী, অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি বহু-শাখাময়ী ও অনন্ত-কামনা-লক্ষিণী ॥ ৩॥

অনুদর্শিনী। জগৎ নশ্বর, জাগতিক বস্তুসমূহও নশ্বর। অতএব ব্যাবহারিক ফল পাওয়া বা না পাওয়া একই।

কদিন্দ্রিয়সমূহ অর্থাৎ পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন বিষয়-লাম্পট্যহেতু কুৎসিৎ অর্থাৎ বহির্ম্মুখ ('এবং বর্ষসহস্রাণি' ভাঃ ৯।১৮।৫১)। অতএব সেই ইন্দ্রিয়সমূহ-দ্বারা পারমার্থিক ফল—ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না।

বদ্ধজীব, জাগ্রত অবস্থায় চঞ্চল মনের দ্বারা নানা পদার্থের চিন্তা করে এবং স্বপ্নেও নানা পদার্থ দর্শন করে। কিন্তু চিন্তায় ও স্বপ্নে বিষয়ভোগ নিরর্থক। বিষয়-প্রবণা ও অনন্ত-কামনাময়ী বুদ্ধিই এই স্বপ্ন ও মনোরথের হেতু।

শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, ও লীলা এবং স্বয়ং ভগবান্ একই—

> "কৃষ্ণনাম" "কৃষ্ণগুণ" কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
> কৃষ্ণের স্বরূপ সম, সব—চিদানন্দ ॥
>
> চরিতামৃত ম ১৭ পঃ

ভক্তগণেরও অপার্থক্য—

> ঈশ্বরের অভিন্ন—সকল ভক্তগণ।
> দেহের যে হেন বাহু অঙ্গুলি চরণ ॥
>
> চৈতন্য ভাগবত অ ৭ অঃ।

বুদ্ধি—একা ও বহুশাখাময়ী—

শ্রীভগবদুক্ত—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ"——গীঃ ২।৪১ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—'কিঞ্চ সর্ব্বাভ্যোঽপি বুদ্ধিভ্যো ভক্তিযোগ-বিষয়িণ্যেব বুদ্ধিরুৎকৃষ্টা ইত্যাহ—ব্যবসায়েতি। ইহ ভক্তিযোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈব। মম শ্রীমদ্গুরূপদিষ্টং ভগবৎ-কীর্ত্তনস্মরণ-চরণপরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধন-সাধ্যদশয়োস্ত্যক্তুমশক্যমেতদ্দেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যং ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু, দুঃখং বাস্তু,

সংসারো নশ্যতু, বা ন নশ্যতু তত্র মম কাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরকৈতব-ভক্তাবেব সম্ভবেৎ, যদুক্তং— 'ততো ভজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।" ইতি ভাঃ ১১।২০।২৮। ততোহন্যত্র নৈব বুদ্ধিরেকেত্যাহ—বহ্বিতি। বহবঃ শাখা যাসাং তাঃ। তথাহি কর্ম্মযোগে কামানামানন্ত্যাদ্ বুদ্ধয়োঽনন্তাঃ, তৎসাধনানাং কর্ম্মণামানন্ত্যাৎ তচ্ছাখা অপ্যনন্তাঃ। তথৈব জ্ঞানযোগে প্রথমমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং নিষ্কামকর্ম্মণি বুদ্ধিস্ততস্তস্মিন্ শুদ্ধে সতি কর্ম্মসংন্যাসে বুদ্ধিঃ, তদা জ্ঞানে বুদ্ধিঃ। জ্ঞানবৈফল্যাভাবার্থং ভক্তৌ বুদ্ধিঃ। 'জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ' ইতি ভগবদুক্তে (ভাঃ ১১।১৯।১) জ্ঞানসংন্যাসে চ বুদ্ধিরিতি বুদ্ধয়োঽনন্তাঃ। কর্ম্মজ্ঞানভক্তীনামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ তত্তৎশাখা অপ্যনন্তাঃ।'

অর্থাৎ আরও সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধি হইতে ভক্তিযোগবিষয়িণী বুদ্ধিই উৎকৃষ্টা, তাই বলিতেছেন—এই ভক্তিযোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি একাই। আমার শ্রীমদ্গুরূপদিষ্ট ভগবৎকীর্ত্তন-স্মরণ-চরণপরিচরণাদিই আমার সাধন, ইহাই আমার সাধ্য, ইহাই আমার জীবাতু, এই সাধন-সাধ্যদশাদ্বয় ত্যাগ করিতে অক্ষম, ইহাই আমার কাম্য, ইহাই আমার কার্য্য, ইহা ব্যতীত অন্য কার্য্য আমার নাই, স্বপ্নেও অন্য অভিলষণীয় নাই। ইহাতে আমার সুখ হয়, হউক বা দুঃখ হয়, হউক। সংসার নাশ হয়, হউক বা নাশ না হয় না হউক, তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি নাই—এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অকৈতব ভক্তেই সম্ভব হয়। যেরূপ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—তারপর শ্রদ্ধালু ব্যক্তি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আমার ভজন করেন (ভাঃ ১১।২০।২৮)। ভক্তিযোগ হইতে অন্যত্র বুদ্ধি একা নহে, বহুশাখা। কর্ম্মযোগে কর্ম্মসমূহের আনন্ত্যহেতু বুদ্ধিসমূহও অনন্ত, তৎসাধন কর্ম্মসমূহেরও আনন্ত্যহেতু তচ্ছাখাও অনন্ত। সেইরূপই জ্ঞানযোগে প্রথমে অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য নিষ্কামকর্ম্মে বুদ্ধি, তারপর তাহা শুদ্ধ হইলে কর্ম্মত্যাগে বুদ্ধি, পরে জ্ঞানে বুদ্ধি। জ্ঞানের বৈফল্যের অভাব জন্যই ভক্তিতে বুদ্ধি। 'আমাতে জ্ঞান পরিত্যাগ করিবে'—এই ভগবদুক্তি (ভাঃ ১১।১৯।১) জ্ঞানত্যাগে বুদ্ধি, অতএব বুদ্ধিসমূহ অনন্ত। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি অবশ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া তত্তচ্ছাখাও অনন্ত।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকের ভাষাভাষ্যে বলেন—'ভক্তিযোগ দুই প্রকার - (১) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ মুখ্য-ভক্তিযোগ এবং (২) শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মরূপ গৌণ-ভক্তিযোগ। মুখ্য ভক্তিযোগের আমিই একমাত্র লক্ষ্য; অতএব তৎসম্বন্ধিনী বুদ্ধি—ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা। মদেক-নিষ্ঠারহিত অব্যবসায়ী লোকেরই কর্ম্মযোগ-সম্বন্ধিনী বুদ্ধি হয়; তাহা অনেক বিষয়নিষ্ঠ বলিয়া বহুশাখাময়ী ও অনন্ত-কামনা-লক্ষিণী, তাহাতে কর্ম্মনাশ ও প্রত্যবায়ের আশঙ্কা আছে।' ॥ ৩॥

নিবৃত্তং কর্ম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ।
জিজ্ঞাসায়াং সম্প্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্ম্মচোদনাম্ ॥৪॥

অন্বয়। মৎপরঃ (মদেকালম্বধীঃ) প্রবৃত্তং (কাম্যং) কর্ম্ম ত্যজেৎ নিবৃত্তং (নিত্য-নৈমিত্তিকমেব কর্ম্ম) সেবেত (কুর্য্যাৎ) জিজ্ঞাসায়াং (আত্মবিচারে) সংপ্রবৃত্তঃ (সম্যক্ প্রবৃত্তঃ সন্) কর্ম্মচোদনাং (নিবৃত্তি-কর্ম্মচোদনামপি) ন আদ্রিয়েৎ (ন স্বীকুর্য্যাৎ) ॥৪॥

অনুবাদ। আমাতে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবেন। আত্ম-তত্ত্ব-বিচারে সম্যক্‌রূপে নিবিষ্ট হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মের প্রতিও আদর করিবে না ॥৪॥

বিশ্বনাথ। যস্মাদেবং তস্মান্মৎপরঃ মদেকালম্বনধীর্নিষ্কামঃ। নিবৃত্তং নিত্যং কর্ম্ম। প্রবৃত্তং কাম্যং কর্ম্ম। জিজ্ঞাসায়াং সম্যগেব প্রবৃত্তো জিজ্ঞাসোত্তরদশাস্থো যোগারূঢ়শ্চেদিত্যর্থঃ। কর্ম্মচোদনাং নিত্যনৈমিত্তিকাদি-কর্ম্মবিধিমনধিকারান্নাদ্রিয়েত। যদুক্তং— আরুরুক্ষোমুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে। যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে। সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ইতি ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ। যে হেতু এমন, মৎপর অর্থাৎ মদেকালম্বনধী (আমাতে আশ্রিত-বুদ্ধিযুক্ত) নিষ্কাম, নিবৃত্ত অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম প্রবৃত্ত অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম। জিজ্ঞাসায় সম্প্রবৃত্ত অর্থাৎ সম্যক্ প্রবৃত্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসার পরদশাপন্ন

যোগারূঢ়। কর্ম্মচোদনা অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিকাদি-কর্ম্মবিধিকে অনধিকার হেতু আদর করা উচিত নয়। যেরূপ কথিত হইয়াছে (গীতা ৬।৩-৪) যে মুনি যোগ-পদবীতে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহার পক্ষে কর্ম্মকেই কারণ বা সাধক বলা হয়, যোগারূঢ়ের পক্ষে কর্ম্মের শম অর্থাৎ বিক্ষেপক কর্ম্মের উপরতিই সাধক। যে সময় সর্ব্বসঙ্কল্পবর্জ্জন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়প্রয়োজন-কর্ম্মসমূহে আসক্ত হন না, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা হয় ॥৪॥

অনুদর্শিনী। কাম্যকর্ম্ম, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং আত্মতত্ত্ব বিচার—এই তিন ক্রিয়াতেই ভগবদাশ্রয় কর্ত্তব্য। নতুবা সকলই ব্যর্থ।

কাম্যকর্ম্মত্যাগে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আবার সম্যগ্‌ভাবে আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইলে নিবৃত্তি-কর্ম্মপ্রবৃত্তিও ত্যাগ করিতে হইবে ॥৪॥

যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ ক্বচিৎ।
মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্ ॥৫॥

অন্বয়। মৎপরঃ (মদ্‌গতো জনঃ) অভীক্ষ্ণং (নিরন্তরং) যমান্ (অহিংসাদীন্) সেবেত (পালয়েৎ) নিয়মান্ (শৌচাদীংস্তু) ক্বচিৎ (যথাশক্তি তথাত্মজ্ঞানাবিরোধেন সেবেত) মদাত্মকং (মদ্রূপং) মদভিজ্ঞং (তত্ত্বতো মাং জানন্তং) শান্তং (শমগুণযুক্তং) গুরুং উপাসীত (সেবেত) ॥৫॥

অনুবাদ। আমার সেবায় নিযুক্ত হইয়া নিরন্তর অহিংসাদি যমসমূহ অনুষ্ঠান করত শৌচাদি নিয়ম যথাশক্তি পালন করিতে হইবে। অনন্তর আমার তত্ত্বজ্ঞ এবং মৎ-স্বরূপ শান্ত শ্রীগুরুদেবকে সেবা করিবেন ॥৫॥

বিশ্বনাথ। কিন্তু যমানহিংসাদীন্ অভীক্ষ্ণমাদরেণ সেবেত। নিয়মান্ শৌচাদীংস্তু কচিৎ যথাশক্তি। তাংশ্চৈ-কোনবিংশেঽধ্যায়ে বক্ষ্যতি। কিঞ্চ। সর্ব্বতোঽ-প্যধিকেনাগ্রহেণ গুরুমুপাসীতেত্যাহ,—মদভিজ্ঞমিতি ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ। কিন্তু যম অর্থাৎ অহিংসাকে অভীক্ষ্ণ অর্থাৎ আদরের সহিত সেবা করা উচিত। কিন্তু নিয়ম অর্থাৎ শৌচাদি ক্বচিৎ অর্থাৎ যথাশক্তি। সেগুলি একোনবিংশতি অধ্যায়ে বলিবেন। আর সকলের চেয়েও অধিক আগ্রহের সহিত গুরুর উপাসনা করিবে ॥৫॥

অনুদর্শিনী। ভগবদাশ্রয় ব্যতীত যমাদিরও বিফলতা দেখাইতেছেন। তত্ত্বজ্ঞানের অবিরোধ নিজের আবশ্যকমত মলমূত্র-উৎসর্গাদি কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু যমাদিতেও আদর পরিত্যাগ করিয়া গুরুর উপাসনা করিতে হইবে।

শ্রীগুরুতত্ত্ব—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" ভাঃ ১১।১৭।২৭ শ্রীগুরুদেবকে আমার অভিন্ন জানিবে—

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ-কৃপা করেন ভক্তগণে ॥"
চৈঃ চঃ আ ১ পঃ

সকলের চেয়েও অধিক আগ্রহের সহিত গুরুসেবা করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ ভক্তির সহিত সেবা করিতে হইবে। জাগতিক অনিত্য কোনবস্তু লাভের আশায় বা নিজের প্রতিষ্ঠা-কামনায় সেবা করিতে হইবে না, কেননা কেবল তাঁহারই সেবা করিলে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ হয়—

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবং স্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥
শ্রীলবিশ্বনাথকৃত স্তবামৃত

একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহলাভ হয়, যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথাও গতি নাই, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি।

শ্রীগুরুসেবা দ্বারাই সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, যম-নিয়মাদির প্রতি বিশেষ আস্থাস্থাপনের প্রয়োজন হয় না—

এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ।
ভাঃ ৭।১৫।২৫

শ্রীগুরুভক্তি দ্বারা পুরুষ অনায়াসে এই সকল জয় করিতে সমর্থ হয়। (কামাদি জয় জ্ঞানিগণের পক্ষে

গুরুভক্তির মুখ্য ফল, আর শুদ্ধভক্তগণের পক্ষে আনুষঙ্গিক ফল ইহাই বিশেষ দ্রষ্টব্য।) —শ্রীবিশ্বনাথ।

শ্রীগুরুসেবা ব্যতীত অন্য উপায় নিরর্থক—

বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যক্তকর্ণধারা জলধৌ॥

ভাঃ ১০।৮৭।৩৩

শ্রুতিগণ স্তব করিতেছেন—হে অজ, যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও যাহার দমন সম্ভবপর নহে, সেই মনোরূপ তুরঙ্গকে যাঁহারা গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত সংযত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা উপায় বিষয়ে খিদ্যমান এবং শত শত বিঘ্নদ্বারা আকুল হইয়া সমুদ্রমধ্যে অস্বীকৃত-কর্ণধার বণিকের ন্যায় কেবলমাত্র দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন॥৫॥

অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্॥৬॥

অন্বয়। অমানী (অভিমানরহিতঃ) অমৎসরঃ (নির্মৎসরঃ) দক্ষঃ (অনলসঃ) নির্ম্মমঃ (জায়াদিষু মমতাশূন্যঃ) দৃঢ়সৌহৃদঃ (বদ্ধভক্তিঃ) অসত্বরঃ (অব্যগ্রঃ) অর্থজিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বজিজ্ঞাসুঃ) অনসূয়ুঃ (অসূয়ারহিতঃ) অমোঘবাক্ (ব্যর্থালাপরহিতঃ চ) (ভবেৎ)॥৬॥

অনুবাদ। গুরুসেবক অমানী, নির্মৎসর, অনলস, মমতাশূন্য, গুরুর ও ইষ্টদেবের প্রতি বিশ্রম্ভপ্রীতিপরায়ণ, অব্যগ্র, তত্ত্বজ্ঞানাকাঙ্ক্ষী, অসূয়ারহিত এবং প্রজল্পরহিত হইবেন॥৬॥

বিশ্বনাথ। গুরুসেবকস্য ধর্ম্মানাহ। অমানীতি। নির্ম্মমঃ মমতাশূন্যঃ গুরাবিষ্টদেবে চ দৃঢ়সৌহৃদঃ। অসত্বরঃ সাধ্যবস্তুপ্রাপ্তৌ ত্বরামকুর্ব্বন্॥৬॥

বঙ্গানুবাদ। গুরুসেবকের ধর্ম্ম বলিতেছেন। নির্ম্মম অর্থাৎ মমতারহিত ও গুরু অর্থাৎ ইষ্টদেবে দৃঢ়সৌহৃদ (স্থিরমৈত্রীভাবাপন্ন) অসত্বর অর্থাৎ সাধ্যবস্তুপ্রাপ্তিবিষয়ে ত্বরা না করিয়া (অব্যগ্র)॥৬॥

অনুদর্শিনী। শিষ্যের লক্ষণ—অমানী অর্থাৎ 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি ক্ষত্রিয়', বা আমি 'পণ্ডিত' বা 'আমি ধনী'—ইত্যাদি প্রাকৃত-অভিমানশূন্য। নির্ম্মম অর্থাৎ দেহে 'আমি' ও গেহাদিতে 'আমার' বুদ্ধি রহিত হওয়ায় জায়াদিতে মমতাশূন্য। অসত্বর অর্থাৎ ধৈর্য্যবশতঃ সাধ্যবস্তু-প্রাপ্তিবিষয়ে বিলম্ব হইলেও নিশ্চয় পাইব আশায় অচঞ্চল।

গুরু ও ইষ্টদেবে দৃঢ়সৌহৃদ—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩

যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে॥৬॥

জায়াপত্যগৃহক্ষেত্র-স্বজনদ্রবিণাদিষু।
উদাসীনঃ সমং পশ্যন্ সর্ব্বেষ্বর্থমিবাত্মনঃ॥৭॥

অন্বয়। জায়াপত্য-গৃহক্ষেত্র-স্বজন-দ্রবিণাদিষু সর্ব্বেষু আত্মনঃ অর্থং (প্রয়োজনং) সমম্ ইব পশ্যন্ উদাসীনঃ (সন্ গুরুং প্রপদ্যেতেতি)॥৭॥

অনুবাদ। পত্নী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, স্বজন এবং ধনাদি-বিষয়ে সর্ব্বত্র সমান প্রয়োজন দর্শন করতঃ তাহাতে উদাসীন হইয়া গুরুসেবায় নিযুক্ত হইবেন॥৭॥

বিশ্বনাথ। কীদৃশেন বিচারেণ অন্যত্র নির্ম্মমঃ স্যাদিত্যত,—আহ জায়েতি। আত্মনঃ স্বস্য অর্থং স্বর্ণরূপ্যাদিমুদ্রারূপং ধনমিব সমং পশ্যন্। তৎ যথা ব্যাবহারিকং যাবৎ যস্য করগতং স্যাত্তাবদেব তস্য মমতাস্পদম্। ন তু সর্ব্বদৈব তত্তদেব জায়াদিকমপীতি। তত্র তত্র মমতায়া অনৈকান্তিকত্বদর্শনাৎ নির্ম্মমতৈবোচিতা। যদুক্তং চিত্রকেতুপুত্রেণ—"যথা বস্তূনি পণ্যানি হেমাদীনী-

ত্যুপক্রম্য, নিত্যস্যার্থস্য সম্বন্ধো হ্যনিত্যো দৃশ্যতে নৃষু। যাবদ্ যস্য হি সম্বন্ধো মমত্বং তাবদেব হি" ইতি শ্রীগুরুদেবেষ্টদেবয়োস্তু তাদৃশত্বাসম্ভবাত্তত্র দৃঢ়সৌহৃদ্যমেবোচিতম্ ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ। কিরূপ বিচারে অন্যবিষয়ে নির্ম্মম হইবে তাহাই বলিতেছেন। আত্মা অর্থাৎ নিজের অর্থ অর্থাৎ স্বর্ণরৌপ্যাদিমুদ্রারূপধনের ন্যায় সমান দর্শনশীল হইয়া যেমন ব্যাবহারিক যে পর্য্যন্ত যাহার করগত হইবে সেই পর্য্যন্ত তাহার মমতার পাত্র। সর্ব্বদা নহে, সেই সেই জায়াদিক পর্য্যন্ত। সেই সেই স্থলে মমতার অনৈকান্তিকত্ব দেখিয়া নির্ম্মম হওয়া উচিত। চিত্রকেতু-পুত্র যেমন বলিয়াছেন, "যেমন হেমাদি-পণ্যবস্তুসমূহ—এই উপক্রম করিয়া মানবগণের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনের সম্বন্ধ অনিত্য বলিয়া দেখা যায়; যেকাল পর্য্যন্ত যে বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে, সেকাল পর্য্যন্তই সেই বস্তুর প্রতি পুরুষের মমতা থাকে'। শ্রীগুরুদেব ও ইষ্টদেবের কিন্তু সেইরূপ ভাবের অসম্ভাবনা বলিয়া ইহাঁদিগের প্রতি দৃঢ় সৌহৃদ্যই উচিত ॥৭॥

অনুদর্শিনী। চিত্রকেতু-পুত্র বলিয়াছেন—

যথা বস্তূনি পণ্যানি হেমাদীনি ততস্ততঃ।
পর্য্যটন্তি নরেষ্বেবং জীবো যোনিষু কর্ত্তৃষু ॥
নিত্যস্যার্থস্য সম্বন্ধো হ্যনিত্যো দৃশ্যতে নৃষু।
যাবদ্যস্য হি সম্বন্ধো মমত্বং তাবদেব হি ॥

ভাঃ ৬।১৬।৬-৭

যেরূপ ক্রয়-বিক্রয়-যোগ্য সুবর্ণাদি বস্তুসমূহ ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের মধ্যে পর্য্যটন করিতেছে, সেইরূপ জীবও ক্রমশঃ নানাবিধ জনক-জননীতে পরিভ্রমণ করিতেছে।

'আচ্ছা, শত্রুও যদি পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহাতে আত্মীয়তায় কিরূপে স্নেহ হয়, তাহাই দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইতেছেন। শত্রুগৃহস্থিতা যে স্বর্ণমুদ্রা স্ববধ-প্রযোজিকা হয়, দৈবাৎ তাহাই স্বগৃহে আসিলে প্রেমাস্পদীভূতা ও ভোগ-প্রযোজিকা হয়।' শ্রীবিশ্বনাথ।

পশ্বাদি-জীবের সহিত অন্য জীবের সম্বন্ধ নিত্য দেখা যায় না। যে কাল পর্য্যন্ত যে বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে, সেইকাল পর্য্যন্তই সেই বস্তুর প্রতি পুরুষের মমতা থাকে। সম্বন্ধ তিরোহিত হইলে আর মমতা থাকে না।

অর্থাৎ জন্মান্তরের কথা দূরে থাকুক, ইহ জন্মেই জীবের সহিত অন্য-জীবের সম্বন্ধ অনিত্য। অতএব এই বিচারে জায়া, পুত্র, গৃহ প্রভৃতিতে মমতাশূন্য হইতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীগুরুদেবে ও ইষ্টদেবে মমতাশূন্য হইতে হইবে না। কেননা, উভয়েই পণ্যদ্রব্যের ন্যায় অনিত্য দ্রব্য-বিশেষ নহেন বা তাঁহাদের সহিত জীবের সম্বন্ধও অনিত্য নহে।

জীব নিত্য। তাহার জন্ম বা মৃত্যু নাই। পিত্রাদির সহিত দেহ-সম্বন্ধ-যুক্ত হইলেও জীব নিত্য। দেহ অনিত্য, সেই দেহেরই জন্ম ও মৃত্যু হয়।

দেহের ন্যায় জাগতিক সকল দ্রব্যই অনিত্য। সুতরাং জীবাত্মা দেহে থাকাকাল পর্য্যন্ত দেহের সহিত ও দেহ-সম্পর্কিত বস্তু বা ব্যক্তির সহিত তাহার অনিত্য সম্বন্ধ, দেহত্যাগে দেহ ও সকল বস্তুসহই সম্বন্ধ ত্যাগ। কিন্তু শ্রীগুরুদেব ও ইষ্টদেব সহ জীবাত্মারই সম্বন্ধ। সুতরাং সে সম্বন্ধ নিত্য। তাঁদের সহিত জীবের দৈহিক সম্বন্ধ নাই। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি যতই দৃঢ় সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইবে, জীব ততই অনিত্যবস্তুতে মমতাত্যাগে সমর্থ হইবে এবং আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবে।

ইষ্টদেব—সেব্য বা আরাধ্য ভগবান্।

গুরুদেব—সেবক বা আরাধক ভগবান্। অর্থাৎ নিত্যসেব্য ভগবান্ ভাগ্যবান্ জীবকুলকে নিজসেবা প্রদানের জন্য নিজেই নিজের সেবাশিক্ষকরূপে বা শ্রীগুরু-স্বরূপে অবতীর্ণ হন। (ভাঃ ১১।২৯।৬ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য) ॥৭॥

বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ ॥৮॥

অন্বয়। (ননু কোঽসৌ দেহব্যতিরিক্ত আত্মেত্যাহ) যথা দাহকঃ প্রকাশঃ (চ) অগ্নিঃ দাহ্যাৎ (প্রকাশ্যাচ্চ)

দারুণঃ (কাষ্ঠাৎ) অন্যঃ ঈক্ষিতা (দ্রষ্টা) স্বদৃক্ (স্বপ্রকাশঃ) আত্মা স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাৎ (স্থূলসূক্ষ্মরূপদেহদ্বয়াৎ) বিলক্ষণঃ ॥৮॥

অনুবাদ। যেরূপ দাহক ও প্রকাশক অগ্নি দাহ্য কাষ্ঠ হইতে পৃথক্, সেইরূপ দ্রষ্টা, স্বপ্রকাশ, আত্মবস্তু স্থূলসূক্ষ্ম-দেহদ্বয় হইতে পৃথক্ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ। স্বদেহে চাহন্তাং নৈব কুর্য্যাদিত্যত্র বিচারমাহ, বিলক্ষণ ইতি। স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয়াৎ জড়াদ্দৃশ্যাচ্চ আত্মা চেতয়িতা ঈক্ষিতা দ্রষ্টা চ বিলক্ষণঃ জীবাত্মনোঽপি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চেতয়িতৃত্বাদিকমস্ত্যেব। যতঃ স্বদৃক্ স্বপ্রকাশঃ স্বপ্রকাশো হ্যাত্মা প্রকাশ্যাৎ। জড়াদ্দৃশ্যাদ্দেহাদন্য এবেত্যতস্তত্র কথমহন্তাং কুর্য্যাদিতি ভাবঃ। যদ্যপি পরমাত্মৈব স্বপ্রকাশঃ জীবাত্মা তু পরমাত্মপ্রকাশ্য এব প্রসিদ্ধস্তদপি তস্য পরমাত্মপ্রকাশিতত্বে সতি কিঞ্চিৎ স্ব-প্রকাশত্বমপি স্যাৎ। যথা সূর্য্যপ্রকাশিতত্বে সত্যেব কনকরজতাদেরপি কিঞ্চিৎ স্বপরপ্রকাশকত্বং স্যাদিতি। বিলক্ষণয়োরন্যত্বে দৃষ্টান্তঃ। যথাগ্নির্দাহ্যাৎ দারুণঃ কাষ্ঠাৎ সকাশাৎ দাহকো হ্যন্যঃ। যতঃ প্রকাশকঃ প্রকাশকোঽ-গ্নির্হি স্বতোঽন্যাৎ প্রকাশ্যাৎ কাষ্ঠাদন্য এব যদ্যপ্যবিদ্যা-দশায়াং জীব ইব অগ্নিঃ কাষ্ঠস্যাদাহকঃ কাষ্ঠাবৃত এব তিষ্ঠেত্তথাপি বিদ্যাদশায়াং বিদ্বান্ জীবো বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যায়া দাহকোঽপি স্যাৎ কাষ্ঠানাবৃতঃ প্রকটোঽগ্নি-রিবেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। স্বীয়দেহে 'আমি' বুদ্ধি আদৌ কর্ত্তব্য নহে, এই বিষয়ে বিচার চলিতেছেন। স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহদ্বয় জড়, ইহারা দৃশ্যতত্ত্ব বলিয়া ইহাদের হইতে চেতনদাতা ঈক্ষিতা অর্থাৎ দ্রষ্টা আত্মা বিলক্ষণ বা পৃথক্। জীবাত্মাতেও কিছু কিছু চেতন-দাতৃত্ব প্রভৃতি বর্ত্তমান। যেহেতু স্বদৃক্ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ আত্মাই প্রকাশ পাইতে পারে। আত্মা জড় দৃশ্য দেহ হইতে পৃথক্, অতএব দেহে কিরূপে 'আমি' বুদ্ধি করা যাইতে পারে? যদিও পরমাত্মাই স্বপ্রকাশ, জীবাত্মা পরমাত্মাদ্বারা প্রকাশযোগ্য এইরূপ প্রসিদ্ধি, তাহা হইলেও উহা পরমাত্মা দ্বারা প্রকাশিত হইলে কিছু স্বপ্রকাশত্ব থাকিবে। যেমন কনকরজতাদি সূর্য্যদ্বারা প্রকাশিত হইলেও, উহাদেরও কিছু স্বপরপ্রকাশত্ব আছে। বিলক্ষণ দুইটীর অন্যত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যেমন দাহক অগ্নি দাহ্য দারু অর্থাৎ কাষ্ঠ হইতে অন্য, যেহেতু উহা প্রকাশক। প্রকাশক অগ্নিই আপনিই অন্য অর্থাৎ প্রকাশ্য কাষ্ঠ হইতে অন্যই, যদিও অবিদ্যাদশায় জীবের ন্যায় অগ্নি কাষ্ঠের অদাহক ও কাষ্ঠাবৃত থাকিবে তথাপি বিদ্যাদশায় বিদ্বান্ জীব বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যার দাহকও হইবে, কাষ্ঠদ্বারা অনাবৃতও হইবে অর্থাৎ প্রকট অগ্নি হইবে ॥ ৮ ॥

অনুদর্শিনী। জড় দেহদ্বয় হইতে চেতন আত্মাকে দুইভাবে পৃথক দেখাইতেছেন। আত্মা দ্রষ্টা এবং স্বপ্রকাশ দেহদ্বয় দৃশ্য এবং প্রকাশ্য।

দেহও আত্মা—

যথানলো দারুষু ভিন্ন ঈয়তে
তথা পুমান্ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ পরঃ ॥ ভাঃ ৭।২ ৪৩

অগ্নি যেমন কাষ্ঠে অবস্থিত হইয়া তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ পুরুষও দেহেন্দ্রিয়াদি সকলের আশ্রয় হইয়াও তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন।

যেমন অগ্নি ও কাষ্ঠ এক নহে, অগ্নি দাহক ও প্রকাশক এবং কাষ্ঠ দাহ্য ও প্রকাশ্য; তদ্রূপ আত্মা ও দেহ পৃথক্ ধর্ম্মবিশিষ্ট।

অগ্নি যেমন কাষ্ঠের অভ্যন্তরে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, জীবাত্মাও অবিদ্যাদশায় দেহের অভ্যন্তরে অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকেন।

কাষ্ঠদ্বারা আবৃত অগ্নি প্রকাশিত হইয়া যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করত নিজের স্বরূপ প্রকট করে, অবিদ্যাবৃত আত্মাও বিদ্বান্ হইয়া নিজের আবরণ—অবিদ্যাকে ধ্বংস করে—

"অগ্নের্যোনিরিবারণিঃ" ভাঃ ৩।২৭।২৩

অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠ হইতেই উৎপন্ন হইয়া কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তদ্রূপই জ্ঞান লিঙ্গদেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাকেই দগ্ধ করে ॥৮॥

নিরোধোৎপত্ত্যণুবৃহন্নানাত্বং তৎকৃতান্ গুণান্।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আধত্তে এবং দেহগুণান্ পরঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়। (অনেনৈব দৃষ্টান্তেন নিত্যত্বানাদিত্ব-বিভুত্বৈকত্বাদয়োঽপি সিধ্যন্তীত্যাহ) অন্তঃ প্রবিষ্টঃ (দারুষন্তঃ প্রবিষ্টোঽগ্নি স্তৎকৃতান্ নাশাদীন্ প্রাপ্নোতি নতু স্বতো নাশাদিমান্) নিরোধোৎপত্ত্যণুবৃহন্নানাত্বং (দারুনাশাৎ নিরোধং নাশং জন্মরহিতোঽপি উৎপত্তিং মহানপি অণুত্বং, দারুবৃহত্বাৎ বৃহত্বং একোঽপি নানাত্বং ইত্যেবং) তৎকৃতান্ (দাহ্যপদার্থকৃতান্) গুণান্ (ভাবান্) আধত্তে (গৃহ্লাতি) এবং (তথা) পরঃ (দেহান্তঃ প্রবিষ্টঃ আত্মাপি) দেহগুণান্ (দেহস্য ধর্ম্মান্ আধত্তে) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। অগ্নি যে প্রকার কাষ্ঠান্তর্গত হইয়া তৎকৃত নিরোধ, উৎপত্তি, অণুত্ব, বৃহত্ব এবং নানাত্বভাব গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহান্তর্গত জীবাত্মাও বিবিধ দেহধর্ম্ম স্বীকার করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ। দারুধর্ম্মা নাশাদয়ো বহ্নৌ যথা ভ্রমাদারোপ্যন্তে এব নতু তে তত্র বর্ত্তন্তে। এবমেব দেহধর্ম্মা অপি নাশাদয় আত্মনীত্যাহ নিরোধেতি। নিরোধো নাশঃ। দারুষু প্রবিষ্টোঽগ্নিস্তৎকৃতাংস্তন্নিষ্ঠান্ নাশাদীন্ গুণান্ পুরুষভ্রমাদেব ধত্তে এবং দেহগুণান্ দেহধর্ম্মান্ নাশাদীন্ দেহাৎ পর আত্মা ধত্তে যথা অগ্নি র্নষ্ট উৎপন্নোঽল্পো মহান্ নানাকার ইত্যুচ্যতে তথৈবাত্মা নষ্ট উৎপন্ন ইত্যাদীতি। অত্র জীবাত্মানাং নানাত্বে বাস্তবেঽপি একস্যাপি জীবস্য দেবাদেযুগপৎ ক্রমেণ বা নানাদেহগতত্বেন যন্নানাত্বং তত্ত্ববাস্তবমেবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর নাশ প্রভৃতি কাষ্ঠের ধর্ম্ম সকল যেমন ভ্রমবশতঃ অগ্নিতে আরোপিত হয়, প্রকৃত পক্ষে উহাতে উহারা নাই, এইরূপ নাশাদি দেহধর্ম্মগুলি আত্মায় নাই, কেবল আরোপিত হয় মাত্র; নিরোধ অর্থাৎ নাশ। কাষ্ঠে প্রবিষ্ট অগ্নি তৎকৃত তন্নিষ্ঠ নাশ প্রভৃতির গুণ পুরুষের ভ্রমবশতঃ ধারণা করে, এইরূপ দেহ হইতে পরতত্ত্ব আত্মা নাশাদি দেহগুণ ও দেহধর্ম্মসমূহ ধারণ করে। যেমন অগ্নি সম্বন্ধে বলা হয়—নষ্ট হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়াছে, অল্প বেশী প্রভৃতি নানারূপ হইয়াছে, আত্মাও সেইরূপ নষ্ট, উৎপন্ন প্রভৃতি বলা হয়। এস্থলে জীবাত্মাগুলির নানাত্ব বাস্তব হইলেও একটী জীবের একই সময়ে ক্রমে অর্থাৎ পর পর দেবাদিরূপে যে নানাত্ব তাহা কিন্তু অবাস্তব বলিয়াই জানিতে হইবে ॥৯॥

অনুদর্শিনী। কাষ্ঠের ধর্ম্মসকল যেমন কাষ্ঠ হইতে পৃথক্ ও কাষ্ঠ মধ্যে অবস্থিত অগ্নিতে আরোপ করা ভ্রম, দেহের ধর্ম্ম সকল সেইরূপ দেহমধ্যে অবস্থিত দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ অন্য জাতীয় আত্ম-বস্তুতে আরোপ করাও বিশেষ ভ্রম।

জীবাত্মা চেতন ও সংখ্যায় বহু—'সূক্ষ্মাণাম্যহং জীবঃ' ভাঃ ১১।১৬।১১। সুতরাং জীবস্বরূপের নানাত্ব বাস্তব অর্থাৎ নিত্য। কিন্তু কর্ম্মানুযায়ী যখন একই জীবাত্মার দেব-তির্য্যগাদি নানাদেহে গতাগতি হয় তখন ঐ দেহের বিভিন্নতা দর্শনে তাহার যে নানাত্ব ধারণা তাহাই অবাস্তব অর্থাৎ অনিত্য জানিতে হইবে।

ক্বচিৎ পুমান্ ক্বচিচ্চ স্ত্রী ক্বচিন্নোভয়মন্ধধীঃ।
দেবো মনুষ্যস্তির্য্যগ্‌বা যথাকর্ম্মগুণং ভবঃ॥

ভাঃ ৪।২৯।২৯

অজ্ঞানাবৃতা বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী কখনও বা নপুংসক, কখনও দেবতা, কখনও মনুষ্য, কখনও বা তির্য্যগ্ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কর্ম্মের গুণানুসারেই জন্ম হইয়া থাকে ॥৯॥

যোঽসৌ গুণৈর্বিরচিতো দেহোঽয়ং পুরুষস্য হি।
সংসারস্তন্নিবন্ধোঽয়ং পুংসো বিদ্যাচ্ছিদাত্মনঃ ॥১০॥

অন্বয়। পুরুষস্য (ঈশ্বরস্যাধীনৈঃ) গুণৈঃ (মায়াগুণৈঃ) যঃ অসৌ (সূক্ষ্মঃ) অয়ং (স্থূলশ্চ) দেহঃ বিরচিতঃ পুংসঃ (জীবস্য) অয়ং সংসারঃ তন্নিবন্ধঃ (তদধ্যাসকৃতঃ) হি (যস্মা-দেবং তস্মাৎ) আত্মনঃ বিদ্যা (জ্ঞানং) ছিৎ (তস্য ছেত্রী ভবতি) ॥১০॥

অনুবাদ। ঈশ্বরাধীন মায়াগুণের দ্বারা যে এই সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ বিরচিত হইয়াছে তাহাতেই জীবের অধ্যাস বশতঃ সংসারদশা উপস্থিত হইয়া থাকে সুতরাং আত্মবিদ্যাই এই সংসারবন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ ॥১০॥

বিশ্বনাথ। নন্বগ্নেদারুসংযোগাত্তদ্ধর্ম্মভাক্ত্বং ঘটতে আত্মনস্ত্বসংগতত্বাৎ কথং দেহেন তদ্ধর্ম্মৈর্বা সম্বন্ধঃ সম্বন্ধে বা কুতস্তস্মিন্নিবৃত্তিস্তত্রাহ,—যোঽসাবিতি পুরুষস্যেশ্বরস্যাধীনৈর্মায়াগুণৈর্যোঽসৌ সূক্ষ্মো দেহঃ অয়ঞ্চ স্থূলো দেহো বিরচিতঃ পুংসো জীবস্যায়ং সংসারস্তন্নিবন্ধস্তৎসম্বন্ধাভাবেঽপি তদধ্যাসকৃতঃ তদীয়াতর্ক্যশক্ত্যা অবিদ্যয়া নিষ্পাদিতো যো দেহাধ্যাসরূপো নিতরাং বন্ধস্তৎকৃত ইত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাত্তৎপ্রাসাদাদেব বিদ্যা তদীয়ৈব বিদ্যাশক্তিচ্ছিৎ তদ্বন্ধচ্ছেত্রী। আত্মনো জীবস্য ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা কাষ্ঠসংযোগহেতু অগ্নিকে না হয় তদ্ধর্ম্মভাগী হইতে হইল, আত্মা অসংগত হইলেও কিরূপে দেহ বা তাহার ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইল? আর সম্বন্ধ হইলেও তাহার নিবৃত্তি কিরূপে হইবে—এই প্রশ্নের উত্তর। পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীন মায়াগুণসমূহের দ্বারা যে সূক্ষ্মদেহ ও এই স্থূলদেহ বিরচিত, পুমান্ অর্থাৎ জীবের এই সংসার তাহারই নিবন্ধ, তাহার সম্বন্ধের অভাব হইলেও তাহার অধ্যাসকৃত। তাঁহার অতর্ক্যশক্তি অবিদ্যাদ্বারা নিষ্পাদিত যে দেহাধ্যাসরূপ নিবন্ধ অর্থাৎ নিতরাং সম্যক্ বদ্ধতা তাহারই কৃত। যখন এইরূপ, তখন তাঁহারই প্রসাদে বিদ্যা অর্থাৎ তাঁহারই বিদ্যাশক্তি সেই বন্ধন ছেদন করে। আত্মা অর্থাৎ জীবের ॥১০॥

অনুদর্শিনী। অবস্তুতে বস্তুর আরোপই অধ্যাস। জীব চেতন হইয়াও কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা ক্রমে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ভগবন্মায়ারচিত স্থূল ও সূক্ষ্মদেহদ্বয়ে 'আমি' বুদ্ধি করে—

স্থূল-দেহ—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম্ এই পঞ্চভূতাত্মক।

সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ—'এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শবিস্তৃতম্।'—ভাঃ ৪।২৯।৭৪ অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়—এই ষোড়শ বিকারের বিস্তৃত ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গদেহ। যে ভগবানের অবিদ্যাশক্তিতে ভগবদ্দাস জীবের এই দুর্গতি, সেই ভগবানেরই দয়ায় তাঁহারই প্রদত্ত বিদ্যাশক্তি লাভে জীবের বন্ধন ছেদন হয়। ভগবদুপাসনাই বিদ্যা—'বিদ্যাঞ্চৈব মদাশ্রয়াম্।' ভাঃ ৩।৭।৩০। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥
গীতা ৭।১৪

সত্ত্বাদি-গুণবিকারাত্মিকা আমার এক অলৌকিকী মায়া আছে। উহা দুরতিক্রমা। যাঁহারা কেবল আমার ভগবৎস্বরূপের শরণাগত হন, তাঁহারাই ঐ মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন ॥১০॥

তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়াত্মানমাত্মস্থং কেবলং পরম্।
সঙ্গম্য নিরসেদেতদ্বস্তুবুদ্ধিং যথাক্রমম্ ॥১১॥

অন্বয়। (যস্মাদেবং) তস্মাৎ জিজ্ঞাসয়া (বিচারেণ) আত্মস্থং (কার্য্যকারণসঙ্ঘাত এব স্থিতং) কেবলং (শুদ্ধং) পরম্ আত্মানং সঙ্গম্য (জ্ঞাত্বা) যথাক্রমং (স্থূল-সূক্ষ্মক্রমেণ) এতদ্বস্তুবুদ্ধিম্ (এতস্মিন্ দেহাদৌ বস্তুবুদ্ধিং বাস্তববস্তুজ্ঞানং) নিরসেৎ (ত্যজেৎ) ॥১১॥

অনুবাদ। যেহেতু জীবাত্মা দেহান্তর্গত হইলেও বিশুদ্ধ এবং দেহাদি বিলক্ষণ সেইহেতু বিচার-সহকারে কার্য্যকারণ-সমষ্টিস্থিত শুদ্ধ পরমাত্মতত্ত্বকে অবগত হইয়া যথাক্রমে এই স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহবিষয়ক বস্তুতে বাস্তবজ্ঞান পরিত্যাগ করিবে ॥১১॥

বিশ্বনাথ। তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়া বিচারেণাত্মস্থং আত্মনি স্থূলসূক্ষ্মদেহান্তর এব স্থিতমাত্মানং পরং কেবলমসঙ্গিনং অতিশয়েন সঙ্গম্য জ্ঞাত্বা এতস্মিন্ দেহবন্ধে বস্তুবুদ্ধিং যথাক্রমং সাধনবাহুল্যতঃ ক্রমেণ ক্রমেণ নিরসেৎ ত্যজেৎ ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ। সেই হেতু জিজ্ঞাসা অর্থাৎ বিচার দ্বারা আত্মস্থ অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহমধ্যেই স্থিত পর বা

পরতত্ত্ব কেবল অর্থাৎ অসঙ্গী আত্মাকে সম্যক্ বা অতিশয় ভাবে জানিয়া এতদ্বুদ্ধি বা এই দেহবন্ধে বস্তুবুদ্ধি যথাক্রম অর্থাৎ সাধনের বাহুল্যবশতঃ ক্রমে ক্রমে নিরসন অর্থাৎ ত্যাগ করা উচিত ॥১১॥

অনুদর্শিনী। শ্রীগুরুদেবের নিকটে জিজ্ঞাসাদ্বারা আত্মতত্ত্বের বিচার ও সাধন আরম্ভ করিতে হইবে। সাধনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মতত্ত্বের সন্ধানলাভ এবং দেহবন্ধে বস্তুবুদ্ধি ত্যাগ হয় ॥১ ॥

আচার্য্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ ॥১২॥

অন্বয়। আচার্য্যঃ (গুরুঃ) আদ্যঃ (অধরঃ) অরণিঃ (মথনকাষ্ঠং) স্যাৎ (ভবেৎ) অন্তেবাসী (শিষ্যঃ) উত্তরারণিঃ (উপরিস্থিতমথনকাষ্ঠতুল্যঃ) প্রবচনম্ (উপদেশঃ) তৎসন্ধানং (মধ্যমং মথনকাষ্ঠং) বিদ্যা সুখাবহঃ (সুখকরঃ) সন্ধিঃ (সন্ধৌ ভবন্নগ্নিরিব স্যাৎ) ॥১২॥

অনুবাদ। আচার্য্য নিম্নস্থিত মথনকাষ্ঠ, শিষ্য উপরিস্থিত মথনকাষ্ঠ, উপদেশবাক্য মধ্যস্থিত মথনকাষ্ঠ এবং ইহাদের সংযোগে সমুৎপন্ন বিদ্যাই অগ্নিতুল্য হইয়া অজ্ঞানরাশিকে দগ্ধ করিয়া সুখকরী হইয়া থাকে ॥১২॥

বিশ্বনাথ। গুরোর্লব্ধা বিদ্যৈব অবিদ্যা তৎকার্য্যনিরসনক্ষমেতি স্পষ্টীকর্ত্তুং বিদ্যোৎপত্তিমগ্ন্যুৎপত্তিরূপকেণ নিরূপয়তি,—আচার্য্য ইতি। আদ্যঃ অধরঃ তৎসন্ধানং তয়োর্মধ্যমং মথনকাষ্ঠং। প্রবচনমুপদেশঃ। বিদ্যা তু সন্ধিঃ সন্ধৌ ভবন্নগ্নিরিব। তথা চ শ্রুতিঃ—"আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপং অন্তেবাস্যুত্তররূপং বিদ্যা সন্ধিঃ প্রবচনং সন্ধানম্" ইতি ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ। গুরু হইতে প্রাপ্তবিদ্যাই অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য নিরসন করিতে সমর্থ ইহা স্পষ্ট করিবার জন্য অগ্ন্যুৎপত্তিরূপক-দ্বারা বিদ্যার উৎপত্তি নিরূপণ করিতেছেন। আদ্য অর্থাৎ অধর বা নিম্নস্থ, তৎসন্ধান অর্থাৎ নিম্নস্থ ও উপরিস্থ অরণি বা মথনকাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে মধ্যম মথনকাষ্ঠ প্রবচন অর্থাৎ উপদেশ। বিদ্যা সন্ধি অর্থাৎ সন্ধিতে স্থিত অগ্নির ন্যায়। বেদ বলিয়াছেন—আচার্য্য পূর্ব্বরূপ, অন্তেবাসী অর্থাৎ শিষ্য উত্তররূপ, বিদ্যাসন্ধিপ্রবচন 'সন্ধান' ॥১২॥

অনুদর্শিনী। উত্তরারণি ও অধরারণি উভয়ের সংঘর্ষে যেমন যজ্ঞাগ্নি প্রকট হয়, তদ্রূপ গুরুপদাশ্রয়েই শিষ্যের আত্মস্বরূপের জ্ঞানোদয় হয়। শিষ্য ও গুরুদেবের মধ্যবর্ত্তি স্থানে স্বরূপ-জ্ঞান অবস্থিত ॥১২॥

বৈশারদী সাতিবিশুদ্ধবুদ্ধি
ধুনোতি মায়াং গুণসম্প্রসূতাম্।
গুণাংশ্চ সন্দহ্য যদাত্মমেতৎ
স্বয়ঞ্চ শাম্যত্যসমিদ্ যথাগ্নিঃ ॥১৩॥

অন্বয়। বৈশারদী (বিশারদো নিপুণস্তেন শিষ্যেণ প্রাপ্তা তেন গুরুণোপদিষ্টা বা) সা অতি বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ (অতিবিশুদ্ধজ্ঞানরূপাবিদ্যা) গুণ-সংপ্রসূতাং (গুণ-কার্য্যরূপাং) মায়াং ধুনোতি (নিবর্ত্তয়তি ততঃ) এতৎ (জীবস্য সংসৃতিনিমিত্তং) বিশ্বং যদাত্মং (যেভ্যো জাতং তান,) গুণান্ সংদহ্য (দগ্ধ্বা) চ অসমিৎ (নিরন্ধনঃ) অগ্নিঃ যথা (অগ্নিরিব) স্বয়ং চ শাম্যতি (বিষয়াভাবান্নিবর্ত্ততে) ॥১৩॥

অনুবাদ। নিপুণ গুরু-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং শিষ্য-কর্ত্তৃক লব্ধ অতিবিশুদ্ধআত্মবিষয়িণীবিদ্যা গুণপ্রসূতা মায়াকে নিবৃত্ত করে এবং এই বিশ্বের কারণস্বরূপ গুণসমূহকে দগ্ধ করিয়া ইন্ধনশূন্য হুতাশনের ন্যায় স্বয়ংই বিষয়াভাবে নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥১৩॥

বিশ্বনাথ। অগ্নিসাদৃশ্যমেবাহ, বৈশারদী বিশারদো ভগবাংস্তদীয়া অতিবিশুদ্ধজ্ঞানরূপা বিদ্যা। মায়াম্ অবিদ্যাং যদাত্মকমেতদ্দেহদ্বয়াধ্যাসরূপং সংসারবন্ধনং তান্ গুণাংশ্চ দগ্ধ্বা অসমিৎ নিরিন্ধনোঽগ্নির্যথা নির্ব্বাতি, তথা স্বয়ং বিদ্যাপি শাম্যতি ততঃ কেবলয়ৈব ভক্ত্যা অভ্যস্তয়া শান্তিরতিং প্রাপ্য ভগবৎসালোক্যং প্রাপ্নোতি। যদুক্তং মুক্তির্ভক্ত্যৈব নির্ব্বিঘ্নেত্যাত্তযুক্তবিরক্ততা। ইতি শান্তিরতিমতাং মতং ; গুণীভূতভক্তিমতাং জ্ঞানিনাং তু বিদ্যাবিদ্যয়ো-

রূপরমে ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বেতি গীতোক্তের্ভক্ত্যুত্থ জ্ঞানেন পরমাত্মৈক্যম্ ॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ। অগ্নিসাদৃশ্য বলিতেছেন,—বৈশারদী অর্থাৎ বিশারদ ভগবান্, তাঁহার অতি-বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ বিদ্যা। মায়া অর্থাৎ অবিদ্যাকে। যদাত্ম বা যদাত্মক (যে সকল গুণ হইতে জাত) এই দেহদ্বয়ের অধ্যাসরূপ সংসার-বন্ধন সেই সকল গুণ দগ্ধ করিয়া সমিধ-ইন্ধন রহিত অগ্নি যেরূপ নির্ব্বাপিত হয় সেইরূপ বিদ্যাও নিজে নিজে শান্ত হয়। তখন অভ্যস্থা কেবলা ভক্তি শান্তরতি পাইয়া ভগবানের সালোক্য প্রাপ্ত হয়। উক্ত আছে (ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ১ম লঃ)- ভক্তি দ্বারাই মুক্তি নির্ব্বিঘ্না হয়। এই জন্য যুক্তবৈরাগ্য স্বীকৃত। ইহাই শান্তরতিবিশিষ্ট ভক্তের মত। গুণীভূত ভক্তিমান্ জ্ঞানীদের মতে বিদ্যা ও অবিদ্যার উপরমে 'তৎপরে আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া' গীতার (১৮।৫০) এই উক্তি হইতে ভক্ত্যুত্থজ্ঞানদ্বারা পরমাত্মৈক্য ॥ ১৩ ॥

অনুদর্শিনী। অগ্নি যেরূপ দুইটী কাষ্ঠমন্থনের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া সেই কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং নির্ব্বাপিত হয়; তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত বিদ্যাও দেহদ্বয়ের অধ্যাসস্রষ্টা মায়ার গুণগুলি ধ্বংস করিয়া স্বয়ং উপশান্ত হয়—

ঐক্যজ্ঞানং যদা জাতং মহাবাক্যেন চাত্মনঃ।
তদা বিদ্যা স্বকার্য্যৈশ্চ নশ্যতেব ন সংশয়ঃ॥

অভিযুক্তগণ-বাক্য

অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের দ্বারা যখন আত্মার ঐক্যজ্ঞান জন্মে, তখন ঐ জ্ঞান বা বিদ্যা নিজ কার্য্যসমূহ-সহ অসংশয়ভাবে নাশ প্রাপ্ত হয়।

শাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিকে সাধন বলিলেও ভক্তিরই প্রাধান্য ও বিশেষত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগ নিজ নিজ পরিচয় বা ফল প্রদানে অসমর্থ।

ভক্তি ত্রিবিধা—কেবলা, প্রধানীভূতা ও গুণীভূতা।

নিষ্কাম অধিকারীর ভক্তি—অনন্যা, শুদ্ধা, নিগুণা, উত্তমা ও অকিঞ্চনা—ইত্যাদিনাম্নী প্রেমফলদাত্রী - কেবলা-ভক্তি।

কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা, যোগমিশ্রা নাম্নী ভক্তি—প্রধানীভূতা উহা শান্তাধিকারীর পক্ষে রতিফলদাত্রী, কাহার ও বা মোক্ষফলদাত্রী। দাস্যাদিভাবান্বিত সাধুসঙ্গ-বশে কোন দাস্যাদি-অভিলাষী ভক্তের রতিপ্রাধান্যে ঐশ্বর্য্য-প্রধান দাস্যাদিভাবপ্রদা হন আবার প্রেমফলাও হন।

গুণীভূতা ভক্তিতে ভক্তি নিজনাম ও ফল অপ্রকাশিত রাখেন। এই স্থলে কর্ম্মজ্ঞানাদি ভক্তি ব্যতীত নিজে সম্যক্ ফলদানে অসমর্থ বলিয়া ভক্তি নিজে তটস্থ ভাবে অবস্থিত হইয়া কেবলমাত্র উহাদিগকে মুক্তিফল প্রদানে সাহায্য করেন—"যমাদিভির্যোগপথৈঃ"—শ্রীবিশ্বনাথ।

ভাঃ ১৬।৩৩ শ্লোকের টীকা।

অতএব যেখানে গুণভাব মুক্ত হইয়া ভক্তি বর্ত্তমান থাকেন, অর্থাৎ ভক্তি যেখানে প্রধান তথায় ঐ ভক্তি শান্তরতিযুক্ত সেবককে শ্রীভগবানের বৈকুণ্ঠলোকে বাস করাইয়া সেবাধিকার প্রদান করেন।

আর যেখানে সেবাকাঙ্ক্ষা না থাকিয়া মোক্ষবাসনা প্রধানা হয়, তথায় গুণীভূতা ভক্তির অপরোক্ষকৃপায় সাধক পরমাত্মৈক্য প্রাপ্ত হন ॥ ১৩ ॥

অথৈষাং কর্ম্মকর্ত্তৄণাং ভোক্তৄণাং সুখদুঃখয়োঃ।
নানাত্বমথ নিত্যত্বং লোককালাগমাত্মনাম্ ॥
মন্যসে সর্ব্বভাবানাং সংস্থা হ্যৌৎপত্তিকী যথা।
তত্তদাকৃতিভেদেন জায়তে ভিদ্যতে চ ধীঃ ॥
এবমপ্যঙ্গ সর্ব্বেষাং দেহিনাং দেহযোগতঃ।
কালাবয়বতঃ সন্তি ভাবা জন্মাদয়োঽসকৃৎ ॥১৪-১৬॥

অন্বয়। (এবং তাবৎ স্বপ্রকাশ-জ্ঞান-স্বরূপো নিত্য এক এব আত্মা কর্ত্তৃত্বাদয়শ্চ ধর্ম্মাস্তস্য দেহোপাধিকাস্ত-দ্ব্যতিরিক্তঞ্চ সর্ব্বমনিত্যং মায়াময়ঞ্চ অতঃ সর্ব্বতো বিরক্তঃ সন্ আত্মজ্ঞানেন মুচ্যত ইত্যুক্তং। বিলক্ষণঃ স্থূল-সূক্ষ্মাদিত্যাদিনা। তদেবং শ্রুতিসমন্বয়েন নির্ণীতেঽপ্যর্থে মতান্তর-বিরোধেন সন্দেহো মাভূদিতি তন্মতং নিরাকর্ত্তুমু-

দ্ভাবয়তি) অথ (পূর্ব্বোক্তরূপসিদ্ধান্তেঽপি যদি) কর্ম্ম-কর্ত্তৄণাং সুখদুঃখয়োঃ ভোক্তৄণাম্ এষাং (জীবাত্মনাং) নানাত্বং (বহুত্বং) অথ (অপি চ) লোককালাগমাত্মনাং (ভোগলোকস্য কালস্য ভোগকালস্য আগমস্য ভোগ-প্রতিপাদকশাস্ত্রস্য তথা আত্মনো ভোক্তুশ্চ) নিত্যত্বং (চ) মন্যসে (জৈমিনীয়া মন্যন্তে) সর্ব্বভাবানাং (স্রক্‌চন্দনাদিনাং) সংস্থা (স্থিতিঃ) ঔৎপত্তিকী (প্রবাহরূপেণ নিত্যা) যথা হি (যথাবন্নতু মায়াময়ীত্যর্থঃ কিঞ্চ) ধীঃ (জ্ঞানং) তত্তদাকৃতিভেদেন (ঘটপটাদ্যাকারভেদেন) জায়তে (উৎপদ্যতে) ভিদ্যতে চ (অতোঽনিত্যা বহ্বী চ, ন পুনরাত্মস্বরূপভূতং নিত্যমেকং জ্ঞানমিতি চ যদি মন্যসে) অঙ্গ ! (হে উদ্ধব !) এবম্ অপি (তথাপি) সর্ব্বেষাং দেহিনাং (জীবানাং) দেহযোগতঃ (দেহসম্বন্ধাৎ) কালাবয়বতঃ (সম্বৎসরাদিরূপাৎ) অসকৃৎ (নিরন্তরং) জন্মাদয়ঃ (জন্মস্থিতিপ্রভৃতয়ঃ) ভাবাঃ (বিকারাঃ) সন্তি (বর্ত্তন্ত এব) ॥ ১৪-১৬ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব ! পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত যথার্থ হইলেও জৈমিনীয় মতে কর্ম্মকর্ত্তা ও সুখদুঃখভোক্তা জীবগণের বহুত্ব, ভোগ-লোক, ভোগ-কাল, ভোগ-প্রতিপাদকশাস্ত্র ও ভোক্তৃপুরুষের নিত্যত্ব, স্রক্‌চন্দনাদি বিষয়-সমূহের প্রবাহরূপ যথার্থ নিত্যসত্তা এবং ঘটপটাদি আকারভেদে বিষয়জ্ঞানের উৎপত্তি এবং ভেদ স্বীকার করিলেও নিখিল জীবগণের দেহ-সম্বন্ধ এবং সম্বৎসরাদিরূপ কালসম্বন্ধবশতঃ নিরন্তরই উহার জন্মাদিবিকারসমূহ বর্ত্তমান থাকে ॥ ১৪-১৬ ॥

বিশ্বনাথ। ব্যবস্থাপিতেঽপ্যত্রার্থে যে বিবদন্তে তেষাং জৈমিনীয়ানাং মতমাশ্রিত্য বিপ্রতিপ্রদ্যসে চেত্তর্হি শৃণু তত্ত্বমিত্যাহ,—অথেত্যাদিনা গুণব্যতিকরে সতীত্যন্তেন এষাং কর্ম্মকর্ত্তৄণাং সুখদুঃখয়োঃ কর্ম্মফলয়োশ্চ ভোক্তৄণাং জীবানাং যে লোককালাগমাত্মনস্তেষাং নানাত্বং নানাবিধত্বং অথ নিত্যত্বং নিত্যত্ববিশিষ্টানামেব নানাত্বমিত্যর্থঃ। এবমপি দেহিনামসকৃজ্জন্মাদয়ঃ সন্ত্যেবেতি। তৃতীয়েনান্বয়ঃ। এবং হি তে বদন্তি বৈরাগ্যমেব তাবন্ন সম্ভবতি। তথাহিহভোগ-স্থানানাং নানাবিধানামপি নিত্যত্বাদ্বৈরাগ্যং ভবেৎ। ভোগকালস্য বা তদুপায়বোধকাগমস্য বা ভোগসাধনস্য লিঙ্গদেহস্য বা নত্বেতদস্তীত্যাহ,—অথ নিত্যত্বং লোককালা-গমাত্মনা ইতি। ন চ ভোগ্যবস্তূনাং বিচ্ছেদান্মায়াময়ত্বাদ্বা বৈরাগ্যং স্যাদিত্যাহ,—সর্ব্বভাবানাং স্রক্‌চন্দনবনিতাদীনাং সংস্থা সম্যক্ স্থিতিঃ ঔৎপত্তিকী প্রবাহরূপেণ নিত্যেত্যর্থঃ। তথা চ বদন্তি ন কদাচিদনীদৃশং জগদিতি অতস্তৎকর্ত্তা কশ্চিদীশ্বরোঽপি নাস্তীতি ভাবঃ। কিঞ্চ। যথা যথাবদেব নতু মায়াময়ীত্যর্থঃ। ন চাত্মস্বরূপভূতং নিত্যমেকং জ্ঞানমস্তীত্যাহ তত্তদিতি,--ঘটপটাদ্যাকারভেদেন ধীর্জায়তে। অতোঽনিত্যাভিদ্যতে চ। অয়ং গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ। নহি নিত্যজ্ঞানরূপ আত্মা অপি তু জ্ঞানপরিণামবান্ ন চ বিকারিত্বেনানিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। যথাহুঃ—বিক্রিয়াজ্ঞানরূপস্য ন নিত্যত্বে বিরুধ্যতে ইতি। অতো মুক্তাবিন্দ্রিয়াদিরহিতস্য পরিণামাসম্ভবাজ্জড়ত্বেন তৎপ্রাপ্তেরপুরুষার্থত্বাৎ প্রবৃত্তিরেব শ্রেয়সী ন নিবৃত্তিরিতি। তত্র তাবত্তদুক্তমঙ্গীকৃত্য বৈরাগ্যমুপপাদয়িতুং প্রবৃত্তিমার্গস্যানর্থহেতুত্বং প্রপঞ্চয়তি,—এবমপীত্যাদিনা লোকানাং লোকপালানামিত্যতঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন। অঙ্গ, হে উদ্ধব, কালাবয়বতঃ সম্বৎসরাদিরূপাৎ জন্মাদয় ইতি তত্রাপি জন্মমরণয়োরতিকষ্টপ্রদত্বং সার্ব্বত্রিকং প্রসিদ্ধমেবেতি ভাবঃ ॥ ১৪-১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। ব্যবস্থাপিত এই অর্থেও যাঁহারা বিবাদ করেন সেই জৈমিনীয়গণের মত আশ্রয় করিয়া যদি বিপ্রতিপন্ন বা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতে চান, তাহা হইলে তত্ত্ব শ্রবণ করুন্। 'অথ' (১৪শ শ্লোক) হইতে আরম্ভ করিয়া 'গুণব্যতিকরে সতি' (৩৪৫ শ্লোক) পর্য্যন্ত। কর্ম্মকর্ত্তা সুখদুঃখের অর্থাৎ কর্ম্মফলের ভোক্তা এই সব জীবের যে লোক, কাল, আগম (ভোগপ্রতিপাদক-শাস্ত্র) ও আত্মা (ভোক্তা পুরুষ)—ইহাদের নানাত্ব নানাবিধত্ব অথচ নিত্যত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ববিশিষ্টগণের নানাত্ব। এইরূপই দেহিগণের অসকৃৎ অর্থাৎ বার বার জন্ম প্রভৃতি হয়। তৃতীয়ের (১৬শ শ্লোকের সহিত) অন্বয়। এইরূপই তাহারা বলিয়া থাকে, ততকাল বৈরাগ্যের আর সম্ভাবনা হয় না।

আরও নানাবিধ হইলেও ভোগস্থানসমূহের নিত্যত্বহেতু বৈরাগ্য হইতে পারে। ভোগকালের বা তদুপায়বোধক আগমের বা ভোগসাধনোপায় লিঙ্গদেহের ইহা কিন্তু নাই। ভোগ্যবস্তুসমূহের বিচ্ছেদে বা উহারা মায়াময় বলিয়া বৈরাগ্য হয় না। সর্ব্বভাব অর্থাৎ স্রক্‌-চন্দন-বনিতা প্রভৃতির সংস্থা অর্থাৎ সম্যক্ স্থিতি ঔৎপত্তিকী অর্থাৎ প্রবাহরূপে নিত্য। আরও সব বলেন যে জগৎ কখনই ইহা হইতে ভিন্নরূপ নহে, অতএব তৎকর্ত্তা কোনও ঈশ্বর নাই। আর, যথা অর্থাৎ যথাবৎই অর্থাৎ মায়াময়ী নহে, আর আত্মস্বরূপভূত নিত্য এক জ্ঞানও নাই। তত্তদাকৃতি-ভেদে অর্থাৎ ঘটপটাদি-আকারভেদে ধী জাত হয়। অতএব উহা ভেদগ্রস্ত হয় অর্থাৎ অনিত্য। এই গূঢ় অভিপ্রায়। নিত্যজ্ঞানরূপ আত্মাও জ্ঞানপরিণামবান্ নহেন এবং বিকারী বলিয়া যে অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ, তাহাও নহে। যেমন উক্ত হইয়াছে—জ্ঞানরূপবিক্রিয়াতে আত্মার নিত্যত্ব বিষয়ে বিরোধজনক নহে। অতএব মুক্তিতে ইন্দ্রিয়াদিরহিতে পরিণাম অসম্ভব বলিয়া জড়ত্বদ্বারা তাহার প্রাপ্তি পুরুষার্থ নহে বলিয়া প্রবৃত্তিই মঙ্গল, নিবৃত্তি নহে। এইস্থলে ঐ উক্তি স্বীকার করিয়াই বৈরাগ্য-উৎপাদন-ব্যাপারে প্রবৃত্তিমার্গ অনর্থহেতু এইটী বিস্তার করিয়া বলিতেছেন 'এবং' (১৬শ শ্লোক) দ্বারা ও লোকানাং লোকপালানাং (৩০৯ শ্লোকে) ইহা পূর্ব্ব গ্রন্থ (বা প্রবন্ধ) দ্বারা। অঙ্গ অর্থাৎ হে উদ্ধব কালাবয়ব অর্থাৎ সংবৎসরাদিরূপ হইতে জন্মাদি, সেক্ষেত্রেও জন্মমরণ অতিকষ্টপ্রদ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ॥ ১৪-১৬ ॥

অনুদর্শিনী। জৈমিনীয়গণের মত—কর্ম্মের কর্ত্তা এবং সুখদুঃখাদি ভোক্তা জীব সকল পরস্পর ভিন্ন, সকলের একত্ব কখনও সম্ভবপর নহে। 'আমি জ্ঞানী', 'আমি মূর্খ' বা 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি ক্ষত্রিয়' ইত্যাদি জ্ঞানে আত্মতত্ত্ব জীবের নিকট সর্ব্বদা জ্ঞেয়ই বলিতে হইবে; কেবল জ্ঞান-স্বরূপ যে আত্মা (পরমাত্মা), তাহা জ্ঞেয় নহে। অতএব প্রত্যেক দেহে সেই আত্মা পৃথক্ না হইয়া সর্ব্বদেহে এক পুরুষের অধিষ্ঠান কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? যদি সকল দেহেই এক পুরুষের অধিস্থিতি হইত, তাহা হইলে একের মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু বা একের জন্মে সকলেরই জন্ম হইত; একত্র সকলের নিদ্রা হইত বা একত্র সকলের কর্ম্মানুষ্ঠান হইত। কিন্তু যখন প্রত্যেকের বিভিন্নভাবে জন্ম, মৃত্যু ও কর্ম্মানুষ্ঠানাদির পরিচয় পাওয়া যায়, তখন প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ অধিষ্ঠান না করিলে উহা কখনই সঙ্গত হয় না। যদি আপত্তি হয় যে, দেহাদি-উপাধির বিচিত্রতাবশতঃ পুরুষকে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়; বস্তুতঃ পুরুষ এক, অনেক নহে। তদুত্তরে প্রকাশিত আছে যে, দেহের বিচিত্রতা বশতঃ পুরুষের বিচিত্রতার উপলব্ধি অসঙ্গত। কারণ তাহা হইলে বালিকাবস্থার পরিবর্ত্তনে যুবতীর প্রধান লক্ষণ অঙ্গে প্রকাশ পাইলে তখন ত বালিকা মৃতা এবং যুবতী জাতা বলিয়া কখনও স্বীকার করা হয় না। এক জীবই ত বালিকা ও যুবতী উভয় অবস্থায় অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। তখন দেহের পার্থক্যে তত্রস্থ জীবের কোন পার্থক্য প্রমাণিত হয় না। অতএব প্রতি দেহেই পৃথক্ পৃথক্ এক এক পুরুষ বাস করিতেছেন। বিশেষতঃ প্রতি দেহে প্রবৃত্তিরও যখন পার্থক্য জানা যায় তখন কেন পুরুষের বহুত্ব স্বীকৃত নহে? যদি বলা যায়, প্রযত্ন বিশেষের নাম প্রবৃত্তি, উহা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। ইহা পুরুষে উপচার হয় মাত্র। উপচারের ধর্ম্মে পুরুষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যদি পুরুষ এক হন, তাহা হইলে সকল অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিধর্ম্ম যুগপৎ উপচরিত হইয়া সকল দেহে, একত্রে সকল কার্য্যে একই সময়ে সকল পুরুষে প্রবৃত্ত হওয়ার সম্ভব হইত; কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন পুরুষের বহুত্ব স্বীকারে সকলই সম্ভবপর হইতে পারে। অতএব প্রতি শরীরে পুরুষের যে ভেদ আছে তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কারণ বাহ্যবিষয়কে জীব যেমন পৃথক্‌রূপে অনুভব করে, অন্তরস্থ আত্ম-স্বরূপকেও জীব 'অহং' প্রত্যয়ের দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি করিয়া থাকে। শাস্ত্রও আত্মোপলব্ধির নিমিত্ত অহং প্রত্যয়লব্ধ বিষয়কে লক্ষ্য করিতে উপদেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ অহং জ্ঞান অর্থাৎ 'আমি' বলিয়া যাঁহাকে লক্ষ্য হয়, তিনিই আত্মা। তখন তিনি প্রতীতির বিষয়; কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ নির্ব্বিকার এক পরমাত্মা নহেন।

শাস্ত্রে বারংবার যে বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়াছেন উহাও অসঙ্গত। কারণ ভোগ্যবস্তু বা ভোগের স্থান যদি অনিত্য হইত তাহা হইলে উহা পরিত্যাগের বাসনা হইত। কিন্তু ভোগকাল বা আগম বা ভোগপ্রতিপাদক শাস্ত্র বা ভোক্তা জীবের অনিত্যত্ব কখনই সঙ্গত নহে এবং ভোগ্যবিষয়ও মায়াময়, অনিত্য নহে। সুতরাং পরস্পরের বিচ্ছেদ কখনই হইতে পারে না। স্রক্-চন্দন-বনিতাদি যাবতীয় ভোগ্য-পদার্থই প্রবাহরূপে নিত্য। জগৎ যে কখনও এরূপ থাকিবে না, এরূপ নহে। বাল্য, যৌবন ও জরা যেমন এক দেহেরই ধর্ম্ম, সেইরূপ একই পরিণামের স্রোতে জগতের অবস্থান্তর প্রাপ্তি হইলেও অবস্থান্তর-প্রাপ্তি-বিশিষ্ট জগতের কখনও বৈলক্ষণ্য হইবে না। এই পরিণামরূপ স্রোতঃশীলত্বই জগতের স্বভাব। সুতরাং জগতের সৃষ্টি-সংহারাদির জন্য পৃথক্ ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। এইরূপ বিদ্যমানতাই জগতের স্বরূপ, ইহা মায়াময় নহে।

এতদ্ব্যতীত স্বরূপভূত নিত্য এক জ্ঞানস্বরূপ আত্মা আছেন, তাহাও স্বীকার্য্য নহে। কারণ বাহ্য বস্তু ঘট-পটাদির উপলব্ধিতে জীব, আত্মস্বরূপের অস্তিত্ব অনুমান করে। যদি বাহ্য জ্ঞান না হয়, আত্মস্বরূপেরও উপলব্ধি হয় না। অতএব বাহ্যবস্তুই আত্মস্বরূপকে প্রতীত করায়। বাহিরের ভাবই বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়া আত্মভাবে ভাবিত হয়। অতএব বাহ্যভাব অনুসারে যেমন বুদ্ধির ভেদ ও অস্থায়িত্ব স্বীকার্য্য, তদ্রূপ আত্মারও ক্ষণস্থায়িত্ব ও ভিন্নভাব অবশ্যই স্বীকার্য্য। ইহার গূঢ় অভিপ্রায় এই যে, আত্মা নিত্য-জ্ঞানরূপ নহে, জ্ঞান পরিণামবান্, কিন্তু বিকারিবোধে অনিত্যও নহে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানরূপ বিক্রিয়াতে আত্মার নিত্যত্বের কোন ব্যাঘাত জন্মে না। যেরূপ সূর্য্য ধূমাদি-উপাধি-প্রাপ্ত হইয়া রশ্মি-দ্বারা মেঘরূপে পরিণত হয়, স্বরূপে কিন্তু নিত্য অবস্থান করে সেইরূপ। অতএব মুক্তিদশাতে ইন্দ্রিয়বর্গের অভাব-হেতু জ্ঞানের পরিণাম হয় না। পুরুষার্থের কোন লক্ষণ না পাওয়ায়, নিবৃত্তি অপেক্ষা প্রবৃত্তিই শ্রেষ্ঠা।

উক্ত মত স্বীকার করিয়া তন্মতের প্রশংসিত প্রবৃত্তি-মার্গের খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন যে, প্রবৃত্তিমার্গ অনর্থহেতু অর্থাৎ জীবের পুনঃ পুনঃ দেহধারণ ও বিবিধ তাপপ্রাপ্তির কারণ। প্রথমতঃ যে দেহে বিষয়ভোগ হয়, আত্মার সহিত সেই দেহসম্বন্ধ অনিত্য এবং সেই দেহ আবার সংবৎসরাদি খণ্ডকালের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কাল-বশে দেহের জন্ম, অবস্থিতি এবং নাশ হয়। জন্মকালে মাতৃগর্ভে গর্ভযন্ত্রণা, জীবিতকালে ত্রিতাপযন্ত্রণা এবং মৃত্যুকালে মৃত্যুযন্ত্রণা অতিকষ্টপ্রদ। ইহা সর্ব্বত্র সর্ব্ব-দেহেই ভোগ করিতে হয়। তাহা ছাড়া মর্ত্তলোক ও স্বর্গাদি লোক অনিত্য এবং দুঃখপ্রদ। এমন কি লোক-সমূহের ন্যায় লোকপালগণও কালাধীন ও ক্ষয়িষ্ণু। অতএব প্রবৃত্তিমার্গ শুভঙ্কর নহে, নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। পরে লোকসমূহ ও লোকপালগণের অবস্থা প্রদর্শিত হইবে ॥১৪-১৬॥

তত্রাপি কর্ম্মণাং কর্ত্তুরস্বাতন্ত্র্যঞ্চ লক্ষ্যতে।
ভোক্তুশ্চ দুঃখসুখয়োঃ কো ন্বর্থো বিবশং ভজেৎ ॥১৭॥

অন্বয়। তত্র অপি (স্বাতন্ত্র্যপক্ষেঽপি) কর্ম্মণাং কর্ত্তুঃ (তথা) দুঃখসুখয়োঃ ভোক্তুঃ চ (জীবস্য দুষ্কর্ম্মণো দুঃখভোগস্য চ সত্ত্বাদিত্যর্থঃ) অস্বাতন্ত্র্যং চ (স্বাধীনতাহীনশ্চ) লক্ষ্যতে (তস্মাৎ) কঃ নু অর্থঃ (পুরুষার্থঃ) বিবশম্ (অস্বতন্ত্রং) ভজেৎ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। বিশেষতঃ এই মতেও পুরুষের কৃতকর্ম্ম ও সুখদুঃখাদিভোগের হেতু অস্বতন্ত্রতার জন্য লক্ষিত হইতেছে অতএব পরতন্ত্র জীবের কোন পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ। কর্ম্মণাং কর্ত্তুরিতি কর্ম্মকরণে সুখ-দুঃখয়োর্ভোক্তুরিতি ভোগেঽপ্যস্বাতন্ত্র্যং লক্ষ্যতে স্বাতন্ত্র্যে হি কঃ খলু দুঃখং ভুঞ্জীত কো বা বিবেকী দুষ্কর্ম্ম কুর্য্যাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ বিবশমস্বতন্ত্রম্ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মসমূহের কর্ত্তা কর্ম্মকরণে সুখ-দুঃখের ভোক্তা, অতএব ভোগেও অস্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য থাকিলে কেহ বা দুঃখভোগ করিবে, কোন্

বিবেকীই বা দুষ্কর্ম্ম করিবে?—এই ভাবার্থ। অতএব বিবশ অর্থাৎ অস্বতন্ত্র ॥ ১৭ ॥

অনুদর্শিনী। আলোচ্য শ্লোকে জীবের কর্ত্তৃ-ভোক্তৃপক্ষে অর্থাৎ জীবকে স্বতন্ত্র স্বীকার করিয়াও তাহার অস্বাতন্ত্রতা দেখাইতেছেন।

জীবকে কর্ম্মসমূহের স্বতন্ত্র কর্ত্তা স্বীকার করা যায় না। কেননা, শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুখ লাভ হয় এবং দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠানে দুঃখলাভ হয়, প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও জীব যখন দুঃখপ্রদ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন উহাতে যে তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই, কিন্তু অন্য একজন প্রেরক আছেন, যাঁহার প্রভাবে জীবকে অবশেও কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

সংসারে সকলেই দুঃখভোগ করে এবং ঐ দুঃখভোগ পরিত্যাগে সুখের অভিলাষ করে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু সুখের পরিবর্ত্তে যখন জীবের ভাগ্যে অকাঙ্ক্ষিত দুঃখও উপস্থিত হয়, তখন উহাতে কাহার কর্ত্তৃত্ব জানিতে হইবে? জীবের না অন্য কাহারও? অতএব ভোগেও জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই ॥ ১৭ ॥

ন দেহিনাং সুখং কিঞ্চিদ্‌বিদ্যতে বিদুষামপি।
তথাচ দুঃখং মূঢ়ানাং বৃথাহঙ্করণং পরম্‌ ॥১৮॥

অন্বয়। (নন্থ যে সম্যক্‌ কর্ম্ম কর্ত্তুং জানন্তি ত এব সুখিনো, যে ন জানন্তি ত এব দুঃখিন ইতি চেত্তত্রাহ) বিদুষাম্‌ (পণ্ডিতানাম্‌) অপি দেহিনাং কিঞ্চিৎ (ক্বচিৎ) সুখং ন বিদ্যতে তথা মূঢ়ানাম্‌ (অপি ক্বচিৎ) দুঃখং চ (ন বিদ্যতে) (ততঃ বয়ং কর্ম্মকুশলত্বাৎ সুখিনো) পরং (কেবলং) বৃথা অহঙ্করণম্‌ (অহঙ্কার এব) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। বিদ্বান্‌গণেরও কোন স্থানে সুখ এবং মূঢ়গণেরও কোনস্থানে দুঃখ দৃষ্ট না হইতে পারে সুতরাং কর্ম্মকুশল বলিয়া আমরা অবশ্যই সুখী হইব ইহা কেবল মাত্র বৃথা অহঙ্কার হইতেছে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ। নন্থ যো দুষ্কর্ম্ম কুর্য্যাৎ স বিদ্বান্‌ এব নোচ্যতে তস্য দুঃখভোগো ন্যায্য এব। যস্তু কর্ম্মাকুর্ব্বন্‌ কর্ম্ম কর্ত্তুং জানীয়াৎ তস্য ন কদাপি দুঃখমিতি চেন্মৈবং বাদীদেহধারিণাং মধ্যে সর্ব্বদৈব সুখী সর্ব্বদৈব দুঃখী বা কোঽপি ন দৃষ্ট ইত্যাহ,—নেতি। বিদুষামপি কদাচিৎ সুখং ন বিদ্যতে কিঞ্চিদপি তথৈব মূঢ়ানামপি কদাচিদ্দুঃখং কিঞ্চিদপি ভবেদিত্যতো বয়ং কর্ম্মকুশলত্বাৎ সদা সুখিন ইতি তেষাং বৃথৈবাহঙ্কার ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, যে দুষ্কর্ম্ম করিবে সে বিদ্বানই, এরূপ বলা হয় না, তাহার দুঃখভোগ ন্যায্যই। কিন্তু যিনি কর্ম্ম না করিয়াও কর্ম্ম করিতে জানেন, তাহার কদাপি দুঃখ হয় না, যদি এরূপ বল, তাহা বলা উচিত নহে। দেহধারিগণের মধ্যে সর্ব্বদাই সুখী বা সর্ব্বদাই দুঃখী, এরূপ কাহাকেও দেখা যায় না। বিদ্বান্‌দিগেরও কখনও বা কিছুমাত্র সুখ থাকে না, আবার মূঢ়গণেরও কখনও বা কিঞ্চিন্মাত্রই দুঃখ হইতে পারে। এ বিষয়ে আমরা কর্ম্মকুশল বলিয়া সর্ব্বদা সুখী ইহা তাহাদের বৃথাই অহঙ্কার ॥ ১৮ ॥

অনুদর্শিনী। যদি বলা হয় "শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খা যস্তু ক্রিয়াবান্‌ পুরুষঃ স বিদ্বান্‌। সুযোগ্যম-পৌষধমাতুরাণাং ন নামমাত্রেণ করোত্যরোগম্‌ ॥" অর্থাৎ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিলেই যে পণ্ডিতপদবাচ্য হওয়া যায়, তাহা নহে; শাস্ত্রের অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম্ম করা চাই, নতুবা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও মূর্খ থাকিতে হয়। কারণ রোগীর যদি কেবল সুযোগ্য ঔষধেরই ব্যবস্থা হয় মাত্র, ঔষধ সেবন করান না হয়, তাহা হইলে কি কখন পীড়ার উপশম হয়? অতএব কর্ম্মকুশল ব্যক্তি সর্ব্বদা সুখী, আর যাহারা শাস্ত্রানুযায়ী শ্রেষ্ঠ কার্য্য করে না, তাহারাই মূর্খ, সুতরাং দুঃখভোগ তাহাদের অসঙ্গত নহে—এরূপ বলিতে পার না, কেন না, পণ্ডিতগণও (যেমন দক্ষাদি) অনেক সময় বিহিত-কর্ম্মাচরণে প্রমাদবশতঃ কর্ম্মবৈগুণ্যে অত্যধিক দুঃখ পান, আবার কর্ম্মকরণে অজ্ঞ মূঢ়গণও সারল্যাদিগুণে অকস্মাৎ তীর্থাদি গমনে তৎসম্বন্ধজাত

পুণ্যে অত্যধিক সুখ পায়। অতএব 'আমরা কর্ম্মকুশল বলিয়া সুখী'—বলা কেবল অহঙ্কার মাত্র ॥ ১৮ ॥

যদি প্রাপ্তিং বিঘাতঞ্চ জানন্তি সুখদুঃখয়োঃ।
তেঽপ্যদ্ধা ন বিদুর্যোগং মৃত্যুর্ন প্রভবেদ্ যথা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়। যদি তে (পুরুষাঃ) সুখদুঃখয়োঃ প্রাপ্তিং বিঘাতং চ (সুখস্য প্রাপ্ত্যুপায়ং তথা দুঃখস্য পরিহারঞ্চ) জানন্তি অপি অদ্ধা (সাক্ষাৎ) মৃত্যুঃ যথা ন প্রভবেৎ (নাক্রামেৎ) যোগং (তাদৃশং কঞ্চিদুপায়ং) ন বিদুঃ (ন জানন্তি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। যদিও জীবদিগের পক্ষে সুখলাভ এবং দুঃখ-প্রতিকারের উপায় পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর হয় তথাপি সাক্ষাৎ মৃত্যুর প্রভাব নিরাকরণের কোন উপায়-জ্ঞান সম্ভবপর হয় না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ। বিজ্ঞত্বমঙ্গীকৃত্যাপ্যাহ,—যদীতি। যোগং উপায়ং তথা ন বিদুর্যথা সাক্ষান্মৃত্যুর্ন প্রভবেৎ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিজ্ঞত্ব স্বীকার করিয়াও বলিতেছেন। যোগ অর্থাৎ উপায় সেরূপ জানে না যাহাতে সাক্ষাৎ মৃত্যু হইবে না।

অনুদর্শিনী। ঐহিক দুঃখ-প্রতীকারের উপায় কথঞ্চিৎ জানা থাকিলেও নিঃশেষে ঐ দুঃখ নিবৃত্তি হয় না এবং দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি হইলেও পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা আছে। তাহা ছাড়া সর্ব্বদুঃখের মূল যে মৃত্যু তাহা কোনও কর্ম্মের দ্বারা নিবারণ হয় না। অতএব বিজ্ঞ হইলেও এবং সুখপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ আগ্রহ থাকিলেও মৃত্যু নিবারণের উপায় তাহারা জানে না ॥১৯॥

কো ন্বর্থঃ সুখয়ত্যেনং কামো বা মৃত্যুরন্তিকে।
আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব ন তুষ্টিদঃ ॥২০ ॥

অন্বয়। (তথাপি যাবজ্জীবং সুখং ভবিষ্যতীতি চেন্নেত্যাহ) অন্তিকে (সমীপে বর্ত্তমানঃ) মৃত্যুঃ ন তুষ্টিদঃ (ন তুষ্টিং দদাতি) আঘাতং (বধ্যস্থানং) (প্রতি) নীয়মানস্য বধ্যস্য ইব (বধ্যজনস্য সম্প্রতি ত্বং পায়সপিষ্টকাদিকং যথেষ্টং ভুঙ্ক্ষ্বেতি দীয়মানো ভোগো যথা ন সুখয়তি তথা) অর্থঃ (বিষয়ঃ) কামঃ বা এনং (জনং) সুখয়তি কঃ নু (নৈব সুখয়তীত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। সমীপে বর্ত্তমান মৃত্যু কোন ব্যক্তিকে তুষ্টি প্রদান করিতে পারে না। বধ্যস্থানে নীয়মান ব্যক্তির নিকট পায়সপিষ্টকাদি-মিষ্টান্ন যেরূপ প্রীতিপ্রদ হয় না সেইরূপ বিষয় এবং তজ্জনিত সুখও মরণশীল পুরুষকে সুখী করিতে পারে না ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ। মৃত্যোঃ পূর্ব্বং তু সুখং বর্ত্তেতেতি চেন্নৈবমিত্যাহ ;—কিং ন্বিতি। অর্থস্তজ্জন্যঃ কামো বা যতঃ খল্বন্তিকে মৃত্যুর্ন তুষ্টিদঃ। আঘাতং বধস্থানং নীয়মানস্য বধ্যজনস্য সম্প্রতি ত্বং পায়সপিষ্টকাদিকং যথেষ্টং ভুঙ্ক্ষ্বেতি দীয়মানো অর্থো ভোগঃ স চ যথা ন সুখয়তি ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদি বল মৃত্যুর পূর্ব্বে ত সুখে থাকা যাইতে পারে, না তাহাও নহে। অর্থ বা তজ্জন্য কাম। যেহেতু নিকটস্থ মৃত্যু তুষ্টি দেয় না। আঘাত বা বধ্যস্থানে যাহাকে লওয়া হইতেছে এমন বধ্যব্যক্তিকে সম্প্রতি 'তুমি যথেষ্ট পায়স-পিষ্টকাদি খাও' বলিয়া দিলেও অর্থ বা ভোগ যেমন সুখপ্রদ হয় না ॥২০॥

অনুদর্শিনী। পুরুষার্থ—পুরুষ বা জীব অর্থ বা প্রয়োজন অর্থাৎ জীবের প্রয়োজন। যাহারা এই সংসারে অর্থ এবং কামকে নিজ প্রয়োজন বলিয়া স্থির করে, তাহারা বিষয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে এবং সংগৃহীত অর্থে ইচ্ছানুযায়ী বিষয়ভোগসুখলাভ করে। সময়ে সময়ে যথেষ্ট বিষয়ভোগ লাভ হইলেও সর্ব্বদা নিকটস্থ বা দেহসহজাত মৃত্যুচিন্তা ঐ জীবকে গুরু দুঃখ প্রদান করে। বধ্যব্যক্তি নিজ পার্শ্বেই মৃত্যুকে দেখিতে পায়। সুতরাং তখন সমাগত অর্থ বা ভোগ তাহার সুখপ্রদ হয় না। অতএব অর্থ ও কামকে যে পুরুষার্থ বলা হয়, তাহা খণ্ডিত হইল ॥২০॥

শ্রুতঞ্চ দৃষ্টবদ্দুষ্টং স্পর্দ্ধাসূয়াত্যয়ব্যয়ৈঃ।
বহ্বন্তরায়কামত্বাৎ কৃষিবচ্চাপি নিষ্ফলম্ ॥২১॥

অন্বয়। শ্রুতং চ (স্বর্গাদি চ) স্পর্দ্ধাসূয়াত্যয়ব্যয়ৈঃ (স্পর্দ্ধা পরসুখাসহনং, অসূয়া পরগুণে দোষাবিষ্করণম্, অত্যয়ো নাশঃ ব্যয়োঽপক্ষয়ঃ তৈঃ) দুষ্টম্ (অতঃ) দৃষ্টবৎ (অত্যয়োঽন্যস্যাতিশয়ঃ তং দৃষ্ট্বা তদ্ অপ্রাপ্ত্যা দুঃখমিত্যর্থঃ) অপি চ (কিঞ্চ) কৃষিবৎ (কৃষির্যথা বহুবিঘ্না তদ্বৎ) বহ্বন্তরায়কামত্বাৎ (বহবোঽন্তরায়া বৈগুণ্যাদিরূপা বিঘ্না যস্মিন্ কামে সুখে স কামো যস্মিন্ তস্য ভাবস্তত্ত্বং তস্মাৎ) (বহুসুখত্বেন শ্রুতমপি) নিষ্ফলং (ভবতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। স্বর্গাদিও স্পর্দ্ধা, অসূয়া, নাশ ও অপক্ষয়রূপ দোষের দ্বারা দুষ্ট বলিয়া দুঃখকর। বিঘ্নবহুল কৃষিকর্ম্মের ন্যায় যজ্ঞাদিকর্ম্মও নানাবিধ-বিঘ্নসঙ্কুল বলিয়া নিষ্ফল হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ। ইহ লোকে সুখং নাস্তীত্যুক্তং পরলোকেঽপি নাস্তীত্যাহ। শ্রুতঞ্চ স্বর্গাদ্যপি দুষ্টং। স্পর্দ্ধাং পরসুখাসহনং। অসূয়া পরগুণে দোষারোপঃ। অত্যয়ো নাশঃ। ব্যয়ঃ ভোগেন ভোক্ষ্যমাণস্য স্বর্গাদ্যাল্পতাপ্রতিপাদকঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিন্নাশস্তৈঃ। বহবোঽন্তরায়া বৈগুণ্যাদিরূপা বিঘ্না যস্মিন্ তস্মাৎ যজ্ঞাদিকাৎ কামঃ সুখং যত্র তস্য ভাবস্তত্ত্বং তস্মাৎ। কৃষির্যথা কদাচিন্নিষ্ফলা ভবেৎ তদ্বৎ ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ। ইহলোকে সুখ নাই, ইহা বলা হইল। পরলোকেও নাই, এখানে তাহাই বলিতেছেন। শ্রুত অর্থাৎ স্বর্গাদি দৃষ্টবৎ অর্থাৎ ঐহিক ভোগের ন্যায়। স্পর্দ্ধা অর্থাৎ পরের সুখ সহ্য না করা। অসূয়া অর্থাৎ পরের গুণে দোষারোপ। অত্যয় অর্থাৎ নাশ। ব্যয় অর্থাৎ ভোগের দ্বারা ভুক্তস্বর্গের অল্পতা-প্রতিপাদক কিছু কিছু নাশ। ইহাদের দ্বারা বহু অন্তরায় অর্থাৎ যাহাতে বৈগুণ্যরূপ-বিঘ্ন-বিশিষ্ট যজ্ঞাদিক কাম অর্থাৎ সুখ তাহার ভাব হইতে। যেমন কৃষি কখন কখন নিষ্ফলা হয়, সেইরূপ ॥২১॥

অনুদর্শিনী। ইহলোকে বিষয়ভোগে যেমন সুখ নাই, কেবল দুঃখ, পরলোক বা স্বর্গাদিলোকেও তদ্রূপ। কেননা উভয় লোক অনিত্য, ভোগের বিষয় অনিত্য এবং ভোক্তারও অস্থায়িত্ব।

'এবং হি লোকাঃ ক্রতুভিঃ কৃতা অমী
ক্ষয়িষ্ণবঃ সাতিশয়া ন নির্ম্মলাঃ'। ভাঃ ৭।৭।৪০

অর্থাৎ দেবগণের যাগযজ্ঞাদিদ্বারা স্বর্গাদিলোক সৃষ্ট হইয়াছে, বস্তুতঃ উহা বিশুদ্ধ নহে, পরন্তু ক্ষয়শীল।

"তদ্ যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।" - ছান্দোগ্য।

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে কর্ম্মচিত ফল যদ্রূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পরলোকে স্বর্গাদি-পুণ্যফলও তদ্রূপ বিনষ্ট হয়।

তাহা ছাড়া পুণ্যের তারতম্যে স্বর্গেও সুখের তারতম্য আছে। অর্থাৎ স্বর্গে কেহ রাজা এবং কেহ বা তাহার ভৃত্য। অতএব ইহলোকে যেমন দুঃখী ব্যক্তি সুখী ব্যক্তির সুখ সহ্য করিতে পারে না, দোষী ব্যক্তি গুণবানের গুণে দোষারোপ করে, স্বর্গেও উচ্চ-নীচ অবস্থা থাকায় ঐ সকল দোষ বর্ত্তমান। যথা—

এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতম্।
সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্॥ ভাঃ ১১।৩।২০

শ্রীপ্রবুদ্ধ বলিলেন—খণ্ডরাজ্যসমূহের অধিপতিগণের মধ্যে যেরূপ পরস্পর স্পর্দ্ধা, অসূয়াদি দেখা যায়, সেইরূপ কর্ম্মফলজনিত স্বর্গাদিপরলোকের অধিবাসিগণের মধ্যেও তুল্য ব্যক্তির প্রতি স্পর্দ্ধা, উচ্চপদস্থিতের প্রতি অসূয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং কর্ম্মার্জ্জিত ঐহিক ভোগ্যবস্তুর ন্যায় কর্ম্মার্জ্জিত পারলৌকিক ভোগ্যবস্তুও ভোগের দ্বারা ক্ষীয়মাণ বলিয়া উহাকে নশ্বর বলিয়া জানিবে।

ক্ষেত্র ও বীজের দোষে, জলাভাবে বা অত্যধিক বর্ষণে প্রাণীর উপদ্রবে, কালকৃত-বিঘ্নাদিতে কৃষিকার্য্য যেমন কখন কখন নিষ্ফল হয়; তদ্রূপ যে যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা যাজ্ঞিক ঐরূপ ক্ষয়িষ্ণু স্বর্গাদি-লোক লাভ করেন, সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানের ব্যতিক্রম, দেশ ও কালের উলঙ্ঘন, সৎপাত্রের অভাব, দক্ষিণাদির অভাব ও ন্যূনতা, যজমানের প্রবৃত্তি ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের আচরণের ক্রটী, মন্ত্রাদির

অযথা উচ্চারণ, বিঘ্ন-বৈগুণ্যাদি দোষসমূহ যজ্ঞফল—স্বর্গলাভে নিষ্ফল হয় ॥ ২১ ॥

অন্তরায়ৈরবিহিতো যদি ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
তেনাপি নির্জিতং স্থানং যথা গচ্ছতি তচ্ছৃণু ॥২২॥

অন্বয়। অন্তরায়ৈঃ অবিহিতঃ ধর্ম্মঃ যদি স্বনুষ্ঠিতঃ (সুষ্ঠুসম্পাদিতঃ তদা) তেন অপি (স্বধর্ম্মেণ) নির্জিতং (সাধিতং) স্থানং যথা (যেন প্রকারেণ) গচ্ছতি (ধ্বংসং প্রাপ্নোতি) তৎ শৃণু ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। যদিও যজ্ঞাদিধর্ম্ম বিঘ্নবৈগুণ্যাদিশূন্য হইয়া সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় তথাপি উক্তরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা প্রাপ্ত-স্বর্গাদিপদ যে প্রকারে বিনষ্ট হয়, তাহা শ্রবণ কর ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ। বিঘ্নবৈগুণ্যাদ্যভাবমঙ্গীকৃত্যাপি নাশ-দুঃখং দুষ্পরিহরমিত্যাহ,—অন্তরায়ৈরিতি পঞ্চভিঃ। নির্জ্জিতং সাধিতম্ ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিঘ্ন-বৈগুণ্যাদির অভাব স্বীকার করিলেও নাশজনিত দুঃখ অপরিহার্য্য—ইহাই পাঁচটী শ্লোকে বলিতেছেন। নির্জ্জিত অর্থাৎ সাধিত ॥ ২২ ॥

অনুদর্শিনী। কোন যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইলেও তাহাতে কোন বিশেষ ফল নাই। কারণ পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গাদি-লোকেরও ক্ষয় হয়। অতএব কালক্রমে যাহার নাশ হয়, তাহা যে দুঃখপ্রদ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
ভুঞ্জীত দেববৎ তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতান্ ॥২৩॥

অন্বয়। যাজ্ঞিকঃ ইহ (অস্মিন্ লোকে) যজ্ঞৈঃ দেবতাঃ (ইন্দ্রাদীন্) ইষ্ট্বা (পূজিত্বা) স্বর্লোকং (স্বর্গং) যাতি (লভতে) তত্র (স্বর্গে) দেববৎ নিজার্জ্জিতান্ (স্বকর্ম্মপ্রাপিতান্) দিব্যান্ ভোগান্ ভুঞ্জীত (ভুঙ্ক্তে) ॥২৩॥

অনুবাদ। যাজ্ঞিক পুরুষ ইহ জগতে যজ্ঞসকলের দ্বারা ইন্দ্রাদি-দেবতাগণের পূজা করিয়া স্বর্গপদ লাভ করেন এবং তথায় দেবতাগণের ন্যায় নিজ-পুণ্যফলে প্রাপ্ত দিব্যভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমান উপগীয়তে।
গন্ধর্ব্বৈর্বিহরন্ মধ্যে দেবীনাং হৃদ্যবেষধৃক্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়। হৃদ্যবেষধৃক্ (মনোহরবেশধারী সন্) স্বপুণ্যোপচিতে (স্বপুণ্যৈরুপচিতে প্রাপিতে সর্ব্বভোগ-সম্পন্নে) শুভ্রে বিমানে দেবীনাং (অপ্সরসাং) মধ্যে বিহরন্ (ক্রীড়ন্) গন্ধর্ব্বৈঃ উপগীয়তে (স্তূয়তে) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। মনোহরবেশধারী হইয়া নিজের পুণ্য-প্রাপ্ত, সর্ব্বভোগসম্পন্ন শুভ্রবিমানে অপ্সরাগণের মধ্যে ক্রীড়া করিয়া এবং গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া থাকেন ॥২৪॥

বিশ্বনাথ। দেবীনামপ্সরসাম্ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। দেবীগণের অর্থাৎ অপ্সরাদের ॥ ২৪ ॥

স্ত্রীভিঃ কামগযানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
ক্রীড়ন্ন বেদাত্মপাতং সুরাক্রীড়েষু নির্বৃতঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়। সুরাক্রীড়েষু (নন্দনাদিষু) কিঙ্কিণীজাল-মালিনা (ক্ষুদ্রঘণ্টিকাসমূহশোভিনা) কামগযানেন (কামেন ইচ্ছয়া গচ্ছতা বিমানেন) নির্বৃতঃ (হৃষ্টচিত্তঃ সন্) স্ত্রীভিঃ (সহ) ক্রীড়ন্ আত্মপাতং (আত্মনঃ পতনং) ন বেদ (ন চিন্তয়তি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। তিনি কিঙ্কিণীজালশোভিত স্বেচ্ছাবিহারী যানে হৃষ্টচিত্তে স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়ারত হইয়া পুণ্যক্ষয়ে আত্মপতন সম্বন্ধে চিন্তা করেন না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ। কামেন ইচ্ছয়া গচ্ছতা বিমানেন ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। কামগযান অর্থাৎ বিমান যাহা ইচ্ছাক্রমে যায় ॥ ২৫ ॥

তাবৎ সমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥ ২৬॥

অন্বয়। যাবৎ (যাবন্তং কালং ব্যাপ্য) পুণ্যং সমাপ্যতে (ভোগেন সমাপ্যতে) সঃ (লব্ধস্বর্গঃ পুমান্) তাবৎ (তাবন্তং কালং) স্বর্গে মোদতে (সুখেন বর্ত্ততে) (ততঃ) ক্ষীণপুণ্যঃ (পুণ্যক্ষয়ে) অনিচ্ছন্ (অপি) কালচালিতঃ (কালেন চালিতঃ পাতিতঃ সন্) অর্ব্বাক্ পততি (অধঃ পততি)॥ ২৬॥

অনুবাদ। যে কাল পর্য্যন্ত ভোগের দ্বারা পুণ্যের সমাপ্তি লাভ না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত স্বর্গগত পুরুষ স্বর্গে স্বর্গসুখ ভোগ করেন, অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাল-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অধঃপতিত হন॥ ২৬॥

বিশ্বনাথ। কালেন চালিতঃ পতিতঃ॥ ২৬॥

বঙ্গানুবাদ। কালচালিত অর্থাৎ কালকর্ত্তৃক চালিত বা পতিত॥ ২৬॥

অনুদর্শিনী। তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং।
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি॥
গী ৯।২১

অর্থ পূর্ব্বে ভাঃ ১১।৬।১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৬॥

যদ্যধর্ম্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামাত্মা কৃপণো লুব্ধঃ স্ত্রৈণো ভূতবিহিংসকঃ॥
পশূনবিধিনালভ্য প্রেতভূতগণান্ যজন্।
নরকানবশো জন্তুর্গত্বা যাত্যুল্বণং তমঃ॥
কর্ম্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্ব্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ।
দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ॥২৭-২৯॥

অন্বয়। (প্রবৃত্তির্দ্বিবিধা বিধ্যনুসারেণ কাম্যে কর্ম্মণি বা তল্লঙ্ঘনেনাধর্ম্মে বা, তত্র কাম্যে প্রবৃত্তের্গতিরুক্তা, অধর্ম্মপ্রবৃত্তের্গতিমাহ) যদি জন্তুঃ (জীবঃ) অসতাং সঙ্গাৎ অধর্ম্মরতঃ (অধর্ম্মে রতঃ) বা (অথবা) অজিতেন্দ্রিয়ঃ (ততশ্চ) কামাত্মা (বিষয়াবিষ্টচিত্তঃ) (ততঃ) কৃপণঃ (দীনঃ) (অতঃ) লুব্ধঃ (ভোগতৃষ্ণাকুলঃ) (অতঃ) স্ত্রৈণঃ (স্ত্রীলম্পটঃ) (তদর্থং) ভূতবিহিংসকঃ (প্রাণিপীড়াকরঃ সন্) অবিধিনা (শাস্ত্রবিধানং বিনৈব) পশূন্ আলভ্য (হত্বা) প্রেতভূতগণান্ যজন্ (আরাধয়ন্) অবশঃ (কর্ম্মাধীনঃ) নরকান্ গত্বা (লব্ধ্বা) অত্যুল্বণম্ (অতিপ্রবৃদ্ধং) তমঃ (স্থাবরতাং) যাতি (লভতে, কিঞ্চ) দেহেন (তেন স্থাবরশরীরেণ) পুনঃ দুঃখোদর্কাণি (দুঃখং এব উদর্কং উত্তরফলং যেষাং তানি) কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ তৈঃ (কৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ) (পুনঃ) দেহং (শরীরান্তরং) আভজতে (প্রাপ্নোতি) তত্র (প্রবৃত্তিমার্গে) মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ (মরণস্বভাবস্য জীবস্য) কিং সুখং (ন সুখং ন চ নিষ্কৃতিরিত্যুপসংহরতি)॥ ২৭-২৯॥

অনুবাদ। যদি জীব অসৎসংসর্গে অধর্ম্মরত বা অজিতেন্দ্রিয় হওয়ায় কামুক, কৃপণ, বিষয়ভোগতৃষ্ণাকুল, স্ত্রীলম্পট এবং তন্নিমিত্ত প্রাণিহিংসাকারী হইয়া শাস্ত্রবিধি ব্যতীত পশুবধপূর্ব্বক প্রেতভূতগণের যজন করিয়া কর্ম্মাধীনতাবশতঃ নরকলাভ ও স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ঐ স্থাবর-শরীরের দ্বারা পুনরায় পরিণামে দুঃখপ্রদ কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া সেই কর্ম্মহেতু পুনরায় তদুপযোগী দেহ লাভ করে, তাহা হইলে প্রবৃত্তিমার্গে ভ্রাম্যমান্ মর্ত্ত্যজীবের সুখ কিসের? ॥ ২৭-২৯॥

বিশ্বনাথ। কর্ম্মণামধিকারী দ্বিবিধঃ। ধার্ম্মিকোঽধার্ম্মিকশ্চ। তত্র প্রথমস্য গতিরুক্তা দ্বিতীয়স্য গতিমাহ,—যদীতি। বা শব্দাৎ স্বতোঽপি কশ্চিদজিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ। কামাত্মা তত এব কৃপণো দীনঃ। অতএব লুব্ধো ভোগতৃষ্ণাকুলঃ। স্ত্রৈণঃ স্ত্রীলম্পটঃ। তদর্থং ভূতবিহিংসকঃ। অবিধিনা "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত" ইত্যাদি-বিরুদ্ধবিধিনা। উল্বণং তমঃ স্থাবরত্বম্। এবং কর্ম্মসু প্রবৃত্তস্য নাস্তি সুখমিত্যুপসংহরতি, কর্ম্মানীতি॥ ২৭-২৯॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মের অধিকারী দ্বিপ্রকার। ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক। তন্মধ্যে ধার্ম্মিকের গতি বলা হইয়াছে, এক্ষণে দ্বিতীয়ের গতি বলিতেছেন, (২৭ শ্লোকে) বা 'শব্দে' কেহ বা (অসৎসঙ্গ-বিনাই) আপনা আপনি অজিতেন্দ্রিয় হইতে পারে, ইহার অর্থ। কামাত্মা বলিয়া

কৃপণ অর্থাৎ দীন। অতএব লুব্ধ অর্থাৎ ভোগতৃষ্ণাকুল। স্ত্রৈণ অর্থাৎ স্ত্রীলম্পট। সেইজন্য ভূত-বিহিংসক। (২৮শোকে) অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ "শ্যেনদ্বারা অভিচার যজ্ঞ করিব"—এই প্রকার বিরুদ্ধবিধিযোগে। উল্বণ (বা প্রবৃদ্ধ) তমঃ অর্থাৎ স্থাবরত্ব। এইরূপ কর্ম্ম-প্রবৃত্ত ব্যক্তির সুখ নাই—বলিয়া উপসংহার করিতেছেন (২৯ শ্লোকে)॥ ২৭-২৯॥

অনুদর্শিনী। শাস্ত্রবিধি-অনুসারে যাহারা ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করেন, তাঁহারা ধার্ম্মিক; এবং শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অধর্ম্মপথে অথবা স্বেচ্ছাচারে যাহারা অধর্ম্ম করে, তাহারা অধার্ম্মিক।

অধার্ম্মিকের গতি বলিতেছেন—অসদ্ব্যক্তির সঙ্গে লোকে অসৎ হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু কেহ বা অসৎসঙ্গ ব্যতীত আপনা আপনি অজিতেন্দ্রিয়। কেননা—

উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ।
আসক্তমনসো মর্ত্ত্যা আত্মনোঽনর্থহেতুষু॥

ভাঃ ১১।২১।২৪

অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

কামাত্মা অর্থাৎ কামুক ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে কৃপণ বা দীন। কেননা কাম, ভোগে উপশমিত হয় না। বরং ভোগ্যবস্তুলাভে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভোগপিপাসা বৃদ্ধি হয়। তখন ভোগ্যবস্তুরও পরিমাণে বা সংখ্যায় অধিক প্রয়োজন হয়। অতএব ভোগে অতৃপ্ত ব্যক্তির কোনও সুখ নাই—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ ভাঃ ৯।১৯।১৪

ঘৃতদ্বারা অগ্নি যেরূপ নির্ব্বাপিত হয় না, পরন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ কাম্য-বস্তুর উপভোগের দ্বারা ভোগপিপাসা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, উপশম প্রাপ্ত হয় না।

স্ত্রৈণ বা স্ত্রী-লম্পট পুরুষ জীবহিংসক। স্ত্রী-বাধ্য ব্যক্তি নিজেকে ভোগ্যা স্ত্রীর ভোক্তা অভিমান করিলেও প্রকৃতপক্ষে সে-ই ঔপস্থ্যসুখপ্রার্থী স্ত্রীভৃত্য এবং কুক্কুরতুল্য আচরণশীল (-ভাঃ ৭।১৫।১৮)। সে সর্ব্বদাই স্ত্রীর ইন্দ্রিয়-তোষণে রত। সুতরাং স্ত্রীদেহ-সংপোষণে সে প্রাণি-হিংসক।

শাস্ত্রবিধি-অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানে পুণ্যলাভে জীবের যেরূপ স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি হয়, আবার অবিধিপূর্ব্বক দুষ্ট-জনদ্বারা প্রলোভিত হইয়া ধনাদি প্রাপ্তির জন্য, শ্যেন-যজ্ঞানুষ্ঠানে পশুহত্যা করায় পরিণামে স্থাবরত্ব প্রাপ্তি হয়। সুতরাং কি ধার্ম্মিক আর কি অধার্ম্মিক উভয়ের মধ্যে কেহই দুঃখের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় না।

॥ ২৭-২৯॥

লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাম্।
ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ॥ ৩০॥

অন্বয়। (তথাপি লোকানাং নিত্যত্বাৎ অমর্ত্ত্য-ধর্ম্মত্বাচ্চ লোকপালানাং সুখমস্তীতি চেত্তত্রাহ)। লোকানাং (স্বর্গাদিভোগস্থানানাং তথা) কল্পজীবিনাং (কল্প-প্রমাণায়ুষাং) লোকপালানাং (দেবানামপি) মদ্ভয়ং (মত্তঃ কালরূপাদ্ ভয়ং বর্ত্ততে, কিঞ্চ) দ্বিপরার্দ্ধ-পরায়ুষঃ (দ্বৌ পরার্দ্ধৌ পরমায়ুর্যস্য তস্য) ব্রহ্মণঃ অপি মত্তঃ (কালাত্মকাৎ) ভয়ম্ (স্বপদাচ্চ্যুতিভয়ং বর্ত্ততে)॥ ৩০॥

অনুবাদ। স্বর্গাদিভোগস্থানসমূহ, কল্পান্তজীবী যাবতীয় লোকপালগণ, এমন কি দ্বিপরার্দ্ধকালজীবী ব্রহ্মারও কালরূপী আমার নিকট হইতে পুনরাবৃত্তিজনিত স্বপদচ্চ্যুতির ভয় বর্ত্তমান রহিয়াছে॥ ৩৫॥

বিশ্বনাথ। যচ্চ তুষ্যতু দুর্জ্জন ইতি ন্যায়েনাঙ্গী-কৃতং স্বর্গাদীনাং নিত্যত্বং তন্নিরাকরোতি, লোকানামিতি। স্বর্গলোকস্য তৎপালানাঞ্চ নৈব নিত্যত্বমিত্যাহ, লোকানা-মিতি। মৎ মত্তঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যু-র্ধাবতি পঞ্চমঃ" ইতি। এতেনৈব স্বয়মীশ্বরত্বাবিষ্কারেণে-শ্বরাভাবাঙ্গীকারঃ পরিত্যক্তঃ॥ ৩০॥

বঙ্গানুবাদ। দুর্জ্জন তুষ্ট হউক এই ন্যায় অনুসারে স্বীকৃত স্বর্গাদির যে নিত্যত্ব, তাহার নিরাকরণ

করিতেছেন। স্বর্গলোকের ও তৎপাল বা দেবগণের নিত্যত্ব নাই। মদ্ভয় অর্থাৎ আমা হইতে ভয়। এ সম্বন্ধে বেদ বলিতেছেন—"এই পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য্য উদিত হয়, অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হয়।" ইহাদ্বারাই স্বয়ং ঈশ্বরত্ব আবিষ্কারদ্বারা ঈশ্বরের অভাব (বা অনস্তিত্ব) স্বীকার পরিত্যক্ত হইল ॥ ৩০ ॥

অনুদর্শিনী। স্বর্গাদিলোকসমূহ অনিত্য—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" গীঃ ৮।১৬

পূর্ব্বে ১১।৬।১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য

যদা চাহীন্দ্রশয্যায়াং শেতেঽনন্তাসনো হরিঃ।
তদা লোকা লয়ং যান্তি ত এতে গৃহমেধিনাম্ ॥
ভাঃ ৩।৩২।৪

যখন ভগবান্ শ্রীহরি অনন্তশয্যায় শয়ন করেন, তখন গৃহমেধিগণের প্রাপ্য এই সকল লোক লয়প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মাদিরও ভগবান্ হইতে ভয়—

'যস্মাদ্বিভেম্যহমপি দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্য-
মধ্যাসিতঃ সকললোকনমস্কৃতং যৎ।' ভাঃ ৩।৯।১৮

ব্রহ্মা বলিলেন—হে ভগবন্, সর্ব্বলোকমান্য দ্বিপরার্দ্ধ-কালস্থায়ী স্থানারূঢ় হইয়াও আমি কাল হইতে ভীত হই।

সকলেই ভগবানের অধীন—

মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥ ভাঃ ৩।২৫।৪২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—ভীম প্রভঞ্জন আমার ভয়েই প্রবাহিত হয়, সূর্য্য আমার ভয়েই উত্তাপ প্রদান করে, ইন্দ্র আমার ভয়েই বারি বর্ষণ করে, অগ্নি আমার ভয়েই দহন করে এবং মৃত্যু আমার ভয়েই বিচরণ করে।

এই বাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেকেই ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং জৈমিনীয়গণের মতে—ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই—উক্তির খণ্ডন করিলেন ॥ ৩০ ॥

গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়। (অন্যদপি প্রৌঢ্যা পূর্ব্বমঙ্গীকৃতং নিরাকরোতি চতুর্ভিঃ)। তত্র যদুক্তং কর্ত্তৃভোক্তৃরূপ এবাত্মেতি তন্নিরাকরোতি) গুণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) কর্ম্মাণি (পাপ-পুণ্যরূপাণি) সৃজন্তি ন ত্বাত্মা, আত্মৈবেন্দ্রিয়াণি প্রবর্ত্তয়ন্ কর্ম্মাণি করোতীতি চেন্নেত্যাহ) গুণঃ (সত্ত্বাদিঃ) গুণান্ (ইন্দ্রিয়াণি) অনুসৃজতে (প্রবর্ত্তয়তি, ন ত্বাত্মা, অতঃ কর্ত্তৃত্বং নাস্তি, ভোক্তৃত্বমপ্যৌপাধিকমিত্যাহ) অসৌ (অহঙ্কারবান্) জীবঃ তু গুণসংযুক্তঃ (ইন্দ্রিয়সংযুক্তঃ সন্) কর্ম্মফলানি (সুখ-দুঃখাদীনি) ভুঙ্‌ক্তে (অনুভবতি) ॥৩১॥

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়বর্গই পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সত্ত্বাদিগুণসমূহই ঐ সকল ইন্দ্রিয়-বর্গকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে এবং অহঙ্কারযুক্ত জীবই ইন্দ্রিয়-দ্বারা সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে ॥৩১॥

বিশ্বনাথ। নরকানবশো জন্তুর্গন্ত্বেত্যুক্তং তত্র জীবস্যৈবং বৈবশ্যং কিং প্রযুক্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ, গুণা ইতি। গুণা ইন্দ্রিয়াণি কর্তৃণি কর্ম্মাণি দেবপূজাদীনি স্বপরস্ত্রীসম্ভোগশব্দাদিগ্রহণকৃষিবাণিজ্যাদীনি চাদৃষ্টদৃষ্ট-ফলানি সৃজন্তি কুর্ব্বন্তি। তাংশ্চ গুণান্ সদসদিন্দ্রিয়াণি গুণঃ সত্ত্বাদিঃ সৃজতে। জীবস্তু গুণৈঃ সদসদিন্দ্রিয়ৈঃ সত্ত্বাদিভিশ্চ সংযুক্তো ভদ্রাভদ্রাণি কর্ম্মফলানি ভুঙ্‌ক্তে ॥৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। 'অবশ (কর্ম্মাধীন) জন্তু নরকে গমন করিয়া' ইহা (২৮ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে জীবের এরূপ বৈবশ্য (অধীনতা) কিজন্য এইরূপ প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ কর্ত্তা হইয়া কর্ম্ম অর্থাৎ দেবপূজাদি, নিজ ও অপরের স্ত্রী সম্ভোগ, শব্দাদি-বিষয় স্বীকার, কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি অদৃষ্ট ও দৃষ্টফল সৃষ্টি করে। আর জীব গুণ অর্থাৎ সৎ অসৎ ইন্দ্রিয়-দ্বারা ও সত্ত্বাদি-দ্বারা সংযুক্ত হইয়া ভদ্রাভদ্র কর্ম্মফলসমূহ ভোগ করে ॥ ৩১ ॥

অনুদর্শিনী। জৈমিনীয়গণের মত—আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা—পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার অযথাত্ব প্রতিপাদনে বলিতেছেন—ইন্দ্রিয়সমূহ কর্ত্তা হইয়া কর্ম্ম করে। কিন্তু কর্ম্মমার্গে ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক আত্মা নহেন। সত্ত্বাদিগুণত্রয়ই ইন্দ্রিয়সমূহকে ভদ্রাভদ্র কর্ম্মে প্রেরণ করে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ গী ৩।২৭

জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবিমূঢ়স্বরূপে প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্য আমিই করি, এই জ্ঞানে আমি কর্ত্তা এইরূপ মনে করে। আর জীব, ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইয়া উপাধিসহকারে কর্ম্মফল ভোগ করে, নিরুপাধিক আত্মা ভোগ করেন না ॥৩১॥

যাবৎ স্যাদ্‌গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি ॥ ৩২ ॥

অন্বয়। (যচ্চোক্তমাত্মনো নানাত্বং তদপ্যৌপাধিকমিত্যাহ) যাবৎ গুণবৈষম্যং (গুণানাং বৈষম্যমহঙ্কারাদিকার্য্যরূপং) স্যাৎ (ভবেৎ) তাবৎ আত্মনঃ নানাত্বং (জীবস্যৈকস্যাপি দেবতির্য্যগাদিরূপত্বং স্যাৎ কিঞ্চ) যাবৎ আত্মনঃ (জীবস্য তাদৃক্) নানাত্বং (স্যাৎ) তদা এব হি পারতন্ত্র্যং (কর্ম্মাধীনত্বং স্যাৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। যে কাল পর্য্যন্ত অহঙ্কারাদি—কার্য্যরূপ সত্ত্বাদিগুণসমূহের বৈষম্য ঘটে, সেই কাল পর্য্যন্ত জীবের দেবতির্য্যগাদি নানাপ্রকাররূপ প্রাপ্তি হয়; যে পর্য্যন্ত জীবের তাদৃশ নানাবিধ-রূপত্ব লাভ হয়, তাবৎকাল তাহার কর্ম্মপরতন্ত্রতা থাকে ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ। গুণৈরিন্দ্রিয়ৈঃ কৃতা উচ্চনীচগতিপ্রাপ্তিলক্ষণং বৈষম্যং যাবৎ স্যাৎ তাবদাত্মনঃ একস্যাপি জীবস্য নানাত্বং দেবতির্য্যগাদিরূপত্বং স্যাৎ। যাবদেবং নানাত্বং তাবৎ পারতন্ত্র্যং কর্ম্মাধীনত্বম্ ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা কৃত উচ্চনীচগতিপ্রাপ্তি-লক্ষণ-বৈষম্য যে কাল পর্য্যন্ত থাকিবে সে কাল পর্য্যন্ত আত্মা অর্থাৎ একই জীবের নানাত্ব অর্থাৎ দেবতির্য্যক্ প্রভৃতিরূপ থাকিবে। যে কাল পর্য্যন্ত নানাত্ব, সে কাল পর্য্যন্ত পারতন্ত্র্য অর্থাৎ কর্ম্মাধীনত্ব ॥ ৩২ ॥

অনুদর্শিনী। এই শ্লোকে আত্মার যে নানাত্ব তাহা ঔপাধিক অর্থাৎ অহঙ্কারাদি-কার্য্যোপাধিক, কিন্তু স্বরূপ-নিবন্ধন নহে এবং তাঁহার কর্ম্মাধীনত্ব দেখাইতেছেন। একই জীবাত্মা যে কাল পর্য্যন্ত মায়াবদ্ধ থাকিবেন সেকাল পর্য্যন্ত তিনি প্রকৃতির অধীন এবং প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা চালিত হইয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহে যে সকল কর্ম্ম করিবেন তাহাতে দেবাদি উচ্চ এবং তির্য্যগাদি নীচ গতি লাভে নানারূপে পরিচিত হইবেন এবং সেকাল পর্য্যন্ত তাহার কর্ম্মাধীনত্ব থাকিবে।

যাবদস্যাস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্।
য এতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহ্যন্তি শুচার্পিতাঃ ॥৩৩॥

অন্বয়। (তচ্চ গূঢ়মভিপ্রেতং প্রবৃত্তিরেব শ্রেয়সী তত্রাহ) যাবৎ অস্য (জীবস্য) অস্বতন্ত্রত্বং (কর্ম্মাধীনত্বং) তাবৎ ঈশ্বরতঃ (কালরূপাৎ মত্তোঽপি) ভয়ং (সংসারভীতিবর্ত্ততে) যে (জীবাঃ) এতৎ (গুণবৈষম্যং তৎকৃতং ভোগং কর্ম্ম চ) সমুপাসীরন্ (সংসেবেরন্, লোকাদীনামনিত্যত্বাৎ) তে শুচা (শোকেন) অর্পিতাঃ (প্রোতাঃ সন্তঃ) মুহ্যন্তি (মুগ্ধা ভবন্তি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। যে কাল পর্য্যন্ত জীব কর্ম্মাধীন সেইকাল পর্য্যন্ত কালরূপী আমার নিকট হইতে তাহার সংসার ভয় থাকে। যে সকল জীব এই গুণবৈষম্য এবং তৎকৃত ভোগ ও কর্ম্মের সেবা করে, তাহারা শোকে নিমগ্ন ও মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ। তস্মাৎ প্রবৃত্তিরেব শ্রেয়সীতি যে আহুস্তানাক্ষিপতি যে এতৎ কর্ম্মৈব উপাসীরন্ সেবেরন্ তে শুচার্পিতাঃ শোকপ্রোতাঃ সন্তো মুহ্যন্তি ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব প্রবৃত্তিই ভাল, এইরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগের নিরাস করিতেছেন। যাঁহারা এই কর্ম্মেরই উপাসনা করিবে তাঁহারা শুচার্পিত শোকদ্বারা প্রোত (অভিভূত) হইয়া মোহ প্রাপ্ত হ'ন ॥ ৩৩ ॥

অনুদর্শিনী। যাঁহারা কেবল কর্ম্মেরই উপাসনা করেন তাঁহারা শোক-দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া ক্রমশঃ বিমোহিতই হইয়া থাকেন। অতএব প্রবৃত্তি দুঃখকর ॥৩৩॥

কাল আত্মাগমো লোকঃ স্বভাবো ধর্ম্ম এব চ।
ইতি মাং বহুধা প্রাহুর্গুণব্যতিকরে সতি ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়। (ন কেবলমনিত্যতামাত্রং কিন্তু মায়াময়ত্বমপীত্যাহ) গুণব্যতিকরে (মায়াক্ষোভে) সতি (লোকাঃ) মাং কালঃ আত্মা আগমঃ লোকঃ স্বভাব ধর্ম্মঃ এব বা ইতি বহুধা (বহুর্নামভিঃ) প্রাহুঃ (বদন্তি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। মায়াক্ষোভে জীব সকল আমাকে কাল, আত্মা, আগম, লোক, স্বভাব, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ। লোককালাগমাত্মনাং সর্ব্বেষামেব নিত্যত্বং যৎ পরমতমঙ্গীকৃত্যোক্তং তত্রাহ,—কাল ইতি। স্বভাবো দেবত্বাদিপরিণামহেতুঃ। ধর্ম্মস্তদ্ভোগহেতুঃ ইতি গুণব্যতিকরে মায়াক্ষোভে সত্যেব মামেব বহুধাভূতং তেষাং মন্মায়াশক্তিকার্য্যত্বাদাহুঃ। তস্মাদস্য জীবস্য কর্ম্মবন্ধবিমোচনার্থং যতনীয়মিতি মতং সাধিতম্ ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। লোককালাগমাত্ম (১৪শ্লোক) সকলেরই নিত্যত্ব এই যে পরমত অঙ্গীকার করিয়া কথিত হইয়াছে, সেই বিষয়ে বলিতেছেন। স্বভাব অর্থাৎ দেবত্বাদি-পরিণামহেতু। ধর্ম্ম অর্থাৎ তাহার ভোগহেতু এই গুণ-ব্যতিকর অর্থাৎ মায়াক্ষোভ হইলে বহুধাভূত (বা বহুনামে) আমাকেই অর্থাৎ সেগুলি আমার মায়াশক্তির কার্য্য বলিয়া থাকেন। অতএব এই জীবের কর্ম্মবন্ধনবিমোচন-জন্য চেষ্টা করা উচিত, এই মত সাধিত হইল ॥ ৩৪॥

অনুদর্শিনী। পূর্ব্বোক্ত ১৪শ শ্লোকে লোক, কাল আগম ও আত্মা এই চারিটী তত্ত্বের উল্লেখ আছে। এই শ্লোকে 'স্বভাব' ও 'ধর্ম্ম' পূর্ব্ব হইতে অধিক বলা হইয়াছে।

লোক অর্থাৎ স্বর্গাদি। কাল—ভোগ কাল। আগম—ভোগপ্রতিপাদকশাস্ত্র। আত্মা—ভোক্তাপুরুষ। স্বভাব—দেবত্বাদি-পরিণামের কারণ। ধর্ম্ম—দেবত্বাদি-ভোগের কারণ বা অদৃষ্ট।

অনীশ্বরবাদী জৈমিনী ঋষি মায়ামুগ্ধ হইয়া বিশ্ব-ব্যবহারসিদ্ধির জন্য ঐ সকলকে নিত্য বলিলেও উহা নিত্য নহে, সকলই অনিত্য এবং সকলকে বহুধাভূত ঈশ্বর বলিলেও তাহা নহে, ঈশ্বরের মায়াবিরচিত ব্যাপারসমূহ। অতএব জীবের কর্ম্মবন্ধন বিমোচনের জন্য নিবৃত্তি অবলম্বনে ঈশ্বরভজন করাই কর্ত্তব্য।

এই শ্লোকে কথিত 'স্বভাব'—সাংখ্যমত এবং 'ধর্ম্ম' জৈমিনী ও সাংখ্যসম্মত। অতএব জৈমিনিমত খণ্ডনের সঙ্গে সাংখ্যমতও খণ্ডিত হইল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আমরা দেখিতে পাই যে,—

কাল—ঈশ্বরের প্রভাব "প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে"
ভাঃ ৩।২৬।১৬

আগম—বেদ। ভগবানের নিঃশ্বাস হইতে উদ্ভূত—"অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদ"
বৃঃ আঃ ২ ৪।১০

আত্মা—জীব। ভগবানের অংশ (গী . ৫।৭)
এবং নিত্য ও বহু "নিত্যোনিত্যানাং" শ্বেঃ উঃ ৬।১৩

তাহা ছাড়া—কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে ॥
ভাঃ ২।৫।২১

শ্রীব্রহ্মা নারদকে বলিলেন—সেই মায়াধীশ ভগবান্ বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া আপনাতে অনুস্যূতভাবে স্থিত জীবের অদৃষ্ট, কাল এবং স্বভাবকে যদৃচ্ছাসহকারে সৃষ্টির জন্য আশ্রয় প্রদান করেন।

তাহা হইলে শ্রীভগবদুক্ত জৈমিনীয়গণের মতখণ্ডনে প্রযুক্ত শ্লোকটী ঈশ্বরকারণবাদিগণ কিরূপে মীমাংসা করিবেন ? তদুত্তরে বলা যায় যে, ইহা তাঁহাদেরও পক্ষে ঐ সকল দোষের নিমিত্ত নহে। কেননা—

লোক—অব্যক্তাখ্যকারণরূপে নিত্য হইলেও স্থূলরূপে অনিত্য।

আত্মাসমূহের—উপাধি-অংশে সর্ব্বথা নিত্যত্ব নাই কিন্তু স্বরূপেই নিত্যত্ব।

কাল—শ্রীভগবানের প্রভাবরূপ এবং আগম—তাঁহার নিঃশ্বাসাত্মক বলিয়া নিত্য, কিন্তু প্রলয়ে উভয়ের প্রচার নাই।

ধর্ম্ম—জীবের অদৃষ্ট বা দেবত্বাদি-ভোগের কারণ।

স্বভাব—সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরে ও জীবে লীনত্বে স্থিত। সৃষ্টিতে স্বভাবের পরিণামহেতু কর্ম্মেরই ধর্ম্মবিশেষে সম্যক্ উদ্বোধন হয়। গুণাদির কারণ ভাঃ ২।৫।২২

কিন্তু স্বভাব গুণাদির কারণ হইলেও এবং অবিদ্যাদ্বারা আত্মা উপহিত হইলেও সকল কারণই ঈশ্বরশক্ত্যাত্মক। তাই, উক্ত সকলই একমাত্র ঈশ্বরেরই আশ্রিত। সেই ঈশ্বরই—বক্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং 'স্বর্গাদি লোকসমূহ দেবগণ ও ব্রহ্মারও কালরূপী আমা হইতে ভয় আছে।' পূর্ব্বে ৩০শ শ্লোকে তাঁহারই শ্রীমুখের বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, তদ্ব্যতীত অর্থাৎ তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত অন্যত্র অনুরক্তগণের ভয় অনিবার্য্য। অতএব অন্যত্র বৈরাগ্যই শ্রেয়ঃ। আবার 'সেই সকল ব্যক্তি অতি কষ্টে মোক্ষসন্নিহিত প্রদেশে অধিরোহণ করিলেও আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করায় তথা হইতে অধঃ পতিত হন।'—ভাঃ ১০।২।৩২ শ্লোকে জ্ঞানমার্গেরও নিরাস করা হইয়াছে।—ক্রমসন্দর্ভ-টীকার মর্ম্ম ॥৩৪॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ

গুণেষু বর্ত্তমানোঽপি দেহজেষ্বনপাবৃতঃ।
গুণৈর্ন বধ্যতে দেহী বধ্যতে বা কথং বিভো ॥৩৫॥

অন্বয়। (হে) বিভো! দেহী (জীবঃ) গুণেষু বর্ত্তমানঃ অপি দেহজেষু (দেহজেষু কর্ম্মসু সুখদুঃখাদিষু) গুণৈঃ কথং ন বধ্যতে (তথাপি কথং বন্ধো ন ভবতি, তৈরাকাশবদনাবৃতত্বান্ন বধ্যতে ইতি চেত্তর্হি বন্ধো ন সম্ভবতীত্যাহ) অনপাবৃতঃ কথং বধ্যতে বা (কথং বা বন্ধো ভবতি) ॥৩৫॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে বিভো! দেহী গুণ সকলে বর্ত্তমান থাকিয়াও কি হেতু দৈহিক কর্ম্মাদির সুখাদিতে বদ্ধ হয় না অথবা গুণদ্বারা অনাবৃত অবস্থায় কি জন্য বদ্ধ হয়?

বিশ্বনাথ। নন্বু চ ভবন্মতে মোক্ষ এব পুরুষার্থোঽবগতঃ স চ ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসাদ্ভবতি তস্মিন্ সতি পুরুষো মুক্ত উচ্যতে ইতি ময়া ন বুধ্যতে ইত্যাহ,—গুণেষ্বিতি। মুক্তস্যাপি দত্তাত্রেয়-ভরতাদের্ভোজনশয়নাটনাদিশ্রবণাৎ স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয়ং তিষ্ঠত্যেব তস্মিংশ্চ স্থিতে সতি দেহজেষু গুণেষু বর্ত্তমানোঽপি তৈর্গুণৈর্দেহী কথং ন বধ্যতে। তথাপি তৈরাকাশবৎ চিন্ময়ত্বাদনাবৃতো জীবো ন বধ্যতে ইতি চেৎ তর্হি বন্ধো ন সম্ভবতীত্যাহ। অনাবৃতঃ কথং বধ্যত ইতি ॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, আপনার মতে মোক্ষই পুরুষার্থ বলিয়া জানা গেল, সেও ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যের অভ্যাসে হয়। তাহা হইলে পুরুষকে মুক্ত বলা হয় ইহা আমার বোধগম্য হইতেছে না; তাই বলিতেছেন। মুক্ত দত্তাত্রেয়, ভরত প্রভৃতির ভোজন-শয়ন-ভ্রমণাদি শুনিয়া স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহদ্বয় আছেই বুঝিতে হইবে। তাহা থাকিলে দেহজ গুণসমূহ বর্ত্তমান হইয়াও সেই সব গুণে দেহী কেন বদ্ধ হয় না। তথাপি চিন্ময় বলিয়া আকাশের ন্যায় অনাবৃত জীব গুণদ্বারা বদ্ধ হয় না ইহা যদি বলা যায়, তাহা হইলে বন্ধন সম্ভবপর হয় না, তাই বলিতেছেন—অনাবৃত কিরূপে বদ্ধ হইবে? ॥৩৫॥

অনুদর্শিনী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ করিয়া ভক্তবর উদ্ধব জীবগণেরই সন্দেহ নিরসনার্থে নিজে সন্দেহযুক্তের অভিনয় করিয়া প্রশ্ন করিলেন—ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য অভ্যাসে জীব মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু (১) স্থূল সূক্ষ্মদেহদ্বয়বদ্ধ জীব কিরূপে জীবদ্দশাতেই মুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়? (২) আবার আত্মা যদি নিত্যমুক্তই হন তাহা হইলে তাহার বন্ধনই বা সম্ভব কিরূপে? ॥৩৫॥

কথং বর্ত্তেত বিহরেৎ কৈর্ব্বা জ্ঞায়েত লক্ষণৈঃ।
কিং ভুঞ্জীতোত বিসৃজেচ্ছয়ীতাসীত যাতি বা ॥
এতদচ্যুত মে ব্রূহি প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর।
নিত্যবদ্ধো নিত্যমুক্ত এক এবেতি মে ভ্রমঃ ॥৩৬-৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে দশমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। (বদ্ধো মুক্তো বা) কথং বর্ত্তেত (তিষ্ঠেৎ কথং বা) বিহরেৎ কৈঃ লক্ষণৈঃ জ্ঞায়েত কিং ভুঞ্জীত উত (অপি চ কিং) বিসৃজেৎ (ত্যজেৎ) শয়ীত, আসীত যাতি বা (হে) প্রশ্নবিদাম্বর! অচ্যুত! এতৎ (বিষয়কং) প্রশ্নং একঃ এব (আত্মা) নিত্যবদ্ধঃ (মুক্তের্জ্জগত্যেহনিত্যত্ব-প্রসঙ্গাৎ) নিত্যমুক্তঃ ইতি (ইত্যপ্যঙ্গীকার্য্যং স্যাৎ তত্র) মে (মম) ভ্রমঃ (ভবতীত্যতস্তদুত্তরঞ্চ) মে ব্রূহি (কথয়) ॥৩৬-৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দশমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। বদ্ধ এবং মুক্ত জীব কিরূপে অবস্থান বা বিহার করেন, কোন্ কোন্ লক্ষণে পরিজ্ঞাত হন, কি ভোজন করেন, কোন্ কোন্ বস্তু ত্যাগ করেন, কিরূপে শয়ন, উপবেশন বা গমন করেন—হে শ্রেষ্ঠ প্রশ্নোত্তরবিদ্ অচ্যুত! আপনি এই সকল বিষয় এবং একই আত্মা কিরূপে নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত হয়, তৎসম্বন্ধে আমার যে ভ্রম আছে, তদুত্তর আমার নিকট বর্ণন করুন ॥৩৬-৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। যদি তু সৎস্বপি গুণেষু বিষয়েন্দ্রিয়াদিষু তদভিমানেন বধ্যতে তন্নিবৃত্ত্যা চ মুচ্যতে ইতি মতং তর্হি ময়া তথা কথং জ্ঞাতব্যমিতি পৃচ্ছতি, কথং বর্ত্তেত্যাদিনা। বর্ত্তনবিহরণভোজন-মূত্রপুরীষ-বিসর্জ্জন-শয়নাসন-গমনানি কর্ম্মাণি মুক্তস্য বদ্ধস্য চ তুল্যান্যেব দৃশ্যন্তে। তানি চ নিরভিমানানি সাভিমানানীতি ময়া কৈর্বা লক্ষণৈর্ধ্যায়তে ইতি। নিত্যমুক্তো দত্তাত্রেয়ভরতাদির্নিত্যবদ্ধো দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদিস্তুল্যদৈহিকক্রিয়ত্বাদেক এবেতি ভ্রম ইতি বৈল-ক্ষণ্যন্তু ময়া গ্রহীতুমশক্যমপ্যস্ত্যেব তৎ ত্বয়াহং জ্ঞাপয়িতব্য ইতি ভাবঃ। অত্র নিত্যপদমনধিকার্থম্ ॥৩৬-৩৭॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশস্য দশমঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দশমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। বিষয়েন্দ্রিয়াদি গুণসকল থাকিলেও যদি তাহার অভিমানেই বন্ধন ও তাহার নিবৃত্তির দ্বারা মোচন এই মত হয়, তাহা হইলে আমি ঐরূপ কিরূপে জানিব, ইহাই প্রশ্ন করিয়াছেন। বর্ত্তমানতা, বিহার, ভোজন, মলমূত্রত্যাগ, শয়ন, উপবেশন, গমন প্রভৃতি কর্ম্মমুক্ত ও বদ্ধের সমানই দেখা যায়। এই সকল বিষয় সাভিমান, না, নিরভিমান ইহা আমি কোন্ কোন্ লক্ষণের দ্বারা ধ্যান করিব। নিত্যমুক্ত দত্তাত্রেয়-ভরতপ্রভৃতি ও নিত্যবদ্ধ দেবদত্ত-যজ্ঞদত্ত প্রভৃতির দৈহিক-ক্রিয়া একই প্রকার হওয়ার জন্য ভ্রম এবং বৈলক্ষণ্য আমি গ্রহণ করিতে (বা বুঝিতে) না পারিলেও উহা আছেই। অতএব উহা আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিন। এস্থলে নিত্য পদের অর্থ অনধিক ॥৩৬-৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দশমাধ্যায়ের সাধুজন-সম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। সুচতুর ভক্ত উদ্ধব লোকমঙ্গল-কামনায় স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখে জীবতত্ত্বের মীমাংসা শ্রবণের প্রার্থনায় প্রশ্ন করিতেছেন—যদি বিষয়েন্দ্রিয়াদি-গুণ সকলে অভিমানের সদ্ভাবে ও অভাবে জীব বদ্ধ ও মুক্ত হন,—তাহার পরিচয় জানিব কিরূপে?

আহার-বিহারাদিতে অভিমানী ও নিরভিমানী ভেদ কোন্ লক্ষণের দ্বারা বুঝিব?

নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধের ক্রিয়ার ভেদ বুঝিব কি প্রকারে? ॥৩৬-৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বাদ্ ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়। (বন্ধমোক্ষয়োর্বাস্তবত্বাভাবাৎ ইত্যাহ) মে (মম) গুণতঃ (মদধীনসত্ত্বাদিগুণোপাধিতঃ) (আত্মা) বদ্ধঃ মুক্তঃ (চ) বস্তুতঃ ন, গুণস্য মায়ামূলত্বাৎ মে (মম) মোক্ষঃ ন বন্ধনং (চ) ন (নাস্তি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! আমার সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ের উপাধিবশে আত্মা বদ্ধ ও মুক্ত বলিয়া কথিত হয়, বাস্তবিকপক্ষে আত্মার বন্ধন বা মুক্তির সম্ভাবনা নাই। গুণসমূহ মায়ামূলক, সে কারণ স্বরূপতঃ আমার বন্ধন বা মুক্তি নাই ॥১॥

বিশ্বনাথ। একাদশে বদ্ধমুক্তবৈলক্ষণ্যস্য শিক্ষণম্।
সাধূনাং লক্ষণং ভক্তেরঙ্গান্যপ্যুক্তবান্ হরিঃ॥

কথং বন্ধঃ কথং মোক্ষ ইতি তব প্রশ্নোঽপি বস্তুতো ন ঘটত,—ইত্যাহ বদ্ধ ইতি। মে গুণতঃ মদধীনসত্ত্বাদি-গুণৈর্বদ্ধ ইতি ততো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা বস্তুতো ন সম্ভবতি। কুতঃ। গুণস্য গুণসম্বন্ধস্য মায়ামূলত্বান্মায়য়া অবিদ্যয়াতর্কশক্ত্যা দুর্ঘটস্য দেহেন্দ্রিয়াদিগুণসম্বন্ধস্য মিথৈ ব স্ফোরণাদিত্যর্থঃ। অতএব মে মম মতে ইতি শেষঃ। ন বন্ধনং বন্ধনাভাবাদেব ন মোক্ষশ্চ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ। একাদশ অধ্যায়ে শ্রীহরি, বদ্ধ ও মুক্তের বৈলক্ষণ্য বা পার্থক্যের শিক্ষা, সাধুদিগের লক্ষণ ও ভক্তির অঙ্গসমূহ বলিয়াছেন।

কিরূপে বন্ধ ও কিরূপে মোক্ষ হয়, তোমার এই প্রশ্নও বস্তুতঃ ঘটেনা আমার অধীন সত্ত্বাদিগুণদ্বারা বদ্ধ ও তাহা হইতে মুক্ত এই ব্যাখ্যা বস্তুতঃ সম্ভব নহে। কি হেতু, না, গুণ অর্থাৎ গুণসম্বন্ধ মায়ামূল বলিয়া অর্থাৎ মায়া বা অবিদ্যাজনিত অতর্ক্যশক্তিদ্বারা দুর্ঘট দেহেন্দ্রিয়াদি গুণ-সম্বন্ধ মিথ্যা বলিয়াই প্রকাশহেতু। অতএব আমার মতে বন্ধন নাই, আর বন্ধনের অভাবেই মোক্ষ নাই ॥ ১ ॥

সারার্থানুদর্শিনী। স্বভক্ত উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—বস্তুতঃ আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ নাই। তবে যে উহার ঐ অবস্থাদ্বয় দৃষ্ট হয়, উহা গুণতঃ সত্ত্বাদিগুণসকল মায়াময় অর্থাৎ আমারই মায়াশক্তিরই। অতএব মায়াধীশ, গুণনিয়ন্তৃ আমারই এই মত। আমার মতে কুতর্কের কোনও স্থান নাই।

আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ নাই—

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ
দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।
অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে
বিচার্য্যমাণে তরণাবিবাহনী ॥ ভাঃ ১০।১৪।২৬

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—ভববন্ধ ও মোক্ষ—এই দুইটী অজ্ঞানকৃত, সুতরাং সত্যজ্ঞান হইতে ভিন্ন। বিচার করিলে অবগত হওয়া যায় যে, সূর্য্যে যেরূপ দিবা ও রাত্রির অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ মায়াসম্বন্ধশূন্য অখণ্ড-অনুভব-স্বরূপ আত্মতত্ত্বে ঐ দুইটীর (বন্ধ ও মোক্ষ) অধিষ্ঠান নাই।

"তস্মিন্নজস্রচিত্যাত্মনি তৎস্বরূপে জীবে কেবলে দেহাদি সঙ্গরহিতে'—শ্রীলবিশ্বনাথ।

সূর্য্যস্বরূপে যেরূপ দিবা বা রাত্রি উভয়ই নাই,—সূর্য্য-প্রকাশে দিবা এবং সূর্য্যের অপ্রকাশে অর্থাৎ তদদর্শনে রাত্রি; সেইরূপ আত্মস্বরূপের অপ্রকাশে 'আমি' ও 'আমার" ইত্যাদি ভ্রমাত্মকজ্ঞানে বন্ধন এবং তৎপ্রকাশে মোক্ষ। বন্ধন অজ্ঞানকৃত অতএব অবাস্তব; সুতরাং মোক্ষও সেই অজ্ঞানের অপসারণ, অতএব উহাও অবাস্তব। অর্থাৎ অনাত্মধারণা হইতেই বন্ধ ও মোক্ষের উৎপত্তি, আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে উহা মিথ্যা।

"বধ্নন্তি নিত্যদা মুক্তং মায়িনং পুরুষং গুণাঃ।"
ভাঃ ২।৫।১৯

অতএব গুণসমূহ নিত্যমুক্ত-মায়ামুগ্ধ জীবকে বন্ধন করে।

নিত্যকাল মুক্তজীব বদ্ধ হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে জীবকে 'মায়ী' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ অনাদিকাল

হইতে ঈশবিমুখ জীবের মায়াপারবশ্যই ইহার কারণ। তন্নিমিত্ত গুণাবেশই বন্ধন। সাক্ষাৎ বন্ধন কিছু নাই, সে জন্য নিত্যমুক্ত বলা হইয়াছে।—(শ্রীজীব) ॥১॥

শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া।
স্বপ্নো যদাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী ॥২॥

অন্বয়। স্বপ্নঃ যথা আত্মনঃ (বুদ্ধেঃ) খ্যাতিঃ (বিবর্ত্তমাত্রং তদ্বৎ) শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিঃ (দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ) সংসৃতিঃ (সংসারঃ) চ মায়য়া (অবিদ্যয়া) বাস্তবী তু ন (ন বস্তুভূতা) ॥২॥

অনুবাদ। স্বপ্ন যেরূপ বুদ্ধির বিবর্ত্ত, সেইরূপ শোক, মোহ,সুখ, দুঃখ, দেহান্তরপ্রাপ্তি এবং সংসার মায়িক বলিয়া জানিবে, বাস্তবিক পক্ষে ইহা সত্য নহে ॥২॥

বিশ্বনাথ। অত্র বন্ধস্য মিথ্যাত্বপ্রকারং দর্শয়তি,—শোকমোহাবিতি। দেহাপত্তির্দেহাদ্দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ দেহস্য আপত্তিরাপদ্ মৃত্যুর্বা মায়য়া মায়িকোপাধিসম্বন্ধেন অবিদ্যয়া মায়িকোপাধিরন্তঃকরণে সূক্ষ্মদেহে জীবস্য অভিমানাদেব তদীয়ধর্ম্মাণাং শোকমোহাদীনামপি স্বীয়ত্বেন গ্রহণমিত্যর্থঃ। অতঃ শোকমোহাদিমত্ত্বলক্ষণা সংসৃতির্ন বাস্তবী ন বস্তুভূতা। শোকমোহাদীনাং মায়াসৃষ্টত্বেন সত্যত্বেঽপি তৎসম্বন্ধস্য জীবে অবিদ্যাকল্পিতত্বান্মিথ্যাত্বমিত্যর্থঃ। যথা আত্মনো বুদ্ধেঃ খ্যাতির্বিবর্ত্তঃ স্বপ্নো মিথ্যা তথা তথা ॥২॥

বঙ্গানুবাদ। এস্থলে বন্ধন যে মিথ্যা তাহার প্রকার প্রদর্শন করিতেছেন। দেহাপত্তি অর্থাৎ একদেহ হইতে অন্যদেহ প্রাপ্তি দেহের আপদ বা মৃত্যু। মায়া অর্থাৎ মায়িক উপাধি-সম্বন্ধদ্বারা; অবিদ্যাবশে মায়িক উপাধি সূক্ষ্মদেহ অন্তঃকরণে অভিমানজন্যই তাহার যে ধর্ম্ম শোকমোহাদিকে স্বীয় বলিয়া গ্রহণ। অতএব শোক-মোহাদিলক্ষণ সংসৃতি (সংসার) বাস্তব অর্থাৎ বস্তুভূত নয়। শোকমোহাদি মায়াসৃষ্ট বলিয়া সত্য হইলেও জীবে তাহার সম্বন্ধ অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া মিথ্যা, যেরূপ আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধির খ্যাতি অর্থাৎ বিবর্ত্ত, স্বপ্ন সেইরূপ মিথ্যা ॥২॥

অনুদর্শিনী। বন্ধনের মূলকারণ গুণত্রয় মায়াময় এবং সেই অতর্ক্যশক্তি মায়া হইতেই দেহেন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ। সেই দেহাদিও অনিত্য। কেননা, উহার জন্ম ও মৃত্যু লক্ষিত হয়। স্থূলদেহের ধর্ম্ম—জন্ম, মৃত্যু এবং সূক্ষ্মদেহ বা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম—শোকমোহাদি। সুতরাং মায়ার সৃষ্টিসম্পর্কে শোকমোহাদির সত্যতা থাকিলেও আত্মার উহা নাই। অতএব জীবের সহিত ঐগুলির সম্বন্ধ অবিদ্যা বা অজ্ঞানকল্পিত। স্বপ্নদর্শনকালে নিদ্রান্ধ জীব যেমন প্রকৃত বস্তুর অভাবেও স্বপ্নে দৃষ্টবস্তুগুলিকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করে, তৎকালে জাগ্রৎদর্শনের অভ্যাসে বুদ্ধি স্বয়ং তত্তদ্রূপে পরিণত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে, এবং বস্তুর অভাব থাকিলেও কেবল বুদ্ধির কাল্পনিক ভাবদর্শনে উৎকণ্ঠিত হয়, সেইরূপ শোকমোহাদি-ধর্ম্মযুক্ত অন্তঃকরণে জীব অভিমান করিয়া শোকমোহাদিগ্রস্ত হয় মাত্র; বস্তুতঃ আত্মধর্ম্মে শোকমোহাদি নাই।

জাগ্রতাদি অবস্থা বুদ্ধিরই, জীবের নহে—
জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ ॥
ভাঃ ১১।১৩।২৭ অর্থ পরে দ্রষ্টব্য ॥২॥

বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ॥৩॥

অন্বয়। (অতো বস্তুতো বিরোধস্তাবন্নাস্তি প্রতীতি-স্ত্বৌপাধিকী ঘটত ইত্যাহ) (হে) উদ্ধব! বিদ্যাবিদ্যে (বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ) মে (মম) মায়য়া বিনির্ম্মিতে আদ্যে (অনাদী অতো যাবদবিদ্যাং প্রবর্ত্তয়ামি তাবদ্বন্ধঃ যদা বিদ্যাং দদামি তদা মোক্ষঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ) শরীরিণাং (দেহিনাং) বন্ধমোক্ষকরী মম তনূ বিদ্ধি (জানীহি) ।৩॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়ই আমার মায়া নির্ম্মিত, অনাদি এবং আমার শক্তিস্বরূপ ও দেহিগণের বন্ধ-মোক্ষহেতু বলিয়া জানিবে ॥৩॥

বিশ্বনাথ। ননু কেয়মবিদ্যা যয়া মিথ্যাভূতেঽপি গুণসম্বন্ধঃ স্ফোরিতস্তত্রাহ। বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ। তন্বেতে

বন্ধমোক্ষাবাভ্যামিতি তনূ শক্তী শরীরিণাং বন্ধমোক্ষকরী বন্ধমোক্ষকার্যৌ বিদ্যা মোক্ষকরী অবিদ্যা বন্ধকরীত্যর্থঃ। ইমে চ মে মম মায়য়া মহাশক্ত্যা বিনির্ম্মিতে সৃষ্টে। কিঞ্চ মায়াবৃত্তিত্বাদেব তয়োর্মায়াসৃষ্টত্বমৌপচারিকমেবোচ্যতে ইত্যাহ। আদ্যে অনাদী,—"অনাদ্যনন্তমব্যক্তং নিত্যং কারণমব্যয়ম্" ইতি দ্বাদশোক্তেঃ 'পুংসোঽস্তি প্রকৃতির্নিত্যা' ইতি বৈদ্যকোক্তেশ্চ মায়াশক্তিরিব তদ্বৃত্তী বিদ্যাবিদ্যে অপি নিত্যে এব তদেবং মায়ায়াস্তিস্রো বৃত্তয়ঃ প্রধানমবিদ্যা বিদ্যা চ। প্রধানেনোপাধিঃ সত্য এব সৃজ্যতে অবিদ্যয়া তদধ্যাসো মিথ্যাভূতঃ বিদ্যয়া তদুপরাম ইতি তিসৃণাং কার্য্যম্ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, এই অবিদ্যা কে, যদ্দ্বারা মিথ্যাভূত ব্যাপারেও গুণসম্বন্ধ প্রকাশিত? তাহার উত্তর। বিদ্যা অবিদ্যা আমার তনু অর্থাৎ বন্ধ ও মোক্ষ এই বিদ্যা-অবিদ্যাদ্বারা বিস্তার লাভ করে, ইহা আমার শক্তি। শরীরিগণের মোক্ষবন্ধকরী। বিদ্যা মোক্ষকরী, অবিদ্যা বন্ধকরী। এই দুইটীও আমার মহাশক্তি মায়া-দ্বারা বিনির্ম্মিত অর্থাৎ সৃষ্ট। আর এই দুইটী মায়াবৃত্তি বলিয়া মায়াসৃষ্ট, ইহা উপচাররূপে বলা হয়, তাই বলিতেছেন। ইহারা আদ্যা অর্থাৎ অনাদি। দ্বাদশস্কন্ধে (১২।৪।১৯) 'অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, নিত্য, অব্যয়, জগৎ-কারণস্বরূপ' ও বৈদ্যকের উক্তি 'পুরুষের নিত্যা প্রকৃতি আছে' অনুসারে মায়াশক্তির ন্যায় তদ্বৃত্তি বিদ্যা ও অবিদ্যাও নিত্যাই। মায়ার তিনটী বৃত্তি—প্রধান, অবিদ্যা ও বিদ্যা। প্রধানকর্ত্তৃক সত্যের মত উপাধির সৃষ্টি, অবিদ্যাদ্বারা মিথ্যাভূত তাহার অধ্যাস এবং বিদ্যাদ্বারা তাহার উপরাম—এই তিনটীর কার্য্য ॥৩॥

অনুদর্শিনী। ভগবান্ই বিদ্যা ও অবিদ্যার আশ্রয়—

সৃতী বিচক্রমে বিশ্বঙ্ সাশনানশনে উভে।
যদবিদ্যা চ বিদ্যা চ পুরুষস্তূভয়াশ্রয়ঃ ॥ ভাঃ ২।৬।২১

শ্রীব্রহ্মা নারদকে বলিলেন— সেই বিশ্বপরিভ্রমণকারী জীব, ভোগ ও অপবর্গপ্রাপ্তির সাধন-স্বরূপ পন্থাদ্বয়ে ভ্রমণ করেন। পরমেশ্বর বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়ের আশ্রয়।

অতএব—বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোক্ষকঃ।
কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ ॥ স্কন্দে

কৈবল্যপ্রদ পরমব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণুই জীবকে সংসার-পাশে আবদ্ধ করেন এবং সংসারপাশ হইতে মুক্তিপ্রদান করেন।

'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ'-ভাঃ ১১।২।৩৭—অর্থাৎ দ্বিতীয়াভিনিবেশ—দেহেন্দ্রিয়াদিউপাধিতে অভি-নিবেশ বা অভিমান হইতে ঈশবিমুখ জীবের ভয় বা সংসার হয়। এই ন্যায়ে ভবরোগের মূল নিদান বৈমুখ্যই। সেই বিমুখজীবের বন্ধন,মায়ার কার্য্য হইলেও মায়া ভগবানেরই শক্তি বলিয়া ভগবানই মায়ার ভবপাশদ্বারা বহির্ম্মুখ জীবের বন্ধক, উন্মুখের কিন্তু মোচক। সুতরাং বিষ্ণুই মোক্ষদাতা, অন্যে নহে।

'যে করয়ে বন্দী, প্রভু! ছাড়ায় সে-ই সে।'
চৈতন্যভাগবত ম ১ অ

শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া ও তাহার বৃত্তি নিত্যা। বিদ্যা ও অবিদ্যা ভগবানের মায়াদ্বারা বিরচিত বলিয়া তদুভয়ের সৃষ্টিও ঔপচারিক মাত্র। সেই মায়া জীবমোহিনী—

ষষ্ঠস্তু তমসঃ সর্গো যস্ত্ববুদ্ধিকৃতঃ প্রভো॥"
ভাঃ ৩।১০।১৭

শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে বলিলেন—অবিদ্যা পরমেশ্বরের জীবমোহিনী শক্তিদ্বারা কৃত হইয়াছে, সেই অজ্ঞানই ষষ্ঠ সৃষ্টি।

"মায়ার তিনটী বৃত্তি—প্রধান, অবিদ্যা ও বিদ্যা। 'প্রধানের' দ্বারা মহদাদি পৃথিব্যান্ত সর্ব্বতত্ত্ব সৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় সত্য। যে সকলের দ্বারা সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপ জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়া জীবমোহিনী 'অবিদ্যা' দ্বারা জীবসম্বন্ধ-অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভি-নিবেশাত্মক তমঃ অর্থাৎ পঞ্চবিধ অজ্ঞান সৃষ্ট হয়, উহা অসত্য। এই প্রকারে প্রধান ও অবিদ্যাদ্বারা সত্যমিথ্যাত্মক এই জগৎ সৃষ্ট হয়। তৃতীয়া 'বিদ্যা'দ্বারা কিন্তু পঞ্চবিধ অজ্ঞান-নিবর্ত্তক জ্ঞান সৃষ্ট হয়।"—শ্রীবিশ্বনাথ ॥৩॥

———

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ ॥৪॥

অন্বয়। (ভ্রান্তিং ব্যাবর্ত্তয়ন্ বন্ধ-মোক্ষ-ব্যবস্থামুপপাদয়তি) (হে) মহামতে! একস্য এব মম অংশস্য অনাদেঃ অস্য জীবস্য এব অবিদ্যয়া বন্ধঃ (ভবতি) তথা বিদ্যয়া ইতরঃ চ (মোক্ষশ্চ ভবতি) ॥৪॥

অনুবাদ। হে মহামতে! অদ্বিতীয়স্বরূপ আমার অংশে জীব উদ্ভূত হইয়া অবিদ্যাদ্বারা তাহার বন্ধনপ্রাপ্ত এবং বিদ্যাদ্বারা মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥৪॥

বিশ্বনাথ। তাভ্যামেব মদীয়শক্তিভ্যামবিদ্যাবিদ্যাভ্যাং মদীয়জীবশক্তের্দেহাধ্যাসপ্রসারণাপ্রসারণাভ্যামবস্তুভূতাবপি বন্ধমোক্ষৌ প্রত্যায়িতৌ মদীয়সৃষ্ট্যাদিলীলাশক্তিপ্রেরণবশাদেবেত্যাহ,—একস্যৈবেতি। অংশস্য বিভিন্নাংশশব্দবাচ্যস্য 'প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ'। ইতি মদুক্তের্জীবস্য মচ্ছক্তিত্বেঽপি 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' ইতি মদুক্তেরেবাংশত্বঞ্চেত্যর্থঃ। ননু শরীরিণামিতি পূর্ব্বোক্তঃ, "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইতি শ্রুতেশ্চ জীবানাং বহুত্বেঽপি কথমেকস্যেত্যুক্তং। উচ্যতে। একস্যা অপি তটস্থাখ্যজীবশক্তের্বৃত্তিবাহুল্যাদেব বহবো জীবা ইত্যুচ্যন্তে। যথা একস্যা অপি বহিরঙ্গাখ্যায়া মায়াশক্তেঃ প্রথমং অবিদ্যাবিদ্যা চেতি দ্বে বৃত্তী তয়োশ্চাপি প্রতিজীবং বৃত্তিবাহুল্যাদ্বহুত্বমেব। যথা চ মায়াবৃত্তীনাং মায়াশব্দবাচ্যত্বং তথৈব জীববৃত্তীনামপি জীবশব্দবাচ্যত্বম্। কিঞ্চ। জীবশক্তিমায়াশক্ত্যোর্বৃত্তীনামপি নিত্যত্বমেব জ্ঞেয়ং-নিত্যো নিত্যানামিতি বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে ইত্যাদিবচনেভ্যঃ অবিদ্যাধ্বংসে সতি জীবস্য নির্ব্বাণ ইত্যাদিবাক্যেষু ধ্বংসনির্ব্বাণশব্দাভ্যামুপরাম-ব্রহ্মসাযুজ্যে উচ্যতে। ব্রহ্মণা সহ যুজ্যতে ইতি স যুক্ তস্য ভাবঃ সাযুজ্যমিতি জীবস্য ন তত্র স্বরূপধ্বংসঃ॥ কিঞ্চ "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা। অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে। যয়া ক্ষেত্রশক্তিঃ সা তারতম্যেন বর্ত্ততে" ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তের্জীবশক্তির্মায়াশক্তেঃ প্রায়ো বশীভূতা সৃষ্টিলীলাসিদ্ধ্যর্থমিত্যাহ,—বন্ধ ইতি। অস্য জীবস্য অবিদ্যয়া বন্ধঃ স চ কর্ম্মণোঽনাদিঃ মোক্ষসম্ভবাৎ শান্তঃ। ইতরো মোক্ষঃ স চ জন্যত্বাৎ সাদিরনশ্বরত্বান্নিরন্তো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অবিদ্যা ও বিদ্যা মদীয় এই দুই শক্তিদ্বারা আমার জীবশক্তির দেহাধ্যাস প্রসারণ ও অপ্রসারণ বশতঃ অবস্তুভূত হইলেও বন্ধমোক্ষ আমার সৃষ্টি প্রভৃতি লীলাশক্তির প্রেরণাক্রমেই হইয়া থাকে। অংশ অর্থাৎ বিভিন্নাংশ-শব্দবাচ্য। গীতায় (৭।৫) 'যাহার দ্বারা এই জগৎ ধৃত বা ব্যাপ্ত, সেই জীবভূতা প্রকৃতি বা শক্তিকে আমার পরাশক্তি বলিয়া জানিবে॥'—আমার এই উক্তি-অনুসারে জীব আমার শক্তি হইলেও গীতায় (১৫।৭) 'জীবলোকে সনাতন জীবভূত আমারই অংশ'—আমার এই উক্তি অনুসারে অংশত্বও স্ফুটিত। আচ্ছা, 'বহুশরীরীর' পূর্ব্বোক্তি (ভাঃ ১১।১১।৩) অনুসারে এবং বেদের (কঠোপনিষৎ ২।১৩, শ্বেতাশ্বতর) ৬।১৩ 'যিনি নিত্যবস্তু সমূহের মধ্যে নিত্য, চেতনবস্তু সমূহের মধ্যে চেতন, যিনি এক হইয়াও বহু (জীবের) কামনা পূরণ করেন'—এই উক্তি-অনুসারেও জীব বহু হইলেও কেন এক বলা হইল? উত্তর—তটস্থানাম্নী জীবশক্তি এক হইলেও, তাহার বৃত্তিবাহুল্যবশতঃ জীবসকল বহু ইহা বলা হয়, যেমন বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এক হইলেও প্রথমে অবিদ্যা, বিদ্যা এই দুই বৃত্তি, ইহাদেরও প্রতিজীবে বৃত্তিবাহুল্যহেতু বহুত্ব। যেমন মায়াবৃত্তিগুলি মায়াশব্দবাচ্য, সেইরূপ জীববৃত্তিগুলিও জীবশব্দবাচ্য। আর জীবশক্তি মায়াশক্তির বৃত্তিগুলি নিত্য বলিয়াই জানিতে হইবে। (উপরিউক্ত) 'নিত্যবস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য', (৩য় শ্লোকে) 'প্রথম দুইটী বন্ধমোক্ষকরী'—এই সকল বচন অনুসারে 'অবিদ্যার ধ্বংস হইলে জীবের নির্ব্বাণ' প্রভৃতি বাক্যে ধ্বংস, নির্ব্বাণ শব্দ দুইটী দ্বারা উপরাম ব্রহ্মসাযুজ্যকে বলা হয়। 'ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হয়' সে স্থলে জীবের স্বরূপ ধ্বংস হয় না। আর 'বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা, কর্ম্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যা। যাহার সহযোগে সেই ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি তারতম্য অনুসারে বর্ত্তমান।'—বিষ্ণুপুরাণের এই উক্তিবলে জীব-

শক্তি সৃষ্টিলীলা-সিদ্ধিনিমিত্ত মায়াশক্তির প্রায়ই বশীভূত। এই জীবের অবিদ্যাকর্তৃক বন্ধন, সে কর্ম্ম হইতে অনাদি মোক্ষসম্ভবজন্য শান্ত, ইতর অর্থাৎ মোক্ষ, সে উৎপত্তি-যোগ্য বলিয়া আদিযুক্ত, অনশ্বর হেতু নিরন্ত বলিয়া জ্ঞাত ॥ ৪ ॥

অনুদর্শিনী। আমি এক, জীব আমার বিভিন্নাংশ এবং বহু। অবিদ্যা-দ্বারাই তাহার বন্ধন এবং বিদ্যাদ্বারা মুক্তি লাভ হয়। পূর্ণ আমার বন্ধন ও মোক্ষ-ভাবদ্বয় নাই। আমার অংশের উপরই অবিদ্যা ও বিদ্যার প্রভুত্বক্রিয়া।

জীবতত্ত্ব-শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্বশক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥

চরিতামৃত আ ৭ পঃ

কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন-প্রধান।
'চিচ্ছক্তি', 'মায়াশক্তি', 'জীবশক্তি'-নাম ॥
'অন্তরঙ্গা', 'বহিরঙ্গা', 'তটস্থা' কহি যারে।

ঐ ম ৮ প

ঈশ্বর—স্বতন্ত্র, চিৎসিন্ধু, সর্ব্বব্যাপী, একই।

জীব—অধীন, চিৎকণ, স্বোপাধিব্যাপিশক্তিক, অনেক—অবিদ্যাবদ্ধ ও কেহ কেহ অবিদ্যামুক্ত।

মায়া—অচিৎ, প্রধান, অবিদ্যা ও বিদ্যাভেদে তিন প্রকার—

জীব ভগবানের বিভিন্নাংশ —

অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপশক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥
স্বাংশ-বিভিন্নাংশরূপে হঞা বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥
স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন ॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার।
এক—'নিত্যমুক্ত,' এক-'নিত্যসংসার' ॥
'নিত্যমুক্ত'—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণপারিষদ' নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥
'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে ॥
কামক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায় ॥
তাঁর উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণনিকট যায় ॥

চরিতামৃত ম ২২প

গুণসমূহ ভগবানের তটস্থাশক্তিবৃত্তিরূপ জীবকে বন্ধন করে—ভগবানের তটস্থাশক্তিভূত বলিয়া---নিত্যমুক্তজীবের অনাদিবহির্ম্মুখতা ও উন্মুখতা উভয়ই আছে। মায়া ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিতা। সুতরাং ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিত জীবের সহিত মায়ার সঙ্গ হওয়া খুবই সম্ভবপর।

—শ্রীবিশ্বনাথ

সুতরাং—কার্য্যকারণকর্তৃত্বে দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়াঃ।
বধ্নন্তি নিত্যদা মুক্তং মায়িনং পুরুষং গুণাঃ ॥

ভাঃ ২।৫।১৯

অর্থাৎ অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব—ইহাদের কর্তৃত্বে মহাভূতরূপ দ্রব্য, দেবতারূপ জ্ঞান, ইন্দ্রিয়রূপ ক্রিয়ার আশ্রয়স্বরূপ অর্থাৎ তত্তদভিমানের দ্বারা অভিভূত করিয়া মায়ামুগ্ধ রহিত তটস্থা জীবকে বন্ধন করে।

জীব নিত্য বলিয়া জীবের ধ্বংস নাই। সুতরাং 'ব্রহ্মসাযুজ্যে' জীবের নাশ হয় না, ব্রহ্মসহ যোগ বা মিলন হয়।

কর্ম্ম অনাদি ও বিনাশী। সুতরাং কর্ম্ম হইতে মুক্তি সম্ভব। বন্ধন হইলে মোচন, নতুবা মুক্তির প্রয়োজন কি ? অতএব মুক্তি আদিযুক্ত বলিয়া উহা অন্তযুক্ত অর্থাৎ চরমে অর্থাৎ অজ্ঞাননাশে জীবের স্বরূপজ্ঞানলাভে মোক্ষের প্রয়োজনীয়তা নাই ॥ ৪ ॥

অথ বদ্ধস্য মুক্তস্য বৈলক্ষণ্যং বদামি তে।
বিরুদ্ধধর্ম্মিণোস্তাত স্থিতয়োরেকধর্ম্মিণি ॥ ৫ ॥

অন্বয়। (তদেবং ব্যবস্থামুপপাদ্য কথং বর্ত্তত ইত্যাদি বৈলক্ষণ্য-প্রশ্নস্যোত্তরমাহ) (হে) তাত! (বৎস!) অথ (অনন্তরম্) একধর্ম্মিণি (একস্মিন্ শরীরে) স্থিতয়োঃ (নিয়ম্য-নিয়ন্তৃরূপেণ স্থিতয়োঃ) বিরুদ্ধধর্ম্মিণোঃ (শোকানন্দরূপবিরুদ্ধধর্ম্মযুক্তয়োঃ) বদ্ধস্য (জীবস্য) মুক্তস্য (ঈশ্বরস্য চ) বৈলক্ষণ্যং (ভেদং) তে (তব সমীপে) বদামি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! অনন্তর এক শরীরে নিয়ম্য-নিয়ন্তৃভাবে অবস্থিত শোক ও আনন্দ-ধর্ম্মবিশিষ্ট বদ্ধ জীব এবং মুক্ত ঈশ্বরবস্তুর ভেদ তোমার নিকট বলিতেছি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ। যদুক্তং। কৈর্বা জ্ঞায়েত লক্ষণৈরিতি তত্রাহ, অথেতি। অয়ং জীবো বদ্ধঃ। অয়ং জীবো মুক্ত ইতি যথোচ্যতে। তথা জীবাত্মা বদ্ধঃ পরমাত্মা মুক্ত ইত্যপি। অয়মাত্মা অপহতপাপ্মেত্যিবদুচ্যত এবেত্যতঃ প্রথমং জীবাত্মপরমাত্মনোর্বৈলক্ষণ্যমাকর্ণয়েত্যাহ,—সার্দ্ধ-দ্বয়েন। বিরুদ্ধধর্ম্মিণোঃ শোকানন্দধর্ম্মবতোরেকস্মিন্ ধর্ম্মিণি শরীরে নিযম্যনিয়ন্তৃত্বেন স্থিতয়োঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাহা বলা হইয়াছে কি কি লক্ষণ দ্বারা তাহা জানা যায়? (ভাঃ ১১।১০।৩৬) তাই বলিতেছেন—এই জীব বদ্ধ, এই জীব মুক্ত—ইহা যেমন বলা হয়, সেইরূপ জীবাত্মা বদ্ধ, পরমাত্মা মুক্ত—ইহাও, এই আত্মা অপহতপাপ্মা (বা পাপমুক্ত) ইহারই ন্যায় বলা হয়। অতএব প্রথমে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য শ্রবণ কর, এই কথা সার্দ্ধ দুইটী (আড়াইটী) শ্লোকে বলা হইতেছে। বিরুদ্ধধর্ম্মী অর্থাৎ শোক ও আনন্দধর্ম্মময় দুইটীর একধর্ম্মময় শরীরে স্থিত অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত ও নিয়ন্তারূপে অবস্থিত ॥ ৫ ॥

অনুদর্শিনী। বদ্ধ—শোকগ্রস্ত ও নিয়ম্যজীব, মুক্ত—আনন্দময় ও নিয়ন্তা পরমাত্মা ॥ ৫ ॥

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন
মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়। সদৃশৌ (চিদ্রূপত্বাৎ তুল্যরূপৌ) সখায়ৌ (অবিয়োগাদৈকমত্যাচ্চ) এতৌ (জীবেশ্বররূপৌ) সুপর্ণৌ (বৃক্ষাৎ পক্ষিণাবিব দেহাৎ পৃথক্ভূতৌ পক্ষিরূপৌ দ্বৌ) যদৃচ্ছয়া (অনিরুক্তয়া মায়য়া) বৃক্ষে (বৃশ্চ্যত ইতি বৃক্ষো দেহঃ) এতৌ (আগতৌ) কৃতনীড়ৌ চ (কৃতং নীড়ং নিকেতনং হৃদয়রূপং যাভ্যাং তৌ তথাভূতৌ স্তঃ) তয়োঃ (মধ্যে) একঃ (জীবঃ) পিপ্পলান্নং (পিপ্পলোঽশ্বত্থো দেহস্তস্মিন্নদনীয়ং কর্ম্মফলং) খাদতি (ভক্ষয়তি) অন্যঃ (ঈশ্বরঃ) নিরন্নঃ (অভোক্তা) অপি (নিজানন্দতৃপ্তঃ) বলেন (জ্ঞানাদি-শক্ত্যা) ভূয়ান্ (অধিকো ভবতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। চিৎস্বরূপবশতঃ পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত, অবিয়োগ ও ঐকমতনিবন্ধন পরস্পর বন্ধুভাবে অবস্থিত জীব ও ঈশ্বররূপ পক্ষিদ্বয় যদৃচ্ছাক্রমে দেহবৃক্ষে আগত হইয়া হৃদয়নিকেতনে অবস্থান করেন। তাহার মধ্যে একটি অর্থাৎ জীব, অশ্বত্থরূপী দেহবৃক্ষের কর্ম্মফল ভোগ করেন, অপরটি অর্থাৎ ঈশ্বর, কর্ম্মফল ভোগ না করিয়াও নিজজ্ঞানশক্তিবলে সমধিকরূপে বিরাজ করেন ॥৬॥

বিশ্বনাথ। সুপর্ণৌ বৃক্ষাৎ পক্ষিণাবিব দেহাৎ পৃথগভূতৌ সদৃশৌ চিদ্রূপত্বাৎ সখায়ৌ সহযোগাৎ। যদৃচ্ছয়েতি। বৃক্ষয়োরাসক্ত্যানাসক্তিপূর্ব্বকনীড়করণে তদীয়পিপ্পলান্নভোজিত্বাভোজিত্বে চ হেত্বভাব উক্তঃ। মায়য়াবৃশ্চ ত ইতি বৃক্ষো দেহঃ। "ঊর্দ্ধমূলমবাক্‌শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্" ইতি স্মৃতেশ্চ। তস্মিন বৃক্ষে আসক্ত্যানাসক্তি-পূর্ব্বকং কৃতং নীড়ং নিকেতনং হৃদয়রূপং যাভ্যাং তৌ তয়োর্মধ্যে একো জীবঃ পিপ্পলান্নং পিপ্পলোঽশ্বত্থো দেহস্তস্মিন্নদনীয়ং কর্ম্মফলমিত্যর্থঃ। খাদতি ভুঙ্‌ক্তে অন্যঃ পরমাত্মা নিরন্নঃ অভোক্তাপি নিজানন্দতৃপ্তো বলেন জ্ঞানাদিশক্ত্যা ভূয়ানধিকঃ। শ্রুতিশ্চ—"দ্বাসুপর্ণা সযুজা

সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। দুইটী সুপর্ণ অর্থাৎ বৃক্ষসম্বন্ধে পৃথক্‌ভূত দুইটী পক্ষী, দেহসম্বন্ধে পৃথক্‌ভূত, চিৎরূপ বলিয়া সদৃশ, সহযোগ হেতু সখা, যদৃচ্ছাক্রমে—ইহাদ্বারা বৃক্ষ দুইটীতে আসক্তি ও অনাসক্তিপূর্ব্বক নীড়নির্ম্মাণ বিষয়ে উহাদের পিপ্পলান্ন ভোজন ও অভোজন ব্যাপারে হেতু নাই, ইহাই কথিত হইতেছে। মায়াকর্ত্তৃক যাহাকে ছেদ করা হয়, তাহা বৃক্ষ অর্থাৎ দেহ। যিনি উর্দ্ধমূল নিম্নমুখ শাখাযুক্ত বৃক্ষকে সংপ্রতি জান'—বেদের এই অনুসারে, উর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বত্থকে অব্যয় বলিয়াছেন,—এই স্মৃতি (গী ১৫।১) অনুসারে। সেই বৃক্ষে আসক্তি ও অনাসক্তিপূর্ব্বক যে দুইটী নীড় অর্থাৎ হৃদয়রূপ নিকেতন নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেই দুইটীর মধ্যে এক অর্থাৎ জীব পিপ্পলান্ন অর্থাৎ পিপ্পল অশ্বত্থ বা দেহ তাহাতে অদনযোগ্য (ভোগ্য) কর্ম্মফল, খায় অর্থাৎ ভোগ করে। অন্য অর্থাৎ পরামাত্মা নিরন্ন অর্থাৎ অভোক্তা হইয়াও নিজানন্দতৃপ্ত বলিয়া বলে অর্থাৎ জ্ঞানাদিশক্তিবলে ভূয়ান্ অর্থাৎ অধিক। এবিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন (শ্বেতাশ্বতর ৪।৬, মুণ্ডক ৩।১।১), সর্ব্বদা সংযুক্ত সখিভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী এক দেহরূপ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে; তন্মধ্যে একটী পক্ষী (জীব) বহুস্বাদযুক্ত সুখ-দুঃখরূপ পিপ্পল ফল (কর্ম্মফল) ভোগ করে, অন্য পক্ষীটী (ঈশ্বর) ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপ দর্শন করেন ॥৬॥

অনুদর্শিনী। কঠোপনিষৎ তৃতীয় বল্লীর ১ম শ্লোকে পাওয়া যায় -'উর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।' উর্দ্ধমূল—সর্ব্বোত্তম শ্রীনারায়ণই যাহার মূল তাঁহাকে। তাঁহা হইতে অর্ব্বাচীন কার্য্যোপাধি হিরণ্যগর্ভাদি দেবগণ যাহার শাখাস্বরূপ। যাহা সম্প্রতি বেদ অর্থাৎ সেই তত্ত্ব জান।

দেহকে অশ্বত্থ বৃক্ষসহ তুলনায় দেখান হইয়াছে যে, দেহ নশ্বর! 'ন শ্বস্তিষ্ঠত্যশ্বত্থঃ' অর্থাৎ পরদিন প্রভাত পর্য্যন্ত যে থাকে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কথিত শ্লোকে একই দেহে বিরাজিত পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ প্রতিপাদনে মহিমা ও অমহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ্বর—মায়াধীশ, মায়িক বিশ্বে বিরাজিত থাকিয়াও মায়াতীত আর জীব মায়া হইতে পরতত্ত্ব হইয়াও স্বরূপে অনুচৈতন্য হেতু মায়াবশযোগ্য।

পুরুষসূক্ত-কথিত—'উতামৃতত্ত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি। এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।' শ্লোকের অর্থও এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। তিনি অন্ন অর্থাৎ বৈষয়িক সুখকে অতিক্রম করিয়াছেন। সেই হেতু পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বরের মহিমা অপার। ভাগবতের ২।৬।১৮ শ্লোকেও দেখা যায়—'সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্তমন্নং যদত্যগাৎ। মহিমৈষ ততো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুরত্যয়ঃ।' ব্রহ্মা বলিলেন - হে নারদ! সেই পরমেশ্বর অমৃতের প্রভু, ভোক্তা, ভোজয়িতা এবং দাতা। তিনি মরণধর্ম্মক বৈষয়িক সুখকে অতিক্রম করিয়াছেন। সেই হেতু সেই পরমেশ্বরের এই মহিমা অসীম।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, আলোচ্য শ্লোকের 'একস্তয়ো খাদতি পিপ্পলান্নম্' পাদে জীবই কর্ম্মফল ভোক্তা, ঈশ্বর নহেন; কিন্তু উপরি উক্ত শ্লোকে অন্তর্য্যামী পুরুষেরও ভোক্তৃত্ব দেখা যায়। ইহার মীমাংসা কি? তদুত্তরে আমরা উপরিউক্ত 'সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো" শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে জানিতে পারি যে—'ভগবান্ যে অমৃতের ভোক্তা, ভোজয়িতা ও দাতা, সে অমৃত স্বর্গ-সুধার ন্যায় বিকৃত বা নষ্ট হয় না। স্বর্গ-সুধার ক্ষয় ও ব্যয় আছে, এমন কি অমৃতপায়ী দেবগণও সর্ব্বদা ভীত হইয়া নিজ জীবন-রক্ষার্থে অসুরের মৃত্যুকামনা করেন—'নিত্যং যদন্তর্নিজজীবিতেপ্সুভিঃ পীতামৃতৈরপ্যমরৈঃ প্রতীক্ষ্যতে॥' ভাঃ ১০।২।১৩। তাই, অমৃতের বিশেষত্ব দেখাইতে বলিয়াছেন—উহা অভয় অর্থাৎ সংসারভয়রহিত। পুণ্যবলে জীবের সভয় স্বর্গসুধা লাভ হয় বটে, কিন্তু পুণ্যক্ষয়ে সুধারও ক্ষয় হয় এবং স্বর্গেরও নিবৃত্তি হয়। 'মর্ত্ত্য' অর্থাৎ মরণধর্ম্মক 'অন্ন'

অর্থাৎ বৈষয়িক সুখ। ভগবান্ সেই বিষয়সুখকে অতিক্রম করিয়াছেন। অতএব তাঁহার স্বসুখামৃত অতুলনীয় এবং বিষসুখাতীত নিত্যানন্দপ্রদ। অমৃতভোজীর পক্ষে চণক চর্ব্বণ যেমন কখনও প্রিয় হয় না এবং যদিও কৌতুকবশে তিনি চণক চর্ব্বণ করেন তথাপি তাহাতে যেমন তাঁহার আসক্তি হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ বিষয়-ভোগে অনাসক্তই আছেন। এইরূপ গীতায় কথিত—'আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু'—৯।২৪ স্বয়ংভগবানের অন্তর্যামিস্বরূপের ভোক্তৃত্বের ব্যপদেশেও তাহা অতিক্রম না করিয়া দেখিতে হইবে। অর্থাৎ স্বয়ংরূপ ভগবান্ প্রকৃত-পক্ষে সর্ব্বভোক্তা হইয়াও তাঁহার অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তির বিলাসে এবং চিণ্ময়ী তাহাতে যেরূপ আসক্ত এবং যে লীলাবিলাসে তিনি স্বাত্মানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াও 'স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা। যৎতৃপ্তয়েঽদ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ॥' ভাঃ ১০।১৪।৩১। আজ পর্য্যন্ত সমস্ত যজ্ঞ যাঁহার তৃপ্তিসাধনে সমর্থ হয় নাই, সেই আপনি (গোবৎস ও গোপবালকরূপে) আনন্দে যাঁহাদের স্তন্যামৃত প্রচুরভাবে পান করিয়াছেন (সেই ব্রজ-গো এবং ব্রজগোপীগণ অতীব ধন্য) সেই ভগবান্ তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিলাসে এবং মায়াময়ী তাহাতে কিন্তু অনাসক্ত থাকিয়া কেবল তাহার উপকার করেন মাত্র। এই জন্য আলোচ্য শ্লোকের 'নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্' এই পাদাংশের 'নিরন্নত্ব' শব্দে আসক্তিরাহিত্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বা
নপিপ্পলাদো নতু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়। (বলাধিক্যমেবাহ) অপিপ্পলাদঃ (কর্ম্ম-ফলাভোক্তা) সঃ বিদ্বান্ (ঈশ্বরঃ) আত্মানম্ অন্যং (জীবং) চ বেদ (জানাতি) পিপ্পলাদঃ (জীবঃ) তু ন (ন জানাতি (তয়োর্ম্মধ্যে) যঃ (জীবরূপঃ) অবিদ্যয়া যুক্ (যুক্তঃ) সঃ তু নিত্যবদ্ধঃ যঃ (ঈশ্বররূপঃ) বিদ্যাময়ঃ (বিদ্যা-প্রধানঃ) সঃ তু নিত্যমুক্তঃ (মায়ায়া অনাবরকত্বাদাশ্রয়া-ব্যামোহকত্বাচ্চ অনাদিতঃ অবদ্ধঃ ভবতি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। কর্ম্মফলের অভোক্তা ঈশ্বর আত্মতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন, কর্ম্মফলভোক্তা জীব তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাহার মধ্যে যিনি অবিদ্যাযুক্ত তিনি (জীব) নিত্যবদ্ধ এবং যিনি বিদ্যাপ্রধান তিনি (ঈশ্বর) নিত্যমুক্ত ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ। স পরমাত্মা আত্মানং স্বং অন্যং জীবঞ্চ বেদ ন পিপ্পলং কর্ম্মফলমত্তীতি সঃ পিপ্পলাদো জীবস্তু ন তু স্বমন্যঞ্চ বেদ। যুক্ যুক্তঃ নিত্যবদ্ধো জীবঃ। বিদ্যাময় ইতি বিদ্যাশব্দেনাত্রান্তরঙ্গচিচ্ছক্তিরুচ্যতে। ন তু বহিরঙ্গ-মায়াশক্তিবৃত্তিঃ তথা চ গোপালতাপনী শ্রুতিঃ। 'দ্বৌ সুপর্ণৌ ভবতো ব্রহ্মণোঽংশভূতস্তথেতরো ভোক্তা ভবতি অন্যো হি সাক্ষী ভবতীতি ভোক্তাভোক্তারৌ বৃক্ষ-ধর্ম্মে তিষ্ঠতঃ যত্র বিদ্যাবিদ্যে ন বিদামো বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্নো বিদ্যাময়ো হি যঃ স কথং বিষয়ী ভবতীতি' স্মৃতিশ্চ। ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্রপক্ষিবিতি ছায়াতপৌ অবিদ্যাবিদ্যে ইতি ব্যাখ্যা ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ। তিনি অর্থাৎ পরমাত্মা আত্মা অর্থাৎ নিজকে অন্য অর্থাৎ জীবকে জানেন, পিপ্পল অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ করেন না। পিপ্পলাদ অর্থাৎ ভোগকারী জীব কিন্তু আপনাকে বা অন্যকে জানে না। যুক্ অর্থাৎ (অবিদ্যা) যুক্ত সে নিত্যবদ্ধ জীব। বিদ্যাময়—বিদ্যা শব্দে এখানে অন্তরঙ্গা চিৎশক্তিকে বলা হইতেছে। কিন্তু বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বৃত্তি নহে। এবিষয়ে গোপালতাপনী শ্রুতি বলিয়াছেন (উঃ বিঃ ১৮-২১) 'দুইটী পক্ষী আছেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মের অংশভূত ইতরটী ভোক্তা, অন্যটী সাক্ষী হইতেছেন। ভোক্তা ও অভোক্তা দুইটী বৃক্ষ ধর্ম্মে বর্ত্তমান। যেস্থলে বিদ্যা ও অবিদ্যা আমরা জানি না, বিদ্যা অবিদ্যা হইতে ভিন্ন বিদ্যাময় যিনি, তিনি কিরূপে বিষয়ী হন।' এ বিষয়ে স্মৃতির বচন—(ভাঃ ৮।৫।২৭)

'যাহাতে জীবপক্ষপাতিনী ছায়াতপ নাই,'। এস্থলে ছায়াতপ অর্থে অবিদ্যা ও বিদ্যা এই ব্যাখ্যা ॥৭॥

অনুদর্শিনী। অবিদ্যা ও বিদ্যা—বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির বৃত্তিদ্বয় ভাঃ ১১।১১।৩ দ্রষ্টব্য। জীব সেই অবিদ্যা যুক্ত আর জীবান্তর্যামী সেই মায়ামুক্ত।

'বিদ্যাময়' শব্দে কোন্ বিদ্যা তাহার মীমাংসায় স্বটীকায় উক্ত শ্রীগোপালতাপনীর শ্লোকের অর্থে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"(ঈশ্বর বা পরমাত্মা দেহবৃক্ষে অভোক্তা হইলেও কৃষ্ণের তাহাতে আসে কি ? উত্তর—কৃষ্ণই তত্ত্বাংশে তদ্রূপে অর্থাৎ পরমাত্মারূপে বর্ত্তমান। গীতায় নিজে বলিয়াছেন—আমিই একাংশে অর্থাৎ প্রকৃত্যন্ত-র্যামী পুরুষরূপেই অর্থাৎ পরমাত্মারূপে অবস্থিত।) শ্রীকৃষ্ণে কিন্তু সেই পরমাত্মা হইতে অতিশয় বলিতেছেন—বিদ্যা-বিদ্যে অর্থাৎ মায়ার বৃত্তিরূপে। 'বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধবশরীরিণাং। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে'—ভাঃ ১১।১১।৩। সেই দুইটী যাঁহার নিকটে স্বীকার করি না। তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অংশ অন্তর্যামীরই তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব হেতু। যস্যাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতেতি বিষ্ণুপুরাণাৎ। বিদ্যাবিদ্যা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্‌ভাবে স্থিত।

> ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
> মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥
>
> ভাঃ ১।৭।২৩

শ্রীঅর্জ্জুন শ্রীভগবান্‌কে কহিলেন—তুমিই কারণ, তুমিই প্রকৃতির অতীত পুরুষ, তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর অতএব নির্লিপ্ত বা অবিকারী। তুমি স্বরূপশক্তিপ্রভাবে বহিরঙ্গা (বিদ্যাও অবিদ্যাবৃত্তিদ্বয়বতী) মায়াশক্তিকে দূরে রাখিয়া কেবল স্বরূপে অবস্থান কর।

চিচ্ছক্তি অর্থাৎ স্বরূপভূতা শক্তি সুভগা পট্টমহিষী তুল্য ; মায়া—বিদ্যাবিদ্যাবৃত্তিদ্বয়বতী দুর্ভগাতুল্য।—অতএব চিচ্ছক্তি স্বরূপভূতা বলিয়া তোমা হইতে অভিন্নই সর্ব্বদা তোমার দেহ, ইন্দ্রিয়পরিকরাদিরূপে অবস্থিত। মায়া কিন্তু ছায়াতুল্যই তোমার অস্বরূপ বলিয়া জ্ঞানাজ্ঞান গুণময় জগদ্রূপে বর্ত্তমান, তোমা হইতে ভিন্নই ; মায়া তোমার শক্তি বলিয়া কখন কখন অভেদও কথিতা এবং ভিন্নাভিন্নরূপাশক্তি।" মায়াই একটীমাত্র শক্তি, অন্য শক্তি নাই—এই মত পরাস্ত হইল।

সেইরূপই হেতু বলিতেছেন—বিদ্যাই মহাবিদ্যা চিচ্ছক্তি তৎপ্রাচুর্য্যবান্। (অর্থাৎ পরমাত্মা—চিচ্ছক্তি প্রচুর) তিনি কেন বিষয়ী হন।'

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—'মায়াধীশ' 'মায়াবশ' ঈশ্বরে জীবে ভেদ। চৈঃ চঃ মঃ ৬ পঃ ॥৭॥

> দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্ যথোত্থিতঃ।
> অদেহস্থোঽপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্ যথা ॥৮॥

অন্বয়। বিদ্বান্ (মুক্তঃ) (সংস্কারবশেন) দেহস্থঃ অপি স্বপ্নাৎ উত্থিতঃ যথা (স্মর্য্যমাণে স্বপ্নদেহে স্থিতোঽপি তদ্‌গত-সুখ-দুঃখাদ্যভাবাত্তত্রস্থো ন ভবতি তথা) দেহস্থঃ ন (ভবতি) কুমতিঃ (অবিদ্বান্) অদেহস্থঃ অপি স্বপ্নদৃক্ যথা (স্বপ্নদেহগতো যথা তদ্দেহগত-সুখ-দুঃখভাক্ তথা) দেহস্থঃ (তন্নিমিত্ত সুখ-দুঃখভাগ্ ভবতি) ॥৮॥

অনুবাদ। মুক্তব্যক্তি সংস্কারবশে দেহস্থ হইয়াও স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় দেহস্থ সুখদুঃখ ফলভোগী নহেন ; সেইরূপ অবিদ্যাগ্রস্ত বদ্ধপুরুষ স্বরূপতঃ দেহগত সুখদুঃখ-ফলভোগী না হইয়াও স্বপ্নদর্শী পুরুষের ন্যায় দেহস্থ সুখদুঃখভাগী হইয়া থাকে ॥৮॥

বিশ্বনাথ। অথ বদ্ধমুক্তয়োর্জীবয়োর্মিথোবৈলক্ষণ্য-মাহ,—দেহস্থোঽপীতি দশভিঃ। তত্র ত্রিভিঃ কথং বর্ত্তেতেত্যস্যোত্তরমাহ—বিদ্বান্ মুক্তঃ সংস্কারবশেন দেহ-স্থোঽপি দেহস্থো ন ভবতি। স্বপ্নাদুত্থিতঃ বাধিতানুবৃত্তি-ন্যায়েন স্মর্য্যমাণে স্বপ্নদেহে স্থিতোঽপি তত্রস্থো ন ভবতি তদ্‌গত সুখদুঃখয়োঃ স্বনিষ্ঠত্বেনাপ্রতীতেঃ। তথা বস্তুতো ন দেহস্থোঽপি কুমতিরবিদ্বান্ দেহস্থঃ তন্নিমিত্তসুখদুঃখভাক্ যথা স্বপ্নদৃক্ স্বপ্নান্ পশ্যন্ স্বপ্নদেহগতঃ ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ। অতঃপর বদ্ধ ও মুক্তজীবের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য দেহস্থ প্রভৃতি দশটী শ্লোকে বলিতেছেন তাহার মধ্যে তিনটীতে কিরূপে থাকা সম্ভবপর ইহার উত্তর বলিতেছেন। বিদ্বান্ অর্থাৎ মুক্ত সংস্কারবশে দেহস্থ হইয়াও দেহস্থ নহেন। যেমন স্বপ্ন হইতে উত্থিত ব্যক্তি 'বাধিত-অনুবৃত্তি' ন্যায় অনুসারে স্মৃতিপথারূঢ় স্বপ্নদেহে থাকিয়াও তন্মধ্যস্থ ন'ন, যেহেতু তদ্গতসুখ-দুঃখবিষয়ে স্বনিষ্ঠভাবে প্রতীতি নাই; সেইরূপ বস্তুতঃ দেহস্থ না হইয়াও কুমতি অবিদ্বান্ দেহস্থ অর্থাৎ তন্নিমিত্ত সুখদুঃখভাগী, যেমন স্বপ্নদৃক্ অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনশীল স্বপ্ন-দেহগত ॥৮॥

অনুদর্শিনী। স্বপ্নদর্শনকালে দ্রষ্টার নশ্বরতা ও দৃশ্যবস্তুর অসত্তা থাকিলেও যেমন নিদ্রান্ধ ব্যক্তি স্বপ্নদ্রষ্টা নিজের অস্তিত্বকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করে এবং স্বপ্নদৃষ্ট-বস্তুনিষ্ঠ সুখদুঃখাদিতে অভিভূত হয়, তদ্রূপ মায়ামোহে নিদ্রিত ব্যক্তি অনিত্য জড়দেহে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া মায়িক সুখদুঃখের ভাগী হয়।

নিদ্রাভঙ্গে জীব যেরূপ নিজদেহ স্মৃতিলাভ করিয়া স্বপ্নাবস্থা বিস্মৃত না হইয়াও স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ, সেরূপ মুগ্ধ হন না, সেইরূপ বিদ্বান্ মায়ামোহ ত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপের উপলব্ধি করতঃ সংস্কারবশে দেহে অবস্থান করিয়াও দেহস্থ নহেন বা মায়িক সুখদুঃখভাগী নহেন।

'বাধিতানুবৃত্তি' ন্যায়—বাধিত, বাধাপ্রাপ্ত, অনুবৃত্তি—পশ্চাদ্গমন। অর্থাৎ নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নপ্রবাহ যেরূপ পর পর চলিতে থাকে, বিরাম হয় না, কিন্তু জাগরণে ঐরূপ প্রবাহ-গতি বাধা প্রাপ্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে স্মৃতিপথে উদিত হয় মাত্র ॥৮॥

ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ।
গৃহ্যমাণেষ্বহংকুর্য্যান্ন বিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়। যঃ তু অবিক্রিয়ঃ (বিকাররহিতঃ) বিদ্বান্ (ভবতি সঃ) গুণৈঃ (গুণজাতৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ গুণেষু ইন্দ্রিয়ার্থেষু (শব্দাদিবিষয়েষু) গৃহ্যমানেষু অপি অহং ন কুর্য্যাৎ চ (অহং গৃহ্ণামীতি মতিং ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। রাগাদিশূন্য বিদ্বান্ ব্যক্তি গুণজাত ইন্দ্রিয়বর্গ-কর্তৃক গুণোৎপন্ন শব্দাদি বিষয়সমূহ গৃহীত হইলে "আমি গ্রহণ করিতেছি" এরূপ মনে করেন না ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ। ইন্দ্রিয়ৈগু ণৈরিন্দ্রিয়ার্থেষ্বপি গুণেষু গৃহ্যমাণেষু ন অহং কুর্য্যাৎ অহং গৃহ্ণামীতি মতিং ন কুর্য্যাৎ। নিরহঙ্কারিত্বে লিঙ্গং অবিক্রিয়স্তত্ত্বদ্বিকাররহিতঃ। বিকারবত্ত্বেঽপি অহং ন কিমপি করোমীতি বাচৈব ব্রুবন্ কপটী মহাবদ্ধো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। গুণ অর্থাৎ গুণজাত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা গুণ অর্থাৎ গুণজাত ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়সমূহ গৃহ্যমান্ বা গৃহীত হইলেও অহংবুদ্ধি করিবেন না অর্থাৎ আমি করিতেছি এরূপ মতি করিবেন না। নিরহঙ্কারিত্বের চিহ্ন অবিক্রিয় অর্থাৎ তজ্জনিত বিকার-রহিত। কিন্তু বিকার থাকিলেও কেবল কথায় 'আমি কিছু করিনা'— এরূপ যে বলে, সে কপটী, তাহাকে মহাবদ্ধ বলিয়া জানিবে ॥ ৯ ॥

অনুদর্শিনী। বিদ্বান্ নিরহঙ্কারী সুতরাং তিনি দেহস্থ হইয়াও সুখদুঃখভাগী নহেন—

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ গী ৩।২৮

শ্রীভগবান্ কহিলেন— হে মহাবাহো (অর্জ্জুন), যে পুরুষ গুণকর্ম্ম-বিষয়ে তত্ত্ববিৎ, তিনি সমস্ত প্রাকৃতকার্য্যে এই বলিয়া আসক্ত হন না যে, আমি বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্মা, আমি স্বস্বরূপভ্রমে প্রাকৃত অহংকারবদ্ধ হইয়া জড় কার্য্য স্বীকার করিতেছি। বস্তুতঃ শুদ্ধাত্মাস্বরূপ আমি সেরূপ কার্য্য করিনা, কিন্তু আমার উপাধি প্রাকৃত অহঙ্কার ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় কার্য্য করে। — শ্রীলভক্তিবিনোদ।

সুতরাং বিদ্বান্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও আমি কর্ত্তা বা ভোক্তা এরূপ বুদ্ধি করেন না, তিনি বিকাররহিত অর্থাৎ রাগাদিশূন্য। যাহারা বিষয়ে রাগ-দ্বেষ-অভিমানাদিযুক্ত তাহারা অনেক সময় বলে 'আমি কিছুই করিনা, ভগবান্ যাহা করান্, তাহাই করি'— 'যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।' কিন্তু তাহাদিগকে বিদ্বান্ বলিতে হইবে না—তাহারা কপটী এবং মহাবদ্ধ।

কেবল নিজদোষ-পরিহারে সাধুতা দেখাইবার জন্য কথায় লোকবঞ্চনা করিলেও তাহারা নিরহঙ্কারী নহে দাম্ভিক ও আত্মবঞ্চক ॥ ৯ ॥

দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্ম্মণা।
বর্ত্তমানোঽবুধস্তত্র কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে ॥ ১০ ॥

অন্বয়। অবুধঃ (অবিদ্বান্) দৈবাধীনে (পূর্ব্ব-কর্ম্মাধীনে) অস্মিন্ শরীরে বর্ত্তমানঃ (সন্) কর্ত্তা অস্মি ইতি (অহং কর্ত্তাস্মীতি অহঙ্কারেণ) গুণভাব্যেন (গুণৈ-রিন্দ্রিয়ৈর্ভাব্যেন কৃতেন) কর্ম্মণা তত্র (দেহাদৌ) নিবধ্যতে (বদ্ধো ভবতি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। অবিদ্বান্ ব্যক্তি প্রাক্তন কর্ম্মাধীনে দেহে অবস্থানপূর্ব্বক "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অহঙ্কারবশতঃ গুণজাত-কর্ম্মদ্বারা দেহাদিতে বদ্ধ হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ। দৈবাধীনে পূর্ব্বকর্ম্মাধীনেঽস্মিন্ শরীরে বর্ত্তমানঃ গুণৈরিন্দ্রিয়ৈর্ভাব্যেন কৃতেন কর্ম্মণা নিবধ্যতে। কুতঃ কর্ত্তাস্মীত্যহঙ্কারেণ যদুক্তং—"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহম্ ইতি মন্যতে" ইতি ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। দৈবাধীন অর্থাৎ পূর্ব্বকর্ম্মের অধীন এই দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া গুণভাব্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-কর্ত্তৃক ভাব্য অর্থাৎ কৃতকর্ম্মদ্বারা নিবদ্ধ হয়। কেন, না, আমি কর্ত্তা এই অহঙ্কার-জন্য। যেরূপ (গীঃ ৩।২৭) বলা হইয়াছে—'অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া মনে করে আমি কর্ত্তা ॥ ১০ ॥

অনুদর্শিনী। বস্তুতঃ জীবের অদেহস্থ হইয়াও দেহগত-সুখদুঃখভাগের কারণই অহঙ্কার—

'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥' গীঃ ৩।২৭

'বিদ্বান ও অবিদ্বানের কর্ম্মাচরণে ঐক্য হইলেও তাহাদের ভেদ এই যে—অবিদ্যাদ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবিমূঢ়স্বরূপে প্রকৃতির গুণ ও ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যই আমি একা করি—এই জ্ঞানে আমি কর্ত্তা এইরূপ মনে করে। ইহাই অবিদ্বানের লক্ষণ।'—ঠাকুর শ্রীভক্তি-বিনোদ

এতৎ প্রসঙ্গে—

'স এব যর্হি প্রকৃতের্গুণেষ্বভিবিসজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥'
— ভাঃ ৩।২৭।২ শ্লো আলোচ্য ॥ ১০ ॥

এবং বিরক্তঃ শয়ন আসনাটনমজ্জনে।
দর্শন-স্পর্শন-ঘ্রাণ-ভোজন-শ্রবণাদিষু।
ন তথা বধ্যতে বিদ্বান্ তত্র তত্রাদয়ন্ গুণান্ ॥১১॥

অন্বয়। (বৈলক্ষণ্যান্তরং বদন্ কিং ভুঞ্জীত ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরমাহ) এবং বিরক্তঃ (অন্যগতমেব কর্ম্ম মাং বধ্নাতীত্যেবং বিরক্তঃ) বিদ্বান্ শয়ন আসনাটনমজ্জনে (শয়নে আসনে ভ্রমণে স্নানে চ তথা) দর্শন-স্পর্শন-ঘ্রাণ-ভোজন-শ্রবণাদিষু (কর্ম্মসু চ) তত্র তত্র (বিষয়েষু) গুণান্ (ইন্দ্রিয়াণ্যপি) আদয়ন্ (ভোজয়ন্ তৎসাক্ষিত্বেন বর্ত্তমানঃ নতু স্বয়মদন্) তথা (অবিদ্বানিব) ন বধ্যতে (বদ্ধো ন ভবতি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। বৈরাগ্যবান্ বিদ্বান্ পুরুষ শয়ন, উপ-বেশন, ভ্রমণ, স্নান, দর্শন, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, শ্রবণাদি সকল কর্ম্মে ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়ভোগ করাইয়া নিজে সাক্ষীস্বরূপ বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া অজ্ঞের ন্যায় ঐ সকল কর্ম্মে আবদ্ধ হন না ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ। কিং ভুঞ্জীতেতি যদুক্তং তত্রাহ,—এবমিতি ত্রিভিঃ। ন তথা বধ্যতে ইতি শয়নাসনাদিষু যথা অবিদ্বাংস্তত্র তত্রাসক্ত্যা তত্তদুপায়োত্থাভ্যাং হর্ষ-শোকাভ্যাং বধ্যতে তথা। তেন বাধিতানুবৃত্তিন্যায়েন কিঞ্চিন্মাত্রহর্ষশোকবত্ত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ। যতো বিরক্তঃ। তত্র তত্র বিষয়েষু গুণানিন্দ্রিয়াণি আদয়ন্ ভোজয়ন্ তৎ-সাক্ষিত্বেন বর্ত্তমানঃ ন তু স্বয়মদন্ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। কি ভোগ করিবে, এই যে বলা হইয়াছে,তদ্বিষয়ে 'এবং' প্রভৃতি তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন —সেরূপ বদ্ধ হয় না অর্থাৎ শয়নাসনাদিতে যেমন অবিদ্বান্

সেই সেই বিষয়ে আসক্তিজন্য সেই সেই উপায় হইতে উথিত হর্ষ ও শোকের দ্বারা বদ্ধ হয়, সেইরূপ 'বাধিতানুবৃত্তি' ন্যায়ানুসারে সামান্য কিছু হর্ষশোক থাকিলেও ক্ষতি নাই। যাহা হইতে বিরক্ত। সেই সেই বিষয়ে গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে ভোগ করাইয়া, কিন্তু নিজেও ভোগ না করিয়া সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান ॥ ১১ ॥

অনুদর্শিনী। বিজ্ঞ ব্যক্তি বিষয়ে অনাসক্ত বলিয়া বিষয়-প্রাপ্তিতে হৃষ্ট, অপ্রাপ্তিতে দুঃখিত এবং নাশে শোকগ্রস্ত হন না। তিনি নিজকে বিষয়ের ভোক্তা না জানায় বিষয় গ্রহণ করিয়াও ভোগী নহেন ॥ ১১ ॥

প্রকৃতিস্থোঽপ্যসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ।
বৈশারদ্যেক্ষয়াসঙ্গশিতয়া ছিন্নসংশয়ঃ।
প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নান্নানাত্বাদ্ বিনিবর্ত্ততে ॥ ১২-১৩ ॥

অন্বয়। (এতদেব কুতস্তত্রাহ) (বিদ্বান্) খং সবিতা অনিলঃ যথা (যথা খং আকাশং সর্ব্বত্র স্থিতমপি ন সজ্জতে যথা সবিতা জলে প্রতিবিম্বিতোঽপি যথানিলঃ সর্ব্বত্র সঞ্চরন্নপি তত্র তত্র ন সজ্জতে তদ্বৎ) প্রকৃতিস্থঃ অপি অসংসক্তঃ (তত্রানাসক্তঃ কিঞ্চ) অসঙ্গশিতয়া (অসঙ্গে বৈরাগ্যেণ শিতয়া তীক্ষ্ণয়া) বৈশারদ্যা (যথার্থয়া) ইক্ষয়া (স্বরূপদর্শনেন) ছিন্নসংশয়ঃ (ছিন্না সংশয়া অসম্ভাবনাদয়ো যস্য সঃ) স্বপ্নাৎ প্রতিবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ) ইব নানাত্বাৎ (দেহাদিপ্রপঞ্চাৎ) বিনিবর্ত্ততে (বিশিষেণ নিবৃত্তো ভবতি)

অনুবাদ। আকাশ যে প্রকার সর্ব্বত্র অবস্থিত থাকিয়াও, সূর্য্য যে প্রকার জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াও এবং বায়ু যে প্রকার সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়াও কোথাও আসক্ত হয় না; সেই প্রকার বিদ্বান্ পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াও তাহাতে অনাসক্ত থাকিয়া বৈরাগ্যরূপ তীক্ষ্ণাস্ত্র এবং সুনিপুণ স্বরূপদর্শনের দ্বারা সকল সংশয় ছেদনপূর্ব্বক স্বপ্নদর্শন হইতে জাগরিত ব্যক্তির ন্যায় দেহাদি প্রপঞ্চ হইতে বিশেষ প্রকারে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২-১৩ ॥

বিশ্বনাথ। এতদেব কুতস্তত্রাহ,—প্রকৃতিস্থোঽপীতি সার্দ্ধেন। যথা খং সর্ব্বত্র স্থিতমপি ন সজ্জতে যথা সবিতা সর্ব্বত্র কিরণজালং প্রসারয়ন্নপি যথা চ অনিলঃ সর্ব্বত্র সঞ্চরন্নপি তদ্বৎ। অসঙ্গেণ বৈরাগ্যেণ শিতয়া তীক্ষ্ণয়া ছিন্নাঃ সংশয়া অসম্ভাবনাদয়ো যস্য সঃ। নানাত্বাৎ নানা দেহপ্রপঞ্চাৎ ॥ ১২-১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইহা কি জন্য—সেই বিষয়ে 'প্রকৃতিস্থ' প্রভৃতি সার্দ্ধ (দেড়টী) শ্লোকে বলিতেছেন। যেমন আকাশ সর্ব্বত্র স্থিত হইলেও তাহা কিছুতে লাগে না, যেমন সূর্য্য সর্ব্বত্র কিরণজাল বিস্তার করিলেও, আর যেমন বায়ু সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াও নির্লিপ্ত, সেইরূপ। অসঙ্গ অর্থাৎ বৈরাগ্য-কর্ত্তৃক শিত অর্থাৎ তীক্ষ্ণ। ছিন্ন সংশয় অর্থাৎ যাঁহার সংশয় অর্থাৎ অসম্ভাবনাদি ছিন্ন। নানাত্ব অর্থাৎ নানাদেহপ্রপঞ্চ ॥ ১২-১৩ ॥

অনুদর্শিনী। বৈরাগ্যই প্রকৃত তীক্ষ্ণ অসি। বৈরাগ্য একদিকে যেমন বাহিরের বিষয় অন্তরে প্রবেশ করিতে দেয় না, অপরদিকে তেমন অন্তরের বিষয়-বাসনাকেও ক্রমশঃ অন্তর্হিত করায়।

স্বপ্নদর্শন হইতে উথিত ব্যক্তি জাগ্রদবস্থায় স্বদেহ-প্রতীতিক্রমে নিজেকে যেমন বিভিন্ন দেহে অবস্থিত বলিয়া মনে করেন না তদ্রূপ স্বস্বরূপে স্থিত ব্যক্তি আপনাকে নানাদেহগত দেখেন না ॥ ১২-১৩ ॥

যস্য স্যুর্বীতসঙ্কল্পাঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্।
বৃত্তয়ঃ স বিনির্ম্মুক্তো দেহস্থোঽপি হি তদ্গুণৈঃ ॥১৪॥

অন্বয়। (কথং বিহরেদিত্যস্যোত্তরত্বেন বৈলক্ষণ্যান্তর মাহ) যস্য প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াং (প্রাণাদীনাং) বৃত্তয়ঃ (বিষয়প্রবৃত্তয়ঃ) বীতসঙ্কল্পাঃ (সঙ্কল্পশূন্যাঃ) স্যুঃ (ভবন্তি) সঃ তু দেহস্থঃ অপি হি তদ্গুণৈঃ (দেহগুণৈঃ সঙ্কল্পশূন্যাভিঃ প্রাণাদিবৃত্তিভির্বিহরন্) বিনির্ম্মুক্ত (মুক্ত এব ভবতি) ॥১৪॥

অনুবাদ। যাহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বিষয় প্রবৃত্তিসমূহ সঙ্কল্পশূন্য, তিনি দেহে অবস্থান করিলেও সঙ্কল্প-শূন্য প্রাণাদিবৃত্তি দ্বারা বিচরণ করিয়াও মুক্তের ন্যায় বর্ত্তমান থাকেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ। যদুক্তং কথং বিহরেদিতি তত্রাহ, যস্যেতি। তদ্গুণৈর্দেহধর্ম্মৈঃ শোকমোহাদিভির্বিনির্ম্মুক্তঃ সন্ সঙ্কল্পশূন্যাভিঃ প্রাণাদিবৃত্তিভির্বিহরতীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। কিরূপে বিহার করিবে, এই যাহা বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে বলিতেছেন,—তদ্গুণ অর্থাৎ শোকমোহাদি দেহধর্ম্ম হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সঙ্কল্পশূন্য প্রাণাদিবৃত্তির সহিত বিহার করেন ॥ ১৪ ॥

অনুদর্শিনী। বাসনাশূন্য ব্যক্তি বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করিলেও নির্বিষয়ী, দেহে থাকিয়াও দেহ বা দেহধর্ম্ম—শোকমোহাদিবিমুক্ত।

প্রাণের ধর্ম্ম—ক্ষুৎপিপাসা, ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম দর্শন-শ্রবণাদি, মনোধর্ম্ম—সঙ্কল্প-বিকল্প এবং বুদ্ধির ধর্ম্ম—নিশ্চয়রূপা ॥১৪॥

যস্যাত্মা হিংস্যতে হিংস্রৈর্যেন কিঞ্চিদ্‌যদৃচ্ছয়া।
অর্চ্চ্যতে বা ক্বচিৎ তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে বুধঃ ॥১৫॥

অন্বয়। (এবং তাবদ্বদ্ধ-মুক্তয়োঃ স্ব-সংবেদ্যমেব বৈলক্ষণ্যমুক্তং ইদানীং কৈর্বা জ্ঞায়েত লক্ষণৈরিত্য-স্যোত্তরতয়া পরৈরপি সুজ্ঞেয়ং বৈলক্ষণ্যমাহ) যস্য আত্মা (দেহঃ) হিংস্রৈঃ দুর্জ্জনৈরন্যৈর্ব্বা প্রাণিভিঃ) হিংস্যতে (পীড্যতে) (তথা) যদৃচ্ছয়া যেন (কেনাপি) ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ অর্চ্চ্যতে (পূজ্যতে) বা (সঃ) বুধঃ তত্র (হিংসায়ামর্চ্চায়াং বা) ন ব্যতিক্রিয়তে (ন বিক্রীয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। যাহার শরীর দুর্জ্জন বা হিংস্রপ্রাণিগণ কর্ত্তৃক পীড়িত এবং যদৃচ্ছাক্রমে কখনও কাহারও কর্ত্তৃক পূজিত হইলেও সেই জ্ঞানী হিংসায় বা পূজায় ক্রুদ্ধ বা সন্তুষ্ট নহেন ; অর্থাৎ হিংসিত বা পূজিত হইলেও যাঁহাতে বিকার দেখা যায় না, তিনি জীবন্মুক্ত ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ। যদুক্তং কৈর্বা জ্ঞায়েত লক্ষণৈরিতি তত্র সর্ব্বসুজ্ঞেয়ানি মুক্তলক্ষণান্যাহ,—যস্যেতি ত্রিভিঃ। হিংস্রৈর্দুর্জনৈর্যস্যাত্মা দেহো হিংস্যতে উপানৎ-প্রহারা-দিভিঃ পীড্যতে। যদৃচ্ছয়া হেতুনা বিনৈব যেন কেনাপি স্রকচন্দনাদিনা কিঞ্চিদর্চ্যতে বা তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে নাতিবিক্রিয়তে দুর্জনান্ প্রতি ন ক্রুধ্যতি সুজনান্ প্রতি ন তুষ্যতি চেত্যর্থঃ। যদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন। "যঃ কণ্টকৈ-র্বিতুদতি চন্দনৈশ্চ বিলিম্পতি। অক্রুদ্ধোঽপরিতুষ্টশ্চ সমস্তস্য চ তস্য চ" ইতি ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর যাহা বলা হইয়াছে যে, কি কি লক্ষণ দ্বারা জানা যায়, সে বিষয়ে সকলের সুবিজ্ঞাত মুক্তিলক্ষণগুলি ('যস্য') প্রভৃতি তিনটী শ্লোকে) বলিতেছেন—হিংস্র অর্থাৎ দুর্জ্জন কর্ত্তৃক যাহার আত্মা অর্থাৎ দেহ হিংসিত অর্থাৎ পাদুকাপ্রহার প্রভৃতি দ্বারা উৎপীড়িত হয়। অথবা যদৃচ্ছাক্রমে বিনা হেতুতেই যে কেহ কর্ত্তৃক মাল্যচন্দন প্রভৃতি কিছু পূজা প্রাপ্ত হন। সে বিষয়ে ব্যতিক্রিয়া বা অতিবিক্রিয়া যুক্ত হন না। অর্থাৎ দুর্জ্জনগণের প্রতি ক্রুদ্ধ বা সুজনদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হন না। যাজ্ঞবল্ক্য যেরূপ বলিয়াছেন—যিনি কণ্টক দ্বারা পীড়িত হইয়া বা চন্দন-বিলেপনে সৎকৃত হইয়াও অক্রুদ্ধ বা অপরিতুষ্ট, তিনিই মুক্ত ॥ ১৫ ॥

অনুদর্শিনী। মুক্তের লক্ষণ—

প্রায়শঃ সাধবো লোকে পরৈর্দ্বন্দ্বেষু যোজিতাঃ।
ন ব্যথন্তি ন হৃষ্যন্তি যত আত্মাঽগুণাশ্রয়ঃ ॥

ভাঃ ১।১৮।৫০

এই সংসারে প্রায়ই সাধুগণ অন্য কর্ত্তৃক সুখদুঃখ প্রাপ্ত হইলেও দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত বা সুখে অত্যন্ত তুষ্ট হন না, কারণ তাঁহাদিগের আত্মা সুখদুঃখাদিগুণে অনাসক্ত।

এতৎ প্রসঙ্গে পরে ভাঃ ১১।২১।৫৮-৫৯ শ্লোকদ্বয় আলোচ্য ॥ ১৫ ॥

ন স্তুবীত ন নিন্দেত কুর্ব্বতঃ সাধ্বসাধু বা।
বদতো গুণদোষাভ্যাং বর্জ্জিতঃ সমদৃঙ্মুনিঃ ॥১৬॥

অন্বয়। গুণদোষাভ্যাং বর্জ্জিতঃ (লৌকিকব্যবহার-বিমুখঃ) সমদৃক্ (সমদর্শী যঃ) সাধু অসাধু বা (সদ্ বা অসদ্) কুর্ব্বতঃ বদতঃ (জনান্) ন স্তুবীত (ন প্রশংসেৎ) ন নিন্দেত (ন নিন্দেৎ) (সঃ) মুনিঃ (মুক্তো জ্ঞেয়ঃ) ॥১৬॥

অনুবাদ। যিনি লৌকিকব্যবহার-বিমুখ এবং সমদর্শী হইয়া সৎ বা অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানকারী অথবা সৎ বা অসৎ বাক্যের উচ্চারণকারী জনসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করেন না তিনি মুনি অর্থাৎ মুক্ত ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ। সাধ্বসাধু কুর্ব্বতো বদতো বা জনান্ ন স্তুবীত ন চ নিন্দেৎ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সাধু বা অসাধু কার্য্যশীল বা কথন-শীল ব্যক্তিগণের প্রশংসাও করিবেন না, নিন্দাও করিবেন না ॥ ৬ ॥

অনুদর্শিনী। মুক্তপুরুষ লৌকিক-ব্যবহারেও বিমুখ। ইহা অপরের পক্ষে কথঞ্চিৎ জ্ঞেয় লক্ষণ ॥ ১৬ ॥

ন কুর্য্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা।
আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ ॥১৭॥

অন্বয়। মুনিঃ (মুক্তো জনো দেহার্থং) সাধু (সৎ) অসাধু (অসৎ) বা কিঞ্চিৎ (কর্ম্ম) ন কুর্য্যাৎ ন বদেৎ ন ধ্যায়েৎ অনয়া বৃত্ত্যা (কর্ম্মণ্যৌদাসীন্যেন স্বভাবেন) আত্মারামঃ (আত্মনি এব রমমাণঃ সন্) জড়বৎ (জড় ইব) বিচরেৎ (ভ্রমেৎ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। মুক্ত পুরুষ দেহের নিমিত্ত সদ্ বা অসদ্ বিষয়ের অনুষ্ঠান, উচ্চারণ এবং চিন্তা করেন না। সকল কর্ম্মে উদাসীন থাকিয়া কেবলমাত্র আত্মারাম হইয়া জড়ের ন্যায় বিচরণ করেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ। অনয়া বৃত্ত্যা অনেন স্বভাবেন মুক্ত-লক্ষণভিন্নং বদ্ধলক্ষণঞ্চ জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই বৃত্তি বা স্বভাব দ্বারা মুক্ত লক্ষণ হইতে ভিন্ন বদ্ধ লক্ষণও জানা যায় ॥ ১৭ ॥

অনুদর্শিনী। মুক্ত ব্যক্তি অপরের ক্রিয়া-কলাপে ত উদাসীনই, নিজের দৈহিক কর্ম্মেও উদাসীন।

মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ আমুল বলা হইল। সুতরাং বদ্ধ ব্যক্তি যে এই লক্ষণসমূহের বিপরীত লক্ষণযুক্ত তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

এ পর্য্যন্ত জ্ঞানযোগে সিদ্ধ ব্যক্তির অসাধারণ লক্ষণ-গুলি এবং মুক্তিপ্রার্থী সাধকের মুক্তির জন্য অনুষ্ঠেয় সাধন-সমূহ কথিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়। (যঃ তু কেবলং) শব্দব্রহ্মণি (বেদে) নিষ্ণাতঃ (অধ্যয়নাদিনা পারং গতোঽপি) যদি পরে (পরব্রহ্মণি) ন নিষ্ণায়াৎ (ধ্যানাদ্যভিযোগং ন কুর্য্যাৎ) অধেনুং রক্ষতঃ ইব (চিরপ্রসূতাং গাং পালয়তো জনস্যেব) তস্য (অপি) শ্রমঃ (শাস্ত্রাভ্যাসশ্রমঃ) শ্রমফলঃ হি (শ্রমৈকফলঃ, ন তু পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী,) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। যিনি কেবল শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ বেদশাস্ত্র অধ্যয়নাদি দ্বারা পারঙ্গত হইয়াও পরব্রহ্ম ভগবানে ধ্যানাদি যোগদ্বারা নিষ্ণাত না হন, তাহা হইলে অধেনু রক্ষার ন্যায় অর্থাৎ দীর্ঘকালের প্রসবশীলা গাভীর রক্ষকের ন্যায় বা যে গাভী দুগ্ধ দেয় না, তাহার পালন-কারীর ন্যায় তাঁহার শাস্ত্রাভ্যাসশ্রম কেবলমাত্র শ্রমেই পর্য্যবসিত হয়, কিন্তু পুরুষার্থপ্রদ নহে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ ভগবতি সচ্চিদানন্দময়াকারত্ব-ভাবনয়া ভক্তিং কুর্ব্বীত তদৈবায়মুক্তলক্ষণো মুক্তজীবঃ সিদ্ধ্যেদন্যথা তু পতেদিত্যাহ, শব্দে বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মণি তৎ-প্রতিপাদ্যে নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মণি চ নিষ্ণাতঃ বিশিষ্টজ্ঞানকুশলঃ কিন্তু পরে তাভ্যাং সকাশাদপি পরমাশ্রয়ত্বেন শ্রেষ্ঠে ভগবতি ন নিষ্ণায়াৎ ভক্তিকৌশলবান্ন ভবেৎ নিষ্ণাতশব্দস্য কুশলার্থত্বাদ্ভগবতি সচ্চিদানন্দাকারত্বভাবনয়া ভক্তিরেবাত্র কুশলতা। যাং বিনা তস্য শ্রমঃ সাধনশ্রমঃ শ্রমৈকফলো ব্যর্থ এব ন তু পুরুষার্থপ্রাপকঃ। দুগ্ধকামস্য অধেনুং বন্ধ্যাং চিরপ্রসূতাং বা রক্ষতো যথা শ্রমঃ। অত্র শব্দ-ব্রহ্মণি বেদে নিষ্ণাতোঽপি পরে ব্রহ্মণি নির্ব্বিশেষে ইতি ব্যাখ্যায়ামেকদেশান্বয় উত্তরশ্লোকার্থতাৎপর্য্যবিরোধশ্চ স্যাৎ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর ভগবানের সচ্চিদানন্দময় আকার ভাবনা করিয়া তাঁহাতে ভক্তি করিবেন, তখনই কথিত-লক্ষণ এই মুক্তজীব সিদ্ধিলাভ করিবেন, অন্যথা পতিত হইবেন, ইহাই বলিতেছেন। শব্দ অর্থাৎ বেদ ও তৎপ্রতিপাদ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেও নিষ্ণাত অর্থাৎ বিশিষ্ট-জ্ঞানকুশল, কিন্তু পর অর্থাৎ এই দুইটী হইতেও পরমাশ্রয় বলিয়া শ্রেষ্ঠ ভগবানে নিষ্ণাত অর্থাৎ ভক্তি-কৌশলবান্ হন না। নিষ্ণাত শব্দের অর্থ 'কুশল' বলিয়া ভগবানের সচ্চিদানন্দাকার ভাবনাদ্বারা তাঁহাতে ভক্তিই এখানে কুশলতা। যাহার অভাবে তাহার শ্রম অর্থাৎ সাধনে শ্রম, একমাত্র শ্রমফলই অর্থাৎ ব্যর্থই, পুরুষার্থ-প্রাপক নহে। দুগ্ধকাম ব্যক্তির অধেনু অর্থাৎ বন্ধ্যা বা বহু পূর্ব্বে প্রসূতা গাভী রাখা যেমন কেবল শ্রম। এস্থলে শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদে নিষ্ণাত হইয়াও পরব্রহ্ম অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম—এরূপ ব্যাখ্যায় একদেশান্বয় ও পরবর্ত্তী শ্লোকের অর্থতাৎপর্য্যের সহিত বিরোধ হয় ॥ ১৮ ॥

অনুদর্শিনী। ভক্তিবিহীন জ্ঞানমুক্তজীবের পতন হয়—

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ভাঃ ১০।২।৩২

ভক্তিহীন জ্ঞানসংগ্রহের ফল—

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ভাঃ ১০।১৪।৪

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—যাহারা অল্পপ্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃসারশূন্য স্থূলতুষরাশি আহত করে, তাহাদের যেমন পরিশ্রমই সার হয়—ফল কিছুই হয় না, তেমনি যে সকল জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্যক্তি নিজ মঙ্গল লাভের পথস্বরূপ তোমার ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থাৎ ভক্তিশূন্য জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়াস করেন; তাঁহাদের ক্লেশভোগই সার হইয়া থাকে।

এই শ্লোকস্থ পরব্রহ্ম শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝিতে হইবে—

বিচিকিৎসিতমেতন্মে ব্রবীতু ভগবান্ যথা।
শাব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরস্মিংশ্চ ভবান্ খলু ॥
ভাঃ ২।৪।১০

মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীল শুকদেব প্রভুকে বলিলেন—আমার এই সকল বিষয়ে সন্দেহ আছে। অতএব আপনি কৃপাপূর্ব্বক ঐ সকল তত্ত্ব বর্ণন করুন। আপনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, সুতরাং আপনি শব্দব্রহ্ম বেদে বিশেষভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন এবং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বও অনুভব করিয়াছেন।

'শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ বিচারদ্বারা বেদে নিষ্ণাত, পরব্রহ্মে অর্থাৎ অনুভবদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে।' —শ্রীবিশ্বনাথ

অতএব শব্দশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও ভগবৎসেবানিষ্ঠ না হওয়ায় ঐরূপ পাণ্ডিত্যদ্বারা তাহার কোন শুভ ফলোদয় হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—জ্ঞানকুশল ব্যক্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-নিষ্ণাত হইয়াও যদি ভক্তিকুশল না হন অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-ময় ভগবানে ভক্তিযুক্ত না হন, তাহা হইলে তাঁহার পাণ্ডিত্য ব্যর্থই হয়। কেননা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম—ভগবৎসেবা থাকে না, কেবলমাত্র দাম্ভিকতাই প্রকাশ পায়। সুতরাং যে গাভী দুগ্ধ দেয় না, তাহার পালনকারী যেরূপ গাভী লাভ করিয়াও দুগ্ধলাভে বঞ্চিত হয়; তদ্রূপ বেদাদিশাস্ত্র-চর্চ্চায় ভক্তিলাভ না হইলে কেবল শাস্ত্রপারদর্শীর জ্ঞানলাভ সত্ত্বে পুরুষার্থ-প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। গরুড় পুরাণে পাওয়া যায়—'সমগ্র বেদে পারঙ্গত এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইয়াও যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর ভক্ত নহে, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে ॥ ১৮ ॥

গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ভার্য্যাং
দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাঞ্চ।
বিত্তং ত্বতীর্থকৃতমঙ্গ বাচং
হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী ॥১৯॥

অন্বয়। (এতদেবান্যার্থনিদর্শনৈঃ প্রপঞ্চয়তি) অঙ্গ!

(হে উদ্ধব!) দুঃখদুঃখী (দুঃখান্তরং দুঃখমেব যস্য সঃ) দুগ্ধদোহাং (দুগ্ধঃ ক্ষরিতো দোহঃ পয়ো যস্যাস্তামতএবার্থশূন্যাং) গাং (তথা) অসতীম্ (অকামাং) ভার্য্যাং চ (তথা) পরাধীনং দেহম্ অসৎপ্রজাং (দৃষ্টাদৃষ্টশূন্যং পুত্রং) চ অতীর্থীকৃতং (আগতে পাত্রেঽদত্তং) বিত্তং তু (দুষ্কীর্ত্তিদুরিতাপাদকং) ময়াহীনাং (মম লীলাদিশূন্যাং) বাচং (শাস্ত্রবাক্যঞ্চ) রক্ষতি (পালয়তি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! উত্তরোত্তর দুঃখভোগী পুরুষই দুগ্ধহীনা গাভী, অকামা ভার্য্যা, পরাধীন দেহ, আগত সৎপাত্রে অদত্ত দুষ্কীর্ত্তি ও পাপ-প্রশ্রয়দাতা ধন এবং আমার লীলাদিবর্ণন-রহিত শাস্ত্রবাক্য রক্ষা করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ। দৃশ্যশ্রব্যাদীন্ বিষয়ান্ মৎসম্বন্ধানেব স্বীকুর্য্যাৎ ন তু মৎসম্বন্ধশূন্যান্ এতদেব ময়ি নিষ্ণাতত্বমিতি বক্তুং সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারোপলক্ষণমেকং বাগিন্দ্রিয়ব্যাপারমেব লক্ষীকৃত্য সবহুতরদৃষ্টান্তমাহ,—গামিতি। দুহ্যত ইতি দোহঃ পয়ঃ দুগ্ধো দোহো নোত্তরত্র দোহ্যোঽস্তি যস্যাস্তাং কস্মাচ্চিৎ মূল্যদানেন বিনৈব প্রাপ্তাং রক্ষতি পাতি। গৌরিয়ং মদ্দত্তবহুতরঘাসাদিচারণৈর্দুগ্ধবতী পুনঃ প্রসূতিমতী চ ভবিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা দুগ্ধলোভী দুঃখদুঃখী ঐহিকদুঃখবান্ আয়ত্যাং তস্যা গোদুগ্ধলাভদর্শনাদুপেক্ষণাদুপেক্ষণজন্যপাপাৎ পারত্রিকঞ্চ যদ্দুঃখং তদ্বান্। এবং অসতীং ভার্য্যাং সতীজনকৃতধর্ম্মোপদেশাদিরমায়ত্যাং সতী ভবিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা সন্তানকামলোভী রক্ষত্যেবমসৎপ্রজামিত্যাদাবপি ব্যাখ্যেয়ম্। দেহং পরাধীনং প্রতিক্ষণং দুঃখহেতুং। অসৎপ্রজাং দৃষ্টাদৃষ্টফলশূন্যং পুত্রং। আগতে পাত্রে অদত্তং বিত্তং দুষ্কীর্ত্তিদুরিতাপাদকং। অঙ্গ, হে উদ্ধব, দুঃখান্তরং দুঃখমেব যস্য স এব রক্ষতি ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। দর্শনীয়, শ্রবণীয় বিষয়গুলি আমার সহিত সম্বন্ধযুক্তরূপে স্বীকার করিতে হইবে, আমার সম্বন্ধরহিতরূপে নহে। ইহাই আমাতে নিষ্ণাতত্ব:—এই কথা বলিতে সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যাপারের একটী উপলক্ষণ বাক্যেন্দ্রিয়-ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া বহুতর দৃষ্টান্তসহকারে বলিতেছেন। দুগ্ধদোহা অর্থাৎ যাহা দোহন করা যায়, তাহা দোহ অর্থাৎ পয়ঃ যাহার দোহদুগ্ধ অর্থাৎ যাহার দুগ্ধ সমস্তই দোয়া হইয়া গিয়াছে, পরে আর দুহিবার কিছু নাই, এইরূপ গাভীকে বিনামূল্যে কাহারও নিকট হইতে পাইয়া রক্ষা বা পালন করে। এই গাভী আমার প্রদত্ত অনেক ঘাস প্রভৃতি চারণপ্রভাবে আবার সন্তানবতী ও দুগ্ধবতী হইবে, এই বুদ্ধিতে দুগ্ধলোভী দুঃখদুঃখী অর্থাৎ ভবিষ্যতে সেই গাভীর দুগ্ধলাভদর্শনহেতু উপেক্ষণ জন্য ঐহিক দুঃখবান্, আবার উপেক্ষণ জন্য পাপহেতু পারত্রিক-দুঃখবান্। এইরূপ সতীগণের আচরিত ধর্ম্মোপদেশহেতু এই ভার্য্যা এক্ষণে অসতী হইলেও ভবিষ্যতে সতী হইবে, এই বুদ্ধি করিয়া সন্তান ও কামলোভী পুরুষ তাহাকে রক্ষা করে, অসৎ প্রজা এস্থলেও এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। পরাধীন দেহ প্রতিক্ষণই দুঃখের হেতু। অসৎ প্রজা অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্টফলশূন্য পুত্র। অতীর্থীকৃত বিত্ত অর্থাৎ পাত্র আগত হইলে যে ধন দান করা হয় না, তাহা দুষ্কীর্ত্তি ও দুরিত বা পাপ উৎপাদন করে। হে অঙ্গ উদ্ধব, দুঃখদুঃখী অর্থাৎ যাহার দুঃখের পর কেবল দুঃখ, কেবল সেই এইগুলি রাখে ॥ ১৯ ॥

অনুদর্শিনী। ভগবন্নিষ্ণাতত্বই যুক্তবৈরাগ্য—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া এবং কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া তদীয় সেবানুকূল বিষয়মাত্র গ্রহণ করাকেই যুক্তবৈরাগ্য বলে।

আসক্তিরহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়সমূহ কেবল মাধব। শ্রীল প্রভুপাদ।

সৎপুত্রের দ্বারা পিতার ঐহিক সুখসমৃদ্ধি ও কীর্ত্তি এবং পরলোকে সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যে পুত্রের দ্বারা দৃষ্ট বা ঐহিক ধনার্জ্জনাদি এবং অদৃষ্ট বা পারলৌকিক ফল শ্রাদ্ধাদি সাধিত হয় না, তাহাকে অসৎ প্রজা বা পুত্র বলা হয়; তাদৃশ পুত্র প্রতিপালনে পিতার দুঃখই লাভ হয়। বেদচর্চ্চায় ভগবদনুভূতির অভাবে

কেবল জ্ঞান সংগ্রহে বেদে অনিষ্ণাত ব্যক্তি শ্রমফলই লাভ করিয়া থাকে। (পূর্ব্ব শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য)।

ভগবল্লীলাকথারস-সেবন ব্যতীত কাহারও সংসার-তরণের উপায় নাই—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥

ভাঃ ১২।৪।৪০

শ্রীশুকদেব বলিলেন—যিনি বিবিধ দুঃখদাবদহনে দগ্ধ হইয়া দুস্তর সংসারসাগরের পারগমনে সমুৎসুক, তাহার পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথারস-সেবন ব্যতীত অন্য নৌকা বা উপায় নাই।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন—(পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকস্থ এতাঃ অর্থাৎ) ভগবানের বিবিধ কথা অবশ্য বিবিধ ভক্তগণের জীবাতুই, মোক্ষার্থিগণেরও এই কথা বিনা জ্ঞানাদিদ্বারা মোক্ষ হইবে না, তাই বলিতেছেন—সংসার ইত্যাদি।

অতএব মদীয় লীলাশূন্যা বৈদিক-বাক্যও অভ্যাস করিবে না॥ ১৯॥

যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম্ম
স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য।
লীলাবতারেপ্সিত জন্ম বা স্যাদ্
বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ॥ ২০॥

অন্বয়। (ময়া হীনাং বাচমিত্যুক্তং বিবৃণোতি) অঙ্গ! (হে উদ্ধব!) যস্যাং (বাচি) অস্য (বিশ্বস্য) পাবনং (শোধকং তথা) স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধং (স্থিত্যাদিরূপং) মে (মম) কর্ম্ম (চরিতং) বা (অথবা) লীলাবতারেপ্সিতজন্ম (লীলাবতারেপ্সিতং জগৎপ্রেমাস্পদং শ্রীরামকৃষ্ণাদি জন্ম) ন স্যাৎ (বর্ণিতত্বেন ন ভবেৎ) ধীরঃ (ধীমান্) তাং (নিষ্ফলাং) গিরং (বাচং) ন বিভৃয়াৎ (ন ধারয়েৎ)॥ ২০॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! যে বাক্যে বিশ্বের সংশোধক মদীয় সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াত্মক চরিত অথবা লীলাবতারের অভিলষিত জগৎ-প্রেমাস্পদ মদীয় জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণিত হয় নাই, বুদ্ধিমান্ পুরুষ তাদৃশ নিষ্ফল বাক্য ধারণ করিবেন না॥ ২০॥

বিশ্বনাথ। ননু ত্বৎসহিতৈব সা বাক্ কা। কিং তত্ত্বমস্যাদিজীবব্রহ্মৈক্যপ্রতিপাদিকা বা কাচিদন্যৈবেবেতি তাং স্পষ্টমাবেদয়েত্যপেক্ষায়ামাহ। যস্যা মম কর্ম্মচরিতং বিশ্বস্য স্থিতিরুদ্ভবঃ প্রাণনিরোধঃ সংহারশ্চ যত্র তৎ। ততোঽপ্যুৎকৃষ্টতমত্বেন বিমৃশ্যাহ,—লীলাবতারেষু ঈপ্সিতং সর্ব্বজগৎ-সুভগং জন্ম মৎজন্মোপলক্ষিতবাল্যলীলাদিকং যত্র তৎ চরিতং ন স্যাত্তাং গিরং বেদলক্ষণামপি বন্ধ্যাং বিফলাং ধীরঃ পণ্ডিতো ন বিভৃয়াদপণ্ডিত এব বিভৃয়াৎ।
॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, আপনার সম্বন্ধযুক্ত সে বাক্য কি? উহা তত্ত্বমসি (তুমি সেই) প্রভৃতি জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করে, না, অন্য কিছু, ইহা স্পষ্ট জানান—এই অপেক্ষায় বলিতেছেন। যে বাক্য আমার কর্ম্ম অর্থাৎ চরিত ইহার অর্থাৎ বিশ্বের স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধ অর্থাৎ যাহাতে স্থিতি, উদ্ভব ও প্রাণনিরোধ বা সংহার সেই। তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতম বলিয়া মনে করিয়া বলিতেছেন,—লীলাবতারেপ্সিত জন্ম অর্থাৎ লীলাবতার-সমূহে ঈপ্সিত অর্থাৎ সর্ব্বজগৎ-সুভগ জন্ম অর্থাৎ আমার জন্ম-উপলক্ষিত বাল্যলীলাদিক চরিত যাহাতে নাই, সেই বাক্য বেদলক্ষণ হইলেও বন্ধ্যা অর্থাং বিফল বলিয়া উহা ধীর অর্থাৎ পণ্ডিত ধারণ করিবেন না, কেবল অপণ্ডিতই ধারণ করিবে॥ ২০॥

অনুদর্শিনী। বেদসকল ভগবানের লীলাচরিত বর্ণনায় সফলতা প্রাপ্ত হন—

তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো
মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ। ভাঃ ১০।৩২।১৩

অর্থাৎ শ্রুতিসকল সাক্ষাৎ পরমেশ্বরকে প্রতিপাদন করিয়া যেমন পূর্ণমনোরথ হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাহ্লাদে

গোপিকাগণের মনঃপীড়া দূরীভূত হইল; তাঁহারা সফল-কাম হইলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলেন—গোপীগণের যে কেবল পরম দুঃখেরই শান্তি হইয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু পরম সুখপ্রাপ্তিও হইয়াছিল বলিতে গিয়া বলিলেন - মনোরথের অর্থাৎ বাঞ্ছিতের অন্ত অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হইয়াছিল। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত শ্রুতিসকল যেরূপ। শ্রুতিগণও তাদৃশ-লীলাবিশিষ্ট সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করিয়া যেমন নিজ নিজ নানা তাৎপর্য্য-দৌস্থকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ নানা তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট অলঙ্কারাদি শব্দ বিশেষের প্রয়োগ-কৌশল ও ত্যর্কিকভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিপাদনে তাঁহাদের উদ্দেশের পরিসমাপ্তিতে যেমন কৃতার্থ হন।"

শ্রীনারদ বলিয়াছেন—

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥ ভাঃ ১।৫।২২

সুধীগণ বলিয়াছেন যে, ভগবান্ শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনই পুরুষের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, উত্তমরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান, সুষ্ঠু-ভাবে উচ্চারিত বেদমন্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞান ও দানের অক্ষয় ফল।

কলিযুগপাবনাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥
(পদ্যাবলী ৩৯ সংখ্যাবৃত-ব্যাসদেববাক্য)

অর্থাৎ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বিবয় শ্রুত হইলেও, উহা কৃষ্ণকথারূপ অমৃত হইতে বহু দূরে অবস্থিত। যেহেতু, ব্রহ্ম-বিষয়ক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা চিত্তদ্রব বা কম্পাশ্রু, পুলকোদ্গমাদি কিছুমাত্র হয় না।

অতএব পণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা-শূন্যা বেদলক্ষণা বাণীও নিষ্ফলা বলিয়া তাহাকে ব্যবহার করেন না ॥ ২০ ॥

এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য নানাত্বভ্রমমাত্মনি।
উপারমেত বিরজং মনো মর্য্যর্প্য সর্ব্বগে ॥ ২১ ॥

অন্বয়। (উক্তং জ্ঞানমার্গং উপসংহরতি) এবং (নিশ্চিত্য) জিজ্ঞাসয়া (বিচারেণ) আত্মনি নানাত্বভ্রমং (দেহাধ্যাসম্) অপোহ্য (নিরস্য) বিরজং (নির্ম্মলং) মনঃ সর্ব্বগে (পরিপূর্ণে) ময়ি (পরমাত্মনি) অর্প্য (সমর্প্য সন্ধার্য্য) উপারমেত (উপারমেৎ, ন তু শাস্ত্রপাণ্ডিত্য-মাত্রেণেত্যর্থঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া বিচারের দ্বারা আত্মবিষয়ে দেহাধ্যাস নিরসনপূর্ব্বক সর্ব্বত্রব্যাপী পরিপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ আমার প্রতি নির্ম্মল মন সমর্পণকরতঃ শান্তিলাভ করিবেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ। জ্ঞানমার্গমুপসংহরতি। এবং জিজ্ঞাসয়া উক্তলক্ষণপ্রকারেণ বিচারেণ আত্মনি স্বস্মিন্ নানাত্বভ্রমং দেহদ্বয়াভিমানলক্ষণং দেবত্ব-মনুষ্যত্বাদিভেদং অপোহ্য নিরস্য উক্তলক্ষণয়া ভক্ত্যা চ ময়ি বিরজং বিপক্কমায়াকষায়ং মনঃ সমর্প্য ভক্ত্যুত্থেন বিজ্ঞানেন উপারমেত মৎসাযুজ্যং প্রাপ্নুয়াৎ। তথা চোক্তং 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্' মিতি ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানমার্গের উপসংহার করিতেছেন,—এইরূপ জিজ্ঞাসাদ্বারা কথিতলক্ষণপ্রকার বিচারদ্বারা আত্ম অর্থাৎ আপনাতে নানাত্ব ভ্রম অর্থাৎ দেহদ্বয়ের অভিমানলক্ষণ দেবত্বমনুষ্যত্বাদিভেদ অপোহন অর্থাৎ নিরাস করিয়া কথিতলক্ষণা ভক্তিদ্বারা আমাতে বিরজ অর্থাৎ বিপক্ক-মায়াকষায় মন সমর্পণপূর্ব্বক ভক্ত্যুত্থ বিজ্ঞান-সহযোগে উপরম অর্থাৎ মৎসাযুজ্য লাভ করিবে। এই ভাবে কথিত আছে (গীতা ১৮।৫৫) 'আমি যৎস্বরূপ ও যৎস্বভাব, তাহা ভক্তি উদিত হইলেই জীব বিশেষরূপে জানিতে পারেন। আমার সম্বন্ধে বস্তুজ্ঞান হইলে জীব আমাতে প্রবেশ করে' ॥ ২১ ॥

অনুদর্শিনী। উক্ত লক্ষণ প্রকার বিচার অর্থাৎ **'বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো ন মে বস্তুতঃ'** ভাঃ ১১।১১।১ **ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে।**

সাযুজ্য প্রাপ্তির বিচার—শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ উদ্ধৃত গীতোক্ত—'**ভক্ত্যা মামভিজানাতি**' গী ১৮।৫৫ এবং '**মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥** ভাঃ ৬।১৪।৫ শ্লোকদ্বয়ের টীকার মর্ম্ম —জ্ঞান দুই প্রকার—কেবল এবং ভক্তিসহিত। কেবল জ্ঞানে ভক্তির অভাবে মুক্তিপ্রয়াসিগণও মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। 'শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্। ভাঃ ১০।১৪।৩।

ভক্তিসহিত জ্ঞান দ্বিবিধ—(১) শ্রীভগবানের আকারে মায়াবুদ্ধিবশতঃ অনাদর থাকিলেও তদ্ভক্তিসহিত এবং (২) ভগবদাকারে মায়াবুদ্ধি না করিয়াই তদ্ভক্তিসহিত। এতদুভয়ের মধ্যে প্রথম জ্ঞানবান্ মুক্ত হন না কিন্তু মুক্তাভিমানীই। তাদৃশী ভক্তিদ্বারা অবিদ্যাকে সম্যগ্ নিরসন করিয়া এবং সম্যগ্ বিদ্যার উদয় করাইয়া (ভক্তির) সদ্যই অন্তর্দ্ধান হওয়ায় ভক্তি ব্যতীত তৎপদার্থের জ্ঞানাভাবে ব্রহ্মে লয় হয় না। প্রমাণ—'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ, পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।' ভাঃ ১০।২।৩২ '**অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥** মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ'। গীঃ ৯।১১-১২

শ্লোকদ্বয়ের অর্থ—'সার্ব্বত্রিক মানুষী তনুর মায়িকত্ব দর্শনহেতু মদীয় মানুষী তনুরও মায়িকত্ব কল্পনাই আমার অবজ্ঞা' আমার মানুষী তনু কিরূপ—বিশুদ্ধসত্ত্ব। ব্রহ্মাদি তৃণান্ত জীবসমূহের পরমকারণ আমার মানুষী তনুই স্বীকৃতা অর্থাৎ প্রাকৃত সর্ব্ববস্তুর কারণ। যদি তাহারা (যাহারা আমার তনুকে মায়িক বলে) আমার ভক্ত হয়, তবে তাহাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তির আশা ব্যর্থ হয়। যদি তাহারা কর্ম্মী হয়, তবে তাহাদের স্বর্গলাভ হয় না। যদি তাহারা জ্ঞানী হয়, তবে তাহাদের মোক্ষ হয় না। তাহা হইলে তাহাদের কি হয়?—রাক্ষসাদি যোনিতে জন্ম হয়।

দ্বিতীয় জ্ঞানবান্ অবিদ্যা ও বিদ্যার উপরামেও অনুপরতা জ্ঞানশাবল্যরহিতা ভক্তিবলে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। যেমন গীতায় (১৮।৫৪-৫৫) কথিত হইয়াছে—'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" (এই শ্লোকদ্বয়ের সারার্থদর্শিনী টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন যে,—যাহারা কিন্তু ভক্তিমিশ্রজ্ঞানাভ্যাসী, ভগবন্মূর্ত্তিকে সচ্চিদানন্দময়ীই জানেন, ক্রমে অবিদ্যা ও বিদ্যার উপরামে পরাভক্তি লাভ করেন না, সেই জীবন্মুক্তসকল দ্বিবিধ—এক সাযুজ্যার্থে ভক্তি করিয়া সেই ভক্তিবলে 'তৎ'পদার্থকে অপরোক্ষী করিয়া তাহাতে সাযুজ্যলাভ করে, তাহারা সংগীত। অপর বহুভাগ্যবান্ যাদৃচ্ছিক্-শান্তমহাভাগবতসঙ্গপ্রভাবে ত্যক্তমুমুক্ষ শুকাদিবৎ ভক্তিরসমাধুর্য্যাস্বাদেই নিমগ্ন হন, তাঁহারা কিন্তু পরমপ্রশংসিতই। 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।' ভাঃ ১।৭।১০।

আর সেই সিদ্ধগণের মধ্যে কেহও অর্থাৎ কোন ভাগ্যবান্ 'তৎ'পদার্থানুভবের আরম্ভ সময়ে যদি কোন শুদ্ধভক্তের কৃপায় পূর্ণা শুদ্ধভক্তিলাভ করিতে পারেন, তখন তন্মাধুর্য্যলাভে সাযুজ্যে রুচিরহিত হইয়া নারায়ণপর হন। সেইক্ষেত্রে অনুগ্রাহক ভক্ত যদি শান্তভক্ত হন, তবে ঐ সিদ্ধও শান্ত ভক্ত, আর অনুগ্রাহক যদি দাস-সখ্য-বৎসল-মধুর-ভক্ত হন তবে অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিও সেই সেই ভক্ত হন।

সন্দেহ-নিরসন—অনেকের মনে এইরূপ সন্দেহ এবং অনেকের এরূপ প্রশ্ন হয় যে, শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়াও কিরূপে স্বভাষ্যে সাযুজ্যপর ব্যাখ্যা

লিখিয়াছেন। সেই সন্দেহ-নিরসনে এবং প্রশ্নোত্তরে আমরা 'পুরুষোঽয়ং বিনির্ভিদ্য'—ভাঃ ২।১০।১০ শ্লোকের তৎকৃত সারার্থদর্শিনীর অনুবাদ উদ্ধার করিতেছি—"এই ভাগবতশাস্ত্রের যে কেবলমাত্র ভগবানকেই প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি, তাহা নহে, তাঁহার নির্ব্বিশেষস্বরূপ ও তদংশভূত ব্রহ্ম-পরমাত্মাকেও (প্রকাশের প্রবৃত্তি)। যেমন শাস্ত্রের আরম্ভেই কথিত হইয়াছে (১।২।১১) 'সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন।' সুতরাং ব্রহ্ম-পরমাত্মোপাসকগণের অধ্যাত্মাদি-কথার অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ কথন উপযুক্ত। অধিকন্তু এই শাস্ত্র-মহিমাদ্বারা ব্রহ্ম-পরমাত্মোপাসকগণেরও ভক্তি প্রবর্ত্তিত হয়। পরে ফল-দশায়ও (১।৭।১০) 'আত্মারাম মুনিসকলও শ্রীহরির সেবা করিয়া থাকেন'—ইত্যাদি বাক্য হইতে প্রায় ভক্তিই শ্রেষ্ঠরূপে বর্ত্তমানা। অতএব শুদ্ধভক্তগণকর্ত্তৃক তাঁহার তৎসাধন এবং তৎফল কটাক্ষণীয় নহে কিন্তু অনুমোদনীয়। তাহা হইলে যে প্রকার ব্রহ্মত্ব-পরমাত্মত্ব-মৎস্যকূর্ম্মাদি অনেক অবতারত্বধর্ম্ম-জ্ঞানবলৈশ্বর্য্য রূপগুণলীলামাধুর্য্য-পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিধ ভক্তগণ-কর্ত্তৃক সেবিত হন, সেই প্রকারই তৎস্বরূপভূত এই গ্রন্থও ব্রহ্ম-পরমাত্ম-মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারসমূহের অবতারী তত্তৎসর্ব্বমূলভূত শ্রীকৃষ্ণ তদীয় গুণলীলামাধুর্য্যৈশ্বর্য্য তৎপ্রাপ্তি-সাধনভক্তি-প্রেম-ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি অখিলতত্ত্বপ্রদর্শক।" ॥ ২১ ॥

যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্।
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর ॥২২॥

অন্বয়। যদি ব্রহ্মণি নিশ্চলং (বিষয়শূন্যং) মনঃ ধারয়িতুম্ অনীশঃ (অশক্তঃ) নিরপেক্ষঃ (ফলকামনা-রহিতঃ সন্) সর্ব্বাণি (নিত্যনৈমিত্তিকানি) কর্ম্মাণি ময়ি (মদর্পিতত্বেন) সমাচর (কুরু) ॥২২॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! যদি ব্রহ্মে নিশ্চল মন ধারণে অশক্ত হও তাহাহইলে ফলকামনা রহিত হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহ আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক আচরণ করিবে।২২॥

বিশ্বনাথ। এবঞ্চ মদর্পিতনিষ্কামকর্ম্মণৈবান্তঃ-করণশুদ্ধিরন্তঃকরণশুদ্ধ্যাধীনমেব ভক্তিসহিতজ্ঞানং তেন চ ব্রহ্মণি নিশ্চলমনোধারণা। ততো 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' ইত্যাদি মদুক্তের্বিদ্যোপরামসময়ে বিদ্যোত্তীর্ণায়া মদ্ভক্তেঃ প্রাপ্তিস্তয়া চ বিপক্ককষায়স্য মনসো ময়ি সম্যঙ্ নিদিধ্যাসনং ততো ভক্ত্যুত্থেন শুদ্ধজ্ঞানেন সাযুজ্যমিতি ক্রমস্তত্র কশ্চিদ্ যদি নিশ্চলমনোধারণাত্মিকাং চতুর্থীং ভূমিকামপ্যধিরোঢ়ুং ন শক্নুয়াত্তদা স্বান্তঃকরণস্য সম্যক্ শুদ্ধভাবমনুমায় তচ্ছু-দ্ধ্যর্থং পুনরপি মদর্পিতনিষ্কামকর্ম্মৈব কুর্য্যাদিতি উদ্ধবং লক্ষীকৃত্যাহ, যদ্যনীশ ইতি। সর্ব্বাণি নিত্যনৈমিত্তিক-নিবৃত্তকর্ম্মাণি ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপে আমাতে অর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মদ্বারাই অন্তঃকরণ শুদ্ধি, ভক্তিসহিতজ্ঞান অন্তঃকরণ-শুদ্ধির অধীন। তদ্বারা ব্রহ্মে নিশ্চলা মনোধারণা, তাহা হইলে 'ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা' প্রভৃতি আমার কথা হইতে বিদ্যার উপরামসময়ে বিদ্যোৎতীর্ণা আমাতে ভক্তিপ্রাপ্তি, তৎকর্ত্তৃক বিপক্ককষায় মনের আমাতে সম্যক্ নিদিধ্যাসন, তাহা হইতে ভক্ত্যুত্থ শুদ্ধজ্ঞানসহযোগে সাযুজ্য এই ক্রম। তাহাতে যদি কেহ নিশ্চলমনোধারণাত্মিকা চতুর্থী ভূমিকাতেও অধিরোহণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে স্বীয় অন্তঃকরণের সম্যক্ শুদ্ধভাব অনুমান করিয়া তাহার শুদ্ধিনিমিত্ত পুনরায় আমাতে নিষ্কাম কর্ম্মই করিবে—ইহা উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। সর্ব্ব অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক-নিবৃত্তকর্ম্ম।২২॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ নিজ-পার্ষদ ভক্তপ্রবর উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়াই সাধারণকে উপদেশ দিতেছেন—

শ্রীভগবানে অর্পিত নিষ্কামকর্ম্মদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। শুদ্ধান্তঃকরণে ভক্তিসহিত জ্ঞানলাভ হয়। তদ্বারা ব্রহ্মে নিশ্চলা মনোধারণাদিক্রমে সাযুজ্য লাভ হয়—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥
গীঃ ১৮।৫৪-৫৫

'যাবন্ন্ কায়রথম্'—ভাঃ ৭।১৫।৪৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিঠাকুর-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকত্রয়ের অর্থের বঙ্গানুবাদ—

"ভক্তিমিশ্রজ্ঞান পরিপাক দ্বারা উপাধির অপগমে ব্রহ্মভূত অর্থাৎ অনাবৃত চৈতন্য বলিয়া ব্রহ্মরূপ এই অর্থ। গুণমালিন্যের অপগমে প্রসন্ন যে আত্মা সে। তাহার পর পূর্ব্বদশার ন্যায় দেহাদির অভিমান না থাকায় নষ্টের জন্য শোক করে না এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে না। বাহ্য অনুসন্ধান না থাকায় ভদ্র ও অভদ্র সকল ভূতে সম। তা'র পর অগ্নি যেমন ইন্ধন অভাবে নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানের শান্তিতেও জ্ঞানান্তর্ভূতা অনশ্বরা মদ্ভক্তিকে লাভ করে। আমার স্বরূপশক্তিবৃত্তি ভক্তি, মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন বলিয়া অবিদ্যা ও বিদ্যার অপগমেও উহার অপগম হয় না। অতএব পরা অর্থাৎ নিষ্কাম-কর্ম্মজ্ঞানাদি উর্ব্বরিতত্বহেতু কেবলাকে লাভ করে। সর্ব্বভূতে অবস্থিত অন্তর্যামীর ন্যায় মোক্ষসিদ্ধির জন্য পূর্ব্বে জ্ঞানবৈরাগ্যাদিতে কলায় বর্ত্তমানা ভক্তির স্পষ্ট উপলব্ধি ছিল না। অতএব 'কুরুতে' না বলিয়া 'লভতে' প্রয়োগ হইয়াছে। মাষমুদ্গাদিতে মিলিত কাঞ্চন-মণিকাকে যেমন কালে নষ্ট-মাষমুদ্গাদি হইতেও পৃথক্‌ভাবে পাওয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞানের অপগমেও তাহা হইতে পৃথক কেবলা ভক্তিকে লাভ করে। তখন কিন্তু সম্পূর্ণ প্রেমভক্তি লাভের সম্ভাবনা থাকে না এবং সেই ভক্তির ফলও সাযুজ্য নহে; এই হেতু পরাশব্দে প্রেমলক্ষণা ভক্তি ব্যাখ্যা করিতে হইবে না। আচ্ছা, সেই লব্ধভক্তিদ্বারা কি হয়? তদুত্তরে উপন্যাস-সহকারে অর্থান্তর বলিতেছেন—

আমি যাবান্ (যৎস্বরূপ) যশ্চাস্মি (যৎস্বভাব) সেই আমাকে অর্থাৎ তৎপদার্থকে জ্ঞানী বা নানাবিধ ভক্ত ভক্তিদ্বারাই তত্ত্বত জানে। 'কেবলা ভক্তিদ্বারাই আমি গ্রাহ্য'—আমার যখন এই উক্তি তখন সেই ভক্তিদ্বারাই। তদনন্তর অর্থাৎ বিদ্যা উপরমের উত্তরকালেই আমাকে জানিয়া আমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ মৎসাযুজ্যসুখ অনুভব করে। এতৎপ্রসঙ্গে 'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত'—ভাঃ ২।৯।৩৩ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা, ভক্ত্যা মামভিজানাতি' শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—

"পরা অর্থাৎ প্রাক্‌কালীন গুণিভাবরহিত বলিয়া শ্রেষ্ঠা বা কেবলা, তাহার পর "ভক্ত্যা মামাভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" এই উক্তিতে জাতি-প্রমাণদ্বারা অল্পীয়সী সেই জ্ঞানমিশ্রাভক্তিদ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই অনুভব হয় কিন্তু অনন্ত চিদ্বিশেষ ব্রহ্ম ভগবান্ তাঁহার অনুভব হয় না। যেমন অল্পতেজোবিশিষ্ট চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মণিময়ী মূর্ত্তিকে সামান্য তেজোময়ী মাত্র দর্শন করে কিন্তু তাহাকে মুখনাসা নেত্রকর্ণাদি-বিশেষময়ী দর্শন করিতে পারে না। তারপর বিদ্যার সম্পূর্ণ উপরমে নির্গুণভাব প্রকটিত হওয়ায় সেই ভক্তিবলেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভবের এই যে পূর্ণত্ব প্রাপ্তি তাহাই 'নির্ব্বাণ' শব্দ বাচ্য জীবব্রহ্মৈকতা। যেরূপ তথায় উক্ত হইয়াছে 'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্। কিন্তু ভগবানের চিৎশক্তি-বৃত্তি সমূহের সারভূতা, ভগবৎ কৃপাবিলাসরূপা, পরমোত্তমা জাতিপ্রমাণদ্বয়ের অতীত যে শুদ্ধভক্তি তিনি কিন্তু প্রবলা ও পরমা স্বতন্ত্রা। তিনি গুণ-দোষ বিচার না করিয়াই, এমন কি দুরাচারী রাক্ষস পুলিন্দ পুক্কশাদি বদ্ধজীবের অন্তরেও স্বেচ্ছামত উদিতা হইতে পারেন। আবার মুক্ত সন্ন্যাসী বিপ্রের মধ্যেও উদিতা না-ও হইতে পারেন। সেই ভক্তিদ্বারাই অবিদ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত ক্লেশের ধ্বংস সাধিত হয়। যেরূপ ভাঃ ৩।২৫।৩৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"পুরুষের স্বপ্রযত্ন ব্যতিরেকেও জঠরাগ্নি যেরূপ তাহার অজ্ঞাতসারেই ভুক্তদ্রব্যাদি জীর্ণ করিয়া দেয়, তদ্রূপ ঐ ভক্তিও অবিদ্যাজনিত বাসনাময় লিঙ্গদেহকে অনায়াসে ক্ষয় করিয়া ফেলে।" সেই ভক্তিবলেই অনন্ত চিদ্বিশেষ ভগবানেরও অপরোক্ষানুভব হইয়া থাকে। যেরূপ, অত্যন্ত তেজোময় চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অল্প তেজোময়ী বিশেষতঃ মুখনাসানেত্রকর্ণাদি-অঙ্গসৌষ্ঠব-ভূষিতা সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তি ভালরূপেই দর্শন করে তদ্রূপ। অতএব নির্গুণ ও গুণময়ীভেদে ভক্তি দ্বিবিধা। তাহার মধ্যে আদ্যা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তির পাকদশায় 'প্রেমভক্তি'

সংজ্ঞা তদ্দ্বারাই ভগবানের বশীকরণ কার্য্য এবং সচ্চিদানন্দ-ময় ভগবদ্রূপগুণ-লীলা-মাধুর্য্যের অনুভব। দ্বিতীয়া গুণময়ী অর্থাৎ সাত্ত্বিকী ভক্তি সত্ত্বগুণ হইলে তদ্দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসুখানুভব মাত্র হয়।"

আসন, প্রাণায়াম ও ধ্যান—এই তিনটী ভূমিকার পরবর্ত্তী চতুর্থ ভূমিকা—ধারণা। এই ক্রমে সাযুজ্যলাভের চতুর্থ ভূমিকা—ব্রহ্মধারণায় অসমর্থ ব্যক্তি চিত্তশুদ্ধির জন্য আমাতে সমর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন ॥ ২২ ॥

শ্রদ্ধালুর্মৎকথাং শৃণ্বন্ সুভদ্রাং লোকপাবনীং।
গায়ন্ননুস্মরন্ কর্ম্ম জন্ম চাভিনয়ন্ মুহুঃ ॥
মদর্থে ধর্ম্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে ॥
॥ ২৩-২৪ ॥

অন্বয়। (মদর্পণৈঃ কর্ম্মভিঃ বিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তরঙ্গাং ভক্তিমাহ) (হে) উদ্ধব! শ্রদ্ধালুঃ (জনঃ) সুভদ্রাং (মঙ্গলময়ীং) লোকপাবনীং মৎকথাং (মদীয়চরিতং) শৃণ্বন্ (তথা) কর্ম্ম (মম চরিতং) গায়ন্ (কীর্ত্তয়ন্) অনুস্মরন্ (অনুক্ষণং চিন্তয়ন্ তথা) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) জন্ম চ অভিনয়ন্ (স্বয়মনুকুর্ব্বন্ কিঞ্চ) মদপাশ্রয়ঃ (মদাশ্রিতঃ সন্) মদর্থে (মৎপ্রীত্যর্থং) ধর্ম্মকামার্থান্ আচরন্ (সেবমানঃ) সনাতনে (নিত্যস্বরূপে) ময়ি (পরমপুরুষে) নিশ্চলাম্ (অনন্যাম্) ভক্তিং লভতে ॥ ২৩-২৪ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! শ্রদ্ধালু ব্যক্তি আমার মঙ্গলময়ী লোকপাবনী চরিতকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন, অনুক্ষণ স্মরণ এবং পুনঃ পুনঃ মদীয় জন্মসমূহের অভিনয় করতঃ মদাশ্রিত হইয়া আমার প্রীতির জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-সমূহের আচরণ করিয়া সনাতন পুরুষ আমাতে ভক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৩-২৪ ॥

বিশ্বনাথ। তদেবং সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভির্জ্ঞানযোগমুক্ত্বা ভক্তিযোগমাহ,—শ্রদ্ধালুরিত্যাদিনা ময়া স্যা হ্যকুতোভয় ইত্যন্তেন। অত্র শীলার্থকেনালুচ প্রত্যয়েন ভক্তাবৌপাধিকশ্রদ্ধাবন্তো জ্ঞানিপ্রভৃতয়ো ব্যাবৃত্তাঃ। প্রথমত এব শ্রদ্ধালুরিতি পদোপন্যাসো ভক্তাবীদৃশশ্রদ্ধাবানেবাধিকারীতি জ্ঞাপয়তি। যদ্বক্ষ্যতে—"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্বিন্নো নাতিশক্তো ভক্তি-যোগঽস্য সিদ্ধিদঃ" ইতি। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে" ইতি জ্ঞানকর্ম্মাধিকারিভ্যোঽস্য ভেদাশ্চ সুভদ্রাঃ দধিপয়ঃপরস্ত্রীচৌর্য্যবেণুগানরাসাদ্যা গায়ন্ননুস্মরন্নিতি গানস্য পৌনঃপুন্যেন স্মরণস্যাপি পৌনঃপুন্যং স্বত এব ভবেদিতি ভাবঃ। কর্ম্ম কালিয়দমনাদিকং জন্ম নন্দোৎসবাদিকং নাটকাদিরীত্যা অভিনয়ন্। চকারাৎ গায়ন্ননুস্মরংশ্চ।

মদর্থে মৎসেবার্থং মজ্জন্মযাত্রাদিদিবসে মৎস্বরূপ-শ্রীগুরুদেবারাধনদিবসে চ ধর্ম্মা ব্রাহ্মণবৈষ্ণবসম্প্রদানকান্ন-বস্ত্রাদিদানানি কামা বৈষ্ণবসমাজপ্রাপ্তমধুরমহাপ্রসাদান্ন-ভোজনস্রক্‌চন্দনতাম্বুলোপযোগবসনপরিধানাদ্যাঃ। অর্থা বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার্থদ্রব্যাহরণানি আচরন্ কুর্ব্বন্ নিশ্চলাং সাধনসাধ্যদশয়োঃ স্থিরাং নৈষ্ঠিকীং। সনাতনে ইতি তদারাধ্যস্য মদ্বিগ্রহস্যাস্য সনাতনত্বাত্তদ্ভক্তিরপি সনাতনী নিশ্চলৈবেতি ভাবঃ ॥ ২৩-২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপে সার্দ্ধচতুঃ (সাড়ে চারিটী) শ্লোকে জ্ঞানযোগ বলিয়া 'শ্রদ্ধালু' (ভাঃ ১১।১১।২৩) হইতে আরম্ভ করিয়া 'ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ' (ভাঃ।১১।১২। ১৫) এই পর্য্যন্ত শ্লোকে ভক্তিযোগ বলিতেছেন। 'শ্রদ্ধালু' এস্থলে শীলার্থক আলুচ্ প্রত্যয়দ্বারা ভক্তিতে ঔপাধিক শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানি প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ব্যাবৃত্ত হইলেন (তাঁহা-দের কথা বলা হইতেছে না)। প্রথমেই শ্রদ্ধালু এই পদোপন্যাসদ্বারা ভক্তিতে এইরূপ শ্রদ্ধাবানই অধিকারী, ইহাই সূচিত হইতেছে। পরে যেরূপ বলা হইবে (ভাঃ ১১।২০।৮) 'যদৃচ্ছাক্রমে যে পুরুষ আমার কথাদিতে জাতশ্রদ্ধ, বিষয়ে নির্ব্বেদযুক্ত নহে অথচ অত্যাসক্ত নহে, তাহারই ভক্তিযোগসিদ্ধিপ্রদ।' (ভাঃ ১৬।২০।৯) সেই কালপর্য্যন্ত কর্ম্মসমূহ করিবে, যেকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মসমূহে নির্ব্বেদ আসিবে না, অথবা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা

উৎপন্ন না হইবে।' জ্ঞান ও কর্ম্মে অধিকারিগণ হইতে ইহার এই ভেদসমূহ। সুভদ্রা অর্থাৎ দধিদুগ্ধপরস্ত্রীচৌর্য্য-বেণুগান-রাসাদিগান ও অনুস্মরণ করিয়া অর্থাৎ গানের পৌনঃপুণ্যহেতু স্মরণের পৌনঃপুণ্য আপনা হইতেই হইবে। কর্ম্ম অর্থাৎ কালীয়দমনাদি, জন্ম অর্থাৎ নন্দোৎসবাদি নাটকাদিরীতিতে অভিনয় করিয়া। 'ও' হইতে গান ও অনুস্মরণ করিয়া।

মদর্থে আমার সেবার নিমিত্ত আমার জন্মযাত্রাদি দিবসেও আমার স্বরূপ শ্রীগুরুদেবের আরাধনাদিবসে ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবসম্প্রদানমূল অন্নবস্ত্রাদি দান, কাম অর্থাৎ বৈষ্ণবসমাজপ্রাপ্ত মধুর-মহাপ্রসাদান্ন ভোজন, স্রকচন্দন-তাম্বুল-উপযোগ বসনপরিধানাদি অর্থ অর্থাৎ বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবার জন্য দ্রব্যআহরণাদ আচরণ করিয়া। নিশ্চলা অর্থাৎ সাধ্যসাধনদশাতে স্থিরা নৈষ্ঠিকী। সনাতনে অর্থাৎ তাহার আরাধ্য আমার বিগ্রহ সনাতন বলিয়া তাহাতে ভক্তিও সনাতনী নিশ্চলা ॥২৩ ৩৪॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবানের প্রতি বিশ্বাসই সকল মঙ্গলের মূল। কোন কোন লোকের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে বহু জন্মের সুকৃতিক্রমে স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাসের উদয় হয়—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥ চরিতামৃত ম ২৩ প

শ্রদ্ধার অন্য নাম বিশ্বাস। কৃষ্ণভক্তি করিলে জীবের সমস্ত কর্ম্ম কৃত হইল, এই সুদৃঢ় নিশ্চয়ের নাম শ্রদ্ধা—

'শ্রদ্ধা' শব্দে 'বিশ্বাস' কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥ ঐ ম ২২ প

ভগবানের জন্মকর্ম্মাদিকথা শ্রবণীয় ও কীর্ত্তনীয়—

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥ ভাঃ ১১।২।৩৯

ভগবান্ শ্রীহরির ত্রিলোক-কীর্ত্তিত সুমঙ্গল জন্ম, কর্ম্ম এবং তদ্বিষয়ক নামসমূহের কীর্ত্তন করিয়া অনাসক্ত ও অচঞ্চলভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন।

রাসাদিলীলা কীর্ত্তনও শ্রবণ—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।
ভাঃ ১০।৩৩।৩৯

যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া-বর্ণন শুনেন বা বর্ণন করেন, সেই ধীর-পুরুষ ভগবানে পরাভক্তি লাভ করতঃ হৃদ্‌রোগরূপ জড়-কামকে শীঘ্রই দূর করেন।

ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ-কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নহে—মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর-রস প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥
চরিতামৃত অ ৫ প

কীর্ত্তনের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে স্মরণ সম্ভব। শুধু স্মরণ কেন, শ্রবণাদি নবধা-ভক্তি কেবল কীর্ত্তনের দ্বারাই সুষ্ঠুযাজিত হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-নামগুণ লীলাদি অনুক্ষণ কীর্ত্তনীয়। এইজন্যই স্বনাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তনপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুরূপে বলিয়াছেন— 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'। যাহারা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে কেবল স্মরণমননাদি-নিরত, তাহাদের পন্থা অশ্রৌত-পন্থা।

শ্রীনন্দোৎসব ও কালীয়দমনাদি লীলা নাটক-রীতিতে অভিনয়-করিতে হইলে এই জন্ম ও কর্ম্ম লীলাদ্বয় মধ্যে যে অংশসমূহ নিজের অনুগমনীয় সিদ্ধভক্তগতভাব, তাহা নিজে অভিনয় করিতে হইবে এবং যে অংশসমূহে ভগবদ্গত এবং ভক্তান্তরগত ভাব আছে, তাহা অন্যের দ্বারা অভিনয় করাইতে হইবে।

অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুস্বরূপের আবির্ভাবতিথিদ্বয়-সম্বন্ধে ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবনদাসঠাকুর বলিয়াছেন—

চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥
নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘী শুক্লা-ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্রপ্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী॥
সর্ব্ব যাত্রা মঙ্গল এই দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব্ব শুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এই দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥
ঈশ্বরের জন্মতিথি যে-হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র॥

চৈতন্যভাগবত আ ৩ অঃ

ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

যস্যাং সনাতনঃ সাক্ষাৎ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ।
অবতীর্ণঃ ক্ষিতৌ সৈষা মুক্তিদেতি কিমদ্ভুতম্॥
ইদমেব পরং শ্রেয়ঃ ইদমেব পরং তপঃ।
ইদমেব পরো ধর্ম্মো যদ্বিষ্ণুব্রতধারণম্॥

যে তিথিতে সনাতন, সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুষোত্তম পৃথিবীতে অবতীর্ণ, সেই তিথি যে মুক্তিদা তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে।

বিষ্ণুব্রতধারণই পরম শ্রেয়ঃ, পরম তপ এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

ভগবান্ সনাতন। তাঁহার বিগ্রহও সনাতন, সুতরাং তাঁহার ভক্তিও সনাতনী এবং নিশ্চলা॥ ২৩-২৪॥

সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতা।
স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদম্॥২৫॥

অন্বয়। (ততশ্চানেন প্রকারেণ) ময়ি সৎসঙ্গলব্ধয়া (সৎসঙ্গেন লব্ধয়া) ভক্ত্যা সঃ (ভক্তঃ) মাম্ উপাসিতা (ধ্যাতা ভবতি) সঃ (স চ ধ্যানশীলঃ) সদ্ভিঃ দর্শিতং বৈ (নিশ্চিতং) মে (মম) পদং (স্বরূপম্) অঞ্জসা (সুখেনৈব) বিন্দতে (প্রাপ্নোতি)॥ ২৫॥

অনুবাদ। সৎসঙ্গ হইতে লব্ধ-ভক্তিদ্বারা সেই ভক্ত আমার ধ্যান করিয়া থাকেন। অনন্তর সেই ধ্যানশীল ভক্ত ধ্যানযোগে মহাজন-প্রদর্শিত মদীয় স্বরূপ অনায়াসে লাভ করেন॥ ২৫॥

বিশ্বনাথ। এবম্ভূতায়াং ভক্তৌ কঃ প্রবর্ত্তক ইত্য-পেক্ষায়ামাহ,—সৎসঙ্গেতি। ভক্ত্যা উক্তলক্ষণয়া নৈষ্ঠিক্যা উপাসিতা ভজমানো ভবতি। ততশ্চ সদ্ভিরেব দর্শিতং পদং মচ্চরণং মদ্ধাম বা অঞ্জসা শীঘ্রং রুচ্যাসক্তিরতি-প্রেমভূমিকারূঢ়ঃ সন্ বিন্দতে প্রাপ্নোতি॥ ২৫॥

বঙ্গানুবাদ। ভক্তি এই প্রকার হইলে কে প্রবর্ত্তক,—এই অপেক্ষায় বলিতেছেন– ভক্তি উক্ত লক্ষণে নৈষ্ঠিকী ভক্তিদ্বারা উপাসিতা অর্থাৎ ভজনশীল হন। তাহা হইতে সৎ বা সাধুদিগের প্রদর্শিত পদ অর্থাৎ আমার চরণ বা ধাম অঞ্জসা অর্থাৎ শীঘ্র রুচি, আসক্তি, রতি, প্রেম-ভূমিকা আরূঢ় হইয়া প্রাপ্ত হন॥২৫॥

অনুদর্শিনী। সাধু সঙ্গেই ভজনে প্রবৃত্তি, ভজনে উন্নতি এবং ভজনে সিদ্ধি বা সাধ্য কৃষ্ণপ্রেমলাভ—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ভাঃ ৩।২৫।২৫

এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীলচক্রবর্ত্তীঠাকুর প্রেম-প্রাপ্তির ক্রম দেখাইয়াছেন—পূর্ব্ব শ্লোকস্থ "সঙ্গঃ প্রার্থ্য" সঙ্গ প্রার্থনীয়—এই উক্তি হইতে প্রথম 'শ্রদ্ধা'। তারপর 'সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার কথাসমূহ হয়'—এই বাক্যে অপ্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে ভজনক্রিয়ামাত্র, কথা নহে। তারপর প্রকৃষ্ট-সঙ্গ হইতে 'অনর্থনিবর্ত্তিকা' কথা-সমূহ হয়। তদনন্তর সেই কথাসমূহই 'নিষ্ঠা' উৎপাদন করিয়া আমার মাহাত্ম্যের সম্যক্ প্রকাশক হয়। তারপর 'রুচি' উৎপাদনে হৃৎকর্ণরসায়ন হয়। তারপর প্রীতি-সহকারে সেই সকল কথাসমূহের আস্বাদন হইতে

অপবর্গবর্ত্মস্বরূপ ভগবানে (আমাতে) শ্রদ্ধা, আসক্তি, রতি, ভাব, ভক্তি, প্রেমা ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে।"

অতএব— কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥
চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ

উপরি-লিখিত শ্লোকের অর্থ ও বিশেষ বিচার পূর্ব্বে ভাঃ ১১।৬।৯ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য॥ ২৫॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ

সাধুস্তবোত্তমঃশ্লোক মতঃ কীদৃগ্বিধঃ প্রভো।
ভক্তিস্ত্বয্যুপযুজ্যেত কীদৃশী সদ্ভিরাদৃতা॥
এতন্মে পুরুষাধ্যক্ষ লোকাধ্যক্ষ জগৎপ্রভো।
প্রণতায়ানুরক্তায় প্রপন্নায় চ কথ্যতাম্॥২৬-২৭॥

অন্বয়। (সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ইত্যুক্তং তত্র সতাং ভক্তেশ্চ বিশেষং পৃচ্ছতি) শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ। (হে) উত্তমঃশ্লোক! প্রভো! (সাধবঃ স্বস্বমতিপরিকল্পিতা বহবঃ সন্তি তত্র) কীদৃগ্‌বিধঃ (কিং প্রকারঃ) সাধুঃ তব মতঃ (সম্মতঃ, কিঞ্চ ভক্তিরপি লোকে বহুধা দৃশ্যতে তত্র) সদ্ভিঃ (নারদাদিভিঃ) আদৃতা (সাদরং পরিগৃহীতা) কীদৃশী ভক্তিঃ ত্বয়ি (ভগবতি) উপযুজ্যেত (উপযোগমর্হতি) (হে) পুরুষাধ্যক্ষ! লোকাধ্যক্ষ! জগৎপ্রভো! প্রণতায় (ভক্তায়) অনুরক্তায় (স্নিগ্ধায়) প্রপন্নায় (একান্ত-শরণাগতায়) চ মে (মহ্যম্) এতৎ (সর্ব্বং পৃষ্টং) কথ্যতাং (ভবতা কৃপয়া বর্ণ্যতাম্)॥ ২৬-২৭॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে উত্তমঃশ্লোক, হে প্রভো! কি প্রকার সাধু আপনার সম্মত এবং নারদাদি সজ্জন কর্ত্তৃক আদৃতা কি প্রকার ভক্তি আপনার প্রতি উপযুক্তা হইয়া থাকেন? হে পুরুষাধ্যক্ষ! হে বৈকুণ্ঠেশ্বর! হে জগৎপ্রভো! প্রণত, অনুরক্ত ও প্রপন্ন আমাকে এই সমস্ত কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন॥ ২৬-২৭॥

বিশ্বনাথ। ভক্তিপ্রাদুর্ভাবকং সাধুমেব শ্রুত্বা তল্লক্ষণং পৃচ্ছতি,—সাধুরিতি। মতস্তব সম্মতঃ সদ্ভিরাদৃতাপি ভক্তিস্ত্বয়ি কীদৃশ্যুপযুজ্যেত।

পুরুষাণাং মহৎস্রষ্টাদীনাং অধ্যক্ষেত্যপারমৈশ্বর্য্যং লোকস্য মহাবৈকুণ্ঠলোকস্যাধ্যক্ষেত্যপারাসম্পৎ তদপি জগত্যস্মিন্মায়িকেঽপি লোকোদ্ধারণার্থং কৃপয়া প্রকর্ষেণ ভবসি প্রাদুর্ভবসীত্যপারং কারুণ্যঞ্চোক্তং। প্রণতায় মহ্যং। প্রণতত্বেঽপ্যহং ন জগজ্জনবৎ কিন্ত্বনুরাগীত্যাহ,—অনুরক্তায় অনুরক্তত্বেঽপি নাহমর্জ্জুনাদিবদ্দেবান্তরোপাসক ইত্যাহ,—প্রপন্নায়েতি॥ ২৬-২৭॥

বঙ্গানুবাদ। সাধুই ভক্তি-প্রবর্ত্তক, ইহা শুনিয়া তাঁহার লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—মত অর্থাৎ আপনার সম্মত, সাধুগণের আদৃতা হইয়াও আপনাতে কীদৃশী ভক্তি উপযুক্তা হয়?

পুরুষগণের অর্থাৎ মহৎস্রষ্টা প্রভৃতির অধ্যক্ষ, ইহাতে অপার ঐশ্বর্য্য উক্ত হইতেছে। লোক অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠ-লোকেরও অধ্যক্ষ, ইহাতে অপার সম্পদ্ উক্ত হইতেছে। আরও জগৎপ্রভু অর্থাৎ এই মায়িকজগতেও লোকোদ্ধার-জন্য কৃপাপূর্ব্বক প্রকৃষ্টভাবে থাকেন বা প্রাদুর্ভূত হ'ন, ইহাতে অপার কারুণ্য উক্ত হইতেছে। প্রণত আমাকে অর্থাৎ প্রণতত্ব বিষয়েও আমি জগজ্জনের ন্যায় নই, কিন্তু অনুরক্ত বা অনুরাগী, অনুরক্তত্ব বিষয়েও আমি অর্জ্জুনাদির ন্যায় দেবান্তরের উপাসক নই॥ ২৬-২৭॥

অনুদর্শিনী। জগতে স্ব স্ব মনঃকল্পিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বহুবিধ সাধু দেখা যায় এবং জগতে ভক্তিরও প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে ভজনীয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-সম্মত সাধুর লক্ষণ কি এবং কিদৃশী ভক্তি তাঁহার উপযুক্তা অর্থাৎ তাঁহার প্রীতিসাধনে যোগ্যা,তাহা তাঁহারই শ্রীমুখে প্রচার করিবার জন্য লোককল্যাণতৎপর ভক্তপ্রবর উদ্ধবের এই প্রশ্ন।

প্রভুতত্ত্বজ্ঞাতা কৃপালু উদ্ধব শ্রীভগবানকে 'পুরুষাধ্যক্ষ', 'লোকাধ্যক্ষ' ও 'জগৎপ্রভু' সম্বোধনে যেমন নিজের আরাধ্য ঈশ্বরেশ্বর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তেমনি 'প্রণত' 'অনুরক্ত' ও 'প্রপন্ন'-শব্দত্রয়ে

নিজ ভক্তস্বরূপের এবং যাজনীয়া ভক্তিরও পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীঅর্জ্জুন ও শ্রীউদ্ধব উভয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সখা। তবে অর্জ্জুন গৌরবময় ঐশ্বর্য্যপ্রধান-সখ্যরসের সেবক আর উদ্ধব বিশ্রম্ভ-সখ্যরসের পরমানুরাগী সেবক। সুতরাং রসগত-তারতম্য-বিচারে অর্জ্জুন হইতে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাশুপত অস্ত্রলাভ কার্য্যে (ভাঃ ১০।৮৯।৩৩), দ্বারকাবাসী বিপ্রপুত্র রক্ষার জন্য মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া অস্ত্রত্যাগে (ভাঃ ১০।৮৯।৩৬) এবং যজ্ঞবিঘ্নকারী দানবগণকে নিহত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়াচরণে (ভাঃ ৬।৬।৩৬) ভক্ত অর্জ্জুনকে অন্য দেবতার উপাসকরূপে দৃষ্ট হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি অন্যের ন্যায় অপস্বার্থসিদ্ধির জন্য দেবতান্তরের উপাসক নহেন কিন্তু স্বীয় প্রভুর লীলাপুষ্টিকারী। অতএব উদ্ধবের তাদৃশ উক্তি প্রণয়-কটাক্ষজ্ঞাপক ॥ ২৬-২৭ ॥

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্বপুঃ ॥২৮॥

অন্বয়। (অত্র হেতুঃ) (হে) ভগবন্! ত্বং প্রকৃতেঃ পরঃ ব্যোম (ব্যোমবদসঙ্গঃ) পরমং ব্রহ্ম (অপি)। স্বেচ্ছোপাত্তপৃথক্‌বপুঃ (স্বেষাং ভক্তানামিচ্ছয়া উপাত্তং গৃহীতং পৃথক্ পরিমিতং বপুর্যেন সঃ) অবতীর্ণঃ অসি (ভূমৌ জন-নয়ন-গোচরো ভবসি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। হে ভগবন্! আপনি প্রকৃতির অতীত এবং আকাশের ন্যায় অসঙ্গ পরব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ। তদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তকঃ সাধুস্ত্বৎস্বরূপাদ্ভিন্নোঽপি তৎস্বরূপভূত এবেত্যাহ,—ত্বমিতি। ব্যোমবদসঙ্গঃ যতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ তদপি প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে কৃপয়া জীবোদ্ধারার্থমবতীর্ণোঽসি। কীদৃশঃ স্বৈর্ভক্তৈরিচ্ছয়োপাত্তানি গৃহীতানি পৃথক্ ভূতানি বপুংষি যতঃ। সঃ স্বরূপভূতানি বপুংষ্যেব ত্বং স্বভক্তিপ্রবর্ত্তনার্থং ভক্তেভ্যো দদাসীত্যর্থঃ। যদুক্তং নারদেন। "প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীম্ তনুম্" ইতি অতএব ত্বদ্ভক্তং গুরুং লোকাস্ত্বৎস্বরূপত্বেনৈব ধ্যায়ন্তীতি ভাবঃ। যদ্বা। ত্বমাত্মারামত্বাৎ জগত্যস্মিন্নুদাসীনোঽপি স্বভক্তিপ্রচারণার্থমবতরস্যেবেত্যাহ,—ত্বমিতি। স্বেচ্ছয়া উপাত্তানি পৃথক্ পৃথগ্বপুংষি শ্রীকপিলদত্তাত্রেয়-শ্রীনারদাদ্যাকারা যেন সঃ। যদুক্তং। "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্" ইতি ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর, আপনাতে ভক্তিপ্রবর্ত্তক সাধু আপনার স্বরূপ হইতে ভিন্ন হইলেও সেই স্বরূপভূতই। ব্যোম অর্থাৎ আকাশের ন্যায় অসঙ্গ, যেহেতু প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। তাহাও এই প্রাকৃতলোকে কৃপাপূর্ব্বক জীবোদ্ধারের নিমিত্ত আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। কি প্রকার, না, নিজভক্তগণের ইচ্ছাক্রমে উপাত্ত অর্থাৎ গৃহীত পৃথক্‌ভূত দেহসকল যাঁহা হইতে তিনি স্বেচ্ছোপাত্ত পৃথগ্‌বপুঃ, স্বরূপভূতদেহসমূহই আপনি। আপনাতে ভক্তিপ্রবর্ত্তননিমিত্ত ভক্তগণকে আপনি দান করেন। নারদ যেরূপ (ভাঃ ১।৬।২৯) বলিয়াছেন—'সেই শুদ্ধা ভাগবতী তনু আমাতে প্রযুজ্যমান হইলে'। অতএব আপনার ভক্ত অর্থাৎ গুরুকে লোকে আপনার স্বরূপ বলিয়া ধ্যান করেন। অথবা আত্মারাম বলিয়া আপনি জগদ্ব্যাপারে উদাসীন হইয়াও নিজভক্তি প্রচারনিমিত্ত অবতীর্ণ হ'ন। এখানে স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্‌বপুঃ অর্থাৎ যিনি নিজে ইচ্ছাক্রমে শ্রীকপিলদত্তাত্রেয়-শ্রীনারদাদি আকারে পৃথক্ পৃথক্ দেহসমূহ স্বীকার করিয়াছেন। যেমন বলা হইয়াছে—'বহুমূর্ত্তি হইয়াও একমূর্ত্তিই' ॥ ২৮ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ এই টীকায় ভক্ত ভগবানের অবতারদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে ভক্তাবতার—

ভক্ত, ভগবানেরই স্বরূপ—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং"

ভাঃ ৯।৪।৬৮

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিসনে॥

চৈতন্যভাগবত ম ২১ অঃ

ভক্তেচ্ছাপূরণার্থেই স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ ভাঃ ৩।৯।১১

ব্রহ্মা কহিলেন—হে নাথ, আপনি ভক্তদিগের শ্রবণ ও নয়নপথে সর্ব্বদা বিহার করেন ভক্তিযোগপূত তাঁহাদের হৃৎপদ্মে আপনি সর্ব্বদা অবস্থান করেন। হে উরুগায়, ভক্তবৃন্দ-হৃদয়ে আপনার যে নিত্যস্বরূপ বিভাবনা করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনি স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন।

যেখানে যেরূপ ভক্তগণে করে ধ্যান।
সেই রূপে সেইখানে প্রভু বিদ্যমান॥
ভক্তলাগি প্রভুর সকল অবতার।
ভক্ত বই কৃষ্ণকর্ম্ম না জানয়ে আর॥

চৈতন্যভাগবত ম ২৩ অঃ

ভগবান্ ভক্তকে স্বরূপভূত দেহ দান করেন—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃতদেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

চৈঃ চঃ অ ৪ পঃ

শ্রীগুরুদেব ভগবৎস্বরূপ—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

(শ্রীবিশ্বনাথকৃত-স্তবাবলী)

নিখিলশাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহ-রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেই-রূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি প্রভু ভগবানের একান্তপ্রেষ্ঠ, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

দ্বিতীয় শ্রীভগবানের অবতার—

শ্রীঅক্রূর স্তব করিতেছেন—

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন চ।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্॥

ভাঃ ১০।৪০।৭

অপর কেহ কেহ বিশুদ্ধচিত্তে আপনার কথিত পাঞ্চ-রাত্রিকবিধি-অনুসারে আপনাতে চিত্তসন্নিবেশ পূর্ব্বক বহু মূর্ত্তি হইয়াও একমূর্ত্তি আপনার উপাসনা করিয়া থাকেন।

'শ্রীভগবানের চিন্ময়ী মূর্ত্তিসমূহের নানাত্ব হইলেও একই অভিপ্রেত যথা—'একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি-সন্ বহুধা সোঽবভাতি'—(গোপালতাপনী শ্রুতি পূর্ব্ব ২১) অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববশয়িতা, তিনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজীব ও সবদেববন্দ্য তিনি এক হইয়াও অচিন্ত্যশক্তি-বলে বহু প্রকাশ ও বিলাসমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন।'

শ্রীল বিশ্বনাথ

সকল ভক্তের ইচ্ছা-পূরণার্থ শ্রীভগবানের পৃথক্ পৃথক্ বপুধারণসম্বন্ধে—শ্রীব্রহ্মার উক্তি—'স্বেচ্ছাময়স্য'

ভাঃ ১০।১৪।২

'নারায়ণস্ত্বমিত্যাদৌ'—ভাঃ ১০।১৪।১৪ ; শ্রীঅক্রূরোক্তি—('অদ্ভুতানীহ'—ভাঃ ১০।৪১।৪ ; শ্রীজাম্ববানের উক্তি—'যস্যেষদুৎকলিতরোষ'—ভাঃ ১০।৫৬।২৮ এবং দেবগণের উক্তি—'স্যান্নস্তবাঙ্ঘ্রি'—ভাঃ ১১।৬।১০, 'কেতুস্ত্রিবিক্রমযুতঃ' ভাঃ ১১।৬।১৩ প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য॥২৮॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥

অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ
॥২৯-৩২॥

অন্বয়। (তত্র ত্রিংশল্লক্ষণৈঃ সাধুং নিরূপয়তি) শ্রীভগবান্ উবাচ! কৃপালুঃ (পরদুঃখাসহিষ্ণুঃ) সর্ব্বদেহিনাং (কেষাঞ্চিদপি) অকৃতদ্রোহঃ তিতিক্ষুঃ (ক্ষমাবান্) সত্য-সারঃ (সত্যং সারঃ স্থিরং বলং বা যস্য সঃ) অনবদ্যাত্মা (অসূয়াদিরহিতঃ) সমঃ (সুখদুঃখয়োঃ সমঃ) সর্ব্বোপ-কারকঃ (যথাশক্তি সর্ব্বজনানামুপকারকঃ) কামৈরহতধীঃ (কামৈরক্ষুভিতচিত্তঃ) দান্তঃ (সংযতবাহেন্দ্রিয়ঃ) মৃদুঃ (অকঠিনচিত্তঃ) শুচিঃ (সদাচারঃ) অকিঞ্চনঃ (অপরি-গ্রহঃ) অনীহঃ (দৃষ্টক্রিয়াশূন্যঃ) মিতভুক্ (লঘ্বাহারঃ) শান্তঃ (নিয়তান্তঃকরণঃ) স্থিরঃ (স্বধর্ম্মে স্থিরঃ) মচ্ছরণঃ (মদেকাশ্রয়ঃ) মুনিঃ (মননশীলঃ) অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ) গভীরাত্মা (নির্ব্বিকারঃ) ধৃতিমান্ (বিপদ্যপি অকৃপণঃ) জিতষড়্গুণঃ (ক্ষুৎপিপাসে শোকমোহৌ জরামৃত্যু-ষড়ূর্ম্ময়ঃ, এতে জিতা যেন সঃ) অমানী (ন মানাকাঙ্ক্ষী) মানদঃ (অন্যেভ্যো মানদঃ) কল্যঃ (পরবোধনে দক্ষঃ) মৈত্রঃ (অবঞ্চকঃ) কারুণিকঃ (করুণয়ৈব প্রবর্ত্তমানঃ, ন দৃষ্টলোভেন) কবিঃ (সম্যগ্ জ্ঞানী) যঃ ময়া (বেদরূপেণ) আদিষ্টান্ অপি সর্ব্বান্ স্বকান্ ধর্ম্মান্ (স্বধর্ম্মান্) গুণান্ দোষান্ আজ্ঞায় (ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে দোষাংশ্চ জ্ঞাত্বাপি) সন্ত্যজ্য (মদ্ধ্যানবিক্ষেপতয়া মদ্-ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য) মাং ভজেৎ (সেবেত) সঃ তুঃ এবং সত্তমঃ (সোঽপ্যেবং পূর্ব্বোক্তবৎ সাধুশ্রেষ্ঠো ভবতি) ॥২৯-৩২॥

অনুবাদ। ভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! যিনি কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, ক্ষমাবান, সত্যসার, অসূয়ারহিত, সমচিত্ত, সর্ব্বোপকারক, কামাদিদ্বারা অক্ষুব্ধচিত্ত, সংযত বাহ্যেন্দ্রিয়, মৃদু, সদাচারী, অকিঞ্চন, লৌকিকক্রিয়াশূন্য, মিতভুক্, শান্ত, স্থির, মদেকাশ্রয়, মননশীল, অপ্রমত্ত, নির্ব্বিকার, ধৈর্য্যবান্, ষড়্গুণজয়ী, অমানী, মানদ, পর-প্রবোধনে দক্ষ, মৈত্র, কারুণিক, কবি এবং মদীয় বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট স্বধর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষ জানিয়াও তাদৃশ ধর্ম্ম মদীয় ধ্যানের বিক্ষেপজনক বলিয়া মদ্ভক্তিবলেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে ইহা দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি আমার সেবা করেন তিনিও পূর্ব্বোক্ত পুরুষের ন্যায় উত্তম সাধুরূপে গণ্য হইয়া থাকেন ॥ ২৯—৩২ ॥

বিশ্বনাথ। কর্ম্মজ্ঞানাদিমিশ্রা কেবলা চেতি মদ্ভক্তের্দ্বৈবিধ্যাত্তৎপ্রবর্ত্তকঃ সাধুরপি দ্বিবিধস্তত্র প্রথমমাহ,—ত্রিভিঃ। কৃপালুঃ পরসংসারদুঃখাসহিষ্ণুঃ স্বদ্রোহিষ্বপি জনে অকৃতদ্রোহঃ। সর্ব্বদেহিনাং স্বমবজানতামপি তিতিক্ষুরপরাধক্ষমস্তা সত্যমেব সারো বলং যস্য সঃ। অনবদ্যাত্মা অসূয়াদিদোষরহিতঃ সমঃ সুখদুঃখাভ্যাং মানাপমানাভ্যাঞ্চ তুল্যঃ। কামৈরক্ষুভিতচিত্তঃ দান্তঃ সংযতবাহ্যেন্দ্রিয়ঃ। মৃদুরকঠোরচিত্তঃ। শুচিঃ সদাচারঃ। অকিঞ্চনঃ অপরিগ্রহঃ। অনীহঃ ব্যবহারিকক্রিয়াশূন্যঃ। মিতভুক্ পবিত্রলঘ্বাহারঃ। শান্তঃ শান্তিরতিমান্ স্থিরঃ স্বকৃত্যেষু ফলোদয়পর্য্যন্তমব্যগ্রঃ অ.ফলোদয়কৃতঃ স্থির ইতি তল্লক্ষণাৎ। মচ্ছরণঃ মদেকাশ্রয়ঃ মুনির্মননশীলঃ। অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ গভীরাত্মা অন্যৈর্দুরবগাহস্বভাবঃ। ধৃতিমান্ নির্ব্বিকারঃ জিতষড়্গুণঃ ক্ষুৎপিপাসাদ্যূর্ম্মি-রহিতঃ। অমানী মানাকাঙ্ক্ষাশূন্যঃ অন্যেভ্যো মানপ্রদঃ কল্যঃ পরবোধনে দক্ষঃ। মৈত্রঃ অবঞ্চকঃ কারুণিকঃ করুণয়ৈব প্রবর্ত্তমানঃ। কবির্বন্ধমোক্ষজ্ঞঃ ইত্যষ্টাবিংশতি-গুণবানয়ং সত্তমঃ ইত্যুত্তরস্যামুষঙ্গঃ। অত্র শান্ত ইতি জিতষড়্গুণ ইতি পদাভ্যাময়ং সিদ্ধভক্তো নির্ব্বাণবাঞ্ছা-শূন্যত্বাৎ ভক্তাত্মারামঃ শান্তভক্ত ইতি সংজ্ঞাভ্যামুচ্যতে। অয়ং স্বপূর্ব্বদশায়াং জ্ঞানমিশ্রভক্তিমান্ তৎপূর্ব্বদশায়াং কর্ম্মমিশ্র-ভক্তিমানাসীদতস্তদা তদাস্য ভক্তেঃ প্রাধান্যং সিদ্ধিদশায়াং তু কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনাবরণাচ্ছুদ্ধভক্ত এবায়মুচ্যতে ইত্যতঃ সত্তম ইতি জ্ঞানমিশ্রভক্তিমান্ সত্তরঃ কর্ম্মমিশ্র-ভক্তিমান্ সন্নিত্যবগম্যতে। অতোঽয়ং স্বসঙ্গিনং স্বতুল্যং

চিকীর্ষুঃ। প্রথমং কর্ম্মমিশ্রাং ভক্তিমুপদিশতি ততস্তেনোপদিষ্টঃ স চ নিষ্কামঃ কর্ম্মমিশ্রামেব ভক্তিং কুর্ব্বন্ "ন কর্ম্মাণি ত্যজেৎ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হি সঃ" ইতি ন্যায়েনারূঢ়দশয়ামনাদৃতত্বাৎ স্বতএব কর্ম্মণামুপরামে সতি জ্ঞানমিশ্রাং ভক্তিং লভতে। ততস্তৎপাকদশায়াং ভক্তেঃ প্রাবল্যে সতি জ্ঞানেঽপ্যনাদৃতত্বাদুপারমৎ প্রায়ে সতি ভক্তাত্মারাম ইতি শান্তভক্ত ইতি সংজ্ঞাভ্যাং সদাপ্যুচ্যমানো ভবতি তস্য জ্ঞানেঽনাদরো যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃতা তদুক্তিঃ "অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি। আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ" ইতি। হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়নিরিতি প্রথমে চ তদ্দশায়ং ভক্তিবাধিতস্য জ্ঞানস্য সত্ত্বেঽপি তস্য ভক্ত্যনাবরকত্বাৎ "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুচ্যতে" ইতি শুদ্ধভক্তিলক্ষণস্য তত্র নাব্যাপ্তির্জ্ঞেয়া। অথ কেবলায়া ভক্তেঃ প্রবর্ত্তকং সাধুং লক্ষয়তি,—আজ্ঞায়েতি। যথা ধর্ম্মান্ নৈব সংত্যজ্য সত্তম উক্তঃ এবং ময়া বেদরূপেণাদিষ্টানপি সর্ব্বান্ সংত্যজ্য মদ্ভক্তাবেব শ্রদ্ধাবিশেষবত্তয়া সম্যক্প্রকারেণৈব ত্যক্ত্বা যো মাং ভজেৎ কিমজ্ঞানান্নাস্তিক্যাদ্বা ন ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে দোষাংশ্চ আজ্ঞায় সম্যগেব জ্ঞাত্বাপি ভক্ত্যৈব মে সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্ম্মান্ সংত্যজ্যেতি স্বামিচরণাঃ। স চ সত্তম ইতি পূর্ব্বাধিকারী ধর্ম্মান্ন সংত্যজ্য ভজেদয়ন্তু সংত্যজ্যৈবেতি ভেদঃ। তথা পূর্ব্বকৃপালুত্বাদি সম্পূর্ণগুণবানেব সত্তমঃ। অয়ন্তু বিশেষণান্তরানুপাদানাত্তাবৎসংখ্যকগুণবত্ত্বাভাবেঽপি সত্তমঃ। ন চাস্য তাবদ্গুণাভাব এবেত্যাশঙ্কনীয়ং। "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ" ইতি "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ" ইত্যাদি শ্রবণাদচিরেণৈব সর্ব্বদোষোপশমপূর্ব্বকসর্ব্বগুণোদয়স্য তত্রাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ। কিঞ্চ পূর্ব্বো জিতষড়্গুণত্বাৎ সিদ্ধদশাবস্থ এব সত্তমঃ অয়ন্তু তাদৃশত্বাযুক্তেঃ সাধকদশাবস্থোঽপি সত্তম ইত্যস্য পূর্ব্বত এতাবান্ ব্যঞ্জিত উৎকর্ষঃ প্রথমত এব শুদ্ধভক্তিমত্ত্বাজ্ জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৯-৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমাতে ভক্তি কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ও কেবলা—এই দ্বিবিধ হওয়ায় তৎপ্রবর্ত্তক সাধুও দ্বিবিধ। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের কথা তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন। কৃপালু অর্থাৎ অপরের সংসার-দুঃখ সহিতে অসমর্থ। আপনার উপর বিদ্রোহ পরায়ণ ব্যক্তির প্রতিও অকৃতদোহ। আপনাকে অবজ্ঞাকারী সমস্ত দেহীর তিতিক্ষু অর্থাৎ অপরাধ মার্জ্জনাকারী। যাঁহার সত্যই সার বা বল। অনবদ্যাত্মা অর্থাৎ অসূয়াদিদোষরহিত। সম অর্থাৎ সুখদুঃখ ও মানাপমানবিষয়ে তুল্য। কামদ্বারা অহতধী অর্থাৎ অক্ষুভিতচিত্ত। দান্ত অর্থাৎ সংযত-বাহ্যেন্দ্রিয়। মৃদু অর্থাৎ অকঠোরচিত্ত। শুচি অর্থাৎ সদাচার। অকিঞ্চন অর্থাৎ অপরিগ্রহ। অনীহ অর্থাৎ ব্যবহারিক-ক্রিয়াশূন্য। মিতভুক্ অর্থাৎ পবিত্র-লঘু-আহারকারী। শান্ত অর্থাৎ শান্তিরতিমান্। স্থির অর্থাৎ নিজকৃত্যবিষয়ে ফলোদয় পর্য্যন্ত অব্যগ্র (আফলোদয়কৃত স্থির এই লক্ষণ অনুসারে)। মচ্ছরণ অর্থাৎ একমাত্র আমাতেই আশ্রয়বান্। মুনি অর্থাৎ মননশীল। অপ্রমত্ত অর্থাৎ সাবধান। গভীরাত্মা অর্থাৎ অন্যের নিকট দুরবগাহ স্বভাব। ধৃতিমান্ অর্থাৎ নির্ব্বিকার। জিতষড়্গুণ অর্থাৎ ক্ষুৎপিপাসাদি-তরঙ্গ রহিত। অমানী অর্থাৎ মানাকাঙ্ক্ষাশূন্য। মানদ অর্থাৎ অন্যের প্রতি মানপ্রদাতা। কল্য অর্থাৎ পরবোধনে দক্ষ। মৈত্র অর্থাৎ অবঞ্চক। কারুণিক অর্থাৎ করুণারদ্বারাই প্রবর্ত্তমান। কবি অর্থাৎ বন্ধমোক্ষজ্ঞ। এই অষ্টাবিংশতি গুণবান্ ইনিই—সত্তম—ইহাই উত্তরের অনুষঙ্গ। এখানে শান্তও জিতষড়্গুণ এই পদদ্বয়দ্বারা এই সিদ্ধভক্ত নির্ব্বাণবাঞ্ছাশূন্য বলিয়া ভক্তাত্মারাম ও শান্তভক্ত—এই সংজ্ঞাদ্বইদ্বারা বলা হয়। ইনি নিজের পূর্ব্বদশায় জ্ঞানমিশ্রভক্তিমান্। তাহার পূর্ব্বের দশায় কর্ম্মমিশ্র-ভক্তিমান্ ছিলেন। অতএব সেই সেই সময়ে ইহাঁর ভক্তির প্রাধান্য, কিন্তু সিদ্ধিদশায় কর্ম্মজ্ঞানাদিদ্বারা অনাবরণজন্য ইহাঁকে শুদ্ধ ভক্তই বলা হইয়া থাকে। এই কারণে ইনি সত্তম জ্ঞানমিশ্রভক্তিমান্ সত্তর এবং কর্ম্মমিশ্রভক্তিমান্ সৎ—ইহাই জানা যায়।

অতএব ইনি নিজের সঙ্গীকে নিজতুল্য করিতে ইচ্ছুক। প্রথমে কর্ম্মমিশ্রাভক্তি উপদেশ করেন। তৎপরে তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনিও নিষ্কাম কর্ম্মমিশ্রাভক্তিই করিতে করিতে 'যোগীর কর্ম্মত্যাগ করা উচিত নহে, কর্ম্মসমূহ তাঁহাকে ত্যাগ করে' এই ন্যায়ানুসারে আরূঢ়দশায় অনাদৃত হইয়া আপনা আপনিই কর্ম্মসমূহের উপরাম হইলে জ্ঞানমিশ্রাভক্তি লাভ করেন। অতঃপর তাহার পাকদশায় ভক্তির প্রাবল্য হইলে জ্ঞান ও অনাদর-হেতু প্রায় উপরাম হইলে ভক্ত-আত্মারাম ও শান্তভক্ত এই সংজ্ঞাদ্বয়দ্বারা কথিত হ'ন। তাঁহার জ্ঞানে অনাদর, যেমন ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত (পঃ বিঃ ১লঃ ১৩শ্লোঃ) তাঁহার উক্তি—'এই সুখঘনমূর্ত্তি পরমাত্মা বৃষ্ণিবংশ্য কৃষ্ণের স্ফুরণে, হায়, আত্মারামতাহেতু আমার চিরকাল বৃথা অপব্যয়িত হইয়াছে'। 'হরিগুণে আক্ষিপ্তমতি ভগবান্ বাদরায়ণি' (ভাঃ ১।৭।১১)—এইভাবে প্রথমেও সেই দশায় ভক্তিদ্বারা বাধিত-জ্ঞান থাকিলেও উহা ভক্তিকে আবৃত করিতে পারে না বলিয়া 'অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনকে ভক্তিবলে' (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)—এই শুদ্ধভক্তিলক্ষণের সেখানে ব্যাপ্তির অভাব জানিতে হইবে না। অনন্তর কেবলাভক্তির প্রবর্ত্তক সাধুর লক্ষণ বলিতেছেন। যেমন ধর্ম্মসমূহ না ত্যাগ করিয়াই সত্তম বলিয়া কথিত, এইরূপ বেদরূপ আমার দ্বারা আদিষ্ট সমস্ত সম্যক্ ত্যাগ করিয়া আমার ভক্তিতেই শ্রদ্ধাবিশেষ থাকাহেতু সম্যক্ প্রকারেই ত্যাগ করিয়া যিনি আমার ভজন করেন, অজ্ঞানজন্য বা নাস্তিক্যহেতু নহে। ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধি প্রভৃতি গুণসকল ও তদ্বিপরীত দোষসমূহ সম্যক্‌ভাবে জানিয়াও ভক্তিদ্বারাই আমার সমস্ত হইবে এই দৃঢ়নিশ্চয়ের সহিত ধর্ম্মসমূহ সম্যগ্‌ভাবে ত্যাগ করিয়া—(ইহা শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা) তিনিও সত্তম—এই পাঠে পূর্ব্বাধিকারী ধর্ম্মত্যাগ না করিয়াই ভজন করেন, ইনি সম্যক্ ত্যাগ করিয়াই—এই ভেদ। আর পূর্ব্ব কৃপালুত্বাদি সম্পূর্ণগুণবানই সত্তম। ইনি কিন্তু অন্য বিশেষণের অনুপাদানহেতু সেই পরিমাণ সম্যক্ গুণ না থাকিলেও সত্তম। আর উহার ঐ সমস্ত গুণের অভাব তাহাও আশঙ্কা করিতে হইবে না। 'ভক্তি, পরেশের অনুভব (-ভগবজ্জ্ঞান), ভগবান্ ভিন্ন অন্য-বিষয়ে বৈরাগ্য—এই তিনটী এককাল (যুগপৎ) (ভাঃ ১১।২।৪২), 'ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি থাকে, সর্ব্ব গুণের সহিত দেবগণ তাহাতে সম্যক্ বর্ত্তমান' (ভাঃ ৫। ১৮।১২)—এই সকল উপদেশ শ্রবণহেতু অচিরাৎ সর্ব্বদোষোপশমপূর্ব্বক সর্ব্বগুণোদয় সেস্থলে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া। আর পূর্ব্বজন জিতষড়্‌গুণ বলিয়া সিদ্ধিদশায় অবস্থিত, অতএব সত্তম। ইনি কিন্তু তাদৃশত্ব যোগ না হইলে সাধকদশাতে অবস্থিত হইয়াও সত্তম। পূর্ব্বজন হইতে ইহার এই পরিমাণ কথিত উৎকর্ষ প্রথম হইতেই শুদ্ধ ভক্তিমান্ বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ২৯-৩২ ॥

অনুদর্শিনী

সাধুর লক্ষণ—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক্ অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥
চৈঃ চঃ ম ২২ প

শুদ্ধভক্তির লক্ষণ—

'শুদ্ধভক্তি' হৈতে হয় 'প্রেমা' উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥
অন্য-বাঞ্ছা, অন্যপূজা, ছাড়ি' 'জ্ঞান' 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥
চৈঃ চঃ ম ১৯ প

নিষ্কিঞ্চন-ভক্তের লক্ষণ—

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥ চৈঃ চঃ ম ২২ প
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥
গীতা ১৮।৬৬

ভগবান্ কহিলেন—হে অর্জ্জুন, তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। ঐ সকল ধর্ম্মত্যাগের জন্য শোক করিও না। সকল পাপ হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব।

কর্ম্মমিশ্রভক্তিমান্—সৎ, জ্ঞানমিশ্রভক্তিমান্—সত্তর এবং জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধভক্তিমান্—সত্তম। কর্ম্মমিশ্রভক্তিমান্ আরূঢ়দশায় জ্ঞানমিশ্রাভক্তিলাভ করেন, অতঃপর পাকদশায় ভক্তির প্রাবল্যে জ্ঞানে অনাদর হয়। তখনই তিনি জ্ঞানশূন্যাশুদ্ধভক্তিমান্—সত্তম।

কেবলাভক্তিতে কর্ম্মজ্ঞানাদির কোন আবরণ নাই। উহা নির্ম্মলা এবং অন্তরায়বিহীনা। জ্ঞানমিশ্রভক্তিমান্ সিদ্ধদশায়—সত্তম, আর কেবলাভক্তিমান্ সাধনদশাতেই সত্তম। গীতোক্ত—'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তো একভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্। আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥'৭।১৭-১৮॥ শ্লোকে শ্রীভগবান্ 'একভক্তি' বিশিষ্ট জ্ঞানীভক্তকে অত্যন্ত প্রিয় বলিলেও তিনি কিন্তু কেবলাভক্তিমান্ হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন। উক্তশ্লোকদ্বয়ের শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের টীকার মর্ম্মে দেখা যায়—'যদি প্রশ্ন হয় যে, সকল জ্ঞানীই জ্ঞানের বৈফল্য ভয়ে তোমার ভজন করে। তদুত্তরে বলিতেছেন—একা মুখ্যা অর্থাৎ প্রধানীভূতা ভক্তিই, কিন্তু অন্য জ্ঞানিগণের ন্যায় যাহার জ্ঞানই প্রধানীভূত নহে, তিনি, অথবা একা ভক্তিতেই যাহার আসক্তি, নামমাত্রে যিনি জ্ঞানী। এবম্ভূত জ্ঞানীর নিকট শ্যামসুন্দর আমি সাধন-সাধ্যদশায় প্রিয় অর্থাৎ পরিহারে অসমর্থ। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে'—এই ন্যায়ে তিনি আমারও প্রিয়। তাহা হইলে আর্ত্তাদি-ত্রিবিধ ভক্ত আপনার প্রিয় নহে কি? উত্তর—না, না। যাহারা আমাকে ভজনা করে, আমার নিকট কিছু কামনা করে এবং আমি দান করিলে গ্রহণ করে, তাহারা ভক্তবৎসল আমাকে বহুপ্রদাতা, প্রিয়—এই ভাব। জ্ঞানী আমার ভজন করিয়া আমা হইতে স্বর্গাপবর্গাদি কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না। অতএব তাহার অধীন আমার সে আত্মাই, আমার মত। যেহেতু সে শ্যামসুন্দরাকার আমাকে সর্ব্বোত্তমা গতি পাইয়া নিশ্চিতবান্ কিন্তু আমার নির্ব্বিশেষস্বরূপ-ব্রহ্মনির্ব্বাণ নহে। এই প্রকারে নিষ্কাম প্রধানীভূত ভক্তিমান্ জ্ঞানী, ভক্তবৎসল ভগবানের দ্বারা স্বাত্মত্বে অর্থাৎ নিজের আত্মা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন; অনন্যকেবলভক্তিমান্ কিন্তু আত্মা হইতেও অধিকই। যেমন বলিয়াছেন—'ন তথা মে প্রিয়তম······নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥' ভাঃ ১১।১৪।১৫, 'নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা॥'—ভাঃ ৯।৫।৬৪ এবং শ্রীশুকোক্তি 'আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ'—ভাঃ ১০।২৯।৪২

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ও নারায়ণব্যূহস্তবে উক্ত হইয়াছে—'যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশংগতাঃ। ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥

সাধুর লক্ষণ সম্বন্ধে "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'। হইতে আরম্ভ করিয়া 'শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ" —শ্রীভগবদ্গীতার দ্বাদশাধ্যায়ের ১২-২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥' ২৯-৩২॥

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ ৩৩॥

অন্বয়। যে যাবান্ (দেশকালপরিচ্ছিন্নঃ) যঃ চ (সর্ব্বাত্মা) যাদৃশঃ (সচ্চিদানন্দাদিরূপঃ) (অহম্) অস্মি (তং) মাং বৈ জ্ঞাত্বা অথ অজ্ঞাত্বা (অপি) অনন্যভাবেন (একান্তভাবেন) ভজন্তি (সেবন্তে) তে (তাদৃশা জনাঃ) মে (মম) ভক্ততমাঃ মতাঃ (সম্মতাঃ)॥ ৩৩॥

অনুবাদ। যাঁহারা দেশকাল অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বাত্মা এবং সচ্চিদানন্দাদিরূপবিশিষ্ট আমার স্বরূপ অবগত হইয়া বা অনবগত হইয়া একান্তভাবে আমার সেবা করেন তাদৃশ জন উত্তমভক্তরূপে গণ্য॥ ৩৩॥

বিশ্বনাথ। অয়ং সিদ্ধদশাবস্থত্বে তু পরমমহোৎকৃষ্ট এবোচ্যতে ইত্যাহ। জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বেতি বীপ্সা। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি মদুক্তের্ভক্তিতারতম্যেন

মন্মাধুর্য্যমধিকং প্রতিক্ষণমনুভবগোচরীকৃত্যেত্যর্থঃ। যাবান্ কালদেশাভ্যামপরিছিন্নোঽপ্যহং ভক্তেচ্ছাবশাৎ পরিচ্ছিন্নশ্চ। যশ্চ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মাপ্যহং শ্যামসুন্দরাকারো বসুদেবপুত্রশ্চ যাদৃশ আত্মারাম আপ্তকামোঽপ্যহং ভক্তপ্রেমবৈবশ্যাদনাত্মারামোঽনাপ্তকামশ্চ। অনন্যভাবেনৈকান্তিকত্বেন অনন্যমমতাকত্বেনেতি বা তে ইতি গৌরবেণ বহুত্বং ভক্ততমা মতা ইতি পূর্ব্বোক্তলক্ষণঃ সত্তম এব ময়া মদ্ভক্তশব্দেনোচ্যতে। অয়ন্তু মে ভক্ততমো ময়া সম্মত ইত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

বঙ্গানুবাদ। ইনি কিন্তু সিদ্ধদশায় উপস্থিত হইলে পরম উৎকৃষ্ট বলিয়াই কথিত হন। 'জানিয়া' 'জানিয়া' এস্থলে দ্বিরুক্তি। 'আমি কেবলা ভক্তিদ্বারাই গ্রহণীয়'—আমার এই উক্তিক্রমে (ভাঃ ১১।১৪।২১) ভক্তির তারতম্য অনুসারে আমার মাধুর্য্য অধিক পরিমাণে প্রতিক্ষণ অনুভব গোচর করিয়া—এই অর্থ। যে পরিমাণ অর্থাৎ কালদেশদ্বারা অপরিচ্ছন্ন হইয়াও আমি ভক্তের ইচ্ছাবশে পরিচ্ছিন্নও বটে এবং যে অর্থাৎ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম হইয়াও আমি শ্যামসুন্দরাকার ও বসুদেবপুত্র, যাদৃশ অর্থাৎ আত্মারাম ও আপ্তকাম হইয়াও ভক্তপ্রেমবিবশ হইয়া অনাত্মারাম ও অনাপ্তকাম। অনন্যভাবে অর্থাৎ ঐকান্তিক হইয়া অথবা অন্যে মমতাবুদ্ধি না করিয়া। তাঁহারা—এখানে গৌরবে বহুত্ব। ভক্ততম বলিয়া সম্মত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তলক্ষণ সত্তমকেই আমি আমার ভক্ত বলিয়াছি। ইনি কিন্তু আমার ভক্ততম বলিয়া আমাকর্ত্তৃক স্বীকৃত॥ ৩৩॥

অনুদর্শিনী। 'জানিয়া' 'জানিয়া'—অর্থাৎ আমার সচ্চিদানন্দাদিরূপ এবং মহিমা পুনঃ পুনঃ জানিয়া যাঁহারা আমার ভজন করেন—'জ্ঞাত্বাপি মম মাহাত্ম্যং তত্রোৎসুকতয়া পুনঃ। বিশেষাচ্চ বিশেষেণ জ্ঞাত্বা মামশ্রুতেধিকম্॥'—বিজ্ঞানে।

পূর্ব্বে সগুণ ও নির্গুণভেদে ভক্তির দ্বিবিধত্ব দেখান হইয়াছে। সেই ভক্তিদ্বয়ের সগুণ অর্থাৎ জ্ঞানমিশ্রভক্তিমান্ সিদ্ধদশায় জ্ঞানশূন্যভক্তিমান্ হইলে সত্তম; আর কেবলা-ভক্তিমান্‌কে সাধন দশায় সত্তম দেখান হইয়াছে। বর্ত্তমানে সেই কেবলা-ভক্তিমানের সাধনদশা অতিক্রমে ভাবভক্তি ও পরে প্রেমভক্তিলাভের অবস্থা বর্ণন করিতেছেন। অর্থাৎ শুদ্ধদাস্যসখ্যাদিভাবেই যিনি অনন্য, তিনিই সর্ব্বোত্তম। শ্রীযোগেশ্বরগণও এই ভক্তির প্রার্থনা করিয়াছেন—'প্রেয়ান্ ন তেঽন্যোঽস্ত্যমুতস্ত্বয়ি প্রভো, বিশ্বাত্মনীক্ষেন্ন পৃথগ্ য আত্মনঃ। তথাপি ভক্ত্যেশ তয়োপধাবতা-মনন্যবৃত্ত্যানুগৃহাণ বৎসল॥ ৪।৭।৩৮।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুর স্বটীকায় বলেন—যিনি বিশ্বাত্মা তোমাতে জীবসমূহ তোমারই শক্তিজ্ঞানে পৃথকত্ব দর্শন করেন না, তাহা হইতে যদিও অন্যে তোমার প্রিয় নাই। 'আমি জ্ঞানীর অতিপ্রিয় এবং সে আমার অতিপ্রিয়'—গী ৭।১২ তোমার উক্তি হইতে জানা যায়, তথাপি 'আমি তোমার ভৃত্য, তুমি আমার ঈশ'—এই দাসপ্রভুভেদে সেবমানজনগণের যে অনন্যা-ভক্তিদ্বারা অনুবৃত্তি, হে ভক্তবৎসল, তুমিই সেই ভক্তিই দানে আমাদিগকে অনুগ্রহ কর। যেমন আপনি বলিয়াছেন—'হে উদ্ধব তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা, শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, শ্রী অথবা নিজস্বরূপ তাদৃশ প্রিয়তম নহে।'—ভাঃ ১১।১৪।১৫

দাস্য হইতে সখ্যে, সখ্য হইতে বাৎসল্যে এবং বাৎসল্য হইতে মধুরে ভগবানের মাধুর্য্যানুভূতির আধিক্য বিদ্যমান।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীন হইয়া ভক্তপ্রেমাধীন—

এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা।
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে॥

ভাঃ ১০।৯।১৯

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, মহেশ্বরের সহিত এই নিখিল বিশ্ব যাঁহার বশীভূত, সেই স্বতন্ত্র হরি শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে নিজের ভক্তের বশ্যতা প্রদর্শন করিলেন।

"ভগবানের পরমপারমৈশ্বর্য্য সত্ত্বেও প্রেমবশ্যতা নিবন্ধন এই দামবন্ধন পরমচমৎকারিতাহেতু ভূষণই, দূষণ নহে। এই প্রকার হরি নিজে আত্মারাম হইয়াও ক্ষুধার্ত্ত। পূর্ণকাম হইয়াও অতৃপ্ত। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হইয়াও ক্রুদ্ধ। স্বারাজ্যলক্ষ্মীমান হইয়াও চৌর্য্যবৃত্তি। মহাকাল-

যমাদির ভয়দাতা হইয়াও (তাড়ন—ভাঃ ১০।৮।৩৩ ও বন্ধন—১০।৯।৯) ভয়ে পলায়ন। মনোবেগের অগ্রগামী হইয়াও মাতৃকর্ত্তৃক বলে গৃহীত। আনন্দময় হইয়াও দুঃখে রোদন এবং সর্ব্বব্যাপক হইয়াও বন্ধনদ্বারা নিজের স্বাভাবিক ভক্তবশ্যতাই সম্যক্‌ভাবে দর্শন করাইয়াছেন।

যদি প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহার স্বাধীনতা কোথায়? উত্তর—চিচ্ছক্তিসারভূত প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাতিশয়ের জন্যই তাঁহার ভক্তবশ্যত্ব নিষ্পাদন করেন।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

ভগবানে ভাব বা রতি গাঢ় হইলে তাহাকেই প্রেম বলে। রতিতে মমতা ছিল, কিন্তু মমতা অনন্যভাব লাভ করে নাই। শুদ্ধা রতি ভগবান্‌কেই আপনার বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, কিন্তু তখনও তাহার সে অবস্থা হয় নাই, যাহাতে ভগবান্ ব্যতীত অন্যবিষয় নাই বলিয়া নিশ্চয় হয়। যখন এই অবস্থা উদিত হয়, তখনই রতি বিশুদ্ধরূপের বিলাসবতী হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতাপ্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

পঞ্চরাত্র

বিষ্ণুতে অনন্য মমতা অর্থাৎ বিষ্ণুই একমাত্র মমতার পাত্র, আর কেহই নাই, এইরূপ প্রেমসঙ্গত মমতাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ প্রেমভক্তি বলিয়া উক্তি করেন।

"কৃষ্ণে রতি গাঢ় হইলে 'প্রেম' অভিধান।"

চৈঃ চঃ মঃ ২৩ পঃ ॥৩৩॥

মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজন-দর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্।
পরিচর্য্যা স্তুতিঃ প্রহ্বগুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্॥
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্॥
মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনম্।
গীততাণ্ডববাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্‌গৃহোৎসবঃ॥
যাত্রাবলিবিধানঞ্চ সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্॥
মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দিরকর্ম্মণি॥
সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্‌যদমায়য়া॥
অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্ত্তনম্।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্॥
যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥৩৪-৪১॥

অন্বয়। (সাধুলক্ষণমুক্তং ভক্তের্লক্ষণমাহ) (হে) উদ্ধব! মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্ (মম লিঙ্গানি প্রতিমাদীনি তেষাং তথা মদ্ভক্তজনানাং চ দর্শনং স্পর্শনার্চ্চনম্) পরিচর্য্যাস্তুতিপ্রহ্বগুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনং (তেষাং পরিচর্য্যা স্তুতিঃ প্রহ্বঃ প্রণামো গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চানুকীর্ত্তনমনুক্ষণং কীর্ত্তনঞ্চ) মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানং (অনুক্ষণং মম ধ্যানং) সর্ব্বলাভোপহরণং (সর্ব্বস্য লব্ধস্য সমর্পণং) দাস্যেন আত্মনিবেদনং (আত্মসমর্পণং) মজ্জন্মকর্ম্মকথনং (মদীয়জন্মচরিতকীর্ত্তনং) মম পর্ব্বানুমোদনং (পর্ব্বাণি জন্মাষ্টম্যাদীনি তদনুমোদনং) গীতবাদিত্রতাণ্ডবগোষ্ঠীভিঃ (গীতেন বাদিত্রেণ বাদ্যেন তাণ্ডবেন নৃত্যেন গোষ্ঠ্যা সংকথয়া চ) মদ্‌গৃহোৎসবঃ (মদ্‌গৃহাধিকরণক-উৎসবঃ) সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু (চাতুর্ম্মাস্যৈকাদশ্যাদিষু) বিশেষতঃ যাত্রা (উৎসবঃ) বলিবিধানং (পুষ্পোপহারাদিসমর্পণং) চ বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা (বেদোক্তা পঞ্চরাত্র্যাদ্যুক্তা চ মন্ত্রগ্রহণেন সংস্কারবিশেষঃ) মদীয় ব্রতধারণং (একাদশ্যাদীনাং পালনং) মম অর্চ্চাস্থাপনে (বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায়াং) শ্রদ্ধা উদ্যানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকর্ম্মণি (উদ্যানং পুষ্পপ্রধানং, উপবনং ফলপ্রধানং, আক্রীড়ম্ ক্রীড়াস্থানং পুরং চক্রবেষ্টনং মন্দিরঞ্চ তেষাং কর্ম্মণি রচনে) স্বতঃ (স্বয়মেব)

সংহৃত্য চ (সম্ভূয় চ) উদ্যমঃ (চেষ্টা) অমায়য়া (অকপটভাবেন) দাসবৎ (সেবকবৎ) সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং (সম্মার্জ্জনং রজসোঽপাকরণমুপলেপো গোময়াদিভিরালেপনং তাভ্যাং) সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ (সেকস্তেরেব প্রোক্ষণং মণ্ডলবর্ত্তনং সর্ব্বতোভদ্রাদিকরণং তৈশ্চ) মহ্যং (মম) যৎ গৃহশুশ্রূষণং (গৃহস্য শুশ্রূষণং) অমানিত্বং (মানশূন্যত্বম্) অদম্ভিত্বং (দম্ভরাহিত্যং) কৃতস্য (আচরিতস্য) অপরিকীর্ত্তনং (প্রতিষ্ঠাকামনয়া কীর্ত্তনরাহিত্যম্) অপি (কিঞ্চ) নিবেদিতম্ (অনস্মৈ নিবেদিতং) বস্তু মে (মহ্যং) ন উপযুঞ্জ্যাৎ (ন নিবেদয়েৎ) দীপাবলোকং (দীপস্যাবলোকং আলোকং নোপযুঞ্জ্যাৎ অস্মিন্নালোকে অন্যৎ কার্য্যং ন কুর্য্যাৎ) লোকে (জগতি) যৎ যৎ (বস্তু) ইষ্টতমম্ (অভীষ্টং তথা) যৎ চ (বস্তু) আত্মনঃ অতিপ্রিয়ং (ভবতি) তৎ তৎ (বস্তু) মহ্যং নিবেদয়েৎ (সমর্পয়েৎ তেন) তৎ (দানম্) আনন্ত্যায় (অক্ষয়ত্বায়) কল্পতে (ভবতি) ॥ ৩৪-৪১ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! আমার প্রতিমাদি ও আমার ভক্তগণের দর্শন, স্পর্শ, পূজা, পরিচর্য্যা, স্তুতি, প্রণাম, গুণকর্ম্মাদি কীর্ত্তন, সৎকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা, নিরন্তর মদীয় ধ্যান, লব্ধসকলপদার্থ আমাকে সমর্পণ, দাস্যভাবে আত্ম-নিবেদন, মদীয় জন্মচরিতকীর্ত্তন, জন্মাষ্টম্যাদি মদীয় পর্ব্বসমূহের অনুমোদন, গীত-বাদ্য-নৃত্যাদি দ্বারা সগোষ্ঠী মদীয় মন্দিরে উৎসব, সর্ব্বপ্রকার বার্ষিক পর্ব্বদিনে উৎসব, উপহারাদি সমর্পণ, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা সংস্কার, মদীয় ব্রতপালন, আমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার্থ অনুরাগ, আমার উদ্দেশ্যে পুষ্পদান, ফলদান, বিহারক্ষেত্র, পুর-মন্দির প্রভৃতি নিজে কিংবা অন্যের সাহায্যে নির্ম্মাণের চেষ্টা এবং নিষ্কপটভাবে ভৃত্যের ন্যায় সম্মার্জ্জন, লেপন, জলসেচন ও মণ্ডল-রচনা দ্বারা মদীয় মন্দিরের সেবা করিবে। মান ও দম্ভ পরিত্যাগ করিবে। কখনও নিজের আচরিত ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিবে না। অপরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বস্তু আমাকে নিবেদন করিবে না। আমার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রদীপের আলোক দ্বারা অন্য কার্য্য করিবে না। লোকে যে সকল বস্তু অভীষ্ট মনে করে এবং যে যে বস্তু নিজের অতীব প্রিয়তম, সেই সেই বস্তু আমার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবে; তাহা হইলে উক্ত দান অক্ষয়ত্ব লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৪-৪১ ॥

বিশ্বনাথ। যদুক্তং ভক্তিস্ত্বয়ি কীদৃশ্যুপযুক্তেতি তত্রাহ—মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনেত্যত্র ষষ্ঠীলুগার্ষঃ উত্তরার্দ্ধেঽপ্যন্বয়াৎ। প্রহ্বেতি প্রহ্বত্বং নমস্কারঃ। সর্ব্বলাভোপহরণং ভগবতৈব স্বসেবার্থং স্বয়মানীতমিতি বুদ্ধ্যা সর্ব্বস্য লব্ধবস্তুনো মমতাস্পদস্য তস্মৈ সমর্পণং। দাস্যেন হেতুনা আত্মনো জীবস্য দেহস্য চাহন্তাস্পদস্যাপি সমর্পণম্।

জন্মকর্ম্মকথনমিতি। অনুকীর্ত্তনকথনয়োঃ রাগস্বরতালাদিযুক্তত্বাভ্যাং ভেদো জ্ঞেয়ঃ। পর্ব্বাণি জন্মাষ্টম্যাদীনি তেষামনুমোদনমেবাহ, দ্বাভ্যাং গীতাদিভিঃ। মদ্‌গৃহাধিকরণক উৎসবঃ।

সর্ব্বেষু বার্ষিকেষু বৎসরসম্বন্ধিষু পর্ব্বসু ফাল্গুনপূর্ণিমাদিষু যা দোলাদিযাত্রাস্তাসু বলিবিধানং বিবিধবস্ত্রালঙ্কারমিষ্টান্নস্রক্‌চন্দনপুষ্পাদি পূজোপহারকরণং ব্রতান্যেকাদশ্যাদীনি। অর্চ্চা প্রতিমা উদ্যানাদিকরণে সামর্থ্যে সতি স্বত এব অসতি অন্যৈঃ সম্ভূয়াপ্যুদ্যমঃ। আক্রীড়ং ক্রীড়াস্থানং পুরং চক্রবেষ্টনম্। সংমার্জনং তৃণধূল্যাদ্যপসারণং প্রথমং। গোময়মৃজ্জলৈরুপলেপো দ্বিতীয়ঃ। স্থলে শুষ্কে সতি সেকঃ পুষ্পোদকৈস্তৃতীয়ঃ। মণ্ডলবর্ত্তনং সর্ব্বতোভদ্রাদিনির্ম্মাণং চতুর্থং। তৈর্মহ্যং মম গৃহস্য শুশ্রূষণং সেবা দাসবৎ লৌকিকেন রাজকীয়দাসেন রাজ্ঞো গৃহস্য যথা যদন্যদপি তদপি তথেত্যর্থঃ। অমায়য়া বলবিত্তশাঠ্যরাহিত্যেন। অমানিত্বমনহঙ্কারঃ অদম্ভিত্বং লোকে মিথ্যা স্বভক্তিখ্যাপনরাহিত্যং মে মহ্যং নিবেদিতং দীপাবলোকমপি নোপযুঞ্জ্যাৎ। মহ্যং দত্তস্যান্নাদের্দীপস্য চ স্বব্যবহারমাত্রে উপযোগো ন কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। কিং পরমার্থসিদ্ধ্যর্থং বৈষ্ণবেভ্যো দত্ত্বা স্বয়মুপভুঞ্জীতৈবেত্যর্থঃ। "ষড়ভির্মাসোপবাসৈশ্চ যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতম্। বিষ্ণুনৈবেদ্যসিক্‌থেন পুণ্যং তদ্ভুঞ্জতাং কলৌ। হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ। পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং

মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ" ইত্যাদি বচনেভ্যঃ। লোকে শাস্ত্রে চ যদিষ্টতমং তন্মহ্যং নিবেদয়েৎ তেন দর্ভমঞ্জর্য্যাদীনি শাস্ত্রবিহিতান্যপি লোকে ইষ্টতমত্বাভাবাৎ তথা মত্স্যাদীনি সঙ্কর্ষণপ্রিয়াণ্যপি শাস্ত্রে ইষ্টতমত্বাভাবান্ন নিবেদয়েদিতি ভাবঃ। তত্রাপি যচ্চ আত্মনঃ স্বস্যাতিপ্রিয়ং তত্তু বিশেষতো নিবেদনীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩৪-৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাহা বলা হইয়াছে যে আপনাতে উপযুক্তা ভক্তি কীদৃশী (ভাঃ ১১।১১।২৬)—সে-বিষয়ে বলিতেছেন। 'মল্লিঙ্গ-মদ্ভক্তজন'—এস্থলে ষষ্ঠীর লোপ-সাধন ব্যাকরণ বিরুদ্ধ (আর্ষ), যে-হেতু পরবর্ত্তী অর্দ্ধাংশেও অন্বয় রহিয়াছে। প্রহ্ব অর্থাৎ প্রহ্বত্ব নমস্কার। সর্ব্বলোভোপহরণ অর্থাৎ ভগবান্ নিজসেবাজন্য স্বয়ং আনিয়াছেন, এই বুদ্ধিতে সমস্ত মমতাস্পদ লব্ধবস্তুর তাঁহাকে সমর্পণ। দাস্যহেতু আত্মসমর্পণ অর্থাৎ আত্মা অর্থাৎ জীব ও আমি বুদ্ধির আস্পদ দেহেরও সমর্পণ।

জন্মকর্ম্মকথন—অনুকীর্ত্তন ও কথন মধ্যে রাগস্বর-তালাদিযুক্ত ও তদ্রহিত এই ভেদ জানিতে হইবে। পর্ব্ব অর্থাৎ জন্মাষ্টমী প্রভৃতি, তাহাদের অনুমোদনই 'গীত' প্রভৃতি দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন। মদ্গৃহোৎসব অর্থাৎ আমার গৃহে (মন্দিরাদিতে) উৎসব।

সর্ব্ববার্ষিক পর্ব্ব অর্থাৎ সমস্ত বৎসর-সম্বন্ধীয় পর্ব্ব-গুলিতে অর্থাৎ ফাল্গুনপূর্ণিমাদিতে যে দোলযাত্রা প্রভৃতি, সে সকলে বলিবিধান অর্থাৎ বিবিধবস্ত্রালঙ্কারমিষ্টান্ন-স্রক্ চন্দন-পুষ্পাদি পূজোপহারকরণ। ব্রতসমূহ অর্থাৎ একাদশী প্রভৃতি। অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমা, উদ্যানাদি করিতে সামর্থ্য থাকিলে নিজেই, আর না থাকিলে অন্যের সহিত মিলিত হইয়া উদ্যম। আক্রীড় অর্থাৎ ক্রীড়াস্থান, পুর অর্থাৎ চক্রবেষ্টন। সম্মার্জ্জন অর্থাৎ তৃণধূলি প্রভৃতির অপসারণ। প্রথমে গোময়, মৃত্তিকা, জলদ্বারা উপলেপ, দ্বিতীয়তঃ স্থল শুষ্ক হইলে পুষ্পোদক প্রভৃতির সেচন, তৃতীয়তঃ মণ্ডল-বর্ত্তন অর্থাৎ সর্ব্বতঃ ভদ্রাদি-নির্ম্মাণ, চতুর্থতঃ সেই সমস্ত দ্বারা আমার গৃহের শুশ্রূষণ অর্থাৎ সেবা, দাসবৎ অর্থাৎ লৌকিক রাজকীয় দাস, রাজার গৃহের যেমন সেবা ও অন্য কিছু করে সেইরূপ। আমায়ায় অর্থাৎ বলবিত্ত-শাঠ্যরহিত হইয়া। অমানিত্ব অর্থাৎ অনহঙ্কার, অদম্ভিত্ব অর্থাৎ লোকের নিকট মিথ্যা নিজের ভক্তি-খ্যাপন না করা, আমাতে নিবেদিত দীপাবলোক পর্য্যন্ত উপযোগ (অর্থাৎ স্বীয়ভোগার্থে নিয়োগ) করিবে না। আমাকে প্রদত্ত অন্নাদিও দীপকে স্বব্যবহারমাত্রে উপযোগ করিবে না। কিন্তু পরমার্থসিদ্ধির জন্য বৈষ্ণবদিগকে দিয়া তবে নিজে উপভোগ করিবে—ইহাই অর্থ। 'ছয়মাস কাল উপবাসের যে ফল পরিকীর্ত্তিত আছে, কলিকালে বিষ্ণুনৈবেদ্যসেবনে সেই পুণ্য হইবে। যাঁহার হৃদয়ে হরির রূপ, মুখে নাম,উদরে নৈবেদ্য ও মস্তকে পাদোদক নির্ম্মাল্য তিনি অচ্যুত (ক্ষয়শূন্য)'—ইত্যাদি বচন অনুসারে। 'লোকে ও শাস্ত্রে যাহা ইষ্টতম, তাহাই আমাকে নিবেদন করিবে'—সেই অনুসারে কুশমঞ্জরী প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত হইলেও লোকে ইষ্টতম নয় বলিয়া, আর সঙ্কর্ষণপ্রিয় হইলেও মত্স্যাদি শাস্ত্রে ইষ্টতম নয় বলিয়া ঐ সকল নিবেদন করিবে না। তাহার মধ্যে আবার যাহা নিজের অতি-প্রিয় তাহাই বিশেষভাবে নিবেদন করিবে ॥ ৩৪-৪১ ॥

অনুদর্শিনী। লিঙ্গ-প্রতিমা।

সর্ব্বলাভোপহরণ—আমি কর্ত্তা, চেষ্টা করিয়া বস্তু সংগ্রহ করিয়াছি, ইহা আমারই বস্তু। আমিই ভগবান্‌কে নিবেদন করিব—এরূপ বুদ্ধি সেবাবিরোধিনী। কৃপাময় প্রভু, মাদৃশ অধমের প্রতি কৃপাপ্রেরণাদানে তাঁহার সেবা-সম্ভার তিনিই সংগ্রহ করিয়াছেন। অতএব প্রভুভৃত্য আমি প্রভুদত্ত-দ্রব্যে প্রভুসেবা করিয়া ধন্য হইব—তিনি কৃপায় গ্রহণ করিবেন কি? এই বিচার। কেন না, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবানের সেবায় পরতন্ত্র জীবের স্বতন্ত্রতার অভিমানের অবসর কোথায়?

'আত্মসমর্পণ'—বা আত্মনিবেদন, নববিধা ভক্তির অন্যতম অঙ্গ। আত্মসমর্পণ কার্য্যে অর্পণকারীর নিজ-প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য চেষ্টার অভাব, স্বীয় সাধ্য ও সাধন উভয়ই ভগবানে অর্পণ এবং একমাত্র তাঁহারই উদ্দেশে যাবতীয় চেষ্টাপরতা এই তিনটী ভাবযুক্ত। ভগবানে কেবল

আত্মসমর্পণে বলিরাজ, ভাবমিশ্র-দাস্যসহ আত্ম-নিবেদনে মহারাজ অম্বরীষ এবং প্রেয়সীভাবে আত্ম-নিবেদনে শ্রীরুক্মিণী দেবীই উদাহরণ।

আত্মসমর্পণ অর্থে কেহ কেহ দেহকে অর্পণ এবং কেহ কেহ জীবাত্মার অর্পণকেও অর্পণ বলিয়া মনে করেন।

দেহার্পণ—

চিন্তাং কুর্য্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ।
তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ॥

ভক্তিবিবেক।

যেরূপ বিক্রীত পশুর রক্ষার জন্য চিন্তা করিতে হয় না, তদ্রূপ ভগবানে দেহ অর্পণ করিয়া উহার রক্ষণ-চিন্তা হইতে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য।

গরু বিক্রীত হইবার পর বিক্রীত গরুর জীবনরক্ষার্থ বিক্রেতার যেরূপ কোন চেষ্টা করিতে হয় না, ক্রেতাই তাহার যাবতীয় মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত থাকে এবং সেই গরুটীও যেরূপ ক্রেতার কর্ম্মসাধন করে, বিক্রেতার কার্য্য করে না—আত্মসমর্পণ কার্য্যটীও তদ্রূপ।

জীবাত্মার অর্পণ—

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা গুণতোঽসানি যথা তথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়োরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ॥

শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত-স্তোত্ররত্নে।

অর্থাৎ এই শরীরাদির অভ্যন্তরে যে-কোন স্বরূপে যে কেহ হইয়া আমি অবস্থান করি না কেন, আমি আমার সেই স্বরূপভূত আত্মাকেও অদ্য আপনার পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম।

উদ্যানাদি নির্ম্মাণ—

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥গীঃ ১১।৫৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন – হে পাণ্ডব! যিনি আমারই জন্য কর্ম্ম করেন, মৎপরায়ণ, মদ্ভক্ত, সর্ব্বসঙ্গ-বর্জ্জিত ও সর্ব্বভূতে দ্বেষহীন, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।

মৎকর্ম্মকৃৎ—'মৎসম্বন্ধিনী মন্মন্দিরনির্ম্মাণ-তদ্বিমার্জ্জন-মৎপুষ্পবাটী-তুলসীকাননসংস্কারতৎসেচনাদীনি কর্ম্মাদীনি করোতি।'—শ্রীবলদেব।

'দাসবৎ সেবা'—রাজকীয় দাসের উদাহরণে দোষ-বিচারে দেখা যায় যে—রাজভৃত্য সর্ব্বদা রাজগৃহে অবস্থান করিয়াও স্ব-গৃহস্থিত পুত্রকন্যাদিমনা এবং নিজ গৃহাদিরই উন্নতির জন্য রাজার সেবা করে। গুণ বিচারে দেখা যায় যে—সে রাজগৃহকে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্যবুদ্ধিতে নিজের আশ্রয় স্থান দর্শন করে। অতএব ভগবানের ভৃত্য, রাজকীয় দাসের চরিত্রের দোষগুলি শূন্য হইয়া গুণগণের স্মরণে নিজ প্রভুর সেবা করিবেন।

ব্রতসমূহ—অর্থাৎ বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্য-একাদশ্যাদি।

'অমায়ায় সেবা'—শ্রীভগবানের যে সেবায় যতটুকু বল ও যে পরিমাণ অর্থ নিয়োগ আবশ্যক, সেই সেবায় তৎপরিমাণ বল ও অর্থ নিয়োগ করিতে হইবে। বল ও অর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি উহা সেবাকার্য্যে প্রয়োজনমত নিযুক্ত না করা হয়, তবে উহাকে শাঠ্য বা শঠতা বলে।

নৈবেদ্য ও পাদ্যাস্বাদো—

নৈবেদ্যমন্নং তুলসীবিমিশ্রং
বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তম্।
যোঽশ্নাতি নিত্যং পরতো মুরারেঃ
প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুতকোটিপুণ্যম্॥

ন দানং ন হবির্যেষাং স্বাধ্যায়ো ন সুরার্চ্চনম্।
তেঽপি পাদোদকং পীত্বা প্রয়ান্তি পরমাং গতিম্॥ পাদ্মে

যে ব্যক্তি মুরারীর সম্মুখভাগ পরিত্যাগ করিয়া চরণোদকে বিশেষরূপে সিক্ত তুলসীদল সমন্বিত নৈবেদ্যান্ন নিত্য ভোজন করেন, তিনি দশ সহস্র কোটি যজ্ঞের পুণ্য প্রাপ্ত হন।

যাহাদিগের দান, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও দেবার্চ্চনা প্রভৃতি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই, তাহারাও বিষ্ণু-পাদোদক পান করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন।

ভক্তে কৃষ্ণনিবেদিতান্ন প্রদান—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
'ভক্তশেষ' হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ—এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি—শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে সাক্ষী কালীদাস॥

চৈঃ চঃ অঃ ১৬শঃ পঃ

দর্ভমঞ্জর্য্যাদি—দূর্ব্বা, শ্যামাক, কুশ, কাশ, বল্বজ ও মৌঞ্জ—ষড়বিধ তৃণ।

দীক্ষা - দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥
হরিভক্তিবিলাস ২য় বিঃ ধৃত বিষ্ণুযামল-বাক্য।

যে অনুষ্ঠান দিব্য (সম্বন্ধ)-জ্ঞান প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, ভগবৎতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে 'দীক্ষা' নামে অভিহিত করেন।

দীক্ষা দ্বিবিধা - বৈদিকী ও বেদানুগা। যোগ্যজ্ঞানে সংস্কৃত দ্বিজের দীক্ষা বৈদিকী। কিন্তু 'অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥'—অর্থাৎ কলিকালে ব্রাহ্মণগণের যোগ্যতার অভাবনিবন্ধন আগমমার্গ দ্বারাই অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি হইয়া থাকে এই ব্রহ্মযামল বাক্যে কলিকালে বৈদিকী দীক্ষার সম্ভাবনা নাই।

বেদানুগা দীক্ষা দুইপ্রকার—পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী। অযোগ্য ব্যক্তিকে অধিকারী জ্ঞানে পৌরাণিকী দীক্ষা এবং অনধিকারী বিচারে ভাবি-যোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদত্ত হয়।

এই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষাই কলিকালে মহাজনানুমোদিত। ইহাতে জীবমাত্রেরই অধিকার আছে। অনধিকারী ব্যক্তি এই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা দ্বারাই কলিকালে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুভজনের যোগ্যতা লাভ করেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন - 'যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥'—তত্ত্বসাগর-বচন। অর্থাৎ যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষাবিধানের দ্বারা নর মাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়। শ্রীলসনাতনগোস্বামিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলেন—নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং 'বিপ্রতা'। অর্থাৎ দীক্ষিত সকলেরই ব্রাহ্মণতা।

দীক্ষাবিধি—'স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ। বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥' নাঃ পঃ—ভরদ্বাজ-সংহিতা। অর্থাৎ আচার্য্যগুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্রপ্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্যপুত্রদিগকে বৈদিক দশ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন।

এতৎ সম্বন্ধে প্রমাণ—'এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ। শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥ ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥ সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে। বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥'—মহাভারত অনুশাসন পঃ ১৪৩।৪৬,৫০, ৫১। অর্থাৎ হে দেবি, নিম্নকুলোদ্ভুত শূদ্রও এই সকল কর্ম্মফলদ্বারা আগম সম্পন্ন অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক বিধান অনুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব-সংস্কার লাভ করেন। জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি (বংশ বা সন্তান) কোনটীই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ। বৃত্তে অর্থাৎ বর্ণাভিব্যঞ্জক স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের পূর্ব্ব-বিঃ উদ্ধৃত 'শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে'—ভাঃ ৩।৩৩।৬ শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলেন—'ব্রাহ্মণকুমারাণাং

শৌক্রে জন্মনি দুর্জ্জাতিত্বাভাবেঽপি সবনযোগ্যত্বায় পুণ্য-বিশেষময়-সাবিত্র-জন্মসাপেক্ষত্বাৎ। ততশ্চ অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য সবনযোগ্যত্বপ্রতিকূলদুর্জ্জাত্যারম্ভকং প্রারব্ধমপি গতমেব, কিন্তু শিষ্টাচারাভাবাৎ অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য দীক্ষাং বিনা সাবিত্রং জন্ম নাস্তীতি ব্রাহ্মণকুমারাণাং সবন-যোগ্যত্বাভাবাবচ্ছেদকপুণ্যবিশেষময়- সাবিত্রজন্মাপেক্ষাবদস্য অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য সাবিত্র্যা-জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুমারগণের শৌক্রজন্মে দুর্জ্জাতিত্বের অভাব থাকিলেও যেরূপ সবন-যজ্ঞে যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার জন্য পুণ্যবিশেষময় সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা করে অর্থাৎ শৌক্র-ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও উপনয়ন না হওয়া পর্যান্ত দ্বিজ যেমন সবন-যজ্ঞে অধিকার প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ চণ্ডালকুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির (নামোচ্চারণ) মাত্রে) সবন-যজ্ঞে যোগ্যতা-প্রাপ্তির প্রতিকূল দুর্জ্জাতি-ত্বাদির মূল প্রারব্ধ-পাপ বিদূরিত হইলেও তাহার দীক্ষা ব্যতীত সাবিত্র-জন্ম লাভ হয় না, যেহেতু অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র-সংস্কার-গ্রহণ শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তির যেমন সবনযোগ্যতা-নির্ণায়ক বিশেষ পুণ্যময় সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা থাকে, সেইরূপ চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির (নামকীর্ত্তনমাত্র) ব্রাহ্মণতা বা সবন-যোগ্যতা লাভ হইলেও সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা আছে।

'গায়ত্রীং গাতয়স্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ। সংস্কৃতশ্চাদি-গুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ॥'—ব্রহ্মসংহিতা ৫।২৭। অর্থাৎ পদ্মযোনি সেই গীতনিঃসৃতা গায়ত্রী প্রাপ্ত হইয়া আদি-গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সংস্কৃতি লাভ করতঃ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবপাদ বলেন—(তদেবং দীক্ষাতঃ পরস্তাদেব তস্য ধ্রুবস্যেব দ্বিজত্ব সংস্কারস্তদা-বাধিতত্বাৎ তন্মন্ত্রাধিদেবাজ্জাতঃ।' অর্থাৎ অতঃপর ধ্রুবের ন্যায় দীক্ষার পরেই (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' ভাঃ ৪।৮।৫৪) ব্রহ্মার দ্বিজত্ব সংস্কার অব্যাহত হওয়ায় সেই সেই দীক্ষামন্ত্রের অধিদেবতা হইতে উহা (ঐ সংস্কার) উৎপন্ন হইল।

এই শ্লোকের প্রকাশিনী টীকায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন—'জড়বদ্ধ জীবদিগের মায়িক সংসারে স্বভাব ও বংশানুসারে যে দ্বিজত্ব লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশরূপ এই দ্বিজত্ব-লাভ উৎকৃষ্ট; কেননা, চিদ্বিষয়ে দীক্ষিত হইয়া যে দ্বিজত্ব বা অপ্রাকৃত-জন্মলাভ হয়, তদ্দ্বারাই চিজ্জগৎপ্রাপ্তিরূপ জীবের চরম-মহিমা ॥৩৪-৪১॥

সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণা গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥ ৪২ ॥

অন্বয়। (ইদানীমেকাদশপূজাধিষ্ঠানান্যাহ) (হে) ভদ্রঃ (হে সাধো!) সূর্য্যঃ অগ্নিঃ ব্রাহ্মণাঃ গাবঃ বৈষ্ণবঃ খম্ মরুৎ জলং ভূঃ আত্মাঃ সর্ব্বভূতানি মে (মম) পূজা-পদানি (পূজাধিষ্ঠানানি ভবন্তি) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। হে ভদ্র! সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, ভূমি, জীব এবং ভূতসমূহকে আমার পূজার অধিষ্ঠান জানিবে ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ। ত্বাং কুত্র পূজয়েদিত্যপেক্ষায়ামেকাদশ-পূজাধিষ্ঠানান্যাহ,—সূর্য্য ইতি ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। আপনাকে কোথায় পূজা করিতে হইবে—এই অপেক্ষায় একাদশটী পূজার অধিষ্ঠান বলিতেছেন ॥ ৪২ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ কথিত-শ্লোকে একাদশটী পূজাধিষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন। অন্যত্র ছয়টী অধিষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন—

অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যে বাপস্সু হৃদি দ্বিজঃ।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া॥

ভাঃ ১১।২৭।৯

অর্থ তথায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীকশ্যপও ছয়টী অধিষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন—

নিবর্ত্তিতাত্মনিয়মো দেবমর্চ্চেৎ সমাহিতঃ।
অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলে সূর্য্যে জলে বহ্নৌ গুরাবপি॥

ভাঃ ৮।১৬।২৮।

অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক নিয়ম সমাপ্ত করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তিতে, স্থণ্ডিলে, সূর্য্যে, জলে, অগ্নিতে অথবা গুরুতে ভগবানের অর্চ্চনা করিবে।

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির অর্চ্চনায় পাঁচটী অধিষ্ঠান পাওয়া যায়—

"অগ্ন্যর্কগুরুবিপ্রাত্মস্বর্চ্চয়ন্ সন্ধ্যয়োর্হরিম্" ॥ ভাঃ ১২।৮।৯

অর্থাৎ তিনি প্রাতঃ ও সায়ংকালে অগ্নি, সূর্য্য, গুরু, বিপ্র ও আত্মমধ্যে শ্রীহরির অর্চ্চন করিতেন।

সূর্য্যমণ্ডল ভগবৎপূজাধিষ্ঠান—

"মণ্ডলং দেবযজনম্" ভাঃ ১২।১১।১৭

"ভগবদ্বিগ্রহ সূর্য্যেরই যে মণ্ডল, তাহাই দেবপূজাভূমি"
—শ্রীবিশ্বনাথ।

শ্রীভগবান্ শ্রীহরিই সূর্য্যের আত্মা বা অন্তর্যামী—

"ভগবন্তং ত্রয়ীময়ং সূর্য্যাত্মনং যজন্তে।" ভাঃ ৫।২০।৩

শ্রীগুরুদেব কহিলেন—ত্রয়ীময় সূর্য্যের অভ্যন্তরে অবস্থিত অতএব সূর্য্যের আত্মস্বরূপ ভগবান্‌কে ভজন করেন।

"ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্যূহং সূর্য্যাত্মনো হরেঃ"।
ভাঃ ১২।১১।২৮

শ্রীশৌনক বলিলেন—সূর্য্যস্বরূপ শ্রীহরির ব্যূহ শ্রদ্ধাশীল আমাদের নিকট বর্ণন করুন।

"সূর্য্যের আত্মা অন্তর্যামী হরি, তাঁহারই ব্যূহ"
—শ্রীজীব ॥ ৪২ ॥

সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা॥
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরঃসরৈঃ॥
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্ ॥৪৩-৪৫

অন্বয়। (অধিষ্ঠানভেদেন পূজাসাধনান্যাহ) অঙ্গ! (হে উদ্ধব!) সূর্য্যে তু ত্রয্যা বিদ্যয় (সূক্তৈরুপস্থানাদিনা) মাং যজেত (পূজয়েৎ) অগ্নৌ হবিষা (হব্যেণ ঘৃতেণ) বিপ্রাগ্র্যে (বিপ্রবরে) আতিথ্যেন তু গোষু যবসাদিনা (তৃণাদিনা) বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা (বন্ধুবৎ সংমাননেন) হৃদি খে (হৃদয়াকাশে) ধ্যাননিষ্ঠয়া বায়ৌ মুখ্যধিয়া (প্রাণদৃষ্ট্যা) তোয়ে (জলে) তোয়পুরঃসরৈঃ (জলপ্রভৃতিভিঃ) দ্রব্যৈঃ (তর্পণাদিনা) স্থণ্ডিলে (ভুবি) মন্ত্রহৃদয়ৈঃ (রহস্যমন্ত্রন্যাসৈঃ) আত্মনি (স্বস্মিন্) ভোগৈঃ (অয়ং মমাত্মাপি মৎপ্রভোরধিষ্ঠানমিতি বুদ্ধ্যৈব দত্তৈর্ভোগৈর্ন তু লোভেন) সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন (সমদর্শনেন) ক্ষেত্রজ্ঞম্ (অন্তর্যামিরূপম্) আত্মানং (পরমাত্মানং) মাং যজেত (পূজয়েৎ) ॥ ৪৩-৪৫ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! বেদোক্ত সূক্তমন্ত্র ও উপস্থানাদি দ্বারা সূর্য্য মধ্যে, ঘৃতাহুতি দ্বারা হুতাশনে, আতিথ্য-সৎকারে ব্রাহ্মণে, তৃণাদি-ভোজন-দানে গো-সমূহে, বন্ধুর ন্যায় সম্মানপূর্ব্বক বৈষ্ণবে, ধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা হৃদয়াকাশে, প্রাণদৃষ্টিতে বায়ুমধ্যে, পুষ্পাদি সহ জল প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা জল মধ্যে, বীজমন্ত্র-ন্যাস-দ্বারা ভূমিতে, শাস্ত্র-বিহিত ভোগদ্বারা জীবমধ্যে এবং সমদর্শন-দ্বারা সর্ব্বভূত মধ্যে অন্তর্যামিস্বরূপ আমার আরাধনা করিবে ॥৪৩-৪৫॥

বিশ্বনাথ। তত্র তত্রাধিষ্ঠিতং স্বেষ্টদেবং কেন প্রকারেণ পূজয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ,—সূর্য্য ইতি ত্রিভিঃ। ত্রয্যা বিদ্যয়া সূক্তৈরুপস্থাননমস্কারাদিনা যবসাদিনা তৃণপ্রদানকণ্ডূয়াদিভিঃ। বন্ধুসৎকৃত্যা স্বীয়বন্ধাবিবাসক্তিপূর্ব্বক-সম্মাননেন। হৃদি খে স্বহৃদয়াকাশে ধ্যানেন মুখ্যধিয়া প্রাণোঽহং মুখ্য ইতি বুদ্ধ্যা তোয়ে দ্রব্যৈর্জলপুষ্পতুলস্যাদিভিঃ। স্থণ্ডিলে প্রলিপ্তসংস্কৃতায়াং ভুবি মন্ত্রহৃদয়ৈঃ রহস্যমন্ত্রন্যাসৈঃ আত্মনি দেহে আত্মানং জীবভোগৈরয়ং মমাত্মাপি মৎপ্রভোরধিষ্ঠানমিতি বুদ্ধ্যৈব দত্তৈর্ভোগৈর্ন তু লোভেন সর্ব্বভূতেষু ক্ষেত্রজ্ঞমন্তর্যামিণং যজেত ॥৪৩-৪৫॥

বঙ্গানুবাদ। স্থানে স্থানে অধিষ্ঠিত নিজ ইষ্টদেবকে কি প্রকারে পূজা করিতে হইবে, এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—ত্রয়ীবিদ্যা অর্থাৎ সূক্তমন্ত্রসমূহযোগে উপস্থান ও নমস্কারাদিদ্বারা। যবসাদি অর্থাৎ তৃণপ্রদান,

কণ্ডূয়নাদিদ্বারা। বন্ধুসৎকার অর্থাৎ নিজ বন্ধুর ন্যায় আসক্তিপূর্ব্বক সম্মানের দ্বারা। 'হৃদিখে' অর্থাৎ স্বহৃদয়াকাশে ধ্যানদ্বারা। মুখ্যধী অর্থাৎ এই বায়ুই প্রাণ এই বুদ্ধি করিয়া। তোয়ে অর্থাৎ জলে, জল-পুষ্পতুলসী প্রভৃতি দ্বারা। স্থণ্ডিলে অর্থাৎ প্রলিপ্ত সংস্কৃত ভূমিতে মন্ত্রহৃদয় অর্থাৎ রহস্যমন্ত্রন্যাসদ্বারা। আত্ম অর্থাৎ দেহে আত্মা অর্থাৎ জীবকে ভোগদ্বারা অর্থাৎ আমার আত্মাও আমার' প্রভুর অধিষ্ঠান এই বুদ্ধিতে দত্ত ভোগের দ্বারা, কিন্তু লোভবশে নয়। সর্ব্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ অন্তর্যামীকে যজন করিবে ॥৪৩-৪৫॥

অনুদর্শিনী। স্থূলমন্ত্র—"চিত্রং দেবানাম্" হইতে আরম্ভ করিয়া 'সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থষশ্চেতি ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতম্' ইত্যাদিদ্বারা।—শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা।

'ঈশ্বরে তদধীনেষু—প্রেমো মৈত্রী' ভাঃ ১১।২।৪৬

ঈশ্বরে প্রেম ও ভগবদ্ভক্তে মৈত্রী

বৈষ্ণবকে উপদেশক ও নিত্যবন্ধুজ্ঞানে মমতাবুদ্ধিতে সম্মান অর্থাৎ সেবা ও আদেশ-পালনের দ্বারা সেবা করিতে হইবে। বৈষ্ণবেরই হৃদয়ে ভগবানের বসতি এবং বৈষ্ণবসেবায় ভগবানের অধিক সন্তুষ্টি।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥
ভাঃ ৯।৪।৬৮

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥
চৈঃ চঃ আ ১ প

"দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে ॥"
"কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস" ॥
চৈঃ ভাঃ মঃ ২ অঃ

রহস্যমন্ত্রন্যাস—

'ওঁ হৃদয়ায় নমঃ', 'শিরসে স্বাহা', 'শিখায়ৈ বষট্', 'কবচায় হুম্'।

দেহে পরমাত্মার অধিষ্ঠান—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" গী ১৮।৬১

হে অর্জ্জুন, সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে ঈশ্বর অবস্থিত।

সুতরাং আমার আত্মা আমার নিত্যসেব্য প্রভুর অধিষ্ঠান জানিয়া প্রভুসেবার অনুকূল দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে এবং সেবার প্রতিকূল দ্রব্য ত্যাগ করিতে হইবে। প্রভুর অধিষ্ঠানই প্রভুসেবাস্থল।

উক্ত উক্তি অনুসারেই সর্ব্বভূতে অন্তর্যামী ভগবান্‌কে যজন করিতে হইবে।

'জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।' চৈ চ অঃ ॥৪৩-৪৫॥

ধিষ্ণ্যেম্বিত্যেষু মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চ্চেৎ সমাহিতঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়। (সর্ব্বাধিষ্ঠানেষু ধ্যেয়মাহ) ইতি (অনেন প্রকারেণ) এষু (পূর্ব্বোক্তেষু) ধিষ্ণ্যেষু (অধিষ্ঠানেষু) শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং মদ্রূপং ধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ সন্) অর্চ্চয়েৎ (পূজয়েৎ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। এই প্রকারে পূর্ব্বোক্ত অধিষ্ঠানে মদীয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, চতুর্ভুজ রূপ ধ্যান করিয়া সমাহিত চিত্তে অর্চ্চনা করিবে ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ। ইত্যেষু ইত্যনেন প্রকারেণ এষু ধিষ্ণ্যেষু চতুর্ভুজমিতি প্রায়িকত্বেনোক্তং বস্তুতস্তু শ্রীরামাদ্যুপাসকা অপি স্বস্ব মন্ত্রধ্যেয়ং স্বরূপমেব ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইতি অর্থাৎ এইরূপ প্রকারে। চতুর্ভুজ—ইহা প্রায়িক বলিয়াই এখানে কথিত, কিন্তু বস্তুতঃ শ্রীরামাদির উপাসকগণও নিজ নিজ মন্ত্র অনুসারে ধ্যেয় স্বরূপকেই ॥ ৪৬

অনুদর্শিনী। ভগবদধিষ্ঠানের স্থানগুলিকে ভগবদ্‌ বুদ্ধিতে পূজা করিতে হইবে না, পরন্তু তত্তদধিষ্ঠানে অবস্থিত ভগবানের চতুর্ভুজ শ্রীমূর্ত্তির পূজার উপদেশ।

যাহারা এই বিচার পরিহার পূর্ব্বক প্রত্যেক অধিষ্ঠানকে ভগবান্ বুদ্ধিতে পূজা করেন, তাহারা জড় বহ্বীশ্বরবাদী —শ্রীল প্রভুপাদ।

প্রায় লোকেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তির উপাসক বলিয়া 'প্রায়িক' বলা হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ।
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়। (উক্তায়া ভক্তেঃ ফলমাহ) যঃ (জনঃ) সমাহিতঃ (সন্) ইষ্টাপূর্ত্তেন (ইষ্টং যজ্ঞাদি বৈদিকং কর্ম্ম, পূর্ত্তং অন্নপ্রদানাদি কর্ম্ম, তয়োঃ সমাহারঃ তেন) এবং মাং যজেত (পূজয়েৎ সঃ) ময়ি সদ্ভক্তিং (দৃঢ়াং ভক্তিং) লভতে (প্রাপ্নোতি ততশ্চ) সাধুসেবয়া মৎস্মৃতিঃ (মজ্‌জ্ঞানং ভবতি) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ। যিনি ইষ্টাপূর্ত্তবিধি দ্বারা এই প্রকারে একাগ্রচিতে আমার পূজা করেন, তিনি আমার প্রতি দৃঢ়া ভক্তি লাভ করেন। অনন্তর সাধুসেবা ফলে মৎস্মৃতির উদয় হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ। ইষ্টাপূর্ত্তেনেতি ইষ্টং হবিষাগ্নৌ যজেত মামিত্যুপলক্ষিতং পূজাদিকং। পূর্ত্তং উদ্যানোপবনেত্যাদ্যুক্তং তেন সদ্ভক্তিং সতীমুত্তমাং প্রেমলক্ষণাং। মৎস্মৃতির্মৎকর্ত্তৃকা স্মৃতিঃ। সাধুসেবয়েতি যস্তু সাধূনাধিক্যেন সেবেত তমহং সদা স্মরামীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইষ্টাপূর্ত্ত—ইষ্ট অর্থাৎ 'ঘৃতদ্বারা অগ্নিতে আমাকে যজন করিবে' (ভাঃ ১১।১১।৪৩) এই উপলক্ষিত পূজাদি, পূর্ত্ত অর্থাৎ (ভাঃ ১১।১১।৩৮ শ্লোকে) কথিত 'উদ্যানোপবন'—ইত্যাদি—তদ্দ্বারা সদ্ভক্তি অর্থাৎ উত্তমা প্রেমলক্ষণা ভক্তি। মৎস্মৃতি অর্থাৎ আমা-কর্ত্তৃক স্মৃতি। সাধুসেবাদ্বারা অর্থাৎ যিনি কিন্তু সাধুগণকে অধিকভাবে সেবা করেন তাঁহাদিগকে আমি সর্ব্বদা স্মরণ করি— এই অর্থ ॥ ৪৭ ॥

অনুদর্শিনী। পূর্ত্তং—'উদ্যানোপবনাদিরচনা'—

'বাপীকূপতড়াগাদি-দেবতায়াতনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে ॥'

সূর্য্যাগ্নি প্রভৃতি একাদশ অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠাতা শ্রীভগবানের পূজাদিদ্বারা এবং উদ্যানোপবনমন্দিরাদি নির্ম্মাণ-মার্জ্জনাদিদ্বারা তথায় অবস্থানকারী শ্রীমূর্ত্তির পূজাদিদ্বারা প্রেম ভক্তি লাভ হয়। নিজ সেবার উপদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তপ্রিয় ভগবান্ স্বভক্তসেবায় অত্যধিক তুষ্ট বলিয়া ভক্তির অন্তরঙ্গ সাধন সেই সাধুসেবারই কথা বলিলেন—যাহারা সাধুসেবা করেন, আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি। যাঁহারা কায়-মনোবাক্যে নিরন্তর সাধুসেবা করেন, আমি সর্ব্বদা তাঁহাদিগেরই স্মরণ করি।

স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" ভাঃ ১১।১৯।২১

"কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।" চৈঃ চঃ ম ১১পঃ

বিষ্ণুভক্ত শম্ভু বলিয়াছেন—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥

হে দেবি, অন্যান্য দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা তাঁহার ভক্তের সমর্চ্চণ শ্রেষ্ঠ।

এমন কি—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্ ॥ বরাহপুরাণ

অর্থাৎ ভগবৎ-সেবকগণের সিদ্ধিলাভ হয় কি না হয় এরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে; কিন্তু যাঁহারা তদীয় ভক্তগণের পরিচর্য্যায় আসক্ত, তাঁহাদের সিদ্ধিবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায় ॥
চৈঃ ভাঃ অ ৩ অঃ

ভগবান্ নিজভক্তে আপনা হইতেও অধিক প্রীতিবিশিষ্ট—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥
ভাঃ ১১।১৪।১৫ অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥
আদিপুরাণ

হে পার্থ, যাঁহারা কেবল আমারই ভক্ত, তাহারা বস্তুতঃ আমার ভক্ত নয়; কিন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁহাদিগকে আমার উত্তম ভক্ত বলিয়া জানি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বভক্ত শ্রীবাসকে বলিয়াছেন—

সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়। অনায়াসে সেই সে মোহারে পায় দঢ়॥ চৈঃ ভাঃ অ ৫।৬২

রায়রামানন্দকে বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে—তুমি কৃষ্ণ-ভক্ত প্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্॥
তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিবে অঙ্গীকার॥
চৈঃ চঃ ম ১১ পঃ

তিনি আবার স্বভক্ত সার্ব্বভৌম-জামাতা স্ববিদ্বেষী অমোঘকে বলিয়াছেন—

"সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র।"
সার্ব্বভৌম গৃহে দাস-দাসী, সে কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয়, অন্য জন বহু দূর॥ ঐ ম ১৫ পঃ।৪৭।

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্॥৪৮॥

অন্বয়। (জ্ঞান-ভক্তিমার্গাবুক্তৌ তত্র জ্ঞানমার্গাদপি ভক্তিমার্গঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ) (হে) উদ্ধব! হি (যস্মাৎ) অহং সতাং প্রায়ণং (প্রকৃষ্টময়নমাশ্রয়ঃ অতঃ সৎসঙ্গো মমান্তরঙ্গ ইত্যর্থঃ (তস্মাৎ) সৎসঙ্গেন (সৎসঙ্গজাতেন) ভক্তিযোগেন বিনা প্রায়েণ সম্যক্ (প্রকৃষ্টঃ) উপায়ঃ (সংসারতরণে কশ্চিদন্য উপায়ঃ) ন বিদ্যতে॥ ৪৮॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! যেহেতু আমি সাধুগণের প্রকৃষ্ট আশ্রয়স্বরূপ সেই হেতু সৎসঙ্গজাত ভক্তিযোগ ব্যতীত সংসারতরণের অন্য প্রকৃষ্ট উপায় নাই॥ ৪৮॥

বিশ্বনাথ। জ্ঞান-ভক্তিমার্গাবুক্তৌ বস্তুতস্তু সংসারতরণাদ্যুপেয় বস্তুনা ভক্তিরেবোপায় ইত্যাহ,—প্রায়েণেতি বিতর্কে ইতি সন্দর্ভঃ। যদ্বা। সৎসঙ্গেন হেতুনৈব যঃ প্রায়েণ ভক্তিযোগস্তেন বিনা নোপায়ো বিদ্যতে। প্রধানভূতা কেবলাচেতি দ্বিবিধা ভক্তিঃ সাধুসঙ্গেনৈব ভবেদিতি ব্যাখ্যাতমেব। যচ্চ মোক্ষসাধকং ভক্তিমিশ্র-জ্ঞানং তত্র গুণভূতা ভক্তির্যা সা তু সাধুসঙ্গং বিনাপি ভবেদিত্যতোঽত্র প্রায়গ্রহণং তস্যা ভক্তেস্তজ্জ্ঞানমেব কারণং। যথা কর্ষকস্য করদানাদিনা যৎ পৃথ্বীশ্বরোপাসনং তস্য কারণং কৃষিরেব অন্যথা তস্যা বৈফল্যাদিতি প্রথম-স্কন্ধ এব ব্যাখ্যাতম্। এবঞ্চ 'যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা' ইত্যাদিভগবদুক্তের্জ্ঞানাদিকং বিনাপি ভক্তিঃ সর্ব্বফলদাত্রী ভক্ত্যা তু বিনা জ্ঞানাদিকং ন মোক্ষাদিসাধকমিতি তত্র তত্রাপি ভক্তিরেব তত্তৎ ফলদায়িনী ব্যাখ্যেয়েত্যতোঽন্য উপায়োঽজাগলস্তনন্যায়েনৈবেতি কেচিদাহুস্তত্রেয়ং ভগবদুক্তিরপি প্রমাণম্। "তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীহ। পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ" ইত্যুদ্ধবোক্তিরপি 'সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য। লীলাকথারসনিষেবনমন্তরেণ পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য" ইতি শুকোক্তিরপি "কিম্বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি। কিম্বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ" ইতি নারদোক্তিরপি। সম্যক্ প্রায়ণং সম্যক্ প্রকৃষ্ট আশ্রয়ঃ॥ ৪৮॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞান ও ভক্তিমার্গ কথিত হইল। কিন্তু বস্তুতঃ সংসার-তরণাদি উপেয় বস্তু, ভক্তিই ইহার উপায়। প্রায়েণ—ইহা বিতর্কে—সন্দর্ভ। অথবা সৎসঙ্গহেতু যে প্রায়েণ ভক্তিযোগ, তাহা বিনা উপায় নাই। পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে প্রধানভূতা ও কেবলা এই দ্বিবিধা ভক্তি সাধুসঙ্গক্রমেই হইতে পারে।

আর মোক্ষসাধক যে ভক্তিমিশ্রজ্ঞান, তাহাতে গুণভূতা যে ভক্তি, তাহা কিন্তু সাধুসঙ্গবিনাও হইতে পারে। অতএব এ-স্থলে প্রায় গ্রহণ সেই ভক্তির সেই জ্ঞানই কারণ, যেমন কর্ষক করদানাদি দ্বারা যে রাজার উপাসনা করিয়া থাকে, তাহার কারণ কৃষিই নচেৎ তাহা বিফল হইবে বলিয়া—ইহা প্রথম স্কন্ধেই (ভাঃ ১।২।৮ শ্লো) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইরূপ 'যাহা কর্ম্মদ্বারা যাহা তপস্যা দ্বারা' ইত্যাদি ভগবানের উক্তি অনুসারে জ্ঞানাদি বিনাও ভক্তি সর্ব্বফলদাত্রী, কিন্তু ভক্তিবিনা জ্ঞানাদি মোক্ষাদি-সাধক হইতে পারে না। সেই সেই স্থলেও ভক্তিই সেই সেই ফলদায়িনী—এইরূপ ব্যাখ্যা উচিত। অতএব অন্য উপায়—অজার গলদেশে স্তনের ন্যায় অনুসারেই নিষ্প্রয়োজন কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভগবানের উক্তিও এ বিষয়ে প্রমাণ। "হে ঈশ! ঘোর সংসারমার্গে ত্রিতাপাভিভূত ও সন্তাপগ্রস্ত মাদৃশ জীবের ভবদীয় অমৃতবর্ষী পাদযুগলরূপ ছত্র ব্যতীত অন্য কোনও আশ্রয় দেখিতে পাইতেছি না" (ভাঃ ১১।১১।৯)—উদ্ধবেরও এই উক্তি; 'বিবিধদুঃখ-দাবানলসন্তপ্ত ও অতি দুস্তর সংসার সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে পুরুষোত্তমের লীলাকথারস-সেবন ব্যতীত অন্য নৌকা নাই' (ভাঃ ১২।৪।৪০)—শুকেরও এই উক্তি; 'যাহাতে আত্মপ্রদ হরি নাই অর্থাৎ যাহাতে শ্রীহরির তোষণ না হয়, এরূপ যোগ, সাংখ্য, সন্ন্যাস, স্বাধ্যায় আর অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধন দ্বারাই বা কি হইবে?' (ভাঃ ৪।৩১।১২—নারদের এই উক্তি। সম্যক্ প্রায়ণ অর্থাৎ সম্যক্‌ভাবে প্রকৃষ্ট আশ্রয় ॥ ৪৮ ॥

অনুদর্শিনী। ভক্তিই সংসার-তরণে উপায়—'অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।' ভাঃ ১।৭।৬ শ্রীব্যাসদেব সমাধিযোগে দর্শন করিলেন যে,—ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত ভগবান্ বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সংসারভোগদুঃখ নিবৃত্ত হয়।

যর্হি বাব মহিম্নি স্বে পরস্মিন্ কালমায়য়োঃ।
রমেত গতসম্মোহস্ত্যক্ত্বোদাস্তে তদোভয়ম্॥ ভাঃ ২।৯।৩

শ্রীশুকদেব বলিলেন—কিন্তু যে সময় আবার জীব, পুরুষও প্রকৃতির অতীত নিজস্বরূপ-মহিমায় অর্থাৎ মমতাস্পদ শ্রীভগবানেই রতিযুক্ত হন, তখন তাঁহার মোহ বিদূরিত হয় এবং তিনি মায়া ও দেহাদিতে 'অহং' ও 'মম' বুদ্ধি—উভয়কে পরিহার পূর্ব্বক নিজ শুদ্ধ জীবাত্ম-স্বরূপে অবস্থান করেন।

'যেরূপ যাদৃচ্ছিকী মায়া দ্বারাই জীবের সংসার তদ্রূপই যাদৃচ্ছিকী ভক্তিবলে জাতপ্রেম জীবের সংসার হইতে নিস্তার'—শ্রীবিশ্বনাথ।

শ্রীঋষভদেব বলিয়াছেন—'প্রীতি র্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥"
ভাঃ ৫।৫।৬

যে কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ বাসুদেব—আমাতে প্রীতি না হয়, সে-কাল পর্য্যন্ত জীবের দেহবন্ধন হইতে মুক্তি হয় না। 'ভক্তিই সর্ব্বকর্ম্মনির্ম্মূলীকরণী তাই বলিতেছেন—প্রীতি।'—শ্রীবিশ্বনাথ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'ময়ি ভক্তির্হি ভূতানাম-মৃতত্বায় কল্পতে।' ভাঃ ১০।৮২।৪৪ অর্থাৎ আমার প্রতি ভক্তি জন্মিলেই জীবগণের অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীগৌরসুন্দরও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দোষ মায়া হৈতে হয়। কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়ামুক্তি হয় ॥" চৈঃ চঃ ম ২৪।১৩১

মোক্ষসাধক ভক্তিমিশ্রজ্ঞানে যে ভক্তি তাহা সাধুসঙ্গ বিনাও হইতে পারে। জ্ঞানই সেই ভক্তির কারণ। ইহা ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে ২য় অঃ ৮ম শ্লোকের টীকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উহা এই—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অর্থাৎ পুরুষের উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যদি কৃষ্ণ কথায় রতি উৎপন্ন না করে, তাহা হইলে সেই ধর্ম্ম শ্রম মাত্র।

"সেই প্রসিদ্ধ কাম্য বা নিত্য ধর্ম্ম বিষ্বক্সেনের কথায় রতি অর্থাৎ প্রীতি যদি উৎপাদন না করে, তবে

শ্রমই ইহার অর্থ। কৃষকগণের কৃষিই যেরূপ নৃপতির প্রীতি উৎপাদন করে নচেৎ কৃষির ফল অপ্রাপ্তিই; তদ্রূপ এই ধর্ম্মও বিষ্বক্‌সেনের কথায় প্রীতি বিনা নিজে বিফলই হইবে বলিয়া সেখানে বিবেকিগণের প্রীতি উৎপাদনই করে। যদি সে অবিবেকিগণের প্রীতি উৎপাদন না করে, তাহা হইলে কেবল শ্রমই। যেরূপ নৃপতির প্রীতি বিনা কৃষি ফলের অলাভে শ্রমই; তদ্রূপ হরিতে ভক্তি বিনা প্রবৃত্ত-নিবৃত্ত-ধর্ম্মফল—স্বর্গাদি ও জ্ঞানের অলাভে শ্রমই। যেরূপ কথিত হইয়াছে—'সাধন ও সিদ্ধিকালে দুঃখরূপ কাম্য ও অকাম্য কর্ম্মও যদি ঈশ্বরে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে উহা আবার কি প্রকারে শোভা পায়? অর্থাৎ পায় না।' (ভাঃ ১৫।১২)। এবং যেরূপ কৃষিতে প্রীতির অনুরোধেই নৃপতির প্রীতি বস্তুতঃ নহে; তদ্রূপই ধর্ম্মে প্রীতির অনুরোধেই তৎ-কথাতে প্রীতি বস্তুতঃ নহে ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। অতএব প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—(ভাঃ ৭।১০।৬) 'রাজা ও ভৃত্যের ন্যায় আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন অভিসন্ধির প্রয়োজন নাই।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

ভক্তি ব্যতীত সংসার মুক্তি হয় না। অবশ্য সংসার মুক্তি ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল, মুখ্য ফলই কৃষ্ণপদে প্রেম-লাভ। সাধুসঙ্গ ব্যতীত সেই ভক্তি লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। কেননা, ভগবান্‌ই সাধুগণের প্রকৃষ্ট গতি ও আশ্রয় এবং 'কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ'। সুতরাং সৎসঙ্গ-প্রভাবে ভগবৎ-সেবাধর্ম্মে অবস্থিতি হইলে সর্ব্বতো-ভাবে অভিধেয়ের সিদ্ধি হয়।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ ভাঃ ১।২।৬

যাহা হইতে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিফলে আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে।

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্॥ ভাঃ ১।২।২২

এই কারণেই পণ্ডিতগণ অতি আনন্দ সহকারে ভগবান্ বাসুদেবের সর্ব্বক্ষণ মনঃশোধনী ভক্তি করিয়া থাকেন।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপীকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ভাঃ ১০।৯।২১

শ্রীশুকদেব কহিলেন—গোপীকাসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান্ দেহিদিগের পক্ষে যেরূপ সুলভ, আত্মভূত জ্ঞানিগণের পক্ষে সেরূপ ন'ন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড নবম অধ্যায় পাঠে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব অতি সহজেই জানা যায়—

নিজগুরু শ্রীকেশব ভারতীর স্থানে।
'ভক্তি' 'জ্ঞান' দুই জিজ্ঞাসিলা একদিনে॥
প্রভু বলে, "জ্ঞান" 'ভক্তি' দুইতে কে বড়।
বিচারিয়া গোসাঞি কহত দেখি দঢ়॥"
কতক্ষণে ভারতী বিচার করি' মনে।
কহিতে লাগিলা গৌরসুন্দরের স্থানে॥
ভারতী বলেন—'মনে বিচারিল তত্ত্ব।
সবা হইতে দেখি বড় ভক্তির মহত্ত্ব॥'
প্রভু বলে—"জ্ঞান" হৈতে ভক্তি বড় কেনে?
'জ্ঞান বড়' করিয়া যে কহে ন্যাসিগণে॥"
ভারতী বলেন—"তারা না বুঝে বিচার।
মহাজন পথে যে গমন সবাকার॥
বেদশাস্ত্রে মহাজন পথ সে লওয়ায়।
তাহা ছাড়ি' অবুঝে সে অন্য পথে যায়॥
ব্রহ্মা শিব নারদ প্রহ্লাদ শুক ব্যাস।
সনকাদি করি যুধিষ্ঠির পঞ্চদাস॥
প্রিয়ব্রত পৃথু ধ্রুব অক্রূর উদ্ধব।
'মহাজন' হেন নাম যত আছে সব॥
ভক্তি সে মাগেন সবে ঈশ্বর-চরণে।
'জ্ঞান' বড় হৈলে 'ভক্তি' মাগে কি কারণে?
বিনি বিচারিয়া কি সে সব মহাজন।
'মুক্তি ছাড়ি' ভক্তি কেনে মাগে অনুক্ষণ॥
সবার বচন এই পুরাণে প্রমাণ।
কি বর মাগিলা ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থান॥

কিবা ব্রহ্মজন্ম, কিবা হউ যথা তথা।
দাস হই যেন তোমা সেবিয়ে সর্ব্বথা॥
(ভাঃ ৩।১৪।৩০)

এইমত যত মহাজন সম্প্রদায়।
সবেই সকল ছাড়ি ভক্তিমাত্র চায়॥
অতএব সর্ব্বমতে ভক্তি সে প্রধান।
মহাজন-পথ সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ॥
'ভক্তি বড়' শুনি প্রভু ভারতীর মুখে।
হরি বলি' গর্জ্জিতে লাগিলা প্রেমসুখে॥
প্রভু বলে—"আমি কতদিন পৃথিবীতে।
থাকিলাঙ, এই সত্য কহিল তোমাতে॥
যদি তুমি 'জ্ঞান বড়' বলিতে আমারে।
প্রবেশিতাম আজি তবে সমুদ্র-ভিতরে॥"
প্রভু বলে—"যার মুখে নাহি ভক্তিকথা।
তপ শিখা-সূত্র-ত্যাগ তার সব বৃথা॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনশিক্ষায়ও বলিয়াছেন—

অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
চৈঃ চঃ ম ২০ প

সর্ব্ববিধ-সাধনাই ভক্তিসাপেক্ষ, ভক্তিই সর্ব্বফলদাত্রী—

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ-জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতিতুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥
কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান-বিনা॥
ভক্তি-বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥
অজাগলস্তন-ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরিভজে বুদ্ধিমান জন॥
চৈঃ চঃ ম ২২।২৩ প

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ-বিজয়কালে ম্লেচ্ছগণকেও উপদেশ দিয়াছেন—

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য কারণের কারণ।
তার ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ॥
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি—"পুরুষার্থ সার"॥
চৈঃ চঃ ম ১৮ প

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী। (৩।৩।৩৩ সূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত মাঠর শ্রুতিবচন)

ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি।
চৈঃ চঃ ম ২০

এহেন সুদুর্ল্লভা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তির উদয় সাধুসঙ্গেই হয়—

স্বয়ং মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।" চৈঃ ভাঃ ম ২ অঃ

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে"।
বৃহন্নারদীয়পুরাণ

সাধুসঙ্গে কেবল ভক্তির উদয় হয় না, ভক্তির সিদ্ধি—প্রেমলাভও হয়। তাই, ভক্ত, ভক্তিবশ ভগবানের দর্শন লাভ করিয়াও ভক্তসঙ্গেরই প্রার্থনা করেন—

"ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্তমহতামমলাশয়ানাম্॥" ভাঃ ৪।৯।১১

ভক্ত ধ্রুব ভগবান্‌কে বলিলেন—হে অনন্ত, যে সকল শুদ্ধাত্ম পুরুষ নিরন্তর আপনাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই সকল সাধু মহাত্মার সহিত আমার প্রকৃষ্টসঙ্গ লাভ হউক।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"এস্থলে সাধুসঙ্গোত্থ ভক্তিদ্বারাই ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ করিয়াও পুনরায় সৎসঙ্গের প্রার্থনায়—ভক্তির কারণ, ভক্তির ফল স্বয়ং ভক্তিই সৎসঙ্গ,—এই ভক্তগণের মত প্রকাশিত হইল।"

শ্রীগৌরকৃষ্ণও স্বপার্ষদ সনাতনকে বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো হয় মুখ্য অঙ্গ॥"
চৈঃ চঃ মঃ ২২ প ॥৪৮॥

অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধবসংবাদে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়। (ইদানীং সাঙ্খ্যযোগাদীনি সাধনান্তর-সাপেক্ষাণি সব্যভিচারাণি চ। সৎসঙ্গস্তু স্বতন্ত্র এব সমর্থঃ ফলাব্যভিচারী চেতি বর্ণয়িতুমাহ) (হে) যদুনন্দন! (হে উদ্ধব!) ত্বং (যতঃ) মে (মম) ভৃত্যঃ (সেবকঃ) সুহৃৎ সখা (চ ভবসি তস্মাৎ) অথ (অনন্তরং) শৃণ্বতঃ (শ্রবণাভিলাষিনস্তবসমীপে) সুগোপ্যম্ অপি এতৎ (বক্ষ্যমাণং) পরমগুহ্যং বক্ষ্যামি (বর্ণয়িষ্যামি) অতঃ (তস্মাদেতৎ) শৃণু ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দশমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। হে যদুনন্দন! তুমি যেহেতু আমার ভৃত্য, সুহৃৎ এবং সখাস্বরূপ, সেইহেতু শ্রবণাভিলাষী তোমার নিকট অতি গোপনীয় হইলেও এই পরমগুহ্যতত্ত্ব বর্ণন করিতেছি; তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুতেতিস্মৃতেস্তুভ্যমহমনন্যপ্রকাশ্যমপি বস্তু বচ্মীত্যাহ, অথৈতদিতি। সাংখ্যযোগাদীনি সাধনান্তরসাপেক্ষাণি সব্যভিচারাণি চ সৎসঙ্গস্তু স্বতন্ত্র এব সমর্থঃ ফলাব্যভিচারী চেতি স্বামিচরণাঃ ॥৪৯॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে সঙ্গতোঽত্রৈকাদশঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দশমধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। গুরুবর্গ স্নিগ্ধশিষ্যের নিকট গুহ্যতত্ত্বও বলিয়া থাকেন—(ভাঃ ১।১।৮) এই স্মৃতি-অনুসারে অন্যের নিকট অপ্রকাশ্য বস্তুও তোমার নিকট বলিতেছি। সাংখ্যযোগ প্রভৃতি অন্য সাধন অপেক্ষাযুক্ত ও ব্যভিচার-দুষ্ট, কিন্তু সৎসঙ্গ স্বতন্ত্র থাকিয়াই সমর্থ, ফলবিষয়ে অব্যভিচারী বা নিশ্চিত—ইহা স্বামিচরণ অর্থাৎ শ্রীল শ্রীধর স্বামীর টীকা ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। ভক্তপ্রবর উদ্ধব পূর্ব্বের ২৭ শ্লোকে আপনাকে প্রণত, অনুরক্ত ও প্রপন্ন বলিয়া যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহারই সমর্থনে উদ্ধবপ্রিয় শ্রীভগবান্‌ও তাঁহাকে ভৃত্য, সুহৃৎ এবং সখা বলিয়াছেন। ভৃত্য—প্রভুর প্রিয়ার্থে সেবাপরায়ণ, সুহৃৎ—সদানুমত সঙ্গী ও ব্রজের সংবাদ-আনয়নরূপ স্বহিতকারী এবং সখা—সমপ্রাণ। বিশেষতঃ ভক্তবৎসল প্রভু স্বভক্ত যে যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন 'যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে মলয়স্যেব চন্দনম্।' ভাঃ ১।৮।৩২, ভক্ত উদ্ধবকেও সেইবংশীয় বলিতে 'যদুনন্দন' শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন।

ভক্ত উদ্ধব শ্রীভগবানের যে কত প্রিয় তাহা আমরা পরবর্ত্তী 'ন তথা মে প্রিয়তম—নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥' ভাঃ ১০।১৪।১৫ শ্লোক হইতে জানিতে পারিলেও আলোচ্য-শ্লোকেও তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কেননা, ভগবান্ অন্যের নিকট অপ্রকাশ্য পরমগুহ্য তত্ত্বের কথা শ্রীউদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীউদ্ধব সে বিষয়ে যে অনভিজ্ঞ নহেন তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—'প্রীতিশীল শিষ্যের নিকটই গুরুবর্গ অতি নিগূঢ় রহস্যও ব্যক্ত করিয়া থাকেন।' ভাঃ ১।১।৮ তিনি ঐ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন 'স্নিগ্ধ অর্থাৎ গুরু-বিষয়ক-স্নেহবান্ শিষ্যের (প্রতি) গুরুগণ গুহ্যও বলেন এই বিধিলিঙ্ প্রয়োগে আপনার ন্যায় স্নিগ্ধ শিষ্যে তাঁহার অবশ্যই রহস্যপ্রকাশকত্ব এবং আপনার সর্ব্বরহস্যবিজ্ঞত্ব জানা যায়।

শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন যে, সাংখ্য-যোগাদি-সাধনসমূহ শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তির মূল 'ভক্তি' ফল দিতে অসমর্থ বলিয়া তাহারা ব্যভিচারী এবং সাধনান্তর অর্থাৎ অন্য ফলের সাধন। ('সাংখ্য— বৈরাগ্যাদি সাপেক্ষ, যোগ যমাদি অপেক্ষাযুক্ত, ধর্ম্মাদি— ধনক্লেশাদি অপেক্ষক।') 'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥' ভাঃ ১১।১৪।২০ শ্লোক আলোচ্য। আর উহারা ভক্তির সাহায্য ব্যতীত সেই সেই সাধনের অবান্তর ফলদানেও সমর্থ নহে বলিয়া ভক্তি-সাপেক্ষ। 'ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান॥ সেই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল। কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥' চৈঃ চঃ ম ২২ পঃ। কিন্তু সৎসঙ্গ অন্যের অপেক্ষা রহিত এবং নিজেই শ্রীকৃষ্ণচরণে অব্যভিচারী ভক্তিদানে সমর্থ— 'সতাং প্রসঙ্গাৎ—শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি'। ভাঃ ৩।২৫।২৫, 'ন রোধয়তি মাং যোগঃ'—'যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ মাম্' ভাঃ ১১।১২।১-২ 'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।' চৈঃ চঃ মঃ এবং 'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।' ইত্যাদি শ্লোকসমূহ আলোচ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। আলোচ্য শ্লোকের সহিত নিম্নলিখিত শ্লোকের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়—'জ্ঞানং পরম-গুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥' ভাঃ ২।৯।৩ শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন বিজ্ঞান সমন্বিত আমার পরমগুহ্য জ্ঞান, সরহস্য এবং তদঙ্গ আমি বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকার মর্ম্মে জানা যায় "আমি যে কেবলমাত্র আমার স্বরূপ-জ্ঞানই তোমাকে দিব, তাহা নহে, অধিকন্তু 'বিজ্ঞান' অর্থাৎ অনুভবসমন্বিত যাহা, তাহাও দান করিব। বিশেষতঃ উহা 'পরমগুহ্য' যেহেতু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষাও উহা শ্রেষ্ঠ ; এবং 'রহস্য' অর্থাৎ প্রেম ভক্তি দিব, উহা স্বনাম-প্রসিদ্ধ, তুমি তাহা গ্রহণ কর। শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে 'অতি গোপনীয় হইলেও তোমাকে আমি বলিব' এই ভগবদুক্তি-নির্দ্দেশ হইতে সেই প্রেমের রহস্যত্ব জানিতে হইবে। সেই প্রেমের অঙ্গ সাধন-ভক্তিযোগ, উহা তুমি জিজ্ঞাসা না করিলেও এই তিনটী বিষয় কৃপা-পূর্ব্বক তোমাকে বলিব।"

সুতরাং 'সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি' এই বাক্যের উদ্দিষ্ট প্রেমভক্তির অঙ্গ যে সাধনভক্তিযোগ এবং উহা যে এক মাত্র সাধুসঙ্গেই লভ্য, তাহা আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৮ শ্লোকেই ভগবদুক্তিতে পাইয়াছি। আর 'পরমগুহ্য' শব্দে ব্রহ্মার নিকট শ্রীভগবান্ যেমন নিজের সবিশেষ-স্বরূপের কথা বলিয়াছেন, আলোচ্য শ্লোকেও ঐ শব্দে ভগবৎ-স্বরূপের অনুভবকারী ভক্তস্বরূপেরই কথা বলিয়াছেন কেন না শ্রীভগবান্ পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৭ শ্লোকে—'মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া' (সাধুসেবাদ্বারাই আমার স্মৃতি), পরবর্ত্তী অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে—'মৎসঙ্গাৎ' (সাধুসঙ্গ শব্দে আমারই সঙ্গ'—শ্রীবিশ্বনাথ) 'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্' ভাঃ ৯।৪।৬৮ (সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়) ? 'দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥'—ভাঃ ১২।২৬।৩৪ (সাধুগণই জীবের পূজনীয় দেবতা, বান্ধব, আত্মা এবং আমি ইষ্টদেব,) প্রভৃতি শ্লোকে নিজেই নিজভক্তস্বরূপের জ্ঞান দিয়াছেন।

শৌনকাদি ঋষিগণ নৈমিষারণ্যে সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে সুফল না পাইয়া পরমভাগবত শ্রীসূত-গোস্বামীর সঙ্গপ্রার্থনান্তর তাঁহার নিকট অল্পকাল ভাগবত-কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমরা যে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহাতে অঙ্গবৈগুণ্যাদিজনিত বহুবিধ বিঘ্নের সম্ভাবনা, সুতরাং ফললাভে নিশ্চয়তা নাই। ধূম্রদ্বারা বিবর্ণদেহ আমাদিগকে শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দের মধুর মকরন্দ পান করাইয়া সুস্থ করাইতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সৎসঙ্গের মহিমা বর্ণনে বলিয়াছেন—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

ভাঃ ১।১৮।১৩

অর্থাৎ ভগবৎসঙ্গীর সহিত নিমেষকালমাত্র সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তাহার সহিত যখন স্বর্গ বা মোক্ষের তুলনার সম্ভাবনা করা যায়

না, তখন মরণশীল মানবের তুচ্ছ রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা আর অধিক কি বলিব।

এই শ্লোকের শ্রীলচক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকার মর্ম্মানুবাদ —"তাদৃশসাধুসঙ্গ-মহানিধির-মাহাত্ম্য আমাদের অনুভব গোচরীকৃত হওয়ায় আর কতটুকু বলিব। ভগবৎসঙ্গিগণ অর্থাৎ ভক্তগণের সঙ্গের যে অত্যল্পকাল, তাহার সহিত কর্ম্মফল স্বর্গ এবং জ্ঞানফল মোক্ষ যখন সমান দেখিনা তখন মর্ত্ত্যগণের তুচ্ছ রাজ্যাদির ত তুলনাই হয় না, যেহেতু সাধুসঙ্গদ্বারা পরমদুর্ল্লভা ভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদ্ভব হয়। সেক্ষেত্রে যখন ভক্তির সাধন—সাধুসঙ্গের লবের সহিত কর্ম্মজ্ঞানাদির সম্পূর্ণ-ফলকেও তুলনা করিনা; তখন কৌমুতিকন্যায়ে বহুকালব্যাপী সাধুসঙ্গের কথা, তৎফলভূতা ভক্তি এবং ভক্তিফল প্রেমের ত কথাই নাই। যেমন পর্ব্বতের সহিত সর্ষপের তুলনা হয় না তদ্রূপ। 'স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গিপুরুষের সঙ্গ হইতে জীবের যেরূপ ক্লেশ ও সংসারবন্ধন ঘটিয়া থাকে, অন্য কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতে সেরূপ হয় না।' ভাঃ ১১।১৪।৩০—ভগবদুক্ত শ্লোকে যোষিৎসঙ্গ হইতেও যোষিৎসঙ্গিগণের সঙ্গ যেরূপ অতিনিন্দ্য কথিত হইয়াছে, সেইরূপই ভগবৎসঙ্গ হইতেও ভগবৎসঙ্গিগণের সঙ্গ অতিবন্দ্য, অতিপ্রশংস্য এবং অত্যভিলষণীয় বুঝাইতেছে।"

'পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গ তাঁহারই সঙ্গিগণের সঙ্গ হইতেই লভ্য হয়।'—শ্রীল প্রভুপাদ।

তাই, সর্ব্বজনারাধ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ প্রিয়তম ভক্ত উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া নিজভক্তির ও ভক্তের রহস্য প্রকাশ করিতেছেন ও করিবেন ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ের সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥১-২॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। সর্ব্বসঙ্গাপহঃ (সার্ব্বত্রিকা-সক্তিনিরাসকঃ) সৎসঙ্গঃ (সতাং সঙ্গঃ) মাং যথা অবরুন্ধে হি (বশীকরোতি) যোগঃ (আসনপ্রাণায়ামাদিঃ) মাং (তথা) ন রোধয়তি (ন বশীকরোতি) সাংখ্যং (তত্ত্বানাং বিবেকঃ) ধর্ম্মঃ (সামান্যতোঽহিংসাদিঃ) এব চ ন (তথা ন রোধয়তি) স্বাধ্যায়ঃ (বেদপাঠঃ) তপঃ (কৃচ্ছ্রাদিঃ) ত্যাগঃ (সন্ন্যাসঃ) ন (তথা ন রোধয়তি) ইষ্টাপূর্ত্তং (ইষ্টং চ পূর্ত্তঞ্চ তত্রেষ্টমগ্নিহোত্রাদি পূর্ত্তং কূপারামাদি-নির্ম্মাণং) ন দক্ষিণা (দানঞ্চ) ন (তথা ন রোধয়তি কিঞ্চ) ব্রতানি (একাদশ্যুপবাসাদীনি) যজ্ঞঃ (দেবপূজা) ছন্দাংসি (রহস্যমন্ত্রাঃ) তীর্থানি নিয়মাঃ যমাঃ (এতে চ মাং তথা ন বশীকুর্ব্বন্তি) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! সর্ব্ব-বিষয়ের আসক্তি-বিনাশক সাধুসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যজ্ঞান, অহিংসাদি ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, তপঃ, ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, ব্রত, যজ্ঞ, মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম বা যম সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ। দ্বাদশে সাধুসঙ্গস্য মহিমোক্তো ব্রজৌকসাম্।
প্রেম্ণঃ সর্ব্বমহোৎকর্ষঃ সূচিতঃ সংশয়চ্ছিদা ॥

যোগ আসন-প্রাণায়ামাদিঃ। সাংখ্যমাত্মানাত্মবিবেকঃ, ধর্ম্মোঽহিংসাদিঃ, স্বাধ্যায়ো বেদপাঠঃ, তপঃ কৃচ্ছ্রাদিঃ, ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ, ইষ্টাপূর্ত্তং ইষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ। তত্রেষ্টমগ্নি-হোত্রাদি পূর্ত্তং কূপারামাদিনির্ম্মাণম্। দক্ষিণাশব্দেন সামান্যতো দানং লক্ষ্যতে। ব্রতানি চাতুর্ম্মাস্যাদীনি। যজ্ঞো দেবপূজা, ছন্দাংসি রহস্যমন্ত্রাঃ। ন রোধয়তীতি প্রত্যেকেনা-ন্বয়াদেকত্বং ব্রতানীত্যাদৌ বচনবিপরিণামেন ন রোধয়ন্তী-

ত্যর্থঃ। রুন্ধের্বশীকরণার্থকত্বাৎ যোগাদয়ো ন মদ্বশীকারপ্রয়োজকা ইতি তৈরহমষ্টাঙ্গযোগিপ্রভৃতিভি র্ন বশীকৃতো ন প্রাপ্তঃ স্যামিতি ফলিতোঽর্থঃ। "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা" 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ'ইত্যগ্রিমবাক্যেনৈকার্থ্যাৎ যোগাদয়ো ন মৎপ্রাপ্ত্যুপায়া ইত্যতো 'নোপায়ো বিদ্যতে' ইতি পূর্ব্বোক্তিরেব দৃঢ়ীকৃতা। সৎসঙ্গো যথাঽবরুন্ধে বশীকরোতীত্যনন্তপ্রয়োগেণ ভক্ত্যুৎপত্তেঃ পূর্ব্বমপি স এব স্বয়ং মাং বশীকুর্য্যাৎ কিং পুনর্ভক্তিং জনয়িত্বা ইত্যর্থো লভ্যতে। অত্র যথা শব্দস্তত্র চ যথা শব্দো যথাবদিত্যর্থ এব প্রযুক্তঃ। 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' ইত্যগ্রিমবাক্যে একয়েতি পদপ্রয়োগাদিত্যেকে। যোগাদীনামপি ভক্তিমিশ্রত্বাৎ কিঞ্চিদ্বশীকারত্বমস্ত্যেবেত্যতো যথা শব্দঃ সার্থকঃ ইত্যপরে আহুঃ—সর্ব্বসঙ্গাপহঃ সার্ব্বত্রিকাসক্তিনিরাসক ইতি বশীকারে হেতুঃ ॥ ১-২ ॥

বঙ্গানুবাদ। দ্বাদশ অধ্যায়ে সাধুসঙ্গের মহিমা কথিত এবং সংশয়চ্ছেদ সহকারে ব্রজবাসিগণের প্রেমের সর্ব্বমহোৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে।

যোগ অর্থাৎ আসন প্রাণায়ামাদি। সাংখ্য অর্থাৎ আত্ম-অনাত্মবিবেক। ধর্ম্ম অর্থাৎ অহিংসাদি, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ, তপঃ অর্থাৎ কৃচ্ছ্রাদি। ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস। ইষ্টাপূর্ত্ত—ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি, পূর্ত্ত অর্থাৎ কূপারামাদি-নির্ম্মাণ, দক্ষিণা—এই শব্দে সামান্যতঃ দান লক্ষিত হইতেছে। ব্রত অর্থাৎ চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি। যজ্ঞ অর্থাৎ দেবপূজা। ছন্দঃ অর্থাৎ রহস্যমন্ত্র।—'ন রোধয়তি' এই পদের প্রত্যেকের সহিত অন্বয় থাকাতে একত্ব, 'ব্রতানি' প্রভৃতি পদে বচন-বিপরিণামজন্য 'ন রোধয়ন্তি' হইবে। রুধ্ ধাতু বশীকরণার্থক বলিয়া যোগাদি আমার বশীকার-প্রয়োজক নহে। সেই সব অষ্টাঙ্গ-যোগিপ্রভৃতিদ্বারা আমি বশীভূত বা প্রাপ্ত হই না। 'হে উদ্ধব, আমাতে তীব্রা ভক্তি যেমন আমাকে বশীভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপঃ বা দান আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না'। 'একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি লভ্য হইয়া থাকি'। (ভাঃ ১১।১৪।২০-২১) এই অগ্রকথিত বাক্যের সহিত একার্থত্বহেতু যোগাদি আমাকে প্রাপ্তির উপায় নহে। অতএব 'আর উপায় নাই' (ভাঃ-১১।১১।৪৮) এই পূর্ব্বোক্তিকেই আরও দৃঢ়ীকৃত করা হইল। সৎসঙ্গ যেমন অবরোধ করে অর্থাৎ বশীভূত করে —এই অনন্তপ্রয়োগদ্বারা ভক্ত্যুৎপত্তির পূর্ব্বেই তিনি স্বয়ংই আমাকে বশীভূত করিতে পারেন ভক্তিজন্মাইলেত' কথাই নাই—এই অর্থ পাওয়া যায়। এখানে 'যথা' শব্দ সে স্থলেরও 'যথা' শব্দ যথাবৎ এই অর্থে-ই প্রযুক্ত। 'আমি কেবলা ভক্তিদ্বারাই প্রাপ্তব্য'— এই অগ্রিম বাক্যে (ভাঃ ১১।১৪।২১) 'একয়া' এই পদপ্রয়োগহেতু—ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। যোগাদিও ভক্তিমিশ্র বলিয়া কিছু বশীকরণযোগ্যতা আছেই। অতএব 'যথা' শব্দার্থক—ইহাও কেহ কেহ বলেন। সর্ব্বসঙ্গাপহ অর্থাৎ সার্ব্বত্রিক আসক্তির নিরাসক, বশীকারে হেতু ॥ ১-২ ॥

সারার্থানুদর্শিনী।

যোগ- আসন-প্রাণায়ামাদি (ব্রহ্মচর্য্যাদি) যম, (পুণ্যতীর্থে স্নানাদি) নিয়ম, (পবিত্র নির্জ্জনস্থানে কুশ-মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্র এই ক্রমানুসারে) আসন, (শ্বাসরোধ করতঃ কুম্ভকদ্বারা অকার, উকার, মকার—এই তিন অক্ষরে গ্রথিত ব্রহ্মাক্ষর- প্রণব মনে মনে আবৃত্তি) প্রাণায়াম, (দমিত মনের সাহায্যে রূপ-রসাদি-বিষয় হইতে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহের আহরণ) প্রত্যাহার, (মনকে শুভ-বিষয়ের জন্য বুদ্ধিদ্বারা ভগবানের রূপের) ধারণা, (ভগবানের এক এক অঙ্গ) ধ্যান এবং (যাহাতে মন উপশমতা লাভ করে তাহা) সমাধি—এই অষ্টাঙ্গযোগ। শ্রীবিশ্বনাথ। ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবান্‌লভ্য—

ঐছে শাস্ত্রে কহে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥

চৈঃ চঃ ম ২০ প

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমরস ॥ চৈঃ চঃ আ ১৭

'ভক্তি' বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥
চৈঃ চঃ অ ৪ প

সাধুগণ কৃষ্ণবশীকারক —

ময়ি নির্ব্বন্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥
ভাঃ ৯।৪।৬৬

শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিলেন—সতী স্ত্রী যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণও তদ্রূপই ভক্তিপ্রভাবে আমাকে বশীভূত করে।

সুতরাং সাধুগণের সেবকগণ সাধুকৃপায় সাধুবাধ্য ভগবান্‌কে বশ করিতে সমর্থ।

সাধুসঙ্গই জীবের অন্যত্র আসক্তি-নিরাসক --

ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥
ভাঃ ৩।২৫।২৪

শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিলেন হে সাধ্বি, উক্ত-গুণসম্পন্ন এই সকল সাধুগণ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ে আসক্তি শূন্য; তাহারাই অসৎসংসর্গজনিত দোষ হরণ করিতে সমর্থ। সুতরাং হে মাতঃ, এই প্রকার সাধুগণের সঙ্গই আপনার প্রার্থনীয়॥১-২॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণে অনুরাগহেতু অন্যত্র বিরাগ স্বাভাবিক

কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥
চৈঃ চঃ অ ৭ প

বিশেষতঃ—সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব।
এতিনে সব ছাড়ায়, করে কৃষ্ণে 'ভাব'॥
চৈঃ চঃ ম ২৪ প॥ ১-২॥

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা খগা মৃগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে॥
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্ব্বা বলির্ব্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥৩-৬॥

অন্বয়। তস্মিন্ তস্মিন্ যুগে যুগে (প্রতিযুগং) সৎসঙ্গেন (সতাং সঙ্গেন) হি (এব) রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ (রাজসাতামসাশ্চ) দৈতেয়া যাতুধানাঃ (রাক্ষসাঃ) খগাঃ মৃগাঃ গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ নাগাঃ সিদ্ধাঃ চারণাঃ গুহ্যকাঃ বিদ্যাধরাঃ মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়ঃ অন্ত্যজাঃ ত্বাষ্ট্র-কায়াধবাদয়ঃ (ত্বাষ্ট্রঃ বৃত্রঃ কায়াধবঃ প্রহ্লাদঃ) বহবঃ (অনেকে প্রাণিনঃ কিঞ্চ) বৃষপর্ব্বা বলিঃ বাণঃ ময়ঃ অথ বিভীষণঃ চ সুগ্রীবঃ হনুমান্ ঋক্ষঃ (জাম্ববান্) গজঃ (গজেন্দ্রঃ) গৃধ্রঃ (জটায়ুঃ) বণিক্‌পথঃ (তুলাধারঃ) ব্যাধঃ (ধর্ম্মব্যাধঃ) কুব্জা ব্রজে গোপ্যঃ তথা অধ্বরে (যজ্ঞে) যজ্ঞপত্ন্যঃ (দীক্ষিতবিপ্রভার্য্যাঃ) মৎপদং প্রাপ্তাঃ (মৎস্থানং গতাঃ)॥৩-৬॥

অনুবাদ। প্রতিযুগে কেবল সৎসঙ্গ-প্রভাবেই রজস্তম-প্রকৃতির দৈত্য, রাক্ষস, খগ, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, মনুষ্যের মধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজ, এমন কি বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ প্রভৃতি অনেক জন বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব হনুমান্, জাম্ববান্, গজেন্দ্র, জটায়ুপক্ষী, তুলাধার বণিক্, ধর্ম্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজের গোপীকাকুল এবং যজ্ঞে দীক্ষিত বিপ্রপত্নীগণ ইহারা আমার পদপ্রাপ্ত হইয়াছিল॥৩-৬॥

বিশ্বনাথ। বশীকরণমত্র গৌণং মুখ্যঞ্চ যথাসম্ভবং বাণাদৌ শ্রীগোপ্যাদৌ চ দর্শয়তি,—সৎসঙ্গেনেতি চতুর্ভিঃ। সন্তঃ প্রধানীভূত-ভক্তিমন্তঃ কেবলভক্তিমন্তশ্চ। অত্র পূর্ব্বেষাং সঙ্গিভির্ভগবদ্বশীকারো গৌণঃ উত্তরেষান্তু মুখ্য ইতি জ্ঞেয়ম্। যাতুধানা রাক্ষসাঃ। ত্বাষ্ট্রো বৃত্রঃ কায়াধবঃ প্রহ্লাদঃ অনয়োর্জন্মতঃ প্রাগেব নারদসঙ্গঃ। বৃষপর্ব্বেত্যয়ং জাতমাত্র এব মাতৃপরিত্যক্তো মুনিপালিতো বিষ্ণুভক্তোঽভূদিতি পৌরাণিকী প্রসিদ্ধিঃ। বলেঃ প্রহ্লাদ-সঙ্গঃ। বাণস্য বাহুচ্ছেদসময়ে কৃপালোর্মহাদেবস্য সঙ্গঃ।

ময়স্ত সভানির্ম্মাণে পাণ্ডবসঙ্গঃ। বিভীষণস্ত হনুমৎসঙ্গঃ। সুগ্রীবাদীনাং ত্রয়াণাং লক্ষ্মণসঙ্গঃ। গজো গজেন্দ্রঃ অস্ত পূর্ব্বজন্মনি নারদাদিসঙ্গঃ। গৃধ্রো জটায়ুরস্ত গরুড়দশরথাদিসঙ্গঃ। বণিক্পথস্তুলাধারো ভারতপ্রসিদ্ধঃ অস্ত সৎসঙ্গো মৃগ্যঃ। ব্যাধঃ ধর্ম্মব্যাধঃ অস্ত প্রাগ্ ব্রহ্মরাক্ষসতাং প্রাপ্তস্ত বরাহপুরাণদৃষ্টেন বৈষ্ণবেন রাজ্ঞা সহ সঙ্গঃ। কুব্জায়াঃ পূর্ব্বজন্মনি নারদসঙ্গঃ ইতি মাথুরহরিবংশে প্রসিদ্ধম্। গোপ্যো মুনিচর্য্যাদয়ঃ পূর্ব্বজন্মনি কৃতবহুসাধুসঙ্গা এব এতজ্জন্মনি নিত্যসিদ্ধগোপীসঙ্গিন্যঃ। যজ্ঞপত্নীনাং ব্রজস্থশ্রীকৃষ্ণদূতীভির্মালিকতাম্বুলিকাদিস্ত্রীভিঃ ক্রয়বিক্রয়ার্থং মথুরাপ্রস্থানসময়ে সঙ্গঃ॥৩-৬॥

বঙ্গানুবাদ। এস্থলে গৌণ ও মুখ্য বশীকরণ যথাসম্ভব বাণ প্রভৃতিতেও শ্রীগোপীগণেও দেখাইতেছেন। সৎ অর্থাৎ প্রধানীভূতভক্তিমান্ ও কেবলভক্তিমান্। এতন্মধ্যে পূর্ব্বকথিতগণের সঙ্গীদের দ্বারা ভগবদ্বশীকার গৌণ, পরে কথিতগণের দ্বারা মুখ্য—ইহাই জানিতে হইবে। যাতুধান অর্থাৎ রাক্ষস। ত্বাষ্ট্র অর্থাৎ বৃত্র, কায়াধব অর্থাৎ প্রহ্লাদ, এই দুইয়ের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই নারদের সঙ্গ। বৃষপর্ব্বা জন্মমাত্রই মাতৃ-পরিত্যক্ত হইয়া মুনিপালিত ও বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিলেন—এই পৌরাণিকী প্রসিদ্ধি। বলির প্রহ্লাদসঙ্গ। বাণের বাহুচ্ছেদ সময়ে কৃপালু মহাদেবের সঙ্গ। ময়ের সভা-নির্ম্মাণে পাণ্ডবসঙ্গ। বিভীষণের হনুমানের সঙ্গ। সুগ্রীব, হনুমান্, ও জাম্বুবানের লক্ষ্মণসঙ্গ। গজ অর্থাৎ গজেন্দ্র, ইহার পূর্ব্বজন্মে নারদাদি-সঙ্গ। গৃধ্র অর্থাৎ জটায়ু, ইঁহার গরুড়-দশরথাদি-সঙ্গ। বণিক্পথ তুলাধার ভারত-প্রসিদ্ধ, ইহার সৎসঙ্গ মৃগ্য। ব্যাধ অর্থাৎ ধর্ম্মব্যাধ, ইনি পূর্ব্বে ব্রহ্মরাক্ষসতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরে বরাহপুরাণে উল্লিখিত বৈষ্ণবরাজার সঙ্গ। কুব্জার পূর্ব্বজন্মে নারদ-সঙ্গ—ইহা মাথুর-হরিবংশে প্রসিদ্ধ। মুনিচরী প্রভৃতি গোপীগণ পূর্ব্বজন্মে বহু সাধুসঙ্গ করার জন্যই এই জন্মে নিত্যসিদ্ধ গোপীসঙ্গিনী। যজ্ঞপত্নীগণের ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ-দূতী-মালিকতাম্বুলিকাদি স্ত্রীগণ-সহিত ক্রয়-বিক্রয়াদি নিমিত্ত মথুরা প্রস্থান সময়ে সঙ্গ॥ ৩-৬ ॥

অনুদর্শিনী। পূর্ব্বে প্রসঙ্গরূপা ও পরিচর্য্যারূপা সাধুসেবার মধ্যে প্রসঙ্গরূপার কথা আলোচনা করিয়াছেন। এই শ্লোকে আবার গৌণভাবে ও মুখ্য-ভাবে ভগবদ্বশীকরণের কথা বলিতেছেন। মুখ্য-ভাবদ্বারা প্রেমই লাভ হয়, গৌণভাবে অন্য ফল। এ-স্থলে মুখ্য—শ্রীগোপ্যাদি এবং গৌণ—বাণাদি।

অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥

ভাঃ ৫।৬।১৮

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ নিজ-ভজনকারিগণকে মুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু ভক্তি-যোগ কাহাকে দেন না।

"ভজনকারী অন্যকেও ভাবভক্তি প্রায় দেন না; কিন্তু তাহা হইতে অতি নিকৃষ্টা মুক্তিই দেন। এই শ্লোকে 'কর্হিচিদপি' না বলায় মুক্তি অনিচ্ছু শুদ্ধভক্তগণকে কিন্তু ভক্তিই দেন।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

অতএব প্রধানীভূতভক্তিমান্ সাধুসঙ্গে ভগবান্ গৌণভাবে এবং কেবলভক্তিমান্ সাধুসঙ্গ দ্বারা মুখ্যভাবে বশীভূত হন।

বাণ—ভাঃ ১০।৬৩।৪৯ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

বণিক্পথ—মহাভারতে জাজলিমুনিগর্ব্ব প্রসঙ্গে কথিত মাহাত্ম্যের শ্রীনারদাদি-সঙ্গ অন্বেষণীয়।

ধর্ম্মব্যাধ—আদি-বরাহ-পুরাণে কথিত আছে যে, বসু নামে একজন রাজা ছিলেন। মৃগ-ভ্রান্তিতে কোন ব্রাহ্মণকে হত্যা করায় ব্রহ্মরাক্ষস হন। রাজার প্রাপঞ্চিক বিষ্ণুলোক গমনকালে ঐ ব্রহ্মরাক্ষস তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হয়। পুনরায় ভোগান্তে রাজা হইলে ব্রহ্মপরাখ্যস্তবপাঠের তেজে তাঁহার দেহ হইতে ঐ ব্রহ্মরাক্ষস নির্গত হয়। যখন দেহ হইতে নির্গত হইল, তখন তিনি তাহাকে ধর্ম্মব্যাধ সংজ্ঞা দেন। ঐ ধর্ম্মব্যাধ হিংসাশূন্য হইয়া নীলাচলপতিকে স্তবদ্বারা সন্তুষ্ট করেন। শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে দর্শন-প্রদানে আলিঙ্গন করিলে তাঁহার মুক্তিলাভ হয়।

কুব্জা—মাথুর হরিবংশে দেখা যায় যে, ইনি পূর্ব্বজন্মে রাজকন্যা ছিলেন। দেবর্ষি শ্রীনারদের মুখে ভগবানের গুণগান শ্রবণ করিয়া ভগবানে অনুরাগিণী হন। পরে রাজা যখন দেবর্ষিকে কন্যার যোগ্যবরের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন শ্রীনারদ সে বিষয়ে তাঁহার কন্যার কি অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিব বলেন। তদনন্তর যখন তিনি রাজকন্যাকে বরের কথা প্রশ্ন করিলেন, তিনি বলিলেন 'আপনি যাহাকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া গান করেন, তিনিই আমার বর'। দেবর্ষি তখন ভগবৎ-প্রাপ্তির অসম্ভাবনা দেখাইলে রাজকন্যা বলেন যে, 'কোটী জন্মেও পাইলে তাঁহাকেই বরণ করিব'। শ্রীনারদ তাঁহাকে বিবাহেরও ভগবৎ-প্রাপ্তির সাধন উপদেশ করিলে রাজকন্যা বহুকাল তপস্যা করিতে করিতে আকাশবাণী হইল যে "তুমি জন্মান্তরে কুব্জিকা হইয়া যাঁহার স্পর্শে সৌন্দর্য্য লাভ করিবে, সেই আমি তোমার পতি হইব।" তাহার পর ঐ কন্যা কংসমন্ত্রিবর বৈশ্যগৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং কংস কর্ত্তৃক-প্রার্থিত হইয়া তাহার অনুলেপন কার্য্যে নিযুক্তা হন, পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-স্পর্শনাদি প্রাপ্ত হন। (ভাঃ ১০।৪২।১-১২, ১০।৪৮।১-১০ দ্রষ্টব্য)।

সাধনসিদ্ধা গোপীগণ দুই প্রকার—মুনিচরী বা ঋষিচরী এবং শ্রুতিচরী—

দ্বিবিধাস্তাস্তু মুনয়স্তয়োপনিষদো মতাঃ
তত্র মুনয়ঃ ॥ ২৮ ॥
গোপালোপাসকাঃ পূর্ব্বমপ্রাপ্তাভীষ্টসিদ্ধয়ঃ।
চিরাদুদ্বুদ্ধরতয়ো রামসৌন্দর্য্যবীক্ষয়া।
মুনয়স্তন্নিজাভীষ্টসিদ্ধি-সম্পাদনে রতাঃ।
লব্ধভাবা ব্রজে গোপ্যা জাতাঃ পাদ্ম ইতীরিতম্ ॥২৯॥
—উজ্জ্বলনীলমণিঃ (কৃষ্ণবল্লভাঃ)।

অর্থাৎ এই যৌথিকী, মুনি এবং উপনিষদ্ ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে মুনিগণ যথা, পদ্মপুরাণে এরূপ বর্ণিত আছে যে কতিপয় মুনি পূর্ব্বে গোপালদেবের উপাসনা করিতেন কিন্তু তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, চিরকালের পর শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য দর্শনে গোপীবিষয়িণী রতি উদ্বুদ্ধ হয়। পরে ঐ মুনিগণ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তৎপর হইয়া ভাবলাভ করতঃ ব্রজে গোপী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু উক্ত শ্লোকদ্বয়ের স্বকৃত লোচনরোচনী-টীকায় লিখিয়াছেন—'মুনিগণ সম্বন্ধে পাদ্মোত্তর খণ্ডে উক্ত হইয়াছে—'পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্। তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥'

অর্থাৎ পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিসকল সুন্দর-বিগ্রহ শ্রীরামকে সন্দর্শন করিয়া ভোগ করিতে ইচ্ছা করায় (শ্রীরাম-প্রসাদে) তাঁহারা সকলে গোকুলে (গোপকন্যারূপে) জন্মগ্রহণ করেন এবং হরিকামে হরিপ্রাপ্ত হইয়া ভবার্ণব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদের 'আনন্দ-চন্দ্রিকা' নাম্নী টীকাও দ্রষ্টব্য।

অথোপনিষদঃ॥
সমন্তাৎ সূক্ষ্মদর্শিন্যো মহোপনিষদোঽখিলাঃ।
গোপীনাং বীক্ষ্য সৌভাগ্যমসমোর্দ্ধং সুবিস্মিতা।
তপাংসি শ্রদ্ধয়া কৃত্বা প্রেমাঢ্যা জজ্ঞিরে ব্রজে॥ ৩০॥
বল্লব্য ইতি পৌরাণী তথোপনিষদী প্রথা॥—ঐ

অথ উপনিষদ্গণ যথা—যে সকল উপনিষদ্ সর্ব্বতোভাবে সূক্ষ্মদর্শিনী তাঁহারা গোপীগণের অসমোর্দ্ধ সৌভাগ্য সন্দর্শন করিয়া পরম বিস্মিতা হন এবং গোপীসম ভাগ্য লাভের জন্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপস্যা করিয়া ব্রজমধ্যে প্রেমবতী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

অতএব তাঁহারাই বল্লবী, পুরাণে ও উপনিষদে এইরূপ প্রথা বর্ণিত আছে।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুকৃত টীকায় পাওয়া যায় যে—"পৌরাণী অর্থাৎ বৃহদ্বামনরীতিময়ি—কন্দর্প-কোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ। কামিনী-ভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্যসংশয়ঃ॥ যথা তল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষা জনিনস্তথা॥"

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন—কোটী-কন্দর্প-লাবণ্যযুক্ত আপনাকে দর্শন করিয়া আমাদিগের মন কামিনীভাব প্রাপ্ত হইয়া অসংশয়ভাবে স্মরক্ষুব্ধ হইয়াছে। যেমন আপনার গোলোক-বৃন্দাবন-লোক-বাসিনী গোপীগণ কামতন্ত্রের দ্বারা আপনাকে রমণজ্ঞানে ভজন করেন, আমাদিগেরও তেমনিই অভিলাষ জন্মিয়াছে।

পদ্মপুরাণে সৃষ্টি-খণ্ডেও গায়ত্রীর গোপীস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির আখ্যায়িকা পাওয়া যায়।

ঔপনিষদী—'স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥' ভাঃ ১০।৮৭।২৩ শ্রুতিগণ বলিলেন—হে দেব, যে সকল রমণী সর্পরাজদেহতুল্য আপনার ভুজদণ্ডদ্বয়ের প্রতি লালসাযুক্ত পরিচ্ছিন্ন-দৃষ্টিসম্পন্না, তাঁহারা এবং আপনার পাদপদ্মে সুষ্ঠুধারণশীল অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি-সম্পন্না আমরা সকলেই আপনার নিকট তুল্য কৃপাপাত্রী।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদের 'আনন্দচন্দ্রিকা' টীকা দ্রষ্টব্য ॥৩-৬॥

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়। (তেষাং সৎসঙ্গব্যতিরিক্ত-সাধনাভাবমাহ) নাধীতশ্রুতিগণাঃ (ন অধীতাঃ শ্রুতিগণা যৈঃ) নোপাসিতমহত্তমাঃ (তদর্থঞ্চ ন উপাসিতা মহত্তমা যৈস্তে তথা, কিঞ্চ) অব্রতাতপ্ততপসঃ (ন ব্রতানি যেষাং, ন তপ্তানি তপাংসি যৈঃ তে চ তে চ তথা) তে (পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বে) সৎসঙ্গাৎ (সদ্ভিঃ সঙ্গো নাম মমৈব সঙ্গ ইত্যভি-প্রেত্যোক্তং, যদ্বা স্বসঙ্গস্যাপি সৎসঙ্গত্বং বিবক্ষতে স্বস্যাপি সত্ত্বাৎ, যদ্বা মদীয়সঙ্গাদিত্যর্থঃ) মাম্ উপাগতাঃ (প্রাপ্তা বভুবুঃ) ॥৭॥

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত সকলে বেদাধ্যয়ন, মহতের সেবা এবং কোন ব্রত বা তপস্যার অনুষ্ঠান না করিয়াই সৎসঙ্গরূপ মদীয় সঙ্গবশতই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥৭॥

বিশ্বনাথ। তেষাং সাধুসঙ্গোত্থা যথা প্রকৃতি-প্রধানীভূতা কেবলা চ ভক্তিরেব নতু সাধনান্তরমিত্যাহ, তে ইতি। ন অধীতাঃ শ্রুতিগণা যৈস্তদর্থং চ উপাসিতা মহত্তমাঃ শ্রুত্যর্থগ্রাহয়িতারো মুনয়ো যৈস্তে ন ব্রতানি যেষাং ন তপ্তানি তপাংসি যৈস্তে চ তে চ তথা। কিন্তু সৎসঙ্গেনৈক হেতুনা ভক্ত্যা মৎসঙ্গাৎ সৎসঙ্গং প্রাপ্য মাং উপাগতাঃ প্রাপ্তাঃ সদ্ভি সঙ্গো নাম মমৈব সঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ। তাহাদের সাধুসঙ্গোত্থ যথাপ্রকৃতি প্রধানীভূতা ও কেবলাভক্তিই কিন্তু অন্য কোন সাধন নাই। নাধীতশ্রুতিগণ অর্থাৎ যাঁহারা শ্রুতিসমূহ অধ্যয়ন করেন নাই। নোপাসিতমহত্তম অর্থাৎ তন্নিমিত্ত যাঁহারা মহত্তম অর্থাৎ শ্রুতির অর্থশিক্ষক মুনিগণের উপাসনা করেন নাই। অব্রতাতপ্ততপঃ অর্থাৎ যাঁহাদের ব্রত নাই ও যাঁহারা তপস্যাচরণ করেন নাই। কিন্তু সৎসঙ্গ অর্থাৎ সৎসঙ্গ ফলে ভক্তিদ্বারা আমারই সঙ্গ পাইয়া আমাকে উপাগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাধুগণের সহিত সঙ্গ আমারই সঙ্গ ॥৭॥

অনুদর্শিনী। মৎসঙ্গ—আমার সঙ্গ এবং মদীয়-গণের সঙ্গ। আমার সহিত যেমন আমার সম্বন্ধ, মদীয়-গণের সহিতও তেমনি আমার সম্বন্ধ। মদীয়গণে আমার সত্ত্বা থাকায় সৎসঙ্গ বলিলে আমার সঙ্গও অন্তর্ভাবিত ॥৭॥

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥৮॥

অন্বয়। (তত্র বৃত্রাদীনাং কথঞ্চিৎ সাধনান্তর-সত্ত্বেঽপি গোপীপ্রভৃতীনাং নান্যদস্তীত্যাহ) গোপ্যঃ গাবঃ (ব্রজগোগণাঃ) নগাঃ (যমলার্জ্জুনাদয়ঃ) মৃগাঃ নাগাঃ (কালিয়াদয়ঃ) মূঢ়ধিয়ঃ অন্যে চ যে (তদানীন্তনবৃন্দাবনীয় সর্ব্বতরুগুল্মলতাদ্যাঃ) কেবলেন ভাবেন হি (সৎসঙ্গ-লব্ধেন কেবলেনৈব ভাবেন প্রীত্যা) সিদ্ধাঃ (কৃতার্থাঃ সন্তঃ) অঞ্জসা (শীঘ্রং) মাম্ ঈয়ুঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥৮॥

অনুবাদ। তন্মধ্যে বৃত্রাসুর প্রভৃতি অন্যান্যের কথঞ্চিৎ সাধনান্তর থাকিলেও গোপিগণ, ব্রজের গাভীকুল,

যমলার্জ্জুন-নামক বৃক্ষদ্বয়, মৃগগণ, কালিয়নাগসমূহ এবং বৃন্দাবনস্থ তরুগুল্মলতাদি অন্যান্য মূঢ়চিত্ত পদার্থগণ কেবল-মাত্র সৎসঙ্গলব্ধ কেবলাপ্রীতি-দ্বারাই কৃতার্থ হইয়া শীঘ্র আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥৮॥

বিশ্বনাথ। তত্রাপি গোপীপ্রভৃতীনাং সর্ব্বতোঽত্যতিবৈশিষ্ট্যমাহ, কেবলেন জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রেণ নিষ্কামেণ ভাবেন শৃঙ্গারবাৎসল্যসখ্যদাস্যভাবশালিনা ভক্তিযোগেন। গোপ্যঃ শৃঙ্গাররসেন গাবো বাৎসল্যরসেন নগা গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বতাঃ সখ্যরসেন মৃগা অপি মূঢ়ধিয়ো বৃন্দাবনীয়-তরুগুল্মাদ্যা নাগাঃ কালিয়াদ্যাঃ দাস্যরসেন মামীয়ুঃ। অত্র গোপ্যাদয়ঃ সিদ্ধা এব পূর্ব্বরাগাদ্যনন্তরং মামীয়ুরিতি কেবলেন ভাবেন তেষাং মৎপ্রাপ্তিমত্ত্বমনাদিতো নিত্য-সিদ্ধমেবেত্যর্থোঽবসীয়তে। অন্যথা সিদ্ধা ইতি পদস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ। সেক্ষেত্রেও গোপীপ্রভৃতিগণের সর্ব্বাপেক্ষা অতিবৈশিষ্ট্য বলিতেছেন। কেবল অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদির মিশ্রভাবশূন্য নিষ্কামভাব অর্থাৎ শৃঙ্গার-বাৎসল্য-সখ্য-দাসভাবশালী ভক্তিযোগদ্বারা, গোপীগণ শৃঙ্গাররসে, গোগণ বাৎসল্যরসে, নগ অর্থাৎ গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বত সখ্যরসে, মৃগগণ ও মূঢ়ধী অর্থাৎ বৃন্দাবনীয় তরু-গুল্মাদি, নাগ অর্থাৎ কালীয় প্রভৃতি দাস্যরসে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। এস্থলে গোপী প্রভৃতি সিদ্ধই, পূর্ব্ব-রাগাদির পর আমাকে পাইয়াছিলেন। কেবলভাবে তাহাদের আমাকে প্রাপ্তি অনাদিকাল হইতে নিত্যসিদ্ধই এই অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নচেৎ 'সিদ্ধ' এই পদ ব্যর্থ হইয়া পড়ে ॥৮॥

অনুদর্শিনী। পূর্ব্বোক্ত সকল ভক্তই সাধনসিদ্ধ, আর গোপীপ্রভৃতিগণ নিত্যসিদ্ধা—উজ্জ্বলনীলমনি গ্রন্থে উক্ত (কৃষ্ণবল্লভা) রীতিতে পাওয়া যায় যে, গোপীগণ চতুর্ব্বিধা—

গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ।
দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কথঞ্চন ॥ পাদ্মে

অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র, গোপীগণ — শ্রুতীচরী, ঋষিচরী, গোপকন্যা এবং দেবকন্যা জানিবে, তাঁহারা কদাপি মানুষী নহেন।

"তাঁহাদিগের গোপীত্বেই মানুষত্ব পাইলেও মানুষী নহে। অর্থাৎ তাহারা গোপী বলিয়া মানুষী এইরূপ পাওয়া গেলেও তাঁহারা মানুষী নহেন এই নিষেধ তাঁহা-দিগের প্রাকৃত-মানুষত্বাভাব জ্ঞাপন করিতেছে। এই স্থানে গোপকন্যারাই নিত্যসিদ্ধা যেহেতু তাঁহাদের সাধন শুনা যায় না। গোপীত্ব সত্ত্বেও তাঁহাদের কাত্যায়ন-অর্চ্চনই যে সাধন তাহা নরলীলাত্বই জ্ঞাপন করে। যেহেতু গোপীত্ব সিদ্ধত্বই তৎপ্রসঙ্গেই বিস্তারিত। কিন্তু তাঁহা-দিগের নিত্যসিদ্ধত্ব—

"আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ আনন্দচিন্ময়রস-দ্বারা প্রতিভাবিত যে গোপী সকল, তাঁহাদের সহিত স্বস্বরূপে অখিলাত্মভূত আদিপুরুষ গোবিন্দ গোলোকে নিত্য বাস করেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।

ব্রহ্মসংহিতার এই উক্তি-দ্বারা—তাঁহাদিগের হ্লাদিনী শক্তিত্ব প্রতিপাদিত এবং 'হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ'। অর্থাৎ যে হ্লাদিনী মহাশক্তি এই বৃহদ্গৌতমীয়-বাক্য। তাঁহা-দিগের সহিত কৃষ্ণের রমণের অনাদিত্বহেতু এবং দশ-অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রসমুহে তাঁহাদিগের নির্দ্দেশহেতু এবং তন্মন্ত্র-উপাসনাসমুহের ও তদ্বিধায়ক (গোপালতাপন্যাদি) শ্রুতিসমুহেরও অনাদি-অনন্তকাল ভাবিতত্বহেতু।"

ভাঃ ১০।২৯।৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ ॥৮॥

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি ॥৯॥

অন্বয়। (স্বপ্রাপ্তের্দুর্ল্লভতামাহ) যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ যত্নবান্ অপি

(যোগাদিভিঃ কৃতপ্রযত্নোঽপি) (জনঃ) যং (মাং) ন প্রাপ্নুয়াৎ (তং মামীয়ুরিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥৯॥

অনুবাদ। কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিগণ যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ, ব্যাখ্যা, বেদপাঠ, সন্ন্যাসাদি আচরণে অত্যন্ত যত্নবান্ হইয়াও আমাকে লাভ করিতে পারে নাই ॥৯॥

বিশ্বনাথ। কেবলস্য ভক্তিযোগস্য সৎসঙ্গ এব হেতুর্ন তু সুকৃতান্তরং কিমপীত্যাহ—যমিতি। যত্নবানপি যোগাদীনাং সম্যগনুষ্ঠাননিরতোঽপি ॥৯॥

বঙ্গানুবাদ। কেবল ভক্তিযোগের সৎসঙ্গই হেতু, অন্য কোন সুকৃত নহে। যত্নবান্ অর্থাৎ যোগাদির সম্যক্ অনুষ্ঠান-নিরত হইয়াও ॥৯॥

অনুদর্শিনী। 'ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায় তপস্যায়।
কিছু নাহি হয়, সবে দুঃখমাত্র পায় ॥'
চৈঃ ভাঃ অ ৮।১৩১

যোগাদির সম্যক্ অনুষ্ঠানেও কেবলাভক্তি লাভ হয় না, কেবলভক্তিমান্ সৎসঙ্গেই লাভ হয়।

"ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ ॥"
ভাঃ ২।৩।১১

অর্থাৎ ভাগবতসঙ্গক্রমে ভগবানে অচলা ভক্তি হয় ॥৯॥

রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে
শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ।
বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগ-
তীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায় ॥১০॥

অন্বয়। (গোপীনাং ভাবং প্রপঞ্চয়তি) শ্বাফল্কিনা (অক্রূরেণ কর্ত্রা) রামেণ সার্দ্ধং (বলদেবেন সহ) ময়ি (শ্রীকৃষ্ণে) মথুরাং প্রণীতে (প্রাপিতে সতি) বিগাঢ়-ভাবেন (অতিদৃঢ়েন ভাবেন) (ময়ি) অনুরক্তচিত্তাঃ (প্রেম্নাঽনুরক্তানি সংসক্তানি চিত্তানি যাসাং তাঃ) বিয়োগতীব্রাধয়ঃ (বিয়োগেন তীব্রো দুঃসহঃ আধির্যাসাং তাঃ) মে (মত্তঃ) অন্যং সুখায় ন দদৃশুঃ (সুখকরত্বেন ন প্রাপ্তাঃ) ॥১০॥

অনুবাদ। অক্রূর বলরামের সহিত আমাকে মথুরায় লইয়া গেলে আমাতে অতি দৃঢ়ভাবে অনুরক্ত-চিত্তা গোপীগণ তৎকালে আমার বিরহজনিত তীব্র ও দুঃসহনীয় মনস্তাপে তপ্ত হইয়া একমাত্র আমার সমাগম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকেই সুখকররূপে দর্শন করেন নাই ॥১০॥

বিশ্বনাথ। তথাপি গোপীনাং ভাবস্য সর্ব্বোপরি-বিরাজমানত্বমাহ,—রামেণেতি চতুর্ভিঃ। শাফল্কিনা অক্রূরেণ ময়ি মথুরাং প্রকর্ষেণ নীতে সতি মে মত্তোঽন্যং সুখায় ন দদৃশুঃ। যতোঽনুরক্তচিত্তাঃ। প্রেম্নঃ ষষ্ঠী ভূমিকা যোঽনুরাগস্তন্ময়ীভূতানি চিত্তানি যাসাং তাঃ। তত্রাপি বিশিষ্টো গাঢ়ো ভাবঃ। অনুরাগোত্তরভূমিকা-গতো মহাভাবভেদো রূঢ়াভিধস্তেন হেতুনা বিয়োগে সতি তীব্র আধির্যাসাং তাঃ। অত্র দদৃশুরিতি ভূতনির্দ্দেশা-দধুনা তু দন্তবক্রবধান্তে ময়া সহ সংযুক্তা এব বর্ত্তন্তে ইতি দ্যোতিতম্ ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ। তথাপি গোপীদিগের ভাব সর্ব্বোপরি-বিরাজমান। শাফল্কি অর্থাৎ অক্রূরকর্ত্তৃক আমি মথুরায় প্রকর্ষরূপে নীত হইলে আমি ভিন্ন সুখের নিমিত্ত অন্য কাহাকেও দেখে নাই। যেহেতু অনুরক্তচিত্ত অর্থাৎ প্রেমের ষষ্ঠীভূমিকা যে অনুরাগ, সেই অনুরাগময় চিত্ত যাহাদের তাহারা। তাহার মধ্যেও বিশিষ্ট গাঢ়ভাব। অনুরাগের পরের ভূমিকাগত রূঢ় নামক মহাভাবভেদ। সেইহেতু বিয়োগ হইলে যাহাদের তীব্র আধি তাহারা। এস্থলে 'দেখে নাই' এই অতীতকাল নির্দ্দেশ-হেতু এক্ষণে কিন্তু দন্তবক্র বধের শেষে আমার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে এইটীই প্রকাশিত হইল ॥১০॥

অনুদর্শিনী। প্রেমের ষষ্ঠভূমিকা—(স্নেহ, মান, প্রণয়, মৈত্র, রাগ,) অনুরাগ—

'সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং। রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে।' উঃ নীঃ ম ১০২ ॥
অর্থাৎ যে রাগ নব নব হইয়া অনুভূত প্রিয়জনকে সর্ব্বদা নূতন নূতন বোধ করায়, পণ্ডিতগণ তাহাকে অনুরাগ বলেন।

মহাভাব রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দ্বিবিধ। ১১৩।

তত্র রূঢ়ঃ। উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে ॥১১৪॥

অর্থাৎ যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাব সকল উদ্দীপ্ত হয় তাহাকে রূঢ় ভাব বলে।

প্রথমতঃ সাধকচরী গোপীগণের তৎপ্রাপ্তির কথা বলিয়া বর্ত্তমানে নিত্য-প্রেয়সীগণের সর্ব্বোচ্চভাবেরকথা বলিতেছেন।

প্রেমের ভূমিকা—

প্রেমা ক্রমে বাড়ি' হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥

গোপীভাব—সর্ব্বোচ্চ—

"পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।
মধুররসে শৃঙ্গার ভাবের প্রাবল্য ॥
শান্তরসে শান্তি রতি 'প্রেম' পর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি 'রাগ' পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় ॥
সখ্য-বাৎসল্য-রতি পায় 'অনুরাগ' সীমা।
সুবলাদ্যের 'ভাব' পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥"

* * *

'রূঢ়' 'অধিরূঢ়' ভাব—কেবল মধুরে।

চৈঃ চঃ ম ২৩ পঃ।

দন্তবক্র-বধান্তে শ্রীকৃষ্ণের নন্দব্রজে গমন—

এই দন্তবক্র-বধ-প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে বিশেষ ভাবে দেখা যায় যে—শিশুপালের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া দন্তবক্র কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মথুরায় আসিয়াছিল। কৃষ্ণও তাহা শুনিয়া রথারোহণে মথুরায় গিয়াছিলেন। মথুরার প্রবেশদ্বারে দন্তবক্র ও বাসুদেবের অহোরাত্র সংগ্রাম হয়। কৃষ্ণ গদাদ্বারা তাহাকে আহত করেন। সে গদাঘাতে চূর্ণিত-সর্ব্বাঙ্গ হইয়া বজ্রনির্ভিন্ন মহীধরের ন্যায় প্রাণহীন হইয়া ধরণিতলে পতিত হয়। সেও হরির সহিত সাযুজ্য-লাভে যোগিগম্য নিত্যানন্দ-সুখদ শাশ্বত পরমপদ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে জয়-বিজয়, সনকাদির শাপচ্ছলে কেবল ভগবানের লীলার জন্য সংসারে অবতীর্ণ হইয়া জন্মত্রয়েই হরিদ্বারাই নিহত হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণ মনোজব নারদের মুখে ঐ কথা (দন্তবক্রের মথুরাগমন-কথা) শুনিয়া সাম্ব-বধান্তর দ্বারকায় প্রবেশ না করিয়াই (ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে) বেগশালী রথে মথুরার অন্তিকে দন্তবক্রকে দেখিয়াছিলেন। অতএব আজও মথুরার দ্বারকাদ্দিগ্-দ্বারে 'দন্তবক্রহা' বা 'দতিহা' নামে খ্যাত বজ্রবাসিত-গ্রাম বিদ্যমান আছে। তদনন্তর কৃষ্ণও তাহাকে বধ করিয়া যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া নন্দব্রজে যাইয়া সোৎকণ্ঠ পিতামাতাকে অভিবাদন ও আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। তিনি পিতামাতা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলেন, সকল গোপবৃদ্ধগণকে প্রণাম করিয়া বহু বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা সন্তর্পণ করেন। পুণ্যবৃক্ষসমন্বিত কালিন্দীর রম্য পুলিনে গোপনারীগণের সহিত কেশব দিবানিশি ক্রীড়া করিয়াছিলেন। গোপবেশধারী প্রভু রম্যকেলিসুখেই বহুপ্রেমরসে তথায় মাসদ্বয় বাস করিয়াছিলেন।" 'এবং যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ'—ভাঃ ১০।৭৮।১৬ শ্লোক-টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ ॥ ১০ ॥

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা
ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।
ক্ষণার্দ্ধবৎ তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং
হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥১১॥

অন্বয়। (তীব্রাধিত্বং ব্যনক্তি) অঙ্গ! (হে উদ্ধব! পূর্ব্বং) বৃন্দাবনগোচরেণ (বৃন্দাবনস্থিতেন) প্রেষ্ঠতমেন (প্রিয়তমেন) ময়া এব (সহ তাভিঃ গোপিকাভিঃ) তাঃ তাঃ (যাঃ) ক্ষপাঃ (রাত্রয়ঃ) ক্ষণার্দ্ধবৎ নীতাঃ (ক্ষণার্দ্ধ-কালবুদ্ধ্যা যাপিতাঃ) ময়া হীনাঃ (বিরহিতাঃ) তাঃ পুনঃ (তা এব ক্ষপাঃ) তাসাং (গোপীনাং) কল্পসমাঃ বভূবুঃ ॥১১॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, পূর্ব্বে বৃন্দারণ্যে আমার অবস্থানকালে তাঁহারা প্রাণপ্রিয়তমস্বরূপ আমার সহিত যে সকল রাত্রি ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, আমার বিরহে সেই সকল রাত্রিই তাঁহাদের নিকট কল্পতুল্য সুদীর্ঘ বোধ হইয়াছিল ॥১১॥

বিশ্বনাথ। 'কল্পস্ত ক্ষণতা যোগে বিয়োগে তদ্বিপর্য্যয়ঃ" ইতি প্রেম্ণঃ সপ্তম্যা ভূমিকায়া মহাভাবভেদস্ত রূঢ়ভাবস্ত লক্ষণং সর্ব্বতো বিলক্ষণং দর্শয়তি—তাস্তা ইতি ময়াসহ রাসক্ষপা ব্রহ্মরাত্রিপরিমিতা অপি ক্ষণার্দ্ধবৎ যাভির্নীতাঃ তাসাং ময়া বৃন্দাবনগোচরেণ বৃন্দাবনস্থেন অথচ বৃন্দাবনে গোভিঃ সহ চরতা হীনাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রহরচতুষ্টয়পরিমিতা অপি যাপয়িতুমশক্যত্বাৎ কল্পৈর্বহুভিঃ সমাঃ ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ। 'যোগে কল্পের ক্ষণতা ও বিয়োগে তদ্বিপর্য্যয়'—প্রেমের এই সপ্তমী ভূমিকার মহাভাবভেদের রূঢ়-ভাবলক্ষণ সর্ব্বতোভাবে বিলক্ষণ দেখাইতেছেন। আমার সহিত রাসের রাত্রি ব্রহ্মরাত্রি পরিমাণ হইলেও যাঁহারা উহাকে ক্ষণার্দ্ধবৎ যাপন করিয়াছেন, বৃন্দাবনগোচর অর্থাৎ বৃন্দাবনস্থিত অথবা বৃন্দাবনে গোগণের সহিত চরণশীল আমার দ্বারা হীন বা শূন্য হইয়া ক্ষপা অর্থাৎ মাত্র চারিপ্রহর-পরিমিত রাত্রিও যাপন করা অশক্য বলিয়া বহু কল্পের সমান ॥১১॥

অনুদর্শিনী। পূর্ব্বশ্লোকে মহাভাবের ভেদবিশেষ 'রূঢ়' ভাবের কথা বলা হইয়াছে। ঐ ভাবে গদ্গদধ্বনি স্বরভঙ্গ, কম্পন, রোমাঞ্চ, বাষ্প, স্তম্ভ প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবসমূহ বিদ্যমান থাকে। আলোচ্য-শ্লোকে 'ক্ষণকল্পতা' অনুভাবের যোগে ঐ রূঢ়ভাবের বৈলক্ষণ্য দেখাইতেছেন (উঃ নীঃ মঃ)—'শরজ্জ্যোৎস্নী রাসে বিবিধরজনীরূপাণি নিমিষা,—দতিক্ষুদ্রা তাসাং যদজনি ন তদ্বিস্ময়পদং। সুখোৎসেকারম্ভে নিমিষলবকল্পামিব দশাং, মহাকল্পাকল্পাপ্যংহ লভতে কালকলনা' ॥ ঐ ১১৯ ॥

পৌর্ণমাসী নন্দীমুখীকে বলিলেন—রাসবিষয়ে শরৎকালীন রাত্রি ব্রহ্মরাত্রি সদৃশী হইলেও গোপীগণের সমীপে যে নিমিষ হইতেও অল্প হইয়াছে, তাহা আশ্চর্য্য নহে, কারণ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় সুখোৎসেক আরম্ভ হইলেই মহাকল্পাবধি কালসংখ্যাও নিমিষতুল্য হইয়া থাকে।

গোপীগণের কৃষ্ণসঙ্গে কল্পকাল ক্ষণার্দ্ধবৎ এবং কৃষ্ণবিরহে ক্ষণার্দ্ধকালও কল্পসম প্রতীত হইয়াছিল—

ব্রহ্মরাত্রিততিরপ্যঘশত্রো
সা ক্ষণার্দ্ধবদগাত্তব সঙ্গে।
হা ক্ষণার্দ্ধমপি বল্লবিকানাং
ব্রহ্মরাত্রিততিবদ্বিরহেঽভূৎ ॥ ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১লঃ ১২৩ শ্লোঃ

গোপীগণ কহিলেন—হে অঘনাশন, (রাসস্থলীতে) তোমার মিলনকালে বল্লবীগণের সম্বন্ধে ব্রহ্মরাত্রি-সকলও ক্ষণার্দ্ধতুল্য গত হইয়াছিল, হায়! এক্ষণে তোমার বিরহে ঐ বল্লবীবৃন্দের ক্ষণার্দ্ধকালও ব্রহ্মরাত্রিসমূহের ন্যায় সুদীর্ঘ হইতেছে।

এই সম্বন্ধে শ্রীগোপীবাক্য—

যস্যানুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্র-
লীলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাম্।
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং
গোপ্যঃ কথং ন্বতিতরেম তমো দুরন্তম্ ॥ ভাঃ ১০।৩৯।২৯

অক্রূর-দর্শনে গোপীগণ পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া বলিতেছেন—হে গোপীগণ, যে শ্রীকৃষ্ণের সানুরাগ মধুর হাস্য, সঙ্কেতবার্ত্তা, লীলাসহ দৃষ্টিপাত ও আলিঙ্গনযুক্ত রাসসভায় আমি রাত্রি সকলকে ক্ষণকালের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছি, সম্প্রতি তাঁহার অভাবে এই দুষ্পার বিরহদুঃখ কিরূপে উত্তীর্ণ হইব?

'যেরূপ ইহাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) সঙ্গসুখে বহুরাত্রিও ক্ষণতুল্য হইয়াছিল সেইরূপই বিরহদুঃখে ক্ষণকালও আমাদের পক্ষে সর্ব্বদা যুগ-সহস্র বোধ হয়।' শ্রীল বিশ্বনাথ।

বৃন্দাবনে গোচারণকালে কৃষ্ণবিরহব্যাকুল গোপীগণের ক্ষণকালও যুগ বলিয়া প্রতীতি—

"অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটী যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।" ভাঃ ১০।৩১।১৫

হে প্রিয়, দিবাভাগে যখন তুমি ব্রজবনে ভ্রমণ কর, তখন তোমাকে না দেখিয়া ক্ষণকালও আমাদের নিকট এক যুগ বলিয়া মনে হয়।

শ্রীশুকবাক্য -'ক্ষণং—যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ॥' ভাঃ ১০।১৯।১৬ অর্থাৎ কৃষ্ণবিরহে গোপীগণের নিকট ক্ষণকালও শত-যুগের ন্যায় মনে হয় ॥১১॥

তা নাবিদন্ ময্যনুষঙ্গবদ্ধ-
ধিয়ঃ স্বমাত্মনমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে
নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥১২॥

অন্বয়। অব্ধিতোয়ে (সমুদ্রজলে) প্রবিষ্টাঃ নদ্যঃ ইব (ময়ি প্রবিষ্টাঃ) মুনয়ঃ যথা সমাধৌ নামরূপে তথা তাঃ (গোপ্যশ্চ) ময়ি অনুষঙ্গবদ্ধধিয়ঃ (অনুষঙ্গেনাসক্ত্যা বদ্ধা ধিয়ো যাভিস্তাঃ) স্বম্ আত্মানং (স্বদেহম্) অদঃ (দূরস্থম্) ইদং (সন্নিহিতঞ্চ, যদ্বা স্বং পতিপুত্রাদিকং মমতাস্পদম্, আত্মানমহঙ্কারাস্পদম্ অদঃ পরং লোকম্ ইদং ইমং লোকঞ্চ) ন অবিদন্ (ন জ্ঞাতবত্যঃ) ॥১২॥

অনুবাদ। সমুদ্রপ্রবিষ্ট নদীগণের ন্যায় মুনিগণ যেরূপ সমাধিযোগে নামরূপ জানেন না গোপীগণও সেইরূপ আমাতে এরূপভাবে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন যে নিজদেহ ইহলোক বা পরলোকের বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই ॥১২॥

বিশ্বনাথ। মোহাদ্যভাবেঽপি সর্ব্ববিস্মরণমিতি বিগাঢ়ভাবস্থাপরমপ্যনুভাবমুজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তং দর্শয়তি ময়ি অনুষঙ্গেন নিতরাং সঙ্গেন বদ্ধা ধিয়ো যাভিস্তাঃ। অত্র বদ্ধপদেন কৃষ্ণস্য ত্রিজগন্মোহনবিচিত্রলীলস্তম্ভত্বং অনুষঙ্গস্য বলবদ্ধামত্বং ধীবৃত্তীনাং কৃষ্ণবাঞ্ছিতসম্পাদককামধেনুঘটত্বমারোপিতম্। স্বমাত্মানং দেহং ন বিদুঃ রাসাভিসারাদৌ ক্ক স্থিতং ক্ক বায়াস্তমিতি নানুসন্দধুঃ। তথা অদঃ পরলোকং ধর্ম্মাতিক্রমাদিতি ভাবঃ। ইদং ইমং লোকং লজ্জাভয়াদ্যতিক্রমাদিতি ভাবঃ। সমাধৌ মুনয় ইতি তেষাং যথা সর্ব্ববিস্মরণে ব্রহ্মানুভবোঽতিরিচ্যতে তথৈতাসাং মদনুভব ইতি সর্ব্ববিস্মরণাংশে দৃষ্টান্তঃ ন তু প্রাপ্যাংশে গোপীপ্রাপ্যপ্রেম মুনিপ্রাপ্যনির্ব্বাণয়োরহো মহদেবান্তরং যস্মান্মমত্বামমতে তয়োঃ। তথাহি সর্ব্বসন্তাপনিবর্ত্তকাৎ পরমাহ্লাদকাৎ দৃশ্যমানাৎ চন্দ্রাদপি সকাশাৎ সর্ব্বগুণহীনোঽপি দৃশ্যমানঃ পতিপুত্রাদিকো যৎ সুখমধিকং দত্তে তত্র মমতৈব যদি কারণং তদা কিং পুনঃ সর্ব্বগুণমণ্ডিতে স্বভাবাদেব নিরবধিসুখপ্রদে শ্রীকৃষ্ণে পরব্রহ্মণি নিরবধিকৈব মমতা সুখাধিক্যকারণং ভক্তানামিতি। অতএবোক্তং "ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি" ইতি। ব্রহ্ম চ ভক্তেষ্বাসক্তং তদ্বশ্যঞ্চ মুনিষু তু নৈবাসক্তং ন তদ্বশ্যঞ্চেতি। নদ্যো যথা অব্ধিতোয়ে প্রবিষ্টা নামরূপে স্বীয়ে ন বিদুরিতি রসচর্ব্বণাংশে দৃষ্টান্তঃ ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ। মোহাদির অভাবেও সমস্ত বিস্মরণ, ইহা বিগাঢ়ভাবের উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে কথিত অন্য এক অনুভাব দেখাইতেছেন। আমাতে অনুষঙ্গ অর্থাৎ বিশেষ সঙ্গ-দ্বারা যাহাদের ধী বদ্ধা তাহারা। এখানে 'বদ্ধ' পদটী দ্বারা কৃষ্ণ ত্রিজগন্মোহন বিচিত্র লীলার স্তম্ভ, অনুষঙ্গ বলবৎ ধাম, ধীবৃত্তি কৃষ্ণবাঞ্ছিত-সম্পাদক-কামধেনু ঘট—এই আরোপ হইয়াছে। স্বীয় আত্মা অর্থাৎ দেহকে জানেন না, রাসাভিসারাদিতে কোথায় আছেন, কোথায় বা আসিতেছেন এ সকলের কিছুই অনুসন্ধান করেন নাই। সেইরূপ উহা বা পরলোক-ধর্ম্মের অতিক্রম-হেতু। ইহলোকলজ্জাভয়াদি অতিক্রম করিয়া এইভাব। সমাধিতে মুনিগণ, ইহা তাহাদের যেমন সর্ব্ববিস্মরণে ব্রহ্মানুভব কথিত সেইরূপ ইহাঁদের আমার অনুভব ইহা সর্ব্ববিস্মরণাংশে দৃষ্টান্ত, কিন্তু প্রাপ্যাংশে নহে। গোপীপ্রাপ্য প্রেম ও মুনি-প্রাপ্য নির্ব্বাণ ইহাদের মধ্যে মহৎ অন্তর; যেহেতু তাহাদের মধ্যে মমত্ব ও অমমত্ব এই ভেদ বর্ত্তমান। আর সর্ব্বসন্তাপনিবর্ত্তক পরমাহ্লাদপ্রদ দৃশ্যমান্ চন্দ্র অপেক্ষা সর্ব্বগুণহীন বলিয়া দৃষ্ট হইলেও পতিপুত্রাদি যে অধিক সুখ দেয়, সেক্ষেত্রে মমতাই যদি কারণ তাহা হইলে ভক্তগণের সর্ব্বগুণমণ্ডিত স্বভাবতঃই নিরবধি সুখপ্রদ পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে নিরবধি মমতা যে সুখাধিক্যের কারণ হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? অতএব কথিত আছে—'যদি ব্রহ্মানন্দ পরার্দ্ধগুণীকৃতও হয়, তথাপি উহা ভক্তিসুখাম্বুধির পরমাণুতুল্যও হইবে না—(ভঃ রঃ

সিঃ পূঃ লঃ)। ব্রহ্মও ভক্তগণেই আসক্ত ও তাঁহাদেরই বশ্য, কিন্তু মুনিগণে আসক্তও নন, তাঁহাদের বশ্যও নন। নদীগণ যেমন সমুদ্রবারিতে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ নামরূপ জানে না—ইহাই রসচর্ব্বণাংশে দৃষ্টান্ত ॥১২॥

অনুদর্শিনী। আলোচ্যশ্লোকে উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থোক্ত রূঢ়-ভাবের মোহাদির অভাবেও সর্ব্ববিস্মরণ—এই অনুভাবের লক্ষণ বলিতেছেন।

'ময়ি অনুষঙ্গেন' হইতে আরম্ভ করিয়া 'সর্ব্ববিস্মরণাংশে দৃষ্টান্তঃ পর্য্যন্ত শ্রীলচক্রবর্ত্তি-পাদের টীকার অনুরূপ, উজ্জ্বল-নীলমণি-গ্রন্থে তৎকৃত 'আনন্দচন্দ্রিকা' টীকা দ্রষ্টব্য।

রাসাদি-অভিসারে গোপীগণের অবস্থা—

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ॥
পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্॥
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥
ভাঃ ১০।২৯।৫-৭।

তাঁহাদের মধ্যে কেহ দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণগীত-শ্রবণে নিজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুৎসুক হইয়া যাত্রা করিলেন, কেহ চুল্লীর উপর দুগ্ধ কেহ বা গোধুম-কণ অন্ন না নামাইয়াই গমন করিতে লাগিলেন। কোন কোন গোপাঙ্গনা পরিবেশন, কেহবা শিশুকে স্তন্যপ্রদান কেহ পতিশুশ্রূষা, কেহ ভোজন, কেহ অঙ্গরাগ, অপর কেহ শরীর-মার্জ্জন এবং কেহবা লোচনযুগলে অঞ্জন-প্রদান করিতেছিলেন। তাঁহারা তখন নিজ নিজ কর্ম্মের অসমাপ্ত-দশায়ই বিপরীতভাবে বসনভূষণাদি ধারণ করিয়া কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

লোকদ্বয়ের ধর্ম্মপরিহারে গোপীদিগের কৃষ্ণভজন-রীতি—

যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥
ভাঃ ১০।৪৭।৬১

'লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেম-সেবন' ॥ চৈঃ চ আ ৪ প

মুনিগণ সমাধিতে যেরূপ উপাধি-আদি সর্ব্ববিস্মরণে ব্রহ্মানুভব করেন ('যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তংগচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্-শ্রুতিঃ)' গোপীগণ তদ্রূপ পতি-পুত্রাদি সকল বিস্মৃত হইয়া ভগবানের অনুভব করেন।

প্রেমে ও নির্ব্বাণে মহৎ অন্তর—

অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি।
অতো ময়ি রতিং কুর্য্যাদ্দেহাদির্যৎকৃতে প্রিয়ঃ॥
ভাঃ ৩।৯।৪২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে বিধাতঃ, আমি অহঙ্কারাবৃত উপাধি-ধারি জীবগণের আত্মা, এই জন্য অতিপ্রিয় বস্তুসমূহের মধ্যেও প্রিয়তম এবং নিরবদ্য। আমার নিমিত্তই দেহাদির প্রতি প্রিয়ভাব উদিত হয়। অতএব আমার প্রতি রতি করাই কর্ত্তব্য।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন যে,—"পরমাত্মা বস্তুতঃ প্রেষ্ঠ হইয়াও এবং জ্ঞানিগণ-কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ অনুভূত হইয়াও রতির অভাবে তাঁহাদিগের প্রেমাস্পদ হন না; কিন্তু ভক্তগণের সম্বন্ধে সর্ব্বদেশ-কালবর্ত্তী হইয়া প্রেষ্ঠ হন। শীতাদি-আর্ত্তিহর চক্ষুপ্রকাশক সুখপ্রদ সূর্য্যকে অনুভব করিয়াও যেমন মমত্ব-অভাবে কেহ কেহ তাহাতে অনুরক্ত হন না এবং সুখপ্রদ সূর্য্যও তাহা-দিগের প্রতি উদাসীনই হন, তদ্রূপ জ্ঞানিজনসমূহ অজ্ঞান-তমোহন্তা স্বানুভবসুখপ্রদ ব্রহ্মেও মমত্বাভাবহেতু অনুরক্ত হন না, ব্রহ্মও তাঁহাদিগকে নিজের নির্ব্বিশেষ স্বরূপ অনুভব করাইয়া উদাসীনই হন। আর যেমন সূর্য্যভক্ত চক্ষুষ্মান্ বা অন্ধ হইলেও ভক্তিদ্বারা সূর্য্যকে সন্তুষ্ট করিয়া করচরণাদিমন্ত অশ্বরথ-সারথ্যাদি সহিত সূর্য্যকে ইহ-লোকেই দর্শন করেন এবং তাঁহাকে প্রেমদ্বারা বশ করেন,

তদ্রূপ মুক্ত বা বদ্ধ জীব ভক্তিদ্বারাই পরমাত্মাকে সবিশেষ অনুভব করিয়া তাঁহাতেই অনুরক্ত হন এবং তাঁহাকে প্রেমে বশ করেন।"

অতএব জ্ঞানিগণের ভগবানে মমত্বের অভাব এবং ভক্তের মমত্বাতিশয়। প্রেমে ও নির্ব্বাণে বাহ্যসর্ব্ব-বিস্মরণের দৃষ্টান্তে একরূপ হইলেও তত্ত্বতঃ এক নহে,—মহৎ অন্তর। প্রেমে 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' নিত্য এবং পরস্পরের মমত্বহেতু পরানন্দের আস্বাদন আর নির্ব্বাণে শ্রীভগবানের চরণসেবানন্দের অভাব, সৌন্দর্য্য-সৌরভ্যাদির অনুভবাভব এবং লীলামৃতাস্বাদনের অভাব আরও বিশেষতঃ আরাধ্য-আরাধক-আরাধনারূপ ত্রিপুটিবিনাশ। সুতরাং প্রেম—সুখদ ও প্রার্থনীয় আর নির্ব্বাণ—সুখনাশক এবং অপ্রার্থনীয়।

ব্রহ্মানন্দ ও কৃষ্ণপ্রেমানন্দের পার্থক্য—

'কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম॥' চৈঃ চঃ মঃ ৭পঃ

'ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥'
হরিভক্তিসুধোদয়।

গোপীগণ ভগবন্মাত্রাভিনিবেশে শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ইহা রসাস্বাদের প্রৌঢ়িময়ী অবস্থা। এই শ্লোকের 'ময্যনুসঙ্গ' শব্দে তদেকস্ফূর্ত্তি এবং 'তানবিদন্' শব্দে মোহ। আর পতিপুত্রাদি-অজ্ঞানে দৃষ্টান্ত মুনিসকল এবং ভগবন্মাত্রাভিনিবেশে সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীগণ দৃষ্টান্ত ॥১২॥

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ॥১৩॥

অন্বয়। অস্বরূপবিদঃ (মৎস্বরূপং ন তু জানন্তি তথাপি) মৎকামাঃ (মাং কাময়ন্তে ইতি তাঃ) সঙ্গাৎ (সৎসঙ্গাৎ) শতসহস্রশঃ অবলাঃ রমণং জারং (রমণজার-বুদ্ধিবেদ্যমপি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপমেব) মাং পরমং প্রাপুঃ॥১৩॥

অনুবাদ। আমার স্বরূপবিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াও রতিসুখপ্রদ জারজ্ঞানে আমাকে কামনা করিয়াই সেই সকল গোপিগণ আমার সৎসঙ্গগুণে পরব্রহ্মরূপ আমাকে লাভ করিয়াছিলেন॥ ১৩॥

বিশ্বনাথ। ততশ্চ তা মাং প্রাপুরিত্যাহ—মৎ-কামা মাং কাময়ন্তে ইতি তাঃ। মাং পরমং ব্রহ্ম প্রাপুঃ। কীদৃশং রমণং তাভিঃ সহ রমমাণং তা রময়ন্তঞ্চ। 'বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে' ইতি 'আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ' ইতি শুকোক্তেঃ। কিং পতিস্বরূপং। ন। জারং উপপতি-স্বরূপং। কীদৃশ্যঃ। অস্বরূপবিদঃ মন্মহামাধুর্য্যমাত্রানু-ভবিত্বাদৈশ্বর্য্যলক্ষণং মৎস্বরূপবিশেষং ন বিদন্তীতি তাঃ। যদ্বা। অন্যে ভক্তজনা ইব মৎস্বরূপং মৎসারূপ্যং ন বিদন্তি ন প্রাপ্নুবন্তি। তৎপ্রাপ্তৌ তাভির্ম্বিহারাসিদ্ধেরিতি। যদ্বা। তাঃ স্বস্য রূপং সৌন্দর্য্যাদিকং ন জানন্তি কিন্তু মৎসৌন্দর্য্যাদিকমেবানুভবন্তীতি তাঃ। যদ্বা। ন বিদ্যন্তে স্বরূপবিদঃ স্বরূপজ্ঞা যাসাং তাঃ॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব তাহারা আমাকে পাইয়াছিল। মৎকাম অর্থাৎ আমার প্রতি কাম বা বাসনা আমাকে কামনা করে। পরমব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। কি প্রকার রমণ, না, তাহাদের সহিত রমমাণ তাহাদিগে রমণশীলও। 'দেখিয়া রমণ করিতে মনন করিলেন' (ভাঃ ১০।২৯।১), 'আত্মারাম হইয়াও রমণ করিলেন' (ভাঃ ১০।২৯।৪২),—এই শুকোক্তি-অনুসারে। কি পতিস্বরূপে, না, জার অর্থাৎ উপপতি-স্বরূপে। তাহারা কিরূপ অস্বরূপবিৎ আমার মহা-মাধুর্য্যমাত্র অনুভব করে বলিয়া ঐশ্বর্য্যলক্ষণ আমার স্বরূপ বিশেষকে জানে না। অথবা অন্য ভক্তগণ তুল্য আমার স্বরূপ, আমার সারূপ্য জানে না, প্রাপ্তও হয় না। তাহা প্রাপ্ত হইলে তাহাদের সহিত বিহার সিদ্ধ হইতে পারে না। অথবা তাহারা স্ব অর্থাৎ নিজরূপ অর্থাৎ সৌন্দর্য্যাদি জানে না, কিন্তু আমার সৌন্দর্য্যাদিই অনুভব করে। অথবা যাহাদের স্বরূপবিৎ অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞ নাই।১৩।

অনুদর্শিনী। কৃষ্ণ-বিষয়ক কাম অন্য-কাম-বিনাশী কিন্তু কৃষ্ণকাম-বৃদ্ধিকরী—

"মৎকামঃ শনকৈঃ সাধু সর্ব্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্।"
ভাঃ ১।৬।২৩

শ্রীভগবান্ নারদকে বলিলেন—আমাতে অনুরাগ বিশিষ্ট হইলেই সাধু-পুরুষ ক্রমে ক্রমে হৃদয়স্থ কামসমূহ পরিত্যাগ করিতে পারেন।

ব্রজললনাগণের পরমোৎকর্ষ---

"ব্রজসুন্দরীগণ এই প্রকার প্রেমবতী যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম মুনিগণাকর্ষক হইয়াও এবং স্বয়ং সর্ব্ব-সুখপূর্ণ হইয়াও স্বসুখার্থে তাঁহাদিগের সহিত রমণ করিয়াছিলেন।"

('ভগবানপি তা রাত্রীঃ' ভাঃ ১০।২৯।১ শ্লোকের টীকায়—শ্রীবিশ্বনাথ।)

"গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত-হ্লাদিনীশক্তিবৃত্তি বলিয়া তাঁহারা তাঁহারই আত্মভূত; সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত কৃষ্ণের রমণই সম্ভব। ভগবানের নিজাত্মা হইতেও ভক্তগণই তাঁহার অধিক আনন্দপ্রদ—ভগবদ্বাক্যে ইহা জানা যায়। গোপীগণ কিন্তু সর্ব্বভক্ত-শিরোমণি বলিয়া আত্মারাম ভগবানেরও অধিক আনন্দ-প্রাপ্তির জন্যই ইঁহাদিগের সহিত রমণ জানিতে হইবে।"

'ইতি বিক্লবিতং তাসাং'—ভাঃ ১০।২৯।৪২ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ)।

গোপাগণ শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি স্বরূপে পাইয়াছিলেন—

"তামেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।"
ভাঃ ১০।২৯।১১

শ্রীশুকদেব বলিলেন গোপীগণ জারবুদ্ধিতেও পরমাত্মা শ্রীহরিতেই মিলিত হইয়াছিলেন।

"পরমপ্রেমাস্পদ অতিনিকৃষ্ট জারবুদ্ধিতে মিলিত অত্যুৎকৃষ্ট পতিবুদ্ধিমতি রুক্মিণী প্রভৃতি হইতেও সম্যক্-ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "যাহারা দুস্ত্যজ পতি-পুত্রাদি আত্মীয়জন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রুতিসমূহেরও অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন।" 'যা দুস্ত্যজং স্বজনম্'—ভাঃ ১০।৪৭।৬১ উদ্ধব-বাক্যে নির্দ্ধারিত হেতু পতিবুদ্ধি হইতে জারবুদ্ধি নিরঙ্কুশ প্রেমোৎকর্ষ। এই কৃষ্ণাবতারে নিকৃষ্ট বস্তুসমূহও উৎকৃষ্টীকরণেরই লীলা দেখা যায়। যেরূপ মহারাজ-রাজেশ্বরত্বলীলা হইতে ভীষ্মোক্ত ভাঃ ১।৯।৩৯ পার্থসারথিত্ব লীলার উৎকর্ষ। সেইরূপ উৎকৃষ্ট শান্তরস হইতে নিকৃষ্ট শৃঙ্গার রসের তথা দাম্পত্যভাব হইতে ঔপপত্যভাবের, তথা উৎকৃষ্ট রত্নালঙ্কার হইতে নিকৃষ্ট গুঞ্জাগৌরিকশিখি-পুচ্ছাদির উৎকর্ষই দৃষ্ট হয়।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

'অস্বরূপবিৎ' শব্দের অর্থ—

(১) গোপীগণ মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেই জানেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ শ্রীনারায়ণকে জানেন না।

"গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না জানয়॥
শ্যামসুন্দর, শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জাবিভূষণ।
গোপবেশ, ত্রিভঙ্গিম, মুরলী-বদন॥
ইহা ছাড়ি' কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহার॥"

চৈঃ চঃ আ ১৭ পঃ

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উক্তি -

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ" হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপীকার মন হরিতে নারে 'নারায়ণ'॥
নারায়ণের কা কথা, শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করাইতে হয় 'নারায়ণে'॥
চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দেখায় গোপীগণের আগে।
সেই 'কৃষ্ণে' গোপীকার নহে অনুরাগে॥"

চৈঃ চঃ ম ৯ পঃ

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাংকৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥

ললিতমাধব ৬ অঃ ১৩ শ্লোঃ

অর্থাৎ কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক-সহকারে অদ্ভুত রুচিযুক্ত চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে গোপীগণের রাগোদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সুতরাং নন্দনন্দনে

অনন্য-ভজনশীল দুর্গম পারকীয়-পথাবলম্বিনী গোপীগণের ভাবক্রিয়া কোন্ পণ্ডিত বুঝিতে পারে ?

(২) সারূপ্য—সমানরূপতা। গোপীগণ এই সারূপ্য-মুক্তি-বিষয়ে অনভিজ্ঞা।

যদি প্রশ্ন হয় যে, রাসস্থলী হইতে কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর তদ্বিরহে কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ গমন, হাস্য, অবলোকন এবং আলাপাদি বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের তুল্যমূর্ত্তি ধারণ এবং তদীয় বিহার ও বিভ্রম লাভ করিয়া কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া পরস্পর 'আমিই সেই কৃষ্ণ' এইরূপ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন 'গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু'—ভাঃ ১০।৩০।৩ শ্লোক, এবং তদন্তর কৃষ্ণলীলাসমূহের অনুকরণ করিয়াছিলেন 'ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ'—'ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্'—ভাঃ ১০।৩০।১৪-২৩ দ্রষ্টব্য। তখন সমানরূপতা বিষয়ে তাঁহারা অনভিজ্ঞ কি প্রকারে ?

উত্তরে বলা যায় যে—

অধিরূঢ় মহাভাব—দুইত প্রকার।
সম্ভোগে 'মাদন' বিরহে 'মোহন' নাম তার॥
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
'উদ্‌ঘূর্ণা' চিত্রজল্প'—মোহনে দুই ভেদ॥
উদ্‌ঘূর্ণা, বিরহচেষ্টা—দিব্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে 'কৃষ্ণ' জ্ঞান॥

চৈঃ চঃ ম ২৩ পঃ

পূজ্যপাদ শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উপরিউক্ত 'গতি-স্মিত-প্রেক্ষণভাষণাদিষু'—ভাঃ ১০।৩০।৩ শ্লোকের টীকায় বলেন 'সেই উন্মাদের প্রৌঢ়ত্ব হইলে তাঁহাদিগের অবস্থা বলিতেছেন—যদিও গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে 'ঐ কৃষ্ণই আমি', 'আমিই কৃষ্ণ' ইত্যাদি ভাবনা ত্যাগ করিয়া 'কৃষ্ণ আমি' এই রসাস্বাদ-প্রৌঢ়ময়ী অবস্থা পাইয়া তদাত্মিকা অর্থাৎ কৃষ্ণতাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু অহংগ্রহোপাসনাবশে নহে বলিয়া জানিতে হইবে।"

তাহা ছাড়া তিনি 'ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ'—ভাঃ ১০।৩০।১৪ শ্লোকের টীকায়ও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণান্বেষণ কাতরাগণের মধ্যে প্রত্যেকে ভাবিলেন যে, সম্প্রতি আমি স্বরূপচেষ্টাদি অনুকরণের দ্বারা আপনাকে কৃষ্ণাকার দেখাইয়াও এই কাতরাগণের এবং নিজের মুহূর্ত্তকালও নির্বৃতি নিষ্পাদন করিব—এই মনে করিয়া কৃষ্ণের সকল লীলাই ক্রমে ক্রমে স্মৃতিপথে আনিয়া পুতনাবধ লীলা করিয়াছিলেন। সেই লীলায় প্রতিকূলসমূহের অনুকরণ যোগমায়াই তন্মধ্যে গোপীস্বরূপা হইয়া সেই সেই লীলা-সিদ্ধির জন্য করিয়াছিলেন কিন্তু অনুকূলের অনুকরণ গোপীগণ করিয়াছিলেন, জানিতে হইবে।"

অবশেষে তিনি 'এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা'—ভাঃ ১০।৩০।২৪ শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন—"বিপ্রলম্ভের উন্মাদ অবস্থার চরম-সীমায় আত্মবিস্মৃত হওয়ায় স্বপ্রেষ্ঠ-তাদাত্ম্যই হয়।"

(৩) গোপীগণ কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা। সুতরাং তাঁহাদিগের স্বদেহস্মৃতি নাই। তাঁহারা কেবল কৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যানুভবে প্রমত্তা।

যদি প্রশ্ন হয়—গোপীগণ যখন অনেক সময় নিজ দেহের সংস্কার ও ভূষণাদি ধারণ করিয়াছেন, তখন দেহ-স্মৃতি বা দেহ-প্রীতি নাই কেন ? উত্তর—

'তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন, তার এই সম্ভোগ-কারণ॥
এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ॥'

চৈঃ চঃ আ ৪ পঃ

(৪) গোপীগণের স্বরূপ কেহই জানে না।

গোপীস্বরূপ—'এবং পরিষঙ্গ-করাভিমর্শ-
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাস-হাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্ব-প্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ॥'

ভাং ১০।৩৩।১৬

শ্রীশুকদেব বলিলেন—বালক যেরূপ স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, সেই লক্ষ্মীর অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ গোপী-দিগের সহিত আলিঙ্গন, করমর্দ্দন, স্নিগ্ধ-দৃষ্টি, উদ্দামবিলাস ও হাস্যসহকারে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া-ছিলেন।

"বালক যেমন মুগ্ধ সেইরূপই সেই গোপীগণে প্রেমাধীনহেতু মুগ্ধই ··· ··· নিজের প্রতিবিম্ব অর্থাৎ প্রতিস্বরূপই বিভ্রম অর্থাৎ বিলাস যাঁহার। "সেই ভগবান্ তপস্যাহীনতা বশতঃ অপরিতৃপ্তলোচন মনুষ্যগণকে স্বীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া পুনরায় লোকলোচনস্বরূপ সেই মূর্ত্তি তাহাদের চক্ষুর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া আচ্ছাদন করিয়া, অন্তর্হিত হইয়াছেন"—'প্রদর্শ্যাতপ্ত—স্ববিম্বং লোকলোচনম্'—ভাঃ ৩।২।১১ শ্লোকোক্ত 'বিম্ব'শব্দে যেরূপ 'স্বরূপ' কথিত হয়, সেইরূপই এ স্থলেও এক এক প্রিয়াসহ এক এক স্বরূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন—এই অর্থ। গোপীগণের হ্লাদিনীশক্তিত্বহেতু স্বরূপভূতত্ব। স্বপ্রতিচ্ছবিত্ব অনুচিত বলিয়া ব্যাখ্যান্তর ইষ্ট নহে।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥

আদিপুরাণ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে পার্থ, গোপীসকল আমার সর্ব্বস্ব। তাঁহারা আমার সহায় অর্থাৎ প্রিয়া, গুরুস্বরূপ স্নেহ করেন, শিষ্যের ন্যায় সেবা করেন, উপভোগযোগ্যা, বন্ধুর ন্যায় প্রেমাচরণ করেন এবং বিবাহিতস্বরূপে ব্যবহার করেন। আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা, আমার মনের ভাব কেবল গোপীগণই জানেন। হে পার্থ, স্বরূপতঃ ঐ সমস্ত আর কেহই জানেন না।

'কৃষ্ণের সহায় গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখী, দাসী॥
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা পরিপাটি, ইষ্টসমীহিত॥
সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥'

চৈঃ চঃ আ ৪ অঃ

"সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা।" পদ্মপুরাণ

রাধাসহ ক্রীড়া রস-বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥

রাধাসহ কৃষ্ণের সম্বন্ধ—

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি—হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥

হ্লাদিনী-শক্তির লক্ষণ—

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥

শক্তিমান্ ও শক্তির পরস্পর সম্বন্ধ—

সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
সন্ধিনীর সার অংশ 'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥
হ্লাদিনীর সার 'প্রেম' প্রেমসার 'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম 'মহাভাব'॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥
'তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥' উঃ নীঃ
কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়-কায়।
কৃষ্ণনিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিনগণের বিস্তার॥
··· ··· ···
আকার-স্বরূপ-ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥

চৈঃ চঃ আঃ ৪ পঃ।

অতএব কৃষ্ণতত্ত্বের ন্যায় গোপীতত্ত্বও অন্যের দুর্জ্ঞেয় ॥১৩॥

তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥১৪-১৫॥

অন্বয়। (হে) উদ্ধব! তস্মাৎ (যস্মাদেবন্তুতো মদ্ভজনপ্রভাবস্ততঃ) ত্বং চোদনাং (শ্রুতিং) প্রতিচোদনাং (স্মৃতিঞ্চ) প্রবৃত্তিং (বিধিং) চ নিবৃত্তিং (নিষেধং) চ শ্রোতব্যং (শ্রবণযোগ্যং তথা) শ্রুতং এব চ (সর্ব্বম্) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) সর্ব্বদেহিনাম্ আত্মানম্ (অন্তর্যামিনম্) একং মাম্ এব সর্ব্বাত্মভাবেন (অনন্যতয়া) শরণং যাহি (গচ্ছ ততঃ) ময়া হি (এব) অকুতোভয়ঃ (সর্ব্বতো ভয়রহিতঃ) স্যাঃ (ভব) ॥১৪-১৫॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! সেই নিমিত্ত তুমি শ্রুতি, স্মৃতি, বিধি, নিষেধ, শ্রোতব্য এবং শ্রুতবিষয় ত্যাগ করিয়া সকল প্রাণিগণের অন্তর্যামী আমারই সর্ব্বাত্মভাবে শরণাগত হও তাহা হইলে আমা-কর্ত্তৃক তুমি সর্ব্বত্র নির্ভয় হইবে ॥১৪-১৫॥

বিশ্বনাথ। তদেবং শ্রীমদুদ্ধবেন সাধুলক্ষণং পৃষ্টঃ শ্রীভগবাংস্তারতম্যেন ত্রিবিধং সাধুং লক্ষয়িত্বা তত্তৎসঙ্গ-প্রাদুর্ভূতাং প্রধানীভূতাং কেবলাঞ্চ ভক্তিং সামান্যতো নিরূপ্য ভক্তেঃ স্ববশীকারং বিবক্ষুঃ কৈমুত্যেন সৎসঙ্গস্যৈব বশীকারিত্বমুক্ত্বা সৎসঙ্গিনো ভক্তাংশ্চ নির্দ্দিশ্যান্তে গোপ্যাদিনিষ্ঠং কেবলং ভক্তিযোগং দুর্ল্লভত্বেন স্তুত্বা সহসৈব রামেণ সার্দ্ধমিত্যাদিনা তত্রাপি গোপীবিষয়কস্বপ্রেমবাষ্পং সদা জাজ্জ্বল্যমানং গাম্ভীর্য্যেণ হৃদি মুদ্রিতমপ্যধীরতয়ৈবোদ্‌ঘটয্য তাসামেব ভক্তিযোগস্য স্ববশীকারসর্ব্বোৎকর্ষ-পরাবধিত্বং তাসামেব সাধুত্বস্যাপি সর্ব্বমহামহোৎকৃষ্ট-কক্ষাবিশ্রান্তিত্বমভিব্যজ্য কেবলে তদনুষ্ঠিতে ভক্তিযোগে এবোদ্ধবং প্রবর্ত্তয়িতুমাহ,—তস্মাদিতি। চোদনাং বিধিং প্রতিচোদনাং প্রতিষেধং চ। বিহিতং কর্ম্ম নিষিদ্ধঞ্চ কর্ম্ম ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ। তর্হি কিং সন্ন্যাসং কুর্ব্বে ন প্রবৃত্তং গৃহস্থানাং ধর্ম্মঞ্চ নিবৃত্তং সন্ন্যাসিনাং ধর্ম্মঞ্চ ত্যক্ত্বা তত্রাপি শ্রোতব্যং শ্রুতং চ ত্যক্ত্বা ইতি ভাবিধর্ম্মশ্রবণমনাকাঙ্ক্ষ্য ভূতশ্রবণঞ্চ বিস্মৃত্যেত্যর্থঃ। সর্ব্বাত্মভাবেন সর্ব্বোপায় আত্মনো মনসো ভাবো দাস্যসখ্যাদিস্তেনৈকমেব মামালম্বনীকৃত্য শরণং যাহি। ময়ৈব অকুতোভয়ঃ স্যা ইতি তব নাস্তি কর্ম্মাধিকারো নাপি জ্ঞানাধিকারস্তদপি তং তমাত্মন্যারোপ্য প্রত্যবায়ভয়ং সংসারভয়ঞ্চ মন্যসে চেত্তদা তদ্ভয়দ্বয়াত্ত্রাতা অহং বিদ্যমান এবাস্মীত্যর্থঃ ॥ ১৪-১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ উদ্ধব-কর্ত্তৃক সাধুলক্ষণ জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীভগবান্ এইরূপে তারতম্যক্রমে তিন প্রকার সাধুর লক্ষণ বলিয়া, তৎতৎসঙ্গপ্রাদুর্ভূতা, প্রধানীভূতা ও কেবলাভক্তি সাধারণভাবে নিরূপণ করিয়া ভক্তিই তাঁহাকে বশ করিতে পারে বলিতে ইচ্ছু, 'কিমুত' এই ন্যায়ানুসারে (পর পর ক্রম-উৎকর্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক) সৎসঙ্গেরই বশীকারত্ব আছে বলিয়া, সৎসঙ্গী ভক্তগণকে নির্দ্দেশ করিয়া, অবশেষে গোপীদিগের নিষ্ঠাময় কেবল ভক্তিযোগ দুর্ল্লভ—এইরূপ প্রশংসা করিয়া সহসা বলরামের সহিত' (১০ম শ্লোক) ইত্যাদি বলিতে বলিতে সে স্থলেও সদা জাজ্জ্বল্যমান গোপীবিষয়ক নিজপ্রেমবাষ্প গাম্ভীর্য্যের সহিত হৃদয়ে মুদ্রিত থাকিলেও অধীরতাবশে 'উদ্‌ঘাটন করিয়া তাঁহাদেরই ভক্তিযোগের স্ববশীকার-বিষয়ে সর্ব্বোৎকর্ষের পরাবধি (বা শেষসীমা) ও তাঁহাদেরই সাধুত্বেরও সর্ব্বমহামহোৎকৃষ্টকক্ষাবিশ্রান্তিত্ব (বা শেষসীমা) প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কেবল ভক্তিযোগেই উদ্ধবকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বলিতেছেন। চোদনা অর্থাৎ বিধি, প্রতিচোদনা অর্থাৎ প্রতিষেধও, অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া। তাহা হইলে কি সন্ন্যাস করিতে হইবে? না, প্রবৃত্ত গৃহস্থগণের ধর্ম্ম ও নিবৃত্ত সন্ন্যাসিগণের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, তাহার উপর শ্রোতব্য ও শ্রুত ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ভবিষ্যতে

ধর্ম্মশ্রবণের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া এবং অতীত-শ্রবণ ভুলিয়া গিয়া, সর্ব্বাত্মভাবে অর্থাৎ সর্ব্বোপায়ে আত্মার অর্থাৎ মনের ভাব দাস্যসখ্যাদি তদ্দ্বারা একমাত্র আমাকেই অবলম্বন পূর্ব্বক শরণ যাও (অর্থাৎ প্রাপ্ত হও)। আমাকে লইয়াই অকুতোভয় হইবে। তোমার কর্ম্মাধিকার নাই, জ্ঞানাধিকারও নাই। তাহাও তুমি আপনাতে আরোপ করিয়া যদি প্রত্যবায়-ভয় ও সংসার-ভয় মনে করিতেছ, তাহা হইলে সেই দুই-ভয় হইতে ত্রাতা আমিই বিদ্যমান আছি ॥ ১৪-১৫ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-শব্দদ্বয় ও শ্রোতব্য-শ্রুত-শব্দদ্বয়ে কর্ম্ম ও জ্ঞানাশ্রয়ত্বের এবং কালান্তরে অন্যাশ্রয়ের ভাবনাও নিষেধ করিয়া শুদ্ধভক্তিকে আশ্রয়ের উপদেশ দিয়াছেন।

গীতায়ও ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন —
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

অতএব সকল ধারণা ত্যাগ করিয়া একমাত্র ব্রজেন্দ্র-নন্দনের শরণগ্রহণই সকল অমঙ্গলের হস্ত হইতে ত্রাণ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

সাধুগণই কৃষ্ণ-বশীকারক—

মযি নির্ব্বন্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥
ভাঃ ৯।৪।৬৬

অর্থ এই অধ্যায়ের ১-২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

গোপীদিগের ভক্তিযোগ—

ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা।
ভক্তিঃ প্রবর্ত্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপি দুর্ল্লভা ॥
ভাঃ ১০।৪৭।২৫

উদ্ধব গোপীদিগকে বলিলেন—আপনারা সেই উত্তমঃ-শ্লোক শ্রীকৃষ্ণে মুনিজনদুর্ল্লভ অত্যুত্তম ভক্তির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা মহাসৌভাগ্যসূচক।

স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥
ভাঃ ১০।৮২।৪৪

আমার প্রতি ভক্তি জীবের পক্ষে অমৃত। হে গোপী-গণ, আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহাই একমাত্র তোমাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তির হেতু।

'আমাতে ভক্তিমাত্রই মোক্ষের হেতু, কিন্তু আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহা আমারই ভাগ্যে অতি মঙ্গলকর। ঐ স্নেহই অচিরে আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া তোমাদের নিকটে আনিবে এবং তোমা-দের নিকটেই রাখিবে।" শ্রীবিশ্বনাথ

'কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥
এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব 'ঋণী' হয়, কহে ভাগবতে॥' চৈঃ চঃ মঃ ৮ম পঃ

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম।
নির্ম্মল, উজ্জ্বল, শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥
'শুদ্ধপ্রেম' ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন।
'কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য'—এই তার চিহ্ন ॥
'সর্ব্বোত্তম ভজন এই সর্ব্বভক্তি জিনি'। ঐ অঃ ৭ পঃ

সাধুত্বে গোপীগণের মহামহোৎকর্ষ —

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যোস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ স্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥
শ্রীলরূপগোস্বামিকৃত-উপদেশামৃত

সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মনিরত পুণ্যবান্ কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তমধ্যে প্রেমনিষ্ঠ-ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমনিষ্ঠ-ভক্ত হইতে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্ব গোপীমধ্যে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ রাধিকা প্রিয়, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। কোন্ সুকৃতিমান্ ব্যক্তি সেই রাধাকুণ্ডকে অনন্যভাবে আশ্রয় না করিবেন ?

ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব।
ন চ লক্ষ্মী ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম। আদিপুরাণ।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন, শিব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী এবং আমার শ্রীবিগ্রহ—এ সকল আমার তত প্রিয় নহে, গোপীগণ আমার যত প্রিয়তম ॥ ১৪-১৫ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ,—

সংশয়ঃ শৃণ্বতো বাচং তব যোগেশ্বরেশ্বর।
ন নিবর্ত্তত আত্মস্থো যেন ভ্রাম্যতি মে মনঃ ॥১৬॥

অন্বয়। শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ। (হে) যোগেশ্বরেশ্বর! তব বাচং (পূর্ব্বোক্তং বাক্যং) শৃণ্বতঃ (অপি) মে (মম) আত্মস্থঃ (হৃদিস্থঃ) সংশয়ঃ ন নিবর্ত্ততে যেন (সংশয়েন) মনঃ (মচ্চিত্তং) ভ্রাম্যতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে যোগেশ্বরেশ্বর! আপনার পূর্ব্বোক্ত-বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার হৃদয়ের সংশয় দূরীভূত হইতেছে না; তজ্জন্য আমার মন ভ্রান্ত হইতেছে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ। সংশয়ো ন নিবর্ত্তেত ইত্যেতৎ পূর্ব্ব-লক্ষণ এব 'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচরেৎ' ইতি বদতা ত্বয়া মহ্যং কর্ম্মাধিকারো দত্তঃ তৎপূর্ব্বন্ত—"যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ। নশ্বরং গৃহ্যমাণঞ্চ বিদ্ধি মায়ামনোময়ম্" ইতি। "তস্মাদ্যুক্তেন্দ্রিয়-গ্রামো যুক্তচিত্ত ইদং জগৎ। আত্মনি ঈক্ষস্ব বিততমাত্মানং ময্যধীশ্বরে" ইত্যুক্তবতা মহ্যং জ্ঞানাধিকার এব দত্তঃ অধুনা তু সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মাং শরণং যাহীতি ভক্ত্যধিকারং দদাসি ন জানে পুনরগ্রে কমধিকারং মহ্যং দাস্যসীতি সখ্য-রসোদ্ভূতা বক্রোক্তির্দ্যোতিতা ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সংশয় নিবৃত্ত হইতেছে না—এ সম্বন্ধে পূর্ব্বলক্ষণই 'আমাতে যাবতীয় কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া নিরপেক্ষ বা নিস্পৃহভাবে আচরণ করিবে' (ভাঃ ১১।১১।২২) আপনি এই কথা বলিয়া আমাকে কর্ম্মাধিকার দিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বেও 'মন, বাক্য, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়ীভূত এই বিশ্বকে মায়া এবং মনোময় বলিয়া জানিও' (ভাঃ ১১।৭।৭) এবং 'অতএব তুমি ইন্দ্রিয়সমূহ ও চিত্তকে বশীভূত করিয়া এই জগৎ আত্মমধ্যে দর্শন করিবে ও আত্মাকে ঈশ্বর যে আমি, সেই আমার মধ্যে দর্শন করিবে' (ভাঃ ১১।৭।৯)—এই কথা বলিয়া আমাকে জ্ঞানাধিকার দিয়াছেন। এখন কিন্তু সব ত্যাগ করিয়া 'আমার শরণ গ্রহণ কর' (ভাঃ ১১।১২।১৫) বলিয়া ভক্ত্যধিকার দিতেছেন। জানিনা আরও পরে কি অধিকার আমাকে দিবেন—এই সখ্যরসোদ্ভূতা বক্রোক্তি প্রকাশিত হইতেছে ॥ ১৬ ॥

অনুদর্শিনী। জীবের সংশয় ছেদন করিবার জন্যই উদ্ধব নিজে সংশয়াপন্ন-ভাব দেখাইয়া পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতির অপেক্ষায় প্রকরণের একতাৎ-পর্য্যপরতা গ্রহণাভিলাষে প্রশ্ন করিলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ
প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং
মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ ॥১৭॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। বিবরপ্রসূতিঃ (বিবরে-ষ্বাধারচক্রেষু প্রসূতিরিব প্রসূতিরভিব্যক্তির্যস্য সঃ) সঃ এষঃ (অপরোক্ষঃ) জীবঃ (জীবয়তীতি জীবঃ পরমেশ্বরঃ) ঘোষেণ (নাদবতা) প্রাণেন (প্রাণময়েন পরাখ্যেন সহ) গুহাম্ (আধারচক্রং) প্রবিষ্টঃ (সন্) মনোময়ং সূক্ষ্মং রূপং (পশ্যন্ত্যাখ্যং মধ্যমাখ্যঞ্চ মণিপূরচক্রে চ বিশুদ্ধচক্রে চ) উপেত্য (প্রাপ্য বক্ত্রে) মাত্রা (হ্রস্বাদিঃ) স্বরঃ (উদাত্তাদিঃ) বর্ণঃ (অকারাদিঃ) ইতি (এবং বৈখর্য্যাখ্যঃ) স্থবিষ্ঠঃ (অতিস্থূলো নানাবেদশাখাত্মকো ভবতি) ॥১৭॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! আধার-চক্রে অভিব্যক্তিশীল সেই অপরোক্ষ পরমেশ্বর নাদবিশিষ্ট প্রাণবায়ুযোগ আধারচক্রে প্রবিষ্ট এবং মণিপুর বিশুদ্ধচক্রে মনোময় সূক্ষ্মরূপ অবলম্বনে মুখবিবরে প্রথমে হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রা, পরে উদাত্তাদি স্বর এবং অবশেষে অকারাদি বর্ণক্রমে অতি স্থূলভাবে নানা বেদরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥১৭॥

বিশ্বনাথ। ভো প্রিয়সখোদ্ধব, মৈবং মংস্থাঃ সর্ব্বেষামেব জীবানামুপকারার্থং ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যযোগ-তপোধর্ম্মাদীনি মৎপ্রাপ্ত্যুপায়রত্নানি তত্ত্বতস্ত্বনন্তজ্ঞেয়ানি ত্বয়ি বিন্যাসত্বেনৈবার্পয়ামি ত্বন্তু তত্র তত্র বস্তুনি সত্ত্বমারোপ্য মমৈবৈতদিত্যভিমন্যমানো লজ্জামপি কিং ন ভবসি অহন্তু ভো উদ্ধব, ত্বয়া জ্ঞানমভ্যস্যতাং কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তাং ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা যোগা অনুষ্ঠেয়াঃ তপশ্চরণীয়মিত্যাদিকং সর্ব্বজীবা-নুদ্দিশ্যাপিত্বামেকমেব লক্ষীকৃত্য যদবোচং বচ্মি বক্ষ্যামি বা তেনৈব কিং ত্বং তত্তদনুষ্ঠানাধিকারী খল্বভূস্তু মে যোঽসি সোঽস্ত্বেব সাম্প্রতন্তু ন তে ক্বাপি সাধকতেতি সনর্ম্মাশ্বাসমভি-ব্যঞ্জয়ন্নেকস্যাপি জীবস্য দশাভেদেন কর্ম্মাধিকারো জ্ঞানাধি-কারো ভক্ত্যধিকারশ্চ যতো জ্ঞায়তে তস্য বেদস্যার্থং সম্যগহ-মেব জানামি নান্যঃ যতো বেদস্বরূপেন চতুর্মুখবক্ত্রে-ভ্যোঽহমেব প্রাদুরভূবমিত্যাহ,—স ইতি। জীবয়তীতি জীবঃ পরমেশ্বরঃ স প্রসিদ্ধঃ এষ মল্লক্ষণঃ পুরুষ এবেতি স্বতর্জ্জন্যা স্ববক্ষঃ স্পৃশতি বিবরেষু চতুর্মুখশরীরস্থাধারাদি-চক্রেষু প্রসূতিরিব প্রসূতিরভিব্যক্তির্যস্য সঃ। তামেবাভি-ব্যক্তিমাহ, ঘোষেণ পরাখ্যেন নাদেন নাদবতা প্রাণেন সহ গুহামাধারচক্রং প্রবিষ্টঃ সন্ মনো মনোময়ং সূক্ষ্মং রূপং পশ্যন্ত্যাখ্যং মধ্যমাখ্যঞ্চ মণিপুরকচক্রে বিশুদ্ধিচক্রে চ উপেত্য প্রাপ্য বক্ত্রেষু মাত্রা হ্রস্বাদিঃ স্বর উদাত্তাদিঃ বর্ণশ্চাকারাদিরিত্যেবং বৈখর্য্যাখ্যঃ স্থবিষ্ঠোঽতিস্থূলঃ নানাবেদশাখাত্মকো ভবতি ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে প্রিয়সখা উদ্ধব, এরূপ মনে করিও না। সমস্ত জীবেরই উপকার নিমিত্ত ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, তপঃ, ধর্ম্ম প্রভৃতি আমাকে পাইবার উপায়-রত্নসমূহ তত্ত্বত অনন্ত জানিবে। তোমাতে বিন্যস্ত করিবার জন্য অর্পণ করিতেছি। তুমি কিন্তু সেই সেই বস্তুতে সত্ত্ব আরোপ করিয়া আমারই ইহা—এই অভিমান পূর্ব্বক সলজ্জ কি হইতেছ না? আমি, কিন্তু, হে উদ্ধব, তুমি জ্ঞান অভ্যাস করিতে করিতে কর্ম্মসমূহ কর, ভক্তি করা উচিত, যোগসমূহ অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, তপ আচরণীয়—ইত্যাদি সর্ব্বজীবকে উপদেশ করিয়াও একমাত্র তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছি, বলিতেছি বা বলিব, তদ্দ্বারাই কি তুমি তৎতৎ-অনুষ্ঠানে অধিকারী হইয়া গেলে? তুমি কিন্তু আমার যে হও সে হও, সম্প্রতি কিন্তু তোমার কোথাও সাধকতা নাই—এ সপরিহাস আশ্বাস অভিব্যক্ত করিয়া কোনও জীবের দশাভেদে কর্ম্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার ও ভক্ত্যধিকার যাহা হইতে জানা যায়, সেই বেদের অর্থ সম্যক্ আমিই জানি অন্যে নহে, যেহেতু বেদস্বরূপে ব্রহ্মার চতুর্মুখ হইতে আমি প্রাদুর্ভূত হইয়াছি এই কথা বলিতেছেন। জীব অর্থাৎ যিনি জীবনদান করেন, পরমেশ্বর তিনি (প্রসিদ্ধ)ই মল্লক্ষণ পুরুষ নিজ তর্জ্জনীদ্বারা নিজের বক্ষঃস্পর্শ করিতেছেন। বিবর অর্থাৎ ব্রহ্মার শরীরস্থ আধারাদি চক্রসমূহে প্রসূতির ন্যায় যাঁহার প্রসূতি অর্থাৎ অভিব্যক্তি। সেই অভিব্যক্তি বলিতেছেন ঘোষ অর্থাৎ পরাখ্য-নাদসহ শব্দময় প্রাণের সহিত গুহা অর্থাৎ আধার-চক্রে প্রবিষ্ট হইয়া মনোময় সূক্ষ্মরূপ অর্থাৎ পশ্যন্ত্যাখ্য ও মধ্যমাখ্য মণিপুরচক্রে ও বিশুদ্ধচক্রে পাইয়া মুখসমূহে মাত্রা অর্থাৎ হ্রস্বাদি স্বর অর্থাৎ উদাত্তাদি ও বর্ণ অর্থাৎ অকারাদি—এইরূপ বৈখর্য্যাখ্য স্থবিষ্ঠ অর্থাৎ অতিস্থূল অর্থাৎ নানাবেদশাখাত্মক হন ॥১৭॥

অনুদর্শিনী। পূর্ব্বোক্ত 'তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য' ১৪ শ্লোকে শ্রীভগবান্ যেরূপ তাঁহাতেই সর্ব্ববেদার্থের পর্য্য-বসান দেখাইয়াছেন তদ্রূপ পুনঃ সংক্ষেপে তন্নেতৃত্ব, তদা-শ্রয়ত্ব তাঁহাতেই দেখাইবার জন্য সকল বেদের শব্দরূপে সর্ব্বাবিভাবরূপত্বের কথা বলিতেছেন। ব্রহ্মার চতুর্মুখ হইতে বেদস্বরূপে ভগবানের প্রাদুর্ভাব—

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষীনামৃষভঃ প্রসীদতাম্॥ ভাঃ ২।৪।২২

শ্রীশুকদেব কহিলেন—কল্পের আদিতে ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিবিষয়া স্মৃতি প্রকাশ করতঃ যাহা কর্ত্তৃক প্রেরিতা বেদ-রূপা সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রকট হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং সেই সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণকেই উপাস্যরূপে

লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সেই জ্ঞানপ্রদাতৃগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে শব্দ দ্বিবিধ-আধারে পরিলক্ষিত হয়। সূক্ষ্মাধারে প্রাণ, বুদ্ধি ও মন এবং স্থূলাধারে ইন্দ্রিয় পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী নামে কথিত হয়। তন্মধ্যে পরা শব্দের সহিত মন ও ইন্দ্রিয় একীভূত থাকে, উহা প্রাণময়ী, শব্দব্রহ্মের উদয়ে মনোময়ী পশ্যন্তী, প্রণবাভিব্যক্তিতে বুদ্ধিময়ী মধ্যমা এবং বর্ণরূপে পরিণত হইয়া বৈখরী নামে কথিত হয়, বৈখরী বৃহতী প্রভৃতি ছন্দঃসকল প্রকাশ করে।

মূল নাদরূপী প্রাণসংজ্ঞায় আমিই আধার চক্রে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রথমতঃ মনোময় সূক্ষ্মরূপ, পরে মণিপুর-চক্রে দর্শনময় মধ্যমরূপ এবং বিশুদ্ধচক্রে উপস্থিত হইয়া বদন হইতে হ্রস্বাদি মাত্রা উদাত্তাদিস্বর এবং অকারাদি বর্ণরূপে প্রকাশিত হই।

ষটচক্র—আধার, স্বাধিষ্ঠান, 'মণিপুর, অনাহত, আজ্ঞা ও বিশুদ্ধ।

দ্বিতীয় অর্থ—অপ্রকটলীলা হইতে প্রকটলীলায় যাঁহার অভিব্যক্তি, জীবনের হেতুভূত সেই এই পরমেশ্বর, প্রাণতুল্য ব্রজের সহিত পুনরায় অপ্রকট লীলায় প্রবেশপূর্ব্বক বহিরঙ্গ ভক্তগণের সম্বন্ধে মনোময় অর্থাৎ কথঞ্চিৎ মনোগম্য এবং সাধারণ জীবের সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অর্থাৎ অজ্ঞেয় এবং অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সম্বন্ধে মাত্রা অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, স্বর অর্থাৎ উদাত্তাদি স্বরে গান ও বর্ণ অর্থাৎ মনোহর গোপরূপের প্রকাশ দ্বারা আপনাকে অভিব্যক্তি করিয়া থাকেন'। 'ক্রমসন্দর্ভের' মর্ম্ম ॥১৭॥

যথানলঃ খেঽনিলবন্ধুরুষ্মা
বলেন দারুণ্যধিমথ্যমানঃ।
অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমেধতে
তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী ॥ ১৮ ॥

অন্বয়। (অব্যক্তস্য সতঃ সূক্ষ্মমধ্যমক্রমেণাভিব্যক্তৌ দৃষ্টান্তঃ) **অনলঃ** (অগ্নিঃ) যথা খে (আকাশে) উষ্মা (ব্যক্তোষ্মরূপঃ) দারুণি (কাষ্ঠে) বলেন অধিমথ্যমানঃ (অধিকং মথ্যমানঃ) অনিলবন্ধুঃ (অনিলসহায়ঃ সন্) অণুঃ (সূক্ষ্মবিস্ফুলিঙ্গাদিরূপো ভবতি পুনঃ) প্রজাতঃ (প্রকৃষ্টো জাতঃ) হবিষা (ঘৃতেন) সমেধতে (সংবর্দ্ধতে) তথা এব হি ইয়ং (বেদরূপা) বাণী মে (মম) ব্যক্তিঃ (অভিব্যক্তির্ভবতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। অগ্নি যেরূপ আকাশে উষ্মরূপে স্থিত হইয়া কাষ্ঠে বলপূর্ব্বক ঘর্ষণ করিলে বায়ুর সহায়তায় সূক্ষ্মবিস্ফুলিঙ্গাদি-রূপ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ঘৃতসংযোগে পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ এই বেদরূপা বাণীও স্থূলসূক্ষ্মরূপে আমার স্বরূপের অভিব্যক্তি বলিয়া জানিবে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ। ক্রমেণাভিব্যক্তৌ দৃষ্টান্তো যথেতি। যথাগ্নিঃ খে দারুগতাকাশে উষ্মাপ্রথমমথনে অব্যক্তোষ্মরূপঃ। ততো দারুণ্যধিকং মথ্যমানঃ অনিলসহায়ঃ সন্ অণুঃ সূক্ষ্মবিস্ফুলিঙ্গাদিরূপো ভবতি ততশ্চ প্রজাতঃ প্রকর্ষেণ স্থূলতয়া জাতঃ হবিষা সমেধতে প্রবর্দ্ধতে। তথৈব মে ব্যক্তির্ম্মদাবির্ভাবরূপা ইয়ং বেদলক্ষণা বাণী। অতোঽস্যা অতিগূঢ়মর্থং মাং বিনা কো জ্ঞাস্যতি জ্ঞাত্বা চ জীবস্য সংসারনিস্তারণার্থান্ ভক্তিজ্ঞানকর্ম্মাদ্যুপায়ান্ কো ব্যবস্থাস্যতীত্যতস্ত্বয়ি পরমযোগ্যে পাত্রে স্বতুল্যে তানুপায়ান্ সাম্প্রতং কৃপয়া ন্যস্যামি ত্বত্তো বদরিকাশ্রমস্থা মুনয়ঃ প্রাপ্য কৃতার্থা ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ। ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্তিবিষয়ে দৃষ্টান্ত। যেমন অগ্নি খে অর্থাৎ দারুগত-আকাশে উষ্মা অর্থাৎ প্রথমমথনে অব্যক্ত তেজোরূপে স্থিত, তাহার পর দারু অর্থাৎ কাষ্ঠে অধিক মথ্যমান (মথিত) হইলে অনিল-সহায় হইয়া (বায়ুর সাহায্যে) অণু অর্থাৎ সূক্ষ্মবিস্ফুলিঙ্গাদি-রূপ হয়, তাহার প্রজাত অর্থাৎ প্রকর্ষ বা স্থূলতার সহিত জাত হবিঃ বা ঘৃতসংযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেইরূপ আমার ব্যক্তি অর্থাৎ আবির্ভাবরূপ এই বেদলক্ষণা বাণী। অতএব ইহার গূঢ় অর্থ আমি বিনা কে জানিবে ও জানিয়া জীবের সংসারনিস্তারার্থ ভক্তি-জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রভৃতি উপায় কে ব্যবস্থা করিবে? অতএব পরম

যোগ,পাত্র আমার নিজতুল্য তোমাতে সম্প্রতি কৃপাবশে ন্যস্ত করিতেছি। তোমা হইতে বদরিকাশ্রমস্থ মুনিগণ পাইয়া কৃতার্থ হইবেন ॥ ১৮ ॥

অনুদর্শিনী। আকাশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে এবং অগ্নি আকাশে অব্যক্তভাবে বিরাজ করে। কাষ্ঠ মধ্যেও আকাশ আছে এবং সেই আকাশে অগ্নিও আছে। অগ্নিকে প্রকাশ করিতে হইলে প্রথমতঃ কাষ্ঠদ্বয়কে পরস্পর ঘর্ষণ করিতে হয়। ঐ কালে তন্মধ্যে যে একটী উষ্মভাবের প্রতীতি হয়, তাহাই তত্রস্থ অব্যক্ত অগ্নির ব্যক্ত ভাব। পরে কাষ্ঠদ্বয়কে যখন বলপূর্ব্বক অধিক ঘর্ষণ করা হয়, তখন তাহার ভিতর হইতে অগ্নি কিঞ্চিৎ অনুরূপ-ধারণে বায়ুযোগে বিস্ফুলিঙ্গরূপে বাহিরে প্রকাশ পায়, পরে সেই কাষ্ঠকেই অবলম্বনপূর্ব্বক অগ্নির স্বরূপেই প্রকাশ হয় এবং ঘৃতযোগে পুষ্ট হয়; সেইরূপ এই বেদলক্ষণা বাণীই ভগবানের অভিব্যক্তি বা আবির্ভাবরূপ। অর্থাৎ 'পরা' অব্যক্তের ন্যায় অব্যক্ত উষ্মতারূপ, 'পশ্যন্তী'-সূক্ষ্মবিস্ফুলিঙ্গরূপ, 'মধ্যমা' অগ্নিতুল্য এবং 'বৈখরী' প্রদীপ্ত-অগ্নি।

দ্বিতীয় অর্থ—প্রকটলীলাবিষ্কারও অগ্নি-দৃষ্টান্তে স্পষ্টরূপে দেখাইতেছেন—

> **স্বশান্তরূপেম্বিতরৈঃ স্বরূপৈ-**
> রভ্যর্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।
> পরাবরেশো মহদংশযুক্তো
> হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ ॥
>
> ভাঃ ৩।২।১৫

শ্রীউদ্ধব কহিলেন—ভগবদাশ্রিতগণের দ্বিবিধ রূপ—শান্তস্বরূপ ভগবদ্ভক্ত ও তদিতর অশান্তস্বভাব অসুরগণ। অসুরগণ যখন সেই ভক্তগণকে পীড়ন করিতে থাকে, তখন চিদচিদীশ্বর পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়-ভক্তের প্রতি দয়াদ্রান্তঃকরণে প্রাকৃতজন্মরহিত হইয়াও, কাষ্ঠে যেরূপ অগ্নি আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারগণ-সহ যুক্ত হইয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন।

"আত্যন্তিক-কারণবশতঃ প্রাকৃতজন্মরহিত হইয়াও আবির্ভূত। মহাভূতরূপে নিত্যসিদ্ধ অগ্নি যেরূপ মণিশিলাতে ঘর্ষণবশতঃ আবির্ভূত হয় তদ্রূপ মথুরাদিনিত্য-ধামস্থ ভগবান্ মথুরায় অবস্থিত অতিক্লেশপ্রাপ্ত নিজভক্ত বাসুদেব-উগ্রসেনাদিতে কৃপাশক্তিঘর্ষণবশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

অতএব মূলশ্লোকে 'মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী' র অর্থ 'যেহেতু ইহা স্বরহস্যৈকবেদ্যবিজ্ঞ আমারই বাণী এ বিষয়ে কোন অসংভাবনা করিতে হইবে না। গর্ভাদক্রমে আবির্ভাব-মাত্রাংশে এই দৃষ্টান্ত।"—শ্রীজীবপাদ ॥ ১৮ ॥

> এবং গদিঃ কর্ম্মগতির্বিসর্গো
> ঘ্রাণো রসো দৃক্ স্পর্শঃ শ্রুতিশ্চ।
> সংকল্পবিজ্ঞানমথাভিমানঃ
> সূত্রং রজঃসত্ত্বতমোবিকারঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়। (উক্তাং বাগ্‌বৃত্তিমুপসংহরন্ ইতরেন্দ্রিয়-বৃত্তিষ্বতিদিশতি) এবং (পূর্ব্ববৎ) গদিঃ (গদনং ভাষণং) কর্ম্ম (হস্তয়োর্বৃত্তিঃ) গতিঃ (পাদয়োর্বৃত্তিঃ) বিসর্গঃ (পায়ুবৃত্তিঃ) ঘ্রাণঃ (অবঘ্রাণং) রসঃ (রসনং) দৃক্ (দর্শনং) স্পর্শঃ (স্পর্শনং) শ্রুতিঃ (শ্রবণং) চ সঙ্কল্পবিজ্ঞানং (সঙ্কল্পো মনসো বৃত্তির্বিজ্ঞানং বুদ্ধিচিত্তয়োর্বৃত্তিঃ) অথ (অপি চ) অভিমানঃ (অহঙ্কারস্য বৃত্তিঃ) সূত্রং (প্রধানস্য বৃত্তিঃ) রজঃসত্ত্বতমোবিকারঃ (সত্ত্বরজস্তমসাং বিকারোঽধিদৈবাদিস্ত্রিবিধঃ প্রপঞ্চো মে ব্যক্তিরিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। এইরূপ বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য কথন, হস্তের বৃত্তি কর্ম্ম, পদের বৃত্তি গতি, পায়ুর বৃত্তি মলমূত্রাদি পরিত্যাগ, নাসিকার বৃত্তি ঘ্রাণ, রসনার বৃত্তি রসগ্রহণ, চক্ষুর বৃত্তি দর্শন, ত্বকের বৃত্তি স্পর্শ,কর্ণের বৃত্তি শ্রবণ, মনের বৃত্তি সঙ্কল্প, বুদ্ধি-চিত্তের বৃত্তি বিজ্ঞান, অহঙ্কারবৃত্তি অভিমান, প্রধানের বৃত্তি সূত্র এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বিকারজাত অধিদৈব প্রভৃতি ত্রিবিধ প্রপঞ্চ আমারই অভিব্যক্তিস্বরূপ জানিবে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ। মৎস্বরূপভূতা বেদলক্ষণা বাণী যথা ব্রহ্মশরীরাদুদ্ভূতা তথৈব প্রাকৃত্যপি বাণী

প্রাকৃতলোকশরীরাদপভ্রংশাদিরূপা সম্ভবতীত্যাহ। এবং গদির্ব্বাগিন্দ্রিয়ব্যাপারো ভাষণম্। তথা চ শ্রুতিঃ। "চত্বারি বাক্ পরিমিতাঃ পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণ যে মনীষিণঃ গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বচো মনুষ্যা বদন্তি ইতি। অস্যা অর্থঃ বাক্ বচনানি চত্বারি পরিমিতাঃ পরিমিতানি পদানি সুপ্‌তিঙন্তানি। অত্র ত্রীণি পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমাখ্যানি প্রাণরমনোবুদ্ধিস্থানি আধারনাভিহৃদয়েষু স্ফুরন্ত্যপি নেঙ্গয়ন্তি স্বরূপং ন প্রকাশয়ন্তি। তুরীয়ং বৈখর্য্যাখ্যং বাগিন্দ্রিয়গতং বাচো বচনমিতি যথা গদিরেবমেব সমষ্টি-ব্যষ্টীনাং সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যাপারো মমৈব প্রাকৃতী ব্যক্তিরিত্যাহ, কর্ম্মহস্তয়ো-র্ব্যাপারঃ। গতিঃ পদয়োঃ। বিসর্গঃ পায়ূপস্থয়োরিতি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং। ঘ্রাণোঽবঘ্রাণঃ। রসো রসনং। দৃক্ দর্শনং। স্পর্শঃ স্পর্শনং। শ্রুতিঃ শ্রবণমিতি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাম্, সঙ্কল্পো মনসঃ। বিজ্ঞানং বুদ্ধিচিত্তয়োঃ। অভিমানোঽহঙ্কারস্য। সূত্রং প্রধানস্য। রজঃসত্ত্বতমসাং বিকারো অধ্যাত্মাদিস্ত্রিবিধঃ প্রপঞ্চঃ ব্যক্তির্ম্মায়িকীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর মৎস্বরূপভূতা বেদলক্ষণা বাণী যেমন ব্রহ্মার শরীর হইতে উদ্ভূতা, সেইরূপ প্রাকৃত বাণীও প্রাকৃত লোকের শরীর হইতে অপভ্রংশাদিরূপ উৎপন্ন হয়। এইরূপ গদি অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ব্যাপার, ভাষণ। এ সম্বন্ধে শ্রুতি—'বচন চারিটী পরিমাণ পদ (সুবন্ত-তিঙন্ত)। সেগুলি মনীষী ব্রাহ্মণগণ জানেন। তন্মধ্যে তিনটী (পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমাখ্য প্রাণ, মন ও বুদ্ধিতে স্থিত) গুহাতে (আধার-নাভি-হৃদয়ে) নিহিত (স্ফুরিত হইয়াও) চলে না (স্বরূপ প্রকাশ করে না)। তুরীয় (চতুর্থ অর্থাৎ বৈখরী নাম বাগিন্দ্রিয়গত) বচন মনুষ্যে বলে'। যেমন গদি সেইরূপ সমষ্টিব্যষ্টিসকলের সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপার আমারই প্রাকৃত অভিব্যক্তি। কর্ম্ম হস্তের ব্যাপার, গতি অর্থাৎ পাদদ্বয়ের ব্যাপার, বিসর্গ (ত্যাগ) পায়ু ও উপস্থের ব্যাপার এই কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের ব্যাপার, ঘ্রাণ অর্থাৎ অবঘ্রাণ, রস অর্থাৎ রসন বা স্বাদ। দৃক্ অর্থাৎ দর্শন, স্পর্শ অর্থাৎ স্পর্শন, শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণ—এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের ব্যাপার। সংকল্প অর্থাৎ মনের ব্যাপার, বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধি ও চিত্তের ব্যাপার, অভিমান অর্থাৎ অহঙ্কারের ব্যাপার, সূত্র অর্থাৎ প্রধানের ব্যাপার। রজঃ-সত্ত্ব-তমের বিকার অর্থাৎ অধ্যাত্মাদি ত্রিবিধ প্রপঞ্চ মায়িকী অভিব্যক্তি—এই পূর্ব্বের সহিত অন্বয় ॥ ১৯ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ বেদরূপে নিজাবির্ভাব দেখাইয়া তদর্থদ্বারা জীবগণের জগদাবেশ ত্যাগ করাই-বার জন্য লৌকিক বাগাদিবৃত্তিসমূহেরও তাঁহা হইতে উদ্ভব দেখাইতেছেন। তবে পরাখ্যাদিক্রমে উৎপন্না বাগ্‌বৃত্ত্যাদি স্বরূপশক্তিজাত, আর লৌকিকী উৎপন্না বাগ্‌বৃত্ত্যাদি মায়াশক্তিজাত।

পরানাম্নী বাকৃশক্তি দেহের অভ্যন্তরে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। পরে আধারচক্রে মনোজৃম্ভণে আলোড়িত হইয়া প্রথম পশ্যন্তীনামে কারণরূপ ধারণ করে; অনন্তর নাভিস্থল পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ে অর্থাৎ বিশুদ্ধচক্রে তদপেক্ষা অভিব্যক্ত সূক্ষ্ম 'মধ্যমা' নামে অভিহিত হয়, পরে বৈখরীরূপে বাক্যরূপধারণে বাহিরে প্রকাশ পায়।

এতদ্দ্বারা যেমন ভগবানের মায়াশক্তি প্রাণবায়ুর যোগে ক্রমান্বয়ে চতুর্থ পর্য্যায়ে শব্দরূপে অভিব্যক্ত, সেইরূপ প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-প্রধানের ব্যাপার সমূহ এবং ত্রিগুণের বিকার আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ-কার্য্যসমূহ মায়িকী শক্তিরই অভিব্যক্তি বলিয়া জানিতে হইবে ॥১৯॥

অয়ং হি জীবস্ত্রিবৃদব্জযোনি-
রব্যক্ত একো বয়সা স আদ্যঃ।
বিশ্লিষ্টশক্তির্বহুধেব ভাতি
বীজানি যোনিং প্রতিপদ্য যদ্বৎ ॥ ২০ ॥

অন্বয়। (তস্মাদীশ্বরাভিব্যক্তিরূপঃ প্রপঞ্চো নেশ্বরাদ্ভিন্নোঽস্তীত্যাহ) বীজানি যোনিং (ক্ষেত্রং) প্রতিপদ্য (প্রাপ্য) যদ্বৎ (যথা বহুধা উদ্গতা ভবন্তি তথা)

ত্রিবৃৎ (ত্রিগুণাশ্রয়ঃ) আদ্যঃ (সনাতনঃ) অব্জযোনিঃ (লোকপদ্মস্য কারণভূতঃ) সঃ অয়ং জীবঃ (ঈশ্বর আদৌ) অব্যক্তঃ একঃ হি (এব) বয়সা (কালেন) বিশ্লিষ্টশক্তিঃ (বিশ্লিষ্টা বিভক্তা বাগিন্দ্রিয়রূপাঃ শক্তয়ো যস্য স তথা সন্) বহুধা (বহুপ্রকারঃ) ইব ভাতি (প্রকাশতে) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। বীজ যেমন ক্ষেত্রলাভে বহুরূপে প্রকাশ পায় সেইরূপ ত্রিগুণাশ্রয় সনাতন লোকপদ্মের কারণীভূত সেই পরমেশ্বরও প্রথমে এক অব্যক্তস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া কালক্রমে বাগিন্দ্রিয়াদি শক্তিবিকার ক্রমে বহুপ্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ। তস্মাদীশ্বরাভিব্যক্তিরূপঃ প্রপঞ্চো নেশ্বরাদ্ভিন্ন ইতি বক্তুং প্রথমমীশ্বরমাহ,—অয়ং জীব ঈশ্বরস্ত্রিবৃৎ ত্রিগুণমায়াশ্রয়ঃ ত্রিবৃদ্রূপত্বেনৈব অব্জযোনিঃ অব্জস্য লোকপদ্মস্য কারণভূতঃ। প্রথমং সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমব্যক্ত এক এব বয়স-কালেন স এব আদ্য ঈশ্বরঃ প্রপঞ্চাত্মকো ভবতীত্যাহ — বিশ্লিষ্টশক্তির্বিশ্লিষ্টাঃ পৃথক্ পৃথগ্বিভক্তা বাগাদীন্দ্রিয়রূপাঃ শক্তয়ো যস্য তথাভূতঃ সন্ বহুধা দেবমনুষ্যাদিবহুপ্রকারকো ভাতি। একস্য বহুধা ভানে দৃষ্টান্তঃ। যোনিং ক্ষেত্রং প্রতিপদ্য প্রাপ্য বীজানি যদ্বৎ। একৈকস্যাপি বীজস্য বহুশউদ্গমা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব ঈশ্বরের অভিব্যক্তিরূপ প্রপঞ্চ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে,এই কথা বলিতে প্রথম ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিতেছেন। এই জীব অর্থাৎ ঈশ্বর ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ত্রিগুণ-মায়াশ্রয়, ত্রিবৃৎরূপ বলিয়াই অব্জযোনি অর্থাৎ লোকপদ্মের কারণভূত। প্রথমে সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত একই, বয় অর্থাৎ কালক্রমে সেই আদ্য ঈশ্বর প্রপঞ্চাত্মক হন, ইহাই বলিতেছেন। বিশ্লিষ্ট শক্তি অর্থাৎ যাঁহার বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত বাগাদি-ইন্দ্রিয়রূপ শক্তিগণ, বহুধা দেব-মনুষ্যাদি বহুপ্রকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হন। একের বহুপ্রকার প্রকাশের দৃষ্টান্ত—যোনি অর্থাৎ ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া বীজগণ যেমন। একটী একটী বীজের বহুল উদ্গম হয় ॥২০॥

অনুদর্শিনী। ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। ত্রিগুণাত্মিকামায়া এক তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়াছিল। এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ লোকপদ্ম তাঁহারই চেষ্টাশক্তির বিকাশ মাত্র। একটী বীজ উপযুক্ত কালে উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিপতিত হইলে যেমন অঙ্কুরিত হইয়া বহুপ্রকারে অভিব্যক্ত হয় সেইরূপ অদ্বিতীয় সেই একই ঈশ্বর মায়াশক্তিদ্বারে বাগিন্দ্রিয়াদি পৃথক্ পৃথক্ শক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া দেবমনুষ্যাদি-বহুপ্রকারে প্রপঞ্চভাবে প্রকাশ প্রাপ্ত হন ॥২০॥

যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং
পটো যথা তন্তুবিতানসংস্থঃ।
য এষ সংসারতরুঃ পুরাণঃ
কর্ম্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে ॥২১॥

অন্বয়। (তস্মাৎ তন্মায়াবিলসিতত্বাৎ তদাশ্রয়মিদং জগৎ ন ততঃ পৃথগিতি সদৃষ্টান্তমাহ) তন্তুবিতানসংস্থঃ (তন্তুবিতানে সংস্থা স্থিতির্যস্য সঃ) পটঃ যথা (ইব) অশেষম্ ইদং (নিখিলং জগৎ) যস্মিন্ (ঈশ্বরে) ওতং (দীর্ঘতন্তুষু পটবৎ) প্রোতং (তির্য্যক্ তন্তুষু চ পটবৎ স্থিতং বর্ত্ততে স বহুধা ইব ভাতীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) পুরাণঃ (অনাদিঃ) কর্ম্মাত্মকঃ (প্রবৃত্তিস্বভাবঃ) যঃ এষঃ সংসারতরুঃ (সংসাররূপবৃক্ষঃ) পুষ্পফলে (ভোগাপবর্গৌ) প্রসূতেঃ (জনয়তি) ॥২১॥

অনুবাদ। পট যেরূপ বিস্তৃত তন্তুসমূহে ওতপ্রোত-ভাবে অবস্থিত, সেইরূপ নিখিল বিশ্ব পরমপুরুষ ঈশ্বরে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। অনাদি, প্রবৃত্তিশীল এই সংসারবৃক্ষ ভোগ ও মুক্তিরূপ পুষ্প ও ফলের প্রসব করিতেছে ॥২১॥

বিশ্বনাথ। তন্মায়াবিলসিতত্বাত্তদাশ্রয়মিদং জগন্ন ততঃ পৃথগিতি সদৃষ্টান্তমাহ, যস্মিন্নিতি। তন্তুবিতানে সংস্থা স্থিতির্যস্য স পটো যথা তথা যস্মিন্নিদং বিশ্বং ওতং দীর্ঘতন্তুষু প্রোতং তির্য্যক্তন্তুষু পট ইব। এবম্ভূতং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং শরীরমেব সংসারহেতুত্বাৎ সংসারস্তং তরুরূপকেণ বর্ণয়তি, য ইতি। পুরাণঃ অনাদিঃ, কর্ম্মাত্মকঃ কর্ম্মপ্রবাহময়ঃ। পুষ্পং ফলত্বাদিমো ভোগঃ শুভাদৃষ্টৈদুরদৃষ্টে। ফলং সুখদুঃখে ।২১॥

বঙ্গানুবাদ। তাঁহার মায়াবিলসিত বলিয়া তাঁহার আশ্রিত এই জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ নয়, এই কথা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন—তন্তুবিতানসংস্থ অর্থাৎ যাঁহার তন্তুবিতানে সংস্থা বা স্থিতি, এরূপ পট যেমন, তেমনই যাঁহাতে এই বিশ্ব ওত অর্থাৎ দীর্ঘতন্তুগুলিতে (টানা) প্রোত অর্থাৎ তির্য্যক্ তন্তুগুলিতে (পোড়েন) পটের মত। এই প্রকার সমষ্টিব্যষ্টি-আত্মক শরীরই সংসারের হেতু বলিয়া সংসার, উহাকে তরুরূপে বর্ণনা করিতেছেন। পুরাণ অর্থাৎ অনাদি, কর্ম্মাত্মক অর্থাৎ কর্ম্মপ্রবাহময়। পুষ্প—ফলের পূর্ব্বভাগ, শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট, ফল সুখ ও দুঃখ ॥২১॥

অনুদর্শিনী। সূত্রসমূহে সংস্থিত বস্ত্রের ন্যায় কারণাত্মক ঈশ্বরে এই নিখিল বিশ্ব ওতপ্রোত ভাবে (টানা ও পোড়েনের ন্যায়) বর্ত্তমান। এই সংসার-তরুর পুষ্প—শুভাশুভ অদৃষ্ট, ফল—সুখ ও দুঃখ, সমষ্টি—বনতুল্য সর্ব্বজগৎ। ব্যষ্টি-বৃক্ষতুল্য প্রত্যেক শরীর তদাত্মক।

যথা কন্থা-পটাঃ সূত্র ওতাঃ প্রোতাশ্চ সংস্থিতাঃ।
এবং বিষ্ণাবিদং বিশ্বমোতং প্রোতং চ সংস্থিতম্ ॥—স্কান্দে
'ওতং প্রোতং পটবদ্‌যত্র বিশ্বম্।' ভাঃ ৬।৩।১২
ওতপ্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ॥ ভাঃ ১০।১৫।৩৫

হে রাজন, তন্তুরাশিতে পট যেমন অনুস্যূত, সেইরূপ এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহাতে অনুস্যূত বা ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥২১॥

দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ
পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসপ্রসূতিঃ।
দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড়-
স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোঽর্কং প্রবিষ্টঃ॥
অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা
গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈ-
র্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্ ॥ ২২-২৩॥

অন্বয়। (এবম্ভূতং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং বিশ্বমবিদ্যয়াঽন্যধ্বস্তং বৃক্ষরূপং জীবস্য কর্ত্তৃত্বাদিসংসারহেতুঃ। অতস্তদ্বিবেকজ্ঞানেন কর্ম্মাদি সর্ব্বং ত্যাজ্যমিত্যুক্তমিত্যাশয়েনাহ) পুরাণঃ (অনাদিঃ) কর্ম্মাত্মকঃ (প্রবৃত্তিস্বভাবঃ) যঃ এষঃ সংসারতরুঃ (সংসাররূপো বৃক্ষঃ) পুষ্পফলে (ভোগাপবর্গৌ)প্রসূতে (জনয়তি) অস্য (সংসারতরোঃ) দ্বে (পুণ্যপাপে) বীজে (ভবতঃ কিঞ্চ স তরুঃ) শতমূলঃ (শতমপরিমিতা বাসনা মূলানি যস্য সঃ) ত্রিনালঃ (ত্রয়ো গুণা নালানি প্রকাণ্ডা যস্য সঃ) পঞ্চস্কন্ধঃ (পঞ্চভূতানি স্কন্ধা যস্য সঃ) পঞ্চরসপ্রসূতিঃ (পঞ্চরসাঃ শব্দাদিবিষয়াস্তেষাং প্রসূতির্যস্মাৎ সঃ) দশৈকশাখঃ (দশ চ একঞ্চেন্দ্রিয়াণি শাখা যস্য সঃ) দ্বিসুপর্ণনীড়ঃ (দ্বয়োঃ সুপর্ণয়োর্জীবপরমাত্মনোর্নীড়ং যস্মিন্ সঃ) ত্রিবল্কলঃ (ত্রীণি বল্কলানি ত্বচো বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো যস্য সঃ) দ্বিফলঃ (দ্বে সুখদুঃখে ফলে যস্য সঃ) অর্কং প্রবিষ্টঃ (সূর্য্যমণ্ডলপর্য্যন্তং ব্যাপ্তো বর্ত্ততে)। গৃধ্রাঃ (গৃধ্যন্তীতি গৃধ্রাঃ কামিনঃ) গ্রামেচরাঃ (গৃহস্থাঃ) অস্য (সংসারবৃক্ষস্য) একং ফলং (দুঃখরূপম্) অদন্তি (ভক্ষয়ন্তি) হংসা (বিবেকিনঃ) অরণ্যবাসাঃ (সন্ন্যাসিনঃ) চ একং (সুখরূপং ফলমদন্তি) যঃ (জনঃ) ইজ্যৈঃ (পূজ্যৈর্গুরুভিঃ কৃত্বা) একং (পরমানন্দং) মায়াময়ং (মায়াশক্ত্যা সমুদ্ভূতত্বান্মায়াময়মেবং) বহুরূপং বেদ (জানাতি) সঃ (জনঃ) বেদং (বেদতত্ত্বার্থং) বেদ (জানাতি) ॥ ২২-২৩॥

অনুবাদ। অনাদি, প্রবৃত্তিস্বভাব এই সংসাররূপ বৃক্ষ ভোগ ও মুক্তিরূপ পুষ্প ও ফলের প্রসব করিতেছে। এই সংসার বৃক্ষের পুণ্য,পাপ দুইটি ইহার বীজ, অপরিমিত বাসনাসমূহ ইহার মূল, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ইহার প্রকাণ্ড, পঞ্চভূত ইহার স্কন্ধ, শব্দাদি পঞ্চবিষয় ইহার রস, একাদশ ইন্দ্রিয় ইহার শাখা, বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা-রূপ ইহার বল্কলত্রয়, সুখদুঃখ দুইটি ইহার ফল এবং জীব ও পরমাত্মারূপ পক্ষীদ্বয় ইহাতে অবস্থান করেন। ইহা সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। গৃধ্র অর্থাৎ কামী গৃহস্থগণ ইহার দুঃখরূপ ফলটি ভোগ করে এবং হংস অর্থাৎ বিবেকী অরণ্যবাসী সন্ন্যাসিগণ ইহার সুখরূপ ফল ভক্ষণ করিয়া থাকেন। যিনি পূজনীয় গুরুবর্গের সাহায্যে ইহা এক পরমানন্দময় পুরুষেরই

মায়াশক্তি-প্রভাবে বহুরূপে উদ্ভূত অবগত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে বেদের তত্ত্বার্থ অবগত হইয়া থাকেন ॥ ২২-২৩ ॥

বিশ্বনাথ। রূপকং বিবৃণোতি,—দ্বে ইতি। দ্বে পুণ্যপাপে অস্য বীজে। শতং অপরিমিতা বাসনা মূলানি যস্য। ত্রয়ো গুণা নালানি প্রকাণ্ডা যস্য। পঞ্চ ভূতানি স্কন্ধা যস্য। পঞ্চরসাঃ শব্দাদিবিষয়স্তেষাং প্রসূতির্যস্মাৎ। দশ একা চ শাখা ইন্দ্রিয়াণি যস্য। দ্বয়োঃ সুপর্ণয়ো জীব-পরমাত্মনোর্নীড়ং বাসো যস্মিন্। ত্রীণি বল্কলানি ত্বচো বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাণো যস্য। দ্বে সুখদুঃখে ফলে যস্য সঃ। অর্কং প্রবিষ্টঃ সূর্য্যমণ্ডলপর্য্যন্তং ব্যাপ্তঃ। তং নির্ভিদ্য গতস্য সংসারাভাবাৎ। তৎফলভোক্তৄনাহ,—গৃধ্যন্তীতি গৃধ্রাঃ কামিনঃ। গ্রামেচরাঃ গৃহস্থাঃ। অস্য বৃক্ষস্যৈকং ফলমবিদ্যাময়ং দুঃখমদন্তি। অবিদ্যাময়স্য নরকস্বর্গাদেরপি দুঃখরূপত্বাৎ। অরণ্যবাসাঃ সন্ন্যাসিনঃ হংসা বিবেকিনঃ একং ফলং বিদ্যাময়ং সুখমদন্তি জ্ঞানবস্তুনঃ সর্ব্বথা সুখরূপত্বাৎ। এবং বহুরূপং মায়াশক্ত্যা সমুদ্ভূতত্বাৎ মায়াময়ং ইজ্যৈঃ পূজ্যৈর্গুরুভিঃ কৃত্বা যো বেদ স বেদং বেদতত্ত্বার্থং বেদ ॥ ২২-২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। রূপকটী বর্ণনা করিতেছেন। দুই অর্থাৎ পুণ্য পাপ ইহার বীজ, শত অর্থাৎ অপরিমিত বাসনা ইহার মূল, তিনটী গুণ ইহার নাল অর্থাৎ প্রকাণ্ড, পঞ্চভূত ইহার স্কন্ধ, পঞ্চরস অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের প্রসূতি বা উৎপত্তি ইহা হইতে একাদশ (দশ এক) ইন্দ্রিয় ইহার শাখা, ইহাতে জীব ও পরমাত্মা—এই দুই পক্ষীর নীড় অর্থাৎ বাস, বাতপিত্তশ্লেষ্মা ইহার তিনটী বল্কল বা ত্বক্। সুখ দুঃখ ইহার দুইটী ফল। ইহা অর্ক অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট অর্থাৎ তৎপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। উহা ভেদ করিয়া গত ব্যক্তির সংসার থাকে না। উহার ফলভোক্তার বিষয় বলিতেছেন। গৃধ্র (শকুনি) গ্রামেচর অর্থাৎ কামী গৃহস্থ-গণ এই বৃক্ষের একটী ফল অর্থাৎ অবিদ্যাময় দুঃখ ভোজন করিতেছে। অবিদ্যাময় নরক স্বর্গাদিও দুঃখরূপ। অরণ্যবাস অর্থাৎ সন্ন্যাসী হংস অর্থাৎ বিবেকিগণ আর একটী ফল অর্থাৎ বিদ্যাময় সুখ ভোজন করেন। জ্ঞানবস্তু সর্ব্বপ্রকারে সুখরূপ। এই প্রকার বহুরূপ বহু ভাবে প্রকাশ। মায়াশক্তিদ্বারা সমুদ্ভূত বলিয়া মায়াময়, ইজ্য অর্থাৎ পূজ্য গুরু করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে যিনি জানেন, তিনি বেদ অর্থাৎ বেদের তত্ত্বার্থ জানেন ॥২২-২৩॥

অনুদর্শিনী। এই ব্যষ্টিদেহরূপ ও সমষ্টিদেহরূপ সংসার তরুর—

দুইটী বীজ—পুণ্য ও পাপ, মূল—অপরিমিত বাসনা, ত্রিকাণ্ড—ত্রিগুণ, স্কন্ধ—পঞ্চভূত, পঞ্চরস—শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ, শাখা—একাদশ ইন্দ্রিয়, দুইটী পক্ষী—জীবাত্মা ও পরমাত্মা, বল্কল—বাত, পিত্ত শ্লেষ্মা, দুইটী ফল—সুখ ও দুঃখ। বৃক্ষ অর্থাৎ দেহ—সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত সকাম গৃহস্থগণ বৃক্ষের দুঃখরূপ ফল ভোগ করে এবং বনচর বিবেকী সন্ন্যাসিগণ সুখরূপ ফল ভোগ করেন। অর্থাৎ সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় ব্রহ্মসুখার্ণব লাভ করেন। ব্রহ্মসহ মোক্ষ প্রাপ্ত হন বলিয়া তাঁহাদের আর পতন হয় না। এই সংসারবৃক্ষ বহুবিধনরক-স্বর্গাপবর্গপ্রাপক বলিয়া বহুরূপ এবং মায়াময়। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম লাভ করেন, তিনিই শ্রীগুরুকৃপায় বেদের তত্ত্ব অথবা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞকে জানিতে পারেন।

যথা—'যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥'—

শ্বেতাশ্বতর।

এতৎ প্রসঙ্গে ('একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূলঃ'—'পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে') ভাঃ ১০।২।২৭-২৮ শ্লোক এবং 'ইদং শরীরং কৌন্তেয়' গীতা ১৩।২ শ্লোক আলোচ্য ॥ ২২-২৩ ॥

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা
বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ
সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। (ত্বঞ্চৈবং জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যঃ সন্ সর্ব্বং সাধনং ত্যজেত্যাহ) ধীরঃ (বিবেকী ত্বম্) অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ সন্) এবং (পূর্ব্বোক্ত-ক্রমেণ) গুরূপাসনয়া (গুরুসেবাজনিতয়া) একভক্ত্যা (একান্তভক্ত্যা সহ) শিতেন (তীক্ষ্ণেণ) বিদ্যা-কুঠারেণ (জ্ঞানকুঠারেণ) জীবাশয়ং (জীবোপাধিং ত্রিগুণাত্মকং লিঙ্গশরীরং) বিবৃশ্চ্য (ছিত্ত্বা) আত্মানং (পরমাত্মানং) চ সম্পদ্য (প্রাপ্য) অথ (পশ্চাৎ) অস্ত্রং (সাধনং) ত্যজ (পরিহর) ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ
সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। তুমিও বিবেকী এবং সাবধান হইয়া পূর্ব্বোক্তক্রমে গুরুসেবাজনিত একান্ত-ভক্তি-সহকারে তীক্ষ্ণ জ্ঞানকুঠার-দ্বারা ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গশরীর ছেদন করতঃ পরমাত্মকে প্রাপ্ত হইলে পশ্চাৎ জ্ঞানরূপ সাধন ত্যাগ করিবে ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে দ্বাদশ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। ত্বঞ্চৈবং জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যঃ সন্ সর্ব্বসা-ধনং সংত্যজেত্যাহ। একয়া গুণভূতয়াপি মুখ্যয়া ভক্ত্যা শিতেন তীক্ষ্ণকৃতেন জ্ঞানকুঠারেণ জীবোপাধিং ত্রিগুণাত্মকং লিঙ্গশরীরং বিবৃশ্চ্য ছিত্ত্বা পরমাত্মানঞ্চ সংপদ্য প্রাপ্য অথাস্ত্রং জ্ঞানরূপং সাধনং ত্যজেতি সর্ব্ব-বাক্যানাং ময়া ত্বমেব লক্ষ্যীক্রিয়সে। যথা গীতা শাস্ত্রে পূর্ব্বমর্জ্জুন ইত্যতঃ স্বস্যানিষ্টং নাশঙ্কনীয়মিতি ভাবঃ ॥২৪॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে দ্বাদশোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে
একাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী
টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। তুমিও এইরূপ জানিয়া কৃতকৃত্য হও ও সর্ব্বসাধন সম্যক্ ত্যাগ কর। এক অর্থাৎ গুণ-ভূতা হইলেও মুখ্যা ভক্তিদ্বারা শিত অর্থাৎ তীক্ষ্ণ করা (শান দেওয়া) জ্ঞানকুঠারদ্বারা জীবাশয় অর্থাৎ জীবো-পাধি ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গশরীর ছেদ করিয়া আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মাকে সম্পাদন করিয়া বা প্রাপ্ত হইয়া অনন্তর অস্ত্র—জ্ঞানরূপ সাধন ত্যাগ কর। আমি সর্ব্ববাক্য দ্বারা তোমাকেই লক্ষ্য করিতেছি। যেমন গীতা শাস্ত্রে পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে। অতএব স্বীয় অনিষ্ট আশঙ্কা করিও না ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের
সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী
টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। জ্ঞানখড়্গে ছেদন ও ভগবদ্ভজনের উপদেশ—"সংছিদ্য হার্দ্দমনুমানসদুক্তিতীক্ষ্ণ
জ্ঞানাসিনা ভজত মাঽখিলসংশয়াধিম্"॥ ভাঃ ১১।১৩।৩৩
অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানরূপ সাধনত্যাগ—

যো বিদ্যাশ্রুতসম্পন্ন আত্মবান্নানুমানিকঃ।
মায়ামাত্রমিদং জ্ঞাত্বা জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ॥
ভাঃ ১১।১৯।১
অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বে গীতাশাস্ত্র উপদেশকালে ভগবান্ স্বভক্ত অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়াই যেমন সকল কথা বলিয়াছিলেন, এখন তেমনি ভক্তপ্রবর উদ্ধবকেই লক্ষ্য করিয়া সকল কথা বলিতেছেন।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে গীতাশাস্ত্রদ্বারা অর্জ্জুনের মোহনাশের ন্যায় শ্রীভগবান্ শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধোক্তির দ্বারা উদ্ধবের মোহনাশ করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে—'অর্জ্জুন ও উদ্ধব উভয়ই শ্রীভগবানের নিত্য পার্ষদ। সুতরাং তাঁহাদের সংসার-শঙ্কাগন্ধও নাই। কিন্তু শ্রীভগবান্ জীবহিতগ্রাহণচাতুর্য্যধুরন্ধর মহাকৃপালু মহৎদিগের মহাপ্রসিদ্ধ কোন এক জনকেই অবলম্বন করিয়া জগতে হিতোপদেশ বিস্তার করিয়া থাকেন—এই নীতি দেখা যায়।' 'যোগীন্দ্রায় নমস্তস্মৈ'—ভাঃ ১২।১৩।২১ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ের
সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা। ৮।১১।৪৩

———

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা বুদ্ধের্ন চাত্মনঃ।
সত্ত্বেনান্যতমৌ হন্যাৎ সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি ॥ ১ ॥

অন্বয়। বিদ্যাকুঠারেণ ছিত্ত্বেত্যুক্তমতো বিদ্যোৎপত্তি-প্রকারমাহ) শ্রীভগবান্ উবাচ,—সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি বুদ্ধেঃ গুণাঃ (ভবন্তি) আত্মনঃ ন চ (ভবন্তি) সত্ত্বেন (সত্ত্ববৃত্ত্যা) অন্যতমৌ হন্যাৎ (রজস্তমবৃত্তী জয়েৎ) সত্ত্বেন (সত্ত্ববৃত্ত্যা) সত্ত্বং চ এব হি (সত্যদয়াদিবৃত্তিরূপমুপশমাত্মকেন সত্ত্বেনৈব হন্যাৎ) ॥১॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে উদ্ধব! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি বুদ্ধিরই গুণ, আত্মার গুণ নহে। সত্ত্বগুণ দ্বারা রজঃ ও তমো গুণকে জয় করিবে এবং সত্য-দয়া-প্রভৃতি সাত্ত্বিক বৃত্তিকে স্বকীয় উপশমাত্মিকা সত্ত্ব-বৃত্তির দ্বারা জয় করিবে ॥১॥

বিশ্বনাথ।

ত্রয়োদশে গুণাংস্ত্যক্তুমুপায়ং হংসগুহ্যতঃ।
ইতিহাসাদ্ধরিধ্যানাদূচে চিত্তাদ্‌গুণচ্যুতিম্ ॥

বিদ্যাকুঠারেণ ছিত্ত্বেত্যুক্তমতো বিদ্যোৎপত্তিপ্রকারমাহ, সত্ত্বমিতি সপ্তভিঃ। ন চাত্মনঃ নৈব জীবস্য। অতো বন্ধকা অবিদ্যায়া গুণাস্তে হন্তব্যা ইতি ভাবঃ। অন্যতমৌ রজস্তমভাগৌ। সত্ত্বং সত্যদয়াদিরূপং উপশমাত্মকেন সত্ত্বেন হন্যাৎ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে হংসরূপে প্রকাশিত গুহ্যতত্ত্ব হইতে গুণত্যাগের উপায় এবং ইতিহাস ও হরিধ্যান প্রভাবে চিত্ত হইতে গুণচ্যুতি বলিয়াছিলেন।

'বিদ্যাকুঠার দ্বারা ছেদন করিয়া' (১১।১২।২৪) বলা হইল, তৎপরে বিদ্যোৎপত্তির প্রকার সাতটী শ্লোকে বলিতেছেন। আত্মা অর্থাৎ জীবের নহে অতএব প্রতিবন্ধক অবিদ্যার গুণ গুলিকে হনন করা প্রয়োজন। অন্যতম অর্থাৎ রজঃ ও তমঃ ভাগ। সত্ত্ব অর্থাৎ সত্যদয়াদিরূপ উপশমাত্মক সত্ত্বদ্বারা হনন করিবে॥ ১ ॥

সারার্থানুদর্শিনী। সত্ত্বাদিগুণ জীবের নহে—"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনোগুণাঃ।" ভাঃ ৬।১২।১৫ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি প্রকৃতির গুণ, আত্মার গুণ নহে। কাম-ঈহাদি চৌদ্দটি রজোগুণের বৃত্তি। ক্রোধ-লোভাদি ষোলটি তমোগুণের বৃত্তি। ভাঃ ১১।২৫।৩-৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। অতএব সত্ত্বগুণের দ্বারা রজস্তমগুণ নিরাশ করতঃ উপশমাত্মক (ভাঃ ১১।২৫।৩৫) অর্থাৎ চিত্তসমাধি-আত্মক সত্ত্বের দ্বারা সত্ত্বকে নাশ করিতে হইবে ॥১॥

সত্ত্বাদ্ধর্ম্মো ভবেদ্‌বৃদ্ধাৎ পুংসো মদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততো ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২ ॥

অন্বয়। বৃদ্ধাৎ সত্ত্বাৎ পুংসঃ মদ্ভক্তিলক্ষণঃ (মদ্ভক্তিং লক্ষয়তি যো ধর্ম্মঃ সঃ) ধর্ম্মঃ ভবেৎ সাত্ত্বিকোপসয়া (সাত্ত্বিকানাং পদার্থানাং উপাসনয়া সেবয়া) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণঃ বৃদ্ধং ভবতি) ততঃ (সত্ত্বাচ্চ) ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে ॥২॥

অনুবাদ। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবের মদীয় ভক্তিরূপ ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। সাত্ত্বিক পদার্থের সেবায় সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় এবং তাহা হইতে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় ॥২॥

বিশ্বনাথ। সত্ত্বস্যেতরগুণপরাভাবকত্বে বলমাহ,—সত্ত্বাদিতি। মদ্ভক্তিঃ গুণভূতলক্ষণং চিহ্নং যত্র সঃ। যদ্বা মদ্ভক্ত্যৈব লক্ষণং যস্য সঃ। তাং বিনা ত্বলক্ষণো বিগীত এব ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। সত্ত্বমেব কথং বর্দ্ধেত তত্রাহ সাত্ত্বিকানাং বস্তূনাং উপাসয়া সেবয়া সত্ত্বং বৃদ্ধং ভবতীত্যর্থঃ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ। সত্ত্বগুণের অন্যান্য গুণকে পরাভব করিতে বলের কথা বলিতেছেন। আমাতে ভক্তি যাহাতে গুণভূত লক্ষণ বা চিহ্ন, অথবা আমাতে ভক্তিই যাহার লক্ষণ। কিন্তু সেই ভক্তি-বিনা ধর্ম্ম অলক্ষণ বলিয়া বিগীত। সত্ত্ব কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সে বিষয় বলিতেছেন। সাত্ত্বিক বস্তুর উপাসনা বা সেবাদ্বারা সত্ত্ব বর্দ্ধিত হয় ॥২॥

অনুদর্শিনী। ভক্তিরহিত-ধর্ম্ম বিগীত—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

ভাঃ ১।২।৮

যখন মানবগণের বর্ণাশ্রম পালনরূপ স্বধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও ভগবানের কথা শ্রবণকীর্ত্তনে আসক্তিরূপা রুচির উদয় না হয়, তখন নিশ্চয়ই তাহা বৃথা শ্রমমাত্র ॥২॥

——

ধর্ম্মো রজস্তমো হন্যাৎ সত্ত্ববৃদ্ধিরনুত্তমঃ।
আশু নশ্যতি তন্মূলো হ্যধর্ম্ম উভয়ে হতে ॥৩॥

অন্বয়। সত্ত্ববৃদ্ধিঃ (সত্ত্বস্য বৃদ্ধির্যস্মিন্ কারণে সঃ) অনুত্তমঃ (সর্ব্বোত্তমঃ) ধর্ম্ম (এব) রজঃ তমঃ (চ) হন্যাৎ (নাশয়েৎ) উভয়ে (উভয়স্মিন্) হতে (বিনষ্টে সতি) আশু (শীঘ্রং) হি (এব) তন্মূলঃ (রজস্তমোমূলকঃ) অধর্ম্মঃ নশ্যতি (বিনষ্টো ভবতি) ॥৩॥

অনুবাদ। সত্ত্ব-বৃদ্ধিরূপ সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম রজঃ ও তমোগুণের বিনাশ সাধন করিয়া থাকে এবং রজঃ ও তমঃ এই উভয় গুণের বিনাশে শীঘ্রই তন্মূলক অধর্ম্মেরও বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ। উভয়ে হতে রজস্তমসোর্হতয়োঃ সতোঃ তন্মূলঃ রজস্তমোমূলঃ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। উভয় অর্থাৎ রজঃ তমঃ হত হইলে। তন্মূল অর্থাৎ রজঃ তমের মূল ॥ ৩ ॥

অনুদর্শিনী। সত্ত্ব বৃদ্ধি হইলে অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল হইলে রজস্তমের মূল রাগদ্বেষাদি ও প্রমাদালস্যাদি নষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

——

আগমোঽপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম্ম চ জন্ম চ।
ধ্যানং মন্ত্রোঽথ সংস্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ ॥৪॥

অন্বয়। (সত্ত্ববৃদ্ধিহেতূন্ দর্শয়িতুং সামান্যতো গুণত্রয়বৃদ্ধিহেতূনাহ) আগমঃ (শাস্ত্রম্) অপঃ (আপঃ) প্রজা (জনঃ) দেশঃ কালঃ কর্ম্ম জন্ম চ ধ্যানং মন্ত্রঃ অথ সংস্কারঃ এতে দশগুণহেতবঃ (গুণত্রয়জন্যাঃ ভবন্তি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। শাস্ত্র, জল, জন, দেশ, কাল, কর্ম্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র, সংস্কার—এই দশটী গুণগণের কারণ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ। সাত্ত্বিকোপাসনয়েত্যুক্তমতঃ সাত্ত্বিকানি বস্তূনি জ্ঞাপয়িতুমাহ, দ্বাভ্যাম্। আগমঃ শাস্ত্রং, অপঃ আপঃ, প্রজা জনঃ, ত্রিগুণহেতবঃ গুণত্রয়জন্যাঃ। আগমাদয়ঃ সাত্ত্বিকারাজসাস্তামসাশ্চ স্যুরিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। 'সাত্ত্বিক উপাসনাদ্বারা'—এই যে বলা হইয়াছে (দ্বিতীয় শ্লোকে)। এক্ষণে সাত্ত্বিক বস্তু সকল জানাইতে দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন। আগম অর্থাৎ শাস্ত্র, অপ্ অর্থাৎ জল, প্রজা অর্থাৎ জন, ত্রিগুণহেতু অর্থাৎ গুণত্রয়জন্য। আগম প্রভৃতি সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসও হইতে পারে। ৪ ॥

অনুদর্শিনী। নিবৃত্তিপর শাস্ত্র—সাত্ত্বিক, প্রবৃত্তিপর শাস্ত্র—রাজস এবং বেদবাহ্য শাস্ত্র—তামস ॥ ৪ ॥

——

তত্তৎ সাত্ত্বিকমেবৈষাং যদ্‌যদ্‌বৃদ্ধাঃ প্রচক্ষতে।
নিন্দন্তি তামসং তৎ-তদ্রাজসং তদুপেক্ষিতম্ ॥৫॥

অন্বয়। এষাং (পূর্ব্বোক্তানাম্ আগমাদীনাং মধ্যে) বৃদ্ধাঃ (শ্রীব্যাসাদয়ঃ) যদ্ যৎ প্রচক্ষতে (প্রশংসন্তি) তৎ তৎ সাত্ত্বিকম্ এব (ভবতি যদ্ যৎ) নিন্দন্তি তৎ তৎ তামসং (ভবতি যত্তু তৈঃ) উপেক্ষিতং (নতু স্তুতং ন নিন্দিতং) তৎ রাজসং (ভবতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। ইহাদের মধ্যে শ্রীব্যাসাদি জ্ঞানবৃদ্ধগণ যে যে বস্তুর প্রশংসা করেন তাহা সাত্ত্বিক; যে যে বস্তুর নিন্দা করেন উহা তামসিক এবং যাহার উপেক্ষা করেন তাহা রাজস বলিয়া জানিবে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ। এষাং মধ্যে প্রচক্ষতে প্রশংসন্তি তদুপেক্ষিতং তৈর্নস্তুতং নাপি নিন্দিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইহাদিগের মধ্যে প্রখ্যান বা প্রশংসা করেন। তদুপেক্ষিত অর্থাৎ তাঁহারা যাহার প্রশংসাও করেন না, নিন্দাও করেন না ॥ ৫ ॥

অনুদর্শিনী। সাত্ত্বিকাদি শাস্ত্রসমূহের দোষগুণ পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে দ্রষ্টব্য ॥ ৫ ॥

সাত্ত্বিকান্যেব সেবেত পুমান্ সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে।
ততো ধর্ম্মস্ততো জ্ঞানং যাবৎ স্মৃতিরপোহনম্ ॥৬॥

অন্বয়। যাবৎ স্মৃতিঃ (আত্মপ্রত্যক্ষম্) অপোহনং (দেহদ্বয়তৎকারণভূতগুণাপোঃ তাবৎ) পুমান্ সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে (সত্ত্বগুণস্য বিবৃদ্ধয়ে) সাত্ত্বিকানি এব সেবেত ততঃ (সত্ত্ববিবৃদ্ধৌ) ধর্ম্মঃ (ভবতি) ততঃ (চ) জ্ঞানং (পরমাত্মবিষয়কং জ্ঞানং জায়তে) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। যতদিন পর্য্যন্ত আত্মপ্রত্যক্ষলাভ এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় ও তৎকারণভূত গুণসকলের পরিহার না হয় ততদিন পর্য্যন্ত পুরুষ সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির নিমিত্ত সাত্ত্বিক বিষয়েরই সেবা করিবে, তাহা হইলে পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইবে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ। সাত্ত্বিকানি নিবৃত্তশাস্ত্রাণ্যেব ন তু রাজস-তামসানি প্রবৃত্তপাষণ্ডশাস্ত্রাণি সেবেত। তীর্থাপ এব ন গন্ধোদকসুরোদকাদ্যাঃ জনান্ নিবৃত্তানেব ন প্রবৃত্তদুরাচারান্। দেশান্ বিবিক্তানেব ন তু রথ্যাদ্যূতসদনানি কালান্ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তপ্রাতরাদীন্ ন প্রদোষ-নিশীথান্ কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি ন কাম্যাভিচারাদীনি। প্রণবদীক্ষাদিলক্ষণানি ন শাক্তক্ষুদ্রমন্ত্রদীক্ষালক্ষণানি। ধ্যানানি যজ্ঞেশ্বরজ্ঞানি-ধার্ম্মিকানাং ন তু কামিনীবিদ্বিষাং। মন্ত্রান্ প্রণবাদীন্ ন তু কাম্যক্ষুদ্রান্। সংস্কারানাত্মশোধকান্ ন তু দেহ-গেহ-সূনাস্থানাদিশোধকান্। ততঃ সত্ত্ববৃদ্ধের্হেতোর্ধর্ম্মঃ ধর্ম্মাচ্চ জ্ঞানং। কিং পর্য্যন্তং। স্মৃতিরাত্মাপরোক্ষ্যং যাবৎ দেহদ্বয়াধ্যাস-তৎকারণভূতগুণাপোহশ্চ যাবৎ তাবৎ পর্য্যন্তং ভবেৎ। তদেব জ্ঞানং বিদ্যা সৈব জীবোপাধিং দগ্ধ্বা নিরিন্ধনাগ্নিবদন্তে স্বয়মপি শাম্যতীত্যর্থঃ ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ। (১) সাত্ত্বিক অর্থাৎ নিবৃত্তশাস্ত্রকেই সেবা করিবেন, রাজস তামস প্রবৃত্ত পাষণ্ড-শাস্ত্রকে নয়। (২) তীর্থের জলই সেবা করিবে, গন্ধজল, সুরাদি নহে। (৩) নিবৃত্ত জনগণকেই সেবা করিবে, প্রবৃত্ত-দুরাচারগণকে নহে। (৪) নির্জ্জন দেশেরই সেবা করিবে, রাজপথ দ্যূতক্রীড়াদি-স্থানকে নহে। (৫) ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত প্রাতঃ প্রভৃতি কালকে সেবা করিবে, রজনীমুখ ও রাত্রিকে নহে। (৬) নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের সেবা করিবে, কাম্য-অভিচারাদির নহে। (৭) প্রণবদীক্ষাদি লক্ষণ জন্মের সেবা করিতে হইবে, শাক্তক্ষুদ্রমন্ত্রদীক্ষাদি-লক্ষণ জন্ম নহে। (৮) যজ্ঞেশ্বর জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকদিগের ধ্যান বা চিন্তার সেবা করিবে, কামিনী বা বিদ্বেষীর ধ্যান করিবে না। (৯) প্রণবাদি মন্ত্রেরই সেবা করিবে, কাম্য ক্ষুদ্র মন্ত্রের নহে। (১০) আত্মশোধক সংস্কারগুলিরই সেবা করিবে, দেহ, গেহ, সূনা স্থান (হাঁড়ি কাঠ) প্রভৃতি শোধক সংস্কারের নহে। এই সেবা হইতে সত্ত্ববৃদ্ধি হেতু ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে জ্ঞান। কোন্ পর্য্যন্ত, না, স্মৃতি অর্থাৎ আত্মা পরোক্ষ বা আত্ম-প্রত্যক্ষ কাল পর্য্যন্ত, অপোহন অর্থাৎ দেহদ্বয়াধ্যাস ও তৎকারণভূত গুণগণের অপোহ বা পরিহার পর্য্যন্ত হইবে। সেই জ্ঞান, সেই বিদ্যা জীবোপাধি দগ্ধ করিয়া ইন্ধনাভাবে অগ্নির ন্যায় নিজেই শান্ত হইবে ॥ ৬ ॥

অনুদর্শিনী।

বিষয়	সত্ত্ব	রজঃ	তমঃ
আগম (শাস্ত্র)	নিবৃত্ত	প্রবৃত্ত	পাষণ্ড
জল	তীর্থজল	সুগন্ধিজল	সুরাদি
জন (প্রজা)	নিবৃত্ত	প্রবৃত্ত	দুরাচার
দেশ	নির্জ্জন	রাজপথ	দ্যূতক্রীড়াস্থান
কাল	ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, প্রাতঃ	প্রদোষ	নিশীথ
কর্ম্ম (বৃত্তি)	নিত্যনৈমিত্তিক,	কাম্য	অভিচারাদি
জন্ম (দীক্ষা)	প্রণব	শাক্ত	ক্ষুদ্রমন্ত্র
ধ্যান	যজ্ঞেশ্বর, জ্ঞানী, ধার্ম্মিক,	কামিনী	বিদ্বেষী
মন্ত্র	প্রণব	কাম্য	ক্ষুদ্র
সংস্কার	আত্মশোধক	দেহগেহশোধক	সূনাস্থানাদি-শোধক

এই দশবিধ উৎকৃষ্ট বস্তুর সেবায় সত্ত্ববৃদ্ধিরূপ ধর্ম্মের উদয় হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় ও তৎকারণীভূত রজঃ ও তমোবৃত্তির বিদূরণে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে।

বিদ্যার জীবোপাধি-নাশবিষয়ে পূর্ব্বে ভাঃ ১১।১০।৮ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য ॥ ৬

বেণু-সঙ্ঘর্ষজো বহ্নির্দগ্ধ্বা শাম্যতি তদ্বনম্।
এবং গুণব্যত্যয়জো দেহঃ শাম্যতি তৎক্রিয়ঃ ॥৭॥

অন্বয়। (ননু গুণব্যতিকরাজ্জাতো দেহঃ কথং স্বাশ্রয়ভূতান্ গুণান্ স্বত এবোৎপন্নয়া বিদ্যয়া অপোহ্য স্বয়মপি উপরমেত্তত্রাহ) বেণুসঙ্ঘর্ষজঃ (বেণূনাং সঙ্ঘর্ষণাজ্জাতঃ) বহ্নিঃ (অগ্নির্যথা) তদ্বনং (বেণুবনং সর্ব্বং) দগ্ধ্বা শাম্যতি (স্বয়মপি শাম্যতি) এবং (তথা) তৎক্রিয়ঃ (তস্যাগ্নেরিব ক্রিয়া যস্য সঃ) গুণব্যত্যয়জঃ (গুণবৈষম্যজাতঃ) দেহঃ (শরীরমপি) শাম্যতি (শান্তো ভবতি) ॥৭॥

অনুবাদ। বেণুসঙ্ঘর্ষণজাত অগ্নি যেরূপ নিজের আশ্রয়ভূত বেণুবনকে দগ্ধ করতঃ স্বয়ং আপনাতে আপনি শান্ত হয়, সেইরূপ অগ্নির ন্যায় ক্রিয়াশীল এই গুণবৈষম্যজাত দেহও স্বতঃজাত বিদ্যাদ্বারা নিজ আশ্রয়ভূত গুণ সকলের বিনাশ করিয়া স্বয়ংও নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ। ননু গুণব্যতিকরময়বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিভ্য এব সাধনাভ্যাসেনোৎপন্নং জ্ঞানং কথং স্বহেতুভূতান্ গুণান্ নিরস্যেদত আহ,—বেণূনাং সঙ্ঘর্ষাজ্জতোঽগ্নির্যথা তদ্বনং বেণুবনং দগ্ধ্বা শাম্যতি। এবমেব গুণব্যত্যয়জো দেহঃ দেহোত্থং জ্ঞানং তৎক্রিয়ঃ তস্যাগ্নেরিব ক্রিয়া যস্য সঃ। জীবোপাধিং দগ্ধ্বা পশ্চাৎ স্বয়ং শাম্যতি ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, গুণব্যতিকরময় বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি হইতেই সাধনাভ্যাসে উৎপন্ন জ্ঞান কিরূপে নিজ-হেতুভূত গুণের নিরসন করিতে পারে? তাই বলিতেছেন। বেণু বা বংশের সংঘর্ষ হইতে জাত অগ্নি যেমন সেই বেণুবন দগ্ধ করিয়া শান্ত হয়, এই প্রকারেই গুণব্যত্যয়জ দেহ বা দেহোত্থ জ্ঞান তৎক্রিয় অর্থাৎ সেই অগ্নির ন্যায় উহার ক্রিয়া। জীবোপাধি দগ্ধ করিয়া পরে নিজে নিবৃত্ত হয় ॥ ৭ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ
বিদন্তি মর্ত্ত্যাঃ প্রায়েণ বিষয়ান্ পদমাপদাম্।
তথাপি ভুঞ্জতে কৃষ্ণ তৎ কথং শ্বখরাজবৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়। শ্রীউদ্ধব উবাচ,—(হে) কৃষ্ণ! মর্ত্ত্যাঃ (মনুষ্যাঃ) প্রায়েণ বিষয়ান্ আপদাং পদং (স্থানমিতি) বিদন্তি (জানন্তি) তথাপি শ্বখরাজবৎ (শ্বানো যথা ভৎর্স্যমানা অপি শুনীং-খরা যথা পদ্ভ্যাং তাড্যমানা অপি খরীমনুবধ্নন্তি, অজা যথা নির্লজ্জা হন্তুমানীতা অপি অজামনুধাবন্তি তদ্বৎ) কথং (কেন হেতুনা) তৎ (তান্ বিষয়ান্) ভুঞ্জতে (সেবন্তে তদ্ বদ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! মানবগণ প্রায়ই বিষয়-সম্ভোগকে দুঃখের কারণরূপে অবগত আছে, তথাপি কুকুর যেমন কুকুরী কর্ত্তৃক ভৎসিত হইয়াও, গর্দ্দভ যেরূপ গর্দ্দভী কর্ত্তৃক পাদতাড়িত হইয়াও এবং নির্লজ্জ ছাগ যেরূপ বধ্যস্থানে বধের জন্য আনীত হইয়াও স্ত্রীসঙ্গ কামনা করে, মানবগণ সেইরূপ বিষয়কে কষ্টের কারণ জানিয়াও কেন তাহার সেবা করে, তাহা বলুন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ। ননু যে ন জানন্তস্তে দুর্বিষয়ান্ ভুঞ্জতাং। সাত্ত্বিকসেবয়া ইয়ান্ পুরুষার্থঃ স্যাদিতি জানন্তোঽপি তান্ কথং ভুঞ্জত ইত্যাহ, বিদন্তীতি। শ্বানো যথা ভৎর্স্যমানা অপি উচ্ছিষ্টগ্রাসং, খরা যথা পদ্ভ্যাং তাড্যমানা অপি খরীং, অজা যথা হন্তুমানীতা অপি তদ্বৎ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, যাহারা জানে না, তাহারা দুর্ব্বিষয়সমূহ ভোগ করুক্, কিন্তু সাত্ত্বিক সেবাদ্বারা এরূপ পুরুষার্থ হইতে পারে—ইহা জানিয়াও কেন সেগুলি ভোগ করে? শ্বা অর্থাৎ কুক্কুর যেমন তাড়িত হইয়াও উচ্ছিষ্টগ্রাস কামনা করে, খর অর্থাৎ গর্দ্দভ যেমন গর্দ্দভী কর্ত্তৃক পদদ্বয় দ্বারা তাড়িত হইয়াও তাহাকে কামনা করে এবং অজ বা ছাগ যেমন হত্যার জন্য আনীত হইয়াও অজা কামনা করে, সেইরূপ ॥ ৮ ॥

অনুদর্শিনী। উদ্ধব বলিলেন,—কুক্কুরাদি পশুগণ স্বাভাবিক অজ্ঞতাবশতঃ পরিণামে দুঃখপ্রদ ভোগের জন্য যত্ন করে, কিন্তু বিচার-সামর্থ্যযুক্ত মানবগণ বিষয়সম্পদ

বিপৎসঙ্কুল জানিয়াও কুক্কুরাদির ন্যায় বিষয়ে কেন প্রবৃত্ত হয় ? ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

অহমিত্যন্যথাবুদ্ধিঃ প্রমত্তস্য যথা হৃদি।
উৎসর্পতি রজো ঘোরং ততো বৈকারিকং মনঃ ॥
রজোযুক্তস্য মনসঃ সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ।
ততঃ কামো গুণধ্যানাদ্দুঃসহঃ স্যাদ্ধি দুর্ম্মতেঃ ॥
৯-১০॥

অন্বয়। (মিথ্যাভিনিবেশেন ভুঞ্জতে ইতি সহেতুকমাহ) শ্রীভগবান্ উবাচ,—প্রমত্তস্য (বিবেকশূন্যস্য) অহম্ ইতি (দেহাদাবহমিতি) অন্যথাবুদ্ধিঃ (মিথ্যাবুদ্ধিঃ) হৃদি যথা (যথাবৎ) উৎসর্পতি (উৎপদ্যতে) ততঃ (অহংবুদ্ধেশ্চ) বৈকারিকং (সত্ত্বপ্রধানমপি) মনঃ (প্রতি) ঘোরং (দুঃখাত্মকং) রজঃ (উৎসর্পতি মনোব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ, কিঞ্চ ততঃ) রজোযুক্তস্য মনসঃ সবিকল্পকঃ (ইদমেবমিদমেবং ভোগ্যমিতি বিকল্পযুক্তঃ) সঙ্কল্পঃ স্যাৎ ততঃ (চ) দুর্ম্মতেঃ (অহো রূপমহো ভাব ইতি) গুণধ্যানাৎ দুঃসহঃ (দুর্দ্ধরঃ) কামঃ (স্যাৎ হি (ভবেদেবেত্যর্থঃ) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব ! বিবেকশূন্য প্রমত্ত ব্যক্তির হৃদয় সর্ব্বাগ্রে দেহাত্মবুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞানের উদয় হয়, তাহা হইতে দুঃখাত্মক রজোগুণ সত্ত্ব-প্রধান মনকে ব্যাপ্ত করে। অনন্তর রজঃগুণযুক্ত মনে বিকল্প ও সঙ্কল্প উদিত হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে দুর্ম্মতি পুরুষের বিষয়-চিন্তার ফলে দুঃসহ বিষয়-বাসনারূপ কাম সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৯-১০ ॥

বিশ্বনাথ। যে দুর্ব্বিষয়ান্ ভুঞ্জতে তে বিদ্বাংস এব নোচ্যন্তে কিন্তু বিদ্বন্মানিন এব। তে বিষয়ান্ নিন্দন্তোঽপি যথা ভুঞ্জতে তত্র প্রকারং শৃণ্বিত্যাহ,—অহমিতি ত্রিভিঃ। প্রথমং দেহাদাবহমিতি হৃদি মিথ্যাবুদ্ধিরুৎকর্ষেণ সর্পতি। ততঃ প্রমত্তস্য তস্য ঘোরং কর্তৃ বৈকারিকং সাত্ত্বিকমপি মনঃ প্রতি উৎসর্পতি মনোব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ। প্রথমমিদং ভোগ্যমিতি সঙ্কল্পঃ ততশ্চ ইদমেবং ভোগ্যমিদমেবং ভোগ্যমিতি সবিকল্পঃ সবিশেষঃ সঙ্কল্পঃ স্যাৎ। ততশ্চ অহো রূপমহো ভাব ইতি দুর্নিরোধঃ কামঃ স্যাৎ ॥ ৯-১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাহারা দুর্ব্বিষয় ভোগ করে, তাহাদিগকে বিদ্বান্ বলা হয় না, কিন্তু বিদ্বন্মানী। তাহারা বিষয়কে নিন্দা করিয়াও যেরূপে ভোগ করে, তাহার প্রকার শ্রবণ কর (তিনটী শ্লোকে)। প্রথমে দেহাদিতে 'আমি' হৃদয়ে এই মিথ্যাবুদ্ধি বেশ উত্তম চলিতে থাকে। তাহা হইতে প্রমত্ত তাহার ঘোর রজঃ-বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক মনকেও উপসর্পণ করে অর্থাৎ ব্যাপিয়া ফেলে।

প্রথমে ইহা ভোগ্য এই সঙ্কল্প, তাহার পর ইহা এই-রূপে ভোগ্য, উহা ঐরূপে ভোগ্য এই সবিকল্প অর্থাৎ সবিশেষ সঙ্কল্প হইবে। তাহার পর আহা কি রূপ, আহা কি ভাব, এই প্রকার দুর্নিরোধ কাম হইবে। ॥৯-১০ ॥

অনুদর্শিনী। জড়বিষয়ভোগে প্রমত্ত ব্যক্তিগণ অবিদ্বান্ হইয়াও আমরা বিদ্বান্ বলিয়া অভিমান করে। তাহারা আত্ম-বিস্মৃত এবং দেহে আত্মাভিমানী। রাজসিক প্রবৃত্তিদ্বারা তাহাদের হৃদ্দেশ অধিকৃত। সুতরাং মিথ্যাভিনিবেশেই তাহারা বিষয়ভোগে প্রমত্ত হয়।

সাত্ত্বিক মন রজোগুণযুক্ত বা প্রবৃত্তিযুক্ত হইলে সঙ্কল্প ও বিকল্প করে এবং বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে দুরপনেয় কামদ্বারা অভিভূত হয়।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ···॥ গীঃ ২।৬২

জীবের বিষয়সমূহের ধ্যান হইতে বিষয়ে সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় ॥ ৯-১০ ॥

করোতি কামবশগঃ কর্ম্মাণ্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
দুঃখোদর্কাণি সংপশ্যন্ রজোবেগবিমোহিতঃ ॥১১॥

অন্বয়। (ততঃ) কামবশগঃ রজোবেগবিমোহিতঃ (রজোগুণবেগেন বিমোহিতঃ) অবিজিতেন্দ্রিয়ঃ (জনঃ)

সংপশ্যন্ (জানন্নপি) দুঃখোদর্কাণি (দুঃখোত্তরফলকানি) কর্ম্মাণি করোতি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। অনন্তর বিষয়-বাসনা বশীভূত রজোগুণ বিমোহিত অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কর্ম্মসমূহের পরিণামে দুঃখরূপ ফল প্রত্যক্ষে অবলোকন করিয়াও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ। ততস্তদ্বিষয়-প্রাপ্ত্যর্থং কর্ম্মাণি দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলানি তানি চ দুঃখোদর্কাণি পশ্যন্ জানন্নপি ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। তৎপরে তদ্‌বিষয় প্রাপ্তি নিমিত্ত দৃষ্টাদৃষ্টফল, কর্ম্মগুলি দুঃখোদর্ক (পরিণামে দুঃখপ্রদ) দেখিয়া বা জানিয়াও করে ॥ ১১ ॥

অনুদর্শিনী। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-পরবশ, সুতরাং সে জানিয়াও দুঃখের আবাহন করে। পূর্ব্বের ৮ শ্লোকোক্ত প্রশ্নের উত্তর ॥ ১১ ॥

রজস্তমোভ্যাং যদপি বিদ্বান্ বিক্ষিপ্তধীঃ পুনঃ।
অতন্দ্রিতো মনো যুঞ্জন্ দোষদৃষ্টির্ন সজ্জতে ॥১২॥

অন্বয়। (এবং চেন্ন কস্যাপি দুঃখনিবৃত্তিঃ স্যাদিত্যা-শঙ্ক্যাহ) যদপি (যদ্যপি) রজস্তমোভ্যাং বিক্ষিপ্তধীঃ (মূঢ়ধীশ্চ তথাপি) বিদ্বান্ (বিবেকী) অতন্দ্রিতঃ (সাবধানঃ সন্) পুনঃ মনঃ যুঞ্জন্ নিরুন্ধন্ দোষদৃষ্টিঃ (দোষং পশ্যন্ তত্র) ন সজ্জতে (পুনর্নাসক্তো ভবতি) ॥১২ ॥

অনুবাদ। বিবেকী পুরুষ রজঃ তমোগুণে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইলেও সাবধানের সহিত মনকে সংযত করিয়া বিষয়ভোগের দোষ দর্শন পূর্ব্বক বিষয়ে পুনরায় আসক্ত হন না ॥১২॥

বিশ্বনাথ। বিদ্বাংস্তু যদ্যপি রজস্তমোভ্যাং বিক্ষিপ্তধীঃ সতন্দ্রধীশ্চ কথঞ্চিৎ স্যাত্তদপি ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ। কিন্তু যদিও বিদ্বান্ রজঃ তমঃ দ্বারা বিক্ষিপ্তধী কিন্তু কোনও রূপে সতন্দ্রধী হইয়া পড়েন, তাহা হইলেও ॥১২॥

অনুদর্শিনী। পরিণাম দুঃখ জানিয়াও লোক যখন বিষয় গ্রহণ করে তখন কাহারও দুঃখের নিবৃত্তি হয় না—এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তির কথা বলিতেছেন—তাহা হইলেও অর্থাৎ বিক্ষিপ্তবুদ্ধি হইলেও বিষয়ে আসক্ত হন না ॥১২॥

অপ্রমত্তোঽনুযুঞ্জীত মনোময্যর্পয়ন্ শনৈঃ।
অনির্ব্বিণ্ণো যথাকালং জিতশ্বাসো জিতাসনঃ ॥১৩॥

অন্বয়। (বিষয়দোষদৃষ্ট্যাপি মনোনিরোধাসক্তৌ সুখং তন্নিরোধোপায়মাহ) অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ) অনির্ব্বিণ্ণঃ (অনলসঃ) জিতশ্বাসঃ জিতাসনঃ (চ সন্) যথাকালং (ত্রিসবনং) ময়ি (পরমানন্দরূপে) মনঃ অর্পয়ন্ শনৈঃ (ক্রমশঃ) অনুযুঞ্জীত (সমাদধ্যাৎ) ॥১৩॥

অনুবাদ। অপ্রমত্ত, অনলস ব্যক্তি আসন ও প্রাণ-বায়ুকে জয় করিয়া ত্রিকালে পরমানন্দস্বরূপ আমাতে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ একাগ্রতা অভ্যাস করিবে ॥১৩॥

এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্ব্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা ॥১৪॥

অন্বয়। (বিষয়ৈঃ সংগ্রথিতস্য মনস স্তদ্বিয়োগেনে-শ্বর-নিষ্ঠত্বমসম্ভাবিতং মন্যমানং প্রতি তন্নিরূপণায়েতি-হাসমুপক্ষিপতি) সর্ব্বতঃ (সর্ব্ববিষয়েভ্যঃ) মনঃ আকৃষ্য (সংগৃহ্য) ময়ি যথা (যথাবৎ) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) আবে-শ্যতে (স্থিরীক্রিয়তে) এতাবান্ (অয়মেব) যোগঃ সনকাদিভিঃ মচ্ছিষ্যৈঃ (মম ভক্তৈঃ) অনাদিষ্টঃ (উপদিষ্টঃ) ॥১৪॥

অনুবাদ। যাবতীয় বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ পূর্ব্বক যথাযথভাবে সাক্ষাৎ আমাতে ধারণ করাই সনকাদি আমার ভক্তগণ যোগরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ॥১৪॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যদা ত্বং সনকাদিভ্যো যেন রূপেণ কেশব।
যোগমাদিষ্টবানেতদ্রূপমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥১৫॥

অন্বয়। শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ,—(হে) কেশব ! ত্বং যদা

যেন রূপেণ সনকাদিভ্যঃ যোগম্ আদিষ্টবান্ এতৎ রূপং (তং কালং তদেতদ্রূপঞ্চ) বেদিতুম্ ইচ্ছামি (তৎ কথয়েতি) ॥১৫॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে কেশব! আপনি যে সময়ে ও যে রূপে সনকাদি ঋষিগণকে যোগ-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সেই কাল ও সেই রূপের বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥১৫॥

বিশ্বনাথ। অতন্দ্রিত ইত্যস্যার্থমাচষ্টে,—অপ্রমত্ত ইতি। কুত্র মনো যুঞ্জন্নিত্যত আহ—ময়ি অনুযুঞ্জীতেতি। অনির্বিণ্ণ ইতি তদপি মনো নিরোধো যদি ন স্যাৎ তদপি তৎপ্রযত্নান্ন বিরমেদিতি ভাবঃ ॥১৩-১৫॥

বঙ্গানুবাদ। অতন্দ্রিত (১২ শ্লোকে) ইহার অর্থ বলিতেছেন। কোথায় মন অনুযুক্ত করিবে? ইহাতে বলিতেছেন—আমাতে অনুযুক্ত করিবে। অনির্ব্বিণ্ণ তাহাতেও যদি মন নিরোধ না হয়, তাহা হইলেও তাহার প্রযত্ন হইতে বিরত হইবে না ॥১৩-১৫॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবানে মনোনিবেশে আনন্দ হয় ও অনায়াসে মনোনিরোধ হয়।

অতএব চঞ্চল মনকে যত্ন করিয়া ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত করিতে হইবে। সে স্বভাববশতঃ অন্যদিকে ধাবিত হইলেও ভগবানের কৃপাপ্রার্থী হইয়া মনকে ভগবানের চিন্তায় নিরত রাখিতে হইবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নরাকৃতি-পরব্রহ্মরূপী ও সর্ব্বাবতারী। উদ্ধব সেই ভগবানের হংস অবতারের রূপ ও কালাদির কথা প্রশ্ন করিয়াছেন ॥১৩-১৫॥

শ্রীভগবানুবাচ

পুত্রা হিরণ্যগর্ভস্য মানসাঃ সনকাদয়ঃ।
পপ্রচ্ছুঃ পিতরং সূক্ষ্মাং যোগস্যৈকান্তিকীং গতিম্ ॥১৬॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ,—হিরণ্যগর্ভস্য (ব্রহ্মণঃ) মানসা (মনোভাবাঃ) সনকাদয়ঃ পুত্রাঃ পিতরং (হিরণ্য-গর্ভং) যোগস্য সূক্ষ্মাং (দুর্জ্ঞেয়াম্) ঐকান্তিকীং গতিং (পরাং কাষ্ঠাং) পপ্রচ্ছুঃ ॥১৬॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—কোন এক সময়ে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মার নিকট যোগের দুর্জ্ঞেয় পরাকাষ্ঠার কথা জিজ্ঞাসা করতঃ বলিয়াছিলেন ॥১৬॥

বিশ্বনাথ। ঐকান্তিকীং গতিং পরাং কাষ্ঠাম্ ॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ। ঐকান্তিকী গতি অর্থাৎ পরা-কাষ্ঠা ॥১৬॥

শ্রীসনকাদয় উচুঃ

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রভো।
কথমন্যোন্যসংত্যাগো মুমুক্ষোরতিতিতীর্ষোঃ ॥১৭॥

অন্বয়। শ্রীসনকাদয় উচুঃ,—(কথিতবন্তঃ) (হে) প্রভো! গুণেষু (বিষয়েষু স্বভাবতো রাগাদিবশাৎ) চেতঃ (চিত্তম্) আবিশতে (প্রবিশতি) গুণাঃ চ (অনুভূতা বিষয়া বাসনারূপেণ) চেতসি (চিত্তে প্রবিশন্তি) অতিতিতীর্ষোঃ (বিষয়ানতিক্রমিতুমিচ্ছোঃ) মুমুক্ষোঃ (মুক্তিকামিনঃ পুরুষস্য) কথং (কেন প্রকারেণ) অন্যোন্যসংত্যাগঃ (বিষয়চেতসোঃ পরস্পরমসম্বন্ধো ভবেৎ) ॥১৭॥

অনুবাদ। শ্রীসনকাদি ঋষিগণ বলিলেন,—হে প্রভো! রাগের বশবর্ত্তী হইয়া মানবগণের চিত্ত স্বভাবতঃ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বিষয় ও বাসনারূপে চিত্তে প্রবেশ করে, সুতরাং যাঁহারা বিষয়সমূহ অতিক্রম করিতে অভিলাষী তাদৃশ মুমুক্ষু পুরুষের কিরূপে এই বিষয় ও চিত্তের পরস্পর সম্বন্ধ বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে তাহা আপনি বর্ণন করুন ॥১৭॥

বিশ্বনাথ। গুণেষু বিষয়েষু স্বভাবতো রাগাদেব চেতঃ প্রবিশতি। তে চানুভূতা বিষয়াশ্চেতসি প্রবিশন্তি। অতিতিতীর্ষোর্বিষয়ানতিক্রমিতুমিচ্ছোঃ ॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ। গুণ অর্থাৎ বিষয়সমূহে স্বভাবতঃ রাগবশতঃই চেতঃ (মন) প্রবিষ্ট হয়। সেই অনুভূত বিষয়গুলিও চিত্তে প্রবিষ্ট হয়। অতিতিতীর্ষু অর্থাৎ বিষয়গুলি অতিক্রম করিতে ইচ্ছু ॥১৭॥

অনুদর্শিনী। বদ্ধ জীবের চিত্ত গুণমিশ্রহেতু

স্বভাবতঃ বিষয়ানুরাগী। আবার বিষয়গুলি বাসনারূপে অর্থাৎ সংস্কাররূপে চিত্তস্থ। অতএব বিষয়-বাসনা ত্যাগের উপায় কি ? ॥১৭॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এবং পৃষ্টো মহাদেবঃ স্বয়ম্ভূর্ভূতভাবনঃ।
ধ্যায়মানঃ প্রশ্নবীজং নাভ্যপদ্যত কর্ম্মধীঃ ॥১৮॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ,—মহাদেবঃ (মহান্ দেবোঽপি) স্বয়ম্ভূঃ (ব্রহ্মা অপি) ভূতভাবনঃ (ভূতানাং স্রষ্টাপি সঃ) কর্ম্মধীঃ (কর্ম্মবিক্ষিপ্তধীঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তং) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) ধ্যায়মানঃ (বিচারয়ন্নপি) প্রশ্নবীজং (প্রশ্নস্য বীজং তত্ত্বং) ন অভ্যপদ্যত (ন অবিদৎ) ॥১৮॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! ব্রহ্মা দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া এবং স্বয়ং কারণ রহিত ও সর্ব্বভূতের স্রষ্টা হইয়াও কর্ম্মবিক্ষিপ্তচিত্ততাবশতঃ বহু চিন্তা করিয়াও পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিলেন না। ১৮॥

বিশ্বনাথ। মহাদেবোঽপি স্বয়ম্ভূরপি ভূতানাং স্রষ্টাপি ধ্যায়মানঃ বিচারয়ন্নপি প্রশ্নস্য বীজং যদজ্ঞানাদয়ং প্রশ্নস্তৎশুদ্ধত্বং পদার্থত্বং নাভ্যপদ্যত জ্ঞাতুং নাশক্নোদিত্যর্থঃ। যতঃ কর্ম্মধীঃ স্বীয়সৃষ্টিমাত্রকর্ম্মাসক্তবুদ্ধিঃ ॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ। মহাদেব, স্বয়ম্ভু এবং ভূতগণের স্রষ্টা হইয়াও (ব্রহ্মা) চিন্তা ও বিচারনিরত হইলেও প্রশ্নের বীজ অর্থাৎ যে অজ্ঞান হইতে এই প্রশ্ন, তাহার শুদ্ধত্ব ও পদার্থত্ব পাইলেন না অর্থাৎ জানিতে পারিলেন না। যেহেতু কর্ম্মধী অর্থাৎ নিজ-সৃষ্টিমাত্রকর্ম্মে আসক্তবুদ্ধি ॥১৮॥

অনুদর্শিনী। ব্রহ্মা শ্রীভগবানের নাভিপদ্মজাত এবং তৎকৃপায় লোকস্রষ্টা ও আদি গুরু। যাহার দুশ্চর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ স্বীয় দর্শনদানে তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—"ঋষিমাদ্যং ন বধ্নাতি পাপীয়াস্ত্বাং রজোগুণঃ। যন্মনো ময়ি নির্ব্বন্ধং প্রজাঃ সংসৃজতোঽপি তে ॥"—ভাঃ ৩।৯।৩৫—অর্থাৎ তুমি আদ্য ঋষি, তুমি প্রজা সৃষ্টি করিলেও তোমার মন আমাতেই নির্ব্বন্ধ আছে, অতএব বিক্ষেপক রজোগুণ তোমাকে বন্ধন করিতে পারিবে না। এবং সেই ব্রহ্মা স্বতনয় দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন—'ন ভারতী মেঽঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে ন' বৈ কচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ। ন মে হৃষীকানি পতন্ত্যসৎপথে, যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ ॥—ভাঃ ২।৬।৩৪ অর্থাৎ হে পুত্র! আমি উদ্রিক্ত ভক্তি সহকারে হৃদয়মধ্যে শ্রীহরির ধ্যান করিয়াছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ শ্রীহরির করুণাপ্রভাবে আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না, মনের গতি প্রতিকূল চিন্তার অভিমুখে প্রধাবিত হয় না এবং ইন্দ্রিয় সকল কুমার্গে ধাবিত হয় না। কিন্তু সেই ভগবান্ই আজ ব্রহ্মার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত বলায় বুঝিতে হইবে যে, নিজ-মহিমা-প্রকাশের জন্য শ্রীভগবানেরই ইচ্ছায় ব্রহ্মার সম্প্রতি কর্ম্মাধীনত্ব ॥১৮॥

স মামচিন্তয়দ্দেবঃ প্রশ্নপারতিতীর্ষয়া।
তস্যাহং হংসরূপেণ সকাশমগমং তদা ॥১৯॥

অন্বয়। (তদানীং) সঃ দেবঃ (ব্রহ্মা) প্রশ্নপারতিতীর্ষয়া (প্রশ্নস্য পারমুত্তরমভিপ্রায়ো বা তস্য তিতীর্ষয়া (জিজ্ঞাসয়া) মাম্ অচিন্তয়ৎ তদা (তস্মিন্ কালে) অহং হংসরূপেণ (যথা হংসো নীরং ক্ষীরঞ্চ পৃথক্ কর্ত্তুং শক্তস্তথাহং হংসরূপেণ) তস্য (হিরণ্যগর্ভস্য) সকাশম্ অগমং (গতবান্) ॥১৯॥

অনুবাদ। তখন ব্রহ্মা প্রশ্নের উত্তর জানিবার নিমিত্ত আমাকে চিন্তা করিলে আমি তখন হংসরূপে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলাম ॥১৯॥

দৃষ্ট্বা মাং ত উপব্রজ্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্।
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা পপ্রচ্ছুঃ কো ভবানিতি ॥২০॥

অন্বয়। (তদানীং) তে (সনকাদয়ঃ) মাং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণম্ অগ্রতঃ কৃত্বা উপব্রজ্য (মৎসমীপমাগত্য) পাদাভিবন্দনং কৃত্বা ভবান্ কঃ ইতি (মাং) পপ্রচ্ছুঃ (পৃষ্টবন্তঃ) ॥২০॥

অনুবাদ—তৎকালে সনকাদি ঋষিগণ আমাকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মৎসমীপে আগমন-

পূর্ব্বক আমার চরণ বন্দন করিয়া "আপনি কে" এইরূপ প্রশ্ন করিলেন ॥২০॥

বিশ্বনাথ। হংসরূপেণেতি। যথা হংসো নীরং ক্ষীরঞ্চ পৃথক্ কর্ত্তুং শক্তস্তথাহং গুণাশ্চেতশ্চেতি দ্যোতয়িতুমিতি ভাবঃ ॥১৯ ২০॥

বঙ্গানুবাদ—হংসরূপে অর্থাৎ হংস নীর ও ক্ষীর (জল ও দুগ্ধ) পৃথক্ করিতে সমর্থ সেইরূপ আমি গুণসমূহই চেতঃ ইহা স্পষ্টীকৃত করিতে এই ভাবে ॥১৯-২০ ॥

ইত্যহং মুনিভিঃ পৃষ্টস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুভিস্তদা।
যদবোচমহং তেভ্যস্তদুদ্ধব নিবোধ মে ॥২১॥

অন্বয়। (হে) উদ্ধব ! তদা (তস্মিন্ কালে) অহং তত্ত্বজিজ্ঞাসুভিঃ (যোগতত্ত্বজ্ঞানার্থিভিঃ) মুনিভিঃ ইতি পৃষ্ট অহং তেভ্যঃ (মুনিভ্যঃ) যৎ অবোচম্ (উক্তবান্) তৎ মে (মম বচনং) নিবোধ (শৃনু) ॥২১॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! যোগতত্ত্বজ্ঞানার্থী মুনিগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম সেই সকল কথা তুমি শ্রবণ কর ॥২১॥

বিশ্বনাথ। অহং তেভ্যঃ অহন্তা অভিমানস্তস্যা ইভ্যঃ স্বামী তন্নিয়ন্তা ন তু তন্নিয়ম্যঃ "ইভ্য আঢ্যো ধনী স্বামী" ইত্যমরঃ ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ। আমি তাঁহাদিগকে (অহং তেভ্যঃ) অথবা অহংতা অভিমান, তাহার ইভ্য অর্থাৎ স্বামী, তাহার নিয়ন্তা, তাহার বশ নয়। ইভ্য অর্থে স্বামী—অমরকোষ অভিধানে উল্লিখিত 'ইভ্য, আঢ্য, ধনী, স্বামী' ॥২১॥

অনুদর্শিনী। ভগবান্‌ই অভিমানের নিয়ন্তা ॥২১॥

বস্তুনো যদ্যনানাত্ব আত্মনঃ প্রশ্ন ঈদৃশঃ।
কথং ঘটেত বো বিপ্রা বক্তুর্বা মে ক আশ্রয়ঃ ॥২২॥

অন্বয়। (দেহাদি-বিবিক্তাত্মজ্ঞানে সতি তন্নিষ্ঠস্য রাগাদ্যসম্ভবাৎ স্বয়মেব বিষয়চেতসোর্ব্বিশ্লেষো ভবতীতি বক্তুং প্রশ্নখণ্ডনমিষেণৈব তাবদাত্মানাত্মবিবেকমাহ) (হে) বিপ্রাঃ ! যদি (মাং জীবং জ্ঞাত্বা কো ভবানিতি প্রশ্নঃ ক্রিয়তে তদা) বস্তুনঃ (বস্তুভূতস্য) আত্মনঃ (জীবস্য) অনানাত্বে (সতি) বঃ (যুষ্মাকম্) ঈদৃশঃ (বহুষু নির্দ্ধারণ-রূপঃ) প্রশ্নঃ (কো ভবানেবং রূপঃ) কথং (কেন প্রকারেণ) ঘটেত (সঙ্গচ্ছেত) বক্তুঃ (উত্তরদাতুঃ) মে (মম) বা কঃ আশ্রয়ঃ (অবিশেষে আত্মনি কং জাতিগুণাদিবিশেষমাশ্রিত্যোত্তরং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ) ॥২২

অনুবাদ। হে বিপ্রগণ! আপনারা যদি আমাকে জীব জ্ঞান করিয়া "আপনি কে ?" এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বস্তুগত জীবগণের একত্বহেতু ঈদৃশ নির্দ্ধারণরূপ প্রশ্ন করা সঙ্গত হয় না, পক্ষান্তরে আত্মার কোনরূপ জাতি-গুণাদি বিশেষত্ব না থাকায় আমি বা কাহাকে আশ্রয় করিয়া উত্তর দিব ? ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ। কিং মাং জীবং জ্ঞাত্বা কো ভবানিতি প্রশ্নঃ ক্রিয়তে ভৌতিকদেহং জ্ঞাত্বা বা পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা বেতি বিকল্প্য প্রথম জীবপক্ষং দূষয়তি। বস্তুনো বস্তুভূতস্য আত্মনো জীবস্য যদি প্রশ্নস্তাপি তস্য চিৎকণৈকরূপতয়া জাতিগুণাদিবিশেষাভাবেন চ বস্তুনঃ খলু নানাত্মকস্যাপ্যনানাত্বে সতি কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নঃ কথং ঘটেত। বক্তুরুত্তরদাতুর্বা মে ক আশ্রয়ঃ। কং জাতিগুণাদিবিশেষমাশ্রিত্যামুকোঽহমিত্যুত্তরং দাস্যামীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমাকে কি জীব মনে করিয়া 'আপনি কে ?' এই প্রশ্ন করা হইতেছে ? অথবা ভৌতিক দেহ মনে করিয়া, না, পরমেশ্বর মনে করিয়া ?—এই বিকল্প করিয়া প্রথমে জীবপক্ষের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। বস্তু অর্থাৎ বস্তুভূত আত্মা অর্থাৎ জীবের (সম্বন্ধে) যদি প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে সর্ব্বজীবই চিৎকণৈকরূপ বলিয়া জাতিগুণাদির বিশেষ ভাব না থাকায় নানাত্মক বস্তুরও অনানাত্ব হইলে 'কে আপনি' এই যে তোমাদের প্রশ্ন কিরূপে ঘটিবে ? বক্তা অর্থাৎ উত্তরদাতা যে আমি, আমার কোন্ আশ্রয় অর্থাৎ জাতিগুণাদিবিশেষ কোন্‌টীকে আশ্রয় করিয়া 'আমি অমুক' এই উত্তর দিব ? ॥ ২২ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ বিপ্রগণকে প্রশ্ন করিলেন—তোমরা আমাকে জীবাত্মা, না দেহ, না পরমেশ্বর—কি বলিয়া আমার স্বরূপ জানিতে চাহ? যদি জীব সম্বন্ধে প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। কেন না, জীব মাত্রই চিৎকণ। অতএব তাহাদের পরস্পর ভেদ নির্দ্দেশ করা যায় না। যদি তাহাই হয়, তবে তোমরাই বা কোন জাতি প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আমাকে অন্য হইতে পৃথক করিয়া বুঝিবার জন্য তদ্রূপ প্রশ্ন করিতেছ এবং আমিই বা কোন জাত্যাদি বিশেষ ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক তাহার উত্তর প্রদান করিব? অতএব তোমাদিগের প্রশ্ন এবং আমার উত্তর উভয়ই অসম্ভব হইতেছে॥ ২২॥

পঞ্চাত্মকেষু ভূতেষু সমানেষু চ বস্তুতঃ।
কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নো বাচারম্ভো হ্যনর্থকঃ॥২৩॥

অন্বয়। পঞ্চাত্মকেষু (পঞ্চভূতাত্মকেষু) বস্তুতঃ (পরমকারণাত্মনা) সমানেষু চ (অভিন্নেষু চ) ভূতেষু (দেবমনুষ্যাদিষু দেহেষু) বঃ (যুষ্মাকং) কঃ ভবান্ ইতি প্রশ্নঃ হি (যতঃ) অনর্থকঃ (ততঃ) বাচারম্ভঃ (বাঙ্মাত্রেণারব্ধঃ)॥ ২৩॥

অনুবাদ। দেব-মনুষ্যাদি সমস্ত দেহই পঞ্চভূতাত্মক এবং এক ভগবদ্বস্তুর অধীনতা হেতু সমান বলিয়া "আপনি কে?" এই প্রশ্ন নিরর্থক সুতরাং ইহা কেবল বাক্যারম্ভ মাত্র॥ ২৩॥

বিশ্বনাথ। দেহপক্ষং দূষয়তি,—পঞ্চেতি। বস্তুতো বস্তুবিচারে সতি দেহস্থানাং ভূতানাং পঞ্চাত্মকত্বাৎ কো ভবানিত্যেকত্বেন প্রশ্নো ন ঘটতে। তস্মাৎ কে যূয়ং পঞ্চেত্যুচ্যতামিতি ভাবঃ। ননু তেষাং পঞ্চানাং মিলিতত্বেনৈকত্বং মন্যামহে ইত্যত আহ—সমানেষু সর্ব্বত্রাপি মনুষ্যাদি দেহেষু তেষু পঞ্চসু সমানেষু সৎসু সমানত্বাদেব পূর্ব্বো জীববদৈক্যাৎ কো ভবানিতি পুনরপি প্রশ্নো ন ঘটতে। ননু চ বিদুষামপি প্রশ্নোত্তরেষ্বেবমেব ব্যবহারো দৃশ্যতে যতো ভবতাপি বো বিপ্রা ইতি চোক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ, বাচারম্ভ ইতি। মম ত্বয়ং বাচারম্ভো হ্যনর্থক এব ময়া তু বাঙ্মাত্রেণারভ্যতে যুষ্মদ্বচনানুবাদরীত্যা যুষ্মৎ প্রশ্নবদঘটমানত্বাদনর্থকমেব প্রযুক্তমিত্যর্থঃ। অথৈবাস্মাভিরপীতি চেদ্ব্রূধ্বে তর্হি যূয়মজ্ঞানিনঃ এব কথং তত্ত্বং জিজ্ঞাসধ্বে কিমত্র ন লজ্জধ্বে ইতি ভাবঃ॥ ২৩॥

বঙ্গানুবাদ। দেহ-পক্ষের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। বস্তুত অর্থাৎ বস্তু বিচার হইলে দেহস্থ ভূতগণ পঞ্চাত্মক বলিয়া 'কে আপনি' এই একত্বসূচক প্রশ্ন ঘটিতে পারে না। সেই হেতু 'কে পঞ্চ আপনারা'? এই বল। যদি বল সেই পঞ্চভূত মিলিত বলিয়া একত্ব বিচার করিতেছি, তাহা হইলে সমান অর্থাৎ মনুষ্যাদি দেহ সর্ব্বত্রই সেই পঞ্চ সমান হইলে সমান বলিয়া পূর্ব্বের জীব তুল্য একই বলিয়া 'কে আপনি' পুনরায় এ প্রশ্ন ঘটিতে পারে না। আর যদি বল বিদ্বান্ দিগের ও প্রশ্নোত্তর বিষয়ে এই রূপই ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যে হেতু আপনি ও 'হে বিপ্রগণ' আপনারা বলিয়াছেন—এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—আমার কিন্তু এই বাচারম্ভ (বাক্যারম্ভ) অনর্থকই। আমি কিন্তু বাঙ্মাত্রেই তোমাদের বচনের অনুবাদরীতি-অনুসারে আরম্ভ করিলাম। তোমাদের প্রশ্নের ন্যায় অঘটমান বলিয়াই অনর্থভাবে প্রযুক্ত। যদি বল আমরাও তাহাই করিয়াছি, তাহা হইলে তোমরা অজ্ঞানী হইয়া কেন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহাতে কি লজ্জা হয় না? ॥ ২৩॥

অনুদর্শিনী। আর যদি দেহকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন হয় তবে তাহা ও নিরর্থক। কারণ চৈতন্যাংশে যেমন আত্মার পরস্পরের কোন পার্থক্য নাই, তেমন পঞ্চভূতাংশে ও দেব-মনুষ্যাদি দেহে পরস্পরে কোন ভেদ নাই। সকল দেহই পঞ্চভূতময়। অতএব 'আপনি কে' এ প্রশ্ন হইতে পারে না॥২৩॥

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা॥২৪॥

অন্বয়। (তত্র পঞ্চাত্মকত্বং প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধমেবেতি পরমকারণাভেদমেবোপপাদয়তি) মনসা বচসা দৃষ্ট্যা

অন্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (যদ্ যৎ) গৃহ্যতে (তত্তৎ) অহম্ এব মত্তঃ অন্যৎ (ভিন্নং) ন (ন ভবতি) ইতি অঞ্জসা (তত্ত্ববিচারেণ) বুধ্যধ্বম্ (অবগচ্ছত) ॥২৪॥

অনুবাদ। মন, বাক্য, দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল বিষয় গ্রহণ করা হয়, তৎসমুদয়ই আমার স্বরূপ, আমা হইতে ভিন্ন নহে। ইহা তত্ত্ববিচারের দ্বারা অবগত হইবে ॥২৪॥

বিশ্বনাথ। পরমেশ্বরপক্ষং দূষয়তি,—মনসেতি। পরমেশ্বরান্তরাভাবান্মম সজাতীয়ভেদো নাস্ত্যেব যচ্চ মন আদিভির্গৃহ্যতে তদহমেব নতু অন্যৎ মচ্ছক্তিকার্য্যত্বাদিতি বিজাতীয়ভেদোঽপি নাস্ত্যতঃ কো ভবনিতি প্রশ্নো ন ঘটতে ইতি ভাবঃ ॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ। পরমেশ্বরপক্ষের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। অন্য পরমেশ্বর না থাকায় আমার সজাতীয় ভেদ নাই। যাহা মন প্রভৃতিদ্বারা গৃহীত হয় সে আমিই অন্য নহে অর্থাৎ আমার শক্তির কার্য্য বলিয়া বিজাতীয় ভেদও নাই। অতএব 'কে আপনি' এই প্রশ্ন ঘটে না ॥২৪॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবানই যে সর্ব্বাত্মক তাহা দেখাইতেছেন।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ শ্বেতাশ্বতর

'একমেবাদ্বিতীয়ং'—ছাঃ ৬।২।১ অর্থাৎ ব্রহ্ম একই অদ্বিতীয়। সুতরাং দ্বিতীয় ভগবান্ না থাকায় তিনি সজাতীয় ভেদশূন্য। 'ততো বৈ সদজায়ত'—তৈঃ ২।৭ অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ (ব্রহ্মের বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির পরিণাম) উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং মন প্রভৃতির দ্বারা রূপরসাদি যে বিষয়-সকল গৃহীত হয় উহা ভগবানের মায়াশক্তির কার্য্য বলিয়া ভগবান্ বিজাতীয়শূন্য। অতএব আপনি কে ? এই প্রশ্ন ঘটে না ॥২৪॥

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রজাঃ।
জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ ॥২৫॥

অন্বয়। (এবং প্রশ্নখণ্ডনমিষেণৈবাত্মস্বরূপং সামান্যতো নিরূপ্য ব্রহ্মণোঽপি দুষ্পরিহরং যৎ পৃষ্টং তত্রোত্তরমাহ) প্রজাঃ! (হে পুত্রাঃ) চেতঃ (চিত্তং) গুণেষু (বিষয়েষু) আবিশতে (প্রবিশতে) গুণাঃ (বিষয়াঃ) চ চেতসি (চিত্তে আবিশন্তে) গুণাঃ চেতঃ উভয়ম্ (এতদ্-দ্বয়মেব) মদাত্মনঃ (ব্রহ্মস্বরূপস্য) জীবস্য দেহঃ (অধ্যস্ত উপাধির্ন তু স্বরূপম্) ॥২৫॥

অনুবাদ। হে পুত্রগণ! চিত্ত বিষয়সমূহে প্রবেশ করে এবং বিষয়সমূহ চিত্তে প্রবিষ্ট হয় কিন্তু এই চিত্ত ও বিষয় উভয়ই ব্রহ্মস্বরূপ জীবের উপাধিমাত্র, স্বরূপ নহে ॥২৫॥

বিশ্বনাথ। নন্বেবঞ্চেৎ সত্যমজ্ঞানিন এব বয়ং স্ম কিন্তু ভবানেব চেৎ সর্ব্বং তর্হি চেতশ্চ গুণাশ্চ তমেবাতশ্চেতো বৃত্তিষু বিষয়াঃ প্রবিষ্টাঃ বিষয়েষ্বপি চেতো বৃত্তয়ঃ প্রবৃষ্টা ইত্যুভয়েষামেষামন্যোন্যসন্ত্যাগং ভবানেবাস্মাভিঃ প্রষ্টব্যোঽভূৎ বদতঃ কৃপয়োত্তরং দেহীত্যত আহ,গুণেষ্বিতি হে প্রজা! হে পুত্রকাঃ, সত্যং গুণেষু চেত আবিশতি গুণাশ্চ চেতসি এবং গুণাশ্চেতশ্চোভয়ং মদাত্মনশ্চিন্ময়ত্বেন ব্রহ্মস্বরূপস্য জীবস্য দেহঃ অধ্যস্তং উপাধিরেব ন তু স্বরূপম্। এবঞ্চ চেতসো গুণানাঞ্চ পরস্পরসন্ত্যাগার্থং কথং যতধ্বে উভয়মেব তদনর্থকারি দূরতস্ত্যক্ত্বা কথং ন নির্দ্বন্দ্বীভবতেতি ধ্বনিঃ ॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, যদি এইরূপ হয় আমরা সত্যই অজ্ঞানী, কিন্তু আপনিই যদি সব, তাহা হইলে চেতোগুণ আপনিই। অতএব চিত্তবৃত্তিতে বিষয়সমূহ প্রবিষ্ট, বিষয়েও চিত্তবৃত্তিগুলি প্রবিষ্ট। এইরূপ ইহাদের উভয়ের পরস্পর সন্ত্যাগবিষয়ে আপনাকে আমরা প্রশ্ন করিয়াছিলাম কৃপাপূর্ব্বক উত্তর প্রদান করুন। এই জন্য বলিতেছেন। হে প্রজা হে পুত্রগণ, সত্য-যে গুণমধ্যে চিত্ত প্রবেশ করে, চিত্তের মধ্যে গুণ প্রবেশ করে, এই রূপে গুণ ও চিত্ত উভয় মদাত্মক অর্থাৎ চিন্ময় বলিয়া ব্রহ্ম-

স্বরূপ জীবের দেহ অধ্যস্ত উপাধিমাত্র, স্বরূপ নহে। এই রূপ চিত্ত ও গুণগণের পরস্পর সন্ত্যাগনিমিত্ত কি জন্য যত্ন করিতেছ, ঐ অনর্থকারী উভয়কেই দূর হইতে ত্যাগ করিয়া কেনই বা না নির্দ্বন্দ্ব হইতেছ, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে ॥২৫॥

অনুদর্শিনী। জীব চিন্ময়। চিত্ত—লিঙ্গদেহ মায়িক। 'চিত্ত আমি' এই অভিমান জীবের অধ্যাস। অতএব উহার সহিত জীবের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই। উহা জীবের উপাধি ॥২৫॥

গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং গুণসেবয়া।
গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়। (তস্মাৎ) মদ্রূপঃ (মৎস্বরূপঃ সন্) অভীক্ষ্ণঃ (পুনঃ পুনঃ) গুণসেবয়া (তৎসংস্কারেণ) গুণেষু (বিষয়েষু) আবিশৎ (প্রবিষ্টং) চিত্তং চ (পুনর্ব্বাসনারূপেণ) চিত্তপ্রভবাঃ (চিত্তে প্রকর্ষেণ ভবন্তীতি তথা তে) গুণাঃ চ (এবং যৎ) উভয়ং (তৎ) ত্যজেৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। সুতরাং মৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর বিষয়-সম্ভোগ বশতঃ তৎসংস্কার ফলে বিষয়প্রবিষ্ট চিত্ত এবং চিত্তজাত বিষয়সমূহ উভয়ই পরিহার করিবে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ। তদুভয়পরস্পরসন্ত্যাগশ্চ দুর্ঘট এবেত্যাহ,—গুণেম্বিতি। অনাদিত এবাভীক্ষ্ণং গুণসেবয়া দৃঢ়তরেণ তৎসংস্কারেণ গুণেম্বাবিশদেব চিত্তং বর্ত্ততে কথং তাং ত্যক্তুং প্রভবস্থিতি ভাবঃ। গুণাশ্চ পুনঃ পুনর্ব্বাসনারূপেণ চিত্তে প্রকর্ষেণ ভবন্তি সদা তত্র বর্ত্তন্ত ইতি তে গুণাশ্চ কথং বা তত্ত্যক্তুং প্রভবন্তিতি ভাবঃ। কিঞ্চ জ্ঞানিনাং কষ্টেন পরস্পরতদুভয়ত্যজনা চ নিষ্প্রয়োজনৈব তৈরুভয়ৈরপি প্রায়ঃ প্রয়োজনং তেষাং নাস্তীত্যাহ—মদ্রূপমদভেদভাবনাবেশান্মন্ময়ঃ সন্ জ্ঞানী উভয়ং ত্যজেৎ। ভক্তানাস্তু মৎসেবামেব পরমপুরুষার্থত্বেন নিশ্চিতবতাং মদ্রূপগুণলীলারসনির্ম্মগ্নাচ্চেতসঃ সকাশাৎ স্বত এব গুণা অপযান্তীতি ন তেষাং চেতো গুণয়োঃ পরস্পরসংত্যাগো দুর্ঘটঃ মন্ময়ীভাবস্তু তেষাং নেষ্ট ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। ঐ উভয়ের পরস্পর সন্ত্যাগ দুর্ঘট বটে। অনাদিকাল হইতেই অভীক্ষ্ণ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ গুণের সেবা করায় দৃঢ়তর সেই সংস্কারবশে চিত্ত গুণসমূহে প্রবেশ করিয়াই আছে। কিরূপে তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারা যায়? গুণগুলি আবার পুনঃ পুনঃ বাসনারূপে চিত্তপ্রভব অর্থাৎ চিত্তে প্রকর্ষের সহিত থাকে অর্থাৎ সর্ব্বদা তাহাতে বর্ত্তমান, সেই গুণগুলিই বা কিরূপে তাহাকে ত্যাগ করিতে সমর্থ? আর জ্ঞানিগণের পক্ষেও কষ্ট করিয়া পরস্পর সেই উভয়ের ত্যাগ নিষ্প্রয়োজন। কারণ উহাদের উভয়কেও তাঁহাদের প্রয়োজন নাই। মদ্রূপ অর্থাৎ আমার অভেদ-ভাবনাবেশজন্য মন্ময় হইয়া জ্ঞানী উভয়কেই ত্যাগ করিবেন। কিন্তু ভক্তগণ আমার সেবাকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় করায় তাঁহাদিগের চিত্ত আমার রূপগুণ-লীলারসে নিমগ্ন, সেইজন্য গুণগুলি তাঁহাদিগের নিকট হইতে আপনা আপনি সরিয়া যায়, তাঁহাদের চিত্ত ও গুণের পরস্পর সংত্যাগ দুর্ঘট নহে, কেবল মন্ময় ভাবটী তাঁহাদের ইষ্ট নহে ॥ ২৬ ॥

অনুদর্শিনী। চিত্ত গুণময়, এবং গুণগুলিরও চিত্তে অবস্থিতি স্বাভাবিকী, সুতরাং একতরের সাহায্যে অন্যতরের ত্যাগ দুর্ঘট। জ্ঞানী ভগবানের সহিত আপনাকে অভেদ-ভাবনায় ঐগুলিকে ত্যাগ করিবেন। কিন্তু ভক্তগণ ঐ ভাবটী ইষ্টবোধ করেন না, তাঁহারা ভগবদ্ স্বরূপ হইতে জীবস্বরূপকে নিত্য ভেদ ও পরস্পরের প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ জানিয়া নিরন্তর ভগবানের সেবায় নিরত থাকায়, তাঁহাদের চিত্ত ভগবানের রূপ-গুণ-মাধুর্য্যে নিমগ্ন থাকে। সুতরাং গুণগুলি ত্যাগের জন্য তাঁহাদিগকে পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না, ঐগুলি আপনা আপনি দূরে যায়। অতএব ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন হওয়াই কর্ত্তব্য—"মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্যাজী মাং নমস্কুরু"। গী ১৮।৬৫

বিষ্ণুস্থা বিষয়াঃ সর্ব্বে বিষ্ণাবেব মনো মম।
ইতি মষ্যর্পয়ন্ সর্ব্বং ত্যজেত্তন্ন বাধতে॥ — সাম্যে

শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—

বিরমেত যদা চিত্তং হিত্বা বৃত্তিত্রয়ং স্বয়ম্।
যোগেন বা তদাত্মানং বেদেহায়া নিবর্ত্ততে॥

ভাঃ ১২।৭।২১

অর্থাৎ চিত্ত যে কালে জাগ্রদাদি বৃত্তিত্রয় পরিহার পূর্ব্বক স্বভাবতঃ অথবা যোগহেতু বিষয় হইতে বিরত হয়, তৎকালে আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া সংসারচেষ্টা হইতে বিরত হইয়া থাকে।

"জঠরাগ্নি যেমন পুরুষের স্বপ্রযত্ন-ব্যতিরেকেও ভুক্ত-দ্রব্যাদি তাহার অজ্ঞাতসারে জীর্ণ করিয়া দেয়, ভক্তিও তদ্রূপ বাসনাময় লিঙ্গদেহকে অনায়াসে ক্ষয় করিয়া ফেলে" —ভাঃ ৩।২৫।৩৩—এই ন্যায়ানুসারে কেবলমাত্র শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি দ্বারাই স্বয়ংই বৃত্তিত্রয় ত্যাগ করিয়া চিত্ত স্বয়ংই বিরত হয় অর্থাৎ গুণসমূহ হইতে বিরত হয় বা ভগবানের চরণারবিন্দে বিশেষভাবে রত হয়। অথবা অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা চিত্ত যে-কালে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়; সে-কালে আত্মাকে জানে—অর্থাৎ পরমাত্মাকে অনুভব করে তখনই ইহা বা বৈষয়িক কাম হইতে নিবৃত্ত হয়।" —শ্রীল বিশ্বনাথ।

ভক্তগণের চিত্ত ভগবানের রূপগুণ-লীলারসে নিমগ্ন থাকায় ঐ চিত্ত বিষয়সমূহের রঙ্গভূমি নহে, উহা ভগবল্লীলাক্ষেত্র—

"অন্যের হৃদয়-মন, মোর মন-বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।'
চৈঃ চঃ ম ১৩ পঃ ॥ ২৬ ॥

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ ॥২৭॥

অন্বয়। জাগ্রৎ (জাগরঃ) স্বপ্নঃ সুষুপ্তং চ (এতাঃ) বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ গুণতঃ (গুণজাতা নতু স্বাভাবিক্যঃ) জীবঃ তাসাং (বৃত্তীনাং) সাক্ষিত্বেন (দ্রষ্টৃত্বেন) বিলক্ষণঃ (তদবস্থারহিত এব) বিনিশ্চিতঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বুদ্ধিবৃত্তিত্রয় গুণজাত এবং জীব সেই সকলের সাক্ষীস্বরূপে বিলক্ষণ ইহাই বিনির্ণীত ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ। বস্তুতস্তু নির্লেপস্য জীবস্য গুণৈ-শ্চিত্তাদিভিশ্চ সম্বন্ধ এব নাস্তি মিথ্যাধ্যাস ত্যাগ এব তত্ত্যাগ উচ্যতে ইত্যাহ,—জাগ্রদিতি। জাগ্রৎ জাগরঃ। "সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ। প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্" ইতি বক্ষ্যমাণ গুণত এব হেতোর্বুদ্ধেবৃত্তয়ঃ। জীবস্তু বিলক্ষণস্তত্তদবস্থারহিত এব। কুতঃ। তাসাং সাক্ষিত্বেনৈব বিনিশ্চিতঃ ॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ। বস্তুত পক্ষে নির্লিপ্ত জীবের গুণ ও চিত্তের সহিত সম্বন্ধ নাই, মিথ্যা অধ্যাস ত্যাগই তাহার ত্যাগ। জাগ্রৎ অর্থাৎ জাগরণ। 'সত্ত্ব হইতে জীবের জাগরণ জানিতে হইবে, রজোগুণে স্বপ্নাবস্থা, এবং তমোগুণে গাঢ়নিদ্রা। তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা জাগরণাদি তিনটী অবস্থার মধ্যে সন্তত অর্থাৎ অন্বিত অর্থাৎ পরমাত্ম-স্বরূপ। (ভা ১১।২৫।২০)—এই পরে বক্তব্য গুণহেতুই বুদ্ধির বিভিন্ন বৃত্তি কিন্তু জীব বিলক্ষণ অর্থাৎ সেই সেই অবস্থা-রহিত। কি জন্য? না, বৃত্তিগুলির সাক্ষীরূপেই জীব বিনিশ্চিত (নির্ণীত)। ।২৭।

অনুদর্শিনী। জীবের সহিত গুণ ও চিত্তের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই, তাহাই দেখাইতেছেন। 'বুদ্ধে র্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ'– ভাঃ ৭।৭।২৫। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও গাঢ়নিদ্রা বুদ্ধির তিনটী বৃত্তি এবং ঐ তিনটী অবস্থা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের কার্য্য। নির্গুণ জীব উক্ত অবস্থাত্রয়ের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। অতএব 'যে যাহার দ্রষ্টা, সে তাহা হইতে ভিন্ন'—এই প্রসিদ্ধি অনুসারে বৃক্ষদ্রষ্টা যেমন বৃক্ষ হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ জীবও ঐ বৃত্তিত্রয় হইতে পৃথক্ ॥২৭॥

যর্হি সংসৃতিবন্ধোঽয়মাত্মনো গুণবৃত্তিদঃ।
ময়ি তুর্য্যে স্থিতো জহ্যাৎ ত্যাগস্তদ্গুণচেতসাম্ ॥২৮॥

অন্বয়। (ননু তর্হি কথং অহং জাগর্মীত্যাদি প্রতীতিঃ তত্রাহ) যর্হি (যস্মাৎ) অয়ং সংসৃতিবন্ধঃ (সম্যক্ সৃতিঃ সরণমনয়েতি সংসৃতিঃ বুদ্ধিঃ তয়া বন্ধঃ) আত্মনঃ (জীবস্য) গুণবৃত্তিদঃ (গুণবৃত্তীর্দ্দদাতি) তুর্য্যে (তুরীয়ে) ময়ি স্থিতঃ (সন্ ইমং সংসৃতিবন্ধং) জহ্যাৎ (ত্যজেৎ) তৎ (তদা) গুণ-চেতসাং ত্যাগঃ (গুণানাং চেতসশ্চান্যোন্যং ত্যাগো ভবতি) ॥২৮॥

অনুবাদ। যেহেতু জীবের এই বুদ্ধির বন্ধনই গুণবৃত্তি প্রদান করে সেই হেতু তুরীয় স্বরূপ আমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই এই বুদ্ধির বন্ধন ত্যাগ করিবে; তাহা হইলে তখন বিষয় ও চিত্তের পরস্পর সম্বন্ধ পরিত্যক্ত হইবে ॥২৮॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ। যদ্যপি গুণাঃ সর্ব্বথৈব জীবস্থ ন ভবন্তি তদপি দেহাধ্যাসপ্রসাদাদ্‌গুণবৃত্তীঃ স প্রাপ্নোতি। ততশ্চ দেহাধ্যাসভঙ্গে সত্যেব তাঃ স ত্যজতীত্যাহ,—যর্হি আত্মনো জীবস্যায়ং দেহাধ্যাসরূপঃ সংসারবন্ধোঽভূত্তর্হ্যেব স গুণবৃত্তিদঃ জীবায় তস্মৈ গুণবৃত্তিপ্রদোঽভূৎ। যর্হি চ ময়ি তুর্য্যে স্থিতঃ সন্ জহ্যাৎ ইমং সংসৃতিবন্ধং ত্যজেৎ তদা গুণচেতসাং গুণানাং চেতসশ্চান্যোঽন্যং স্বত এব ত্যাগো ভবতি ॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ। আর যদিও গুণগুলি সর্ব্বথা জীবের হয় না, তথাপি দেহাধ্যাসপ্রসাদহেতু সে গুণবৃত্তিগুলি প্রাপ্ত হয়। তাহার পর দেহাধ্যাস ভঙ্গ হইলেই সে তাহাদিগকে ত্যাগ করে। যেহেতু আত্মা অর্থাৎ জীবের এই দেহাধ্যাসরূপ সংসার-বন্ধন হইল, সেইহেতু সেই গুণবৃত্তিদ অধ্যাস জীবের পক্ষে গুণবৃত্তিপ্রদ হইল। যেহেতু তুর্য্যে অর্থাৎ তুরীয়তত্ত্বে আমাতে অবস্থিত হইয়া এই সংসৃতি-বন্ধন ত্যাগ করিবে। তাহা হইলে গুণচেতঃ অর্থার গুণ ও চিত্তের পরস্পার আপনা হইতেই ত্যাগ হয় ॥২৮॥

অনুদর্শিনী। চিত্ত ও গুণত্যাগে জীবের সামর্থ্যের অভাব দৃঢ় করিতেছেন—চেতন আত্মায় গুণগুলি নাই। সূক্ষ্মদেহে 'আমি' বুদ্ধিতে গুণ ও বৃত্তি আত্মাতে আরোপিত হয়। উহাই জীবের সংসার। শ্রীভগবানের চিন্তায় চিত্ত নিমগ্ন করিলে চেতন আত্মস্বরূপের উপলব্ধিতে দেহাধ্যাস পরিত্যাগকালে আপনা হইতে চিত্ত ও গুণের পরস্পর ত্যাগ হইয়া যায়। শ্রীভগবান্‌ই তুর্য্য—'বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ। ঈশস্থ যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে।'—ভাবার্থদীপিকা। অর্থাৎ বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ ও কারণ—এই সকল মায়া-সম্বন্ধীয় উপাধি। উপাধিশূন্যতত্ত্বই তুরীয় বা চতুর্থ ॥২৮॥

অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাত্মনোঽর্থবিপর্য্যয়ম্।
বিদ্বান্ নির্ব্বিদ্য সংসারচিন্তাং তুর্য্যে স্থিতস্ত্যজেৎ ॥২৯॥

অন্বয়। (কথং সংসৃত্যা বন্ধঃ কথঞ্চ তং জহ্যাৎ তদাহ) অহঙ্কারকৃতম্ (অহঙ্কারেণ কৃতং) বন্ধম্ আত্মনঃ (জীবস্য) অর্থবিপর্য্যয়ম্ (আনন্দাদ্যাবরণেনানর্থহেতুং) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) নির্ব্বিদ্য (দুঃখমেতদিতি জ্ঞাত্বা) তুর্য্যে স্থিতঃ (ভূত্বা) সংসারচিন্তাং (সংসারো বুদ্ধিস্তস্মিন্ চিন্তামভিমানং তৎকৃতাং ভোগচিন্তাঞ্চ) ত্যজেৎ ॥২৯॥

অনুবাদ। অহঙ্কারকৃত-বন্ধনই জীবের আনন্দাদি গুণের আবরণ দ্বারা অনর্থের হেতু ইহা জানিয়া নির্ব্বেদ-গ্রস্ত হইয়া তুরীয় বস্তুতে অবস্থান পূর্ব্বক সংসার-চিন্তা অর্থাৎ বুদ্ধিজনিত অভিমান ও ভোগ-চিন্তা পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ। উক্তমেবার্থং স্পষ্টয়ন্নাশ্বাসয়তি,—অহঙ্কারেণ দেহেঽহংবুদ্ধ্যৈব কৃতং বন্ধং বিদ্বান্ জানন্। কীদৃশং আত্মনোঽর্থবিপর্য্যয়ং আনন্দাদ্যাবরণেনানর্থহেতুং নির্বিদ্য তং ত্যক্ত্বা তুর্য্যে ময্যানন্দরূপে স্থিতঃ সন্ সংসার-ভয়ভাবনাং ত্যজেৎ ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্ব-কথিত অর্থই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। অহঙ্কার অর্থাৎ দেহে অহং বুদ্ধিদ্বারা কৃত বন্ধ বিদ্বান্ অর্থাৎ জানিয়া। কিরূপ, না, আত্মা অর্থাৎ নিজের অর্থ-বিপর্য্যয় অর্থাৎ আনন্দপ্রভৃতি আবরণ জন্য অনর্থহেতু নির্ব্বেদ করিয়া অর্থাৎ ত্যাগ করিয়া তুর্য্য অর্থাৎ আনন্দরূপ আমাতে স্থিত হইয়া সংসারভয়ভাবনা ত্যাগ করিবে ॥ ২৯ ॥

অনুদর্শিনী। অহঙ্কারই জীবের বন্ধন। অহঙ্কারই আনন্দাদির আবরণ দুঃখাদি আনয়ন করে। তুরীয় বস্তু ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে অহঙ্কার-ত্যাগে সংসার-ভয়ভাবনা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া জীবও নিত্যানন্দময় অবস্থায় বাস করিতে পারেন ॥ ২৯ ॥

যাবন্নানাত্মধীঃ পুংসো ন নিবর্ত্তেত যুক্তিভিঃ।
জাগর্ত্ত্যপি স্বপন্নজ্ঞঃ স্বপ্নে জাগরণং যথা ॥৩০॥

অন্বয়। (যাবদেবং ন ত্যজেৎ তাবত্তস্য কর্ম্মজ্ঞানাদি সর্ব্বং ব্যর্থমিত্যাহ) যাবৎ পুংসঃ (জীবস্য) নানাত্মধীঃ (আত্মভেদজ্ঞানং) যুক্তিভিঃ (ন মমেয়মিত্যাকারকবিচারৈঃ) ন নিবর্ত্তেত অপি (যদ্যপি) জাগর্ত্তি (কর্ম্মাদিষু সচেষ্টো বর্ত্ততে তথাপি) অজ্ঞঃ (অসম্যগ্দর্শী) স্বপ্নে (স্বপ্নমধ্যে) যথা জাগরণং (জাগরভাবো দৃশ্যতে তথৈব) স্বপন্ (স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব ভবতি) ৩০ ॥

অনুবাদ। যাবৎ বিচারের দ্বারা জীবের ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত না হয় তাবৎ যদিও জীব জাগ্রত অর্থাৎ কর্ম্মাদিতে সচেষ্ট দেখা যায়, তথাপি বস্তুতঃ সে অজ্ঞ তাহার ঐ জাগরণ স্বপ্নদৃষ্ট জাগরণের ন্যায় হইয়া অযথার্থই থাকে ॥৩০॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ। যাবন্নানাত্মধীঃ নানাবিষয়গ্রহণং ন মমেয়মিত্যাকারকযুক্তিভির্ন নিবর্ত্ততে তাবৎ জাগর্ত্ত্যপি সংসারবন্ধান্মুক্তোঽপি স্বপন্ সংসারবদ্ধ এব অজ্ঞঃ স অজ্ঞান্যেবোচ্যতে। স্বপ্নমধ্যে এব স্বপ্নাদ্‌যথা জাগরণং তথৈব তস্য অজ্ঞানমধ্য এব জ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ। আর যে পর্য্যন্ত নানাত্মধী অর্থাৎ নানাবিষয়গ্রহণ ইহা আমার নয় এইরূপ যুক্তিদ্বারা নিবৃত্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত জাগ্রৎ অর্থাৎ সংসারবন্ধ হইতে মুক্ত হইলেও স্বপ্নদ্রষ্টারূপে সংসারবদ্ধ হইয়া অজ্ঞ। স্বপ্নমধ্যেই যেমন স্বপ্ন হইতে জাগরণ, তাহার সেইরূপই অজ্ঞান-মধ্যেই জ্ঞান ॥ ৩০ ॥

অনুদর্শিনী। ভগবজ্‌জ্ঞান ব্যতীত ইতর বস্তুর ধ্যানকারী জীবের অজ্ঞানজনিত বিষয়চিন্তা নিবৃত্ত হয় না। স্বপ্নকালে স্বপ্নদ্রষ্টার জাগরণে স্বপ্নদৃষ্ট-বস্তু স্বাপ্নিক বলিয়া বোধ হইলেও পুনরায় যেমন স্বপ্নাবস্থাই লাভ হয়, সেইরূপ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির উপায় জ্ঞাত হইয়াও মুক্তাভিমানী জীব সংসারেই আবদ্ধ থাকে ॥ ৩০ ॥

অসত্ত্বাদাত্মনোঽন্যেষাং ভাবানাং তৎকৃতা ভিদা।
গতয়ো হেতবশ্চাস্য মৃষা স্বপ্নদৃশো যথা ॥৩১॥

অন্বয়। (ননু কথং বেদপ্রমিতবর্ণাশ্রমকর্ম্মাদিভি-র্নানাধী নিবর্ত্ততে তত্রাহ) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ) অন্যেষাং (ভিন্নানাং) ভাবানাং (দেহাদীনাং) অসত্ত্বাৎ (অভাবাৎ) অস্য (আত্মনঃ) তৎকৃতা ভিদা (বর্ণাশ্রমাদিরূপা) গতয়ঃ (স্বর্গাদিফলানি) হেতবঃ (কর্ম্মাণি) চ স্বপ্নদৃশঃ যথা (স্বপ্নদর্শিনো জনস্য স্বপ্নদৃষ্টাঃ সর্ব্বে বিষয়া যথা মৃষা তথা) মৃষা (মিথ্যৈব ভবন্তি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। পরমাত্ম-ব্যতীত দেহাদি বিভিন্ন ভাব-সমূহের অসত্ত্বনিবন্ধন দেহাদিকৃত বর্ণাশ্রমাদিরূপ ভেদ, স্বর্গাদি ফলসমূহ এবং কর্ম্মসকল স্বপ্নদর্শী পুরুষের স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের ন্যায় মিথ্যাই হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ। ননু কথং বেদপ্রমিতবর্ণাশ্রমকর্ম্মাদি-নানাধীজ্ঞানিনো নিবর্ত্তেত তত্রাহ,—অসত্ত্বাদিতি। অন্যেষাং ভাবানাং দেহাদ্যভিমানানাম্ অসত্ত্বান্মিথ্যাত্বাৎ তৎকৃতা দেহাদ্যভিমানকৃতা বর্ণশ্রমাদিরূপা ভিদা গতয়ঃ স্বর্গাদি-ফলানি চ হেতবঃ কর্ম্মাণি চ অস্য জীবাত্মনো মৃষা মিথ্যৈবেত্যর্থঃ। দেহাদীনাং তদভিমানানাং স্বর্গাদীনাং ফলানাং তৎসাধনানাঞ্চ প্রাধানিকত্বেন সত্যত্বেঽপি জীবস্য তৎসম্বন্ধাভাবাৎ তে মিথ্যৈব। শৃঙ্গস্য সত্যত্বেঽপি শশস্য শৃঙ্গসম্বন্ধাভাবাৎ শশশৃঙ্গং মিথ্যৈবেত্যর্থঃ। স্বপ্নদৃশঃ স্বপ্নদ্রষ্টুর্জীবস্য স্বাপ্নিকবস্তূনাং মিথ্যাত্বং পুনশ্চ স্বপ্নজন্যে স্বপ্নে পরমান্নভোজনস্য তৎসাধনস্য দুগ্ধ-তণ্ডুলাদ্যাহরণস্য চ মিথ্যাত্বং যথা ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, নানাধীজ্ঞানীর বেদসম্মত বর্ণাশ্রম-কর্ম্মাদি কিরূপে নিবৃত্ত হইতে পারে?—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন। অন্যভাব অর্থাৎ দেহাদি অভিমানের অসত্ত্ব (সত্ত্বাভাব) মিথ্যাত্বজন্য তৎকৃত অর্থাৎ দেহাদি-অভিমানকৃত বর্ণাশ্রমাদিরূপ ভেদ, গতি অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল ও হেতু অর্থাৎ কর্ম্মসমূহ জীবাত্মার পক্ষে মৃষা বা মিথ্যা। দেহাদি, তাহার অভিমান, স্বর্গাদি ফল, তাহার সাধন—এইগুলি প্রাধানিকভাবে সত্য হইলেও ইহাদের

সহিত জীবের সম্বন্ধ না থাকায় তাহারা মিথ্যাই। শৃঙ্গের সত্যতা থাকিলেও শশের শৃঙ্গসম্বন্ধ-অভাব হেতু শশশৃঙ্গ মিথ্যাই—এই অর্থ। স্বপ্নদৃক্ অর্থাৎ স্বপ্নদ্রষ্টা জীবের স্বপ্নদৃষ্টবস্তুর যেরূপ মিথ্যাত্ব, আবার স্বপ্নজন্য স্বপ্নে পরমান্ন ভোজন ও তাহার সাধন দুগ্ধতণ্ডুলাদি আহরণেরও মিথ্যাত্ব, সেইরূপ॥ ৩১ ॥

অনুদর্শিনী। বেদপ্রমাণে জানা যায় যে, বর্ণ ও আশ্রমের বিভিন্নতা হেতু কর্ম্মেরও বিভিন্নতা। 'যেমন অষ্টবর্ষ ব্রাহ্মণকে উপনীত করাইবে'; "রাজা রাজসূয়দ্বারা যজন করিবে"। অতএব এই নানাবুদ্ধি কিরূপে নিবৃত্ত হইবে এই প্রশ্নের উত্তর—

স্বপ্নে কেহ দুগ্ধ, তণ্ডুল, কাষ্ঠ, পত্রাদি সংগ্রহ করত পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া এবং অবশেষে ঐ পরমান্ন-ভোজনে তৃপ্ত হইলেও যেমন ঐ ব্যক্তিরই জাগ্রদবস্থায় পরমান্ন-ভোজন ও তৎসাধনের কোন সম্বন্ধ নাই, উহা মিথ্যাই; তদ্রূপ আত্মজ্ঞানের অভাবে অজ্ঞানাবস্থায় জীবের যে সকল ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এবং তৎফলে প্রাপ্য স্বর্গাদি-লোক দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ সত্য হইলেও আত্মানুভবে আত্মার পক্ষে ঐ সকল মিথ্যাই হয়।

শৃঙ্গ সত্য হইলেও শশের সহিত উহার সম্বন্ধ না থাকায় 'শশশৃঙ্গ' যেমন মিথ্যাই তদ্রূপ বর্ণাশ্রমাদি বিভাগ ও তদনুযায়ী কর্ম্মাদির ভেদ এবং এই সকল কর্ম্মফল স্বর্গাদি লোক দেহ-সম্বন্ধে প্রাধানিকভাবে সত্য হইলেও উহার সহিত জীবাত্মার কোন সম্বন্ধ না থাকায় আত্মসম্বন্ধে উহার মিথ্যাই।

অতএব স্বরূপজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণের পক্ষে ঐ সকল বেদবাক্য পালনীয় এবং তাহারাই উহার অধিকারী; কিন্তু আত্মানুভবীর তাহাতে প্রয়োজন নাই। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন"।

গীঃ ২।৪৫।৩১॥

যো জাগরে বহিরনুক্ষণধর্ম্মিণোঽর্থান্
ভুঙ্‌ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্।
স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ
স্মৃত্যন্বয়াৎত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়। (যুক্তিভিরিত্যুক্তং তা এব যুক্তীরাহ) যঃ জাগরে (জাগরণ-কালে) সমস্তকরণৈঃ (চক্ষুরাদিভিঃ) বহিঃ অনুক্ষণঃ ধর্ম্মিণঃ (ক্ষণিকবাল্যতারুণ্যাদিধর্ম্মবতঃ) অর্থান্ (স্থূলান্ দেহাদীন্) ভুঙ্‌ক্তে (তথা) স্বপ্নে হৃদি তৎসদৃক্ষান্ (জাগরদৃষ্টসদৃশান্ বাসনাময়ান্ ভুঙ্‌ক্তে) স্মৃত্যন্বয়াৎ (স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানেন সর্ব্বাবস্থাসু অন্বয়াদ্ যঃ স্বপ্নানদ্রাক্ষং যশ্চানন্তরং ন কিঞ্চিদবেদিষং স এব জাগর্মীতি উপাদিভেদেন বিশ্বাদি-ব্যবহার ইতি ভাবঃ। এতেন বাল্যযুবাদ্যবস্থাস্বপি প্রতিসন্ধানেনাত্মৈক্যং দ্রষ্টব্যং) ত্রিগুণ-বৃত্তিদৃক্ (অবস্থাত্রয়দ্রষ্টা) ইন্দ্রিয়েশঃ (ইন্দ্রিয়ানাম্ ঈশঃ) একঃ সঃ (এব) সুষুপ্তে (তান্ সর্ব্বান্) উপসংহরতে (অজ্ঞানে লীনান্ করোতি)॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। যিনি জাগরণকালে চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা বহির্দেশে বাল্যতারুণ্যাদি ক্ষণিকধর্ম্মযুক্ত দেহাদি স্থূলবিষয় ভোগ করিয়া থাকেন এবং স্বপ্নে হৃদয়-মধ্যে জাগরণদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় বাসনাময় বিষয়সমূহের ভোগ করিয়া থাকেন, সকল অবস্থায় প্রতিসন্ধান সহকারে অনুগমনহেতু অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী ইন্দ্রিয়েশ সেই এক পরমাত্ম বস্তুই সুষুপ্তিকালে সেই সকল বিষয়কে অজ্ঞানে লীন করিয়া থাকেন।

বিশ্বনাথ। যুক্তিভিরিত্যুক্তং তা এব যুক্তীরাহ যঃ খল্বর্থান্ দেহাদীন্ সমস্তকরণৈশ্চক্ষুরাদিভির্ভুঙ্‌ক্তে কথম্ভূ-তান্? অনুক্ষণধর্ম্মিণঃ ক্ষণিকবাল্যতারুণ্যাদিধর্ম্মবশতঃ যশ্চ স্বপ্নে হৃদি জাগরদৃষ্টসদৃশান্ বাসনাময়ান্ ভুঙ্‌ক্তে যশ্চ সুষুপ্তে তান্ সর্ব্বানুপসংহরতি স একঃ। কুতঃ ত্রিগুণবৃত্তি-দৃক্ অবস্থাত্রয়দ্রষ্টা। ননু জাগ্রদবস্থায়াং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি-পশ্যন্তি স্বপ্নং মনঃসুষুপ্তিতৎসংস্কারশেষা বুদ্ধিঃ কথমাত্মা তদ্দ্রষ্টা। তত্রাহ ইন্দ্রিয়েশঃ। ননু ইন্দ্রিয়েশা অপি বিশ্ব-

তৈজসপ্রাজ্ঞাভিন্না এব ন স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানেন সর্ব্বাবস্থা-স্বন্বয়াৎ যোঽহং স্বপ্নানদ্রাক্ষং পশ্চান্ন কিঞ্চিদবেদিষং। স এবৈতর্হি জাগর্মীত্যত উপাধিভেদেনৈব বিশ্বাদিব্যবহার ইতি ভাবঃ। এতৎক্রমেনৈব দেহাদাত্মনঃ পার্থক্যং দ্রষ্টব্যম্॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইহা যুক্তি-সাহায্যে বলা হইয়াছে (৩০ শ্লোক)। সেই সব যুক্তি বলিতেছেন। যিনি অর্থাৎ দেহাদি সমস্তকরণ অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতিদ্বারা ভোগ করেন। কিরূপ অর্থ? না, অনুক্ষণধর্ম্মী অর্থাৎ ক্ষণিক-বাল্যতারুণ্যাদি ধর্ম্মযুক্ত। যিনি স্বপ্নে হৃদয়ে তৎ-সদৃক্ষ অর্থাৎ জাগরকালে দৃষ্টবস্তুর সদৃশ বাসনাময় বস্তু ভোগ করেন, আর যিনি সুষুপ্ত অর্থাৎ নিদ্রাকালে সেইগুলি উপসংহার করেন তিনি একই। কি হেতু? না, ত্রিগুণ-বৃত্তিদৃক্ অর্থাৎ অবস্থাত্রয়ের দ্রষ্টা। আচ্ছা, জাগ্রৎ অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ই দর্শন করে, স্বপ্ন হইতেছে মনের, সুষুপ্তি-কালীন তাহার সংস্কার শেষ বুদ্ধি, তবে আত্মা কিরূপে তাহার দ্রষ্টা? উত্তরে বলিতেছেন,—ইন্দ্রিয়েশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা। আচ্ছা, ইন্দ্রিয়েশগণও ত বিশ্ব-তৈজস ও প্রাজ্ঞ হইতে অভিন্ন,—তাই বলিতেছেন, স্মৃত্যান্বয় স্মৃতি অর্থাৎ প্রতিসন্ধান দ্বারা সমস্ত অবস্থাতে অন্বয় অর্থাৎ যে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, পরে কিছুমাত্রই জানি নাই, সেই আমি তবে জাগিতেছি, ইহার পর উপাধি ভেদেই বিশ্বাদিব্যবহার—এই ক্রম অনুসারে দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য দেখা যায়॥৩২॥

অনুদর্শিনী। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই সমস্ত করণে জীব, বাল্য-যৌবনাদি ক্ষণিকধর্ম্ম-বিশিষ্ট স্থূলদেহে বাহ্য-স্থূল বিষয়সমূহকে উপলব্ধি করিয়া থাকে। স্থূল ও সূক্ষ্মক্রমে এই করণসমূহ তিনভাগে বিভক্ত। স্থূলশরীর সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীর। বাহ্য স্থূল-পদার্থকে গ্রহণ করে বলিয়া দশবিধ ইন্দ্রিয় বাহ্যেন্দ্রিয় নামে অভিহিত। সেই বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারকালকে জাগ্রৎ অবস্থা বলা হয়। এই অবস্থায় ব্যষ্টি স্থূল-দেহাভিমানী আত্মা 'বিশ্ব' নামে অভিহিত হন।

দ্বিতীয় দ্বার মন। কারণ মন ইন্দ্রিয়গণ-আনীত বিষয়গুলি সংকল্প পূর্ব্বক তদ্রূপেই ধারণ করত বুদ্ধির সমীপে সূক্ষ্মরূপে প্রদর্শন করায়। রজোগুণের আধিক্যে মনের কল্পনা এবং তমোগুণের আধিক্যে স্বপ্ন হয়। স্বপ্ন-কালে জাগ্রৎ-কালীন বিষয়সমূহ সূক্ষ্মভাবে মনোমধ্যে নিবিষ্ট থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্যে পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম লইলে মনের যে পর্য্যন্ত সংকল্পের সামর্থ্য থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত সে সেই সকল স্থূল বিষয়ের সূক্ষ্মভাব লইয়াই সংকল্প করিতে থাকে। তখন আত্মা বাহ্যেন্দ্রিয়াভিমানী না থাকিয়া ব্যষ্টি সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীরাভিমানী ও সাক্ষিস্বরূপ থাকিয়া স্বাপ্নিক সূক্ষ্মবিষয়সমূহ হৃদয়ে উপলব্ধি করেন। তখন তিনি "তৈজস" নামে অভিহিত।

পরে মন যখন ক্লান্ত হইয়া সংকল্পক্রিয়া হইতে বিনিবৃত্ত হয়, তখন গাঢ় নিদ্রা ঘটে। এই সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি, জাগ্রৎ বা স্বপ্ন এই উভয়নিষ্ঠ বস্তুর বিনিগমে কেবল ভোগের সুখময় বা দুঃখময় সংস্কারটী মাত্র অবলম্বন করিয়া বিশ্রাম করে। 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই।' এই মাত্র উপলব্ধি করেন। এই অবস্থায় ব্যষ্টি কারণ—শরীরাভিমানী আত্মা 'প্রাজ্ঞ' নামে অভিহিত হন।

অতএব উপাধিভেদেই আত্মার বিশ্বাদি-ব্যবহার ঔপাধিক, বাস্তব নহে। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বুদ্ধিরই বৃত্তিত্রয়। সুতরাং স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ হইতে আত্মা পৃথক্।

মাণ্ডূক্যোপনিষদেও দেখা যায় যে,—'জাগরিতস্থানো বহিঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥৩॥

অর্থাৎ জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা, বহিঃপ্রজ্ঞ, স্বর্গাদি সপ্ত-অঙ্গ-বিশিষ্ট, ঊনবিংশতি ইন্দ্রিয়রূপ মুখযুক্ত (৫ জ্ঞানে-ন্দ্রিয়, ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ৫ প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত) শব্দাদি স্থূলবিষয়সমূহের ভোক্তা বৈশ্বানর আত্মার প্রথম পাদ।

'স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃপাদঃ ॥৪॥

অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা, অন্তঃপ্রজ্ঞ, স্বর্গাদি সপ্ত-অঙ্গবিশিষ্ট মনোলীন চক্ষুরাদি ঊনবিংশতি মুখযুক্ত সূক্ষ্ম-বিষয়-সকলের ভোক্তা তৈজস পুরুষই দ্বিতীয় পাদ।

সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৫॥

অর্থাৎ সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা, একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়, আনন্দভুক্ ও চেতোমুখ প্রাজ্ঞই আত্মার তৃতীয় পাদ ।৩২॥

এবং বিমৃষ্য গুণতো মনসস্ত্র্যবস্থা
মন্মায়য়া ময়ি কৃতা ইতি নিশ্চিতার্থাঃ।
সংছিদ্য হার্দ্দমনুমানসদুক্তিতীক্ষ্ণ-
জ্ঞানাসিনা ভজতমাখিলসংশয়াধিম্ ॥৩৩॥

অন্বয়। (ততঃ কিমত আহ) এবং (উক্তপ্রকারেণ) বিমৃষ্য (বিচার্য্য) গুণতঃ (যা এতাঃ) মনসঃ ত্র্যবস্থাঃ (জাগ্রদাদ্যাস্তিস্রোঽবস্থাস্তাঃ) মন্মায়য়া (মদবিদ্যয়া) ময়ি কৃতাঃ (ন তত্ত্বতঃ সন্তীতি) ইতি (এবং) নিশ্চিতার্থাঃ (নিশ্চিত আত্মরূপোঽর্থো যৈস্তে যূয়ম্) অনুমানসদুক্তিতীক্ষ্ণজ্ঞানাসিনা (অনুমানৈঃ সদুক্তিভিঃ সতামুপদেশৈঃ শ্রুতিভিশ্চ তীক্ষ্ণেন জ্ঞানখড়্গেন) অখিল সংশয়াধিম্ (অখিলানাং সংশয়ানাং আধিং আধিয়ন্তে অস্মিন্ ইত্যাধিঃ অহঙ্কারং) সংছিদ্য (বিনাশ্য) হার্দ্দং (হৃদি স্থিতং) মা (মাং) ভজত (সেবধ্বম্) ॥৩৩॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! এই প্রকার বিচারপূর্ব্বক গুণকৃত জাগরণাদি মানসিক অবস্থাত্রয় আমার মায়া-কর্তৃক আমাতেই কল্পিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত করিয়া তোমরা অনুমান ও সদুপদেশজাত তীক্ষ্ণজ্ঞান-খড়্গে অখিল সংশয়ের আধাররূপ অহঙ্কারকে সংছিন্ন করিয়া হৃদিস্থিত আমার সেবা করিবে ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ। ততঃ কিমত আহ,—এবমিতি। গুণতো যা এতা মনসো বুদ্ধেস্ত্র্যবস্থাস্তা মদবিদ্যয়া ময়ি কৃতা ন তত্ত্বতঃ সন্তীতি নিশ্চিত আত্মরূপোঽর্থো যৈস্তে যূয়ং অনুমানৈঃ সদুক্তিভিঃ সতামুপদেশৈঃ শ্রুতিভিশ্চ তীক্ষ্ণেন জ্ঞানখড়্গেন হার্দ্দং হৃদ্ভবমবস্থাত্রয়ং সংছিদ্য মা মাং অখিলসংশয়ানামাধিং পীড়কং নাশকং ভজত ॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ। তাহার পর কি? তাহাই বলিতেছেন। গুণগণ হইতে মনের অর্থাৎ বুদ্ধির যে তিনটী অবস্থা, সেগুলি আমার অবিদ্যাকর্ত্তৃক আমাতে কৃত বা কল্পিত হইয়াছে, তত্ত্বতঃ ইহারা নাই। এই নিশ্চিতার্থ অর্থাৎ যাহারা আত্মরূপ অর্থ নির্ণয় করিয়াছে, সেই তোমরা অনুমান সদুক্তি অর্থাৎ সাধুগণের উপদেশ ও বেদরূপ তীক্ষ্ণ জ্ঞানখড়্গ-সহযোগে হার্দ্দ অর্থাৎ হৃদয়ে উৎপন্ন তিনটী অবস্থা সম্যক্ ছিন্ন করিয়া অখিল-সংশয়ের আধি অর্থাৎ পীড়ক বা নাশক আমাকে ভজনা কর ॥৩৩॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে ভাঃ ১১।১২।১৪ শ্লোকে উদ্ধবকে যাহা আদেশ করিয়াছিলেন তাহা ভাঃ ১১।১২।২৪ শ্লোকোক্ত গুরূপাসনাদিদ্বারা স্থাপন করিয়াছিলেন, অধুনা পুনরায় তাহাই শ্রীহংসবাক্যদ্বারা দৃঢ় করিতেছেন—

ভগবানের ভজনা করিলে জীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—বুদ্ধির এই তিনটী বৃত্তির অধীন না হইয়া অখিল সংশয়ের কারণ অহঙ্কারকে নাশ করিতে সমর্থ হয়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥১১।২০।৩০

—অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

গতিত্রয়-নাশের উপায়—

স এব স্বান্তরং নিন্যে যুগানামেকসপ্ততিম্।
বাসুদেবপ্রসঙ্গেন পরিভূতগতিত্রয়ঃ॥ ভাঃ ৩।২২।৩৬

শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে বলিলেন সেই মহারাজ মনু এইভাবে আপনার অন্তরকাল এক সপ্ততিযুগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বাসুদেবকথা-প্রসঙ্গে নিবিষ্ট থাকিয়া তিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাকে পরাভূত করিয়াছিলেন ॥ ৩৩॥

ঈক্ষেত বিভ্রমমিদং মনসো বিলাসং
দৃষ্টং বিনষ্টমতিলোলমলাতচক্রম্।
বিজ্ঞানমেকমুরুধেব বিভাতি মায়া
স্বপ্নস্ত্রিধা গুণবিসর্গকৃতো বিকল্পঃ ॥৩৪॥

অন্বয়। (অনুমানাদি দর্শয়তি) মনসঃ বিলাসং (মনোবিজৃম্ভিত) দৃষ্টং বিনষ্টং (বিনাশশীলম্) অলাতচক্রম্‌ (অলাতচক্রবৎ) অতিলোলম্‌ (অতিচঞ্চলম্) ইদং (জগৎ) বিভ্রমম্ ঈক্ষেত (বিশিষ্টো ভ্রমো যত্র তথাভূতং ঈক্ষেত) একং বিজ্ঞানং (যদ্ ব্রহ্ম তদেব) উরুধা (বহুধা) ইব বিভাতি (প্রকাশতে ন তু পরমার্থতঃ উরুধা যতঃ) ত্রিধা (জাগ্রদাদিভেদেন) গুণবিসর্গকৃতঃ (গুণপরিণামকৃতঃ) বিকল্পঃ (ভেদঃ) স্বপ্নঃ মায়া (স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। মনঃকল্পিত, বিনাশশীল, অলাতচক্রবৎ অতিচঞ্চল এই দৃষ্ট জগৎকে বিশিষ্ট ভ্রমযুক্ত দর্শন করিবে, বিজ্ঞানস্বরূপ এক ব্রহ্মই নানাপ্রকার প্রকাশিত হইতেছেন, পরন্তু বস্তুতঃ নানাপ্রকারে বিশিষ্ট নহেন, যেহেতু পরিণামকৃত জাগরণাদি ভেদ স্বপ্নতুল্য মায়ামাত্র জানিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ। এবমবস্থাত্রয়ান্নিঃসম্বন্ধস্যাত্মনঃ পার্থক্যমনুভূয় পূর্ব্বং যদহন্তাস্পদং মমতাস্পদীভূতং বস্ত্বাসীত্তদিদং জগৎ বিভ্রমং বিশিষ্টো ভ্রমো যত্র তথাভূতং ঈক্ষেত কোটিকোটিজন্মসু তত্র ভ্রমাদেবাহন্তা মমতয়োরারোপিতচরত্বাৎ মনসো বিলাসং কৌতুকাস্পদং মনসো বিশিষ্টো লাসো নৃত্যং যত্র তদিতি বা। বিনষ্টমনিত্যং তত্রাপ্যলাতচক্রবদতিলোলং। নন্বু তর্হ্যেবম্ভূতদ্বৈতদর্শনান্নির্ব্বেদব্রহ্মানুভবোনোপপদ্যেত তত্রাহ,—বিজ্ঞানমেকং যদ্‌ব্রহ্ম তদেব উরুধেব বিভাতি ন তু পরমার্থত উরুধা। যতো মায়া মায়য়ৈব ত্রিধা গুণবিসর্গকৃতো বিকল্পঃ স্বপ্নঃ স্বপ্নবদচিরস্থায়ী ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপে অবস্থাত্রয় হইতে সম্বন্ধশূন্য আত্মার পার্থক্য অনুভব করিয়া পূর্ব্বে যে অহং বুদ্ধির ও মমতা বুদ্ধির বস্তু ছিল সেই এই জগৎ বিভ্রম অর্থাৎ বিশিষ্ট ভ্রমযুক্ত বলিয়া দেখিবে। কোটি কোটি জন্মে ভ্রমবশতঃই পূর্ব্বে অহংবুদ্ধি ও মমতাবুদ্ধি আরোপিত ছিল বলিয়া মনের বিলাস অর্থাৎ কৌতুকাস্পদ অথবা মনের বিশিষ্ট লাস বা নৃত্যময়। বিনষ্ট, অর্থাৎ অনিত্য তাহার উপর অলাতচক্রের ন্যায় অতি লোল বা চঞ্চল। আচ্ছা, তাহা হইলে এই প্রকার দ্বৈতদর্শনহেতু নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুভব সম্ভবপর হয় না, তাহাই বলিতেছেন—বিজ্ঞান একই যাহা ব্রহ্ম, তাহাই উরুধা (বহুপ্রকার) প্রকাশিত, পরমার্থতঃ উরুধা নয়। যে হেতু মায়া-কর্ত্তৃক তিন প্রকার গুণবিসর্গকৃত বিকল্প স্বপ্ন অর্থাৎ স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী ॥৩৪॥

অনুদর্শিনী। শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে স্তব-মুখে বলিতেছেন—

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥
ভাঃ ১০।১৪।২২

এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, জ্ঞানশূন্য জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনন্ত, আপনাতে আশ্রিত অচিন্ত্যশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি ইহা সত্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে।

বিশ্ব ভগবানের শক্তিকার্য্য বলিয়া মিথ্যা নহে, সত্য, কিন্তু অনিত্য। "জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয়।"
চৈঃ চঃ ম ৬ পঃ

অলাতচক্র—জ্বলিত অঙ্গার-খণ্ডকে তীব্রবেগে ঘুরাইলে উহাকে একটী ব্যাপক অগ্নিময় চক্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জগৎ তদ্রূপ অবিরত ভ্রমণাকুল।

গুণ-পরিণামকৃত যে ত্রিবিধ ভেদ, তাহা স্বপ্নের ন্যায় মায়া অর্থাৎ মায়া দ্বারা স্ফুরিত; মায়াই নানাপ্রকারে বিভাত হইতেছে কিন্তু ব্রহ্ম একই। তবে এই মায়া পৃথক্ তত্ত্ব নহে, তাঁহারই অধীনা এবং তাঁহারই বলে ক্রিয়াশীলা ॥

জগৎ স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী কিন্তু স্বপ্নাদিবৎ অলীক নহে—

"বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ"। ব্রঃ সূঃ ২।২।২৮

অর্থাৎ বৈধর্ম্ম্য হেতুকই স্বপ্নাদিবৎ নহে।

এই সূত্রের টীকায় গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীলবলদেব প্রভু বলেন—

"চ-শব্দোঽবধারণে। স্বপ্নে মনোরথে চ যথা ঘটাদ্যর্থাকারকজ্ঞানমাত্রসিদ্ধো ব্যবহারস্তথা জাগরেঽপি ভবেদিত্যেতৎ ন সংভবতি। কুতঃ বৈধর্ম্ম্যাৎ। স্বপ্ন-জাগরপ্রাপ্তয়োর্ব্বস্তুনোরসাধর্ম্ম্যাদেব স্বপ্নে খল্বনুভূতং স্মর্য্যতে জাগরে তু প্রত্যক্ষেণানুভূয়তে। স্বপ্নোপলব্ধং ক্ষণদ্বয়মাত্রেণান্যদন্যদ্ভবতি বাধিতঞ্চ বোধে। জাগরোপলব্ধং তু বর্ষশতানন্তরমপি তদ্ধর্ম্মকমবাধিতঞ্চেতি। কিঞ্চ স্বপ্নেঽনুভূতং স্মর্য্যত ইতি প্রত্যুক্তিমাত্রং বোধ্যং। স্বমতন্তু স্বমাত্রানুভাব্যম্।

অর্থাৎ মূলে চ শব্দ অবধারণার্থ। স্বপ্ন ও মনোরথে যেরূপ ঘটাদি অর্থাকারক জ্ঞানমাত্র সিদ্ধ ব্যবহার হয়, ঐরূপ জাগ্রদবস্থায়ও হয়,—এ কথা সম্ভব হয় না; হেতু;—বৈধর্ম্ম্য,বশতঃ স্বপ্নলব্ধ-বস্তু ও জাগ্রদবস্থায় বস্তু—এই বস্তুদ্বয়ের অসাধর্ম্ম্য দেখিতে পাওয়া যায়, স্বপ্নে কেবলমাত্র অনুভূত বস্তু স্মৃত হয়; আর জাগরে বস্তু প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হয়। স্বপ্নলব্ধ বস্তু ক্ষণদ্বয়মাত্রেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে ও স্বপ্নাপগমে বাধিত হয়, আর জাগরলব্ধ-বস্তু শতবর্ষ পরেও একরূপ ও অবাধিত-বিষয়ত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে। আরও স্বপ্নে অনুভূত বস্তু স্মৃত হয়, ইহা প্রত্যুক্তি মাত্র, নিজের মতে স্বমাত্রের অনুভাব্য, অন্যের নয়; কিন্তু জাগর-বস্তু সকলেরই অনুভাব্য—

"ভগবচ্ছক্তিকার্য্য বিশ্ব মিথ্যা নহে। ভগবৎ কার্য্যমাত্রেরই মিথ্যাত্ব অনুমেয় হইলে ভগবানেও প্রামাণ্যাভাবদোষ হয়। মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতা শ্রুতি 'সত্যং হ্যেবেদং বিশ্বমসৃজত।" ভাঃ ৭।১।১১ শ্লোক টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ ॥৩৪॥

দৃষ্টিং ততঃ প্রতিনিবর্ত্ত্য নিবৃত্ততৃষ্ণ-
স্তূষ্ণীং ভবেন্নিজসুখানুভবো নিরীহঃ।
সংদৃশ্যতে ক্ব চ যদীদমবস্তুবুদ্ধ্যা
ত্যক্তং ভ্রমায় ন ভবেৎ স্মৃতিরানিপাতাৎ ॥৩৫॥

অন্বয়। (তস্মাৎ) ততঃ (দৃশ্যাৎ) দৃষ্টিং (বাস্তবজ্ঞানং) প্রতিনিবর্ত্ত্য (প্রতিষিধ্য) নিবৃত্ততৃষ্ণঃ তূষ্ণীং নিরীহঃ (মনোবাক্‌কায়ব্যাপাররহিতঃ সন্) নিজসুখানুভবঃ (স্বাত্মানন্দানুসন্ধাতা) ভবেৎ ক্ব চ (ক্বচিদাবশ্যকাহারাদিষু) যদি (যদ্যপি) ইদং (জগৎ) সংদৃশ্যতে (তথাপি পূর্ব্বম্) অবস্তুবুদ্ধ্যা ত্যক্তম্ (অবাস্তবজ্ঞানেন যৎ পরিত্যক্তং তদিদং পুনঃ) ভ্রমায় ন ভবেৎ (মোহায় ন প্রভবেদেব, কিঞ্চ) আনিপাতাৎ (দেহপাতপর্য্যন্তং) স্মৃতিঃ (স্মৃতিরিব স্মৃতিঃ সংস্কারমাত্রেণাবভাসো ভবেদিত্যর্থঃ) ॥৩৫॥

অনুবাদ। অতএব দৃশ্য প্রপঞ্চ হইতে বাস্তবজ্ঞানের প্রতিষেধপূর্ব্বক নিবৃত্ততৃষ্ণ, মৌনী, নিরীহ এবং আত্মসুখানুসন্ধাতা হইবে। কদাচিৎ আহারাদি কার্য্যানুরোধে যদিও জগৎ-সম্পর্ক সম্ভবপর হয়, তথাপি পূর্ব্বে অবাস্তবজ্ঞানে পরিত্যক্ত হওয়ায় ইহা মোহজনক হইতে পারে না, পরন্তু দেহপাত পর্য্যন্ত কেবল সংস্কাররূপে ইহার প্রকাশ হইয়া থাকে ॥৩৫॥

বিশ্বনাথ। যস্মাদেবং তস্মাত্ততো দৃশ্যাৎ দৃষ্টিং প্রতিনিবর্ত্ত্য তস্মিন্ নিবৃত্ততৃষ্ণস্তূষ্ণীঞ্চ ভবেৎ। মনোবাগ্‌ব্যাপাররহিত ইত্যর্থঃ। তত্র সামর্থ্যমাহ,—নিজসুখানুভব ইতি। অতো নিরীহঃ কায়িকব্যাপাররহিতশ্চ,নন্বু দেহবতঃ সর্ব্বথাদ্বৈতদৃষ্টিপ্রতিবর্ত্তনাযোগাৎ পুনঃ সংসারঃ স্যাদেব, তত্রাহ—সংদৃশ্যতে ইতি। ক্বচিদাবশ্যকাহারাদিষু যদ্যপীদং সংদৃশ্যতে তথাপি পূর্ব্বমবস্তুবুদ্ধ্যা যত্ত্যক্তং তৎ পুনর্ম্মোহায় ন ভবেদেব। কিন্তু দেহপাতপর্য্যন্তং স্মৃতিরিব স্মৃতিঃ সংসারমাত্রেণাবভাসো ভবেদিত্যর্থঃ ॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু এইরূপ, তখন সেই দৃশ্য হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া তাহাতে তৃষ্ণাশূন্য হইয়া তূষ্ণী অর্থাৎ মনোবাক্যব্যাপার-রহিত হইবে। সে বিষয়ে সামর্থ্য বলিতেছেন। নিজসুখানুভব, অতএব নিরীহ কায়িকব্যাপার-রহিত। আচ্ছা, দেহবানের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে দ্বৈতদৃষ্টি প্রতিবর্ত্তনের যোগ্য না হওয়ায় পুনরায় সংসার হইবে। সে বিষয়ে বলিতেছেন। কখনও আহারাদি-ব্যাপারে যদিও ইহা দৃষ্ট হয়, তথাপি পূর্ব্বে

যাহা অবস্তু বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা পুনরায় মোহজনক হইবে না কিন্তু দেহপাত পর্য্যন্ত স্মৃতির ন্যায় কেবল সংসাররূপে প্রকাশ পাইবে ॥ ৩৫ ॥

অনুদর্শিনী। যিনি নিজের আত্মায় সুখ অনুভব করেন তিনিই মনের তৃষ্ণা, বাক্যের বেগ এবং কায়ার কর্ম্মচেষ্টা পরিত্যাগে তৃষ্ণাশূন্য, তূষ্ণী এবং নিরীহ হইতে পারেন। সে অবস্থায় তাঁহার আহারাদি ক্রিয়া থাকিলেও উহা ভোগীর সংসার-চেষ্টা নহে, স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির স্বপ্নস্মৃতির ন্যায় ॥৩৫॥

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥৩৬॥

অন্বয়। (এতদেবোপপাদয়তি) মদিরামদান্ধঃ (মদ্যমদান্ধদৃষ্টির্জ্জনঃ) যথা পরিকৃতং (পরিহিতং) বাসঃ (বসনং) দৈবাৎ অপেতং (স্খলিতং) অথ (কিম্বা) দৈববশাৎ উপেতং (দেহমাগতমপি ন পশ্যতি তথা) সিদ্ধঃ (জনঃ) যতঃ (যস্মাৎ) স্বরূপম্ অধ্যগমৎ (জ্ঞাতবান্ তঃ) নশ্বরং দেহং চ অবস্থিতম্ (আসনে স্থিতম্) উত্থিতং বা (ততো নির্গতং বা পুনরাগতং বা) ন পশ্যতি ॥৩৬॥

অনুবাদ। মদিরামদান্ধদৃষ্টি পুরুষ যেরূপ পরিহিত বসন দৈবাৎ গাত্র হইতে স্খলিত কিংবা পুনরায় দৈববশতঃ সংলগ্ন হইলেও উহা দেখিতে পায় না, সেইরূপ সিদ্ধপুরুষ স্বরূপজ্ঞান লাভ করায় এই নশ্বর দেহ আসনে স্থিত কিংবা উত্থিত বা পুনরাগত যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তাহা দর্শন করেন না ॥৩৬॥

বিশ্বনাথ। জ্ঞানসিদ্ধস্য জীবন্মুক্তস্য দশামাহ—দেহমিতি দ্বাভ্যাম্। আসনাদুত্থিতং উত্থায় পুনস্তত্রৈব স্থিতং ন পশ্যতি নানুসন্ধত্তে। যতঃ স্বরূপং ব্রহ্মানুভবং অধ্যগমৎ প্রাপ্তঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ। দৈবাদপেতং কেনচিন্নিষ্কাসনাদপগতং কৈনচিৎ পরিধাপনাদুপেতং বা বাসঃ পরিকৃতং পরিহিতং মদিরামদান্ধো নানুসন্ধত্তে ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানসিদ্ধ জীবন্মুক্তের দশা দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন। আসন হইতে উত্থিত, উঠিয়া পুনরায় সেইস্থানে স্থিত (দেহকে) দেখেন না অর্থাৎ অনুসন্ধান করেন না। যেহেতু স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মানুভব অধিগত বা প্রাপ্ত। এস্থলে দৃষ্টান্ত—দৈবাৎ অপেত (স্থানচ্যুত) কাহারও দ্বারা কাড়িয়া দূরে নিক্ষিপ্ত বা কাহারও দ্বারা পরিধান করান জন্য উপেত (আগত); পরিকৃত অর্থাৎ পরিহিত বাস বা বসনকে মদিরামদান্ধ ব্যক্তি অনুসন্ধান করে না ॥ ৩৬ ॥

অনুদর্শিনী। মদিরামদান্ধ ব্যক্তির পরিহিত বস্ত্রে যেমন লক্ষ্য থাকে না, সেইরূপ জ্ঞানসিদ্ধ জীবন্মুক্ত-ব্যক্তিরও যে দেহে থাকাকালে আত্মজ্ঞান হয়, সেই দেহের অবস্থিতি, উত্থান এবং বিয়োগ বা সংযোগ হইলেও তাহার প্রতি লক্ষ্য থাকে না। "সুপ্তঃ কুলায়ং যথা" ভাঃ ১০।৮৭।৫০ অর্থাৎ নিদ্রিতব্যক্তির নিজ শরীরসম্বন্ধ অদর্শনের ন্যায়। "সুপ্ত ব্যক্তিকে সেরূপ অন্যে শরীরবস্তু দেখে, সে কিন্তু নিজশরীর দেখে না; তদ্রূপ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিকে অন্যে দেহবন্ত দেখে, তিনি কিন্তু কিছুই দেখেন না।"—শ্রীধর।

এই শ্লোকের অনুরূপ ভাঃ ৩।২৮।৩৭ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥৩৬॥

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতি সমীক্ষত এব সাসুঃ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥ ৩৭॥

অন্বয়। (নন্বু যঃ পরিপাল্যমানোঽপি মুমূর্ষতি তস্মেন্ন পশ্যতি তর্হি পতেদেব, নেত্যাহ) দৈববশগঃ (দৈববশেন গচ্ছন্) দেহঃ অপি যাবৎ স্বারম্ভকং (স্বস্যারম্ভকমুৎপাদকং) কর্ম্ম (যাবৎ অস্তি তাবৎ) খলু সাসুঃ (প্রাণেন্দ্রিয়সহিতঃ সন্) প্রতি সমীক্ষতে এব (জীবত্যেব) অধিরূঢ়সমাধিযোগঃ (অধিরূঢ়ঃ প্রাপ্তঃ সমাধিপর্য্যন্তো যোগোঃ যেন সঃ) প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ (প্রতিবুদ্ধং জ্ঞাতং পরমার্থবস্তু যেন সঃ) পুনঃ স্বাপ্নং (স্বপ্নতুল্যং)

সপ্রপঞ্চম্ (ইন্দ্রিয়বিষয়ভোগাদিসহিতমপি) তং (দেহং) ন ভজতে (তত্র নাসক্তো ভবতি) ॥৩৭॥

অনুবাদ। দৈববশে গতিশীল এই দেহও স্বীয় আরম্ভক কর্ম্মে স্থিতিকাল পর্য্যন্ত প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত অবশ্যই জীবিত থাকে, পরন্তু সমাধিযোগপ্রাপ্ত ও পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি স্বপ্নতুল্য ইন্দ্রিয়বিষয়ভোগাদির সহিত এই দেহে পুনরায় আসক্ত হন না ॥৩৭॥

বিশ্বনাথ। যাবৎ স্বারম্ভকং কর্ম্ম তাবৎ সাসুঃ সপ্রাণঃ সন্ প্রতি সমীক্ষতে। মুক্তস্যাপি তস্য কর্ম্মভোগপ্রতীক্ষাং কুর্ব্বন্ জীবেদিত্যর্থঃ। ননু তর্হি তস্মিন্ কদাচিদাসজ্জেদপি তত্র নেত্যাহ। তং দেহং সপ্রপঞ্চং ইন্দ্রিয়বিষয়ভোগাদিসহিতমপি ন ভজতে। যথা প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ প্রাপ্তজাগরো জনঃ স্বাপ্নং দেহং পুনর্ন ভজতে ॥৩৭॥

বঙ্গানুবাদ। যে পর্য্যন্ত স্বীয় আরম্ভক কর্ম্ম, সে পর্য্যন্ত সাসু অর্থাৎ সপ্রাণ থাকিয়া প্রতিসমীক্ষা করে অর্থাৎ মুক্তের পক্ষেও সেই কর্ম্মভোগের প্রতীক্ষা করিয়া জীবিত থাকিতে পারেন। আচ্ছা, তাহা হইলে তাহাতে কখনও বা আসক্ত হইতেও ত' পারে। সেস্থলে বলিতেছেন, 'না'। সপ্রপঞ্চ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয়ভোগাদিসহিতও সেই দেহের ভজনা করেন না। যেমন প্রতিবুদ্ধবস্তু অর্থাৎ জাগরজন স্বপ্নদৃষ্ট-দেহকে পুনরায় সেবা করে না, সেইরূপ ॥৩৭॥

অনুদর্শিনী। এই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক ভাঃ ৩।২৮।৩৮ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

জাগ্রত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নদৃষ্ট দেহ ও নিজ দেহকে পৃথক্ বুঝিয়া স্বপ্নদৃষ্ট দেহকে পুনরায় সেবা করে না অর্থাৎ সেই দেহকে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া সেই দেহভোগে ব্যস্ত বা আসক্ত হয় না; তদ্রূপ মুক্ত ব্যক্তি নিজেকে অর্থাৎ আত্মাকে জড় দেহ হইতে পৃথক্ উপলব্ধি করতঃ পূর্ব্ববৎ ঐ জড়দেহ বা দেহধর্ম্মে আসক্ত বা ব্যস্ত হন না।

> মুক্তোঽপি তাবদ্বিভৃয়াৎ স্বদেহ-
> মারব্ধমশ্নন্নভিমানশূন্যঃ।
> যথানুভূতং প্রতিযাতনিদ্রঃ
> কিন্ত্বন্যদেহায় গুণান্ ন বৃঙ্ক্তে ॥ ভাঃ ৫।১।১৬

শ্রীভগবান্ প্রিয়ব্রতকে কহিলেন—যেরূপ মনুষ্য নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় স্মরণ করে, তদ্রূপ আত্মবিৎ পুরুষও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিবুদ্ধিরহিত হইয়া যে কাল পর্য্যন্ত প্রারব্ধকর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ কাল প্রাক্তনকর্ম্মোপস্থাপিত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। কিন্তু যে গুণ, কর্ম্ম ও বাসনার দ্বারা দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটে, তিনি সে সকল ভজনা করেন না।

কর্ম্মই দেহের জনক; সেই প্রারব্ধলক্ষণ কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত সেই দেহের প্রারব্ধক্ষয়-পর্য্যন্ত ঐ মুক্ত পুরুষ অপেক্ষা করেন। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ—"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেথ সংপৎস্যত" ইতি।

অর্থাৎ সেই জীবন্মুক্তের সেইকাল পর্য্যন্ত বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না প্রারব্ধজ দেহ হইতে বিমুক্ত হন। দেহপতনানন্তর ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বিদেহমুক্ত হন ॥৩৭॥

> **ময়ৈতদুক্তং বো বিপ্রা গুহ্যং যৎ সাংখ্যযোগয়োঃ।**
> **জানীতমাগতং যজ্ঞং যুষ্মদ্ধর্ম্মবিবক্ষয়া ॥ ৩৮ ॥**

অন্বয়। (উক্তার্থে তেষাং বিশ্বাসার্থং স্ব স্ব রূপমাহ) (হে) বিপ্রাঃ! সাংখ্যযোগয়োঃ (সাংখ্যমাত্মানাত্মবিবেকো যোগোঽষ্টাঙ্গস্তয়োঃ) গুহ্যং (রহস্যং) যৎ ময়া বঃ (যুষ্মভ্যম্) এতৎ উক্তম্ (উপদিষ্টং) মা (মাং) যুষ্মদ্ধর্ম্মবিবক্ষয়া (যুষ্মভ্যম্ ধর্ম্মং বক্তুমিচ্ছয়া) আগতম্ যজ্ঞং (বিষ্ণুং) জানীত ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। হে বিপ্রগণ। তোমাদের নিকট সাংখ্য ও যোগের রহস্য বর্ণন করিলাম। আমি তোমাদিগের ধর্ম্মোপদেশের জন্য স্বয়ং বিষ্ণু এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি জানিবে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ। উক্তেঽর্থে তেষাং বিশ্বাসার্থং স্বস্বরূপমাহ,—ময়েতি। সাঙ্খ্যমাত্মানাত্মবিবেকঃ যোগোঽষ্টাঙ্গঃ ধর্ম্মস্য বিবক্ষয়া অনেন ধর্ম্মা অপ্যুপদিষ্টা ইতি জ্ঞেয়ম্। অতএব "যৎ তেন হংসরূপেণ ব্রহ্মণেঽভ্যাথ মাধব" ইত্যনুবাদো ভবিষ্যতি ॥ ৩৮ ॥

৩৮ **বঙ্গানুবাদ**। কথিত অর্থে তাহাদের বিশ্বাসের নিমিত্ত নিজস্বরূপ বলিতেছেন। সাংখ্য অর্থাৎ আত্মানাত্ম-বিবেক, যোগ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ ধর্ম্ম বলিতে ইচ্ছা করিয়া—ইহাদ্বারা ধর্ম্মও উপদিষ্ট হইয়াছে জানিতে হইবে। অতএব 'হে মাধব, সেই হংসরূপে ব্রহ্মাকে আপনি যাহা বলিয়াছিলেন' (ভাঃ ১১।১৭।৩)—এই অনুবাদ পরে হইবে ॥৩৮॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ যেমন নিজ স্বরূপ দর্শন করাইলেন তেমনি নিজে ধর্ম্মও উপদেশ করিলেন।

এই উপদেশই পরবর্ত্তীকালে অনুবাদ অর্থাৎ পুনঃ-কথনরূপে ব্যবহৃত হইবে ॥৩৮॥

———

অহং যোগস্য সাংখ্যস্য সত্যস্যর্ত্তস্য তেজসঃ।
পরায়ণং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়ঃ কীর্ত্তের্দমস্য চ ॥৩৯॥

অন্বয়। (হে) দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ! অহং সাংখ্যস্য যোগস্য সত্যস্য (অনুষ্ঠীয়মানধর্ম্মস্য) ঋতস্য (প্রমীয়মান-ধর্ম্মস্য) তেজসঃ (প্রভাবস্য) শ্রিয়ঃ কীর্ত্তেঃ দমস্য চ এতেষাং পরায়ণং (পরমাশ্রয়ো ভবামি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি সাংখ্য, যোগ, সত্য, ঋত, প্রভাব, শ্রী, কীর্ত্তি ও দম—এই সকলের প্রধান আশ্রয় ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ। অহো অদ্ভুতং জ্ঞানমশ্রৌষ্মেত্যতি-চমৎকারবতস্তানালক্ষ্যাহ—অহমিতি। "ঋতঞ্চ সুনৃতা বাণী সত্যঞ্চ সমদর্শনম্" ইত্যগ্রে বক্ষ্যতে। তেজ প্রভাবঃ এতেষাং পরায়ণং পরমাশ্রয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। অহো অদ্ভুত জ্ঞান শ্রবণ করিলাম, এইরূপ অতিচমৎকারপ্রাপ্ত তাঁহাদিগকে সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। 'ঋত সুনৃতবাণী এবং সত্য সমদর্শন' —ইহা পরে (ভাঃ ১১।১৯।৩৭) বলা হইবে। তেজ অর্থাৎ প্রভাব। ইহাদের পরায়ণ অর্থাৎ পরম আশ্রয় ॥ ৩৯ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ সকল জ্ঞান নিজ উপদিষ্ট জ্ঞানেরই অন্তর্ভূত দেখাইয়া নিজের সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব দেখাইতেছেন ॥ ৩৯ ॥

———

মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ ॥৪০॥

অন্বয়। অগুণাঃ (গুণপরিণামরূপা ন ভবন্তি কিন্তু নিত্যাঃ) সাম্যাসঙ্গাদয়ঃ (সাম্যমসঙ্গশ্চ তদাদয়ঃ) সর্ব্বে গুণাঃ নির্গুণং (মায়িকগুণাতীতং) নিরপেক্ষকং (স্বেচ্ছয়াপি-তদসংবদ্ধং) সুহৃদং (সর্ব্বহিতেরতঃ) প্রিয়ং (প্রেমাস্পদম্) আত্মানং মাং ভজন্তি (সেবন্তে) ॥৪০॥

অনুবাদ। সাম্য-অসঙ্গ প্রভৃতি নিত্য অপ্রাকৃত গুণ সকল অনিত্য-প্রাকৃত-গুণ-সম্পর্ক-শূন্য, নিরপেক্ষ, সর্ব্বহিতকারী, সর্ব্বপ্রিয়, সকলের অন্তর্যামী-স্বরূপ আমার সেবা করিয়া থাকে ॥৪০॥

বিশ্বনাথ। নন্বহং পরায়ণমিতি তদ্বাক্যাদেব তবাস্মিন্ দেহেঽভিমানো দৃশ্যত ইত্যতঃ কথং জ্ঞানসম্মান-শিক্ষয়দ্ভবানিত্যাশঙ্কধ্বে চেৎ সত্যং নেদং মম শরীরং জীবস্যেব স্বস্মাদ্ভিন্নং ভৌতিকম্। নাপ্যত্রাহঙ্কারাদিকদপি প্রাধানিকং, কিন্তু মৎস্বরূভূতং সচ্চিদানন্দময়মেবেত্যাহ। মাং নির্গুণং মায়িকগুণাতীতং সর্ব্বে গুণা ভজন্তি। নিরপেক্ষং মায়িকগুণাপেক্ষাশূন্যং কিন্তু সুহৃদং স্বভক্ত-জনানাং হিতকারিণং যতঃ প্রিয়ং তেষাং প্রেমবিষয়ীভূতং তেষু প্রীতিকর্ত্তারঞ্চ 'ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ ক' ইতি কর্ত্তরি ক প্রত্যয়বিধেঃ। কে তে গুণাঃ সাম্যং সর্ব্বত্র প্রাকৃতবস্তুষ্বৌ-দাসীন্যাৎ সমত্বঞ্চ অপ্রাকৃতেষু স্বভক্তেষু আসঙ্গ আসক্তিশ্চ তদাদ্যা আদিশব্দাৎ প্রথমস্কন্ধে পৃথিব্যুক্তাঃ সত্যশৌচা-দয়শ্চানন্তাঃ কীদৃশাঃ অগুণাঃ গুণপরিণামরূপা ন ভবন্তি কিন্তু নিত্যা ইত্যর্থঃ—ইতি শ্রীস্বামীচরণাঃ। ইমে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণা ইতি প্রথমে চ অতঃ স্বরূপভূতা এব গুণাঃ আত্মানং স্বরূপমেব ভজন্তি। 'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে' ইত্যাদৌ 'স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল ক্রিয়া চ' ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, 'আমি পরায়ণ' (৩৯ শ্লোকোক্ত) আপনার এই বাক্য হইতে এইরূপ আপনার এই দেহে অভিমান দেখা যাইতেছে; অতএব আপনি কিরূপে জ্ঞানাদি-শিক্ষা দিয়াছেন—যদি এই আশঙ্কা কর

তবে সত্য, আমার এই শরীর, জীবেরই ন্যায় আপনা হইতে ভিন্ন ভৌতিক নহে। এস্থলে অহঙ্কারাদি হইতেও প্রাধানিক নহে, কিন্তু আমার স্বরূপভূত সচ্চিদানন্দময়ই—ইহা বলিতেছেন। নিগুর্ণ অর্থাৎ মায়িকগুণাতীত আমাকে সমস্ত গুণগুলি ভজনা করে। 'নিরপেক্ষ অর্থাৎ মায়িক-অপেক্ষাশূন্য, কিন্তু সুহৃদ অর্থাৎ স্বভক্তজনের হিতকারী, যেহেতু প্রিয় অর্থাৎ তাহাদের প্রেমবিষয়ীভূত ও তাহাদিগের প্রীতিকর্ত্তাও বটে (ব্যাকরণ ইক্ উপধাযুক্ত, জ্ঞা, প্রী ও কির ধাতুর উপর কর্তৃবাচ্যে 'ক' প্রত্যয়)। সে সকলগুণ কি কি? সাম্য অর্থাৎ প্রাকৃতবস্তুসমূহে ঔদাসীন্যজন্য সমত্ব ও অপ্রাকৃত নিজভক্তগণে আসঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি প্রভৃতি। আদিশব্দহেতু প্রথমস্কন্ধে (ভাঃ ১।১৬।৩০) পৃথিবী কর্ত্তৃক উক্ত সত্যশৌচাদি অনন্তগুণ, কিরূপ? না অগুণ—গুণপরিণামরূপ হয় না, কিন্তু নিত্য—শ্রীস্বামীচরণ অর্থাৎ শ্রীধরস্বামীর টীকা। 'হে ভগবন্, যেখানে এই সকল এবং অন্য মহাগুণসকল বর্ত্তমান—ইহাও প্রথমে। অর্থাৎ স্বরূপভূতগুণগণই আত্মা অর্থাৎ স্বরূপকে সেবা করে। 'তাঁহার কার্য্য ও ইন্দ্রিয় নাই—ইহাতে 'স্বাভাবিকী জ্ঞান বল-ক্রিয়া'—(শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)॥ ৪০ ॥

অনুদর্শিনী। 'ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।'
চৈঃ চঃ ম ৬পঃ

'দেহ-দেহী-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।'
লঘুভাগবতামৃত পূঃ খঃ।

ঈশ্বরের নাহি কভু, দেহ-দেহী-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ,—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ॥ চৈঃ চঃ অ ৫পঃ
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ॥ ঐ ম ১৭ পঃ

শ্রীভগবান্ নিগুর্ণ—

"সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।"
—বিষ্ণুপুরাণ।

"যোঽসৌ নিগুর্ণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ।"
—পাদ্মোত্তর-খণ্ড।

ভগবান্ নিগুর্ণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণাতীত হইয়াও অপ্রাকৃত নিখিল-সদ্গুণ-সম্পন্ন 'নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মুঃ যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ'—ভাঃ ১।১৮।১৪ অর্থাৎ শিবব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণও প্রাকৃতগুণরহিত ভগবানের চিন্ময়গুণ-সমূহের ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই। তিনি প্রাকৃত গুণাপেক্ষা রহিত, ভক্তের একমাত্র হিতকারী এবং প্রাকৃত বস্তুতে উদাসীন হইয়াও অপ্রাকৃত ভক্তগণে আসক্ত।

'গুণাতীত হইয়াও তাঁহার গুণবত্ত্বাহেতু মহাগুণসকল অপ্রাকৃত চিন্ময় অর্থাৎ স্বরূপভূত'—শ্রীল বিশ্বনাথ।

গোরূপধারিণী পৃথিবী বৃষরূপধারী ধর্ম্মকে বলিয়াছেন—
সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্।
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম॥
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তি র্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেব চ॥
প্রাগল্ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ॥
এতে চান্যে চ ভগবন্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ॥
—ভাঃ ১।১৬।২৭-৩০

সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষমা, ত্যাগ, সন্তোষ, সারল্য, শম, দম, তপস্যা, সাম্য, তিতিক্ষা, উপরতি শাস্ত্রজ্ঞান, আত্ম-বিষয়ক-বিচার, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, প্রভাব, দক্ষতা, কর্ত্তব্যানুসন্ধানরূপ স্মৃতি, স্বাতন্ত্র্য, ক্রিয়া-নৈপুণ্য, কান্তি, ধৈর্য্য, চিত্তের কোমলতা, প্রাগল্ভ্য (অতিশয় প্রতিভা) বিনয়, শীল, সহ (মানসিক বল), ওজঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয়-বল) বল (কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পটুতা) ভগ (ভোগাস্পদত্ব), গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, আস্তিক্য, কীর্ত্তি, গৌরব ও অনহঙ্কৃতি (গর্ব্বাভাব) হে ভগবন্, মহত্ত্বাভিলাষী সাধুদিগের বাঞ্ছিত, এই সকল এবং অন্যান্য মহৎগুণসকল যাঁহাতে (ভগবানে) নিত্য অক্ষয় হইয়া বর্ত্তমান।

"অন্যে' শব্দে শ্রীধর স্বামী ব্রহ্মণ্য, শরণত্ব প্রভৃতি মহদ্-গুণাবলীর কথা বলিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ 'অন্যে' শব্দে জীবেতে অলভ্য অর্থাৎ যে সকল গুণ জীবে সম্ভব

নহে, একমাত্র ভগবানেই সম্ভব এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার সংখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন—

সত্যসংকল্পত্ব, মায়াবশকারিত্ব, কেবল অখণ্ড সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠান, জগৎপালকত্ব, হতশত্রুকেও গতিপ্রদান, আত্মারামগণেরও চিত্তাকর্ষণকারিত্ব, ব্রহ্মাশিবাদিদেবগণেরও সেব্যত্ব, অচিন্ত্যশক্তিত্ব, নিত্য নব নবায়মান সৌন্দর্য্য, পুরুষাবতাররূপেও মায়াধীশত্ব, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-কর্ত্তৃত্ব, গুণাবতারের বীজত্ব, লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়ত্ব, বাসুদেব-নারায়ণ প্রভৃতিরূপেও পরম অচিন্ত্য-অখিলমহাশক্তিমত্তা, স্বয়ং কৃষ্ণরূপে হতশত্রুকে মুক্তি এবং ভক্তি পর্য্যন্ত প্রদান, নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক রূপাদি মাধুর্য্য, অচেতন পদার্থকেও নিজ সান্নিধ্য দ্বারা অশেষ সুখদান—এই কয়েকটী গুণদ্বারা মাত্র দিগ্‌দর্শন করা হইল। কেননা,—

(শ্রীঅনন্ত) সহস্রবদনে করে কৃষ্ণগুণগান।
নিরবধি গুণ গান, অন্ত নাই পান॥ চৈঃ চঃ আ ৫ পঃ

'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥' শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮

সেই ভগবানের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় নাই। কোন বস্তুই তাঁহার সমান বা তাহা হইতে অধিকরূপে দৃষ্ট হয় না। তিনি অবিচিন্ত্য শক্তির আধার। তাঁহার সেই অবিচিন্ত্য শক্তির নাম পরাশক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী পরাশক্তি জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াভেদে বিবিধা।

অতএব—

অপূর্ণ-গুণরূপাস্তু সম্পূর্ণ-গুণরূপকম্।
ভজন্তি পরমং ব্রহ্ম দেবাস্ত্রিগুণবর্জ্জিতম্॥ কালসংহিতা

অর্থাৎ অপূর্ণ-গুণরূপযুক্ত দেবগণ ত্রিগুণবর্জ্জিত সম্পূর্ণ গুণরূপবিশিষ্ট পরব্রহ্মকে ভজনা করেন।৪০॥

ইতি মে ছিন্নসন্দেহা মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ
সভাজয়িত্বা পরয়া ভক্ত্যাগৃণত সংস্তবৈঃ॥৪১॥

অন্বয়। (হে উদ্ধব!) মে (ময়া) ইতি (পূর্ব্বোক্তভাবেন) ছিন্নসন্দেহাঃ (ছিন্নাঃ নষ্টাঃ সন্দেহাঃ সংশয়াঃ যেষাং তে) সনকাদয়ঃ মুনয়ঃ পরয়া (প্রেমলক্ষণয়া) ভক্ত্যা সভাজয়িত্বা (মাং পূজয়িত্বা) সংস্তবৈঃ (দিব্যস্তোত্রৈঃ) অগৃণত (মাং তুষ্টুবুঃ)॥৪১॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! এই প্রকার আমার বাক্যে সনকাদি মুনিগণ সংশয়মুক্ত হইয়া পরম ভক্তি সহকারে আমার পূজা করতঃ দিব্যস্তোত্রদ্বারা স্তুতি করিয়াছিলেন॥৪১॥

বিশ্বনাথ। অগৃণত অগৃণন্ত মাং তুষ্টুবুঃ॥৪১।

বঙ্গানুবাদ। অগৃণত অগৃণন্ত অর্থাৎ আমাকে তুষ্ট করিলেন।৪১।

অনুদর্শিনী। সনকাদি মুনিগণ পরমা ভক্তি অর্থাৎ প্রেমলক্ষণা ভক্তি দ্বারা তাঁহার সেবা করিলেন॥৪১॥

তৈরহং পূজিতঃ সম্যক্ সংস্তুতঃ পরমর্ষিভিঃ।
প্রত্যেয়ায় স্বকং ধাম পশ্যতঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। পরমর্ষিভিঃ তৈঃ সম্যক্ পূজিতঃ সংস্তুতঃ (চ) অহং পরমেষ্ঠিনঃ পশ্যতঃ (পরমেষ্ঠিনি ব্রহ্মণি পশ্যতি সতি) স্বকং ধাম (নিজধামং) প্রত্যেয়ায় (প্রত্যাগতোঽস্মি)॥৪২॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ
সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। সেই পরম ঋষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও সংস্তুত হইয়া আমি সাক্ষাৎকারী পরমেষ্ঠির সমক্ষেই নিজ ধামে প্রত্যাগমন করিয়াছিলাম॥ ৪২ ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। প্রত্যোয়ায় প্রত্যাগতোঽস্মি ॥ ৪২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে সঙ্গতঃ সৎসঙ্গতোঽভূত্ত্রয়োদশঃ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। প্রত্যোয়ায় অর্থাৎ প্রত্যাগত হইলাম ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ের সাধুজন-সম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ যে বৈকুণ্ঠ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া গেলেন ॥ ৪২ ॥

অবতার—'অবতারশ্চ প্রাকৃতবৈভবেঽবতরণমিতি।'
শ্রীজীবপাদ (কৃঃসঃ)।

'অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরণং খল্ববতারঃ।' শ্রীবলদেব।

অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠধাম হইতে মায়াতীত তত্ত্বের প্রাকৃত বৈভবরূপ এই প্রপঞ্চে অবতরণই 'অবতার'।

'প্রকৃতির পারে 'পরব্যোম'-নামে ধাম।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি-গুণবান্।
সর্ব্বগ, অনন্ত, ব্রহ্মবৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥
কৃষ্ণ, কৃষ্ণাবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥'
'বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম।'
চৈঃ চঃ আ৫ ও মধ্য ২০প।

চিত্তে গুণগণ রয়, গুণে চিত্ত ধায়।
কেমনে সম্বন্ধত্যাগ করিবে উভয় ?
চিত্ত মগ্ন হৈলে কৃষ্ণগুণলীলারসে
গুণগণ তবে সেই চিত্তে নাহি পশে ॥
গুণাতীত, চিত্তজয়ী ভক্ত ভক্তিবলে।
স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবা লভে অবহেলে ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশ-অধ্যায়ের সারার্থানুদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীউদ্ধব উবাচ

বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা ॥ ১ ॥

অন্বয়। শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ। (হে) কৃষ্ণ! ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্ম বেদঃ তদ্বাদিনঃ ঋষয়ঃ) বহূনি (বিবিধানি) শ্রেয়াংসি (শ্রেয়ঃসাধনানি) বদন্তি তেষাং (শ্রেয়ঃসাধনানাং) বিকল্পপ্রাধান্যং (কিং বিকল্পেন প্রাধান্যম্) উতাহো (কিম্বা) একমুখ্যতা (মুখ্যতা ভবতি তদ্ বদ) ॥১॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বিবিধ প্রকার শ্রেয়ঃসাধন বর্ণন করিয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে বৈকল্পিকভাবে সকলগুলি প্রধান কিম্বা তন্মধ্যে একটি প্রধান, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ। ভক্তেঃ কৃষ্ণবশীকারসর্ব্বোৎকর্ষশ্চতুর্দ্দশে।
তদ্বতাঞ্চ মুমুক্ষোঃ সম্মতং ধ্যানঞ্চ বর্ণিতম্ ॥

শ্রুতানাং শ্রোতব্যানাঞ্চ শ্রেয়ঃসাধনানাং তারতম্যাদিকং পৃচ্ছতি,—বদন্তীতি। শ্রেয়াংসি শ্রেয়ঃসাধনানি। কিং বিকল্পেন প্রাধান্যং। ইদং প্রধানমিদম্বা প্রধানমিতি। উতাহো একস্যৈব মুখ্যতা ইদমেব প্রধানমিতি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। চতুর্দ্দশ-অধ্যায়ে ভক্তির কৃষ্ণবশীকাররূপ সর্ব্বোৎকর্ষ ও ভক্তগণের মুমুক্ষুর সম্মত ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রুত ও শ্রোতব্য শ্রেয়ঃসাধনগুলির তারতম্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। শ্রেয়ঃসমূহ অর্থাৎ শ্রেয়ঃসাধনগুলি। ইহাদের কি বিকল্পে প্রাধান্য, অর্থাৎ এইটী প্রধান, এইটী প্রধান—এইরূপ ? অথবা একটীরই মুখ্যতা অর্থাৎ একটীই প্রধান ? ॥ ১ ॥

সারার্থানুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ ভক্তিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়াছেন। কিন্তু ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য বিবিধ শ্রেয়ঃসাধনের কথা শাস্ত্রান্তরাদিতে দেখা যায়। অতএব অপরে যে সকল সাধনের কথা বলিয়াছেন, সেগুলি কি, স্ব স্ব প্রধান না তাহার মধ্যে একটী প্রধান, এই কথা

শ্রীভগবানের শ্রীমুখ হইতে প্রকাশ করিবার জন্যই লোক-মঙ্গলকামী ভক্তপ্রবর উদ্ধবের এই প্রশ্ন ॥ ১ ॥

ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোঽনপেক্ষিতঃ।
নিরস্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয্যাবিশেন্মনঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়। (হে) স্বামিন্! যেন (ভক্তিযোগেন) সর্ব্বতঃ সঙ্গং (আসক্তিং) নিরস্য (ত্যক্ত্বা) ত্বয়ি (পরমাত্মনি) মনঃ আবিশেৎ (প্রবিষ্টং ভবেৎ) ভবতা উদাহৃতঃ (পূর্ব্বমুক্তঃ) অনপেক্ষিতঃ (ন অপেক্ষিতং অপেক্ষা যস্মিন্ সঃ অহৈতুকঃ) ভক্তিযোগঃ (সর্ব্বেষামপি শ্রৈষ্ঠ্যে সম্মত উত তবৈবেতি নির্দ্ধার্য্যোচ্যতাম্) ॥২॥

অনুবাদ। হে প্রভো! যে ভক্তিযোগদ্বারা সর্ব্ববিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাতে চিত্ত নিবিষ্ট হয়, আপনা-কর্তৃক উক্ত সেই অহৈতুক ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্ববাদী সম্মত অথবা আপনারই সম্মত তাহা নির্দ্ধারণপূর্ব্বক বলুন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ। ভবন্মতে তু ভক্তিযোগ এব মুখ্য ইত্যাহ,—ভবতেতি। অনপেক্ষিতং নিষ্কামো ভক্তিযোগ এব ভবতা উদাহৃতঃ উৎকর্ষেণ আহৃতঃ আনীতঃ যেন মনস্ত্বদাবিষ্টং স্যাৎ স কিং সর্ব্বেষামপি শ্রৈষ্ঠ্যে সম্মতঃ উত তবৈবেতি নির্দ্ধার্য্যোচ্যতামিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। আপনার মতে ঐ ভক্তিযোগই মুখ্য। অনপেক্ষিত অর্থাৎ নিষ্কাম ভক্তিযোগই আপনা কর্ত্তৃক উদাহৃত অর্থাৎ উৎকর্ষ সহকারে আনীত। যাহাতে মন আপনাতে আবিষ্ট হয়। উহা কি শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলের সম্মত, না, কেবল আপনারই? ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলুন ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥৩॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ,—যস্যাং (বেদ-সংজ্ঞিতায়াং বাণ্যাং) মদাত্মকঃ (ময্যেব আত্মা চিত্তং যেন সঃ) ধর্ম্মঃ (বর্ত্ততে) প্রলয়ে কালেন (কালপ্রভাবেণ) নষ্টা (অদৃষ্টা সা) ইয়ং বেদসংজ্ঞিতা বাণী ময়া আদৌ (কল্পাদৌ) ব্রহ্মণে প্রোক্তা (প্রকৃষ্টরূপেণোক্তা) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন,- যে বেদবাক্যে মদাত্মক ধর্ম্ম বর্ণিত, প্রলয়ে কালপ্রভাবে তাহা অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে এই বেদসংজ্ঞিতা বাণী উপদেশ করিয়াছিলাম ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ। ভো উদ্ধব, সর্ব্বমতানি বেদাদেবোত্থিতানি তস্য তস্য বেদস্য তু মদ্ভক্তিযোগ এব তাৎপর্য্যমিত্যাহ,—কালেনেতি। মদাত্মকঃ মৎস্বরূপভূতঃ। ভক্তিযোগস্য হ্লাদিনী সারভূতত্বাৎ। যদ্বা। ময্যেব আত্মা চিত্তং যতশ্চিত্তস্য মদাবিষ্টতা মদ্ভক্ত্যৈব ভবেৎ। 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' ইতি মদ্বচনাদ্ভক্ত্যৈবাহমিন্দ্রিয়ৈর্গ্রহীতুং শক্যো নান্যথেতি তত্রার্থো দ্রষ্টব্যঃ। ব্রহ্মবাদিভিরুক্তানাং মদ্ভক্তিযোগাদন্যেষাং শ্রেয়সাং মৎপ্রাপকত্বাভাবাৎ শ্রেয়স্ত্বমেবং বস্তুতো নাস্তীত্যতস্তেষাং বিকল্পতঃ প্রাধান্যেন একস্য মুখ্যত্বেন বা জিজ্ঞাস্যেন তব কিং প্রয়োজনমিতি ভাবঃ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ। হে উদ্ধব, সমস্ত মতই বেদ হইতেই উত্থিত। সেই সেই বেদের ত' আমার ভক্তিযোগই তাৎপর্য্য। মদাত্মক অর্থাৎ আমার স্বরূপভূত। যেহেতু ভক্তিযোগের হ্লাদিনীই সারভূতত্ব। অথবা আমাতেই আত্মা অর্থাৎ চিত্ত, যেহেতু চিত্তের আমাতে আবিষ্টভাবই আমার ভক্তি-দ্বারাই হয়। 'একা অর্থাৎ অনন্যা ভক্তি-দ্বারাই আমি গ্রাহ্য' (ভাঃ ১১।১৪।২১)—আমার এই বচন-অনুসারে ভক্তি-দ্বারাই আমি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অন্য প্রকারে নয় - সে স্থলে অর্থ দ্রষ্টব্য। আমাতে ভক্তিযোগ ব্যতীত ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক কথিত অন্য শ্রেয়ঃসমূহ আমাকে প্রাপ্ত হইতে সহায়তা করে না বলিয়া তাহাদের মঙ্গল-প্রদত্ব অমনি, বস্তুতঃ নাই। অতএব তাহারা বিকল্পে প্রধান, না একটী মুখ্য এই জিজ্ঞাসায় তোমার কি প্রয়োজন? ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩ ॥

অনুদর্শিনী। ভক্তিই বেদের তাৎপর্য্য—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ

পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"—ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৫৩ সূত্রের মাধ্ব-ভাষ্যধৃত মঠের শ্রুতি-বচন।

(অর্থ পূর্ব্বে ভাঃ ১১।১১।৪৮ শ্লোকের অঃ দঃ দ্রষ্টব্য)

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃনুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা
বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৫৪ সূত্রারম্ভে গোবিন্দভাষ্যধৃত
মুণ্ডক ও কঠ-বচন)

"জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইলে মুক্তি হয়, এই বিষয়টী দৃঢ় করিবার জন্য অন্য প্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে। মুণ্ডকোপনিষদে (৩।২।৩) ও কঠোপনিষদে (১।২।২৩) লিখিত আছে যে, আত্মাকে প্রবচন (অর্থাৎ ভক্তিহীন বেদাধ্যায়ন), (ভক্তিহীন) মেধা বা (ভক্তিহীন বহুবাখ্যাতার নিকট হইতে) শাস্ত্র-শ্রবণদ্বারা লাভ করা যায় না; কিন্তু তিনি (ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া) যাঁহাকে বরণ অর্থাৎ (স্বকীয়ত্বে) স্বীকার করেন, তাঁহাকে নিজ তনু দান করেন। এখানে সন্দেহ এই যে, ঈশ্বরকৃত-বরণ হইতে ঈশ্বর দর্শন হয়, কিম্বা জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিবলেই তাঁহার দর্শনলাভ সিদ্ধি হয়? শব্দের স্বারস্য হইতে এই প্রতীতি হয় যে, তৎকর্ত্তৃক বরণই তদীয় দর্শন লাভের হেতু। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইলে তাহার উত্তর এই—

"পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাৎ ত্বনুবন্ধঃ"
বেঃ দঃ ৩।৩।৫৪

বেদে বরণ শব্দটীর ব্যবহার হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের তদেক-লভ্যত্বও বোধিত হইতেছে। কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য ভক্তিলভ্যত্ব বোধনই জ্ঞাতব্য। অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের বিষয়ে তদীয় বরণ অর্থাৎ অনুগ্রহই কারণ বলাতে তদ্ভক্তিই তদ্দর্শনের কারণ, এই প্রকার অর্থ সঙ্গতি হইতেছে। 'চ' শব্দদ্বারা অন্য বাক্যের সমুচ্চয় হইয়াছে। অতএব বরণ অর্থাৎ ঈশ্বরানুগ্রহই তদীয় দর্শন-প্রাপ্তির কারণ ঐ সমস্ত বাক্যের এ প্রকার অর্থ সঙ্গতি হইল না। মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত আছে যে, 'বলহীন, প্রমাদী, তপস্বী বা অবধূত-লিঙ্গধারী ব্যক্তি আত্মদর্শন পায় না; যিনি এই সকল উপায়ে যত্ন করেন, তিনিই ব্রহ্মধামে গমন করেন। এস্থলে 'এই সকল উপায়' বলাতেই বল ও অপ্রমাদ প্রভৃতিকে সাধনরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ভক্তিই বল। 'যেমন সৎ-স্ত্রী সৎপতিকে বশীভূত করে, সেইরূপ ভক্তিই আমাকে বাধ্য করে'—(ভাঃ ৯।৪।৬৬)। 'পার্থ! পরম পুরুষ অনন্যভক্তি-লভ্য'—(গী ৮।২২) এই সমস্ত ভগবদুক্তির সহিত এক-বাক্যতাদ্বারা 'বল' শব্দে ভক্তিই বুঝাইতেছে। কঠোপনিষদেও লিখিত আছে যে, 'যে ব্যক্তি দুশ্চরিত্র, অশান্ত' অসমাহিত এবং অস্থিরচিত্ত সে প্রজ্ঞান দ্বারাও ভগবানকে লাভ করিতে পারে না'। এস্থলে 'সদাচার জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভগবানকে ধ্যান করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে'—একথা বলাতে দর্শন-লাভের সাধন সদাচারত্ব প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে কথিত হইয়াছে। অতএব পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত একার্থতাহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী-বাক্যে ভক্তিহেতুক বরণই পাওয়া যাইতেছে।

অধিকন্তু 'বরণদ্বারাই লভ্য' এইপ্রকার নিশ্চয়াত্মক-বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ভগবানের প্রিয়তম সকলই বরণীয়, অপ্রিয়তম নহে। ঐ প্রিয়তম কিন্তু ভক্ত ব্যতীত অভক্ত হইতে পারে না। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—'চারিপ্রকার সাধকের মধ্যে যদি নিত্যযুক্ত জ্ঞানী একান্ত ভক্ত হয়, সেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানিগণও আমার প্রিয় এবং আমিও জ্ঞানিগণের 'প্রিয়'—(গীঃ ৭।১৭)। 'শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যানযোগদ্বারা'—ইত্যাদি অন্যান্য বাক্যেও এইপ্রকারই বলা হইয়াছে। ঐ সকল বাক্যের উক্তরূপ অর্থ না করিলে অনেকস্থানে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং ভগবানেও বৈষম্যাপত্তি ঘটে। তবে 'ভগবান্ যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন'—এইপ্রকার নির্ব্বন্ধের হেতু এই যে, 'বরণ' ভগবদ্দর্শনলাভের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী। যে ক্রমানুসারে ভগবদ্দর্শন-লাভ হয়, তাহার ক্রম—প্রথমে সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা; তদ্দ্বারা স্ব-স্বরূপবোধ এবং পর অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ-বোধ ও তদুভয়ের সম্বন্ধজ্ঞান, পরে

তদিতরে বৈতৃষ্ণ্যপূর্ব্বিকা ভগবদ্ভক্তি, তদ্দ্বারা প্রেষ্ঠরূপে বরণ এবং তাহা হইতে ভগবদ্দর্শন লাভ।”

(বেদান্তসূত্র—৩।৩।৫৪ সূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্যের অনুবাদ)।

শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদেও (পূর্ব্ববিভাগ ১৫) দেখা যায়—

“ভক্তিরস্য ভজনম্”

‘কি প্রকার তাঁহার ভজন?—এই প্রশ্নের উত্তরে ভজন শব্দের অর্থ বলিতেছেন—ভক্তি ইঁহার ভজন। ভক্তিশব্দ ভগবৎসেবাবাচ্য প্রসিদ্ধ অর্থ; (তাহাই) এই শ্রীকৃষ্ণের ভজন বলিয়া কথিত হয়’—শ্রীল বিশ্বনাথ।

“যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

—শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥

ভাঃ ২।২।৩৪

অর্থাৎ সেই ভক্তিযোগ সর্ব্ববেদসিদ্ধ ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে সমগ্র বেদশাস্ত্র তিনবার বিচার করিয়া কি প্রকারে পরমাত্মা হরিতে রতি হইতে পারে তাহা বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

বেদশাস্ত্র কহে - সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
‘কৃষ্ণ’-প্রাপ্য-সম্বন্ধ, ‘ভক্তি’—প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয় নাম—‘ভক্তি’ ‘প্রেম’—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম— মহাধন॥ চৈঃ চঃ ম ২০পঃ।

ভক্তির স্বরূপ—

“বিজ্ঞানঘনানন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।”—গোঃ তাঃ উ, উঃ বিঃ ৭৯

অর্থাৎ বিজ্ঞানঘনানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দৈকরসরূপ ভক্তিযোগে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

‘ভক্তিযোগেরও স্বরূপ বলিতেছেন—বিজ্ঞান অর্থাৎ তত্তদ্রূপগুণাদিদ্বারা বিশিষ্ট যে জ্ঞান জড়-প্রতিযোগি যে বস্তু তাহাই ঘন বিগ্রহ যাঁহার তিনি। তাদৃশ বিগ্রহ-স্বরূপই অথবা দুঃখপ্রতিযোগিত্বহেতু আনন্দই ঘন যাঁহার সেই শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দৈকরসস্বরূপ যে ভক্তিযোগ তথায় অবস্থান করেন অর্থাৎ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন।’—শ্রীল বিশ্বনাথ।

“চিৎপ্রধানা যে শক্তিদ্বারা ভগবান্ স্বয়ং আনন্দকে জানেন এবং অপরকে আনন্দ জানাইতে সমর্থ হন, তাহাকে ‘হ্লাদিনী’ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে”—(ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীল জীবপ্রভু)।

“হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম…।” চৈঃ চঃ আ ৪ পঃ

সুতরাং ভক্তি সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া ভক্তিই ভগবানের স্বরূপভূততত্ত্ব এবং সেই ভক্তিসারই প্রেম।

ভক্তি-ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না—

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥

গী ১১।৫৩-৫৪

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন তুমি যে বিজ্ঞান-সহকারে আমার নিত্য নরাকার দর্শন করিলে, তাহা বেদ-পাঠ, তপস্যা, ইজ্যা প্রভৃতি উপায়দ্বারা কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হন না। অনন্যভক্তি-দ্বারাই আমি এইরূপে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও সাক্ষাৎকৃত হই।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

ভাঃ ১১।১৪।২০ (অর্থ তথায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীচৈতন্যদেবও বলিয়াছেন—

‘ভক্তি’ বিনা কৃষ্ণে কভু নহে ‘প্রেমোদয়’।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥

চৈঃ চঃ অ ৪ পঃ।

সুতরাং ব্রহ্মবাদিগণ-কথিত অন্য শ্রেয়ঃসমূহ ভগবৎ প্রাপ্তিতে সাহায্য না করায় সেগুলি মঙ্গলপ্রদ নহে। বিশেষতঃ সেই ব্রহ্মবাদিগণ বেদের তাৎপর্য্যই জানেন না—

স্বং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ।
আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্ম্মকমতদ্বিদঃ॥ ভাঃ ৪।২৯।৪৮

শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হিকে বলিলেন—যাহারা মলিনমতি, তাহারাই বেদকে কর্ম্মপর বলিয়া থাকে। নিশ্চয়ই তাহারা বেদের তাৎপর্য্য অবগত নহে; যেহেতু তাহারা, যে স্থানে ভগবান্ জনার্দ্দন বিরাজ করেন, সেই বৈকুণ্ঠাদি লোককে, স্ব-স্বরূপের প্রাপ্য লোক বলিয়া জানিতে পারে না।

অতএব ভক্তিই একমাত্র ধর্ম্ম—

"বাসুদেবপরো ধর্ম্মঃ বাসুদেবপরা গতিঃ।"
ভাঃ ১।২।২৮

"ধর্ম্ম শব্দে পরমধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদিগতিতৎ-প্রাপ্যপ্রেমাপবর্গাদি উভয়েরই বাসুদেবপরত্বই।"
—শ্রীল বিশ্বনাথ।

ত্বত্তঃ সনাতনো ধর্ম্মো রক্ষ্যতে তনুভিস্তব।
ধর্ম্মস্য পরমো গুহ্যো নির্ব্বিকারো ভবান্ মতঃ।
ভাঃ ৩।১৬।১৮

চতুঃসন ভগবান্‌কে বলিলেন—হে প্রভো, আপনা হইতে সনাতন ধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এবং আপনার অবতারসমূহ-দ্বারা তাহা রক্ষিত হইতেছে এবং নির্ব্বিকার আপনিই ঐ ধর্ম্মের পরমগুহ্যফলস্বরূপ—ইহাই শাস্ত্রের অভিমত।

"অনুষ্ঠীয়মান ধর্ম্ম-দ্বারাই লোকসমূহ পূজ্য হইয়া থাকেন এবং সেই ধর্ম্ম তদ্ভক্তিলক্ষণই, বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ নহে। এবং সেই ধর্ম্ম আপনার ভক্তগণই প্রবর্ত্তন করেন—এই হেতু আপনার ভক্তগণ ব্রাহ্মণগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ ইহা বলিতেছেন—তোমা হইতে প্রাদুর্ভূত ভক্তি-লক্ষণ সনাতন ধর্ম্ম। 'চক্ষু আপনার মূর্তিস্বরূপ সাধুগণের দর্শনে রত থাকুক' (ভাঃ ১০।১০।৩৮) এই বাক্যে তনু অর্থাৎ তোমার ভক্তগণ-দ্বারা রক্ষিত হয়, সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া—এই অর্থ। সেই ধর্ম্মের পরম ফল স্বর্গাদি ফলের ন্যায় বিকারী নহে, কিন্তু নির্ব্বিকার আপনিই—ইহাই মত। তৎ-প্রাপ্তিই ত্বদ্ভক্তির ফল। এই শ্লোকে 'সনাতন' 'নির্ব্বিকার' পদদ্বয়ে (ভক্তি ব্যতীত) অন্য ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হয় নাই।'
—শ্রীল বিশ্বনাথ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—শ্রীভগবান্ আদিসর্গে অর্থাৎ ব্রাহ্ম-কল্পে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে যে পরমগুহ্য ভগবজ্ জ্ঞানাদির কথা—'অহমেবাসমেবাগ্রে' 'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত' 'যথা মহান্তি ভূতানি' এবং 'এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং' ভাঃ ২।৯।৩২-৩৫—চারিটী শ্লোকে বলিয়াছিলেন, সেই চতুঃশ্লোকী ভাগবত-কথাকেই এ-স্থলে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, পাদ্মকল্পেও ভগবান্ ব্রহ্মাকে—'যদা তু সর্ব্বভূতেষু' 'যদা রহিতমাত্মানং' 'পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈঃ' এবং 'অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ' ভাঃ ৩।৯।৩২, ৩৬, ৪১, ৪২—এই চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন। ভাঃ ৩।৪।১৩ ও ২।৯।৪৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ॥ ৩॥

তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ণন্ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ॥৪॥

অন্বয়। তেন (ব্রহ্মণাপি) পূর্ব্বজায় (জ্যেষ্ঠায়) স্বপুত্রায় মনবে সা (বেদবাণী) প্রোক্তা (উপদিষ্টা) ভৃগ্বাদয়ঃ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ (ভৃগুঃ, মরীচিঃ, অত্রিঃ, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্যঃ পুলহঃ, ক্রতুঃ ইতি) ততঃ (মনোস্তাম্) অগৃহ্ণন্ (প্রাপুঃ) ॥৪॥

অনুবাদ। ব্রহ্মাও স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মনুকে সেই বেদবাণী উপদেশ করিয়াছিলেন এবং ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত-ব্রহ্মর্ষি মনুর নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥৪॥

তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ॥
কিংদেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ।
বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ॥

যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি॥৫-৭॥

অন্বয়। তেভ্যঃ (ভৃগ্বাদিভ্যঃ) পিতৃভ্যঃ (সকাশাৎ) তৎপুত্রাঃ দেবদানব গুহ্যকাঃ মনুষ্যা সিদ্ধগন্ধর্ব্বা সবিদ্যাধরচারণাঃ (বিদ্যাধরৈঃ সহ চারণাঃ কিঞ্চ) কিংদেবা (ক্লমস্বেদদৌর্গন্ধ্যাদিরাহিত্যেন কিং দেবা মনুষ্যা বেতি সন্দেহাস্পদং দ্বীপান্তরমনুষ্যাঃ) কিন্নরাঃ (কিঞ্চিন্নরাঃ ইব মুখতঃ শরীরতো বা) নাগাঃ রক্ষঃকিংপুরুষাদয়ঃ (রাক্ষসাস্তথা কিঞ্চিৎ পুরুষা ইব বানরাদয়স্তামগৃহ্ণন্) তেষাং (জীবানাং) রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ (রজঃসত্ত্বতমাংসি ভুবো জন্মস্থানানি যাসাং তাঃ) বহ্ব্যঃ (বিবিধাঃ) প্রকৃতয়ঃ (বাসনা বর্ত্তন্তে) যাভিঃ (বাসনাভিঃ) ভূতানি (দেবাসুরমনুষ্যাদীনি) তথা (তদ্বৎ) ভূতানাং পতয়ঃ (চ) ভিদ্যন্তে (বিবিধপ্রকারাণি ভবন্তি) সর্ব্বেষাং (তেষাং দেবাদীনাং) যথা প্রকৃতি (বাসনানুসারেণ) চিত্রাঃ বাচঃ (বেদার্থব্যাখ্যানবিষয়াঃ) স্রবন্তি হি (নিঃসরন্তি) ॥৫-৭॥

অনুবাদ। পরে ভৃগু প্রভৃতি পিতৃগণের নিকট হইতে তাঁহাদের পুত্র দেব, মানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিংদেব, কিন্নর, নাগ, রাক্ষস এবং কিংপুরুষ প্রভৃতি সকলে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল জীবগণের রজঃতমোসম্ভূত বিবিধ বাসনা রহিয়াছে। ঐ সকল বাসনাহেতু দেবাসুর মনুষ্যাদি ভূতগণ এবং ভূতপতিগণ বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকেন এবং স্ব স্ব প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে তাহারা সকলে কেবল বাসনা-বৈচিত্র্যহেতুই বেদবাক্যেরও ব্যাখ্যা বিভিন্ন প্রকার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥৫-৭॥

বিশ্বনাথ। কথং ততো নানামতান্যভূতানি তত্রাহ তেনেতি সার্দ্ধৈরষ্টভিঃ। ভৃগ্বাদয়ঃ। ভৃগুশ্চ মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুরিত্যেতে চ সপ্ত ব্রহ্মাণঃ প্রজাপতয়স্তে চ মহর্ষয়শ্চ কিংদেবাঃ ক্লমস্বেদদৌর্গন্ধ্যাদিরাহিত্যেন কিন্দেবা মনুষ্য বেতিসন্দেহাস্পদীভূতাঃ দ্বীপান্তরমনুষ্যা এব কিন্নরাঃ কিঞ্চিন্নরা ইব মুখতঃ শরীরতো বা কিম্পুরুষাঃ কিঞ্চিৎ পুরুষা ইব বানরাদয়ঃ। প্রকৃতয়ো বাসনা বহ্ব্যঃ কুতঃ? রজঃসত্ত্বতমাংসি ভুবো জন্মস্থানানি যাসাং তাঃ। ভূতানি দেবাসুরমনুষ্যাদীনি। চিত্রা বাচঃ বেদার্থব্যাখ্যানরূপাঃ ॥৪-৭॥

বঙ্গানুবাদ। তবে নানামত উদ্ভূত হইল কিরূপে? তাই সার্দ্ধ আটটী শ্লোকে বলিতেছেন। ভৃগ্বাদি অর্থাৎ ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু—এই সাত জন ব্রহ্মা অর্থাৎ প্রজাপতি তাঁহারা ও মহর্ষিগণ। কিংদেব অর্থাৎ ক্লম-স্বেদ-দৌর্গন্ধ্যাদি রহিত বলিয়া ইহারা কি দেব, না, মানব এই সন্দেহের পাত্র অন্যদ্বীপের মনুষ্যগণই, কিন্নর অর্থাৎ কিঞ্চিৎ নরের ন্যায় মুখেই হউক আর শরীরেই হউক, কিম্পুরুষ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পুরুষের ন্যায়, বানর প্রভৃতি। প্রকৃতি অর্থাৎ বাসনা বহু; কি হেতু? না, তাহাদের ভু অর্থাৎ জন্মস্থান রজঃসত্ত্বতমঃ। ভূত অর্থাৎ দেব, অসুর, মনুষ্য প্রভৃতি। চিত্রা বাক্ অর্থাৎ বেদার্থব্যাখ্যানরূপ ॥৪-৭।

অনুদর্শিনী। লোকপিতামহ ব্রহ্মা হইতে মনু, মনু হইতে সপ্ত ব্রহ্মর্ষি এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দেব, দানব, মনুষ্য, কিংদেব, কিন্নর প্রভৃতি বেদের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব রজঃসত্ত্বতমোগুণাবিষ্ট জীব স্বস্বপ্রকৃতি বা বাসনানুসারে বেদার্থব্যাখ্যানবিষয়েও নানাপ্রকার হইয়াছে ॥৪-৭॥

এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে ॥ ৮ ॥

অন্বয়। এবং নৃণাং প্রকৃতি বৈচিত্র্যাৎ (বাসনাভেদাৎ) মতয়ঃ ভিদ্যন্তে (বিচিত্রা ভবন্তি) কেষাঞ্চিৎ (বেদাধ্যয়নশূন্যানামপি) পারম্পর্য্যেণ (উপদেশপারম্পর্য্যেণ মতয়ঃ ভিদ্যন্তে) অপরে (কেচন) পাষণ্ডমতয়ঃ (বেদবিরুদ্ধার্থমতয়ো ভবন্তি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। এইরূপে মানবগণের প্রকৃতির বৈচিত্র্যহেতু বিভিন্ন প্রকার মতির উদয় হয়। কেহ কেহ বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও উপদেশ পরম্পরাক্রমে বিভিন্ন মতি প্রাপ্ত হয় এবং অপর কেহ কেহ বেদ-বিরুদ্ধার্থ পাষণ্ডমতগ্রস্ত হয় ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ। পারম্পর্য্যেণ গুরূপদেশপরম্পরয়া। পাষণ্ডমতয়ঃ অতিতমঃ প্রকৃতিত্বাৎ বেদবিরুদ্ধার্থমতয়ঃ তেন ভাগীরথ্যা জলং শুদ্ধং মধুরমপি তত্তটবর্ত্তৈরণ্ড-নিম্ব-চিঞ্চা-কপিত্থ-বিষবৃক্ষাদিভিঃ স্ব-স্ব-মূলদ্বারা গৃহীতং বিরসং বিরুদ্ধরসং চ যথা ভবেত্তথৈব তেষাং তেষাম্ ব্যাখ্যাতৄণাং মুখং প্রাপ্য বেদার্থো বিরসো বিরুদ্ধফলপ্রদশ্চ ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। পারম্পর্য্য অনুসারে অর্থাৎ গুরুর উপদেশ-পরম্পরায়। পাষণ্ডমতি অর্থাৎ অতিশয় তমঃ প্রকৃতির বলিয়া বেদবিরুদ্ধমতি। যেমন ভাগীরথীর জল শুদ্ধ মধুরও বটে, তবে তাহার তটবর্ত্তী এরণ্ড, নিম্ব, চিঞ্চা, (তেঁতুল) কপিত্থ, বিষবৃক্ষ প্রভৃতির স্বস্বমূলদ্বারা গৃহীত বিরস ও বিরুদ্ধ রস হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাতার মুখে পড়িয়া বেদার্থ বিরস ও বিরুদ্ধফলপ্রদ হয় ॥ ৮ ॥

অনুদর্শিনী। ব্যাখ্যাতার প্রকৃতি অনুসারেই বেদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশিত হয়। বেদবিরুদ্ধ মতই পাষণ্ডমত ॥ ৮ ॥

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি ॥ ৯ ॥

অন্বয়। (হে) পুরুষর্ষভ! (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!) মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ যথাকর্ম্ম যথারুচি (কর্ম্মানুসারেণ রুচ্যনুসারেণ চ) অনেকান্তং (নানাবিধং) শ্রেয়ঃ (তৎসাধনং) বদন্তি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমার মায়ায় বিমোহিত-চিত্ত পুরুষেরা রুচিকর্ম্মভেদ অনুসারে নানাবিধ শ্রেয়ঃসাধন বর্ণন করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ। অনেকান্তং নানাবিধম্ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। অনেকান্ত অর্থাৎ নানাবিধ ॥ ৯ ॥

অনুদর্শিনী। গুণময়ী মায়ার প্রসাদে গুণের বৈচিত্র্য ঘটে, গুণবৈচিত্র্যে প্রকৃতির বৈচিত্র্য এবং প্রকৃতি অনুসারেই জীবের বিচিত্র কর্ম্মের সংঘটন ও তাহাতে তাহাদের রুচি জন্মে। সুতরাং রুচি অনুসারে ফলের প্রতি আসক্তি ও তাহার সাধনে জীবের নানাবিধ মতের উদ্ভাবনা হয় ॥৯॥

ধর্ম্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমম্।
অন্যে বদন্তি স্বার্থং বৈ ঐশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনম্।
কেচিদ্ যজ্ঞং তপো দানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্॥১০॥

অন্বয়। (তদেবাহ) একে (কর্ম্মমীমাংসকাঃ) ধর্ম্মম্, অন্যে (কাব্যালঙ্কারকৃতঃ) যশঃ চ, (অন্যে বাৎস্যায়নাদয়ঃ) কামম্, অন্যে (যোগশাস্ত্রকৃতঃ) সত্যং দমং শমম্, (অন্যে দৃষ্টার্থবাদিনো দণ্ডনীতিকৃতঃ) ঐশ্বর্য্যং বৈ এব স্বার্থং (পুরুষার্থম্, অন্যে লোকায়তিকাঃ) ত্যাগভোজনং (দানং ভোগঞ্চ, কেচিৎ) যজ্ঞং তপঃ দানং ব্রতা নিনিয়মান্ যমান্ (চ শ্রেয়ঃ কথয়ন্তি) ॥১০॥

অনুবাদ। তন্মধ্যে কেহ ধর্ম্ম, কেহ যশ, কেহ কাম, কেহ সত্য, দম, শম, কেহ ঐশ্বর্য্য, কেহ দান-ভোগ, কেহ বা যজ্ঞ-তপঃ-দান-ব্রত-নিয়ম-যম প্রভৃতিকে শ্রেয়ঃসাধন বর্ণন করিয়া থাকেন ॥১০॥

বিশ্বনাথ। তদেবাহ,—ধর্ম্মমিতি সার্দ্ধেন। ধর্ম্মং কর্ম্মমীমাংসকাঃ। তদুক্তং "মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ। নিত্য-নৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়-জিহাসয়া॥" ইত্যাদি। যশঃ কাব্যালঙ্কারকৃতঃ। যথাহুঃ— "যাবৎ কীর্ত্তির্মনুষ্যাণাং পুণ্যলোকেষু গীয়তে। তাবদ্বর্ষ-সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥" ইতি। কামং বাৎস্যায়নাদয়ঃ। সত্যং দমং শমমিতি শান্তিশাস্ত্রকৃতঃ। অন্যে দৃষ্টার্থবাদিনঃ দণ্ডনীতিকৃতঃ। বৈ প্রসিদ্ধং। ঐশ্বর্য্য-মেব স্বার্থং বদন্তি। অতঃ সামাদ্যুপায়া এব শ্রেয়ঃ-সাধনমিতি তেষাং মতং তথৈব ত্যাগং ভোজনঞ্চ লোকায়-তিকাঃ। যজ্ঞাদিকং বৈদিকাঃ। নিয়মান্ যমান্ তপোব্রতাদিনিষ্ঠাঃ ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মমীমাংসকগণ ধর্ম্মকে, কথিত আছে—'কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে মোক্ষার্থী প্রবৃত্ত হ'ন না; তবে প্রত্যবায়ত্যাগনিমিত্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবেন'। প্রভৃতি। কাব্য, অলঙ্কারশাস্ত্রকারগণ যশকে; যেমন বলিয়াছেন—'মনুষ্যগণের কীর্ত্তি যে পর্য্যন্ত পুণ্যলোকে গীত

হয়, সে পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র বৎসর তাহারা স্বর্গলোক ভোগ করেন'। বাৎসায়নাদি কামকে; শান্তিশাস্ত্রকারগণ সত্য, দম ও শমকে; অপরে অর্থাৎ দৃষ্টার্থবাদী দণ্ডনীতি-কারগণ প্রসিদ্ধ ঐশ্বর্য্যকেই স্বার্থ বলেন। অতএব তাঁহাদের মতে সামাদি উপায়ই শ্রেয়ঃসাধন। সেইরূপ আবার লোকায়তিকগণ ত্যাগ ও ভোগকে; বৈদিকগণ যজ্ঞাদিকে, তপোব্রতাদিনিষ্ঠগণ যমনিয়মকে ॥১০॥

অনুদর্শিনী। বিভিন্ন-রুচিবিশিষ্ট জনগণ বিভিন্ন ফলে আসক্ত। সুতরাং সেই সেই ফলপ্রাপ্তিহেতু বিভিন্ন বিষয়কে তাহারা শ্রেয়ঃসাধন বলিয়াছেন।

কাম্যকর্ম্ম-অগ্নিহোত্রাদি, নিষিদ্ধ—কলঞ্জ (তাম্রকূট, বিষাস্ত্রবিদ্ধ মৃগাদি) ভক্ষণাদি, নিত্য—সন্ধ্যাবন্দনাদি নৈমিত্তিক—জাতেষ্টাদি।

কাব্যালঙ্কারকগণ—ভরত-দণ্ডি-মম্মটাদি।

বাৎসায়নাদি কামকে—'কামং স্ত্রীসম্ভোগং শ্রেয়ঃ-সাধনাদি তৎসাধনঞ্চ'। অর্থাৎ স্ত্রীসম্ভোগই প্রকৃত কাম-সাধন, অন্যান্য সাধন তাহার প্রতিপাদক মাত্র।

সত্য—যথার্থভাষণ, দম—বাহেন্দ্রিয়নিয়মন, শম—অন্তরিন্দ্রিয়নিয়মন।

লোকায়তিকগণ পানভোজনকে—'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' মৃত্যুর পর দেহ ভস্মীভূত হইলে তাহার পুনরা-গমন বালকোক্তিমাত্র; অতএব যতদিন জীবিত থাকা যায়, কোন মতে দেহকে ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে। ঋণ করিয়াও ঘৃত ভোজন করা কর্ত্তব্য ॥১০॥

আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রা মন্দাঃ শুচার্পিতাঃ ॥১১॥

অন্বয়। (তেষাং তুচ্ছফলত্বমাহ) এষাং (পূর্ব্বোক্তানাং জনানাং) কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ (কর্ম্মজনিতাঃ) লোকাঃ (ফল-ভূতানি পদানি) আদ্যন্তবন্তঃ (অনিত্যাঃ) দুঃখোদর্কাঃ (দুঃখানি উদর্কাণি উত্তরফলানি যেষাং তে) তমোনিষ্ঠাঃ (মোহাবসানাঃ) ক্ষুদ্রাঃ (অল্পাঃ) মন্দাঃ (হীনাঃ) শুচা (শোকেন) অর্পিতাঃ (ব্যাপ্তাশ্চ ভবন্তি) ॥১১॥

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত জনগণের কর্ম্মবিনির্ম্মিত লোকসমূহ অনিত্য, পরিণামে দুঃখ ও মোহজনক, ক্ষুদ্র, হীন, এবং শোকপ্রদ হইয়া থাকে ॥১১॥

বিশ্বনাথ। এতেষাং লোকাঃ এতৈঃ সাধ্যানি ফলানি। তমোনিষ্ঠা মোহোবসানাঃ ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ। এই সকল লোক বা ভুবন, ইহাদের সাধ্য ফলসমূহ। তমোনিষ্ঠ অর্থাৎ মোহজনক ।১১॥

অনুদর্শিনী। ইহাদের মধ্যে কর্ম্মলভ্য লোকসকল এবং ঐ সকল পুরুষার্থের সাধ্যফলসমূহ ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর ও মোহজনক ॥১১॥

ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যৎ তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্ ॥১২॥

অন্বয়। (ভক্তের্মুখ্যত্বমাহ) (হে) সভ্য! ময়ি অর্পিতাত্মনঃ (সমর্পিতচিত্তস্য) সর্ব্বতঃ (সর্ব্ববিষয়েষু) নিরপেক্ষস্য (বাসনাশূন্যস্য জনস্য) আত্মনা (স্বরূপত্বেন স্ফুরতা) ময়া (পরমানন্দরূপেণ) যৎ সুখং স্যাৎ (ভবেৎ) বিষয়াত্মনাং (বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং) তৎ কুতঃ (তাদৃশং সুখং কথং স্যাৎ, কথমপি নেত্যর্থঃ) ॥১২॥

অনুবাদ। হে সভ্য! আমাতে সমর্পিত-চিত্ত, বিষয়বাসনাশূন্য ব্যক্তির হৃদয়ে মদীয় পরমানন্দস্বরূপের স্ফূর্ত্তি হওয়ায় যে সুখের উদয় হয়, বিষয়াসক্ত পুরুষের সেই রূপ সুখ কি প্রকারে সম্ভব? অর্থাৎ কোন প্রকারেই সম্ভব নহে ॥১২॥

বিশ্বনাথ। তস্মাদুক্তাবেব বেদস্য তাৎপর্য্যং সৈব সর্ব্বশ্রেষ্ঠেতি নির্দ্ধার্য্য তয়ৈব মাং প্রাপ্নোতীত্যাহ—ময়ী-ত্যাদিনা উদ্ধবপ্রশ্নপর্য্যন্তেন গ্রন্থেন। ময়া রূপগুণসমুদ্রেণ আত্মনা প্রেমাস্পদেন হেতুনা বিষয়েষু মায়িকবস্তুষু শমদম-জ্ঞানাদিষ্বপি মনো যেষাং তেষাং জ্ঞানাদীনামপি সাত্ত্বিক-ত্বেন মায়িকত্বাৎ ন চ তৎ প্রাপ্যং ব্রহ্মৈবেত্যপি বাচ্যম্। "কিংবা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি। কিম্বা

শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ” ইতি নারদোক্তেঃ ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব ভক্তিতেই বেদের তাৎপর্য্য। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহা নির্ধারণ করিয়া ভক্তিদ্বারাই আমাকে পাওয়া যায়। এই শ্লোক হইতে উদ্ধবের প্রশ্নের পূর্ব্বপর্য্যন্ত এই কথাই বলিতেছেন। রূপগুণসমুদ্র আমি আত্মা অর্থাৎ প্রেমাস্পদহেতু। বিষয়াত্মা অর্থাৎ যাঁহাদের বিষয় বা মায়িকবস্তু-সমূহে শমদমজ্ঞানাদিতেও মন; জ্ঞানাদিও সাত্ত্বিক বলিয়া মায়িক, তাহাদ্বারা ব্রহ্ম পাওয়া যায় না—ইহাই বক্তব্য। ‘যাগ, সাংখ্য, ন্যাস, স্বাধ্যায়, কিংবা অন্যশ্রেয়ঃ লইয়া কি হইবে, যেখানে আত্মপ্রদ হরি নাই’—নারদের এই উক্তি-অনুসারে (ভাঃ ৪।৩১।১২) ॥১২॥

অনুদর্শিনী। ভক্তিই বেদের তাৎপর্য্য—‘স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তৎ পুমানাত্ম-হিতায় প্রেম্ণা হরিস্তজেৎ।’

ছান্দোগ্যপরিশিষ্টে শাতাতপী শ্রুতি

তিনি বলিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি আত্মমঙ্গলের জন্য সেই পুরুষ হরিকে প্রেমদ্বারা ভজনা কর।

ভগবান্ ব্রহ্মকার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥

ভাঃ ২।২।৩৪

শ্রীশুকদেব বলিলেন—

ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে সমস্তবেদ তিনবার আলোচনা করিয়া যাহাতে ভগবানে ভক্তিযোগ উৎপন্ন হয়, তাহাই বুদ্ধির দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন। এই ভক্তিযোগ উৎপন্ন হইলে ভগবানে রতি জন্মিয়া থাকে।

“রতি অর্থাৎ প্রেম। কেননা, প্রেমের প্রথমাবস্থাই রতি।

শ্রীভগবান্‌ই নিখিল-রূপগুণের আধার। তিনিই একমাত্র প্রেমের বিষয়, জীব সেই প্রেমের আশ্রয়। সুতরাং ভগবানের প্রতি সমর্পিতাত্মা যেরূপ আনন্দলাভ করেন শমদমাদি-ষট্‌সাধনে চিত্তবিশিষ্ট জ্ঞানিগণ সে আনন্দ লাভ করিতে পারেন না। কারণ শমদমাদি লভ্য জ্ঞান সাত্ত্বিক অর্থাৎ মায়িক। অতএব মায়িক জ্ঞানদ্বারা মায়াতীত লীলাপর পরব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না। ভক্তি কিন্তু নির্গুণা। অতএব ভগবদিতর পুরুষার্থিগণ সকলেই বিষয়াত্মা ॥১২॥

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়। (কিঞ্চান্যেষাং তত্তল্লোকাদিপরিচ্ছিন্নং সুখং। ভক্তস্য তু পরিপূর্ণমিত্যাহ) অকিঞ্চনস্য (সর্ব্বত্র স্পৃহাশূন্যস্য) দান্তস্য (জিতেন্দ্রিয়স্য) শান্তস্য সমচেতসঃ ময়া (আত্মনা) সন্তুষ্টমনসঃ (পরিতৃপ্তস্য জনস্য) সর্ব্বাঃ দিশঃ সুখময়াঃ (সুখপ্রদত্বেন প্রতীয়ন্তে) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। অকিঞ্চন, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, সর্ব্বত্র সমচিত্ত, আত্মপরিতৃপ্ত পুরুষের নিকট সর্ব্বজগৎ সুখময়রূপে প্রতীত হয় ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ। ভক্তস্য সুখং সুখস্যানুভাবং চ বিবৃণোতি,—অকিঞ্চনস্যেতি দ্বাভ্যাম্। ময়া ধ্যানপ্রাপ্তেনৈবালৌকিকশব্দস্পর্শরূপরসগন্ধলীলা-কৃপাদি-মহামাধুর্য্যবতা সন্তুষ্টানি মনঃপ্রভৃতিসর্ব্বেন্দ্রিয়াণি যস্য তস্য। সর্ব্বা ইতি স চ যা দিশো যাতি তা এব সুখময্যঃ। যথা গ্রন্থিনিবদ্ধানশ্বরমহাধনো মানুষোঽয়ং যং দেশং যাতি তত্রৈব তস্য ভোগৈশ্বর্য্যসুখানীত্যর্থঃ। অতএবাকিঞ্চনস্য মল্লক্ষণসম্পূর্ণানশ্বরমহাধনপ্রাপ্ত্যৈব। কিঞ্চনশব্দবাচ্যপরিমিতনশ্বরপ্রাকৃতধনজনাদিগ্রহণবিমুখস্য বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়েম্বিন্দ্রিয়াণাং স্বয়মরোচকত্বেনৈব নিবৃত্তেঃ দান্তস্য শান্তস্য শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিত্যগ্রিমোক্তের্মদেকনিষ্ঠবুদ্ধেঃ। অতএব সমচেতসঃ স্বর্গাপবর্গনরকেম্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভক্তের সুখ ও সুখের অনুভাব দুইটী শ্লোকে বিবৃত করিতেছেন। অলৌকিক শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধলীলাকৃপা-প্রভৃতি-মহামাধুর্য্যময় আমাকে ধ্যানে প্রাপ্ত হইয়া যাঁহার মন-প্রভৃতি সর্ব্ব-ইন্দ্রিয় সন্তুষ্ট, তাঁহার সমস্ত দিক্ অর্থাৎ তিনি যে যে দিকে যান, সেই সমস্ত সুখময়। গ্রন্থিবদ্ধ অনশ্বর-মহাধন লইয়া মনুষ্য যে দেশে যান, সেই-

খানেই যেমন তাহার ভোগৈশ্বর্য্য-সুখ। অতএব অকিঞ্চন সম্পূর্ণ অনশ্বর-মহাধন আমাকে পাইয়াই সুখী। পরিমিত নশ্বর প্রাকৃত-ধনজনাদি কিঞ্চন-শব্দবাচ্য, এই সকল গ্রহণে বিমুখ (অকিঞ্চন), বাহ্য ও অভ্যন্তর বিষয়ে ইন্দ্রিয়গুলি স্বয়ং রুচিহীন বলিয়া নিবৃত্তিহেতু দান্ত শান্ত অর্থাৎ পরে কথিত (ভাঃ ১১।১৯।৩৬) 'শম মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধি' অনুসারে আমাতে একনিষ্ঠ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট; অতএব সমচেতা; অর্থাৎ স্বর্গাপবর্গনরকেও তুল্যার্থদর্শী (ভাঃ ৬।১৭।২৮)॥ ১৩॥

অনুদর্শিনী। ভক্ত নিজ-ইষ্টদেবকে অন্তরে দর্শন করিয়া নিজের অপ্রাকৃত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে মহামাধুর্য্যময় ভগবানের অপ্রাকৃত শব্দ-স্পর্শাদি অনুভূতিতে নিত্যানন্দে নিমগ্ন হন। তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ই সর্ব্বাকর্ষক হৃষীকেশের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি অন্তরে যেরূপ সুখী; তাঁহার বাহ্য ব্যবহারেও তাঁহাকে পরমানন্দমগ্ন দেখা যায়। অর্থাৎ অন্তরে ও বাহিরে তিনি সর্ব্বদাই পরানন্দ-পরায়ণ। 'বিশ্বং পূর্ণং সুখায়তে' (চন্দ্রামৃত)—সমস্তই তাঁহার সুখময়।

শ্রীভগবান্ পূর্ণ-বস্তু। সেই পূর্ণ-বস্তু-লাভে ভক্তেরও অপূর্ণতা থাকে না, তিনিও পরিপূর্ণতা লাভ করেন। সুতরাং বিশ্বের পরিমিত, অপূর্ণ ও নশ্বর ধনে তাঁহার প্রয়োজন না থাকায় তিনি উহা গ্রহণে বিমুখ অতএব অকিঞ্চন।

তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ পর রসের আস্বাদ প্রাপ্তিতে জগতের প্রাকৃত বিরস ও নীরস বস্তুসমূহে স্বাভাবিক রুচিহীন।

ভক্ত, ভগবানে নিত্য ভক্তিযুক্ত বা সেবা-পরায়ণ বলিয়া প্রভুর সেবা-ব্যতীত অন্য কামনা বা স্পৃহা তাঁহার নাই। 'স্বর্গ মুক্তি ও নরকে ভক্তিসুখ-রহিত বলিয়া তিনি তাহাতে অরুচি বিশিষ্ট এবং অবিশেষ অর্থাৎ অভেদদর্শী'—শ্রীল বিশ্বনাথ।

তাৎপর্য্য—(১) পুণ্যবলে স্বর্গপ্রাপ্তিতে জীব, দৃশ্য লৌকিক জগতে লভ্য-সুখাপেক্ষা অধিকতর সুখলাভে এতাদৃশ জড়-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয় যে, দেবরাজ্যের অধিবাসী হইয়াও ভগবানের সেবায় তাহার রুচি হয় না। (২) পাপফলে নরকপ্রাপ্তিতে জীব সর্ব্বদা অনাকাঙ্ক্ষিত নানাবিধ দুঃখভোগ করে, তাই তাহার ভগবৎস্মৃতির সুযোগ হয় না আর (৩) জ্ঞানচর্চ্চায় জীবের মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তিতে উপাস্য, উপাসক, উপাসনা —এই ত্রিপুটী-বিনাশে স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপ এবং সেবাস্বরূপের জ্ঞান লুপ্ত হয়। সুতরাং উপাস্য-উপাসকের অভাবে মুক্তিতে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-সুখ নাই। তাই, ভক্তিমান্ জীব স্বস্বরূপের নিত্যবৃত্তি—ভক্তিযাজনের সুযোগ না পাইয়া স্বর্গ, নরক ও মুক্তিকে সমভাবেই দর্শন করেন এবং তাহাতে রুচিরহিত হন।

'কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণা-ত্যাগ—তাঁর কার্য্য মানি।'
"স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি' মানে।'
চৈ, চ, ম ১৯ পঃ
'ফল্গু করি' 'মুক্তি' দেখে নরকের সম॥ ঐ ৯ পঃ॥১৩॥

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥ ১৪॥

অন্বয়। (পরিপূর্ণতামেবাহ) ময়ি (পরমাত্মনি) অর্পিতাত্মা (সমর্পিতচিত্তঃ পুমান্) মৎ বিনা (মাং হিত্বা) অন্যৎ পারমেষ্ঠ্যং (ব্রহ্মপদং) ন ইচ্ছতি (ন প্রার্থয়তি) মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন (ইন্দ্রপদং নেচ্ছতি) সার্ব্বভৌমং ন (সমস্ত-পৃথিবীশ্বরত্বং নেচ্ছতি) রসাধিপত্যং ন (পাতাললোকাধি-পত্যং নেচ্ছতি) যোগসিদ্ধীঃ (অণিমাদৈশ্বর্য্যাণি নেচ্ছতি) বা (অথবা) অপুনর্ভবং (মোক্ষঞ্চ নেচ্ছতি)॥ ১৪॥

অনুবাদ। আমাতে সমর্পিতচিত্ত পুরুষ আমাকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, পাতাল-লোকাধিপত্য, অণিমাদি-যোগসিদ্ধি অথবা মোক্ষলাভের ইচ্ছাও করেন না॥ ১৪॥

বিশ্বনাথ। তস্য কিঞ্চনশব্দবাচ্যপদার্থেষু স্পৃহা-রাহিত্যমাহ,—নেতি। পারমেষ্ঠ্যং ব্রহ্মপদং। অপুনর্ভবং

সাযুজ্যসুখঞ্চ। ময্যর্পিতাত্মেতি। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" ইতি মৎকৃত-নিয়মাদহমপি তস্মিন্নর্পিতাত্মা ভবামীত্যত এব মদ্বিনেতি অহমেব তস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতয়া সদৈব বর্ত্ত এব। নহি নিরন্তরদিব্যামৃতরসাস্বাদিনে জনায় মৃত্তিকা রোচত ইতি ভাবঃ॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ। কিঞ্চনশব্দবাচ্য পদার্থে তাঁহার স্পৃহারাহিত্য সম্বন্ধে বলিতেছেন। পারমেষ্ঠ্য অর্থাৎ ব্রহ্মপদ। অপুনর্ভব অর্থাৎ সাযুজ্যসুখ। 'ময্যর্পিতাত্মা' —'যাঁহারা যে ভাবে আমাতে প্রপন্ন হন, তাঁহাদিগকে সেইভাবেই আমি ভজনা করি'— আমার কৃত (গীতা ৪।১১) নিয়ম-অনুসারে আমিও তাঁহাতে আত্মা অর্পণ করি। অতএব মদ্বিনা বা আমি ছাড়া অর্থাৎ আমিই তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া সর্ব্বদাই থাকি। নিরন্তর দিব্য-অমৃতরস-আস্বাদনকারীজনের মৃত্তিকা রুচিপ্রদ হয় না—সেইরূপ॥ ১৪॥

অনুদর্শিনী। ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ ও পাতালাধিপতির পদ—এই চারি-লোকের চারি পদবীর মধ্যে ব্রহ্মপদই শ্রেষ্ঠ, আর তিনটী পরপর ন্যূন। অতএব উত্তমপদই যখন ভক্ত আকাঙ্ক্ষা করেন না, তখন নিম্ন পদবীর কা কথা। যোগসিদ্ধি সার্ব্বত্রিক। মোক্ষসুখেরও (অপবর্গশব্দে) অপরিপূর্ণত্ব দেখান হইয়াছে।

ভক্তই অকিঞ্চন—

পূর্ব্বশ্লোকে যে 'অকিঞ্চন' পুরুষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্যশ্লোকে সেই অকিঞ্চনের লক্ষণ বলিতেছেন। জগতে যাহারা কিঞ্চন অর্থাৎ ইতরবাসনাযুক্ত তাহাদের ভগবানের চরণসেবালাভের ইচ্ছা থাকে না, কিন্তু তদ্ব্যতীত স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালের আধিপত্যে, সর্ব্বোপরি ব্রহ্মপদে, অণিমাদি যোগসিদ্ধিতে অথবা সাযুজ্য-মুক্তিতে স্পৃহা থাকে। অকিঞ্চন কিন্তু ঐ সকলে স্পৃহাশূন্য, কেবল শ্রীভগবানেরই পাদপদ্মলাভার্থী। ভক্ত মুচুকুন্দ বলিয়াছেন—

'ন কাময়েঽন্যং তবপাদসেবনা-
দকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে
বৃণীত আর্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্॥ ভাঃ ১০।৫১।৫৫

অর্থাৎ হে বিভো, আমি অকিঞ্চনগণের সর্ব্বোত্তম প্রার্থনীয় আপনার পাদপাদ্মসেবন-ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করি না। যে হেতু, কোন্ বিবেকী পুরুষ মুক্তিদাতা আপনার আরাধনা করিয়া স্বকীয়-বন্ধনহেতুভূত অন্য বর প্রার্থনা করে?

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীবৃত্রের বাক্য—'ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং' ভাঃ ৬।১১।২৫ এবং নাগপত্নীগণের বাক্য—'ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং' ভাঃ ১০।১৬।৩৭ শ্লোকদ্বয় আলোচ্য।

'যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥'
ভাঃ ৯।৪।৬৫

শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিলেন—যে সকল সাধু গৃহ, দারা, পুত্র, আত্মীয়জন, ধন, প্রাণ, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব? সুতরাং 'যে ব্যক্তি আমার প্রতি যে-ভাবে প্রপত্তি স্বীকার করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই ভজন করি'—("যাহারা 'আমার প্রভুর জন্ম-কর্ম্ম নিত্য' জানিয়া তত্তৎ-লীলায় কৃত-মনোরথ-বিশিষ্ট হইয়া আমাকে ভজন করিয়া আমাকে সুখ দেয়, আমিও ঈশ্বর বলিয়া 'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুম্' সমর্থ, তাহাদেরও জন্মকর্ম্মের নিত্যত্ব করিতে তাহাদিগকে স্বপার্ষদ করিয়া তাহাদের সহিতই যথাসময়ে অবতীর্ণ এবং অন্তর্হিত হইয়া প্রতিক্ষণ তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিতে তদ্ভজনফল প্রেমই দান করিয়া থাকি।" গীঃ ৪।১১ শ্লো-টীকায়--শ্রীবিশ্বনাথ।)—এই নিয়মে ভক্ত যেমন ভক্তিবৃত্তিতে ভগবানে সমর্পিতাত্মা, ভক্তিবাধ্য ভগবান্ ওসেই ভক্তে সমর্পিতাত্মা। অর্থাৎ ভগবান্ ঐরূপ ভক্তের অপ্রাকৃত চক্ষুকর্ণাদিদ্বারা স্বীয়সৌন্দর্য্য-সৌরভ্য-সৌস্বর্য্যাদি অনুভব করাইয়া সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে আবদ্ধ থাকেন।

ভক্ত ব্রহ্মা বলিয়াছেন—'ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্॥'

ভাঃ ৩।৯।৫ অর্থাৎ যে সকল ভক্ত প্রেমভক্তিযোগে আপনার চরণকমল গ্রহণ করেন, হে নাথ, সেই সকল নিজজনের হৃদয়কমল হইতে আপনি কখনও দূরে যান না।

'ভক্তগণ যেমন আপনার চরণপদ্মেই লোভী, তাহা ত্যাগ করেন না; আপনিও তাঁহাদের প্রেমমাধুর্য্যময় হৃদয়াম্বুজেই লোভী, তাহা ত্যাগ করেন না (অর্থাৎ ভক্ত আপনার বশ, আপনিও ভক্তবশ)—এইরূপে পরস্পরের বশাকার স্থচিত হয়।'—শ্রীবিশ্বনাথ।

অতএব 'উৎকৃষ্ট-বিষয়প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে ত্যাগ করে'—এই ন্যায়ানুসারে নিরন্তর দিব্য-অমৃতরস-আস্বাদনপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট জড়রসাধার তুচ্ছ মৃত্তিকা যেরূপ রুচিপ্রদ হয় না; তদ্রূপ ভগবানে সমর্পিতাত্মা আকিঞ্চন নিত্য পরমেশ্বরানুভবসুখ এত অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হন যে, তাঁহার নিকট অনিত্য ব্রহ্মপদবীর ত কা কথা, ভগবানের চরণসেবানন্দশূন্য, সৌন্দর্য্য-সৌরভ্যাদি-অনুভবশূন্য এবং লীলামৃত-আস্বাদন-রহিত ব্রহ্মসুখও অকিঞ্চিৎকরবোধে রুচিপ্রদ হয় না। তাই ভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—'ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পাদয়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥' হরিভক্তিসুধোদয়ে। অর্থাৎ হে জগৎগুরো! আমি তোমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আহ্লাদরূপ-বিশুদ্ধ সমুদ্রে অবস্থিতি করিতেছি, আর সমস্ত সুখ আমার নিকট গোষ্পদস্বরূপ বোধ হইতেছে; ব্রহ্মলয়ে জীবের যে সুখ, তাহাও গোষ্পদস্বরূপ (অর্থাৎ গরুর পদচিহ্নে যে গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে পরিমাণ জল থাকে, তাহা সমুদ্রের তুলনায় অতি অল্প)।

ভক্ত যেমন ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, ভগবানও তদ্রূপ ভক্তকে আত্মদান করিয়া থাকেন এবং ভক্তের হৃদয়েই চির আবদ্ধ হন—

অপহতসকলৈষণামলাত্ম-
ন্যবিরতমেধিতভাবনোপহূতঃ।
নিজজনবশগত্বমাত্মনোঽয়ন্
ন সরতি ছিদ্রবদক্ষরঃ সতাং হি॥

ভাঃ ৪।৩১।২০

শ্রীনারদ বলিলেন—সকল-কামনানির্ম্মুক্ত সাধুগণের শুদ্ধমনে শ্রীহরি নিরন্তর ভাবনাদ্বারা আহূত হইয়া বাস করেন। শ্রীহরি তাঁহার নিজজনের বশ্যতা প্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য আকাশের ন্যায় সে-স্থান হইতে অন্যত্র গমন করেন না।

ভগবান্ কৃপাপ্রকাশে ভক্তের সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকেন—

পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি
সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি॥ ভাঃ ৩।২৫।৩৫

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—হে মাতঃ, আমার যে সকল প্রকাশ মূর্ত্তির বদন প্রসন্ন এবং নয়ন অরুণবর্ণ, সেই সকল অভীষ্ট-সেবাপ্রদমূর্ত্তি ভক্তগণ দর্শন করেন এবং তৎসহ নানাবিধ ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহারহিত সেবাভিলাষ জ্ঞাপন করেন।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—ভক্তগণের দর্শন উপলক্ষণ—দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণ শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করেন, অঙ্গগন্ধের ঘ্রাণ গ্রহণ করেন এবং লীলামৃত ও অধরামৃতের আস্বাদ গ্রহণ করেন। রূপসমূহ উপলক্ষণ - নয়নে যেমন রূপ দর্শন করেন, কর্ণে শব্দ শ্রবণ, নাসায় ঘ্রাণগ্রহণ, জিহ্বায় রসাস্বাদন এবং অঙ্গে স্পর্শানুভব করেন।

ভক্তভাবাঙ্গীকারী সর্ব্বাবতারী শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুই ভক্তগণের স্পৃহারাহিত্য-সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥
শিক্ষাষ্টক

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥ চৈঃ চঃ অ২০ পঃ

কেননা—কৃষ্ণের চরণে হয় যদি অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥
ঐ আ ৭ পঃ॥ ১৪॥

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥১৫॥

অন্বয়। (মমাপি স এব প্রেষ্ঠ ইত্যাহ) ভবান্ (ত্বং ভক্ত ইত্যর্থঃ) মে (মম) যথা প্রিয়তমঃ আত্মযোনিঃ (ব্রহ্মা পুত্রোঽপি) তথা ন (তদ্বৎ প্রিয়তমো ন ভবতি) শঙ্করঃ (মৎস্বরূপভূতোঽপি) ন, সঙ্কর্ষণঃ (ভ্রাতাপি) ন চ, শ্রীঃ ন (ভার্য্যাপি) আত্মা চ ন এব (মূর্ত্তিরপি তথা ন ভবতীত্যর্থঃ) ॥১৫॥

অনুবাদ। তুমি ভক্ত বলিয়া আমার যেরূপ প্রিয়তম পুত্র ব্রহ্মা, স্বরূপভূত শঙ্কর, ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবী এমন কি নিজস্বরূপও সেইরূপ প্রিয়তম নহে ॥১৫॥

বিশ্বনাথ। স চ ভক্তস্তব কীদৃক্ প্রিয় ইত্যত আহ,—ন তথেতি। আত্মযোনির্ব্রহ্মা পুত্রোঽপি শঙ্করো মৎস্বরূপভূতোঽপি সঙ্কর্ষণো ভ্রাতাঽপি শ্রীভার্য্যাপি আত্মা মূর্ত্তিরপি যথা ভক্ত ইতি বক্তব্যেঽতিহর্ষেণাহ ভবানিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। অত্র ব্রহ্মাদীনাং ভক্তত্বেঽপি তেষু ভক্তত্বাংশাদপি পুত্রত্বাদ্যংশা অধিকা বর্ত্তন্তে অতঃ প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েন তে পুত্রাদিত্বেনৈব ব্যপদিশ্যন্তে ন তু ভক্তত্বেন। নন্দযশোদাদিষু তু মহাপ্রেমবত্ত্বাৎ। পিতৃত্বাদ্যংশেভ্যোঽপি ভক্তত্বলক্ষণোঽংশোঽধিকতর ইতি তেষু ভক্তত্বমেবেতি তে কৃষ্ণস্যাতি প্রিয়তমা এব। যদুক্তং—"দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোকে আত্মনো ভক্তবশ্যতাম্ ইতি তেষাং ভক্তশব্দবাচ্যত্বং স্বাতিবশীকারকত্বঞ্চ। নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া। প্রসাদং লেভিরে গোপীতি সর্ব্বোৎকর্ষশ্চ। যদ্বা তাদৃশভক্তেষ্বপি মধ্যে ভবান্ যথা মে প্রিয়তমস্তথা মন্মুখাদেব শৃণ্বিত্যাহ—ন তথেতি। তেন সর্ব্বভক্তেষু মধ্যে উদ্ধবঃ শ্রেষ্ঠস্তস্মাদপি গোপ্যঃ শ্রেষ্ঠাস্তেনাপি তাসাং চরণধূলিপ্রার্থনাদিতি বৈষ্ণবসিদ্ধান্তঃ ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ। সেই ভক্ত আপনার কিরূপ প্রিয়—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন। আত্মযোনি ব্রহ্মা পুত্র হইলেও, শঙ্কর আমার স্বরূপভূত হইলেও, সঙ্কর্ষণ (বলদেব) ভ্রাতা হইলেও, লক্ষ্মী ভার্য্যা হইলেও, আত্মা অর্থাৎ আমার শ্রীমূর্ত্তিও, যেমন ভক্তগণ এইটি বক্তব্য কিন্তু অতিহর্ষে বলিলেন যেমন তুমি' (স্বামীচরণ বা শ্রীধরস্বামীর টীকা)। এ স্থলে ব্রহ্মাদি ভক্ত হইলেও তাঁহাদিগের ভিতর ভক্তত্বাংশ হইতে পুত্রত্বাদি অংশ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান (অর্থাৎ তাঁহারা যে পরিমাণে ভক্ত, তদপেক্ষা তাঁহারা অধিক পরিমাণে পুত্র প্রভৃতি)। অতএব প্রাধান্যদ্বারাই ব্যপদেশ অর্থাৎ নামোল্লেখ হয় এই ন্যায়ানুসারে তাঁহাদের পুত্রাদিরূপেই পরিচয়, ভক্তরূপ নহে। কিন্তু নন্দযশোদাদি মহাপ্রেমশীল উঁহাদের ভিতর পিতৃত্বাদি অংশ অপেক্ষা ভক্তত্বলক্ষণ অংশই অধিকতর। অতএব তাঁহাদের ভিতর ভক্তত্বই বর্ত্তমান; সুতরাং তাঁহারা কৃষ্ণের অতি প্রিয়তম। 'নিজমাহাত্ম্যজ্ঞগণের নিকট নিজের ভক্তাধীনত্ব দেখাইয়া' (ভাঃ ১০।১১।৯)—এই উক্তি অনুসারে তাঁহারা ভক্তশব্দবাচ্য এবং তাঁহাকে অতিশয় বশীভূত করিয়াছেন। 'বিরিঞ্চি অর্থাৎ ব্রহ্মা, ভব অর্থাৎ শিব, এমন কি অঙ্গসংশ্রয়া শ্রী (লক্ষ্মী) পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে তাদৃশ অনুগ্রহ লাভ করেন নাই। গোপী যশোদা যেরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন'—(ভাঃ ১০।৯।২০)—এইরূপে গোপীর সর্ব্বোৎকর্ষ। অথবা সেইরূপ ভক্তগণের মধ্যেও তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, তাহা আমার মুখ হইতেই শ্রবণ কর। অতএব সর্ব্বভক্ত মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষাও গোপীগণ শ্রেষ্ঠ। উদ্ধব-কর্ত্তৃক তাঁহাদের চরণধূলি-প্রার্থনাহেতু—ইহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত ॥১৫॥

অনুদর্শিনী।

সঙ্কর্ষণ—"গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।"
(ভাঃ ১০।২।১৩)

দেবকী দেবীর গর্ভ হইতে রোহিণী দেবীতে গর্ভ আকর্ষণহেতু রোহিনীনন্দন এই ভূতলে 'সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত।

লক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও ভক্তের সৌভাগ্য—

স ত্বং মমাপ্যচ্যুত শীর্ষ্ণি বন্দিতং
করাম্বুজং যৎ ত্বদধায়ি সাত্বতাম্।

বিভর্ষি মা লক্ষ্ম বরেণ্য মায়য়া।
ক ঈশ্বরস্যেহিতমূহিতং বিভুঃ॥ ইতি॥

ভাঃ ৫।১৮।২৩

শ্রীলক্ষ্মীদেবী বলিলেন—হে অচ্যুত, তোমার যে করকমলকে ভক্তগণ নিখিল কামবর্ষী বলিয়া স্তুতি করিয়া থাকেন এবং যাহা তুমি তাঁহাদিগের মস্তকে ধারণ করিয়া থাক, সেই করকমল আমার মস্তকেও অর্পণ কর।

হে বরেণ্য, তুমি কেবল কপটতাদ্বারাই আমাকে স্বর্ণরেখারূপে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া থাক অর্থাৎ তুমি কেবল আমাকে বাহে আদরমাত্র প্রদর্শন করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণকেই পরম কৃপা কর। তুমি—ঈশ্বর, তোমার আশয় কে-ই বা বুঝিতে সমর্থ ?

ভগবানের স্বরূপভূত আনন্দ হইতেও ভক্তস্বরূপানন্দ ভগবানের অতি স্পৃহণীয়—

"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥"

ভাঃ ৯।৪।৬৪

শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে কহিলেন—হে ব্রাহ্মণবর, যাঁহাদের আমিই একমাত্র আশ্রয়, সেই সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজস্বরূপগত আনন্দ ও নিত্যা ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পত্তির অভিলাষ করি না।

"ভগবান্ আনন্দময় হইলেও হ্লাদিনীর সার ভক্ত ভগবানকেও আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং ভক্তভাব ভগবদ্ভাবাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। অতএব ভক্তই ভগবানের একমাত্র অভিলষিত।"—শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার মর্ম্ম)।

ভক্তই কৃষ্ণের প্রিয়তম—

"শেষ, রমা, অজ, ভব, নিজদেহ হৈতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয়—কহে ভাগবতে॥"

চৈঃ ভাঃ অ ৪ অঃ

"কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত-পদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ভক্তে বড় করি' মানে॥"

চৈঃ চঃ আ ৬ পঃ

সর্ব্বভক্ত মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ—

"ত্বন্তু ভাগবতেষ্বহম্"। ভাঃ ১১।১৬।২৯

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—আমি ভাগবতগণের মধ্যে তুমি অর্থাৎ উদ্ধবস্বরূপ—

"নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনঃ" ভাঃ ৩।৪।৩১

শ্রীভগবান্ কহিলেন—"আমা অপেক্ষা উদ্ধব কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন নহে।

গোপীগণের শ্রেষ্ঠতা—

ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব।
ন চ লক্ষ্মী র্ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম॥

(আদিপুরাণোক্ত ভগবদ্বাক্য)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী এবং আমার শ্রীবিগ্রহ—এসকল আমার তত প্রিয়তম নহে, গোপীগণ আমার যত প্রিয়তম।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্যতদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ভাঃ ১০।৩২।২২

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের যে সংযোগ, তাহা বিশুদ্ধ প্রেমময়। তোমরা দুর্জ্জয় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ তজ্জন্য আমি দেবতাদিগের ন্যায় দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইলেও উহার প্রত্যুপকার সাধন করিতে সমর্থ হইব না। অতএব তোমরা নিজ নিজ সাধুকৃত্যদ্বারা প্রত্যুপকৃত হও।

"সর্ব্বোত্তম ভজন এই সর্ব্বভক্তি জিনি'।
অতএব কৃষ্ণ কহে—আমি তোমার ঋণী"॥

চৈঃ চঃ অঃ ৭পঃ

ভক্তপ্রবর উদ্ধব হইতে শ্রীগোপীগণ শ্রেষ্ঠ—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

ভাঃ ১০।৪৭।৬১

শ্রীউদ্ধব কহিলেন—যাঁহারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি

আত্মীয়-স্বজন এবং লোকমার্গপরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিসমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন, অহো, আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণরেণুভাক্ গুল্ম-লতাদির মধ্যে কোন একটী স্বরূপে জন্মলাভ করিব।

শ্রীগোপীপদরেণু-বন্দনা—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

ভাঃ ১০।৪৭।৬৩

শ্রীউদ্ধব কহিলেন—আমি নন্দব্রজস্থিত তাদৃশ গোপীগণের চরণরেণুর নিরন্তর বন্দনা করি, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গান দ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র হইয়া থাকে।

"কেহ বলে—'ভক্তনাম যতেক প্রকার'।
বৃন্দাবনে গোপক্রীড়া—অধিক সবার॥
গোপ-গোপী ভক্তি—সব তপস্যার ফল।
যাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা শিব ঈশ্বর সকল॥
অতি কৃপাপাত্র সে গোকুল ভাব পায়।
যে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু শ্রীউদ্ধবরায়॥"

চৈঃ ভাঃ অঃ ৭ অঃ

"ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হৈতে কেবলভাব—প্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব সমান॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥"

চৈঃ চঃ অ ৭, আ ৬ পঃ

তং শ্রীমদুদ্ধবং বন্দে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠবরোঽপি যঃ।
গোপীপাদাব্জধূলিস্পৃক্ তৃণজন্মাপ্যযাচয়া॥১৫॥

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥১৬॥

অন্বয়। অহম্ অঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ (ভক্তচরণধূলিভিঃ) পূয়েয় (মদন্তর্ব্বর্ত্তিব্রহ্মাণ্ডানি পবিত্রীকুর্য্যাম্) ইতি (এবং ভাবনয়া) নিত্যং (সর্ব্বদা) নিরপেক্ষং (নিষ্কামং) মুনিং (মদ্রূপগুণলীলাপরিকরাদিমননপরং) শান্তং (শমগুণযুক্তং) নির্ব্বৈরং (বৈরভাবরহিতং) সমদর্শনং (সমবুদ্ধিং ভক্তম্) অনুব্রজামি (ব্রজন্তমনুসরামি)॥ ১৬॥

অনুবাদ। আমি ভক্তের চরণধূলির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করিব, এরূপ মনে করিয়া সর্ব্বদা নিষ্কাম, মদ্রূপাদি মননশীল, শান্ত, বৈরভাবরহিত, সমদর্শী ভক্তের অনুগমন করিয়া থাকি॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ। কিং বহুনা, ভক্তো যথা সদা মামনুচরতি তথাহমপি ভক্তঃ পরোক্ষঃ সন্ ভক্তমনুচরামি। ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্ ইতি মদীয়-শুকোক্তেরিত্যাহ,—নিরপেক্ষমিতি। মুনিং মদ্রূপগুণলীলাপরিকরাদিমননপরং। পূয়েয় মদন্তর্বর্ত্তিব্রহ্মাণ্ডানি পবিত্রীকুর্য্যামিতি ভাবনয়েত্যর্থ ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। তদ্ভক্ত্যনিষ্কৃতিদোষাৎ পবিত্রিতঃ স্যামিতি ভাবেনেত্যর্থঃ। ইতি সন্দর্ভঃ। বস্তুতস্তু ভক্তচরণধূলিগ্রহণং বিনা ভক্তির্ন স্যাৎ। ভক্ত্যা বিনা মন্মাধুর্য্যরসানুভবো ন স্যাদিতি ময়ৈব মর্য্যাদা স্থাপিতা। অতোঽহমপি ভক্ত ইব ভক্ত্যা পূর্ণমন্মাধুর্য্যরসো নিমগ্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ॥ ১৬॥

বঙ্গানুবাদ। অধিক কি বলিব? ভক্ত যেমন সর্ব্বদা আমার অনুবর্ত্তী, সেইরূপ আমিও পরোক্ষ ভক্ত হইয়া ভক্তের অনুবর্ত্তী। 'ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্'—এই আমার শুকের উক্তি (ভাঃ ১০।৮৬।৫৯) অনুসারে। মুনি অর্থাৎ আমার রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরাদিরই মননপর। পূয়েয় অর্থ পবিত্র হইব অর্থাৎ আমার অন্তর্বর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ড-সমূহকে পবিত্র করিব—এই ভাবনাদ্বারা (শ্রীস্বামিচরণ), তাঁহার ভক্তির পরিশোধাভাব-দোষহেতু পবিত্রীকৃত হইব এই ভাবদ্বারা। ইহা ক্রমসন্দর্ভ টীকার শ্রীপাদজীব গোস্বামীর মত। কিন্তু বস্তুতঃ ভক্তচরণধূলিগ্রহণ ব্যতীত ভক্তি হইবে না। ভক্তিবিনা আমার মাধুর্য্যরসানুভব হইবে না। এইজন্য আমিই মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছি। অতএব আমিও আমার ভক্তের ন্যায় ভক্তিদ্বারা পূর্ণ আমার মাধুর্য্যরসে নিমগ্ন হইব"॥ ১৬॥

অনুদর্শিনী। মণি এবং সুবর্ণের ন্যায় যেরূপ ভগবান্ ও তাঁহার সেবকের পরস্পর সংশ্লেষ কথিত

হইয়াছে সেবকগণের সহিত শ্রীভগবানের অন্তরে ও বাহিরে সেইরূপ আচারের কথাও কথিত হইয়াছে।

যে সমস্ত ভক্ত প্রেমপাশে ভগবানের পাদপদ্ম ধারণ করিয়াছেন, ভগবান্ সেই সকল ভক্তকে কখনই ত্যাগ করেন না'—'বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ'—ভাঃ ১১।২।৫৫ এই শ্লোকে যেরূপ অন্তর-সংশ্লেষের কথা আছে, সেইরূপ কথিতশ্লোকে বহিঃসংশ্লেষ স্থিরীকৃত হইয়াছে।—

"বহিস্তু ভয়থা স্মৃতেরাচারাচ্চ"। বেদান্ত দর্শন ৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৩ সূত্রের শ্রীবলদেব প্রভুর গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে ভাবভক্তি বা প্রেমভক্তিমানের পরিচয়।

ভগবান্ ভক্তের অনুগামী—

অস্মাকম্ গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্।
মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব ॥

আদিপুরাণ

অর্থাৎ হে রাজন্, ভক্তগণ আমাদিগের গুরু, আমরা ভক্তগণের গুরু। আমার ভক্তগণ যথায় গমন করেন, আমি তথায় গমন করি।

ভগবান্ ভক্তের অনুবর্ত্তী—

• সারথ্য-পারষদ-সেবন-সখ্য-দৌত্য
বীরাসনানুগমন-স্তবন-প্রণামান্।
স্নিগ্ধেষু পাণ্ডুষু জগৎপ্রণতিঞ্চ বিষ্ণো-
র্ভক্তিং করোতি নৃপতিশ্চরণারবিন্দে ॥ ভাঃ ১।১৬।১৭

সূত গোস্বামী বলিলেন—যাঁহাকে জগতের সমস্ত জীবই প্রণতি করে, সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় পাণ্ডবগণের সারথ্য, সভাপতিত্ব, সেবা, সখ্য, দ্বারপালের ন্যায় নিশিযোগে অসিহস্তে দ্বার রক্ষণ, অনুগমন স্তব ও প্রণাম করিয়াছিলেন, গায়কদিগের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণসরোজে নরপতির (মহারাজ পরীক্ষিতের) নিরতিশয় ভক্তির উদ্রেক হইল।

ভক্ত যেমন ভগবানে ভক্তিমান্ ভগবান্‌ও তেমনি ভক্তে ভক্তিমান্—

যেমতে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ সেইমত দাসে ভজেন আপনে ॥

চৈঃ ভাঃ অ ৩ অ

'তথাপি ভক্তং ভজতে মহেশ্বরঃ।'

ভাঃ ৮।১৬।১৪

তথাপি (অর্থাৎ সর্ব্বত্র সম হইয়াও) পরমেশ্বর ভক্তের ভজনা করেন।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

গী ৯।২৯

অর্থাৎ আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সম, আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, প্রিয় নাই। কিন্তু যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং আমিও তাহাতে আসক্ত।

'যাহারা কিন্তু আমাকে ভজনা করেন অর্থাৎ শ্রবণাদি-ভক্তিদ্বারা অনুরাগ করেন, তাহারা ভক্তিদ্বারা অনুরক্ত হইয়া আমাতে অবস্থান করেন, আমিও সর্ব্বেশ্বর হইয়া তাহাদিগে অবস্থান করি, 'মণি-সুবর্ণ-ন্যায়' অনুসারে ভগবানেরও ভক্তে ভক্তি আছে। 'ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্' (ভাঃ ১০।৮৬।৫৯) এই শ্রীশুকবাক্য হইতে প্রেমদ্বারা পরস্পর বর্ত্তনবিশেষ দৃষ্ট হয়'—শ্রীবলদেব।

ভক্তের পবিত্রতা সম্বন্ধে ভগবান্ বলিতেছেন যে, আমার রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরাদি মননপর ভক্ত এত পবিত্র যে অপবিত্রকেও পরম-পবিত্রকারী। আমি তাঁহার স্পর্শে আমার অন্তবর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ডসমূহসহ নিজেকে পবিত্র করি।

শ্রীগৌরভগবান্‌ও ভক্ত সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বলিয়াছেন—

তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি' লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপরে আপন-পাশ বসাইলা ॥
শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ সম্মার্জ্জন।
তেহোঁ কহে,—'মোরে, প্রভু, না কর স্পর্শন'
প্রভু কহে,—'তোমা স্পর্শি আত্মপবিত্রিতে
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে

চৈঃ চঃ ম ২০ প

অজিত ভগবান্ ভক্তিদ্বারাই জিত হন, ভক্তি স্থানেই তাঁর পরাভব। তাই ভক্ত শ্রীধর বলিয়াছেন—

'ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে॥
ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা।
ভক্তিবশে তুমি কান্ধে কৈলে গোপরামা॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকোটি বহে যারে মনে।
সে তুমি শ্রীদাম গোপ বহিলা আপনে॥'

চৈঃ ভাঃ ম ৯ অঃ

শুধু তাই নয়, ভক্তিরসপাত্র ভক্তের ভক্তির পরিশোধ করিতে না পারিয়া ভগবান্ নিজেকে ঋণী মনে করেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্যতদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ভাঃ ১০।৩২।২২

অর্থ পূর্ব্বে ১৫ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

ভক্তি-ব্যতীত কেহ কোন উপায়েই ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না; আবার সেই ভক্তিপাত্র ভক্তের চরণ-ধূলি গ্রহণ ব্যতীত ভক্তিলাভের দ্বিতীয় উপায় নাই।

ন হ্যদ্ভুতং ত্বচ্চরণাব্জরেণুভি-
র্হতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা।
মৌহূর্ত্তিকাদ্ যস্য সমাগমাচ্চ মে
দুস্তর্কমূলোঽহপহতোঽবিবেকঃ॥ ভাঃ ৫।১৩।২২

শ্রীরহূগণরাজা ভরতমুনিকে বলিলেন—আপনাদের চরণধূলি প্রাপ্তি মাত্রেই জীব নিষ্পাপ হইয়া ভগবানে ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ শুদ্ধভক্তিলাভ করিয়া থাকে, ইহা বিচিত্র নহে। মুহূর্ত্তমাত্র আপনার সঙ্গলাভে আমার কুতর্কের মূল কারণ অবিবেক অর্থাৎ সংসার-মোহ দূরীভূত হইল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—

"ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ জল।
ভক্তভুক্ত শেষ,—তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"

চৈঃ চঃ অ ১৬ পঃ

স্বয়ং ভগবান্‌ই নিজ আচরণ দ্বারা জগতে ভক্তি ও ভক্তের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। ভক্তভৃগুকে বলিয়াছেন—

'পুনীহি সহলোকং মাং লোকপালাংশ্চ মদ্গতান্।
পাদোদকেন ভবতস্তীর্থানাং তীর্থকারিণা॥
অদ্যাহং ভগবন্ লক্ষ্ম্যা আসমেকান্তভাজনম্।
বৎস্যত্যুরসি মে ভূতির্ভবৎপাদহতাংহসঃ॥'

ভাঃ ১০।৮৯।১০-১১

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ভাষায় ইহার অর্থ—

'এই যে তোমার পাদোদক পুণ্যজল।
তীর্থেরে করয়ে তীর্থ হেন সুনির্ম্মল॥
যতেক ব্রহ্মাণ্ড বৈসে আমার দেহেতে।
যত লোকপাল সব আমার সহিতে॥
পাদোদক দিয়া আজি করিলা পবিত্র।
অক্ষয় হইয়া রহু তোমার চরিত্র॥
এই যে তোমার শ্রীচরণ-চিহ্নধূলি।
বক্ষে রাখিলাম আমি হই কুতূহলী॥
লক্ষ্মীসঙ্গে নিজ বক্ষে দিল আমি স্থান।
বেদে যেন 'শ্রীবৎস-লাঞ্ছন' বলে নাম॥'

চৈঃ ভাঃ অ ৯ অ

ভক্ত সুদামা যখন দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন তখন—

অথোপবেশ্য পর্য্যঙ্কে স্বয়ং সখ্যুঃ সমর্হণম্।
উপহৃত্যাবনিজ্যাস্য পাদৌ পাদাবনেজনীঃ॥
অগ্রহীচ্ছিরসা রাজন্ ভগবান্ লোকপাবনঃ।

ভাঃ ১০।৮০।২০-২১

শুকদেব কহিলেন—হে রাজন্, অনন্তর ত্রিলোকপাবন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া স্বয়ংই উপচার-সমূহ অর্পণ পূর্ব্বক তদীয় পাদযুগল প্রক্ষালান্তে উক্ত পাদশৌচোদক মস্তকে ধারণ করিলেন।

শ্রগৌরাবতারেও দেখা যায়—

"সবার চরণধূলি লয় বিশ্বম্ভর।" চৈঃ ভাঃ ম ২ অঃ

প্রেমভক্তি-দ্বারাই শ্রীভগবানের মাধুর্য্যরসের অনুভব হয়। শ্রীভগবান্ প্রেমের 'বিষয়' এবং ভক্ত প্রেমের 'আশ্রয়'। ভক্ত ভক্তিতে শ্রীভগবানের কিরূপ আস্বাদ পান ইহা অনুভবের জন্য ভগবানেরই স্বভক্তের ন্যায় নিজ-ভক্ত হইবার অভিলাষ। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য রসিকভক্তচূড়ামণি শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই স্থানে "আমিও আমার ভক্তের ন্যায় ভক্তিদ্বারা-পূর্ণ আমার মাধুর্য্যরসে নিমগ্ন হইব' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীগৌরলীলা-প্রকটের আভাস প্রদান করিয়াছেন। কেননা, আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীরও বচনে পাই—

'সেই প্রেমার রাধিকা পরম 'আশ্রয়'।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়'॥
বিষয়-জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
আশ্রয়-জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥
এত চিন্তি' রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম-লোভ ধক্‌ধকি॥
এই এক, শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি' কৃষ্ণ করেন বিচার॥
অদ্ভুত, অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥

* *

আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব-স্ব-প্রেম-অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকা-স্বরূপ হইতে তবে মন ধায়॥

* *

সেই রাধাভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥
চৈঃ চঃ আঃ ৪পঃ ॥ ১৬ ॥

নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ
শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে
যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। (মদ্ভক্তানাং সুখং এতাবদেবস্তুতমিতি বা কো বক্তুং সমর্থঃ যতঃ স্বসংবেদ্যং নিরুপমমিত্যাহ) (যে) নিষ্কিঞ্চনাঃ (বিষয়-নিস্পৃহাঃ) শান্তাঃ মহান্তঃ (নিরভিমানাঃ) অখিলজীববৎসলাঃ (সর্ব্বভূতে দয়াযুক্তাঃ) কামৈঃ (বিষয়রাগৈঃ) অনালব্ধধিয়ঃ (অস্পৃষ্টচিত্তাঃ) ময়ি (পরমাত্মনি) অনুরক্তচেতসঃ (একাগ্রমনসঃ সন্তঃ) মম (মাং) জুষন্তি (সেবন্তে) তে (তে এব) যৎ নৈরপেক্ষ্যং (নাস্তি অপেক্ষণীয়ং যেষাং তে নিরপেক্ষাস্তৈরেব লভ্যং ন তু মোক্ষাপেক্ষৈরপীত্যর্থঃ) সুখং বিদুঃ (লভন্তে) ন (অন্যে তৎসুখং ন বিদুঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। যে সকল নিষ্কিঞ্চন, শান্ত, নিরভিমান, সর্ব্বজীববৎসল, বিষয়রাগের দ্বারা অস্পৃষ্টচিত্ত পুরুষ আমাতে অনুরক্তচিত্ত হইয়া সেবা করিয়া থাকেন, তাহারাই নিরপেক্ষজনলভ্য পরমসুখ লাভ করেন, অন্যে সেই সুখ লাভ করিতে পারেন না ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ। যতো মদ্রূপগুণাদিমাধুর্য্যানুভবসুখং মদ্ভক্তৈর্ব্যেব লভ্যং নান্যথেত্যাহ—নিষ্কিঞ্চনা ইতি। নিষ্কিঞ্চনা জ্ঞানিনোঽপি ভবন্তীতি কেচিদাহুস্তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ—ময্যনুরক্তচেতস ইতি। অখিলজীববৎসলা অখিলেভ্যোঽপি জীবেভ্যো ভক্তিরসদিৎসাবন্তঃ। অতএব মহান্তস্তৎসংজ্ঞয়ৈব লোকৈরুচ্যমানাঃ কামৈর্দৈর্বাদাপতিতৈরপি

ভোগৈর্ন অলব্ধা ছিন্না ধীর্যেষাং তে যন্মম সুখং জুষন্তি আস্বাদয়ন্তি তৎ সুখং তে এব বিদুর্নান্যে। কুতঃ নৈরপেক্ষ্যং নাস্তি অপেক্ষাং মোক্ষাদিকমপি যেষাং তে নৈরাপেক্ষাস্তেষ্বেব জাতম্॥ ১৭॥

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু আমার রূপগুণাদিমাধুর্য্যানুভবসুখ আমার ভক্তি-দ্বারাই লভ্য, অন্য প্রকারে নহে, তাহাই বলিতেছেন। নিষ্কিঞ্চন—নিষ্কিঞ্চন ত' জ্ঞানীরাও হইয়া থাকেন, কেহ কেহ এরূপ বলেন, তাহার নিরাশ জন্য বলিতেছেন আমাতে অনুরক্তচিত্ত। অখিলজীববৎসল অখিল জীবগণকেও ভক্তিরস প্রদান করিতে সমুৎসুক, অতএব মহান্ত—এই সংজ্ঞা দ্বারাই লোকগণ-কর্তৃক কথিত। কাম অর্থাৎ দৈবাৎ আপতিত ভোগকর্তৃক তাঁহাদের ধী অলব্ধ অর্থাৎ ছিন্ন নহে। তাঁহারা আমার যে সুখ জোষণ অর্থাৎ আস্বাদন করেন, সেই সুখ তাঁহারা জানেন, অন্যে নয়। কেন? না, নৈরপেক্ষ্য অর্থাৎ মোক্ষাদিরও অপেক্ষা যাঁহাদের নাই তাঁহারা নিরপেক্ষ, কেবল তাঁহাদের মধ্যেই জাত নৈরপেক্ষ্য॥ ১৭॥

অনুদর্শিনী। জ্ঞানিগণের হৃদয়ে বিষয়াসক্তি না থাকিলেও ভগবানে আসক্তিভাবের সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু ভক্তগণ কৃষ্ণানুরক্ত-চিত্ত হওয়ায় সর্ব্বদা সকল বাসনামুক্ত এবং প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন।

> ন যেষাং ভজনাদন্যচ্চিকীর্ষিতমভীপ্সিতম্।
> জিজ্ঞাসিতঞ্চ কিঞ্চিত্তে জ্ঞেয়া নিষ্কিঞ্চনা বুধৈঃ॥
>
> পৌরাণিকোক্তি

অর্থাৎ যাঁহাদের ভজন ব্যতীত অন্য বাঞ্ছিত, অভীপ্সিত এবং কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসিত বিষয় নাই, পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকেই নিষ্কিঞ্চন জানেন।

ভক্তগণ অখিলজীববৎসল—

> ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরা-
> মষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
> আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজা-
> মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥ (ভাঃ ৯।২১।১২)

রন্তিদেব বলিলেন—আমি ভগবানের নিকট অষ্টসিদ্ধিসমন্বিত অপুনর্ভব বা মোক্ষ প্রার্থনা করি না, কিন্তু যেন সর্ব্বজীবের অন্তঃস্থিত হইয়া তাঁহাদের দুঃখপ্রাপ্ত হই, তদ্দ্বারা যেন অন্য জীবে দুঃখরহিত হয়।

শ্রীগৌরাবতারে পরদুঃখদুঃখী বাসুদেব দত্ত ঠাকুরও বলিয়াছেন—

> 'জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
> সর্ব্ব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
> জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ।
> সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাও ভবরোগ॥'
>
> চৈঃ চঃ ম ১৫ পঃ

অতএব ভক্তই মহান্ত—

> মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
> নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥
>
> (ভাঃ ১০।৮।৪)

নন্দমহারাজ গর্গমুনিকে বলিলেন—হে ভগবন্, দীনচেতা গৃহি-লোকদিগের নিত্য মঙ্গল সাধনের জন্য মহদ্ ব্যক্তিগণ তাহাদের গৃহে গিয়া থাকেন, অন্য কারণে গমন করেন না।

> মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
> নিজকার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥ চৈঃ চঃ ম ৮প,

ভক্তগণ সর্ব্বদা কামদেব ভগবানের সেবানিরত থাকায় জাগতিক ভোগ সমাগত হইলেও তাঁহাদের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদা নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত। "তাঁহারা কৃষ্ণসেবানন্দে যে কি সুখ আস্বাদন করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন, অন্যে নয়"—এই বাক্যেও শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, আমার সেবানন্দ, সেব্য আমিও জানিতে পারি না—

> ভক্তের প্রেম-বিকার দেখি' কৃষ্ণের চমৎকার।
> কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত, কেবা ছার আর?
> কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে।
> ভক্ত-ভাব অঙ্গীকারে তাহা আস্বাদিতে॥
>
> চৈঃ চঃ অঃ ২৮পঃ

মোক্ষাদিতেও ভক্তগণের কোন অপেক্ষা নাই। কেন না,—

'মোক্ষ সুখো 'অল্প' মানে কৃষ্ণ-অনুচরে॥'

চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩ অঃ

'মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক'কণ'!
পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ সেবন॥'

চৈঃ চঃ ম ১৮ পঃ ॥১৭॥

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥১৮॥

অন্বয়। (অপি চাস্তাং তাবদুত্তম-মদ্ভক্তকথা যতঃ প্রাকৃতোঽপি ভক্তঃ কৃতার্থ এবেত্যাহ) (হে উদ্ধব!) অজিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়জয়ে সর্ব্বথা সামর্থ্যশূন্যঃ) মদ্ভক্তঃ (মম প্রাকৃতভক্তোঽপি) বিষয়ৈঃ বাধ্যমানঃ (আকৃষ্যমাণঃ) অপি প্রগল্ভয়া (সমর্থয়া) ভক্ত্যা (হেতুভূতয়া) প্রায়ঃ (প্রায়শঃ) বিষয়ৈঃ ন অভিভূয়তে (ন বিষয়েষ্বাসক্তো ভবতীত্যর্থঃ)॥ ১৮॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! যিনি সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়-জয়ে সমর্থ নহেন, তাদৃশ প্রাকৃত-ভক্তও বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হন না॥ ১৮॥

বিশ্বনাথ। অপি চ আস্তাং তাবদুৎপন্নভাবভক্ত-কথা যতো ভক্তৌ প্রথমবর্ত্তমানোঽপি ভক্তঃ কৃতার্থ এবেত্যাহ,—বাধ্যমান ইতি। প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া প্রায়েণৈব প্রবলীভবন্ত্যা কিং পুনঃ প্রগল্ভয়া। যদ্বা। জ্ঞানিপ্রকরণে যথা দুরাচারো জ্ঞানী নিন্দ্যিতে জ্ঞানিত্বঞ্চ তস্য নিষিধ্যতে। 'যস্ত্বসংযতষড়্বর্গ' ইত্যাদিনা তথাত্র ভক্তপ্রকরণে দুরাচারো ভক্তো ন নিন্দ্যো ভক্তত্বঞ্চ তস্য ন নিষিদ্ধমিত্যাহ—বাধ্যমান ইতি। যদুক্তং "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ" ইতি। কিঞ্চাত্র বিষয়ৈর্বাধ্যমানোঽপি বিষয়ৈর্নাভিভূয়ত ইত্যুভয়ত্রাপি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাৎ বিষয়বাধ্যত্ব-দশায়ামপি বিষয়াবাধ্যত্বং ভক্তিসদ্ভাবাৎ যথা বৈরিকৃত-কিঞ্চিচ্ছস্ত্রাঘাতং প্রাপ্তস্যাপি ন পরাভবিষ্ণুতা শৌর্য্যসদ্ভাবাদিতি যথা বা পীতজ্বরঘ্নমহৌষধস্য তদ্দিবসে আয়াতোঽপি জ্বরো বাধকোঽপ্যবাধক এব তস্য বিনশ্যদবস্থত্বাৎ দিনান্তরে চ সম্যঙ্‌নষ্টীভাবিত্বাচ্চ॥ ১৮॥

বঙ্গানুবাদ। উৎপন্নভাবভক্তের কথা দূরে থাকুক, যেহেতু ভক্তিতে প্রথম প্রবৃত্ত ভক্তও কৃতার্থ। প্রায় প্রগল্ভা অর্থাৎ প্রবলীভূতা হইবার পক্ষে, পূর্ণ প্রগল্ভা বা বলবতী হইলে আর কথা কি? অথবা জ্ঞানিপ্রকরণে যেমন দুরাচার জ্ঞানীর নিন্দা হইবে, তাঁহার জ্ঞানেরও নিন্দা হইবে 'যাহার ষড়বর্গ অসংযত'—এই সব বচনানুসারে (ভাঃ ১১।১৮।৪০) এই ভক্তপ্রকরণে ভক্ত দুরাচার হইলেও সেরূপ নিন্দনীয় ন'ন, তাঁহার ভক্তত্বও নিষিদ্ধ নহে। যেমন (গীতা ৯।৩০) বলা হইয়াছে 'সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্য ভজন বা একনিষ্ঠ হইয়া আমাকেই ভজনা করে, তাঁহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে, যেহেতু তিনি সম্যক্ ব্যবসায় বা সাধু অনুষ্ঠানপর'। আর এস্থলে বিষয়কর্ত্তৃক বাধ্যমান অর্থাৎ আকৃষ্ট হইতেছেন কিন্তু বিষয়কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ অভিভূত হইতেছেন না, এই উভয়স্থলেই বর্ত্তমান নির্দ্দেশহেতু বিষয়বাধ্যত্ব-দশাতেই বিষয়ের অবাধ্যত্ব—এই ভক্তি আছে বলিয়া, যেমন শত্রুকর্ত্তৃক কিছু শস্ত্রাঘাত পাইলেও শৌর্য্য থাকার জন্য পরাভব হয় না, অথবা যেমন জ্বরঘ্ন মহৌষধ ব্যবহারের দিনে জ্বর আসিলেও এবং পীড়া দিলেও সে অবাধকই। যেহেতু তাহার বিনাশোন্মুখ অবস্থা, অন্যদিনে সম্যক্ নষ্ট হইবে এই জন্য॥ ১৮॥

অনুদর্শিনী। জ্ঞানমার্গে দুরাচারীজ্ঞানী জগতে নিন্দিত। যেহেতু তিনি অন্তরের রিপুকুলকে জয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু ভক্তিমার্গে আমাতে শরণাগত ভক্ত দুরাচারী হইলেও নিন্দনীয় নহেন। গীতার "অপি চেৎ সুদারাচারঃ" শ্লোকের সারার্থবর্ষিণী টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"স্বভক্তেই আমার আসক্তি স্বাভাবিক, সেই আসক্তি দুরাচারী ভক্তের প্রতিও কমে না, তাহাকেই উৎকৃষ্ট করি। সুদুরাচার অর্থাৎ পরহিংসা-পরদার-পরদ্রব্যাদি-গ্রহণ-পরায়ণও যদি আমাকে ভজন করে

কি প্রকার ভজনবান্? উত্তরে বলিতেছেন—অনন্যভাক্ অর্থাৎ আমা ব্যতীত দেবতান্তর, মদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য কদাচারে দৃষ্টি থাকিলে, সাধুত্ব কি প্রকারে হয়? উত্তরে—মন্তব্য' অর্থাৎ মননীয়, সাধুত্বেই তাঁহাকে জানিতে হইবে। মন্তব্য—ইহা বিধিবাক্য, অন্যথায় প্রত্যবায় হয় এবিষয়ে আমার আজ্ঞাই প্রমাণ। যদি প্রশ্ন হয়—আপনাকে ভজন করেন—এই অংশে সাধু এবং পরদারাদি-গ্রহণাংশে অসাধু বলিয়া তাহাকে মনন করিতে হইবে; তদুত্তরে বলিতেছেন—'এব' অর্থাৎ সর্ব্বাংশেই সাধু, কখনও তাঁহার অসাধুত্ব দেখিতে হইবে না। সম্যক্ প্রকারে ব্যবসিত অর্থাৎ নিশ্চয় যাঁহার তিনি। 'দুস্ত্যজ স্বপাপে আমি নরক বা তির্য্যগ্‌যোনী যাই কিন্তু ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণভজন ত্যাগ করিব না'—এই শোভন অধ্যবসায় করিয়াছেন।

'সুদুরাচার-শব্দার্থ ভাল করিয়া বুঝিবে। বদ্ধজীবের আচার দুই প্রকার, সাম্বন্ধিক ও স্বরূপগত। শরীররক্ষা সমাজরক্ষা ও মনের উন্নতি সম্বন্ধে যতপ্রকার শৌচ, পুণ্য ও পুষ্টিকর অভাব নির্ব্বাহী আচার অনুষ্ঠিত হয়, সেই সমস্তই সাম্বন্ধিক। শুদ্ধজীবস্বরূপ আত্মার আমার প্রতি চিৎকার্য্যরূপ আচার আছে, তাহা জীবের স্বরূপগত। তাহার অন্য নাম—অমিশ্র বা কেবলা ভক্তি। বদ্ধ-দশায় জীবের কেবলাভক্তি ও সাম্বন্ধিক আচারের সহিত অনিবার্য্য সম্বন্ধ রাখে। অনন্যভজনরূপ ভক্তি বদ্ধজীবে উদিত হইলেও দেহ থাকা পর্য্যন্ত সাম্বন্ধিক আচার অবশ্য থাকিবে। ভক্তি উদিত হইলে জীবের ইতর রুচি থাকে না। যে পরিমাণে কৃষ্ণরুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে ইতর রুচি খর্ব্বিত হইতে থাকে। নিতান্ত নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কখন কখন ইতররুচি বলপ্রকাশ পূর্ব্বক কদাচার অবলম্বন করে। কিন্তু অতিশীঘ্রই তাহা কৃষ্ণ-রুচিদ্বারা দমিত হইয়া যায়। ভক্তির উন্নতি সোপানারূঢ় জীবদিগের ব্যবসায় সহজে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। তাহাতে যদিও উক্ত ঘটনাক্রমে দুরাচার কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়, তাহাও অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্দ্বারা প্রবল প্রবৃত্তিরূপ মদ্ভক্তি দূষিত হয় না, ইহাই জানিবে।"—শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর।

নৃসিংহ-পুরাণেও পাওয়া যায়—

ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোঽপি
বিরাজতে মনুষ্যঃ।
নহি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমিরপরাভবতা-
মুপৈতি চন্দ্রঃ॥

অর্থাৎ যে মনুষ্য ভগবান্ হরিতে একান্তভাবে চিত্ত সন্নি-বেশ করিয়াছেন, যদি বাহ্যে তাহার অত্যন্ত দুরাচারও দেখা যায়, তথাপি তিনি অন্তর্গত ভক্তিপ্রভাবে বিরাজমান হন। যেমন পূর্ণচন্দ্র বাহ্যদেশে মৃগচিহ্নে কলঙ্কিত হইলেও কখনও তিমিরের নিকট পরাভূত হন না।

এইরূপ ভক্ত বিষয়ে বাধ্য হইয়াও বিষয়বাধ্য থাকেন না। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

গীতা ৯।৩১

হে কৌন্তেয়, আমার এই প্রতিজ্ঞা যে, আমার অনন্য ভক্তিপথারূঢ় জীব কখনই নষ্ট হইবে না। তিনি শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইবেন এবং পরম শান্তি লাভ করিবেন।

'আমার একান্তী ভক্ত অতি পবিত্র সর্ব্বেশ্বর আমাকে হৃদয়ে ধারণ করায় আমার দ্বারাই আগন্তুক দুরাচার বিধৌত হইয়া শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা অর্থাৎ সদাচারনিষ্ঠমনা হন। পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করায় আমার স্মৃতি-প্রতিকূল বিষয় হইতে নিত্য নিবৃত্তি বা শান্তি লাভ হয়'—শ্রীবলদেব।

তাই নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকরভাজন বলিয়াছেন—

'স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ॥'

ভাঃ ১১।৫।৪২

যিনি অনন্যভাবে ভগবানের পদকমলযুগলের আরাধনা করেন, তাদৃশ প্রিয় ভক্ত যদি কখন প্রমাদবশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্মে পতিত হন, তাহা হইলে তদীয় হৃদয়স্থিত পরমেশ্বর হরি সমুদয় পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

জরঘ্ন-মহৌষধ ব্যবহারের দিন জ্বর আসিলেও যেমন পরদিনে রোগ সম্যক্ নষ্ট হয়, তদ্রূপ পাপপ্রবৃত্তির মূল অবিদ্যাবিনাশিনী ভক্তির আশ্রয়কারীকে সাময়িক পাপাচরণে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট দেখিলেও অচিরেই ঐ বৃত্তিসমূহ নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ভগবানে ঔদাসীন্যই দুরাচার এবং তদভিমুখতাই প্রকৃত সদাচার ॥১৮॥

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥১৯॥

অন্বয়। (হে) উদ্ধব! অগ্নিঃ (পাকাদ্যর্থং প্রজ্বলিতোঽপ্যগ্নিঃ) যথা সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ (প্রবৃদ্ধশিখঃ সন্) এধাংসি (কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ করোতি তথা মদ্ বিষয়া (রাগাদিনাপি কথঞ্চিৎমদ্বিষয়া সতী) ভক্তিঃ এনাংসি (পাপানি) কৃৎস্নশঃ (সাকল্যেন ভস্মসাৎ করোতি) ॥১৯॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! রন্ধনের উদ্দেশ্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেরূপ প্রবৃদ্ধশিখাযুক্ত হইয়া কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, সেইরূপ আমার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতা ভক্তিও পাপরাশি সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া থাকে ॥১৯॥

বিশ্বনাথ। তস্যাজিতেন্দ্রিয়তাজন্যপাপস্য ভক্তিরেব বিনাশিকাস্তীত্যত্র দৃষ্টান্তো যথাগ্নিরিতি। হে উদ্ধবেতি। ত্বমত্রোদ্ধবমেব লভস্বেতি ভাবঃ ॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ। তাঁহার অজিতেন্দ্রিয়জনিত পাপকে ভক্তিই নষ্ট করেন। এস্থলে দৃষ্টান্ত যেমন অগ্নি। হে উদ্ধব। তুমি (ভক্তি) এক্ষেত্রে উদ্ধবকে লাভ কর— ইহাই ভাব ॥১৯॥

অনুদর্শিনী। ভক্তি কেবল জীবের প্রারব্ধপাপ বিনাশ করেন না, অপ্রারব্ধ-পাপও বিনাশ করেন। সুতরাং অজিতেন্দ্রিয়তা জন্য পাপ তিনিই বিনাশ করেন। এবিষয়ে আর বেশী বক্তব্য কি?

ভগবৎসেবা বা প্রেমপ্রাপ্তিই ভক্তির মুখ্য ফল এবং অবিদ্যা বা পাপাদি বিনাশ আনুষঙ্গিক।

শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু নিজপ্রভু-সমীপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্বরচিত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের পূর্ব্ববিঃ ১লঃ ১২ সংখ্যায় শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য-বর্ণন-মুখে বলিয়াছেন যে—

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥

অর্থাৎ ভক্তি স্বভাবতঃ ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করান, অতিশয় দুর্ল্লভা, সান্দ্রানন্দবিশেষ-স্বরূপা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী।

উত্তমা ভক্তি সর্ব্বপ্রথমেই ক্লেশঘ্নী। ক্লেশ তিন প্রকার— 'পাপ', 'পাপবীজ' ও 'অবিদ্যা'। পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতক প্রভৃতি ক্রিয়া সকলই 'পাপ'।

(১) 'পাপ' দ্বিবিধ—(ক) 'অপ্রারব্ধ' যাহা অদৃষ্টরূপে চিত্তে অবস্থিত থাকে এবং যাহার ভোগকাল আরম্ভ হয় নাই, উহা অনাদি ও অনন্ত।

(খ) 'প্রারব্ধ'—যাহা আরব্ধ বা ফলোন্মুখ হইয়াছে। এই প্রারব্ধ-পাপ-প্রভাবেই নীচকুলে জন্ম পরিগ্রহ প্রভৃতি হয়।

ভক্তি এই 'অপ্রারব্ধ' এবং 'প্রারব্ধ' উভয়বিধ পাপই বিনাশ করিতে সমর্থ হয়।

ভক্তিপ্রাপ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকথিত-শ্লোকে স্বভক্ত উদ্ধবকে স্বভক্তির প্রারব্ধপাপহারিত্ব সম্বন্ধেই বলিয়াছেন।

ভক্তির 'প্রারব্ধ'-পাপহারিত্ব—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ভাঃ ৩।৩৩।৬

মাতা দেবহূতি শ্রীকপিলদেবকে বলিয়াছেন – হে ভগবন্, কুক্কুরভোজী অন্ত্যজকুলোৎপন্ন ব্যক্তিও যদি আপনার নাম শ্রবণ, শ্রবণানন্তর কীর্ত্তন, আপনাকে নমস্কার এবং আপনার স্মরণ করেন, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযজ্ঞের অধিকারী হন; আর যাঁহারা আপনার দর্শন লাভ করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?

পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে যে—

অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥

অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিতে একান্তভাবে অনুরক্তচিত্ত জনগণের 'অপ্রারব্ধ ফল', 'কূট', 'বীজ' ও 'ফলোন্মুখ'—এই পাপ-চতুষ্টয় ক্রমে ক্রমেই বিলয় প্রাপ্ত হয়।

'অপ্রারব্ধফল'—যাহাতে কূটত্বাদিরূপ কার্য্যাবস্থা আরম্ভ হয় নাই। কূটত্ব অপ্রারব্ধের অন্তর্ভুক্ত।

'কূট'—বীজত্বের উন্মুখতা-কারণ।

'বীজ'—বাসনাময় বা প্রারব্ধত্বের উন্মুখতা কারণ।

'ফলোন্মুখ'—প্রারব্ধ।

(২) 'পাপবীজ'—পাপ করিবার বাসনা সকল। ভক্তিপূতহৃদয়ে সে সমস্ত বাসনা স্থান লাভ করে না। ভক্তির পাপবীজ হরত্ব—

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া॥ ভাঃ ৬।২।১৭

শ্রীশুকদেব বলিলেন—তপঃ, দান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপীর পাপসমূহ বিনষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে অধর্ম্মানুষ্ঠানজনিত হৃদয়মালিন্য অথবা পাপের মূল চিত্তবৃত্তি-রূপ-সংস্কার বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সেবাদ্বারাই তাহা হইয়া থাকে।

(৩) 'অবিদ্যা—অজ্ঞান বা জীবের স্বরূপভ্রম। শুদ্ধ-ভক্তির উদয়ে 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই বুদ্ধি সহজে উদিত হয়, অতএব স্বরূপভ্রমরূপ 'অবিদ্যা' আর থাকে না। ভক্তির অবিদ্যাহরত্ব—

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥
ভাঃ ৪।২২।৩৯

শ্রীসনৎকুমার মহারাজ পৃথুকে বলিলেন—ভক্তগণ ভগবানের পাদপদ্মের পত্রতুল্য অঙ্গুলিসকলের কান্তি ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে যেরূপ কর্ম্মবাসনাময় হৃদয়-গ্রন্থিকে অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্ব্বিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত করিয়াও তদ্রূপ ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবের ভজনা কর।

ভক্তিবাধ্য ভগবান্ স্বভক্তিমহিমায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতেছেন—'হে ভক্তি, তুমি এক্ষণে উদ্ধবকেই লাভ কর'।

ভক্তি—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিহ্লাদিনীসারবৃত্তি-ভূতা। তিনি কেবল ক্লেশঘ্নী নহেন, এমন কি শ্রীকৃষ্ণা-কর্ষিণী। এ হেন ভক্তির মহিমাকীর্ত্তনে আনন্দময় ভগবান্ও পরমানন্দে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ভক্তশ্রেষ্ঠ তত্তুল্য উদ্ধবকে লাভ বা আশ্রয় করিবার আদেশ করিলেন। কেন না, তিনি নিজেই সর্ব্বাকর্ষক হইয়াও 'গ্রহের লোভ্য-দ্রব্যগ্রহণের ন্যায়' ভক্তকে আগ্রহেই গ্রহণ করেন—'কৃষ্ণ-গ্রহগ্রহীতাত্মা'—ভাঃ ৭।৪।৩৭ ॥ ১৯ ॥

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥২০॥

অন্বয়। (অত এবম্ভূতং শ্রেয়ো নান্যদস্তীত্যাহ) (হে) উদ্ধব! মম উর্জ্জিতা (প্রবৃদ্ধা সাধনাত্মিকা) ভক্তিঃ মাং যথা সাধয়তি (বশীকরোতি) যোগঃ ন (তথা ন সাধয়তি) সাংখ্যং ন, ধর্ম্মঃ স্বাধ্যায়ঃ তপঃ ত্যাগঃ (চ) ন তথা সাধয়তি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! মদীয়া সাধনাত্মিকা প্রবৃদ্ধা ভক্তি যেরূপ আমাকে বশীভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা কিম্বা দানক্রিয়া আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ। ননু ভক্তির্যথা ত্বৎপ্রাপ্তিসাধনং তথা জ্ঞানযোগাদিকমপীতি কেনাংশেন ভক্তেরুৎকর্ষ ইত্যত আহ,—নেতি দ্বাভ্যাম্। ন সাধয়তি ন মৎপ্রাপ্তিসাধনং ভবতি উর্জ্জিতা জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতত্বেন প্রবলা তীব্রেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, ভক্তি যেমন আপনাকে প্রাপ্ত হইবার সাধন, সেইরূপ জ্ঞান যোগাদিও, তবে কোন্ অংশে ভক্তির উৎকর্ষ? ইহার উত্তর দুইটী শ্লোকে।

আমাকে সাধন করে না অর্থাৎ আমার প্রাপ্তির সাধন নহে। উর্জ্জিতা অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত বলিয়া প্রবলা তীব্রা—ইহাই অর্থ ॥ ২০ ॥

অনুদর্শিনী।

"নাহং মখৈর্বৈ সুলভস্তপোভি-
র্যোগেন বা যৎ সমচিত্তবর্ত্তী ॥" ভাঃ ৪।২০।১৬

শ্রীভগবান্ পৃথুকে কহিলেন—সমচিত্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে আমি প্রকাশিত হইয়া থাকি। যজ্ঞ, তপস্যা বা যোগদ্বারা আমি কখনও সহজপ্রাপ্য নহি।

শ্রীভগবান্ অনন্তশক্তিসম্পন্ন বলিয়া সর্ব্বসাধনগম্য হইলেও ভক্তি যেরূপ ভগবান্‌কে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবার সাধন, কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি সাধনসমূহ তদ্রূপ নহে—

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ ॥
ভাঃ ৩।৩২।৩৩

শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিলেন—যেমন রূপরসাদি বহুগুণের আশ্রয় ক্ষীরাদি দ্রব্য একই বিষয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতাযুক্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা নানাবিধরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ এক অদ্বয়বস্তু ভগবান্‌ই শাস্ত্রের বিভিন্ন বর্ত্মদ্বারা বিভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু এই শ্লোকের মীমাংসায় স্বকৃত ভাগবতামৃতগ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ—

"যথা রূপরসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা। ক্ষীরাদিরেক এবার্থো জ্ঞায়তে বহুধেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ দৃশা শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা। উপাসনাভির্বহুধা স একোঽপি প্রতীয়তে ॥ জিহ্বয়ৈব যথা গ্রাহ্যং মাধুর্য্যং তস্য নাপরৈঃ। তথৈব চক্ষুরাদীনি গৃহ্ণন্ত্যর্থং নিজং নিজম্ ॥ তথান্যা বাহ্যকরণ-স্থানীয়োপাসনাখিলা। ভক্তিস্তু চেতঃস্থানীয়া তত্তৎ সর্ব্বার্থলাভতঃ ॥ ইতি প্রবলশাস্ত্রেষু তস্য ব্রহ্মস্বরূপতঃ। মাধুর্য্যাদিগুণাধিক্যাৎ কৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠতোচ্যতে ॥"

এতদ্দৃষ্টে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ উপরি-উক্ত ভাগবতের শ্লোকের টীকায় বলেন—"রূপরসাদি বহুগুণের আশ্রয় ক্ষীরাদি এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন মার্গে প্রবৃত্ত ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা নানারূপে প্রতীত হয়। অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা শুক্ল, রসনাদ্বারা মধুর, ত্বক্‌দ্বারা শীতল, নাসিকা-দ্বারা সুগন্ধ, কর্ণদ্বারা ক্ষীর এইনাম—ইত্যাদি এক এক ইন্দ্রিয়দ্বারাই সেই সেই ইন্দ্রিয়ের স্বগ্রাহ্য ধর্ম্ম অনুভূত হয়, কিন্তু এক ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্য ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-ধর্ম্ম অনুভূত হয় না; অতএব তত্তদ্ধর্ম্মবান্, ক্ষীররূপই অর্থ নহে। কিন্তু ইন্দ্রিয়বর্গের রাজা মনদ্বারাই কেবল সুখদ, তৃপ্তিকর, শুক্ল, মধুর, শীতল, সুগন্ধি, ক্ষীরবস্তুর তত্তৎসর্ব্বধর্ম্মযুক্ত ক্ষীরার্থই প্রতীত হয়; তদ্রূপই শাস্ত্রবর্ত্ম—কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধনসমূহদ্বারাও স্বর্গাপবর্গাদিরূপ বলিয়া স্বর্গপ্রদ ঈশ্বর, অপবর্গপ্রদ আত্মা ব্রহ্ম—এই একঅংশই অনুভূত হয়; কিন্তু সাধনমুখ্যা ভক্তিদ্বারা প্রেমবিষয়ীভূত ভগবান্, যিনি স্বর্গাপবর্গাদি-সর্ব্বফলপ্রদ ঈশ্বরশব্দবাচ্য তিনি সর্ব্বথাই অনুভূত হইয়া থাকেন।"

অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের যেরূপ অধিকার, সেই ইন্দ্রিয় ক্ষীরের সেই অংশটি মাত্র গ্রহণ করে, সমগ্র বস্তুকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন চক্ষু ক্ষীরের রূপমাত্র দর্শন করে, রস নহে। আবার নাসিকা কেবল গন্ধমাত্র গ্রহণেই ক্ষীরবস্তুকে অবধারণ করে, তার আর অন্যভাব গ্রহণে সামর্থ্য নাই। কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়দ্বারা ক্ষীরের রূপ-রসাদি পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম গৃহীত হইলেও যেমন মনের নিকট ক্ষীরের সকল ভাবই সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মজ্ঞানযোগাদিদ্বারা শ্রীভগবানের বাহ্য প্রতীতি, অসম্যক্ বা আংশিক প্রতীতি লাভ হইলেও কেবলমাত্র ভক্তিযোগদ্বারাই মাধুর্য্যাদি-গুণালয় ভগবত্তার পূর্ণতম-স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের পূর্ণ উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ভক্তিতেই ভগবানের প্রীতি—

প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্।
ভাঃ ৭।৭।৫২ ॥

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিলেন—কেবলমাত্র নিষ্কামভক্তি-দ্বারাই ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হন, ভক্তি-ব্যতীত অন্য সমস্তই বিড়ম্বনা অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর।

'বিড়ম্বনং নটমাত্রম্,'—শ্রীধর।'

'বিড়ম্বনং—পুরুষের প্রত্যুত তিরস্কারকারণ'
—শ্রীবিশ্বনাথ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্মা, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে॥
ব্রহ্ম-অঙ্গ কান্তি তাঁর, নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥
পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার 'আত্মা' হন কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংশ॥
'ভক্ত্যে' ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥

চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণ-প্রেমরস॥

ঐ আ ১৭ পঃ।

ঐছে শাস্ত্রে কহে—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

ঐ ম ২০ পঃ ॥২০॥

উর্জ্জিতা ভক্তি—

'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

ভঃ রঃ সি পূঃ ১ল ॥২০॥

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥২১॥

অন্বয়। শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাজনিতয়া) একয়া (কেবলয়া) ভক্ত্যা (এব) আত্মা (পরমাত্মা) প্রিয়ঃ (চ) অহং সতাং (সাধুনাং) গ্রাহ্যঃ (লভ্যো ভবেয়ং) মন্নিষ্ঠা ভক্তিঃ শ্বপাকান্ (চণ্ডালান্) অপি সম্ভবাৎ (জাতিদোষাৎ) পুণাতি (বিশুদ্ধী করোতি) ॥২১॥

অনুবাদ। শ্রদ্ধাজনিত কেবলা ভক্তির দ্বারাই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের গ্রাহ্য হইয়া থাকি। মন্নিষ্ঠ-ভক্তি চণ্ডালগণকেও পবিত্র করিয়া থাকে ॥২১॥

বিশ্বনাথ। যথেতি। স্ববাক্যেন প্রাপ্তং যোগাদীনামপি স্বপ্রাপ্তিসাধনত্বমাশঙ্ক্যাহ,—ভক্ত্যেতি। একয়া নত্বন্যেন যোগাদিনেত্যর্থঃ। তেন যদন্যত্র জ্ঞানাদীনামপি ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনত্বং শ্রূয়তে তত্রস্থা গুণভূতা ভক্তিরেব তৎপ্রাপিকেতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং জ্ঞানসৎকর্ম্মাদিকং ভগবত্বং সাধয়িতুমসমর্থং কেবলং পাপনাশকতয়ৈব সার্থকমভূদিতি স্থিতম্। তত্রাপি ভক্তের্যথা পাপনাশকতা ন তথা জ্ঞানাদীনামিত্যাহ,—ভক্তিরিতি সার্দ্ধেন। সম্ভবাৎ জাতিদোষাদপীতি শ্রীস্বামিচরণাঃ তেন প্রারব্ধপাপনাশকতা ভক্তেবুর্ধ্যতে ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ। (ভক্তি যেমন, যোগাদি তেমন সাধন নহে)—এই নিজবাক্য হইতে যোগাদিও নিজেকে পাইবার সাধন বটে অর্থ হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন। একা ভক্তিদ্বারা, অন্য কিছু অর্থাৎ যোগাদি-দ্বারা নহে। অতএব অন্যস্থানে যে জ্ঞানাদিও ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন বলিয়া শুনা যায়, সেক্ষেত্রে গুণভূতা ভক্তিই উহা পাওয়াইয়া দেন, এইরূপ জানিতে হইবে। জ্ঞান, সৎকর্ম্মাদি ভগবৎসাধনে অসমর্থ, কেবল পাপনাশক বলিয়া সার্থক হইয়া থাকে। সে স্থলেও ভক্তি যে পরিমাণে পাপনাশ করে, জ্ঞানাদি সেরূপ নহে। ইহাই 'ভক্তিঃ পুনাতি' হইতে সার্দ্ধ (দেড়) শ্লোকে বলিতেছেন। সম্ভব অর্থাৎ জাতিদোষ হইতেও (স্বামিচরণ) ইহাদ্বারা ভক্তি প্রারব্ধ-পাপনাশিকা, ইহাই বুঝা যায় ॥২১॥

অনুদর্শিনী। কেবল ভক্তিদ্বারাই ভগবান্ লভ্য—
"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" গী ৮।২২
'যোগেন বহ্নিমিব দারুষু নান্যতঃ স্যাৎ॥'

ভাঃ ৭।৯।৪৭

ভক্ত প্রহ্লাদ বলিলেন—দারুতে অবস্থিত অগ্নি যেরূপ মথনেরই দ্বারা পাওয়া যায় অন্যপ্রকারে নহে, তদ্রূপ বিবেকিগণ ভক্তিযোগ-দ্বারা আপনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানাদি-দ্বারা নহে।

যদি প্রশ্ন হয় যে, শ্রীপ্রহ্লাদকথিত শ্লোকে ভক্তিশব্দের স্পষ্ট উল্লেখ নাই কেন? তদুত্তরে শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন—

'বহ্নি পক্ষে যোগ অর্থাৎ মথনদ্বারা কথিত হওয়ায় 'ভক্তি' —এই শব্দের স্পষ্ট প্রয়োগ হয় নাই।'

তমক্ষরং ব্রহ্মপরং পরেশ-
মব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্। ভাঃ ৮।৩।২১

শ্রীগজেন্দ্র কহিলেন—সেই পরেশ, অক্ষর, অব্যক্ত, পরম ব্রহ্ম আধ্যাত্মিক-যোগ লভ্য।

"আত্মানং তমেবাধিকৃত্য যো যোগো ভক্ত্যাখ্যস্তেন গম্যং"—শ্রীল বিশ্বনাথ।

অর্থাৎ আত্মাকে অর্থাৎ তোমাকেই অধিকার করিয়া 'ভক্তি'-আখ্য যে যোগ তদ্দ্বারাই লভ্য।

জ্ঞানযোগাদি ভক্তির ন্যায় সাধন নহে—

ক্রিয়য়া ক্রতুভির্দানৈস্তপঃস্বাধ্যায়মর্শনৈঃ।
আত্মেন্দ্রিয়জয়েনাপি সন্ন্যাসেন চ কর্ম্মণাম্॥
যোগেন বিবিধাঙ্গেন ভক্তিযোগেন চৈব হিঃ।
ধর্ম্মেণোভয়চিহ্নেন যঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমান্॥
আত্মতত্ত্বাববোধেন বৈরাগ্যেণ দৃঢ়েন চ।
ঈয়তে ভগবানেভিঃ স্বগুণো নির্গুণঃ স্বদৃক্॥
ভাঃ ৩।৩২।৩৪-৩৬।

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—পূর্ত্তক্রিয়া, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ, মীমাংসা বা শাস্ত্রবিচার মন ও ইন্দ্রিয়জয়াদি, ত্যাগ, বিবিধ অঙ্গসম্পন্ন রাজযোগ, ভক্তিযোগ, সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম, আত্মতত্ত্ববোধ ও দৃঢ় বৈরাগ্য, এই সকল মার্গদ্বারা স্বপ্রকাশ সগুণ ও নির্গুণ ভগবান্‌কে লাভ করা যায়।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"পূর্ত্তক্রিয়া, যজ্ঞ ও দান—গৃহস্থের ধর্ম্ম। তপঃ—বানপ্রস্থের। স্বাধ্যায়-মীমাংসা ব্রহ্মচারির। আত্মা বা মন ও ইন্দ্রিয়াদি জয় ভিক্ষুর ধর্ম্ম। "ভক্তিযোগেন চৈব হি" এই 'চ' কার-দ্বারা ক্রিয়া প্রভৃতিতে ভক্তিমিশ্রত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। 'ভক্তিযোগ-সহিত ক্রিয়াদ্বারা' 'ভক্তিযোগ-সহ যজ্ঞাদিদ্বারা', এবং 'ভক্তিযোগের সহিত দানাদিদ্বারা', এইরূপ পাঠে সর্ব্বত্র ভক্তিশব্দ যোগহেতু ভক্তিযোগমিশ্রণ-ব্যতীত ক্রিয়াদি সাধনসমূহের স্বফলসাধনে অযোগ্যতাই বুঝাইতেছে। 'এব' এবং 'হি' অবধারণ ও নিশ্চয়বাচক এই দুইটী শব্দদ্বারা ক্রিয়াদি-সাধনসাধ্য বস্তু কেবল ভক্তিযোগদ্বারাই নিশ্চিত লভ্য হয়—ইহাই বুঝায়। অতএব ভগবৎস্বরূপেরই ভক্তিযোগের সর্ব্বমুখ্যত্ব জানিতে হইবে। উভয় চিহ্ন অর্থাৎ সকাম-নিষ্কামলক্ষণ। তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে, ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমান্। সগুণ—ক্রিয়া-যজ্ঞাদিপ্রাপ্য—স্বর্গাদি, নির্গুণ—সন্ন্যাসযোগাদি প্রাপ্য—ব্রহ্মপরমাত্মাদিস্বরূপ। স্বদৃক্-স্বরূপেই সর্ব্ব-সাধনসাধ্য-দ্রষ্টা। অথবা যিনি নিজ অনন্যভক্তগণকেই আসক্তিসহ দর্শন করেন। অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিযোগপ্রাপ্য ভগবদ্রূপ—এই অর্থ।"

তাৎপর্য্য—যজ্ঞদানাদি প্রবৃত্তিমার্গদ্বারা সগুণ স্বর্গাদি-রূপে, সন্ন্যাসাদি নিবৃত্তিমার্গদ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি স্বরূপে এবং ভক্তিযোগদ্বারা স্বপ্রকাশ, স্বরাট্, নিত্য স্ব-স্বরূপে ভগবান্ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব 'ভক্তিযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও নিত্য পরিপূর্ণ বস্তু প্রদান করিতে সমর্থ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥
চৈঃ চঃ ম ২৪ পঃ

"ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।"
ঐ অ ৪ পঃ

ভক্তি প্রারব্ধনাশিনী—

'যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ'॥ (ভাঃ ৩।৩৩।৬)।
[অর্থ পূর্ব্বে ১৯ শ্লোকের অন্তর্দর্শিনী দ্রষ্টব্য]

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—শ্বপচও সদ্য অর্থাৎ তৎক্ষণই সবন অর্থাৎ সোমযাগের যোগ্য হন। সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণের মতই পূজ্য হন—এই কথায় দুর্জ্জাতি-আরম্ভক-প্রারব্ধ-পাপনাশ হইল জানিতে হইবে। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—(এস্থলে

শ্বপচত্বরূপ) দুর্জাতিই সোমযাগে অযোগ্যতার কারণ এবং দুর্জাতির আরম্ভক (অর্থাৎ নীচজাতিতে জন্মগ্রহণ করাইবার কারণ)-পাপকে প্রারব্ধ বলে। ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১ লঃ।

শ্রীল শুকদেবগোস্বামীও বলিয়াছেন—

'চিত্রং বিদূরবিগতঃ সকৃদাদদীত
যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধম্॥ ভাঃ ৫।১।৩৫

অর্থাৎ অন্ত্যজও যদি একবারমাত্র সেই ভগবানের শ্রীনাম গ্রহণ করেন, তিনিও তন্মুহূর্ত্তেই অবিদ্যাবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

'বিদূরবিগত অন্ত্যজও নামোচ্চারণক্ষণেই 'বন্ধ', 'তন্ব' ও 'তত্ত্ব' শ্রীধরস্বামিসম্মত ত্রিবিধপাঠে (১) বন্ধ—কর্ম্মবন্ধন (মুক্ত হন) (২) তন্ব অর্থাৎ তনু। তৎক্ষণাৎ (সেই) তনুত্যাগ না দেখিলেও সেই তনু-আরম্ভক-কর্ম্ম অর্থাৎ প্রারব্ধ-কর্ম্ম ক্ষয় হয়, (৩) তত্ত্ব অর্থাৎ মহৎ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত স্থূল-সূক্ষ্মদেহদ্বয় (নাশ হয়) তাহা হইলেও গত্যন্তরাভাবে অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবহেতু সেই দেহদ্বয়ের স্থিতি জানিতে হইবে।'—শ্রীল বিশ্বনাথ।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

দৈতেয়া যক্ষরক্ষাংসি স্ত্রিয়ঃ শূদ্রা ব্রজৌকসঃ।
খগা মৃগাঃ পাপজীবাঃ সন্তি হ্যচ্যুততাং গতাঃ॥
ভাঃ ৭।৭।৫৪

হে দৈত্যগণ, যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রী, শূদ্র, গোপ, পশু ও পক্ষিজাতীয় প্রাণিগণের এবং পাপ-জীবগণেরও শ্রীঅচ্যুতের প্রতি ভক্তিযোগ প্রভাবে অমৃতত্ব বা অচ্যুতাত্মতা-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

"ভক্তি সজ্জাত্যাদি অপেক্ষা করে না। অচ্যুততা অর্থাৎ চিন্ময়-শরীর লাভ হওয়ায় অচ্যুততুল্যত্ব। অথবা অচ্যুতি লাভ হয় অর্থাৎ কর্ম্মীর ন্যায় পুনরায় চ্যুত হন না। কাশীখণ্ডে কথিত আছে—'যাঁহার ভক্তগণ প্রলয়রূপ মহা-আপদেও চ্যুত হন না, সেই বিষ্ণু ভগবান্ই সংসারে পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক অচ্যুত বলিয়া পরিগীত হন'।—শ্রীল বিশ্বনাথ।

স্বয়ংভগবান্ই অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
গীতা ৯।৩২

হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ বৈশ্যাদি পতিতা-স্ত্রীসকল, তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নীচবর্ণস্থ নরগণ আমাকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিয়া পরাগতি লাভ করে।

ভক্তিগন্ধ-যুক্ত পাপাত্মাও কৃতার্থ হন—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ ভাঃ ২।৪।১৮

শ্রীশুকদেব বলিলেন কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খশ প্রভৃতি লোক তাঁহার ভক্তের চরণাশ্রয় করিয়া পবিত্রতা লাভে সমর্থ হয়, ইহা বিচিত্র নহে, কারণ শ্রীভগবানের প্রভাব অচিন্ত্য। সেই ভগবান্কে নমস্কার করি।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"সদ্গুরু-চরণাশ্রয়মাত্রেই জাতিকর্ম্ম হইতে পাপিগণ শুদ্ধ হন—এই কথায় ভক্তির প্রারব্ধ-অপ্রারব্ধ-পাপনাশকত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। কিরাতাদির অশুদ্ধিই দুর্জ্জাতির কারণ, দুর্জাতিতে জন্ম গ্রহণ করাইবার পাপই প্রারব্ধ। দুর্জ্জাতিত্বের নাশই তাঁহাদের শুদ্ধি। নতুবা শুদ্ধ হন এই কথার অসঙ্গতি হয়। অতএব তাঁহাদের প্রারব্ধ-পাপের নাশই হইল জানা যায়। তথাপি তাঁহারা যে দুর্জ্জাতিত্বে খ্যাত হন, তাহা ব্যবহারতই, পরমার্থত নহে—জানিতে হইবে। 'যাহার অর্চ্চ্য বিষ্ণুবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি···সে নারকী'—পদ্মপুরাণোক্ত-বাক্যে জাতিবুদ্ধি নিষিদ্ধ হইয়াছে। এমন কি এতাদৃশ দুর্জ্জাতিগণেও ভক্তি উপদেশ করিবার বিধি পাওয়া যায় 'স্ত্রীগণ এবং শূদ্রাদি নীচজনগণ আপনাদের ন্যায় ভগবদ্ভক্তগণের কৃপার যোগ্য'—ভাঃ ১১।৫।৪। এই শ্লোকে 'আদি' শব্দে দুর্জ্জাতিগণই পাওয়া যায়। ইহাতে অসম্ভাবনাদি সকল

অপেক্ষা পরিত্যাগের জন্য বলা হইয়াছে—প্রভবিষ্ণু। ইহাও ভগবানের একটী স্বাভাবিকী প্রভুতা; ইহাতে যুক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে না।"

"তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ পাবন।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন॥"

চৈঃ চঃ ম ১৮ পঃ

'যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে॥'

চৈঃ ভাঃ ম ১০ অ॥ ২১॥

ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুনাতি হি॥২২॥

অন্বয়। (ভক্ত্যভাবেঽন্যৎ সাধনং ব্যর্থমিত্যাহ) সত্যদয়োপেতঃ (সত্যেন দয়য়া চ উপেতঃ যুক্তঃ) ধর্ম্মঃ তপসা অন্বিতা (যুক্তা) বিদ্যা (জ্ঞানং) বা মদ্ভক্ত্যা অপেতং (রহিতম্) আত্মানং (অন্তঃকরণং) হি (নূনং) সম্যক্ ন চ পুনাতি (বিশুদ্ধীকরোতি)॥ ২॥

অনুবাদ। সত্য ও দয়াযুক্ত ধর্ম্ম বা তপস্যাযুক্ত জ্ঞান মদ্ভক্তিরহিত মানবের অন্তঃকরণকে নিশ্চয়ই সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ করিতে পারে না॥২২॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ। ধর্ম্মজ্ঞানাদীনাং পাপনাশকত্বমপি ভক্তিসাহিত্যেনৈব। ভক্তিরাহিত্যেন তু কিঞ্চিন্মাত্রমেবেত্যাহ ধর্ম্ম ইতি। বিদ্যা—জ্ঞানম্॥২২॥

বঙ্গানুবাদ। আর ধর্ম্মজ্ঞানাদি যেটুকু পাপনাশক তাহাও ভক্তির সাহচর্য্যে। তবে ভক্তিরহিত হইলে কিঞ্চিন্মাত্র। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান॥২২॥

অনুদর্শিনী। ভক্তিহীন জ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্ম বা সৎকর্ম্মসমূহ ভগবানের সাক্ষাৎকার-সাধনে অসমর্থ। তবে উহারা পাপনাশক বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু তাহারা ভক্তির ন্যায় পাশনাশক নহে। ধর্ম্ম-জ্ঞানাদি ভক্তির সাহায্যে আগন্তুক পাপকে নষ্ট করে; ভক্তি কিন্তু পাপ, পাপবীজ এবং অবিদ্যা পর্য্যন্ত বিনাশ করে। সুতরাং ধর্ম্মজ্ঞানাদি ভক্তির যোগে প্রচুর ফল প্রদান করে, ভক্তির অভাবে তাদৃশ ফল প্রদানে সমর্থ হয় না॥২২॥

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥২৩॥

অন্বয়। রোমহর্ষং বিনা দ্রবতা (আদ্রেণ) চেতসা বিনা আনন্দাশ্রুকলয়া বিনা কথং (ভক্তির্গম্যতে) ভক্ত্যা বিনা আশয়ঃ (চিত্তঞ্চ কথং) শুদ্ধ্যেৎ॥২৩॥

অনুবাদ। রোমহর্ষ চিত্তের আর্দ্রতা ও আনন্দাশ্রু উদ্‌গম ব্যতীত ভক্তির আবির্ভাব কি প্রকারে হইতে পারে, ভক্তির আবির্ভাব ব্যতীত চিত্তই বা কিরূপে বিশুদ্ধ হইতে পারে॥২৩॥

বিশ্বনাথ। অন্তঃকরণস্তু সম্যক্তয়া ভক্তিরেব শোধয়তি নান্যৎ সাধনম্। সা চ ভক্তীরোমাঞ্চাদ্যনুভবগম্যেত্যাহ,—কথমিতি। ভক্ত্যা হেতুনা যদ্দ্রবচ্চেতস্তেন বিনা কথং সাধনান্তরেণ রোমহর্ষঃ। কথং বা আনন্দাশ্রুকলা রোমহর্ষং বিনা। আনন্দাশ্রুকলয়া চ বিনা কথমাশয়ঃ শুদ্ধ্যেদিত্যন্বয়ঃ। যদুক্তং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা —"শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ। যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ" ইতি। তেন নিষ্কামকর্ম্ম-যোগাদয়ো বহুপ্রমাণসিদ্ধা অন্তঃকরণস্য শোধকাস্তাবত্তবন্তু। কিন্তু তস্য যেন কষায়েণ ভগবদপরোক্ষানুভবো ন ভবতি তং কষায়ং তু প্রেমভক্তিরেব জ্বালয়তি ন তু জ্ঞানাগ্নিরপীতি ভাবঃ॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ। কিন্তু ভক্তিই সম্যক্‌ভাবে অন্তঃকরণ শোধন করে। অন্য সাধন নয়। সেই ভক্তি আবার রোমাঞ্চপ্রভৃতিদ্বারা অনুভবগম্য। ভক্তিহেতু চিত্তদ্রব না হইলে অন্যসাধনদ্বারা কিরূপে রোমহর্ষ, কিরূপেই বা আনন্দাশ্রুকলা। আর রোমহর্ষ না হইলে ও আনন্দাশ্রু-কলা না হইলে আশয় (চিত্ত) কিরূপে শুদ্ধ হইবে? কলিযুগপাবনাবতার শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব) যাহা বলিয়াছেন (পদ্যাবলী ৩৯ সংখ্যা)—উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বিষয় শ্রুত হইলেও উহা কৃষ্ণকথারূপ অমৃত হইতে বহুদূরে অবস্থিত। যেহেতু ব্রহ্মবিষয়ক-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা চিত্তদ্রব বা কম্পাশ্রু, পুলকোদ্গমাদি কিছুমাত্র হয় না। অতএব বহুপ্রমাণসিদ্ধ নিষ্কাম-কর্ম্মযোগাদি অন্তঃকরণের শোধক হউক কিন্তু যে কষায় জন্য তাহার শ্রীভগবানের অপরোক্ষানুভূতি হয় না সেই কষায় প্রেমভক্তিতে দগ্ধ করে, জ্ঞানাগ্নিও নহে ॥২৩॥

অনুদর্শিনী। কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারাই জীবের অন্তঃকরণ সম্যক্ পরিশোধিত হয়, অন্য কোন সাধনে হয় না—

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া ॥ ভাঃ ৬।২।১৭

তপঃ, দান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপীর পাপ সমূহ নষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে অধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য হৃদয়-মালিন্য অথবা পাপের মূলীভূত চিত্তবৃত্তিরূপ সংস্কার বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সেবাদ্বারাই তাহা হইয়া থাকে।

"অধর্ম্ম হইতে জাত পাপসমূহের সূক্ষ্মরূপ মূল অর্থাৎ হৃদয় কিন্তু পবিত্র হয় না নাশ হয় না, তাহাও ঈশাঙ্ঘ্রি-সেবা অর্থাৎ হরিচরণে ভক্তিদ্বারা নবধাভক্তি মধ্যে এক প্রকরণিকা কীর্ত্তনরূপা ভক্তিদ্বারাই বাসনা পর্য্যন্ত পাপ-ক্ষয় হইতে চিত্ত শুদ্ধ হয়।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

হৃদয়ে শুদ্ধা ভক্তিভাব হইলে বাহিরে রোমাঞ্চ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়—

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমানঃ। ভাঃ ৩।২৮।৩৪

এইরূপে সাধকের ভগবান্ শ্রীহরিতে যখন ভাবের উদয় হয়, তখন তাঁহার চিত্ত ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইয়া উঠে; আনন্দাতিশয় হেতু তাঁহার অঙ্গে রোমাঞ্চ হইতে থাকে এবং ঔৎসুক্যজনিত আনন্দাশ্রুকলাদ্বারা তিনি বারংবার আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইতে থাকেন।

অতএব ভক্তিদ্বারা আশয় বা চিত্তের আত্যন্তিক শুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধিতে সেবারসে চিত্ত দ্রব হয়, তৎফলে বাহ্যে রোমহর্ষ আনন্দাশ্রু প্রকাশ পায়। শ্রীহরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন-ফলে শ্রীহরিতে ভক্তির উদয় হয়। কিন্তু যাঁহারা হরিকথা ত্যাগ করিয়া উপনিষদ্ পাঠাদি দ্বারা জ্ঞানানুশীলনে যত্নবান্ হন, তাঁহাদের সেই নির্ব্বিশেষ চিল্লীলারহিত ব্রহ্মের অনুশীলনে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেও প্রেমের অভাবে চিত্ত দ্রব হয় না এবং বাহিরের কম্প, অশ্রু পুলকাদি প্রকাশ পায় না।

জ্ঞানাদির অনুশীলনে চিত্তশুদ্ধি হইলেও পাপরূপ কষায় বিনষ্ট হয় না—

যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতি-নিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥
শ্রীরূপগোস্বামিকৃত-শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রে।

অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতিরেকে বিনষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম, তোমার স্ফূর্ত্তি মাত্রেই সেই কর্ম্ম অপগত হয়, বেদ এই বাক্যই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ॥ ভাঃ ৫।৫।৬

শ্রীঋষভদেব বলিলেন—যেকাল পর্য্যন্ত ভগবান্ বাসু-দেব—আমাতে প্রীতি না হয় সেকাল পর্য্যন্ত জীবের দেহ-বন্ধন হইতে মুক্তি হয় না।

অতএব যে অবিদ্যা জীবের ভগবদনুভূতির অন্তরায়, তাহা প্রেমভক্তি ব্যতীত জ্ঞানাগ্নিতেও দগ্ধ হয় না ॥২৩॥

বাগ্ গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥২৪॥

অন্বয়। যস্য বাক্ (বচনং) গদ্গদা (গদ্গদাকারা

অস্পষ্টাক্ষরা ভবতি) চিত্তং দ্রবতে (আর্দ্রী ভবতি) অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ) রুদতি ক্বচিৎ হসতি চ বিলজ্জঃ (সন্) উদ্গায়তি (উচ্চৈর্মচ্চরিতং গায়তি) নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তঃ (সঃ) ভুবনং পুনাতি (পবিত্রীকরোতি) ॥২৪॥

অনুবাদ। যাঁহার বাক্য গদ্গদ ও চিত্ত দ্রবীভুত হয় এবং যিনি পুনঃ পুনঃ রোদন করেন, কখনও বা হাস্য করেন, কখনও বা বিলজ্জ হইয়া উচ্চকণ্ঠে গান করেন ও নৃত্য করিতে থাকেন, তাদৃশ ভক্তিমান্ পুরুষ ভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন ॥২৪॥

বিশ্বনাথ। প্রেমভক্তিযুক্তো জনস্তু স্বমুদ্ধরতীতি কিং চিত্রং যতো ভূর্লোকমপ্যুদ্ধরতীত্যাহ—বাগিতি। যস্য বাক্ গদ্গদা গদ্গদাকারা অস্পষ্টাক্ষরেত্যর্থঃ। দ্রবতে দ্রবতি যতশ্চিত্তদ্রবাচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং রুদতি রোদিতি অভীক্ষ্ণমৌৎকণ্ঠ্যেন জাজ্বল্যমানত্বাদিতি ভাবঃ। ক্বচিচ্চেতি সর্ব্বত্রান্বেতি। দ্রবচ্চিত্তস্তু সার্ব্বদিক এব ॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ। প্রেমভক্তিযুক্ত ব্যক্তি কেবল নিজেকে উদ্ধার করিবেন এ আর কি এমন কথা, যেহেতু তিনি ভুবন পর্য্যন্ত উদ্ধার করেন। যাঁহার বাক্ গদ্গদাকার অর্থাৎ অস্পষ্টাক্ষরা। দ্রব হয়, যেহেতু চিত্তদ্রবজন্য চিত্ত পুনঃ পুনঃ রোদন করে, পুনঃ পুনঃ উৎকণ্ঠা হেতু দগ্ধীভূত হয় বলিয়া ক্বচিৎ চ কখনও কখনও সর্ব্বত্র অনুসরণ করে কিন্তু দ্রবচিত্ত সর্ব্বক্ষণই ॥২৪॥

অনুদর্শিনী। ভগবদ্ভক্তই স্বপর-পবিত্রকারী—

"ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ ॥

ভাঃ ১০।৮৭।২৭

শ্রুতিগণ ভগবানের স্তবমুখে বলিতেছেন—যাঁহারা আপনার প্রতি প্রেমভাবাপন্ন তাঁহারাই নিজেকে এবং অপরকে পবিত্র করিয়া থাকেন, অন্যের পক্ষে তাহা অসম্ভব।

শ্রীগৌরসুন্দর সনাতন প্রভুকে বলিয়াছেন—

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্মপবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥

চৈঃ চঃ ম ২০ পঃ

প্রেমভক্তিমানের লক্ষণ—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ভাঃ ১১।২।৪০

এবম্বিধ ব্রতশীল হইয়া প্রিয়তম শ্রীহরির নামকীর্ত্তনাদি নিবন্ধন অনুরাগযুক্ত এবং বিগলিতচিত্ত পুরুষ লোকের হাস্য-প্রশংসাদিতে অবধানশূন্য হইয়া উন্মাদতুল্য উচ্চহাস্য, রোদন, চীৎকার, গীত এবং নৃত্যবিষয়ে রত হইয়া থাকেন।

প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত তনু-ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি উতি ধায় ॥
স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদ্গদ, বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥
এতভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায় ॥

চৈঃ চঃ আ ৭ পঃ

"কৃষ্ণপ্রেমহীন ভক্তগণ যে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিয়া হাস্য, ক্রন্দন, নৃত্য ও গীতাদিতে উন্মত্ত হয়, উহা তাহাদিগের কৃত্রিম শারীর ও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য। কেননা, আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তির উদয়ে যে ভাব ও প্রেমা উপস্থিত হয়, তাহাতেই হাস্য, ক্রন্দন, গান, নৃত্য এবং উৎকণ্ঠা উদিত হয়। এ সবই সেবোন্মুখ ব্যক্তির অকৃত্রিম চেষ্টা। অজাতপ্রেমা ব্যক্তির উচ্চপদবী গ্রহণ করিবার ধৃষ্টতা জগতে অনর্থ বা জঞ্জাল আনয়ন করে।"— শ্রীল প্রভুপাদ।

শ্রীল বিশ্বনাথও ভাঃ ২।৩।২৪ শ্লোকে 'তদশ্মসারং' টীকায় বলিয়াছেন—'বাহিরে অশ্রুপুলক থাকিলেও যে হৃদয়ের বিকার হয় না, তাহা অশ্মসার। ··· কনিষ্ঠাধিকারী সমৎসরগণের চিত্ত অপরাধযুক্ত থাকায় বহু নামগ্রহণেও নাম-মাধুর্য্যের অনুভব অভাবে চিত্তের বিকার হয় না। × তাহাদের অশ্রুপুলকাদি সত্ত্বেও তাহারা অশ্মসার-হৃদয় বলিয়া নিন্দিত'।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর স্বকৃত প্রীতিসন্দর্ভে ৬৬ সংখ্যায় লিখিত বিষয় পাঠে জানা যায়—"ভগবৎপ্রেমরূপা বৃত্তি কখনই মায়াময়ী নহে, পরন্তু আনন্দরূপা স্বরূপশক্তি; যেহেতু শ্রীভগবান্‌ও আনন্দপরাধীন। তাহা হইলে এই প্রকার প্রীতির লক্ষণই চিত্তের দ্রবতা এবং তৎফলে রোমহর্ষাদি। কিয়ৎপরিমাণে চিত্তদ্রব বা রোমহর্ষাদি সত্ত্বেও আশয়শুদ্ধি না হইলে ভক্তির সম্যক্ আবির্ভাব হয় নাই বুঝিতে হইবে। 'আশয়শুদ্ধি' অর্থে অন্য তাৎপর্য্য পরিত্যাগ এবং প্রীতিতাৎপর্য্য। অতএব 'অহৈতুকী' ও 'স্বাভাবিকী' ইহার বিশেষণ।"

উৎকণ্ঠায় দগ্ধীভূত অবস্থা—

কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাহাঁ করোঁ, কাহাঁ পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥

চৈঃ চঃ ম ২পঃ

হরিকীর্ত্তনে ত্রিভুবন পবিত্র

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

ভাঃ ১০।৪৭।৬৩ ॥২৪॥

—

যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্॥২৫॥

অন্বয়। (অপিচ ভক্ত্যৈবাত্মশুদ্ধির্নান্যত ইতি সদৃষ্টান্তমাহ) হেম (সুবর্ণং) যথা অগ্নিনা ধ্মাতং (তাপিতমেব সৎ) মলম্ (অন্তর্মলং) জহাতি (ত্যজতি; ন ক্ষালনাদিনা, কিঞ্চ) পুনঃ স্বং (নিজং) রূপং (ঔজ্জ্বল্যং) ভজতে (প্রাপ্নোতি) চ (তথা) আত্মা চ (চিত্তমপি) মদ্ভক্তিযোগেন কর্ম্মানুশয়ং (কর্ম্মবাসনাং) বিধূয় (পরিহৃত্য) অথো (অনন্তরং) মাং ভজতি (মহাপ্রেমাবির্ভাবাৎ পূর্ণাং সেবা-পদ্ধতিং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥২৫॥

অনুবাদ। সুবর্ণ যেরূপ অনলে পরিদগ্ধ হইয়াই অন্তর্মল পরিত্যাগ এবং স্বকীয় ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে, মানবগণের চিত্তও সেইরূপ একমাত্র মদীয় ভক্তিযোগের দ্বারাই কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাপ্রেমের আবির্ভাববশতঃ আমার পূর্ণ সেবাপদ্ধতি লাভ করিয়া থাকে॥২৫॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ। ভক্ত্যৈবাত্মশুদ্ধির্নান্যত এবেতি সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। যথাগ্নিনা ধ্মাতং ধ্মাপিতমেব হেম সুবর্ণং অন্তর্ম্মলং জহাতি ন ক্ষালনাদিভিঃ স্বং নিজং রূপঞ্চ ভজতে। তথৈবাত্মা জীবঃ কর্ম্মানুশয়ং কর্ম্মবাসনাত্মকং মলং বিধূয়াথো মদীয়লোকে মাং ভজতি সাক্ষাদেব সেবতে॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ। আর, ভক্তিদ্বারাই আত্মশুদ্ধি, অন্য উপায়ে নয়। ইহা দৃষ্টান্তসহ বলিতেছেন॥ যেমন, অগ্নি-কর্তৃক উত্তপ্ত হইয়া হেম অর্থাৎ সুবর্ণ অন্তর্মল ত্যাগ করে, ধৌতকরণাদি দ্বারা নিজরূপ ধারণ করে না, সেইরূপ আত্মা অর্থাৎ জীব কর্ম্মানুশয় অর্থাৎ কর্ম্মবাসনাত্মক মল বিধৌত করিয়া আমার লোকে (গোলোকবৃন্দাবনে) আমার সাক্ষাৎ সেবা করে॥২৫॥

অনুদর্শিনী।

"দগ্ধং দগ্ধং পুনরপি পুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণম্।"

অর্থাৎ স্বর্ণ পুনঃ পুনঃ অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও কমনীয় বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

এই দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে—যেমন অগ্নিই স্বর্ণের অন্তর্মল নাশ করিয়া তাহার নিজরূপ ধারণ করায়, অন্য কোন বস্তুদ্বারা বা প্রক্রিয়ায় স্বর্ণের স্বাভাবিক রূপপ্রাপ্তি হয় না; তদ্রূপ ভক্তি-ব্যতীত কর্ম্মজ্ঞানাদি কোনও উপায়েই জীবের কর্ম্মবাসনাত্মক মল বিধৌত হইয়া আত্মশুদ্ধি বা স্বস্বরূপ-প্রাপ্তি হয় না।

'যৎপাদপঙ্কজপলাসবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।'

ভাঃ ৪।২২।৩৯

অর্থ এই অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

অবশ্য ভক্তির মুখ্যফল—ভগবদ্চ্চরণে প্রেমলাভ, মুক্তিলাভ আনুসঙ্গিক। অতএব ভক্তিদ্বারাই নিত্য ভগবল্লোকে ভগবানের সাক্ষাৎ-সেবা-প্রাপ্তি হয়।

পূর্ব্বে ভাঃ ১১।৬।৯ শ্লোকের ব্যাখ্যাদি দ্রষ্টব্য ॥২৫॥

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্ ॥২৬॥

অন্বয়। (নম্নু ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতীত্যাদিশ্রুতিভ্যো জ্ঞানাদেবাবিদ্যানিবৃত্ত্যা তৎপ্রাপ্তিরবগম্যতে, কুতো ভক্তিযোগেনেত্যুচ্যতে তত্রাহ) অসৌ আত্মা (চিত্তং) মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ (মদীয়পুণ্যচরিত-শ্রবণকীর্ত্তনৈঃ) যথা যথা (যাবদ্ যাবৎ) পরিমৃজ্যতে (শোধ্যতে) অঞ্জনসম্প্রযুক্তম্ (অঞ্জন-প্রয়োগযুক্তং) চক্ষু যথা (যদ্বৎ সূক্ষ্মং বস্তু পশ্যতি তথা) এব (তদপি) তথা তথা (তাবত্তাবৎ) সূক্ষ্মং বস্তু (অধোক্ষজং তত্ত্বং) পশ্যতি (উপলব্ধুং সমর্থো ভবতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। উক্ত চিত্ত মদীয় পবিত্র গুণগাথা শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা যে-পরিমাণ বিশুদ্ধতা লাভ করে, অঞ্জনযুক্ত চক্ষুর ন্যায় ততই সূক্ষ্ম বস্তু অর্থাৎ অধোক্ষজ-তত্ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয় ॥২৬॥

বিশ্বনাথ। আদিভজনমারভ্য কেবলয়া ভক্ত্যৈবাত্ম-শোধনতারতম্যেন শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদিতারতম্যাৎ মন্মা-ধুর্য্যানুভবতারতম্যং প্রাপ্নোতীত্যাহ,—যথা যথেতি। তত্ত্বসূক্ষ্মং তত্ত্বং মদ্রূপলীলাদিস্বরূপং সূক্ষ্মং তন্মাধুর্য্যানুববিশেষং তয়োদ্বন্দৈক্যম্। যদ্বা। সূক্ষ্মং তত্ত্বং পূর্ব্বনিপাতাভাব আর্ষঃ। চক্ষুর্যথেতি প্রথমমন্ধাৎ কাণোঽপ্যুত্তমস্তস্মাৎ চক্ষুষ্মান্ চক্ষুষ্মতোঽপি সিদ্ধাঞ্জনরসাঞ্জিতনেত্রঃ সূক্ষ্মং পশ্যতি ॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ। প্রথমে ভজন আরম্ভ করিয়া কেবলা ভক্তিদ্বারাই আত্মশোধনের তারতম্য অনুসারে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদির তারতম্যহেতু আমার মাধুর্য্যানুভূতিরও তারতম্য প্রাপ্ত হয়। 'তত্ত্বসূক্ষ্মং'—এই পাঠ হইলে—তত্ত্ব অর্থাৎ আমার রূপলীলাদিস্বরূপ, সূক্ষ্ম অর্থাৎ তাহার মাধুর্য্যের অনুভববিশেষ, এই দুই-এর সংযোগ, অথবা সূক্ষ্মতত্ত্ব—এখানে 'সূক্ষ্ম' এই শব্দ পূর্ব্বে ব্যবহৃত না হওয়ায় আর্ষদোষদুষ্ট। চক্ষু প্রভৃতি—প্রথমে অন্ধ হইতে একচক্ষু উত্তম, তাহা হইতে চক্ষুষ্মান্, তাহা হইতেও সিদ্ধাঞ্জনরসে অঞ্জিতচক্ষু সূক্ষ্ম দর্শন করিবে ॥২৬॥

অনুদর্শিনী। এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বভক্তির ফল-মাহাত্ম্য দৃষ্টান্ত সহকারে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যেরূপ চক্ষুতে অঞ্জন-সংযোগে নষ্টদৃষ্টি অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি, নির্ম্মল দৃষ্টি লাভ হইয়া অবশেষে অতি সূক্ষ্মবস্তু দর্শনের যোগ্যতারূপ সুনির্ম্মল দৃষ্টি লাভ হয়; তদ্রূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিলে সাধক চিত্তশুদ্ধি লাভ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে ভগবদ্দর্শনের এবং ভগবন্মাধুর্য্যানুভবের সৌভাগ্য লাভ করেন।

ভক্তই সেই ভক্তিরসের আধার বা পাত্র। তাই নিজ-ইষ্টদেব ভক্তপ্রিয় ভগবানের স্বভক্তিফল-মহিমা বর্ণনের কৃপাপ্রদর্শনে রসিকভক্তচূড়ামণি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুরও সেই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। মহর্ষি শ্রীবেদব্যাসের নিকট ভক্তপ্রবর নারদ নিজের এই ভক্তি-লাভের বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। সেই শ্রীনারদ-কথিত (ভাঃ ১।৫।২৪-২৮ এবং ১।৬।১৭-২১ শ্লোঃ) বাক্য হইতে ইনি সেই ভক্তির আরম্ভ হইতে চরম-প্রয়োজন বা প্রাপ্তি-ফলের ভূমিকা সমূহ দেখাইয়াছেন—

(১) সাধুকৃপা, (২) মহৎসেবা, (৩) শ্রদ্ধা, (৪) গুরুপদাশ্রয়, (৫) ভজনস্পৃহা, (৬) ভজন, (৭) অনর্থা-পগম, (৮) নিষ্ঠা, (৯) রুচি, (১০) আসক্তি (১১) ভাবভক্তি বা রতি, (১২) প্রেমভক্তি, (১৩) কৃষ্ণদর্শন এবং (১৪) কৃষ্ণ-মাধুর্য্যানুভব।

(এতৎপ্রসঙ্গে 'স্তেন সুরাপো' ভাঃ ৬।২।৯-১০ শ্লোক-দ্বয়ের সারার্থদর্শিনীও দ্রষ্টব্য)।

সেই কেবলাভক্তি বা শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ

ভগবান্ শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন—

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

ভাঃ ৩।২৯।১২

নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ—পুরুষোত্তম-স্বরূপ আমাতে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি। অহৈতুকী—হেতুরহিতা, স্বতঃসিদ্ধা; অব্যবহিতা—ব্যবধান বা অবান্তরফলানুসন্ধান-রহিতা।

এবম্বিধ শুদ্ধভক্তির আভাসেই সাধকের আত্মশুদ্ধি লাভ হয়। কিন্তু কোন মহাজন যেমন স্বীয় আশ্রিত জনগণের আশ্রয় গ্রহণের তারতম্যানুসারে পালনের তারতম্য করেন, তদ্রূপ ভক্তিদেবীর আশ্রয়গ্রহণের তারতম্যে ভক্তের ভক্তিফললাভেরও তারতম্য ঘটে। শুদ্ধাভক্তির অন্তরায়গুলি যে কাল পর্য্যন্ত যে পরিমাণে সাধকের অন্তরে অবস্থান করে, সেই কাল পর্য্যন্ত সেই পরিমাণে সাধকের আত্মশুদ্ধির তারতম্য ঘটে। অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে অন্যাভিলাষ, ভুক্তি এবং মুক্তিবাসনা থাকিলে বাঞ্ছাকল্পতরুরূপিণী সর্ব্বফলদাত্রী ভক্তিদেবী সাধককে সেই সেই ফল দান করেন; আর সর্ব্ববাঞ্ছাশূন্য নিষ্কপটে ভক্তিদেবীর আশ্রিত জন আত্মশুদ্ধি লাভ করিয়া ভক্তির ফল ভক্তিই লাভ করেন।

সেই ভক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিলক্ষণা—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥

ভাঃ ৬।৩।২২

সেই শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ ধর্ম্মই ভক্তি। সাধনদশায় উহা সাধনভক্তি এবং উহাই পাকদশায় প্রেমভক্তি বলিয়া কথিত হইলেও ঐ দুই প্রকারই ভক্তিশব্দে কথিত হয়। সাধনভক্তি নববিধ—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

ভাঃ ৭।৫।২৪

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর নামাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদের কথিত এই নববিধ ভক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান—

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ম্॥

ভাঃ ২।১।৫

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে ভরতবংশাবতংস, যিনি অভয় লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে সকল জীবের পরমাত্মা, অভয়প্রদাতা ভগবান্ শ্রীহরিই শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় এবং স্মরণীয়।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন—"এই শ্লোকে 'হরি' এই শব্দ বিশেষ্যপদ, সর্ব্বাত্মা ভগবান্ ও ঈশ্বর—বিশেষণত্রয়দ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিনী, রাগানুগা ও বৈধী ভক্তির কথা প্রকাশিত হইয়াছে। (১) অভয় অর্থাৎ মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে সকল জীবের আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা হরিই শ্রোতব্য। (২) অভয় অর্থাৎ যে রূপে নিষ্কম্প হয় তাহা, লোভবান্ পুরুষকর্ত্তৃক ভগবান্ অতিসুন্দর নন্দসূনু শ্রোতব্য। (৩) অভয় অর্থাৎ ভয় রহিত হরিই শ্রোতব্য।"

এই শ্লোকের অর্থ ও টীকায় সাধকের হৃদয়ে কামনা বা অভিলাষের পার্থক্য দেখা যাইতেছে। সুতরাং এই ত্রিবিধ সাধকের প্রয়োজন হিসাবে ভক্তিদেবীকে আশ্রয়ের তারতম্য প্রমাণিত হইতেছে এবং তৎফলে তাহাদের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিরও যে তারতম্য হইবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

এতদ্ব্যতীত দেখা যায় যে ভক্তি যেমন অভিধেয়সার তদ্রূপ ভক্তির অঙ্গসমূহের মধ্যে নামসংকীর্ত্তনই মহারাজচক্রবর্ত্তিতুল্য।

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

ভাঃ ২।১।১১

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাঁহারা স্বর্গমোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মারাম যোগী পুরুষ, সকলের পক্ষেই হরির নামগুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এই তিনটী পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব্ব আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে।

কলিযুগপাবনাবতারীর বাক্যেও পাওয়া যায়—

প্রভু কহে—"শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবাফলের 'পরম সাধন॥'
শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা॥"

চৈঃ চঃ ম ৯ পঃ

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

ঐ অঃ ৪ পঃ

অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিতে ভক্তিরই যাজন হয় এবং তৎফলে নামনামী-অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি হয়। কিন্তু সাধকের হৃদয়ে ভক্তিদেবীকে আশ্রয় করিবার তারতম্যে যেমন আত্মশুদ্ধির তারতম্য হয়, আবার আত্মশুদ্ধির তারতম্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিরও তারতম্য ঘটে। যদি সাধক সলক্ষণা শুদ্ধভক্তিকে আশ্রয় করেন, তবে শ্রবণ-কীর্ত্তনস্মরণাদিও শুদ্ধভাবে হয়। কিন্তু কীর্ত্তনাদিতে আবার সাধকের হৃদয়ে যে অন্তরায় বা বাধা আসিয়া উপস্থিত হয় সেগুলিকে অপরাধ বলে। ঐ অপরাধসমূহ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া হরিকথা শ্রবণাদি না করিলে কীর্ত্তনাদির সুফল লাভ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাই বলিলেন—

'অপরাধ ছাড়ি' কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥"

চৈঃ চঃ অঃ ৭ পঃ

নিরপরাধে হরিকীর্ত্তন করিলে তৎক্ষণাৎই হরিপদ-লাভ হয়। কিন্তু 'অচিরাৎ' শব্দ প্রয়োগে বুঝা যায় যে, সাধকের অপরাধক্ষয়তারতম্যে প্রেমলাভের তারতম্য এবং বিলম্ব।

"এক" কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥"

ঐ আ ৮ পঃ

"হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥"

ঐ ম ৮ পঃ

দশবিধ নামাপরাধ—

(১ সাধুগণের নিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম হইতে ভেদদর্শন অথবা শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণু হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন দর্শন, (৩) গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, (৪) বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দন, (৫) হরিনামমাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি বলিয়া চিন্তন, (৬) হরিনামসমূহকে কল্পনা বলিয়া মনে করা, (৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, (৮) অন্য শুভ-ক্রিয়াসমূহের সহিত শ্রীনামগ্রহণকে সমজ্ঞান, (৯) শ্রদ্ধাহীন বা নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে নামোপদেশ, (১০) শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও শ্রীনামে অপ্রীতি—(পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ৪৮ অঃ শ্লোকসমূহের মর্ম্মার্থ)।

নামকীর্ত্তন বলিলে তিন প্রকার নামকীর্ত্তন বুঝায়—শুদ্ধ নামকীর্ত্তন, অপরাধযুক্ত নামকীর্ত্তন এবং নামাভাস-কীর্ত্তন। অপরাধমুক্ত অবস্থায় এবং শুদ্ধনামকীর্ত্তন-যোগ্যতারাহিত্যরূপ সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে যে নামোচ্চারণ, তাহাই নামাভাস। নামাপরাধে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-লাভ, নামাভাসে মুক্তিলাভ এবং নামভজনে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। অতএব এই কীর্ত্তনেও সাধকের ভক্তির আশ্রয় তারতম্যে ফলতারতম্য অবশ্যম্ভাবী।

সাধক অপরাধমুক্ত হইয়া শুদ্ধ নামকীর্ত্তনে অধিকারী হইলেও তাঁহার হৃদয়ে যদি শাস্ত্রশাসনমতে ভজনের স্পৃহা থাকে তবে তিনি বৈধী ভক্তির অধিকারী, আর যদি সুসৌভাগ্যফলে তাঁহার আত্মায় স্বাভাবিক রাগ উদিত হয়, তবে তিনি রাগানুগ-ভজনে অধিকারী। এই ভক্তি কেবল ব্রজজনের আনুগত্যে ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভজন। অতএব বৈধী ও রাগানুগ ভক্তের ভক্তির তারতম্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিরও তারতম্য ঘটে।

রাগানুগ ভক্তির আশ্রিতজনবর্গের বিচারে দেখা যায় যে—রস লাভের অধিকারিদিগের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিপ্রকার রসই উত্তম। যিনি যে রসের অধিকারী, তাঁহার পক্ষে সেই রসই সর্ব্বোত্তম। রস-বিষয়ে যে রাগোদয় হয়, তাহাতে আবিষ্ট হইয়া রস-চতুষ্টয়ের তারতম্য দেখা যায় না, কিন্তু তটস্থ অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে দেখিলে ঐ রসের তারতম্য আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রসে ক্রমশঃ তারতম্য আছে। শান্তরসে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতারূপ গুণটী দাস্যরূপে মমতাযুক্ত হইয়া অধিক সমৃদ্ধ। আবার সখ্য-রসে—কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা ও মমতা বিশ্রম্ভের সহিত যুক্ত হইয়া অধিকতর প্রফুল্ল। বাৎসল্য রসে শান্ত, দাস্য ও সখ্যের গুণত্রয় স্নেহাধিক্যের সহিত যুক্ত হইয়া প্রতীয়মান হয়। কান্তভাবরূপ মধুর রসে ঐ চারিটী গুণ সঙ্কোচশূন্য হইয়া অতিশয় মাধুরী লাভ করে। ইহাতে গুণাধিক্যক্রমে স্বাদাধিক্য বৃদ্ধি হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

'দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি প্রেম চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজভাবে করে কৃষ্ণসুখ আস্বাদনে॥
তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥'

আঃ ৪ পঃ

শ্রীমহাপ্রভুর মর্ম্মী পার্ষদ্ শ্রীরামানন্দ রায়ও বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণপ্রাপ্তিতারতম্য বহুত আছয়।
কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তরতম॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ—পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যে গুণ মধুরেতে বৈসে॥
... ...
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই 'প্রেমা' হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥'

চৈঃ চঃ ম ৮ প ॥২৬॥

অতএব রসতারতম্যে ভক্তিরসের আধার ভক্তের ভজনীয় ভগবান্ কৃষ্ণমাধুর্য্যানুভূতিরও তারতম্য। মধুর রসে সেই মাধুর্য্যের সম্পূর্ণানুভূতি। তাই চক্ষুরোগের নাশান্তে যেমন সিদ্ধাঞ্জন প্রয়োগে চক্ষুর অতি সূক্ষ্মবস্তু দর্শনে যোগ্যতা হয় তদ্রূপ জীব সাধুকৃপায় ভক্তির আশ্রয়ে বদ্ধাবস্থা হইতে বিমুক্তাবস্থায় চরম এবং পরমাবস্থায় প্রেম-ভক্তির মধুর রতিতে সম্পূর্ণ কৃষ্ণমাধুর্য্যানুভূতি লাভে কৃতকৃতার্থ হন ॥২৬॥

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥ ২৭॥

অন্বয়। (কিঞ্চ জ্ঞানং নাম চিত্তস্য মদাকারপরিণামঃ। স চ মাং ভজতঃ স্বভাবত এব ভবতি, ন যত্নান্তরমপেক্ষত সদৃষ্টান্তমাহ) বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ (চিন্তয়তঃ পুংসঃ) চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে (আসক্তং ভবতি) মাম্ অনুস্মরতঃ (অনুক্ষণং চিন্তয়তঃ পুংসঃ) চিত্তং ময়ি (পরমাত্মনি) এব প্রবিলীয়তে (নিমগ্নং ভবতি) ॥২৭॥

অনুবাদ। নিরন্তর বিষয়চিন্তাশীল পুরুষের চিত্ত যেরূপ বিষয়ের প্রতি আসক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ

যিনি অনুক্ষণ আমার চিন্তা করেন তাঁহার চিত্ত আমাতেই নিমগ্ন হইয়া থাকে ॥২৭॥

বিশ্বনাথ। তাদৃশশ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদিনিষ্ঠানাং ত্বদ্ভক্তানাং চিত্তং ত্বয়ি কীদৃশং স্যাদিত্যত আহ— বিষয়ানিতি। বিষয়ধ্যানাসক্তং চিত্তং যথা বিষয়মাধুর্য্য-নিমগ্নং দৃষ্টং তথৈব মদীয়ধ্যানাসক্তং মন্মাধুর্য্যমাত্রনিমগ্নং স্যাৎ ॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ। ঐরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিতে নিষ্ঠাযুক্ত আপনার ভক্তগণের চিত্ত আপনাতে কি প্রকার থাকিবে? এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন। বিষয়-ধ্যানাসক্ত চিত্ত যেমন বিষয়মাধুর্য্য-নিমগ্ন দেখা যায়, সেইরূপই আমার ধ্যানাসক্তচিত্ত কেবল আমার মাধুর্য্যেই নিমগ্ন থাকিবে ॥২৭॥

অনুদর্শিনী। অন্তঃকরণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের স্বাভাবিকী বৃত্তিই আসক্তি বা অনুরাগ। বাহ্য শব্দাদি-বিষয়গ্রহণের জন্য যখন চিত্তের বৃত্তি ধাবিত হয় তখন তাহার নাম বিষয়-আসক্তি, উহাই সংসারবন্ধন; আর, যখন ভগবৎ-সম্বন্ধীয় শব্দাদিগ্রহণে চিত্তের বৃত্তি ধাবিত হয়, তখন ঐ আসক্তির নাম ভক্তি, উহাই সংসারমুক্তি।

'কাকাক্ষিগোলকন্যায়' অর্থাৎ কাকের উভয় নেত্র থাকিলেও সে যেমন যখন যে চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে তখন তাহার অপর চক্ষু থাকিতেও যেমন সে চক্ষু কোন কার্য্যকরী হয় না, তেমনি চিত্তের বৃত্তি যখন যেদিকে ধাবিতা হয়, তখন তাহার বিপরীত দিকে সে বৃত্তি পরিদৃষ্টা হয় না। অর্থাৎ চিত্ত যখন বিষয়ে ধাবিত হয় তখন সে বিষয়ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বিষয়েই আসক্ত থাকে, শ্রীভগবানে দৃষ্টি থাকে না, আর যখন শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হয়, তখন সে ভগবানেই নিমগ্ন থাকে, আর বিষয়ের দিকে দৃষ্টি করে না।

তাই শ্রীলোচনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

'বিষয়ে আরতি করে মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণে আরতি করে ভব তরিবারে॥'

চৈতন্যমঙ্গল ম-১৯৪ ॥ ২৭ ॥

তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্ ॥২৮॥

অন্বয়। তস্মাৎ স্বপ্নমনোরথং যথা (স্বপ্নকালীন-মনোবিলাসবৎ) অসদভিধ্যানম্ (অন্যেষামসতাং সাধনা-নামভিধ্যানং চিন্তাং) হিত্বা (সন্ত্যজ্য) মদ্ভাবভাবিতং (মদ্ভাবেন মদ্ভজনেন ভাবিতং শোধিতং) মনঃ ময়ি (এব) সমাধৎস্ব (সমাহিতং কুরু) ॥২৮॥

অনুবাদ। অতএব স্বপ্নমনোরথতুল্য অন্যান্য অসৎ সাধনসমূহের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া মদীয় ভজনপ্রভাবে শোধিত চিত্তকে আমাতেই সমাহিত কর ॥২৮॥

বিশ্বনাথ। যস্মাদন্যৎ সাধনং তৎফলং চ স্বপ্নমনো-রথবদসদভিধ্যানমাত্রং তস্মাত্তদ্বিহায় কেবলয়ৈব ভক্ত্যা ময্যেব মনঃ সমাহিতং কুর্ব্বিতি প্রকরণার্থমুপসংহরতি— তস্মাদিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। মদ্ভাবেন মদ্ভাবনয়ৈব ভাবতি ভাবযুক্তীকৃতম্।২৮॥

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু অন্য সাধন ও তাহার ফল স্বপ্নমনোরথের ন্যায় অসদভিধ্যানমাত্র, সেই হেতু উহা পরিত্যাগ করিয়া কেবলা ভক্তি-সহযোগে আমাতেই মন সমাহিত কর—এই প্রকরণের অর্থের উপসংহার করিতেছেন (শ্রীস্বামিচরণ)। আমার ভাব বা ভাবনাদ্বারাই ভাবিত বা ভাবযুক্ত কৃত ॥২৮॥

অনুদর্শিনী। কর্ম্মাদি সাধন ও তৎফল স্বর্গাদি মিথ্যা এবং মনোমাত্র-বিলসিত। উহা পরিত্যাগ করিয়া কেবলাভক্তি অভ্যসনীয়া ॥২৮॥

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ ॥২৯॥

অন্বয়। আত্মবান্ (ধীরঃ জনঃ) স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং (চ) সঙ্গং দূরতঃ ত্যক্ত্বা ক্ষেমে (নির্ভয়ে) দেশে বিবিক্তে (বিজনে) আসীনঃ (উপবিষ্টঃ) অতন্দ্রিতঃ (সাবধানশ্চ সন্) মাং (পরমাত্মানং) চিন্তয়েৎ (ধ্যায়েৎ) ॥২৯॥

অনুবাদ। ধীরব্যক্তি স্ত্রী এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সংসর্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া নির্ভয় নির্জ্জন স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সাবধানে আমার ধ্যান করিবে ॥২৯॥

বিশ্বনাথ। বিশেষতো বাৎস্যায়নাদ্যুক্তাঃ কাম-মার্গাস্ত্যাজ্যা ইত্যাহ—স্ত্রীণামিতি। যত আত্মবান্ ধৃতিযুক্তঃ তেষাং সঙ্গে সতি ধৃতির্ন তিষ্ঠেদিতি ভাবঃ। ক্ষেমে নির্ভয়দেশে বিবিক্তে নির্জ্জনে ॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ। বিশেষতঃ বাৎস্যায়নাদি কথিত কামমার্গসমূহ ত্যাগ করা উচিত। যেহেতু আত্মবান্ বা ধৃতিযুক্ত তাহাদের সঙ্গে থাকিলে ধৃতি আর থাকিবে না। ক্ষেম অর্থাৎ নির্ভয়দেশ, বিবিক্ত বা নির্জ্জন ॥২৯॥

অনুদর্শিনী। ভাগবতে ১১।১৪।১০ শ্লোকে কথিত কামমার্গ অবশ্য ত্যাজ্য। বিষয়সমূহের মধ্যে কামিনী ও কামুকের সঙ্গ চিত্তবিক্ষেপের প্রধান কারণ।

সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু
যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ।
সৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো
বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য ॥ ভাঃ ৩।৩১।৩৯

অর্থ পূর্ব্বে ১১।৮।৬ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ চৈঃ চ অ ২ প

এমন কি

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥
ভাঃ ৯।১৯।১৫

মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত এবং দুহিতার সহিত নির্জ্জনে কখনও থাকিবে না। কেননা বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে ॥২৯॥

———

ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥৩০॥

অন্বয়। (এতদুপপাদয়তি) যোষিৎ সঙ্গাৎ (স্ত্রী-সঙ্গাৎ) তথা (যদ্বৎ) তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ (যোষিৎসঙ্গিসঙ্গাৎ) অস্য পুংসঃ (পুরুষস্য) যথা (যদ্বৎ) ক্লেশঃ বন্ধঃ চ (সংসারবন্ধনঞ্চ) ভবেৎ অন্য প্রসঙ্গতঃ (বিষয়ান্তরসঙ্গাৎ) তথা ন (তদ্বৎক্লেশোবন্ধশ্চ ন ভবেৎ) ॥৩০॥

অনুবাদ। স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গিপুরুষের সঙ্গ হইতে জীবের যেরূপ ক্লেশ ও সংসারবন্ধন লাভ হয়, অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গ হইতে সেরূপ হয় না ॥৩০॥

বিশ্বনাথ। যথা তৎসঙ্গিসঙ্গত ইতি যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গত্যাগে ভূয়ানেব যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ যতো যোষিৎসঙ্গে লজ্জা স্বীয়া প্রতিষ্ঠা চ বাধিকাস্তি তৎসঙ্গিসঙ্গে তু প্রায়স্তে অপি ন বাধিকে পরঞ্চ যোষিৎসঙ্গী যথা তৎকথাভিস্তস্যা-মাসঞ্জয়তি লজ্জাভয়াদিকমপি ত্যাজয়তি ন তথা যোষিদ-পীত্যত উত্তরত্র তন্নির্দ্দেশঃ ॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ। যেরূপ তাহার সঙ্গীর সঙ্গ হইতে— অতএব যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ ত্যাগে প্রচুর যত্ন কর্ত্তব্য, যেহেতু যোষিৎসঙ্গে লজ্জা ও নিজপ্রতিষ্ঠা বাধাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহার সঙ্গীর সঙ্গে প্রায়ই তাহারাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না। বিশেষতঃ যোষিৎসঙ্গী যেরূপ যোষিৎসম্বন্ধে কথা দ্বারা যোষিতে আসক্তি সংঘটিত করে ও লজ্জাভয়াদিও ত্যাগ করায়, যোষিৎ নিজে ততটা পারে না। এই হেতু পরে যোষিৎসঙ্গীর কথা উল্লিখিত ॥৩০॥

অনুদর্শিনী। এই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক—ভাঃ ৩।৩১।১৫ দ্রষ্টব্য।

যোষিতের সঙ্গ হইতে যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ ভয়াবহ। কেননা প্রথমে যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ হইতেই যোষিতের অনুসন্ধানাদি ক্লেশ হয় পরে যোষিৎসঙ্গ হইতে বন্ধন হয়। অতএব যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ প্রথমেই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ ভাঃ ১১।৮।১৩ শ্লোকোক্ত ভগবৎ সঙ্গীর সঙ্গ-মহিমা বর্ণনের টীকায় বলিয়াছেন—"যোষিৎসঙ্গ হইতেও যোষিৎসঙ্গিগণের সঙ্গ যেরূপ অতিনিন্দ্য কথিত হইয়াছে; তদ্রূপই ভগবৎসঙ্গ হইতেও ভগবৎসঙ্গিগণের সঙ্গ অতিবন্দ্য, অতিপ্রশস্য অত্যভিলষণীয় বুঝিতে হইবে ॥"

ভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে যোষিৎসঙ্গীর

সঙ্গের কুফল বর্ণনা করিয়া সঙ্গত্যাগের কথাই বলিয়াছেন—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ ক্রীড়ামৃগেষু চ॥

ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪

সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি সমস্তই যাহার সঙ্গক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়, সেই শোচ্য, আত্মবিনাশকারী, অশান্ত, মূঢ় যোষিৎক্রীড়ামৃগ অসাধুর সঙ্গ কখনই করিবে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রসঙ্গী—এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ ॥৩০॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যথা ত্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং যাবদাত্মকম্।
ধ্যায়েন্মুমুক্ষুরেতন্মে ধ্যানং মে বক্তুমর্হসি ॥৩১॥

অন্বয়। শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ (হে) অরবিন্দাক্ষ মুমুক্ষুঃ (জনঃ) যথা ত্বাং যাদৃশং (যাদৃক্ বিশেষণবিশিষ্টং) যাবদাত্মকং (যৎস্বরূপঞ্চ) ধ্যায়েৎ (তথা) মে (মম) এতৎ (তদ্দাস্যরূপং) ধ্যানং ত্বং মে (মহ্যং) বক্তুম্ অর্হসি ॥৩১॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে পদ্মপলাশ-লোচন, মুমুক্ষু ব্যক্তি আপনাকে যে প্রকারে ও যৎস্বরূপে ধ্যান করেন, দাসভাবে আমি যে স্বরূপের ধ্যান করিয়া থাকি, তাহা আপনি আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥৩১॥

বিশ্বনাথ। ভক্তিং বিনা কিমপি সাধ্যং ন সিদ্ধ্যতীতি ভগবদ্বাক্যান্নিশ্চিত্য সর্ব্বেষাং মার্গাণাং প্রকারজ্ঞানং বিনা স্বমার্গোৎকর্ষজ্ঞানমতিসুখদং ন ভবতীতি ভাবেন মোক্ষাকাঙ্ক্ষিণো ধ্যানভক্তেঃ প্রকারাদীন্ পৃচ্ছতি,—যথেতি। তত্র প্রকারপ্রশ্নঃ। যাদৃশমিতি ধ্যেয়বিশেষ-প্রশ্নঃ, যদাত্মকমিতি ধ্যেয়স্বরূপপ্রশ্নঃ। অত্র মে ইত্যস্য পৌনরুক্ত্যাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্। যথা মুমুক্ষুস্ত্বাং ধ্যায়েত্তন্মে বক্তুমর্হতি নম্ন মুমুক্ষোর্ধ্যানেন পৃষ্টেন তবৈকান্তিকভক্তস্য কিং তস্মাৎ যথা ত্বামহং ধ্যায়ামি তদ্বদিত্যেবং পৃচ্ছতামিত্যত আহ—মে মম তু এতদ্ধ্যানমিতি সংহতপাণিদ্বয়েন তস্য চরণদ্বয়ং দর্শয়তি। ধ্যানং ত্বং বক্তুমর্হসীতি পাঠঃ সুগমঃ ॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ। ভক্তি বিনা কোন সাধ্যই সিদ্ধ হয় না—ভগবানের এই বাক্য হইতে নিশ্চিত হইয়া সমস্ত সাধন-পথের প্রকার-জ্ঞান-ব্যতীত নিজপথের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান অতি সুখদ হয় না—এই ভাবিয়া মোক্ষাকাঙ্ক্ষা-পরায়ণগণের ধ্যানভক্তি-প্রকারাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যথা—সে সম্বন্ধে প্রকারপ্রশ্ন, যাদৃশ—ধ্যেয়বিশেষপ্রশ্ন, যদাত্মক—ধ্যেয়স্বরূপ-প্রশ্ন। মে (আমার ও আমাকে) ইহার পুনরুক্তি হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। মুমুক্ষু আপনাকে যেরূপ ধ্যান করেন তাহা আমাকে বলুন। যদি প্রশ্ন হয়—আচ্ছা, মুমুক্ষুর ধ্যানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ঐকান্তিক ভক্ত তোমার কি? সেই হেতু যেরূপ আপনাকে আমি ধ্যান করি সেইরূপ কি—এই প্রকার প্রশ্ন হউক। তাই বলিতেছেন—আমার কিন্তু এইরূপ ধ্যান, এই বলিয়া হস্তদ্বয় সংহত করিয়া তাঁহার চরণদ্বয় প্রদর্শন করিতেছেন। 'ধ্যানং ত্বং বক্তুমর্হসি' এই পাঠ হইলে সুগম হইত ॥৩১॥

অনুদর্শিনী। "ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধ"—ভাঃ ১১।৬।৪৬ শ্লোক হইতে জানা যায় যে, ভক্তপ্রবর উদ্ধবের ভগবদ্দাস্যৈক পুরুষার্থ। সুতরাং বর্ত্তমান প্রশ্ন তাঁহার নিজের নহে, কিন্তু পরার্থেই। কেননা, সকল মার্গের তারতম্য জ্ঞানে নিজ ভজনমার্গের উৎকর্ষ জ্ঞান হয়। মুমুক্ষুগণ ভগবান্‌কে যে ভাবে ও যে প্রকারে এবং যে রূপের ধ্যান করেন সেই বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছেন ॥৩১॥

শ্রীভগবানুবাচ

সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাসুখম্।
হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ॥
প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।
বিপর্য্যয়েণাপি শনৈরভ্যসেন্নির্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ॥৩২-৩৩॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—সমে (নাত্যুচ্ছ্রিতে নাতিনীচে) আসনে (কম্বলাদৌ) সমকায়ঃ (সন্) যথাসুখম্ আসীনঃ (উপবিষ্টঃ সন্) উৎসঙ্গে (ক্রোড়ে) হস্তৌ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ (স্বনাসাগ্রেদত্তদৃষ্টিঃ) নির্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীলঃ জনঃ) পূরককুম্ভকরেচকৈঃ প্রাণস্য মার্গং শোধয়েৎ (তথা) বিপর্য্যয়েণ অপি (রেচক-পূরক-কুম্ভক-ক্রমেণাপি) শনৈঃ অভ্যসেৎ (অভ্যাসং কুর্য্যাৎ)॥৩২-৩৩॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন—সমতল ভূমিতে কম্বলাদি আসনে অবক্রভাবে যথাসুখে উপবিষ্ট হইয়া হস্তদ্বয় উত্তানভাবে ক্রোড়দেশে স্থাপন পূর্ব্বক নিজ নাসাগ্রে দৃষ্টিসংযম করতঃ ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল পুরুষ পূরক, কুম্ভক, রেচক এবং রেচক-কুম্ভক-পূরকক্রমে প্রাণবায়ুর পথ শোধন করিবেন॥৩২-৩৩॥

বিশ্বনাথ। স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণ ইতি চিত্তস্থৈর্য্যায়। "অন্তর্লক্ষ্যোঽবহির্দৃষ্টিঃ স্থিরচিত্তঃ সুসঙ্গতঃ" ইতি যোগশাস্ত্রোক্তেঃ। বিপর্য্যয়েণ রেচক-পূরক কুম্ভক-ক্রমেণ॥৩২-৩৫

বঙ্গানুবাদ। স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণ—ইহা চিত্তস্থৈর্য্য নিমিত্ত। অন্তর্লক্ষ্য অবহির্দৃষ্টি স্থিরচিত্ত সুসঙ্গত' এই যোগশাস্ত্রের বচন। বিপর্য্যয় দ্বারা অর্থাৎ রেচক কুম্ভক পূরক ক্রমে॥৩২-৩৩॥

অনুদর্শিনী। দুইটী শ্লোকে শ্রীভগবদ্ ধ্যানের অঙ্গরূপ আসন ও প্রাণায়ামের প্রকার বলিতেছেন। অন্তরে ভগবদ্ মূর্ত্তিতে লক্ষ্য ঠিক্ রাখিয়া নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টিরুদ্ধ করিলে লয় ও বিক্ষেপ অভাবে চিত্ত স্থির হয়। অন্তর্লক্ষ্য—হৃদিলক্ষ্যৈকদৃষ্টি। অবহির্দৃষ্টি—বাহ্য বিষয়ানুসন্ধানশূন্য।

আসন সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ মাতা দেবহূতি ও ভক্ত অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম্।
তস্মিন্ স্বস্তিকমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যসেৎ॥
যদা মনঃ স্ববিরজং যোগেন সুসমাহিতম্।
কাষ্ঠাং ভগবতো ধ্যায়েৎ স্বনাসাগ্রবলোকনঃ॥

ভাঃ ৩।২৮।৮, ১২

(হে মাতঃ) পরে জিতাসন হইয়া পবিত্রস্থানে আসন বিস্তার করতঃ যথাসুখে সরল শরীরে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণসংযমের অভ্যাস করিবে। এই প্রকার যখন মন সম্যক্ নির্ম্মল ও যোগদ্বারা সুসমাহিত হইবে তখন স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া ভগবান্ শ্রীহরির শ্রীমূর্ত্তি ধ্যান করিবে।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরম্।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥

গীতা ৬।১১-১৪

(একান্তে যোগাভ্যাসের নিয়ম এই যে,) কুশাসনোপরি মৃগচর্ম্মাসন, তদুপরি বস্ত্রাসন রাখিয়া অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নীচ না করিয়া সেই আসন বিশুদ্ধ ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে আসীন হইবেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াকে নিয়মিত করতঃ চিত্তশুদ্ধির জন্য মনকে একাগ্র করিয়া যোগাভ্যাস করিবেন। শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সমানভাবে রাখিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না হয়, তজ্জন্য নাসিকাগ্রভাগ দৃষ্টিকরতঃ প্রশান্তাত্মা, ভয়শূন্য ও ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড়ীয় বিষয় হইতে সংযমন পূর্ব্বক চতুর্ভুজস্বরূপ আমার বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পরমাত্মপরায়ণ হইয়া যোগাভ্যাস করিবেন।

প্রাণায়াম সম্বন্ধেও শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতাকে বলিয়াছেন—

প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরককুম্ভকরেচকৈঃ।
প্রতিকূলেন বা চিত্তং যথা স্থিরমচঞ্চলম্ ॥

ভাঃ ৩।২৮।২৯

অর্থাৎ পূরক, কুম্ভক ও রেচক অথবা প্রতিলোমক্রমে রেচক, কুম্ভক ও পূরক দ্বারা প্রাণবায়ুর গতাগতির পথকে এরূপভাবে শোধন করিবে, যে, উহা যেন পুনর্ব্বার চঞ্চল না হয়।

"বামনাসাদ্বারা বাহ্যবায়ুর অন্তরে প্রবেশন—পূরক। প্রবিষ্ট বায়ুর ধারণ কুম্ভক। দক্ষিণ নাসা দ্বারা রেচন—রেচক। প্রতিকূল অর্থাৎ রেচক-কুম্ভক-পূরকদ্বারা।"

শ্রীল বিশ্বনাথ।

যোগশাস্ত্রেও দেখা যায়—

ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং ত্যজেৎ পিঙ্গলয়া ততঃ।
পিঙ্গলাপূরিতং বায়ুমিড়য়া চ পরিত্যজেৎ ॥

অর্থাৎ ইড়া বা বামনাসা দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া পিঙ্গলা বা দক্ষিণনাসাদ্বারা ত্যাগ করিবে এবং (বিপরীত ভাবে অর্থাৎ) পিঙ্গলাদ্বারা পূরিত বায়ু ইড়াদ্বারা পরিত্যাগ করিবে।

কুম্ভক—অন্তর্নিহিত বায়ুকে নিস্তরঙ্গ কুম্ভস্থ জলের ন্যায় সুষুম্না বা মধ্যনাসায় রক্ষা করা (বা উভয় নাসার অবরোধ)।

ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়িত্রয়—

দক্ষিণা পিঙ্গলা সর্ব্বা ইড়া বামা প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নাড্যোথ মধ্যমাঃ প্রোক্তাঃ সুষুম্না বেদপারগৈঃ ॥

ভাগবততন্ত্রে ॥৩২-৩৩॥

হৃদ্যবিচ্ছিন্নমোঙ্কারং ঘণ্টানাদং বিসোর্ণবৎ।
প্রাণেনোদীর্য্য তত্রাথ পুনঃ সংবেশয়েৎ স্বরম্ ॥৩৪॥

অন্বয়। (মূলাধারাৎ আরভ্য মূর্দ্ধান্তপর্য্যন্তং) বিসোর্ণবৎ (কমলনালতন্তুবৎ) অবিচ্ছিন্নং (সন্ততং) ঘণ্টানাদং (ঘণ্টানাদতুল্যং) ওঙ্কারং হৃদি (স্থিতং) প্রাণেন উদীর্য্য (ঊর্দ্ধং দ্বাদশাঙ্গুলপর্য্যন্তং নীত্বা) অথ পুনঃ তত্র (মাত্রাতীতে) স্বরং (পঞ্চদশং বিন্দুং) সংবেশয়েৎ সংযোজয়েৎ) ॥৩৪॥

অনুবাদ। মূলাধার হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অবস্থিত মৃণালসূত্রতুল্য নিরন্তর হৃদয়ে অবস্থিত ঘণ্টাধ্বনিসদৃশ ওঙ্কারকে প্রাণবায়ুদ্বারা ঊর্দ্ধে দ্বাদশাঙ্গুলস্থান পর্য্যন্ত উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাতে স্বর অর্থাৎ পঞ্চদশবিন্দু স্থাপন করিবেন ॥৩৪॥

বিশ্বনাথ। হৃদিতি মূলাধারাদারভ্য অবিচ্ছিন্নং সন্ততং। ঘণ্টানাদতুল্যমোঙ্কারং হৃদি স্থিতং প্রাণেনোদীর্য্য ঊর্দ্ধং দ্বাদশাঙ্গুলপর্য্যন্তং নীত্বা কথং বিসোর্ণবৎ কমলনাল-তন্তুবৎ। অথ পুনস্তত্র স্বরং নাদং বিন্দুং বা সংবেশয়েৎ স্থিরীকুর্য্যাৎ ॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ। মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সন্তত হৃদয়েস্থিত ঘণ্টানাদতুল্য ওঙ্কারকে প্রাণবায়ুর সহিত উদীরণ করিয়া অর্থাৎ ঊর্দ্ধে দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত লইয়া, কিরূপে বিসোর্ণবৎ অর্থাৎ কমলনালের তন্তুর ন্যায়। তৎপরে পুনরায় সেইখানে স্বর অর্থাৎ নাদ বা বিন্দু সংবেশ করিবে অর্থাৎ স্থির রাখিবে ॥৩৪॥

অনুদর্শিনী। প্রাণায়াম দ্বিবিধ—সগর্ভ অর্থাৎ মন্ত্রসহিত অগর্ভ অর্থাৎ মন্ত্রশূন্য। উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণগর্ভের কথা বলিতেছেন—

রেচক, পূরক, স্তম্ভনাদি ক্রিয়ামাত্র; ঐ অবস্থার সহিত ওঙ্কারধ্বনি সাধকের অনুমেয়। প্রাণবায়ুকে যখন আকর্ষণ করা যায়, তখন অপান বায়ুও মূলাধার হইতে আকৃষ্ট হইয়া সমান বায়ুর সাহায্যে প্রাণের সহিত মিলিত হয়। বায়ু আকর্ষণের সঙ্গে উক্ত ওঙ্কারকে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত হৃদয়স্থানে অনাহত চক্রের প্রতি পুনঃ পুনঃ আনয়ন করতঃ ক্রমে স্থির করিতে হইবে ॥৩৪॥

এবং প্রণবসংযুক্তং প্রাণমেব সমভ্যসেৎ।
দশকৃত্বস্ত্রিষবণং মাসাদর্ব্বাগ্‌ জিতানিল ॥৩৫॥

অন্বয়। এবং (অনেন ক্রমেণ) প্রণবসংযুক্তং প্রাণম্ এব (প্রাণায়ামমেব) ত্রিষবণং (ত্রিসন্ধ্যং) দশকৃতঃ

(দশবারান্ যঃ) সমভ্যসেৎ (সঃ) মাসাৎ অর্ব্বাক্ (মাসাদ্ বহিরেব) জিতানিলঃ (বশীকৃতপ্রাণঃ স্যাৎ) ॥৩৫॥

অনুবাদ। এইপ্রকারে যিনি প্রণবসংযুক্ত প্রাণায়ামেরই প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা দশবার সংযমে অভ্যাস করেন, তিনি একমাস মধ্যেই প্রাণজয়ে সমর্থ হন ।।৩৫॥

বিশ্বনাথ। মাসাদর্ব্বাক্ মাসাদ্বহিরের ॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ। মাস হইতে অর্ব্বাক্ অর্থাৎ বাহিরে ।।৩৫।।

হৃৎপুণ্ডরীকমন্তঃস্থমূর্দ্ধনালমধোমুখম্ ।
ধ্যাত্বোর্দ্ধমুখমুন্নিদ্রমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্ ।
কর্ণিকায়াং ন্যসেৎ সূর্য্যসোমাগ্নীনুত্তরোত্তরম্ ॥
বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্রূপং মমৈতদ্ধ্যানমঙ্গলম্ ।
সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজম্ ॥
সুচারুসুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্ ।
সমানকর্ণ-বিন্যস্তস্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥
হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বনমালাবিভূষিতম্ ॥
নূপুরৈর্বিলসৎপাদং কৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্ ।
দ্যুমৎকিরীটকটক-কটিসূত্রাঙ্গদাযুতম্ ॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণম্ ।
সুকুমারমভিধ্যায়েৎ সর্ব্বাঙ্গেষু মনো দধৎ ॥
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো মনসাকৃষ্য তন্মনঃ ।
বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্ময়ি সর্ব্বতঃ ॥৩৬-৪২॥

অন্বয়। অন্তঃস্থং (দেহান্তরবর্ত্তী) উর্দ্ধনালং অধোমুখং (মুকুলিতঞ্চ কদলীপুষ্পসঙ্কাশং যদস্তি তৎ) সকর্ণিকং (কর্ণিকাযুক্তং) অষ্টপত্রং হৃৎপুণ্ডরীকং (হৃদয়কমলং) ঊর্দ্ধমুখং উন্নিদ্রং (বিকসিতং চ) ধ্যাত্বা কর্ণিকায়াং উত্তরোত্তরং (ক্রমশঃ) সূর্য্যসোমাগ্নীন্ ন্যসেৎ (চিন্তয়েৎ)। বহ্নিমধ্যে ধ্যানমঙ্গলং (ধ্যানস্য শুদ্ধং বিষয়ং) মম এতৎ (বক্ষ্যমাণং) রূপং স্মরেৎ (ধ্যায়েৎ)। সমং (অনুরূপাবয়বং) প্রশান্তং সুমুখং (সুপ্রসন্নং) দীর্ঘচারুচতুর্ভুজং (দীর্ঘাঃ চারবঃ চত্বারঃ ভুজাঃ যস্মিন্ তৎ) সুচারু (অতিরম্যং) সুন্দরগ্রীবং (সুন্দরা গ্রীবা যস্মিন্ তৎ) সুকপোলং (শোভনৌ কপোলৌ যস্মিন্ তৎ) শুচিস্মিতং (শুচি শোভনং স্মিতং মন্দহাসো যস্মিন্ তৎ) সমানকর্ণবিন্যস্তস্ফুরন্মকরকুণ্ডলং (সমানয়োঃ কর্ণয়োঃ বিন্যস্তে স্ফুরতী মকরাকারে কুণ্ডলে যস্মিন্ তৎ) হেমাম্বরং (হেমবৎ পীতে অম্বরে যস্য তৎ) ঘনশ্যামং (জলদনীলং) শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনং (শ্রীবৎসশ্রিয়োর্নিকেতনং বক্ষসি দক্ষিণবামতস্তাভ্যাং যুক্তমিত্যর্থঃ) শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিভূষিতং নূপুরৈঃ বিলসৎপাদং (বিলসন্তৌ পাদৌ যস্য তৎ) কৌস্তুভপ্রভয়া যুতং (যুক্তং) দ্যুমৎকিরীটকটককটিসূত্রাঙ্গদাযুতং (দ্যুমদ্ভিঃ দ্যুতিমদ্ভিঃ কিরীটাদিভিঃ আসমন্তাৎ যুতং অলঙ্কৃতং) সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং (মনোহরং) প্রসাদসুমুখেক্ষণং (প্রসাদেন শোভনং মুখমীক্ষণঞ্চ যস্মিন্ তৎ) সুকুমারং (অতিকোমলং মম রূপং) সর্ব্বাঙ্গেষু (সর্ব্বেষু পাদাদি মূর্দ্ধান্তেষু অঙ্গেষু) মনঃ দধৎ (ধারয়ন্ সন্) অভিধ্যায়েৎ। ধীরঃ (পুরুষঃ) মনসা ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (শব্দাদিবিষয়েভ্যঃ) ইন্দ্রিয়াণি আকৃষ্য (প্রত্যাহৃত্য) সারথিনা (সারথিভূতয়া) বুদ্ধ্যা তৎ মনঃ (চিত্তং) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বাঙ্গযুক্তে) ময়ি প্রণয়েৎ (প্রকর্ষেণ নয়েৎ) ॥৩৬-৪২॥

অনুবাদ। দেহমধ্যে ঊর্দ্ধনাল অধোমুখ কদলীপুষ্পসন্নিভ মুকুলিত কর্ণিকাযুক্ত অষ্টদল হৃদয়পদ্মকে উন্নিদ্র এবং বিকসিতরূপে ধ্যান করিয়া ঐ পদ্মের কর্ণিকামধ্যে উত্তরোত্তর সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির সন্নিবেশপূর্ব্বক অগ্নিমধ্যে ধ্যানমঙ্গল আমার কথিতরূপ চিন্তা করিবে। অনুরূপ অবয়ববিশিষ্ট, প্রশান্তমূর্ত্তি সুখস্বরূপ দীর্ঘ ও মনোহর চতুর্ব্বাহুবিশিষ্ট, সুচারু সুন্দর গ্রীবা, অতিসুন্দর গণ্ডস্থল বিশিষ্ট মনোহর সহাস্য, সমান কর্ণদ্বয়ে দীপ্তিমান্ মকরাকৃতি কুণ্ডলযুগল, পীতসুবর্ণ বসন পরিহিত, জলদনীলকান্তি, বক্ষোদেশের বাম ও দক্ষিণভাগে শ্রীবৎস চিহ্ন ও শ্রীচিহ্নে চিহ্নিত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালাবিভূষিত, নূপুরশোভিত পাদপদ্ম, দীপ্তিময় কৌস্তুভ, দীপ্তিমান কিরীট বলয় কটিসূত্র অঙ্গদ প্রভৃতি ভূষণদ্বারা অলঙ্কৃত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মনোহর, সুন্দর কটাক্ষযুক্ত প্রসন্ন বদন, অতি সুকোমল মদীয় রূপ,

চিন্তা করিবে এবং সর্ব্বাঙ্গে মনঃ সংযোগ করিবে। বিবেকী পুরুষ চিত্তদ্বারা বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়সকলকে আকর্ষণ করিয়া বুদ্ধিরূপ সারথিদ্বারা সেই চিত্তকে আমার সর্ব্বাঙ্গের প্রতি সংযুক্ত করিবে ॥ ৩৬-৪২ ॥

বিশ্বনাথ। হৃৎপুণ্ডরীকং মন এব কমলং তচ্চ বহিরপি যাতীতি ব্যাবর্ত্তয়তি। অন্তস্থং দেহান্তর্ব্বর্ত্তি। ঊর্দ্ধনালমধোমুখং মুকুলিতঞ্চ কদলীপুষ্পসংকাশং যদস্তি তদ্বিপরীতং ধ্যায়েদিত্যর্থঃ। ন্যসেৎ সংচিন্তয়েৎ। ধ্যানমঙ্গলং ধ্যানস্য শুভং বিষয়ম্। সমং অনুরূপাবয়বং। প্রশান্তমনুগ্রম্। শ্রীবৎসশ্রিয়ৌ বক্ষোদক্ষিণবামস্থে নিতরাং কেতনে অসাধারণচিহ্নে যস্য তং আবৃতং সমন্তাদলঙ্কৃতম্। সান্দ্রধ্যানার্থং মনস একাগ্রপ্রকারমাহ,—ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি। বিষয়েভ্যো রূপাদিভ্যঃ সকাশাৎ মনসা আকৃষ্য মনস্যেব প্রণয়েৎ। তন্মনো বুদ্ধ্যা আকৃষ্য ময়ি সর্ব্বতঃ সর্ব্বাঙ্গযুক্তে প্রণয়েৎ প্রকর্ষেণ নয়েৎ ॥ ৩৬-৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হৃৎপুণ্ডরীক অর্থাৎ মনই কমল। সেত' বাহিরেও যায়—এইটী নিষেধ করিতেছেন। অন্তঃস্থ অর্থাৎ দেহান্তর্বর্ত্তী। কদলীপুষ্প (মোচা)-র ন্যায় ঊর্দ্ধনাল ও অধোমুখ অর্থাৎ পদ্ম যেমন থাকে তাহার বিপরীত ধ্যান করিবে। ন্যাস অর্থাৎ সম্যক্ চিন্তা করিবে। ধ্যানমঙ্গল অর্থাৎ ধ্যানের শুভ বিষয়। সম অর্থাৎ অনুরূপ অবয়ব বিশিষ্ট, প্রশান্ত অনুগ্র। শ্রীবৎস ও শ্রী বক্ষের দক্ষিণ—বামস্থ সম্যক্ কেতন অর্থাৎ অসাধারণ চিহ্ন যাঁর তাঁহাকে। আবৃত—সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কৃত। গাঢ় ধ্যানের নিমিত্ত মনের একাগ্রপ্রকার বলিতেছেন। ইন্দ্রিয়গণ—চক্ষুঃ প্রভৃতি। ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয় রূপাদি হইতে মনের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া মনেই প্রণয়েৎ অর্থাৎ লইবে। সেই মনকে বুদ্ধিদ্বারা আকর্ষণ করিয়া সর্ব্বত সর্ব্বাঙ্গযুক্ত আমাতে প্রণয় করিবে অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে লইবে ॥ ৩৬-৪২॥

অনুদর্শিনী। প্রাণায়ামের ফলে বায়ু জয় করিতে পারিলে বাসনাবশে চিত্ত আর দোলায়মান হইবে না। তখন যে হৃদয়পদ্ম বিষয়াভিমুখতা বশতঃ পূর্ব্বে অধোমুখী ছিল, এক্ষণে বিষয়-প্রবণতা ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়াছে এবং কর্ণিকার মধ্যে ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধি হইবে। তথায় সূর্য্য, সোম ও অগ্নিই ভগবানের আসন। যথা—'সূর্য্যমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাসনঃ। বহ্নিমধ্যে স্থিতং সত্যং সত্যমধ্যে স্থিতোঽচ্যুতঃ।'

শ্রীবৎস—বক্ষের দক্ষিণভাগে দক্ষিণাবর্ত্ত শুভ্রমৃণালতন্তুবৎ সূক্ষ্মরোমাবলীর আকার।

শ্রী—বামস্তনোর্দ্ধে লক্ষ্মীরেখা—কষ্টিপাথরে স্বর্ণরেখা তুল্যরেখা। (—ভাঃ ১২।১১।১০ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ।)

ধ্যানের প্রকার - মনের নিবৃত্তিই শান্তি। মন ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়। সেই মনের দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে রূপাদি বিষয় হইতে মনেই স্থির করিতে হইবে। পরে বুদ্ধিদ্বারা সেই মনকে আকর্ষণ করতঃ শ্রীভগবানের অনুপমরূপে স্থির করিতে হইবে। এই প্রকার ধ্যানের কথা ভাঃ ২।২।৯-১২ এবং ভাঃ ৩।২৮।১৩-১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ৩৬-৪২।

তত্র সর্ব্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ।
নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখম ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়। তৎ সর্ব্বব্যাপকং (সর্ব্বাঙ্গাভিনিবিষ্টং) চিত্তম্ আকৃষ্য একত্র (অঙ্গে) ধারয়েৎ (ন্যসেৎ) ভূয়ঃ অন্যানি (অঙ্গানি) ন চিন্তয়েৎ, সুস্মিতং মুখং ভাবয়েৎ ॥৪৩॥

অনুবাদ। সর্ব্বাঙ্গে অভিনিবিষ্ট চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া এক অঙ্গ ধ্যান করিবে। অন্যান্য অঙ্গ আর চিন্তা করিবে না, কেবল সুন্দর হাস্যযুক্ত বদনমণ্ডল চিন্তা করিবে।। ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ। সর্ব্বব্যাপকং সর্ব্বাঙ্গেষু সঞ্চরৎ চিত্তং আকৃষ্য একত্র একস্মিন্নঙ্গে। তদেবাহ,—মুখমিতি ॥৪৩॥

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বব্যাপক—সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণশীল চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া একত্র অর্থাৎ এক অঙ্গ মুখে ॥৪৩॥

অনুদর্শিনী। চিত্তকে সকল পদার্থ হইতে আকর্ষণ করিয়া প্রথমতঃ শ্রীভগবানের সর্ব্বাঙ্গের প্রতি

যুগপৎ নিরুদ্ধ করিতে হইবে। সর্ব্বাবয়ব-চিন্তাতে চিত্ত সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে কেবলমাত্র এক অঙ্গ—শ্রীমুখের ধ্যান কর্ত্তব্য ॥৪৩॥

তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ।
তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥৪৪

অন্বয়। তত্র (মুখে) লব্ধপদং (লব্ধং স্থৈর্য্যং যেন তৎ) চিত্তম্ আকৃষ্য ব্যোম্নি (সর্ব্বকারণরূপে) ধারয়েৎ, তৎ (কারণং চ (অপি) ত্যক্ত্বা মদারোহঃ (ময়ি শুদ্ধব্রহ্মণ্যারূঢ়ঃ সন্) কিঞ্চিৎ (ধ্যাতৃধ্যেয়-বিভাগম্) অপি ন চিন্তয়েৎ ॥৪৪॥

অনুবাদ। মুখমণ্ডলের চিন্তা সুদৃঢ় হইলে চিত্তকে তথা হইতে আকর্ষণ করিয়া সর্ব্বকারণস্বরূপ আকাশে ধারণ করিবে। পরে সে চিন্তাও পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ-ব্রহ্মস্বরূপ আমাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না ।।৪৪।।

বিশ্বনাথ। লব্ধপদং ততোঽন্যত্রাগচ্ছত্তত্রৈব স্থিরীভূতমিত্যর্থঃ। ততশ্চ তত্র মুখধ্যান এব লব্ধপদং মুখধ্যানমজহদেবত্যর্থঃ। "ভক্ত্যার্দ্রয়ার্পিতমনা ন পৃথগ্‌দিদৃক্ষেৎ" ইতি শ্রীকপিলদেবোক্তেঃ। কর্ম্মজ্ঞানাদিত্যাগস্যেব ধ্যানভক্তিত্যাগেচ্ছায়াশ্চ নিষিদ্ধত্বাৎ আকৃষ্য দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পৃথক্‌কৃত্য ন তু ধ্যানভক্তেরপি পৃথক্ কৃত্বেত্যর্থঃ। ব্যোম্নি আকাশে ধারয়েৎ। ততশ্চ তচ্চিত্তমপি ত্যক্ত্বা মদারোহঃ ময়ি ব্রহ্মণ্যারূঢ়ঃ সন্ ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ কিন্তু ভক্তি-কণিকাযুক্তো জীবো ব্রহ্মপ্রবিষ্টো ব্রহ্মৈবানুভবেদিতি ভাবঃ। শ্রীহংসদেবেন গুণচেতসোস্ত্যাগো য উক্তস্তস্যায়মেব প্রকার ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ। লব্ধপদ—তাহা হইতে অন্যত্র আগমন করিতে করিতে তাহাতে স্থিরীভূত। অর্থাৎ মুখধ্যানেই লব্ধপদ। মুখধ্যান ত্যাগ না করিয়াই। শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন, 'আর্দ্রভক্তিযোগে অর্পিত-মন ভক্ত ভগবৎস্বরূপ-বিগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছু দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন না।' (ভাঃ ৩।২৮।৩৩) কর্ম্মজ্ঞানাদি ত্যাগের ন্যায় ধ্যানভক্তিত্যাগের ইচ্ছাও নিষিদ্ধ। আকর্ষণ করিয়া অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ করিয়া, কিন্তু ধ্যানভক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া নয়। ব্যোম-আকাশে ধারণ করিবে, তাহা হইতেও সেই চিত্তকে ত্যাগ করিয়া মদারোহ—ব্রহ্মস্বরূপ আমাতে আরূঢ় হইয়া কিছুই চিন্তা করিবে না। কিন্তু ভক্তিকণিকাযুক্ত জীব ব্রহ্মই অনুভব করিবে। শ্রীহংসদেবকথিত (ভাঃ ১১।১৩।২৮) যে গুণ ও চিত্তের ত্যাগ, তাহার এই উপায়—ইহাই জানিতে হইবে।৪৪॥

অনুদর্শিনী। মুমুক্ষু ব্যক্তি শ্রীভগবানের বদন-মণ্ডলে আকৃষ্টচিত্তকে বদনেরই ধ্যানে আবদ্ধ রাখিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ করিবেন। যে ভক্তিবলে চিত্ত বদনধ্যানে সামর্থ্যলাভ করে, সেই ভক্তিত্যাগ করিলে অধঃপতনই হয়, তদুত্তর দশা প্রাপ্তি হয় না। অতএব ধ্যান-ভক্তি ত্যাগ না করিয়া আকাশের চিন্তা করিবেন। কেননা ভগবান্ 'নভোলিঙ্গং' (ভাঃ ১।৬।২৬) তদনন্তর ব্রহ্মস্বরূপে আরূঢ় হইয়া কিছুই চিন্তা করিবেন না। ভক্তি-কণিকাযুক্ত জীব ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মই অনুভব করেন—
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ গী ১৮।৫৪॥৪৪॥

এবং সমাহিতমতির্মামেবাত্মানমাত্মনি।
বিচষ্টে ময়ি সর্ব্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতম্ ॥৪৫॥

অন্বয়। এবং সমাহিতমতিঃ (সমাহিতা স্থিরীকৃতা মতিঃ যস্য সঃ) জ্যোতিষি সংযুতং জ্যোতিঃ ইব মাম্ এব (ব্রহ্ম) আত্মনি (জীবাত্মনি) আত্মানং (চ) সর্ব্বাত্মন্ (সর্ব্বাত্মনি) ময়ি (সংযুতং) বিচষ্টে ॥৪৫॥

অনুবাদ। এইরূপে সমাহিতচিত্ত পুরুষ জ্যোতিতে সংযুক্ত জ্যোতির ন্যায় ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে জীবাত্মায় এবং জীবাত্মাকে সর্ব্বাত্মা স্বরূপ আমাতে দর্শন করিবে ॥৪৫॥

বিশ্বনাথ। কিন্তু ধ্যানময়ী ভবেদিত্যাহ—এবমিতি। সমাহিতা সমাধিযুক্তা মতির্যস্য সঃ। মামেব ব্রহ্ম আত্মনি জীবাত্মনি বিচষ্টে আত্মানঞ্চ সর্ব্বাত্মনি ময়ি সংযতং বিচষ্টে। জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতমিতি ব্রহ্মজীবয়োরপ্রাকৃতস্বীয়-পূর্ণজ্যোতির্জ্যোতিকণত্বং জ্ঞাপিতম্ ॥৪৫॥

বঙ্গানুবাদ। কিন্তু ধ্যানময় হইবে – ইহাই বলিতেছেন। সমাহিতমতি যাঁহার মতি সমাহিতা বা সমাধি-যুক্তা। আমাকেই ব্রহ্মকে, আত্মা জীবাত্মাতে বিচষ্টে দেখেন, অর্থাৎ আপনাকেও সর্ব্বাত্মা যে আমি সেই আমাতে সংযুক্ত দর্শন করেন। জ্যোতিতে জ্যোতিঃ সংযুক্ত—এস্থলে ব্রহ্ম ও জীবের অপ্রাকৃত স্বীয় পূর্ণজ্যোতি ও জ্যোতির কণা ইহাই জানান হইল ॥৪৫॥

অনুদর্শিনী। জ্যোতিঃ অর্থাৎ কিরণ জ্যোতিষি অর্থাৎ কিরণমালী সূর্য্যে সংযুত হইয়া যেরূপ নিজেকে সূর্য্যের নিত্যাশ্রিত দর্শন করে তদ্রূপ।

ব্রহ্ম—পূর্ণজ্যোতিঃ, জীব—জ্যোতিঃ কণা—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশুকিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।"
চৈঃ চঃ ম ২০ প

"চিৎকণ—জীব, কৃষ্ণ—চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণ দেখি কৃষ্ণে করেন আদর।"
প্রেমবিবর্ত্ত ॥৪৫॥

ধ্যানেনেত্থং সুতীব্রেণ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ।
সংযাস্যত্যাশু নির্ব্বাণং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াভ্রমঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪॥

অন্বয়। ইত্থং সুতীব্রেণ ধ্যানেন মন যুঞ্জতঃ (সমাদধতঃ) যোগিনঃ দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াভ্রমঃ (দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াসু অধিভূতাধিদৈবাধ্যাত্মসু ভ্রমঃ অধ্যাসরূপঃ) আশু নির্ব্বাণং (শান্তিং) সংযাস্যতি (সম্যক্ যাতি) ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। এইপ্রকার সুতীব্র ধ্যানের দ্বারা মনের সমাধান করিলে যোগিপুরুষের দ্রব্যজ্ঞান-ক্রিয়াবিষয়ক অর্থাৎ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভ্রম শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। এবম্ভূতসমাধিপর্য্যন্ত ধ্যানস্য ফলমাহ—ধ্যানেনেতি। যুঞ্জতঃ সমাদধতঃ দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াসু অধিভূতাধিদৈবাধ্যাত্মসু ভ্রমঃ অধ্যাসরূপঃ নির্ব্বাণং শান্তিং সম্যক্ যাতি যাস্যতি ॥৪৬॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে সঙ্গতঃ সৎসঙ্গতোঽভূচ্চতুর্দ্দশঃ॥
ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। এই প্রকার সমাধি পর্য্যন্ত ধ্যানের ফল বলিতেছেন। যোগ অর্থাৎ সমাধানকারীর। দ্রব্য-জ্ঞান ক্রিয়াসমূহে অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্ম এই সকলে ভ্রম—অধ্যাসরূপ নির্ব্বাণ অর্থাৎ শান্তি সম্যক্ প্রাপ্ত হন ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের চতুর্দ্দশাধ্যায়ের সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। কিরণ ও সূর্য্য তেজোময় বলিয়া উভয়ে যেমন একজাতীয়, জীব ও ব্রহ্ম উভয়ে চিৎ বা চেতন বলিয়া তেমনি একজাতীয়।

এইপ্রকার সমাধি—জীব ও ব্রহ্ম পরস্পর একজাতীয় বিচারে ঐক্যভাবনাভূত।

দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়া অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্ম।

মহতস্তু বিকুর্ব্বাণাদ্রজঃ সত্ত্বোপবৃংহিতাৎ।
তমঃপ্রধানস্ত্বভবদ্দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ ॥ ভাঃ ২।৫।২৩

অর্থাৎ রজঃ ও সত্ত্বগুণদ্বারা পরিবর্দ্ধিত তমঃপ্রধান মহত্তত্ত্ব হইতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়াস্বরূপ বা অধিভূত অধিদৈব ও অধ্যাত্মরূপ অর্থাৎ মহাভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতার আধারস্বরূপ অহঙ্কারতত্ত্ব উৎপন্ন হইল।

অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি উপরিউক্ত ধ্যানফলে ঐ সকল ভ্রম অর্থাৎ অধ্যাস পরিত্যাগে শান্তি প্রাপ্ত হন ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ের সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥১॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য (স্থিরচিত্তস্য) জিতশ্বাসস্য ময়ি চেতঃ ধারয়তঃ যোগিনঃ সিদ্ধয়ঃ উপতিষ্ঠন্তি (স্বয়মেবাগচ্ছন্তি) ॥১॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—(হে উদ্ধব), জিতেন্দ্রিয়, স্থিরচিত্ত, জিতপ্রাণ, আমাতে ধৃতচিত্ত যোগিগণের নিকট অণিমাদি সিদ্ধিসমূহ স্বয়ংই উপস্থিত হয় ॥১॥

বিশ্বনাথ

অণিমাদ্যাঃ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ দশ গৌণাস্তথাপরাঃ।
ধারণোত্থাঃ পঞ্চদশে যোগবিঘ্নতয়োদিতাঃ ॥

এবং যোগাভ্যাসিনঃ সিদ্ধয়োঽপ্যাবির্ভবন্তি স্বাপনিস্পৃহো ভবেদিতি জ্ঞাপয়িতুমাহ,—জিতেন্দ্রিয়স্যেতি। যুক্তস্য স্থিরচিত্তস্য ॥১॥

বঙ্গানুবাদ। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ধারণা হইতে জাত অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি ও গৌণ দশটী যোগের বিঘ্ন ইহাই কথিত হইয়াছে।

এইরূপ যোগাভ্যাসীর সিদ্ধিও আবির্ভূত হয়। সে-গুলিতেও নিঃস্পৃহ হইতে হইবে। যুক্ত অর্থাৎ স্থির-চিত্ত ॥১॥

সারার্থানুদর্শিনী। যোগী অন্তরায়স্বরূপ অষ্ট-সিদ্ধিতে নিঃস্পৃহ হইয়া পরমেশ্বরপর হইবেন ॥১॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ

কয়া ধারণয়া কা স্বিৎ কথং বা সিদ্ধিরচ্যুত।
কতি বা সিদ্ধয়ো ব্রূহি যোগিনাং সিদ্ধিদো ভবান্ ॥২॥

অন্বয়। শ্রীউদ্ধব উবাচ—(হে) অচ্যুত, ভবান্, (এব) যোগিনাং সিদ্ধিদঃ (সিদ্ধিপ্রদো ভবতি, অতঃ) কয়া ধারণয়া কা স্বিৎ (কিং নামা) কথং বা (কীদৃশী বা) সিদ্ধিঃ (ভবতি) ; সিদ্ধয়ঃ বা (ধারণাশ্চ) কতি (কতি-সংখ্যকাঃ ইতি) ব্রূহি (বর্ণয়) ॥২॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে অচ্যুত, আপনিই যোগিগণের সিদ্ধিপ্রদাতা সুতরাং কোন্ ধারণাদ্বারা কীদৃশী সিদ্ধি লাভ হয় এবং ধারণা এবং সিদ্ধিই বা কত প্রকার তাহা আপনি বর্ণন করুন ॥২॥

বিশ্বনাথ। স্বিৎ প্রশ্নে বিতর্কে বা ॥২॥

বঙ্গানুবাদ। স্বিৎ প্রশ্নে বা বিতর্কে ॥২॥

শ্রীভগবানুবাচ

সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণা যোগপারগৈঃ।
তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ ॥৩॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—যোগপারগৈঃ সিদ্ধয়ঃ ধারণাঃ (চ) অষ্টাদশ প্রোক্তাঃ (কথিতাঃ) তাসাং অষ্টৌ মৎপ্রধানাঃ (অহমেব প্রধানং মুখ্যঃ স্বভাবত আশ্রয়ো যাসাং তাঃ) (অন্যাঃ) দশ গুণহেতবঃ সত্ত্বোৎকর্ষহেতুকাঃ) এব ॥৩॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—যোগপারদর্শী মুনিগণ ধারণা ও তজ্জনিত সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার বলিয়াছেন। তন্মধ্যে অষ্ট প্রকার সিদ্ধি প্রধানভাবে আমাকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, অপর দশপ্রকার সত্ত্বগুণের উৎকর্ষহেতু আবির্ভূত হয় ॥৩॥

বিশ্বনাথ। ধারণাশ্চাষ্টাদশেত্যনুষঙ্গঃ। মৎপ্রধানা অহমেব প্রধানং মুখ্যঃ স্বভাবত আশ্রয়ো যাসাং তাঃ। ময়ি তাঃ পূর্ণা এব মৎস্বরূপশক্ত্যুত্থত্বাদমায়িক্যঃ। অন্যত্র সাধনবশাৎ কিঞ্চিন্ন্যূনা মায়িক্য এব প্রায়ো ভবন্তীতি ভাবঃ। অন্যা উর্ম্মিরাহিত্যাদয়ো দশ গুণহেতবঃ সত্ত্বাদি-গুণহেতুকাঃ এব ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ। ধারণাও অষ্টাদশ—ইহাই অনুষঙ্গ। মৎপ্রধান—যাহাদের আমিই প্রধান বা মুখ্য অর্থাৎ স্বভাবত আশ্রয়। আমাতে তাহারা পূর্ণ ও আমার স্বরূপ শক্তি হইতে জাত বলিয়া অমায়িক। অন্যস্থলে সাধনবশে

কিছু কম ও মায়িকই প্রায় হইয়া থাকে। অন্য উর্ম্মি রাহিত্য প্রভৃতি দশটী গুণহেতু- সত্ত্বাদিগুণজন্য গৌণ ॥৩॥

অনুদর্শিনী। অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধির মধ্যে আটটী অমায়িক বা গুণাতীত আর অপর দশটী মায়িক অর্থাৎ ত্রিগুণান্তর্গত বা গৌণ ॥৩॥

অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা ॥
গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ ॥৪-৫॥

অন্বয়। অণিমা মহিমা লঘিমা (চ) মূর্ত্তেঃ (দেহস্য তিস্রঃ সিদ্ধয়ঃ), ইন্দ্রিয়ৈঃ (সর্ব্বপ্রাণিনামিন্দ্রিয়ৈঃ সহ তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবতারূপেণ সম্বন্ধঃ ইত্যর্থঃ) প্রাপ্তিঃ (প্রাপ্তির্নাম সিদ্ধিঃ) শ্রুতদৃষ্টেষু (শ্রুতেষু পারলৌকিকেষু দৃষ্টেষু দর্শনযোগ্যেষ্বপি সর্ব্বেষু ভূবিবরাদিপিহিতেষ্বপি) প্রাকাম্যং (ভোগদর্শনসামর্থ্যং সিদ্ধিঃ) শক্তিপ্রেরণং (শক্তীনাং মায়াতদংশভূতানাং প্রেরণম্) ঈশিতা (নাম সিদ্ধিঃ), গুণেষু (বিষয়ভোগেষু) অসঙ্গঃ বশিতা (নাম সিদ্ধিঃ) যৎকামঃ (যদ্ যৎ সুখং কাময়তে) তৎ (তত্তৎ সুখম্) অবস্যতি (তস্য তস্য সীমানং প্রাপ্নোত্যষ্টমী সিদ্ধিঃ)। (হে) সৌম্য এতাঃ মে (মম) অষ্টৌ সিদ্ধয়ঃ ঔৎপত্তিকাঃ (স্বাভাবিক্যো নিরতিশয়াঃ) চ মতাঃ ॥ ৪-৫ ॥

অনুবাদ। অণিমা, মহিমা ও লঘিমা এই তিনটী সিদ্ধি দেহের, যদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতার দর্শনাদি সিদ্ধি হয়, তাহা প্রাপ্তি নাম্নী সিদ্ধি, পারলৌকিক ও ঐহিক সর্ব্বত্র ভোগদর্শন-সামর্থ্য প্রাকাম্য নাম্নী সিদ্ধি, শক্তিসমূহের প্রেরণা ঈশিতা নাম্নী সিদ্ধি, বিষয়ভোগে অনাসক্তি বশিতা নাম্নী সিদ্ধি, যে সুখভোগে ইচ্ছা হয়, সম্পূর্ণরূপে সেই সুখপ্রাপ্তির নাম কামাবসায়িতা সিদ্ধি। হে উদ্ধব, এই অষ্টসিদ্ধি স্বাভাবিকী এবং নিরতিশয়া বলিয়া সম্মত হইয়াছে ॥ ৪-৫ ॥

বিশ্বনাথ। তাস্বষ্টসু মধ্যে অণিমা মহিমা লঘিমা চেতি তিস্রঃ সিদ্ধয়ো মূর্ত্তের্দেহস্য ইন্দ্রিয়ৈঃ সেন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবিষ্টৈরভীষ্টসর্ব্ববিষয়প্রাপ্তিরিতি প্রাপ্তির্নাম সিদ্ধিঃ। শ্রুতেষু দর্শনাযোগ্যেষু দৃষ্টেষু দর্শনযোগ্যেষ্বপি সর্ব্বেষু ভূবিবরাদিপিহিতেষ্বপি ভোগদর্শনসামর্থ্যং প্রাকাম্যং নাম সিদ্ধিঃ। শক্তিপ্রেরণং জীবেষু স্বশক্তিসঞ্চারণং ঈশিতা নাম সিদ্ধিঃ। গুণেষ্বসঙ্গঃ বিষয়ভোগেস্বপ্যনাসক্তির্বশিতা-নাম সিদ্ধিঃ। যৎকামঃ যদ্যৎ সুখং কাময়তে তত্তদবস্যতি তস্য সীমানং প্রাপ্নোতীত্যষ্টমী কামাবসায়িতা নাম সিদ্ধিঃ ঔৎপত্তিকাঃ স্বাভাবিক্যঃ নিরতিশয়াশ্চ ॥ ৪-৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেই আটটীর মধ্যে অণিমা, মহিমা, ও লঘিমা এই তিনটী সিদ্ধি মূর্ত্তি অর্থাৎ দেহের, ইন্দ্রিয়দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সহিত সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবিষ্টদ্বারা অভীষ্ট সর্ব্ব-বিষয়ের প্রাপ্তি, ইহা প্রাপ্তিনামে সিদ্ধি। শ্রুতদৃষ্ট অর্থাৎ দর্শনাযোগ্য ও দর্শনযোগ্য সমস্ত বিষয় ভূবিবরাদি মধ্যে আবৃত থাকিলেও ভোগদর্শনের সামর্থ্য প্রাকাম্য নামে সিদ্ধি। শক্তিপ্রেরণ অর্থাৎ জীবগণে স্বশক্তিসঞ্চারণ ঈশিতা নামে সিদ্ধি। গুণসমূহে বা বিষয়ভোগে অসঙ্গ বা অনাসক্তি বশিতা নামে সিদ্ধি। যৎকাম অর্থাৎ যে যে সুখ কামনা করে, সেই সেই তাহার অবসান বা সীমাপ্রাপ্ত হয়—ইহাই অষ্টমসিদ্ধি-কামাবসায়িতা, ঔৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক ও নিরতিশয় ॥ ৪-৫ ॥

অনুদর্শিনী। দেহের সিদ্ধি—(১) অণিমা—অণু হইয়া শিলায়ও প্রবেশ করিতে পারে; (২) মহিমা—মহান্ বা বৃহৎ হইয়া সর্ব্বব্যাপী হয়; (৩) লঘিমা—লঘু হইয়া সূর্য্যকিরণ অবলম্বন করিয়া সূর্য্যলোকে যায়। ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধি—প্রাপ্তি—অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা চন্দ্রকে স্পর্শ করে ॥ ৪-৫ ॥

অনূর্ম্মিমত্ত্বং দেহেঽস্মিন্ দূরশ্রবণদর্শনম্।
মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনম্ ॥
স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহ ক্রীড়ানুদর্শনম্।
যথা সঙ্কল্পসংসিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রতিহতা গতিঃ ॥ ৬-৭ ॥

অন্বয়। (গুণহেতুঃ সিদ্ধীরাহ) অস্মিন্ দেহে অনূর্ম্মিমত্ত্বং (ক্ষুৎপিপাসাদিরাহিত্যং) দূরশ্রবণদর্শনং (দূরে

শ্রবণং দর্শনঞ্চেতি দ্বে সিদ্ধী) মনোজবঃ (মনোবেগেন দেহস্য গতিঃ) কামরূপং (কামিতরূপপ্রাপ্তিঃ) পরকায়ঃ-প্রবেশনং (পরদেহ-প্রবেশঃ) স্বচ্ছন্দমৃত্যুঃ (স্বেচ্ছামৃত্যুঃ) দেবানাং সহ ক্রীড়ানুদর্শনম্ (অপ্সরোভিঃ সহ দেবানাং যাঃ ক্রীড়াস্তাসাম্ অনুদর্শনং প্রাপ্তিঃ) যথাসঙ্কল্পসংসিদ্ধিঃ (সঙ্কল্পানুরূপপ্রাপ্তিঃ) অপ্রতিহতাগতিঃ (আ সমন্তাৎ গতির্যস্যাঃ সা) আজ্ঞা (চ ইতি এতাঃ দশ) ॥৬-৭॥

অনুবাদ। নিম্নোক্ত দশটী সিদ্ধি সাত্ত্বিক। এই দেহমধ্যে ক্ষুধাতৃষ্ণাদিরাহিত্য, দূরস্থ বিষয়ের শ্রবণ ও দর্শন মনোবেগের ন্যায় দেহের গতি, ইচ্ছানুরূপ রূপধারণ, পরদেহ-প্রবেশ। ইচ্ছামৃত্যু, অপ্সরাগণ সহ দেবগণের ক্রীড়াদর্শন, সঙ্কল্পিত পদার্থের প্রাপ্তি, অপ্রতিহত গতি ও আজ্ঞা ॥ ৬-৭ ॥

বিশ্বনাথ। গুণনিবন্ধনা দশ সিদ্ধীরাহ,—অনূর্ম্মিমত্ত্বং ক্ষুৎপিপাসাদিষড়ূর্ম্মিরাহিত্যং। দূরশ্রবণদর্শনমিতি দূরদর্শনং দূরশ্রবণমিতি দ্বে সিদ্ধী ইত্যেকে, একৈবেত্যন্যে। মনোজবঃ মনোবেগেন দেহস্য গতিঃ। কামরূপং কামিতরূপপ্রাপ্তিঃ। অপ্সরোভিঃ সহ দেবানাং যাঃ ক্রীড়াস্তাসামনুদর্শনং প্রাপ্তিঃ। যথা সঙ্কল্পসংসিদ্ধিঃ সঙ্কল্পিতপদার্থপ্রাপ্তিঃ। ইয়ং কিঞ্চিৎ কায়িকাদিপ্রযত্নসাপেক্ষেতি কামাবসায়িতাভেদঃ কল্প্যঃ। অপ্রতিহতা আজ্ঞা গতিশ্চেত্যেকৈব সিদ্ধিরিত্যেকে। অপ্রতিহতাজ্ঞত্বমপ্রতিহতগতিত্বমিতি দ্বে সিদ্ধী ইত্যপরে ॥ ৬-৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। গুণ-নিবন্ধন দশটী সিদ্ধির কথা বলিতেছেন। অনূর্ম্মিমত্ত্ব অর্থাৎ ক্ষুৎপিপাসাদি ষড়্ উর্ম্মিরাহিত্য, দূরদর্শন ও দূরশ্রবণ—কেহ কেহ এই দুইটী সিদ্ধি, কেহ কেহ বা একটী বলেন। মনোজব বা মনের বেগসমান দেহের গতি। কামরূপ—কামিত বা অভিলষিতরূপপ্রাপ্তি। দেবগণের অপ্সরা সহিত যে ক্রীড়া তাহার অনুদর্শন অর্থাৎ প্রাপ্তি। ইহা কিছু কায়িক প্রভৃতি প্রযত্ন-সাপেক্ষ বলিয়া কামাবসায়িতা হইতে ভিন্ন কল্পনা করিতে হইবে। অপ্রতিহত আজ্ঞা বা গতি—একই সিদ্ধি কেহ কেহ বলেন, কেহ কেহ বা দুইটী সিদ্ধি বলেন ॥ ৬-৭ ॥

অনুদর্শিনী। ষড়্ উর্ম্মি—ক্ষুৎপিপাসা শোকমোহ-জরামৃত্যু ॥ ৬-৭ ॥

ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা।
অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ ॥
এতাশ্চোদ্দেশতঃ প্রোক্তা যোগধারণসিদ্ধয়ঃ।
যয়া ধারণয়া যা স্যাদ্‌যথা বা স্যান্নিবোধ মে ॥৮-৯॥

অন্বয়। (ক্ষুদ্রসিদ্ধীশ্চ পঞ্চাহ) ত্রিকালজ্ঞত্বম্ অদ্বন্দ্বম্ (শীতোষ্ণাদ্যনভিভবঃ) পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা অগ্ন্যর্কাম্বু-বিষাদীনাম্ (অগ্নি-সূর্য্য-জল-বিষ-প্রভৃতীনাং) প্রতিষ্টম্ভঃ (স্তম্ভনম্) অপরাজয়ঃ (চ পঞ্চ ক্ষুদ্রাঃ সিদ্ধয়ঃ) এতাঃ যোগধারণসিদ্ধয়ঃ উদ্দেশতঃ (লক্ষণপূর্ব্বকসংজ্ঞামাত্রতঃ) প্রোক্তাঃ চ যয়া ধারণয়া যা (সিদ্ধিঃ) স্যাৎ যথা বা স্যাৎ (তৎ) মে (মত্তঃ) নিবোধ (শৃণু) ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ। আর এই পাঁচটী ক্ষুদ্রসিদ্ধি—ত্রিকালজ্ঞত্ব, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, অন্যের চিত্তবৃত্তি জানিবার শক্তি অগ্নি-সূর্য্য-জল-বিষ প্রভৃতির শক্তির স্তম্ভন ও সর্ব্বত্র জয় ॥ ৮-৯ ॥

বিশ্বনাথ। ক্ষুদ্রসিদ্ধীশ্চ পঞ্চাহ,—ত্রিকালজ্ঞত্বমিতি। অদ্বন্দ্বং শীতোষ্ণাদ্যনভিভবঃ। অগ্ন্যাদীনাং স্তম্ভনম্ ॥ ৮-৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। পাঁচটী ক্ষুদ্রসিদ্ধির কথা বলিতেছেন। অদ্বন্দ্ব অর্থাৎ শীতোষ্ণকর্ত্তৃক অনভিভব (অভিভূত না হওয়া), অগ্নিপ্রভৃতির স্তম্ভন ॥ ৮-৯ ॥

অনুদর্শিনী। অগ্নিপ্রভৃতির স্তম্ভন অর্থাৎ অগ্নি-প্রভৃতির দাহাদি শক্তির প্রতিবন্ধন। যথা—"অগ্ন্যাদি-শক্তিসংস্তম্ভস্ত্বগ্নি-সংস্তম্ভ ইষ্যতে।"—কৌর্ম্মে। (অগ্নি) প্রভৃতি শব্দে—শস্ত্র-অস্ত্র-নখ-দন্ত-তাড়ন-শাপাদিদ্বারা অপ্রতিহতি বুঝিতে হইবে ॥৮-৯ ॥

ভূতসূক্ষ্মাত্মনি ময়ি তন্মাত্রং ধারয়েন্মনঃ।
অণিমানমবাপ্নোতি তন্মাত্রোপাসকো মম ॥১০॥

অন্বয়। ভূতসূক্ষ্মাত্মনি (ভূতসূক্ষ্মোপাধৌ) ময়ি তন্মাত্রং (ভূতসূক্ষ্মাকারং) মনঃ ধারয়েৎ (সঃ) তন্মাত্রো-

পাসকঃ মমঃ (মদীয়ং) অণিমানম্ অবাপ্নোতি (লভতে) ॥১০॥

অনুবাদ। সূক্ষ্মভূতরূপ উপাধির অভ্যন্তরস্থিত আমার প্রতি সূক্ষ্মভূতরূপ মনের ধারণা করিলে সেই উপাসক আমার অণিমা নামক সিদ্ধি পাইয়া থাকে ॥১০॥

বিশ্বনাথ। ভূতসূক্ষ্মাত্মনি ভূতসূক্ষ্মোপাধৌ ময়ি। তন্মাত্রং ভূতসূক্ষ্মাকারং স তন্মাত্রোপাসকঃ মম মদীয়-মণিমানং পরমাণ্বাকারতাং সিদ্ধিং। যয়া শিলামপি প্রবেষ্টুং শক্নোতি ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ। ভূতসূক্ষ্মাত্মা—ভূতসূক্ষ্ম-উপাধি-বিশিষ্ট আমাতে। তন্মাত্র ভূতসূক্ষ্মাকার। সেই তন্মাত্রো পাসক আমার অণিমা অর্থাৎ পরমাণু-আকারতা সিদ্ধি। যদ্দ্বারা শিলাতেও প্রবেশ করা যায় ॥১০॥

অনুদর্শিনী।

ভূতসূক্ষ্মানামাত্মনি পরমাণুস্থিতেঽনুরূপে।
তন্মাত্রাবয়বে সূক্ষ্মে পরমাণ্বভিধানকে ॥
প্রত্যেকমণুরূপন্তু বিষ্ণুং ধ্যায়েন্নণুর্ভবেৎ। কাপিলেয়ে

শ্রীভগবান্ 'অণিমা'কে মদীয় বলায় বুঝিতে হইবে যে, উহা ভগবানের একাংশই। জগদ্ব্যাপার-বর্জ্জিত ন্যায়ে তৎপ্রাপ্তি অসম্ভব ॥১০॥

মহত্তত্ত্বাত্মনি ময়ি যথাসংস্থং মনো দধৎ।
মহিমানমবাপ্নোতি ভূতানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥১১॥

অন্বয়। মহত্তত্ত্বাত্মনি (জ্ঞানশক্তিপ্রধানে মহত্তত্ত্বো-পাধৌ) ময়ি যথাসংস্থং (মহত্তত্ত্বাকারং) মনঃ দধৎ (ধারয়ন্) মহিমানম্ অবাপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) ভূতানাং চ (আকাশাদি-ভূতোপাধৌ চ মনো ধারয়ন্) পৃথক্ পৃথক্ (তদ্রূপং মহিমানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥১১॥

অনুবাদ। জ্ঞানশক্তি-প্রধান মহত্তত্ত্বরূপ উপাধি-বিশিষ্ট আমাতে মহত্তত্ত্বাকার চিত্ত ধারণাদ্বারা মদীয় মহিমা নামক সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। এইরূপ আকাশাদি অন্যান্য ভৌতিক উপাধিতে মনের ধারণাদ্বারা তাহাদের অনুরূপ সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় ॥১১॥

বিশ্বনাথ। মহত্যাত্মনি জ্ঞানশক্তিমহত্তত্ত্বোপাধৌ ময়ি। যথাসংস্থং মহত্তত্ত্বাকারং মহিমানং পরমমহদাকারতাং যয়া সর্ব্বমপি ব্যাপ্তুং শক্নোতি। ভূতানাঞ্চেতি আকাশাদি ভূতোপাধৌ চ ময়ি মনো ধারয়ন্ তত্তদ্রূপং মহিমানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ। মহান্ আত্মাতে অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি মহত্তত্ত্ব উপাধিবিশিষ্ট আমাতে যথা সংস্থ অর্থাৎ মহত্তত্ত্বা-কার মহিমা—পরমমহৎ আকার বিশিষ্টতা, যদ্দ্বারা সমস্ত পদার্থকেই ব্যাপিয়া রাখিতে পারা যায়। ভূতগণেরও আকাশাদিভূত—উপাধিবিশিষ্ট আমাতে মন ধারণা করিয়া সেই সেই রূপ অর্থাৎ মহিমা প্রাপ্ত হয় ॥১১॥

অনুদর্শিনী।

আকাশবৎ সূক্ষ্মতাং যো ব্যাপ্তিত্বেনৈবমপ্যতে।
তন্মাত্রব্যাপিনং বিষ্ণুং চিন্তয়ন্ স তথা ভবেৎ ॥
কাপিলেয়ে।

আকাশাদিভূতোপাধি আমাতে—আকাশাদিশরীরক ভগবানে (ভাঃ ২।১।৩০ দ্রষ্টব্য) ॥১১॥

পরমাণুময়ে চিত্তং ভূতানাং ময়ি রঞ্জয়ন্।
কালসূক্ষ্মার্থতাং যোগী লঘিমানমবাপ্নুয়াৎ ॥১২॥

অন্বয়। যোগী ভূতানাং পরমাণুময়ে (বায়্বাদি ভূতানাং যে পরমাণবঃ তন্ময়ে তদুপাধৌ) ময়ি চিত্তং রঞ্জয়ন্ (ধারয়ন্) কালসূক্ষ্মার্থতাং (কালপরমাণুপাধিরূপতাং) লঘিমানম্ অবাপ্নুয়াৎ ॥১২॥

অনুবাদ। যোগী বায়ু প্রভৃতি ভূত সকলের পরম সূক্ষ্মাংশ পরমাণুময় আমাতে চিত্ত ধারণাদ্বারা সূক্ষ্ম পরমাণু তুল্য লঘিমা নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥১২॥

বিশ্বনাথ। পরমাণুময়ে বায়্বাদিভূতানাং যে পর-মাণবস্তন্ময়ে তদুপাধৌ ময়ি চিত্তং রঞ্জয়ন্ কালসূক্ষ্মার্থতাং। কালস্য যঃ সূক্ষ্মাংশঃ পরমাণুঃ স এবার্থ উপাধির্যস্য তত্তাং তত্ত্বদতিলঘুত্বরূপং লঘিমানম্। তদুক্তং— স কালঃ পরমাণুর্বৈ যো ভুঙ্ক্তে পরমণুতাম্ ইতি ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ। পরমাণুময় বায়ু প্রভৃতি ভূতগণের যে সকল পরমাণু তদ্যুক্ত সেই উপাধি-বিশিষ্ট আমাতে

চিত্ত রঞ্জন বা ধারণ করিয়া কালসূক্ষ্মার্থতা অর্থাৎ কালের যে সূক্ষ্মাংশ পরমাণু সেই অর্থ বা উপাধিযুক্তত্ব অর্থাৎ সেইরূপ অতি লঘুত্বরূপ লঘিমা। কথিত আছে—যে কাল পরমাণু অবস্থা ভোগ করে তাহাকে পরমাণুকাল বলে। (ভাঃ ৩।১১।৪)

অনুদর্শিনী। পরমাণু—ভারশূন্য পরমসূক্ষ্মাবস্থা। তদুপাধি অর্থাৎ তদন্তর্যামী আমাতে চিত্তরঞ্জন করিয়া যোগী সেই প্রকার অতিলঘুতা প্রাপ্ত হন।

এই সিদ্ধিতে যোগী সূর্য্যের কিরণজালকে অবলম্বন করিয়া সূর্য্যলোকে গমন করেন ॥১২॥

ধারয়ন্ ময্যহংতত্ত্বে মনো বৈকারিকেঽখিলম্।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি মন্মনাঃ ॥১৩॥

অন্বয়। বৈকারিকে অহংতত্ত্বে (বৈকারিকাহঙ্কারোপাধৌ) ময়ি অখিলম্ (একাগ্রং) মনঃ ধারয়ন্ মন্মনাঃ (মদ্গতচিত্তঃ সন্ যোগী) সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং আত্মত্বম্ (আত্মস্বরূপেণ ভোক্তৃত্বম্) প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি ॥১৩॥

অনুবাদ। যিনি বৈকারিক অহঙ্কাররূপ উপাধির অভ্যন্তরস্থিত আমার প্রতি একাগ্র মন ধারণা করেন, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃরূপা প্রাপ্তিনাম্নী সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ॥১৩॥

বিশ্বনাথ। বৈকারিকাহঙ্কারোপাধৌ ময়ি অখিলং একাগ্রং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং সর্ব্বেষামেবেন্দ্রিয়াণামভীষ্টবিষয়গ্রাহকাণামাত্মত্বং আত্মস্বরূপেণ ভোক্তৃত্বমিত্যর্থঃ ॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ। বৈকারিক অর্থাৎ অহঙ্কার উপাধিবিশিষ্ট আমাতে অখিল একাগ্র সর্ব্বেন্দ্রিয়—সকল ইন্দ্রিয়ের অভীষ্ট বিষয় গ্রাহকগণের আত্মত্ব অর্থাৎ আত্মস্বরূপে ভোক্তৃত্ব ॥১৩॥

অনুদর্শিনী। সকল ইন্দ্রিয়ের অভীষ্ট-বিষয়-গ্রাহকগণের আত্মস্বরূপে—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে ভোক্তৃত্ব লাভ হয়।

এই শ্লোকে ভগবান্ 'মন্মনা' শব্দে জানাইয়াছেন যে, আমাতে মনোধায়ণার প্রভাব হইতেই এই সিদ্ধি লাভ হয়, অন্য অতীব হেতু নহে ॥১৩॥

মহত্যাত্মনি যঃ সূত্রে ধারয়েন্ময়ি মানসম্।
প্রাকাম্যং পারমেষ্ঠ্যং মে বিন্দতেঽব্যক্তজন্মনঃ ॥১৪॥

অন্বয়। যঃ সূত্রে (ক্রিয়াশক্তিপ্রধানে) মহতি আত্মনি (মহত্তত্ত্বোপধৌ) ময়ি আত্মনি (পরমাত্মনি) মানসং ধারয়েৎ (সঃ) অব্যক্তজন্মনঃ (অব্যক্তাজ্জন্ম যস্য তস্য সূত্রস্য তদুপাধেঃ) মে (মম) পারমেষ্ঠ্যং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং) প্রাকাম্যং বিন্দতে (লভতে) ॥১৪॥

অনুবাদ। যে যোগী সূত্রে অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিপ্রধান মহত্তত্ত্বরূপ উপাধিবিশিষ্ট আমাতে মনের ধারণা করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমার প্রাকাম্যরূপ সিদ্ধি পাইয়া থাকে ॥১৪।

বিশ্বনাথ। ক্রিয়াশক্তিপ্রধানং মহত্তত্ত্বমেব সূত্রং তদুপাধৌ ময়ি প্রাকাম্যমৈশ্বর্য্যং বিন্দতে। তদেব কিং। পারমেষ্ঠ্যং পরমেষ্ঠিনো ভাবঃ পারমেষ্ঠ্যং। কথম্ভূতস্য মে। অব্যক্তজন্মনঃ অব্যক্তাজ্জন্ম যস্য তস্য সূত্রস্য সূত্রোপাধেরিত্যর্থঃ ॥১৪।

বঙ্গানুবাদ। ক্রিয়াশক্তি-প্রধান মহত্তত্ত্বই সূত্র, সেই উপাধি-বিশিষ্ট আমাতে প্রাকাম্য—ঐশ্বর্য্যলাভ করে। তাহা কি? পারমেষ্ঠ্য—পরমেষ্ঠীর ভাব। কাহার পারমেষ্ঠ্য? অব্যক্ত জন্ম অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে যাহার জন্ম সেই সূত্রোপাধি আমার ॥১৪॥

অনুদর্শিনী। সাম্যাবস্থ ত্রিগুণই প্রধান। কালক্রমে সত্ত্বাংশের উদ্রেকে মহত্তত্ত্ব, রাজো-অংশের উদ্রেকে মহত্তত্ত্বভেদ—সূত্রতত্ত্ব, তমো-অংশের উদ্রেকে অহঙ্কারতত্ত্ব। ভাঃ ২।৫।২৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ।

সুতরাং রজো বা ক্রিয়াশক্তি-প্রধান মহত্তত্ত্বই সূত্র। এই সূত্রতত্ত্বের অন্তর্যামীতে চিত্তধারণা দ্বারা যোগী প্রাকাম্য সিদ্ধিলাভ করেন।

প্রাকাম্য—নিজের ইচ্ছানুরূপ দৃষ্টাদৃষ্টভোগপ্রাপ্তির

সামর্থ্য। যোগী ইচ্ছা করিলে জলে নিমজ্জনাদির ন্যায় ভূমিতে যথেচ্ছ উন্মজ্জিত বা নিমজ্জিত হইতেও পারেন ॥১৪॥

বিষ্ণৌ ত্র্যধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে।
স ঈশিত্বমবাপ্নোতি ক্ষেত্রজ্ঞক্ষেত্রচোদনাম্ ॥১৫॥

অন্বয়। ত্র্যধীশ্বরে (ত্রিগুণমায়ানিয়ন্তরি) কাল-বিগ্রহে (আকলয়িতৃরূপে) বিষ্ণৌ (অন্তর্যামিণি ময়ি যঃ) চিত্তং ধারয়েৎ সঃ ক্ষেত্রজ্ঞক্ষেত্রচোদনাং (ক্ষেত্রজ্ঞানাং জীবানাং ক্ষেত্রাণাং তদুপাধীনাঞ্চ চোদনাং প্রেরণরূপম্) ঈশিত্বম্ অবাপ্নোতি (লভতে, নতু বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্ব-লক্ষণমিত্যর্থঃ) ॥১৫॥

অনুবাদ। যে ত্রিগুণরূপা মায়ার নিয়ন্তা কাল-মূর্ত্তি সর্ব্বান্তর্যামী বিষ্ণুরূপী আমাতে চিত্ত ধারণা করে সেই ব্যক্তি জীব এবং জীবের উপাধি দেহ-প্রেরণারূপ ঈশিত্ব নামক সিদ্ধি লাভ করে ॥১৫॥

বিশ্বনাথ। অধীশ্বরে ত্রিগুণমায়ানিয়ন্তরি কাল-বিগ্রহে কালঃ কলয়িতা দ্রষ্টা তৎস্বরূপে। ঈশিত্বং বিশি-নষ্টি,—ক্ষেত্রজ্ঞানাং জীবানাং ক্ষেত্রাণাং তদুপাধীনাঞ্চ। চোদনং প্রেরণং তত্র তত্র স্বশক্তিসঞ্চারণমিত্যর্থঃ ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ। অধীশ্বর অর্থাৎ ত্রিগুণমায়ার নিয়ন্তা, কালবিগ্রহ—কাল অর্থাৎ কলয়িতা বা দ্রষ্টা, সেই কাল-স্বরূপ। ঈশিত্বের কথা বিশেষভাবে বলিতেছেন—ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের ও তদুপাধি ক্ষেত্রসমূহের চোদন অর্থাৎ প্রেরণ, সেই সেই ব্যাপারে স্বশক্তিসঞ্চার ॥১৫॥

অনুদর্শিনী। কালের অন্তর্যামী ভগবানের উপাসকগণ ঈশিত্ব সিদ্ধিলাভ করেন। ঐশ্বর্য্যে ভূত ও ভৌতিক-পদার্থের উপর স্বশক্তি-সঞ্চারণে সমর্থ হন। তিনি ইচ্ছা করিলে পরমাণুর মিলনে পর্ব্বত নির্ম্মাণ এবং পর্ব্বতকে পরমাণুতে পরিণত করিতে পারেন কিন্তু পরমেশ্বরের ন্যায় বিশ্বসৃষ্টাদি-কর্ত্তৃত্ব তাহার লাভ হয় না ॥১৫॥

নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে।
মনো ময্যাদধদ্‌যোগী মদ্ধর্ম্মা বশিতামিয়াৎ ॥১৬॥

অন্বয়। তুরীয়াখ্যে (বিরাড্-হিরণ্যগর্ভ-কারণ রূপোপাধিত্রয়াতীতে) ভগবচ্ছব্দশব্দিতে (ষড়ৈশ্বর্য্যসমৃদ্ধে) নারায়ণে ময়ি মনঃ আদধৎ (ধারয়ন্) যোগী মদ্ধর্ম্মা (সন্) বশিতাং (গুণেষ্বসঙ্গম্) ইয়াৎ (লভেত) ॥১৬॥

অনুবাদ। যিনি ষড়ৈশ্বর্য্য-সমৃদ্ধ তুরীয় নারায়ণ-রূপী আমাতে চিত্ত ধারণ করেন, তিনি মদীয় ধর্ম্মযুক্ত হইয়া বশিতা অর্থাৎ গুণসমূহে অনাসক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥১৬॥

বিশ্বনাথ। তুরীয়াখ্যে,—"বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ। ঈশস্য যল্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপদং বিদুঃ।" ইত্যেবং তুরীয় আখ্যা যস্য তস্মিন্নিত্যনেন ভগবচ্ছব্দশব্দিত ইত্যনেন চ নারায়ণস্য তুরীয়ত্বে ষড়ৈশ্বর্য্য-বত্ত্বে চ মনসা ধার্য্যমাণে সত্যেবেতি ভাবঃ। অয়মর্থঃ। যস্য স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চেতি কার্য্যদ্বয়ং নোপাধিঃ। কারণং মায়া চ নোপাধিঃ কিন্তু তুরীয়ং সচ্চিদানন্দবস্তু আখ্যা আখ্যাগম্য আকারো যস্য তস্মিন্ নারায়ণে। স চ কেন শব্দেনোচ্যতে তত্রাহ ভগবচ্ছব্দশব্দিতং। বশিতাং গুণেষ্বসঙ্গম্ ।১৬।

বঙ্গানুবাদ। তুরীয়াখ্য—'বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ—এই সকল মায়িক উপাধি। উপাধি শূন্যতত্ত্বই তুরীয় (চতুর্থ)'—(ভাবার্থদীপিকা)।—এই প্রকার যাঁর তুরীয় আখ্যা, তাঁহাতে। এই হেতু ভগবৎশব্দশব্দিত, এই জন্য নারায়ণের তুরীয়ত্ব বা ষড়ৈশ্বর্য্যবত্ত্ব মনে ধারণা হইলে। অর্থ এই—যাঁহার স্থূল ও সূক্ষ্ম কার্য্যদ্বয় উপাধি নয়। কারণ মায়াও উপাধি নয়, কিন্তু তুরীয় সচ্চিদানন্দ বস্তু আখ্যা, আখ্যাগম্য আকার যাঁহার। তিনি কোন্ শব্দবাচ্য? তাহাতে বলিতেছেন—ভগবৎশব্দশব্দিত। বশিতা গুণগণে অসঙ্গ বা অনাসক্তি ॥ ১৬ ॥

অনুদর্শিনী। বিরাট্ অর্থাৎ স্থূল, হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ সূক্ষ্ম, কারণ অর্থাৎ অবিদ্যা বা প্রকৃতি। ইহারা ঈশ অর্থাৎ মহৎস্রষ্টা পুরুষাবতারের বিশেষ প্রকাশসমূহ। এই সকল উপাধি-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত পদই তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ—

কারণার্ণব-গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী পুরুষত্রয়াতীত বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণ।

ষড়ৈশ্বর্য্য—'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥'—বিষ্ণুপুরাণ। অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী—সৌন্দর্য্যও সম্পত্তি, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী অচিন্ত্য গুণ যাঁহাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে ন্যস্ত, তিনিই ভগবান্।

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীনারায়ণই ভগবৎশব্দশব্দিত অর্থাৎ তিনিই ভগবান্—

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।
গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ॥ ভাঃ ২।৬।৩১

শ্রীব্রহ্মা নারদকে বলিলেন—ভগবান্ নারায়ণেই এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত। ভগবান্ স্বতঃ অগুণ হইয়া ও সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য মায়াদ্বারা গুণসকল অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

এতৎপ্রসঙ্গে ভক্ত ভীষ্মবাক্য—'এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষ.দাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্'—ভাঃ ১।৯।১৮, শ্রীপ্রহ্লাদবাক্য—'স্বর্য্যে স্থিতো'—ভাঃ ৭।৯।৩২, শ্রীপিপ্পলায়ন-বাক্য—'স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুস্য'—ভাঃ ১১।৩।৩৫, শ্রীদ্রুমিল বাক্য—'অবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ'—ভাঃ ১.৪।৩ ও শ্রীসূতবাক্য—'নারায়ণং দেবমদেবমীশ'—ভাঃ ১২।১২।৫৬ শ্লোকসমূহ দ্রষ্টব্য।

যোগী ভগবান্ শ্রীনারায়ণে চিত্তধারণা দ্বারা বশিতা নাম্নীসিদ্ধি লাভ করেন অর্থাৎ ত্রিগুণে অসঙ্গী হইতে পারেন ॥১৬॥

নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ।
পরমানন্দমাপ্নোতি যত্র কামোহবসীয়তে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। নির্গুণে (প্রাকৃতগুণরহিতে,) ব্রহ্মণি ময়ি বিশদং (শুদ্ধং) মনঃ ধারয়ন্ যত্র (পরমানন্দরূপে) (সর্ব্বোঽপি) কামঃ অবসীয়তে (সমাপ্যতে তৎ) পরমানন্দম্ আপ্নোতি (লভতে) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। আমার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে যে ব্যক্তি নির্ম্মল মনের ধারণা করে, সেই ব্যক্তি কামবসায়িতা অর্থাৎ যাহাতে সমস্ত কামের পরিসমাপ্তি হয় তাদৃশ পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ। সর্ব্বোঽপি কামো যত্রাবসীয়তে সমাপ্যতে তং পরমানন্দং ব্রহ্মসাযুজ্যমিতি সন্দর্ভঃ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। সমস্ত কামেরই যেখানে অবসান বা সমাপন, সেই পরমানন্দ অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্য—ইহা ক্রম-সন্দর্ভ টীকার মত ॥ ১৭ ॥

অনুদর্শিনী। "সকল কামই ব্রহ্মানন্দাংশভুত। শ্রুতি বলেন—"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভুতানি মাত্রামুপজীবন্তি। এইরূপে ব্রহ্মসাযুজ্যও সিদ্ধিমধ্যেই গণিত।" —শ্রীল জীবগোস্বামী। অতএব যোগী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-ধারণাদ্বারা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন ॥ ১৭ ॥

শ্বেতদ্বীপপতৌ চিত্তং শুদ্ধে ধর্ম্মময়ে ময়ি।
ধারয়ন্ শ্বেততাং যাতি ষড়ূর্ম্মিরহিতো নরঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়। শুদ্ধে (সত্ত্বাত্মকে) ধর্ম্মময়ে (সাত্ত্বিক ধর্ম্মাধিষ্ঠাতরি) শ্বেতদ্বীপপতৌ ময়ি চিত্তং ধারয়ন্ ষড়ূর্ম্মিরহিতঃ (ক্ষুৎপিপাসাদিরহিতঃ) নরঃ শ্বেততাং (শুদ্ধরূপতাং) যাতি (লভতে) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। সাত্ত্বিক ধর্ম্মাধিষ্ঠাতা, সত্ত্বাত্মক, শ্বেতদ্বীপ-পতি আমাতে চিত্ত ধারণা করিলে মানব ক্ষুধাতৃষ্ণাদি মর্ত্ত ধর্ম্ম-রহিত হইয়া শুদ্ধরূপ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ। অতঃপরং গুণহেতুকাঃ শ্বেততাং শুদ্ধরূপতামিত্যনূর্ম্মিমত্ত্বনাম্নী সিদ্ধিঃ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইহার পর গুণহেতু সিদ্ধিসমূহের কথা। শ্বেততা—শুদ্ধরূপতা ইহা অনূর্ম্মিমত্ত্ব নামে সিদ্ধি ॥ ১৮ ॥

অনুদর্শিনী। ইহার পর—অষ্টসিদ্ধির অন্তর। শুদ্ধরূপতা—রজস্তমোহীন সত্ত্বাত্মতা ॥ ১৮ ॥

ময্যাকাশাত্মনি প্রাণে মনসা ঘোষমুদ্বহন্।
তত্রোপলব্ধা ভূতানাং হংসো বাচঃ শৃণোত্যসৌ ॥১৯॥

অন্বয়। আকাশাত্মনি প্রাণে (আকাশাত্মা যঃ প্রাণঃ সমষ্টিরূপস্তদ্রূপে) ময়ি মনসা ঘোষং (নাদং) উদ্বহন্ (চিন্তয়ন্) অসৌ হংসঃ (জীবঃ) তত্র (আকাশে) উপলব্ধাঃ (অভিব্যক্তাঃ) ভূতানাং বাচঃ (বাক্যানি) শৃণোতি ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তি সমষ্টিপ্রাণরূপ উপাধিবিশিষ্ট আকাশাত্মা আমাতে মনের দ্বারা নাদ চিন্তা করে, সেই জীব আকাশে উচ্চারিত ভূতসকলের বাক্য দূর হইতেই শ্রবণ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ। আকাশাত্মা যঃ প্রাণঃ সমষ্টিব্যষ্টিরূপ-স্তদ্রূপে ময়ি। মনসা ঘোষং নাদং উদ্বহন্ চিন্তয়ন্ তত্রাকাশে উপলব্ধা অভিব্যক্তা যা ভূতানাং বাচস্তা দূরতো হংসঃ শুদ্ধঃ সন্ শৃণোতীতি দূরশ্রবণম্ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। আকাশাত্মা যে প্রাণ সমষ্টিব্যষ্টিরূপ তদ্রূপ আমাতে। মনের দ্বারা ঘোষ বা নাদ উদ্বহন বা চিন্তা করিতে করিতে সেই আকাশে উপলব্ধ বা অভিব্যক্ত যে ভূতগণের বাক্ বা বাক্যসমূহ দূর হইতে হংস (জীব) শুদ্ধ হইয়া শ্রবণ করে—ইহাই দূরশ্রবণ ॥ ১৯ ॥

অনুদর্শিনী। হংস—জীব।

ত্যাগাৎ পূর্ব্বশরীরাণাং নবানাং সঞ্চয়েন চ।
জীবং হংস ইতি প্রাহুস্তদ্ধেতুত্বাদ্ধরিং পরম্ ॥ ভারতে

পূর্ব্বশরীর-সমূহ ত্যাগহেতু এবং নবদেহসমূহ সঞ্চয়জন্য জীবকে হংস এবং সেই ত্যাগও প্রাপ্তিরহেতু শ্রীহরিকে পরমতত্ত্ব বলা হয়।

"হংসং গৃধানম্"—ভাঃ ৫।৭।১৪ অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষী জীবকে ॥ ১৯ ॥

চক্ষুস্ত্বষ্টরি সংযোজ্য ত্বষ্টারমপি চক্ষুষি।
মাং তত্র মনসা ধ্যায়ন্ বিশ্বং পশ্যতি দূরতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়। ত্বষ্টরি (আদিত্যে তস্মিন্নপরিচ্ছিন্নে) চক্ষুঃ সংযোজ্য ত্বষ্টারং অপি চক্ষুষি (সংযোজ্য) তত্র (উভয়-সংযোগে) মাং মনসা ধ্যায়ন্ দূরতঃ (এব) বিশ্বং পশ্যতি ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। সূর্য্যেতে চক্ষুকে এবং চক্ষুতে সূর্য্যকে সংযোগ করিয়া সেই উভয় সংযোগে চিত্তদ্বারা আমাকে ধ্যান করিলে, দূর হইতে সমস্ত বিশ্ব দর্শন হয় ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ। ত্বষ্টা সূর্য্যস্তস্মিন্ চক্ষুঃ সংযোজ্য চক্ষুষি তং সংযোজ্য তত্রোভয়সংযোগে মাং ধ্যায়ন্ বিশ্বং দূরস্থিতমপি পশ্যতীতি দূরদর্শনম্ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। ত্বষ্টা বা সূর্য্যে চক্ষু সংযোজন করিয়া চক্ষুতে সূর্য্যকে সংযোজন করিয়া সেখানে উভয়-সংযোগে আমাকে ধ্যান করিতে করিতে সমস্ত দূরস্থিত বিশ্বও দর্শন করে ইহাই দূরদর্শন ॥ ২০ ॥

অনুদর্শিনী। সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ভগবানের ধ্যানে দূরদর্শন লাভ হয়। ছান্দোগ্যে—"অথ য এষোঽন্ত-রাদিত্যে হিরন্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে।" হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় বা চৈতন্যময় পুরুষ আদিত্যমণ্ডলের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।"

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী কমলাসনে উপবিষ্ট—শ্রীনারায়ণ সর্ব্বদা ধ্যেয়। ভাঃ ৫।৭।১৩-১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥

ধ্যানেন পুরুষোঽয়ঞ্চ দ্রষ্টব্য সূর্য্যমণ্ডলে।
সত্যং সদাশিবং ব্রহ্ম তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
—অগ্নিপুরাণ ॥ ২০ ॥

মনো ময়ি সুসংযোজ্য দেহং তদনুবায়ুনা।
মদ্ধারণানুভাবেন তত্রাত্মা যত্র বৈ মনঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়। মনঃ দেহং (চ) তদনু (তদনুবর্ত্তিনা) বায়ুনা সহ ময়ি সুসংযোজ্য (যা) মদ্ধারণা (ক্রিয়তে) (তস্যাঃ) অনুভাবেন (প্রভাবেন) যত্র (মনো যাতি) তত্র বৈ আত্মা (দেহো যাতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। মন ও দেহকে তদনুবর্ত্তী বায়ু-সহ আমাতে উত্তমরূপে সংযোগপূর্ব্বক মদীয় ধারণা প্রভাবে মন যে স্থানে গমন করে, দেহও তথায় গমন করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ। মনো ময়ি সংযোজ্য তদনুবর্ত্তিনা বায়ুনা সহ দেহঞ্চ সংযোজ্য যা মদ্ধারণা ক্রিয়তে তস্যাঃ প্রভাবেণ যত্র আত্মা মনো যাতি তত্রৈবাত্মা স্থূলদেহোঽপি যাতীতি মনোজবঃ ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ। মন আমাতে সংযোগ করিয়া তদনুবর্ত্তী বায়ুর সহিত দেহকেও সংযোগ করিয়া যে আমার ধারণা করা হয়, তাহার প্রভাবে যেখানে আত্মা বা মন যায় সেখানেই আত্মা বা স্থূল দেহও যায়—এই হইল মনোজব ॥২১॥

অনুদর্শিনী। মন প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা আমাতে মনের অনুকূল বায়ু ও দেহ সংযোগে যোগিগণ আমার যে ধারণা করেন। দেহ মনেরই অনুগ। সুতরাং মন যেখানে যায়, দেহও সেখানেই যায় ॥২১॥

যদা মন উপাদায় যদ্‌যদ্রূপং বুভূষতি।
তত্তদ্ভবেন্মনোরূপং মদ্‌যোগবলমাশ্রয়ঃ ॥২২॥

অন্বয়। (যোগী) যদা মনঃ উপাদায় (উপাদানকারণং কৃত্বা) যৎ যৎ রূপং (দেবাদিরূপং) বুভূষতি (ভবিতুং ইচ্ছতি) তৎ তৎ মনোরূপম্ (মানসো অভীষ্টরূপং) ভবেৎ (যতঃ) মদ্‌যোগবলং (যোঽহমচিন্ত্যশক্তির্নানাকারঃ তস্মিন্ ময়ি মনসো যো যোগো ধারণা তস্য বলং প্রভাবঃ স এব) আশ্রয়ঃ (কারণম্) ॥২২॥

অনুবাদ। যেকালে যোগী মনকে উপাদান করিয়া যে যে দেবাদিরূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তৎকালে তাহার সেই সেই অভীষ্টরূপ লাভ হইয়া থাকে, অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত আমার প্রতি চিত্তধারণার প্রভাবই উহার কারণ ॥২২॥

বিশ্বনাথ। মন উপাদায় উপাদানকারণং কৃত্বা যদ্ দেবাদিরূপং ভবিতুমিচ্ছতি তত্তন্মনোরূপং মনোঽভীষ্টরূপং ভবেৎ। তত্র ময়ি যোগো যোগধারণা তস্য বলং প্রভাব এব আশ্রয়ঃ সাধকমিতি কামরূপম্ ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ। মনকে উপাদান কারণ করিয়া যে দেবাদিরূপ হইতে ইচ্ছা করে সেই সেই মনের রূপ অর্থাৎ মনের অভীষ্টরূপ হইতে পারে। সেখানে আমাতে যোগ বা যোগধারণা, তাহার বল বা প্রভাবেই আশ্রয় বা সাধক—ইহা কাম্যরূপ ॥২২॥

অনুদর্শিনী। অভীষ্টরূপ—মনের অভীষ্ট দেবাদিরূপ। আমাতে যোগধারণার বল—অচিন্ত্যশক্তি নানাকার যে আমি, সেই আমিই আশ্রয় বা কারণ ॥২২॥

পরকায়ং বিশন্ সিদ্ধ আত্মানং তত্র ভাবয়েৎ।
পিণ্ডং হিত্বা বিশেৎ প্রাণোবায়ুভূতঃ ষড়ঙ্ঘ্রিবৎ ॥২৩॥

অন্বয়। সিদ্ধঃ (যোগী) পরকায়ং বিশন্ তত্র (যত্র প্রবিবিক্ষতি তত্র) আত্মানং ভাবয়েৎ (চিন্তয়েৎ, ততঃ) পিণ্ডং (স্বদেহং) হিত্বা প্রাণঃ (প্রাণপ্রধানলিঙ্গশরীরোপাধিঃ) বায়ুভূতঃ (বাহ্যবায়ৌ ভূতঃ প্রবিষ্টস্তেন মার্গেণেত্যর্থঃ) ষড়ঙ্ঘ্রিবৎ (ভৃঙ্গো যথা পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরমনায়াসেন প্রবিশতি তথা) বিশেৎ (প্রবিশেৎ) ॥২৩॥

অনুবাদ। সিদ্ধ ব্যক্তি পরদেহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া পরদেহ মধ্যে আত্মাকে চিন্তা করিবেন। তাহা হইলে ভৃঙ্গ যেমন অনায়াসে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ প্রাণপ্রধান লিঙ্গশরীররূপ উপাধিযুক্ত আত্মা বাহ্যবায়ুপথে পরশরীরে প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥২৩॥

বিশ্বনাথ। তত্র পরকায়ে পিণ্ডং স্থূলদেহং হিত্বা প্রাণঃ প্রধানলিঙ্গশরীরোপাধিঃ সন্ বায়ুভূতঃ বাহ্যবায়ুনা ভূতঃ প্রাপ্তঃ বিশেৎ পরকায়ং প্রবিশেৎ ষড়ঙ্ঘ্রির্যথা পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং বিশতি মদ্‌যোগধারণা প্রভাবেণেতি যোজ্যমিতি পরকায়প্রবেশঃ ॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ। সেই পরদেহে পিণ্ড-স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া প্রাণ-প্রধান-লিঙ্গশরীর উপাধিবিশিষ্ট হইয়া বায়ুভূত অর্থাৎ বাহ্যবায়ুদ্বারা ভূত বা প্রাপ্ত হইয়া পরদেহে প্রবেশ করিতে পারে। মধুকর যেমন পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে প্রবেশ করে, আমার যোগধারণা প্রভাবেই যোজ্য—ইহা পরকায়প্রবেশ ॥২৩॥

অনুদর্শিনী। প্রাণাদি উপাধিতে শ্রীভগবানেরই অধিষ্ঠান। সুতরাং সেই ভগবদ্যোগধারণার প্রভাবেই

যোগী অন্যের শরীরে নিজের প্রাণাদি-উপাধি লইতে পারেন ॥২৩॥

পার্ষ্ণ্যাপীড্য গুদং প্রাণং হৃদুরঃকণ্ঠমূর্দ্ধসু।
আরোপ্য ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ব্রহ্ম নীত্বোৎসৃজেৎ তনুম্ ॥২৪॥

অন্বয়। পার্ষ্ণ্যা (পার্ষ্ণিনা) গুদম্ আপীড্য (নিরুধ্য) প্রাণং (প্রাণোপাধিমাত্মানম্) হৃদুরঃকণ্ঠমূর্দ্ধসু (ক্রমেণ) আরোপ্য (নীত্বা ততঃ) ব্রহ্মরন্ধ্রেণ (মূর্দ্ধদ্বারেণ) ব্রহ্ম (নির্ব্বিশেষং সবিশেষং বা ব্রহ্ম) নীত্বা (মনসা নীত্বা) তনুম্ (স্বদেহম্) উৎসৃজেৎ (ত্যজেৎ) ॥২৪॥

অনুবাদ॥ পাদমূলের দ্বারা গুহ্যদেশ নিরোধপূর্ব্বক প্রাণোপহিত আত্মাকে ক্রমশঃ হৃদয়, বক্ষঃ, কণ্ঠ ও মস্তকে আরোপিত এবং তথা হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা ব্রহ্মবস্তুর নিকট উপনীত করিয়া শরীর পরিত্যাগ করিবে ॥২৪॥

বিশ্বনাথ। পার্ষ্ণ্যা পার্ষ্ণিনা। গুদং নিরুদ্ধ্য প্রাণং প্রাণোপাধিমাত্মানং ব্রহ্মরন্ধ্রেণ মূর্দ্ধদ্বারেণ ব্রহ্মনির্ব্বিশেষং সবিশেষং বা নীত্বা প্রাপয্য তনুং ত্যজেদিতি স্বচ্ছন্দমৃত্যুঃ ॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ। পার্ষ্ণি অর্থাৎ গোড়ালি দ্বারা গুদ বা গুহ্য পায়ুদেশ নিরোধ করিয়া প্রাণ অর্থাৎ প্রাণোপাধিযুক্ত আত্মাকে ব্রহ্মরন্ধ্র—মস্তকে উর্দ্ধস্থদ্বার সবিশেষ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সমীপে লইয়া বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি করাইয়া দেহত্যাগ করিবে—ইহাই স্বচ্ছন্দমৃত্যু ॥২৪॥

অনুদর্শিনী। প্রাণোপাধি আত্মাকে ক্রমান্বয়ে হৃদয়, বক্ষ, কণ্ঠ ও অবশেষে মূর্দ্ধদেশে লইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্ম প্রাপ্তিতে স্বচ্ছন্দমৃত্যু হয়।

"সংপীড়য় সীবিনীং সূক্ষ্মাম্"—এই বাক্যকথিত মুক্তাসনের কথা ॥২৪॥

বিহরিষ্যন্ সুরাক্রীড়ে মৎস্থং সত্ত্বং বিভাবয়েৎ।
বিমানেনোপতিষ্ঠন্তি সত্ত্ববৃত্তীঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ॥২৫॥

অন্বয়। সুরাক্রীড়ে (সুরাঃ আক্রীড়য়ন্তি যস্মিন্ তস্মিন্ দেবোদ্যানে) বিহরিষ্যন্ (বিহর্ত্তুমিচ্ছন্) মৎস্থম্ (মন্মূর্ত্তিরূপং শুদ্ধং) সত্ত্বং বিভাবয়েৎ (চিন্তয়েৎ তদা) সত্ত্ববৃত্তীঃ (সত্ত্ববৃত্তয়ঃ সত্ত্বাংশভূতাঃ) সুরস্ত্রিয়ঃ বিমানেন উপতিষ্ঠন্তি (তৎসমীপম্ আগচ্ছন্তি) ॥২৫॥

অনুবাদ। যোগী দেবোদ্যানাদিতে বিহার করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি আমার মূর্ত্তিস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বের চিন্তা করিবেন, তাহা হইলে সত্ত্ববৃত্তি দেবরমণীগণ দিব্য বিমানারোহণে তাহার নিকট উপস্থিত হইবে ॥২৫॥

বিশ্বনাথ। সত্ত্বং স্বীয়ান্তঃকরণং মৎস্থৎ মদ্গতং চিন্তয়েৎ। ততশ্চ সত্ত্ববৃত্তীঃ সত্ত্ববৃত্তয়ঃ সুরস্ত্রিয়স্তমাগত্য সেবন্তে ইতি দেবক্রীড়াপ্রাপ্তিঃ ॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ। সত্ত্ব—স্বীয় অন্তঃকরণ, মৎস্থ—মদ্গত বলিয়া চিন্তা করিবে। তৎপরে সত্ত্ববৃত্তি সুরস্ত্রীগণ তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া সেবা করে ইহাই দেবক্রীড়াপ্রাপ্তি ॥২৫॥

অনুদর্শিনী। শুদ্ধসত্ত্ব আমিই অন্তঃকরণের আশ্রয় বলিয়া চিন্তা করিবে। দেবস্ত্রীগণ সত্ত্বাংশভূতা বলিয়া তাঁহারা যোগীর নিকট আসিবে ॥২৫॥

যথা সঙ্কল্পয়েদ্‌বুদ্ধ্যা যদা বা মৎপরঃ পুমান্।
ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জংস্তথা তৎ সমুপাশ্নুতে ॥২৬॥

অন্বয়। মৎপরঃ (ময়ি বিশ্বাসবান্) পুমান্ সত্যে (সত্যসঙ্কল্পে) ময়ি মনঃ যুঞ্জন্ (নিবেশয়ন্) যদা (যস্মিকালে) যথা বা (যেন প্রকারেণ) বুদ্ধ্যা যথা সঙ্কল্পয়েৎ তথা তৎ (তদনুরূপং সর্ব্বং) সমুপাশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥২৬॥

অনুবাদ। আমাতে বিশ্বাসবান্ যে পুরুষ সত্যস্বরূপ আমাতে মনোনিবেশ করিয়া বুদ্ধিদ্বারা যেরূপে যে বিষয়ের সঙ্কল্প করেন, তিনি সেইরূপেই সেই সঙ্কল্পিত বস্তু লাভ করিয়া থাকেন ॥২৬॥

বিশ্বনাথ। যদা বা অকালে কালেঽপি বেত্যর্থঃ। যথা বেতি পাঠে যথা সঙ্কল্পয়েৎ যথা যেন বা প্রকারেণ মৎপরঃ স্যাৎ। সত্যে সত্যসঙ্কল্পে ময়ি তথা তেনৈব প্রকারেণ তৎস্বাভীষ্টং বস্তু প্রাপ্নোতীতি সঙ্কল্পসিদ্ধিঃ ॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ। যে সময়ে অকালে বা যথাকালে 'যথা বা'—এই পাঠ হইলে যথা (যেরূপ) সঙ্কল্প করিবে, যথা বা—বা যে প্রকারে মৎপর হইবে। সত্য—সত্য-সঙ্কল্প আমাতে তথা সেই প্রকারে তাঁহার স্বাভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হন—ইহাই সঙ্কল্পসিদ্ধি ॥২৬॥

অনুদর্শিনী। সত্যসঙ্কল্প ভগবানে মন নিবিষ্ট করিলে যোগীও সঙ্কল্প ও বিশ্বাসানুরূপ বস্তু লাভ করে ॥২৬॥

যো বৈ মদ্ভাবমাপন্ন ঈশিতুর্বশিতুঃ পুমান্।
কুতশ্চিন্ন বিহন্যেত তস্য চাজ্ঞা যথা মম ॥২৭॥

অন্বয়। যঃ পুমান্ বৈ ঈশিতুঃ (সর্ব্বনিয়ন্তুঃ) বশিতুঃ (সর্ব্বান্ বশীকর্ত্তুঃ) মৎ (মত্তঃ সকাশাৎ) ভাবং (স্বভাবং) আপন্নঃ (প্রাপ্তঃ) যথা মম (তথা) তস্য (চ) আজ্ঞা কুতশ্চিৎ ন বিহন্যেত (প্রতিহতা ন ভবেৎ) ॥২৭॥

অনুবাদ। যে যোগী সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্ববশীকর্ত্তা আমার ভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাহার আজ্ঞা আমার আজ্ঞার ন্যায় কোথাও প্রতিহত হয় না ॥২৭॥

বিশ্বনাথ। মৎ মত্তঃ সকাশাদ্ভাবং ধ্যানাতিশয়েন ঈশিতৃত্বং বা। মত্তঃ কীদৃশাৎ ঈশিতুঃ বশিতুঃ সর্ব্বান্ বশীকর্ত্তুঃ ন বিহন্যেত ন বিহতা ভবেদিত্যপ্রতিহতাজ্ঞত্বম্ ॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ। আমা হইতে ভাব বা ধ্যানাতিশয় জন্য ঈশিতৃত্ব। কিরূপ আমা হইতে? ঈশিতা বা বশিতা—সকলকে বশীকরণকারী আমা হইতে। বিহতা হইবে না—ইহাই অপ্রতিহতাজ্ঞ ॥২৭॥

অনুদর্শিনী। সর্ব্ববশীকরণকারী ঈশ্বরে ধ্যানাতিশয় চিত্ত সংযোগ করিলে জীবও ঈশিতৃত্ব লাভ করে ॥২৭॥

মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্য যোগিনো ধারণাবিদঃ।
তস্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধির্জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা ॥২৮॥

অন্বয়। মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্য ধারণাবিদঃ (ত্রিকালজ্ঞেশ্বরধারণাজ্ঞাতুঃ) তস্য যোগিনঃ জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা (স্বজন্মমৃত্যুভ্যামুপবৃংহিতা তৎসহিতা) ত্রৈকালিকী (ত্রিকালবস্তুবিষয়া) বুদ্ধিঃ (জ্ঞানং ভবতি) ॥২৮॥

অনুবাদ। আমার ভক্তিদ্বারা শুদ্ধচিত্ত ধারণাবিৎ যোগীর জন্মমৃত্যুজ্ঞানের সহিত ত্রৈকালিক যাবতীয় বস্তু-বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥২৮॥

বিশ্বনাথ। অতঃপরং ক্ষুদ্রাঃ। ধারণাবিদ ইতি ত্রিকালজ্ঞেশ্বরধারণা সূচিতা। ত্রৈকালিকী ত্রিকাল-বিষয়া। জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা জন্মমরণয়োর্বৃত্তয়োরপি উপ-বৃংহিতা বৃদ্ধিমেব প্রাপ্তা ভবতি নতু কিঞ্চিদপি হ্রসতীত্যর্থঃ। ইতি ত্রিকালজ্ঞত্বম্ ॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ। অতঃপর ক্ষুদ্রা। ধারণাবিদ্‌গণ—ইহাতে ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বরের ধারণা সূচিত হইতেছে। ত্রৈকালিকী—ত্রিকালবিষয়া। জন্মমৃত্যুপবৃংহিত অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু এই বৃত্তিদ্বয়েও উপবৃংহিত অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু কিছুই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।—ইহাই ত্রিকালজ্ঞত্ব ॥২৮॥

অনুদর্শিনী। গুণহেতু বলিয়া ক্ষুদ্র। জগৎ-সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কালজ্ঞ ঈশ্বরে ধৃতচিত্ত জীব ভক্তিবলে ত্রিকালজ্ঞত্ব লাভ করে। জন্মের দ্বারা পূর্ব্বজন্মের এবং মৃত্যুদ্বারা বর্ত্তমান জন্মের জ্ঞান হ্রাস না হওয়ায় নিজের ও অপরের অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ জানিতে পারেন ॥২৮॥

অগ্ন্যাদিভির্ন হন্যেত মুনের্যোগময়ং বপুঃ।
মদ্‌যোগশান্তচিত্তস্য যাদসামুদকং যথা ॥২৯॥

অন্বয়। উদকং যথা যাদসাং (জলচরাণাং অভি-ঘাতকং ন ভবতি, তথা) মদ্‌যোগশান্তচিত্তস্য (মম ধ্যান-যোগেন শান্তং অবিকৃতং চেতঃ যস্য তস্য) মুনেঃ যোগময়ং (যোগপরিপক্বং) বপুঃ (অপি) অগ্ন্যাদিভিঃ ন হন্যেত ॥২৯॥

অনুবাদ। জলচরগণের দেহ যেরূপ জলদ্বারা অভিভূত হয় না, তদ্রূপ আমার ভক্তিযোগে শান্তচিত্ত মুনির যোগপরিপক্ক দেহও অগ্নিপ্রভৃতি দ্বারা নষ্ট হয় না ॥২৯॥

বিশ্বনাথ। অগ্ন্যাদি সর্ব্বোপঘাতশূন্যো ভগবানিত্যেবম্ভূতধ্যানযোগেন শান্তচিত্তস্য মুনের্যোগময়ং যোগপরিপক্কং বপুরগ্ন্যাদিভির্ন হন্যেত। যথা যাদসামুদকমুপসংঘাতকং ন ভবতি প্রত্যুত ক্রীড়াস্পদম্। তথৈব তস্যাগ্ন্যাদয় ইত্যগ্ন্যাদি প্রতিষ্টম্ভঃ ॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ। অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত উপঘাতশূন্য ভগবান্—এইরূপ ধ্যানযোগদ্বারা শান্তচিত্ত মুনির যোগময়—যোগপরিপক্ক বপু অগ্নি প্রভৃতিদ্বারা হত হয় না। যেরূপ কুম্ভীরাদি জলজন্তুদিগের সম্বন্ধে উদক্ (জল) উপসংঘাতক হয় না, বরং ক্রীড়াস্পদ। অগ্নি প্রভৃতি তাঁহার পক্ষে সেইরূপই—ইহাই অগ্নি প্রভৃতির প্রতিষ্টম্ভ ॥২৯॥

অনুদর্শিনী। শান্তচিত্ত—অবিকৃতচিত্ত। প্রতিষ্টম্ভ—প্রতিবন্ধ, রোধ। 'অগ্ন্যাদিষু হরিং ধ্যায়ন্ তৎপ্রতিস্তম্ভকো ভবেৎ।'—হরিসংহিতা ॥২৯॥

মদ্বিভূতীরভিধ্যায়ন্ শ্রীবৎসাস্ত্রবিভূষিতাঃ।
ধ্বজাতপত্রব্যজনৈঃ স ভবেদপরাজিতঃ ॥৩০॥

অন্বয়। (যঃ) ধ্বজাতপত্রব্যজনৈঃ (সহ) শ্রীবৎসাস্ত্রবিভূষিতাঃ মদ্ বিভূতীঃ (মদবতারান্) অভিধ্যায়ন্ সঃ অপরাজিতঃ ভবেৎ ॥৩০॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তি ধ্বজ, ছত্র, চামর, শ্রীবৎস ও অস্ত্র দ্বারা বিভূষিত আমার অবতার সকল চিন্তা করেন, তিনি সর্ব্বত্র অপরাজিত হন ॥৩০॥

বিশ্বনাথ। মদ্বিভূতীর্মদবতারান্। সধ্বজাদিভিঃ সহিতো ভবেৎ। অপরাজিতশ্চ ভবেদিত্যপরাজয়নাম্নী সিদ্ধিঃ ॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ। মদ্বিভূতি অর্থাৎ তদ্যুক্ত অবতার সমূহ। তিনি ধ্বজাদিযুক্ত হইবেন ও অপরাজিত হইবেন—ইহাই অপরাজয়নাম্নী সিদ্ধি ॥৩০॥

উপাসকস্য মামেবং যোগধারণয়া মুনেঃ।
সিদ্ধয়ঃ পূর্ব্বকথিতা উপতিষ্ঠন্ত্যশেষতঃ ॥৩১॥

অন্বয়। এবং যোগধারণয়া (এবং পৃথগ্ ধারণাদিভিঃ) মাম্ (মম) উপাসকস্য মুনেঃ পূর্ব্বকথিতাঃ সিদ্ধয়ঃ অশেষতঃ (সর্ব্বাঃ) উপতিষ্ঠন্তি (আগচ্ছন্তি) ॥৩১॥

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত যোগধারণাসমূহদ্বারা আমার উপাসক মুনির পূর্ব্ব-কথিত যাবতীয় সিদ্ধিই আপনা হইতে উপস্থিত হয় ॥৩১॥

বিশ্বনাথ। উপসংহরতি,—উপাসকস্যেতি ॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ। উপসংহার করিতেছেন। উপাসকের ॥৩১॥

অনুদর্শিনী। উপাসকের যোগাত্মিকা ধারণা দ্বারাই ॥৩১॥

জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনো মুনেঃ।
মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্লভা ॥৩২॥

অন্বয়। জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য (সংযতমনসঃ) জিতশ্বাসাত্মনঃ (জিতঃ শ্বাসঃ প্রাণঃ আত্মা দেহশ্চ যেন তস্য) মদ্ ধারণাং ('নারায়ণে তুরীয়াখ্যে' ইত্যত্রোক্তাং) ধারয়তঃ মুনেঃ (বা) সিদ্ধিঃ সুদুর্ল্লভা (স্যাৎ) সা কা ॥৩২॥

অনুবাদ। যিনি জিতেন্দ্রিয়, সংযতমনা, শ্বাসজয়ী, চিত্তজয়ী এবং সর্ব্বদা আমার ধারণায় রত থাকেন, এই প্রকার মুনির পক্ষে কোন সিদ্ধিই সুদুর্ল্লভ নহে ॥৩২॥

বিশ্বনাথ। দান্তস্য সংযতমনসঃ জিতঃ শ্বাসঃ আত্মা ব্যবহারিকঃ স্বভাবশ্চ যেন সঃ ॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ। দান্ত—সংযতমনা, যিনি শ্বাস ও আত্মা অর্থাৎ ব্যবহারিক-স্বভাব জয় করিয়াছেন ॥৩২॥

অনুদর্শিনী। নানা-ধারণাপ্রয়াস অপেক্ষা যাঁহারা ব্যবহারিক স্বভাব জয় করিয়া ভাঃ ১১।১৫।১৬ শ্লোক-কথিত শ্রীনারায়ণের ধারণাযুক্ত, তাঁহাদের পক্ষে কোন সিদ্ধিই দুর্ল্লভ নহে। কেননা স্বভাবতঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত ভগবানের নিকট কামনামাত্রেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয় ॥৩২॥

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ ॥৩৩॥

অন্বয়। (এতাঃ সিদ্ধয়ঃ) উত্তমং যোগং (ভক্তিযোগং) যুঞ্জতঃ ময়া সম্পদ্যমানস্য (মদ্রূপামেব সম্পত্তি-

মিচ্ছতো ভক্তস্য) কালক্ষপণহেতবঃ এতাঃ অন্তরায়ান্ (বিঘ্নান্) বদন্তি (কথয়ন্তি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। যিনি উত্তম ভক্তিযোগের আচরণে আমার স্বরূপভূত সম্পত্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বকথিত সিদ্ধিসমূহ বৃথা কালক্ষয়হেতুক বিঘ্ন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ। সিদ্ধয়ো হেত্তাবালস্যৈব চমৎকারকারিণ্যো নত্বভিজ্ঞস্যেত্যাহ,—অন্তরায়ানিতি। ময়া মৎপ্রাপ্ত্যা সম্পদ্যমানস্য মদ্যুক্তস্য কালক্ষপণহেতবঃ ইতি দিনে দিনে তস্য মৎপ্রাপ্তিলক্ষণসম্পত্তির্হ্রসত্যেব তস্মাৎ যোগেনৈব কালং যাপয়েন্ন তু তৎফলভূতাভিঃ সিদ্ধিভিরিতি ভাবঃ ॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ। এই সকল সিদ্ধি বালকের নিকটই চমৎকারকারিণী, অভিজ্ঞের নিকট নহে। আমাসহিত অর্থাৎ আমাকে পাইয়া সম্পদ্যমান মদ্যুক্তভক্তের কালক্ষপণহেতু, দিনে দিনে তাঁহার আমাকে প্রাপ্তি লক্ষণ সম্পত্তির হ্রাস হয়। অতএব যোগ লইয়াই কালযাপন করা উচিত, তাহার ফলভূতসিদ্ধি লইয়া নহে ॥৩৩॥

অনুদর্শিনী। যমাদি-অষ্টাঙ্গ-যোগমার্গাবলম্বনকারিগণের চিত্ত চঞ্চলতা ত্যাগ না করায় অণিমাদি সিদ্ধি সকল তাঁহাদের পক্ষে চমৎকারকারী। কিন্তু মুকুন্দপাদপদ্মসেবী ভাগবতগণের চিত্ত সেব্যের সেবায় সমাকৃষ্ট থাকায় নিশ্চল ও শান্ত (—কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥ চৈঃ চঃ)। অতএব সেবাসম্পত্তিপ্রাপ্ত সেবকগণের সেবাব্যতীত অন্য কামনা নাই (—'ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভব বা' ভাঃ ৬।১২।২৫)। তাঁহাদের পক্ষে সিদ্ধিসমূহ ভজন-বিঘ্নরূপ ও বৃথাকালক্ষয়-হেতুক। ভক্তিযোগের উদয় ব্যতীত জীবের যোগসিদ্ধিতে বিরতি হয় না—

"তাবন্ন যোগগতিভির্যতিরপ্রমত্তো
যাবদ্গদাগ্রজকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥
ভাঃ ৪।২৩।২

অর্থাৎ যতদিন শ্রীকৃষ্ণকথায় রতি না জন্মে, ততদিনই যোগীর সিদ্ধি সকলের প্রতি লোভ জন্মিয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলেন—"এই শ্লোকের উদ্দেশ্য এই যে, শুদ্ধভক্তির ফল দ্বিবিধ—অনুসংহিত এবং অননুসংহিত। অনুসংহিত—প্রেমভক্তিই। অননুসংহিত—জ্ঞানসিদ্ধ্যাদি। অনুসংহিত ফলে সিদ্ধি-প্রভৃতি স্বতঃই প্রাপ্ত হয়। যদি কোন ভক্তের উহা গ্রহণের ইচ্ছা হয়, তবে তখন শুদ্ধভক্তির সঙ্কোচ হয়। যেমন একাদশস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতে"। কিন্তু আবার শুদ্ধভক্তির অভ্যাসবলেই তত্তৎ ত্যাগ-সামর্থ্যও হয়।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য (১) আলোচ্য শ্লোকে 'যোগযুক্তমম্' শব্দে উত্তম অর্থাৎ নিষ্কাম, যোগ অর্থাৎ ভক্তিযোগ-সন্দর্ভ। সুতরাং ভক্তিযোগ ব্যতীত হঠযোগ, রাজযোগাদিও ভক্তির অন্তরায়—'যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ। মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি।"—ভাঃ ১।৬।৩৬। অর্থাৎ কামলোভাদিদ্বারা নিরন্তর অভিভূত চিত্ত, মুকুন্দ-সেবায় নিরত হইবামাত্র যেরূপ আশু উদ্বেগ-শূন্য হয়, যমনিয়মাদি যোগমার্গ অবলম্বনেও তাদৃশ সাম্য লাভ করে না।

(২) এই অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে ব্রহ্মসাযুজ্যও সিদ্ধি মধ্যে গণিত হইয়াছে। অতএব আলোচ্য শ্লোকে শ্রীভগবান্ সেই 'ব্রহ্ম সাযুজ্য'কেও ভক্তির অন্তরায় প্রদর্শন করিয়াছেন ॥৩৩॥

জন্মৌষধিতপোমন্ত্রৈর্যাবতীরিহ সিদ্ধয়ঃ।
যোগেনাপ্নোতি তাঃ সর্ব্বা নান্যৈর্যোগগতিং
ব্রজেৎ ॥৩৪॥

অন্বয়। ইহ (লোকে) জন্মৌষধিতপোমন্ত্রৈঃ (জন্মভিঃ ওষধিভিঃ তপোভিঃ মন্ত্রৈশ্চ) যাবতীঃ (যাবত্যঃ) সিদ্ধয়ঃ তাঃ সর্ব্বাঃ যোগেন (মদ্ধারণারূপেণ) আপ্নোতি অন্যৈঃ (উপায়ান্তরৈঃ) যোগগতিং (মৎসালোক্যাদিমুক্তিং) ন ব্রজেৎ (ন প্রাপ্নুয়াৎ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। ইহলোকে জন্ম, ওষধি, তপঃ ও মন্ত্রবলে যে সকল সিদ্ধির উদয় হয়, আমার ধারণারূপ যোগদ্বারা

সে সকল সিদ্ধিই লাভ হয়। অতএব অন্য উপায়ে আমার সালোক্যাদি-সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিবে না ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ। জন্মেতি কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ সিদ্ধয়ো জন্মাদিভিরপি ভবন্তি যথা জন্মনৈব দেবানাং সিদ্ধয়ঃ। যথা চ জন্মনৈব যাদসামুদকস্তম্ভঃ। পক্ষিণাং খেচরত্বং প্রেতানামন্তর্দ্ধানপরকায়প্রবেশাদ্যাঃ। তদুক্তং পাতঞ্জলে "জন্মৌষধি-তপোমন্ত্রযোগজাঃ সিদ্ধয়ঃ" ইতি। যাবতীর্যাবত্যঃ তাঃ সর্ব্বা এব যোগেনাপ্নোতি। যোগগতিং সালোক্যাদিমুক্তিম্ ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। কোন কোন সিদ্ধি জন্মাদিদ্বারাও হইয়া থাকে; যেমন জন্মের দ্বারা দেবগণের সিদ্ধি। জলজন্তুগণের উদকস্তম্ভ, পক্ষিগণের খেচরত্ব, প্রেতগণের অন্তর্দ্ধান পরকায়প্রবেশ প্রভৃতি। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"জন্ম, ঔষধি, তপস্যা, মন্ত্র এবং যোগ হইতে সিদ্ধি সকল লাভ হয়।" যাবতী বা যত সিদ্ধি আছে সে সমস্তই যোগদ্বারা প্রাপ্ত হয়, যোগগতি অর্থাৎ সালোক্যাদিমুক্তি ॥ ৩৪ ॥

অনুদর্শিনী। এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাঁহার কাম্যাধারণা ত্যাগ করিয়া অহৈতুকী ধারণার কথা বলিতেছেন।

"জন্মৌষধিতপোমন্ত্রযোগসিদ্ধৈরিতরৈঃ"।

ভাঃ ৪।৮।৭

অর্থাৎ, জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপস্যা ও যোগ এই পঞ্চ উপায়ে লব্ধ-সিদ্ধ দেবগণ।

ঔষধি সিদ্ধি—রসায়নাদির সেবনে বা গুটিকাদির প্রয়োগে অন্তর্দ্ধান ও যথেচ্ছভ্রমণ।

মন্ত্রসিদ্ধি—মন্ত্রজপের দ্বারা ভূতপ্রেতাদির উপর আধিপত্য বা আকাশাদি-গমন।

তপঃসিদ্ধি—বিশ্বামিত্রাদির ন্যায় তপোযোগে সিদ্ধি-লাভ।

সকল সিদ্ধি যোগদ্বারা পাওয়া গেলেও উহা ভগবৎ-প্রাপ্তির অন্তরায় বলিয়া ত্যাজ্য। যোগগতি (সালোক্যাদি-মুক্তি) ভগবদ্ধারণা ব্যতীত লাভ হয় না বলিয়া যোগীর ফলাভিসন্ধানশূন্য হইয়া ভগবদ্ধারণায় নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ।
অহং যোগস্য সাঙ্খ্যস্য ধর্ম্মস্য ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥৩৫ ॥

অন্বয়। অহং সর্ব্বাসাম্ অপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ (কারণং) পতিঃ (পালয়িতা) প্রভুঃ (স্বামী চ ভবামি, কিঞ্চ) অহম্ (এব) যোগস্য (মদীয়ধ্যানযোগস্য) সাংখ্যস্য (জ্ঞানস্য) ধর্ম্মস্য (তদুপদেষ্টৄণাং) ব্রহ্মবাদিনাম্ (অপি অহম্ হেতুঃ, গতিঃ প্রভু চ স্যাম) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। আমিই সকল সিদ্ধির, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মবাদিগণের হেতু, পালক এবং প্রভুস্বরূপ ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ। যতো মম ধ্যানেনৈব সর্ব্বাঃ সিদ্ধয়স্তস্মা দহমেব তাসাং হেতুঃ। ন কেবলং হেতুরেব পতিঃ পালয়িতা চ। প্রভুঃ স্বামী চ। ন কেবলং সিদ্ধীনামের হেতুপ্রভৃতয়োঽহং, যতো যোগস্য মদীয়ধ্যানযোগস্যাপি অহমেব হেতুঃ, ন কেবলধ্যানযোগস্য সাংখ্যস্য জ্ঞানস্যাপি জ্ঞানসাধনধর্ম্মস্য নিষ্কামকর্ম্মণোঽপি ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু আমার ধ্যানেই সমস্ত সিদ্ধি, সেই হেতু আমিই সে সকলের হেতু, কেবল হেতু নয় পতি পালয়িতা ও প্রভু স্বামী। কেবল সিদ্ধিগণেরই আমি হেতু প্রভৃতি নই, কেবল ধ্যানযোগের নয়, সাংখ্যজ্ঞানেরও জ্ঞানসাধনধর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্মেরও ॥ ৩৫ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবানই ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ধ্যান, সিদ্ধি, প্রভৃতি সকল বিষয়েরই হেতু, পতি ও স্বামী। তিনি সর্ব্বময়, সর্ব্বাভিধেয়ের একমাত্র গতি এবং সর্ব্বাশ্রয়।—

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবিসম্পদাম্।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্ ॥

ভাঃ ১০।৮৪।১৯

ভক্ত সুদামা বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবাই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালস্থ যাবতীয় ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি এবং মুক্তিলাভেরমূল-কারণ-স্বরূপ।

জ্ঞানসাধন-ধর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্ম—

যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥

ভাঃ ১।৫।৩৫

শ্রীনারদ বলিলেন"—ভক্তিমিশ্র-জ্ঞান মোক্ষসাধক এবং সেই জ্ঞানও ভগবৎ-তুষ্টিজনক কর্ম্মদ্বারা অর্জ্জিত হইয়া থাকে। ভগবদর্পিত বলিয়া ভগবৎপরিতোষণ নিষ্কাম যে কর্ম্ম, তজ্জন্যত্বহেতু জ্ঞান তাহার অধীন। ভক্তিযোগ রহিত জ্ঞানের কিন্তু মোক্ষ-সাধকত্ব শক্তির অভাব (ভাঃ ১।৫।১২ শ্লোক) 'যদ্দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ঈদৃশ জ্ঞান ও যদি ভগবান্ অচ্যুত-ভক্তিবর্জ্জিত হয়' ইত্যাদি দ্বারা তিরস্কারই দৃষ্ট হয়"—শ্রীবিশ্বনাথ। ৩৫।

অহমাত্মান্তরো বাহ্যোঽনাবৃতঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়। যথা ভূতেষু (চতুর্ব্বিধেষু) ভূতানি (মহাভূতানি) বহিঃ অন্তঃ চ (ভবন্তি) তথা স্বয়ম্ অহম্ (অপি) সর্ব্বদেহিনাং বাহ্যঃ (ব্যাপকঃ) আন্তরঃ (অন্তর্যামী) অনাবৃতঃ আত্মা (ভবামি) ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। যেমন মহাভূত সর্ব্বভূতের বহির্দ্দেশে ও অন্তরে অবস্থিত, তদ্রূপ আমি স্বয়ংই সর্ব্বপ্রাণিগণের বাহ্যে ব্যাপক এবং অন্তরাত্মারূপে বিরাজিত আছি ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। যোগিনাং জ্ঞানিনাঞ্চ ধ্যানস্যালম্বনোঽপ্যহমেবেত্যাহ—অহমান্তর আত্মা অন্তর্যামী। তর্হি কিমন্তর্বর্ত্তিত্বাৎ পরিচ্ছিন্নঃ ন বাহ্যশ্চ ব্যাপক ইত্যর্থঃ। তত্র হেতু—অনাবৃতঃ। এতৎ সদৃষ্টান্তমাহ। ভূতেষু চতুর্বিধেষু মহাভূতানি যথা বহিশ্চান্তশ্চ ভবন্তি স্বয়মহমপি তথেত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি শ্রীল-বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। যোগী ও জ্ঞানিগণের ধ্যানের অবলম্বনও আমি। অন্তর আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী। তবে কি অন্তর্বর্ত্তী বলিয়া পরিচ্ছিন্ন? না বাহ্যেও—ব্যাপক। এবিষয়ে হেতু—অনাবৃত। ইহা দৃষ্টান্তসহ বলিতেছেন, চারিপ্রকার ভূতে, মহাভূতগণ যেমন বাহিরে ও মধ্যে থাকে, স্বয়ং আমি ও তাই ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ের সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ সর্ব্বজীবের অন্তরেও বাহিরে বিরাজিত—'ঈশ্বরো নারায়ণঃ সর্ব্বান্তর্যামী যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। বৃঃ ৩।৭।৩

'যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।' নারায়ণীয়ে।

'অন্তরোঽনন্তরো ভাতি'—ভাঃ ১।১৩।৪৮ অর্থাৎ তিনিই অন্তরেও বাহিরে প্রকাশিত হইতেছেন।

'সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' গী ১৫।১৫, ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি' গী ১৮।৬১ এবং 'সর্ব্বস্য চ হৃদ্যবস্থিতঃ' ভাঃ ৪।৯।৪ শ্লোকসমূহ এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে ও বলিয়াছেন—'যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু। প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ ভাঃ ২।৯।৩৫

অর্থাৎ যে-প্রকার মহাভূতসকল উচ্চনীচ ভূতসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে বর্ত্তমান, সেইরূপ আমি ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টভাবে বিরাজ করিতেছি।

প্রাণী চারিপ্রকার—'গার্ভস্বেদদ্বিজোদ্ভিদাম্' ভাঃ ৩।৭।২৭ অর্থাৎ জরায়ুজ—মনুষ্যগবাদি, স্বেদজ—দংশমশকাদি, অণ্ডজ—সর্প-মৎস্য-পক্ষী-কৃকলাসাদি এবং উদ্ভিজ্জ—তরুলতাতৃণগুল্মাদি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ভৌতিক দেহের অন্তর পরিচ্ছিন্ন এবং বাহির ব্যাপক। শ্রীভগবান্ সেই দেহের অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করিলেও তিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিতে পরিচ্ছিন্ন ও ব্যাপক না হইয়াও বিরাজ করেন। কেননা, তিনি মায়িক বস্তুর ন্যায় বাহ্যান্তর-রহিত—'ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্। পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ।' ভাঃ ১০।৯।১৩-১৪ তাহা ছাড়া, তিনি কাল-দেশাদির দ্বারা স্বয়ং অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও ভক্তেচ্ছাবশতঃ পরিচ্ছিন্ন-অপ্রাকৃতস্বরূপে ব্যাপক এবং ব্যাপক—স্বরূপেও পরিচ্ছিন্নলীলাবিশিষ্ট।

"যেমন দেবমনুষ্যতির্য্যগাদি প্রাণিসমূহে আকাশাদি মহাভূতসমূহ পাওয়া যায় বলিয়া উহাদের মধ্যে তাহারা অনুপ্রবিষ্টও বটে, আবার পৃথক্ অবস্থানহেতু অপ্রবিষ্টও, তদ্রূপ আমি সেই ভূত ও ভৌতিক বস্তুসমূহে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক স্বধামে বর্ত্তমান বলিয়া অপ্রবিষ্টও থাকি; কিন্তু পার্থক্য এই যে, মহাভূতসমূহ অচেতন বলিয়া তাহাদের ভূতসমূহের মধ্যে প্রবেশে কোন আসক্তি নাই, কিন্তু আমার পূর্ণ-চেতনত্ব থাকিলেও 'ইনি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে নিজগৃহে বাস করেন' এই বাক্যের ন্যায় সেই সমুদয় বস্তুর মধ্যে আমার যে প্রবেশ, ব্যবস্থাপন ও পালনক্রিয়া তাহা আসক্তিরহিত, এইভাবেই মায়িক ভূতসমূহের মধ্যে আমার ক্রীড়া।" শ্রীলবিশ্বনাথ।

এতৎপ্রসঙ্গে 'ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা'—ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥' গী ৯।৪-৫ এবং 'আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে। না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে॥ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।' চৈঃ চঃ আ ৫ পঃ—প্রভৃতি বাক্য আলোচ্য।

যোগী ও জ্ঞানী হইতে ভক্ত শ্রীভগবানের অত্যধিক প্রিয়। সুতরাং "শ্রীভগবান্ যোগি-জ্ঞানিগণের ধ্যানাবলম্বনস্বরূপ অব্যক্ত পরমাত্মস্বরূপে তাহাদের হৃদয়ে ও বাহিরে বিরাজিত থাকিলেও 'প্রসিদ্ধ প্রণত ভক্তজনের, অন্তঃকরণে দর্শন প্রদান করিবার জন্য আমি তাঁহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এবং বাহিরে থাকিয়া তাঁহাদের নয়নে সৌন্দর্য্য অর্পণ করিবার জন্য, নাসিকায় স্বীয় সৌরভ প্রবিষ্ট করাইবার জন্য, তাঁহাদের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে করিতে তাঁহাদের কর্ণে নিজ মধুর স্বরামৃতলহরী ঢালিবার জন্য, স্পর্শ ও আলিঙ্গনাদিদানে তাঁহাদের অঙ্গে স্বীয় তরুণ-মধুরাদি ভাব অনুভব করাইবার জন্য অপ্রবিষ্ট থাকি।' আমি অন্তরে ও বাহিরে যাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, সেই গুণাতীত ভক্তগণের সহিত পরম আসক্তির সহিতই তাঁহার নিত্য বিলাস।"—শ্রীল-বিশ্বনাথ।

এতৎসহ শ্রীগোপীগণের প্রতি শ্রীভগবদুক্তি—'অহং হি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ। ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভূর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনা॥ ভাঃ ১০।৮২।৪৫ শ্লোক এবং 'পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে। ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে॥ ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয় কমলে। যাঁহা নেত্র পড়ে, তাহা দেখয়ে আমারে॥' চৈঃ চঃ ম ২৫ পঃ—বাক্যসমূহ আলোচ্য ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ের সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীউদ্ধব উবাচ

ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদনাদ্যন্তমপাবৃতম্।
সর্ব্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়। শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—ত্বম্ অনাদ্যন্তম্ (আদ্যন্ত-শূন্যম্) অপাবৃতং (নিরাবরণং স্বতন্ত্রং বা) সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম, সর্ব্বেষাম্ অপি ভাবানাং (মহদাদীনাম্) ত্রাণস্থিত্য-প্যয়োদ্ভবঃ (ত্রাণং রক্ষণং স্থিতিঃ জীবনং ত্রাণস্থিতি-সহিতৌ অপ্যয়োদ্ভবৌ যস্মাৎ স ত্বম্ উপাদানকারণমিত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন আপনি অনাদি, অনন্ত, আবরণাদিশূন্য সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম এবং মহদাদি সকল পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি, রক্ষণ ও সংহারের কারণ-স্বরূপ ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ।

যদ্‌যন্মুখ্যং যেষু যেষু প্রভাবজ্ঞানশক্তিভিঃ।
তত্তদ্বিভূতিশব্দোক্তং বস্তু ষোড়শ উচ্যতে ॥

'সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনামি'ত্যাদিনা সর্ব্বেষাং সর্ব্ববৈভবং মত্ত এবেত্যুক্তম্। তৎ শ্রুত্বা প্রাকৃতাপ্রাকৃততদ্বৈভবাস্পদানি জিজ্ঞাসমানস্তস্য সর্ব্বাশ্রয়ত্বমনুবদতি—ত্বং ব্রহ্মেতি, তত্রাপি পরমং ভগবদ্রূপং তত্রাপি সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবদ্রূপং। তত্রাপ্যনাদ্যন্তমপাবৃতমিতি পরিচ্ছিন্নমানুষাকারত্বেঽপি সর্ব্বকালদেশব্যাপকম্। যঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা বিষ্ণুঃ সোঽপি ত্বদংশত্বাত্ত্বমেবেত্যাহ—বিপদ্ভ্যো রক্ষণং ত্রাণং জীবিকা-প্রদানং স্থিতিঃ সর্ব্বেষামপীতি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। ষোড়শ-অধ্যায়ে যে যে মুখ্যবস্তু ভগবানের জ্ঞানাদিশক্তিপ্রভাবে তত্তদ্বিভূতিশব্দবাচ্য—তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

'সমস্ত সিদ্ধিগণের মধ্যে' (ভাঃ ১১।১৫।৩৫)—ইত্যাদি দ্বারা সকলের সকল বৈভব আমা হইতেই, ইহাই বলা হইয়াছে। তাহা স্মরণ করিয়া প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত তদ্বৈভব-আস্পদ-সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বাশ্রয়ত্ব বিষয়ে বলিতেছেন। তাহাতে পরম ভগবদ্রূপ, তাহাতে আবার সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবদ্রূপ, তাহাতেও আবার অনাদি, অনন্ত, অপাবৃত (আবরণ-রহিত)—এইভাবে পরিচ্ছিন্ন মানুষাকার সত্ত্বেও সর্ব্বকালদেশব্যাপকরূপ। যিনি সৃষ্ট্যাদি-কর্ত্তা বিষ্ণু, তিনিও আপনার অংশভূত বলিয়া আপনিই। ত্রাণ—বিপদ্ হইতে রক্ষণ, স্থিতি—জীবিকাপ্রদান, সকলের পর্য্যন্ত ॥ ১ ॥

সারার্থানুদর্শিনী

শ্রীকৃষ্ণ অংশী, বিষ্ণু প্রভৃতি অংশ—

যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা ॥
ভাঃ ১০।৮৫।৩১

শ্রীদেবকীদেবী বলিলেন—হে নিখিলান্তর্যামিন্, আদি-পুরুষ, যাঁহার অংশভূত মহাবৈকুণ্ঠনাথের অংশভূত মহা-পুরুষাংশভূতা প্রকৃতির অংশ পরমাণুমাত্রদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারক্রিয়া সাধিত হয়, আমি অদ্য সেই আপনাকে আশ্রয় করিতেছি।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা—সবার আধার ॥
চৈঃ চঃ ম ৮ পঃ

সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভুর সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ ॥
চৈঃ ভাঃ অ ৬ পঃ

হর্ত্তা, কর্ত্তা, ভর্ত্তা, কৃষ্ণ—সবার রক্ষিতা।
'জগৎ পোষণ করে, জগতের নাথ।'
"সবারে পোষয়ে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-সর্ব্ববল।"
ঐ আঃ ৭ অঃ ॥১॥

উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়মকৃতাত্মভিঃ।
উপাসতে ত্বাং ভগবন্ যাথাতথ্যেন ব্রাহ্মণাঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়। (হে) ভগবন্, ব্রাহ্মণাঃ (বেদতাৎপর্য্যবিদঃ) উচ্চাবচেষু (উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টেষু) ভূতেষু (স্থিতং) অকৃতাত্মভিঃ

(অশোধিতান্তঃকরণৈঃ জনৈঃ) দুজ্ঞেয়ং ত্বাং যাথাতথ্যেন (যথার্থত্বেন সর্ব্বভূতকারণত্বেন) উপাসতে (আরাধয়ন্তি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ। হে ভগবন্, বেদতাৎপর্য্যবিদ্ পুরুষগণ উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট্যাদি সর্ব্বভূতে অবস্থিত এবং অশুদ্ধচিত্ত-জনগণের দুজ্ঞেয় আপনাকে যথার্থরূপে উপাসনা করেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ। যশ্চ ত্বং বিষ্ণুরূপেণ সর্ব্বেষাং কারণং অতএব সর্ব্বেষু ভূতেষু তৎকার্য্যেষু উচ্চাবচেষু চ উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টেষু ত্বাং সন্তং অকৃতাত্মভিঃ ত্বয্যকৃতমনস্কৈঃ ব্রাহ্মণা ব্রহ্ম বেদং বিদন্তীতি বেদজ্ঞা উপাসতে। যাথাতথ্যেন যত্র যত্র ত্বং যথা যথা বর্ত্তসে তত্র তত্র তথা তথৈব ত্বাং তারতম্যে-নোপাসত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে আপনি বিষ্ণুরূপে সকলের কারণ, অতএব তৎকার্য্য উচ্চাবচ—উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান অকৃতাত্ম—আপনাতে অকৃতমনস্ক জনগণের দুজ্ঞেয় আপনাকে ব্রহ্ম বা বেদ জানেন, এই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আপনাকে উপাসনা করেন। যাথাতথ্যরূপে অর্থাৎ আপনি যেখানে যেখানে যে যে ভাবে থাকেন, সেখানে সেখানে সেই সেই ভাবেই আপনাকে তারতম্য অনুসারে উপাসনা করেন ॥২॥

অনুদর্শিনী। "অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।" (ভাঃ ৩।২৯।২১) ভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিলেন—আমি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে অবস্থিত।

উদ্ধব বলিলেন—প্রভো, আপনি অকৃতমনস্ক জনগণের দুজ্ঞেয় কিন্তু বেদজ্ঞগণ আপনাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জানিয়া সেই সেই স্থানে সেই সেই ভাবে আপনার উপাসনা করেন ॥ ২ ॥

যেষু যেষু চ ভূতেষু ভক্ত্যা ত্বাং পরমর্ষয়ঃ।
উপাসীনাঃ প্রপদ্যন্তে সংসিদ্ধিং তদ্বদস্ব মে ॥ ৩ ॥

অন্বয়। পরমর্ষয়ঃ যেষু যেষু ভূতেষু চ ভক্ত্যা ত্বাম্ উপাসীনাঃ (সেবমানাঃ সন্তঃ) সংসিদ্ধিং প্রপদ্যন্তে (লভন্তে) তৎ মে (মহ্যং) বদস্ব (বর্ণয়) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। পরমর্ষিগণ যে যে ভূতে ভক্তিপূর্ব্বক আপনার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ। সর্ব্বত্রোপাসনায়ামপ্যাধিক্যেনোপাসনার্থং বিভূতীঃ পৃচ্ছতি,—যেষু যেম্বিতি। প্রপদ্যন্তে সংসিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বত্রই উপাসনাতে আধিক্যজন্য উপাসনা-নিমিত্ত বিভূতিসমূহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। প্রপত্তি অর্থাৎ সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ৩ ॥

অনুদর্শিনী। লোকহিতকামী উদ্ধব শ্রীভগবানের দ্বারা তাঁহারই বিভূতিসমূহ প্রকাশের জন্য প্রশ্ন করিলেন ॥ ৩ ॥

গূঢ়শ্চরসি ভূতাত্মা ভূতানাং ভূতভাবন।
ন ত্বাং পশ্যন্তি ভূতানি পশ্যন্তং মোহিতানি তে ॥৪॥

অন্বয়। (হে) ভূতভাবন (ভূতানি ভাবয়ন্তি যঃ সঃ) ভূতাত্মা (ভূতানামাত্মা অন্তর্যামী ত্বং) ভূতানাং (প্রাণিনাং মধ্যে) গূঢ়ঃ (অস্ফুটঃ) চরসি। তে (ত্বয়া) মোহিতানি ভূতানি (প্রাণিনঃ) পশ্যন্তং ত্বাং ন পশ্যন্তি ॥৪॥

অনুবাদ। হে ভূতভাবন, আপনি সর্ব্বভূতান্তর্যামী, ভূতগণের মধ্যে গূঢ়রূপে বিচরণ করেন। প্রাণিগণ আপনাকর্ত্তৃক মোহিত হইয়া আপনি তাহাদিগকে দেখিলেও তাহারা আপনাকে দেখিতে পায় না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ। দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বমাহ—গূঢ় ইতি। ভূতাত্মা সর্ব্বভূতান্তর্যামী ভবন্নপি ভূতভাবনঃ প্রাণিশ্রেয়স্কররূপস্ত্বং ভূতানাং গূঢ় এব অতএব ত্বাং ন পশ্যন্তি। নির্বিসর্গপাঠে হে ভূতভাবন ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। দুজ্ঞেয়ত্ব বিষয়ে বলিতেছেন। ভূতাত্মা—সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী হইয়াও ভূতভাবন—প্রাণিগণের শ্রেয়োবিধাতা আপনি ভূতগণের পক্ষে গূঢ়, অতএব আপনাকে দেখে না। 'ভূতভাবন' ইহার পর বিসর্গ না থাকিলে অর্থ হইবে—হে ভূতভাবন ॥ ৪ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি"।

গী ১৮।৬১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন, সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অন্তর্যামি-পরমাত্মরূপে আমি অবস্থিত।

শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয়। সুতরাং তিনি জীব-হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বদা সকলকে দেখিলেও জীব তাঁহাকে দেখিতে পায় না—

অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্॥

ভাঃ ৪।২৯।৪৪

ভক্তপ্রবর শ্রীনারদ বলিলেন—বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধিপ্রভৃতি উপায়-দ্বারা সতত অনুসন্ধান করিয়াও আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন নাই।

শ্রীভগবান্ জীব-হৃদয়ে কিরূপ গূঢ়ভাবে অবস্থান করেন এবং তিনি সর্ব্বসাক্ষী হইয়াও সকলেরই অদৃশ্য তাহা আমরা শ্রীযম-ভাগবতের বচনেও পাই—

যং বৈ ন গোভির্মনসাসুভির্বা
হৃদা গিরা বাসুভৃতো বিচক্ষতে।
আত্মানমন্তর্হৃদি সন্তমাত্মনাং
চক্ষুর্যথৈবাকৃতয়স্ততঃ পরম্॥ ভাঃ ৬।৩।১৬

এই পরমেশ্বর সর্ব্বজীবের মধ্যে দ্রষ্টা হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন; তথাপি প্রাণিগণ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, চিত্ত ও বাক্যদ্বারা ইহাঁকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। চক্ষুঃ রূপসকলের প্রকাশক বলিয়া যেরূপ রূপসকল চক্ষুকে জানিতে পারে না, সেইরূপ পরমেশ্বর সকলের দ্রষ্টা বলিয়া জীবসকলও তাঁহাকে জানিতে পারে না।

জীবের পরম মঙ্গল বা শ্রেয়ঃ—ভক্তি। "শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিম্" ভাঃ ১০।১৪।৪ সেই ভক্তির ফল শ্রীভগবানের চরণে প্রেম। শ্রীভগবানেরই কৃপায় জীব সেই প্রেমধনে অধিকারী হয়।—তাই ভগবান্ ভূতভাবন "ভূতানি ভাববন্তি প্রেমবন্তি করোতি" (ভাঃ ১০।১।৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ)। অতএব এই কথিত-শ্লোকে উদ্ধব ভগবান্‌কে 'ভূতভাবন' সম্বোধনে তাহাকেই জীবকুলের প্রকৃত শ্রেয়োবিধাতা জানাইয়াছেন।

হৃদয়ে, বাহিরে সর্ব্বত্র গুপ্তভাবে অবস্থিত সেই ভগবান্‌কে সাধারণ লোকে দেখিতে বা জানিতে না পারিলেও তিনি ভক্তের নিকট আত্মগোপন করিতে পারেন না—

"আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥"

চৈঃ চঃ আ ৩ পঃ

সুতরাং আজ ভক্তপ্রবর উদ্ধব সেই গুপ্ত ভগবানের গোপনীয় স্বভাব ব্যক্ত করিয়া মঙ্গলবিধাতা নিজ প্রভুর নিকট জীবমঙ্গল কামনায় 'ভূতাত্মা' 'ভূতভাবন' প্রভৃতি বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন॥ ৪॥

যাঃ কাশ্চ ভূমৌ দিবি বৈ রসায়াং
বিভূতয়ো দিক্ষু মহাবিভূতে।
তা মহ্যমাখ্যাহ্যনুভাবিতাস্তে
নমামি তে তীর্থপদাঙ্ঘ্রি-পদ্মম্॥ ৫॥

অন্বয়। (হে) মহাবিভূতে, ভূমৌ (পৃথিব্যাং) দিবি (স্বর্গে) রসায়াং (রসাতলে) দিক্ষু বৈ (চতুর্দ্দিক্ষু চ) তে তব যাঃ কাঃ চ বিভূতয়ঃ অনুভাবিতাঃ (ত্বয়ৈব কেনচিৎ শক্তিবিশেষেণ সংযোজিতাঃ বর্ত্তন্তে) মহ্যং তাঃ (বিভূতীঃ) আখ্যাহি (বর্ণয়)। তে (তব) তীর্থপদাঙ্ঘ্রিপদ্মং (তীর্থানাং পদঞ্চ তদঙ্ঘ্রিপদ্মঞ্চেতি তৎ) নমামি॥ ৫॥

অনুবাদ। হে মহৈশ্বর্য্যশালিন্, পৃথিবীতে, স্বর্গে, রসাতলে এবং চতুর্দ্দিকে আপনাকর্ত্তৃক অনুভাবিত যে সকল বিভূতি বর্ত্তমান আছে, তাহা আমার নিকট বর্ণনা করুন। সর্ব্বতীর্থের আশ্রয়স্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমি প্রণাম করিতেছি॥ ৫॥

বিশ্বনাথ। তস্মাদগূঢ়াঃ স্ববিভূতীঃ স্বয়মেব প্রকাশয়েত্যাহ—যা ইতি। তে ত্বয়ৈব অনুভাবিতা অনুভবগোচরীকারিতাস্তা, আখ্যাহি ব্রূহ্যনুভাবয় চেতর্থঃ। চিন্ময়স্য

ভগবতশ্চিন্ময়া বিলাসা অংশা উচ্যন্তে মায়াময়াস্তু বিভূতয় ইতি সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ। অত্র তু বিভূতিশব্দেনৈশ্বরং প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্তুমাত্রমেব তথা প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্তুসারশ্চাগ্রিমগ্রন্থদৃষ্ট্যা উচ্যতে ইতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব গূঢ় স্বীয় বিভূতিসমূহ নিজেই প্রকাশ করুন। আপনার (আপনাকর্ত্তৃক) অনুভাবিত অর্থাৎ আপনি যেগুলিকে অনুভবগোচর করাইয়া দেন, সেইগুলি বলুন অর্থাৎ অনুভব করাইয়া দিন। চিন্ময় ভগবানের চিন্ময় বিলাসকে 'অংশ' বলা হয়। বিভূতিসমূহ মায়াময়ী—এইরূপ সর্ব্বত্র ব্যবহার। এখানে কিন্তু বিভূতিশব্দদ্বারা ঈশ্বরসম্বন্ধীয় প্রাকৃত-অপ্রাকৃত বস্তুমাত্রই লক্ষিত। প্রাকৃত-অপ্রাকৃত বস্তুসার পরবর্ত্তী প্রসঙ্গ দর্শন করিয়া বলা হইতেছে, ইহা বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ৫ ॥

অনুদর্শিনী। বদ্ধ জীব নিজ ধারণায় প্রাকৃত ভগবদ্‌বিভূতিকে ভগবান্ মনে করিয়া ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে না বলিয়া ভক্ত-প্রবর উদ্ধব শ্রীভগবান্‌কে উহা অনুভব করাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। কেননা, ভগবানের পাদপদ্মই সকল গুরু-পরম্পরাগণের আশ্রয় ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

এবমেতদহং পৃষ্টঃ প্রশ্নং প্রশ্নবিদাম্বর।
যুযুৎসুনা বিনশনে সপত্নৈরর্জ্জুনেন বৈ ॥ ৬ ॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ (হে) প্রশ্নবিদাম্বর, (প্রশ্নতত্ত্ববিদানাং অম্বরঃ শ্রেষ্ঠঃ) বিনশনে (কুরুক্ষেত্রে) সপত্নৈঃ (দুর্য্যোধনাদিভিঃ সহ) যুযুৎসুনা (যোদ্ধুং ইচ্ছতা) অর্জ্জুনেন বৈ অহম্ এবম্ এতৎ প্রশ্নং (প্রষ্টব্যং) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে প্রশ্নবিদগ্রগণ্য উদ্ধব, কুরুক্ষেত্রে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধাভিলাষী অর্জ্জুন আমাকে এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ। প্রশ্নং প্রষ্টব্যং বিনশনে কুরুক্ষেত্রে ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ। প্রশ্ন প্রষ্টব্য, জিজ্ঞাসার বিষয়। বিনশন—কুরুক্ষেত্র ॥ ৬ ॥

অনুদর্শিনী। নরাবতারভূত সখা অর্জ্জুনের প্রশ্নের ন্যায় সখা উদ্ধবের প্রশ্ন একরূপ হওয়ায় শ্রীভগবান্ শ্লাঘার সহিত উত্তর প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া অর্জ্জুনের নামোল্লেখ করিলেন। শ্রীমদর্জ্জুনের প্রশ্ন—"বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ" গী ১০।১৬-১৭ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

কুরুক্ষেত্র—'কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্'—জাবালোপনিষৎ ১।১ 'তৎক্ষেত্রস্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বম্ প্রসিদ্ধম্।' শ্রীবিশ্বনাথ ০১।১১

অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র দেবযজনক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্ব হেতু প্রসিদ্ধি।

জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিবধং গর্হ্যমধর্ম্ম্যং রাজ্যহেতুকম্।
ততো নিবৃত্তো হন্তাহং হতোঽয়মিতি লৌকিকঃ ॥৭॥

অন্বয়। (যুযুৎসোঃ বিভূতিপ্রশ্নে কঃ প্রসঙ্গস্তত্রাহ) অহং হন্তা (জ্ঞাতীনাং বিনাশকঃ) অয়ং (জ্ঞাতিজনঃ) হতঃ (ময়া বিনষ্টঃ) ইতি (এবং) লৌকিকঃ (প্রাকৃতমতিঃ অর্জ্জুনঃ) রাজ্যহেতুকং (রাজ্যলাভার্থং) জ্ঞাতিবধং গর্হ্যং (নিন্দ্যম্) অধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মবিগর্হিতং) জ্ঞাত্বা ততঃ (জ্ঞাতিবধাৎ) নিবৃত্তঃ (অভূৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। 'আমি হন্তা এবং এই ব্যক্তি আমাকর্ত্তৃক হত' এইরূপ বুদ্ধিতে প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া অর্জ্জুন রাজ্যলাভহেতু জ্ঞাতিবধকে নিন্দনীয় ও ধর্ম্মবিগর্হিত জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

স তদা পুরুষব্যাঘ্রো যুক্ত্যা মে প্রতিবোধিতঃ।
অভ্যভাষত মামেবং যথা ত্বং রণমূর্দ্ধনি ॥ ৮ ॥

অন্বয়। (হে) পুরুষব্যাঘ্র (পুরুষশ্রেষ্ঠ) তদা সঃ (অর্জ্জুনঃ) মে (ময়া) যুক্ত্যা (যুক্তিতঃ) প্রতিবোধিতঃ (সন্) রণমূর্দ্ধনি (সংগ্রামমুখে) মাং এবম্ অভ্যভাষত (পৃষ্টবান্) যথা ত্বম্ (অভিভাষসে) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি যেমন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, এইরূপ অর্জ্জুন আমার যুক্তিদ্বারা

প্রতিবোধিত হইয়াও রণক্ষেত্রে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ। যুযুৎসোরর্জ্জুনস্য বিভূতিপ্রশ্নে কঃ প্রসঙ্গস্তত্রাহ,—জ্ঞাত্বেতি। রাজ্যহেতুকং জ্ঞাতিবধং অধর্ম্মং জ্ঞাত্বা তস্মান্নিবৃত্তঃ। কীদৃশঃ অস্য হন্তা অহং ময়ায়ং হত ইত্যেবং লৌকিকং প্রাকৃতলোকে ভবং চেষ্টিতং যস্য সঃ ॥ ৭-৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক অর্জ্জুনের বিভূতি-প্রশ্নে কি প্রসঙ্গ, সেই বিষয়ে বলিতেছেন। রাজ্যহেতু জ্ঞাতিবধ অধর্ম্ম জানিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিল। ইহার হন্তা কিরূপ? না, আমি। আমা কর্ত্তৃক হত, এইরূপ লৌকিক অর্থাৎ প্রাকৃতলোকে উৎপন্ন যাহার চেষ্টিত বা ক্রিয়া ॥ ৭ ৮ ॥

অনুদর্শিনী। গীতা ১।২৮-৪৫ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥৭-৮॥

অহমাত্মোদ্ধবামীষাং ভূতানাং সুহৃদীশ্বরঃ।
অহং সর্ব্বাণি ভূতানি তেষাং স্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ ॥৯॥

অন্বয়। (হে) উদ্ধব, অহম্ অমীষাং ভূতানাং আত্মা (পরমাত্মা) সুহৃৎ (হিতকারী) ঈশ্বরঃ (নিয়ন্তা), অহং সর্ব্বাণি ভূতানি, তেষাং (সর্ব্বভূতানাং) স্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ (স্থিতিঃ জীবনং, উদ্ভবঃ উৎপত্তিকারণং, অপ্যয়ঃ বিনাশকারণং ভবামীতি শেষঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, আমি এই ভূতগণের আত্মা, সুহৃৎ এবং ঈশ্বর ; আমিই সর্ব্বভূতস্বরূপ এবং সর্ব্বভূতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার কারণ স্বরূপ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ। তা বিভূতীঃ সামান্যতঃ কথয়তি ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেই বিভূতিগুলি সাধারণভাবে বলিতেছেন ॥ ৯ ॥

অহং গতির্গতিমতাং কালঃ কলয়তামহম্।
গুণানাঞ্চাপ্যহং সাম্যং গুণিন্যৌৎপত্তিকো গুণঃ ॥১০॥

অন্বয়। অহং গতিমতাং গতিঃ (ফলং) অহং কলয়তাং (বশীকুর্ব্বতাং মধ্যে) কালঃ, গুণানাং (সত্ত্বাদীনাং মধ্যে) অপি চ অহং সাম্যং (প্রকৃতিঃ) গুণিনি (ধর্ম্মিণি) উৎপত্তিকঃ (স্বাভাবিকঃ যঃ) গুণঃ (সোঽহং) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। আমি গতিবিশিষ্টদিগের গতিস্বরূপ, বশীকর্ত্তৃ পুরুষগণের মধ্যে কালস্বরূপ, সত্ত্বাদিগুণসমূহের মধ্যে প্রকৃতি এবং গুণিবস্তুর মধ্যে স্বাভাবিক গুণ-স্বরূপ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ। বিশেষতো বিভূতীরাহ,—অহমিতি। অত্র প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্তুসারা এব বিভূতয় উচ্যন্তে। তাশ্চ ক্বচিন্নির্দ্ধারণষষ্ঠ্যা ক্বচিৎ সম্বন্ধষষ্ঠ্যা চাস্মচ্ছব্দসমানাধিকরণাঃ প্রথমান্তা দ্বিতীয়ান্তাশ্চ জ্ঞেয়াঃ। গতিমতাং কর্ম্মি-জ্ঞানিপ্রভৃতীনাং গতিঃ প্রাপ্যফলং কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং মধ্যে কালঃ সাম্যং প্রকৃতিঃ। গুণিনি ধর্ম্মিণি উৎপত্তিকঃ স্বাভাবিকো যো গুণঃ সোঽহম্। যথা আকাশে শব্দঃ ॥ ০॥

বঙ্গানুবাদ। বিশেষভাবে বিভূতিগুলি বলিতেছেন। এখানে প্রাকৃত-অপ্রাকৃত-বস্তুসারগুলিকেই বিভূতি বলা হইতেছে। (ব্যাকরণ)—কোনও স্থলে সেগুলিকে নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী, কোনও স্থলে বা সম্বন্ধে ষষ্ঠী প্রয়োগদ্বারা প্রথমান্ত 'অহং' ও দ্বিতীয়ান্ত 'মাং' (যেমন ১৫, ১৬ শ্লোকে) এইরূপ 'অস্মৎ' শব্দের সমানাধিকরণভূত বলিয়া জানিতে হইবে। গতিমৎ অর্থাৎ কর্ম্মিজ্ঞানি প্রভৃতিগণের গতি-প্রাপ্য ফল। কলয়ৎ অর্থাৎ বশীকরণশীলিগণের মধ্যে কাল, সাম্য প্রকৃতি। গুণী অর্থাৎ ধর্ম্মযুক্ত, বস্তুতে ঔৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক যে গুণ সেই আমি। যেমন আকাশে শব্দ ॥ ১০॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবানই সকলের গতি এবং সর্ব্বময়। 'কালঃ কলয়তামহম্' গী ১০।৩০, 'শব্দঃ খে' গী ৭।৮ ॥১০॥

গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহম্।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়। অহং গুণিনাম্ (ধর্ম্মিণাং) অপি সূত্রং (প্রথমকার্য্যং) অহং মহতাং চ মধ্যে মহান্ (মহত্তত্ত্বং) অহং সূক্ষ্মাণাম্ (মধ্যে) অপি জীবঃ (সূক্ষ্মোপাধিত্বাৎ দুর্জ্ঞেয়ত্বাচ্চ জীবস্য সূক্ষ্মত্বং) দুর্জ্জয়ানাং (বস্তূনাং মধ্যে) অহং মনঃ ॥১১॥

অনুবাদ। আমি গুণিগণের মধ্যে সূত্র, মহদ্বস্তুর মধ্যে মহত্তত্ব, সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে জীবস্বরূপ এবং দুর্জ্জয় পদার্থের মধ্যে মনঃস্বরূপ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ। সূত্রং সূত্রতত্ত্বং প্রাণ ইত্যর্থঃ। মহতাং মহত্তত্ত্ববতামন্তঃকরণানাং মধ্যে মহাংশ্চিত্তমিত্যর্থঃ। জীব ইতি। এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশেতি। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ" ইতি। 'আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ' ইত্যাদি শ্রুতিঃ॥ অত্র জীবস্য পরমাণু-প্রমাণত্বেঽপি সম্পূর্ণদেহব্যাপিশক্তিমত্ত্বং জতু-জটিতস্য মহামণের্মহৌষধিখণ্ডস্য চ শিরসি ধৃতস্য পূর্ণদেহপুষ্টী-করিষ্ণুশক্তিত্বমিব ন বিরুদ্ধম্ ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ। সূত্র—সূত্রতত্ত্বপ্রাণ। মহদ্‌গণের অর্থাৎ মহত্তত্ত্ববান্ বা অন্তঃকরণের মধ্যে মহান্ অর্থাৎ চিত্ত। জীব—শ্রুতি বলিতেছেন—(মুণ্ডক ৩।১।৯) এই যে অণুপরিমাণ আত্মা, ইহাকে চেতঃ বা চিত্তদ্বারা জানিতে পারা যায়, যাহাতে প্রাণ পঞ্চবিভাগে প্রবিষ্ট। 'কেশাগ্রের শতভাগকে বহুশতবার বিভাগ করিলে যে সূক্ষ্ম ভাগ হয়, জীব—সেইরূপ সূক্ষ্ম (শ্বেতাশ্বতর ৫।৯), 'সূচ্যগ্রমাত্র ক্ষুদ্ররূপে দৃষ্ট'। এস্থলে জীব পরমাণু প্রমাণ হইলেও সম্পূর্ণ-দেহব্যাপিশক্তিমান্, যেমন জতুজটিত মহামণি যে মহৌষধি তাহার খণ্ডমাত্র শিরোধৃত হইয়া পূর্ণভাবে দেহের পুষ্টিবিধান করিতে সমর্থ, সেইরূপ, ইহাতে কিছু বিরুদ্ধ ভাব নাই ॥১১॥

অনুদর্শিনী। বাসুদেবই—চিত্ত—

যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্।
যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্॥

ভাঃ ৩।২৬।২১

শ্রীকপিলদেব মাতাকে বলিলেন—যে চিত্ত সত্ত্বগুণ-সমন্বিত, বিশদ, রাগাদিরহিত, ভগবদুপলব্ধিস্থানভূত, পণ্ডিতগণ যাহাকে 'বাসুদেব' নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই চিত্তই মহত্তত্ত্বের স্বরূপ।

জীবস্বরূপ-পরিমাণ—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥

কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিলে তাহার শত-শতাংশসদৃশ স্বরূপই জীবের সূক্ষ্মস্বরূপ ;—জীব চিৎকণ ও সংখ্যাতীত।

কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি॥

চৈঃ চঃ ম ১৯প

পরমাণুপ্রমাণ আত্মার সর্ব্বদেহব্যাপ্তিত্ব—

"গুণাদ্বালোকবৎ।" বেদান্তদর্শন ২য় অঃ ৩য় পাঃ ২৪সূ।

জীব অণু হইলেও চেতয়িতৃত্বলক্ষণ চিদ্‌গুণ-দ্বারা আলোকের মত সমস্ত শরীর ব্যাপী হইয়া থাকে। সূর্য্য প্রভৃতির আলোক যেমন একদেশস্থিত হইয়াও প্রভাদ্বারা সমস্ত খগোল ব্যাপ্ত করে জীবও তাহার মত সকল দেহ ব্যাপ্ত করে। ভগবান্ নিজেই ঐ প্রকার বলিয়াছেন—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥

গী ১৩।৩৩

অর্থাৎ "আদিত্য যেমন একাকী এই অখিল লোক ব্যক্ত করেন, জীবও তাহার ন্যায় সকল শরীর প্রকাশিত করে।"

—শ্রীবলদেব ॥১১॥

হিরণ্যগর্ভো বেদানাং মন্ত্রাণাং প্রণবস্ত্রিবৃৎ।
অক্ষরাণামকারোঽস্মি পদানি ছন্দসামহম্ ॥১২॥

অন্বয়। (অহং) বেদানাং (তেষামধ্যাপকানাং মধ্যে) হিরণ্যগর্ভঃ (ব্রহ্মা), মন্ত্রাণাং (মধ্যে) ত্রিবৃৎ প্রণবঃ, (অস্মি), অক্ষরাণাং (মধ্যে) অকারঃ অস্মি, ছন্দসাং (মধ্যে) পদানি (ত্রিপদা গায়ত্রী ভবামি) ॥১২॥

অনুবাদ। আমি বেদাধ্যাপকগণের মধ্যে ব্রহ্মা, মন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রণব, অক্ষরসমূহের মধ্যে অকার এবং ছন্দসমূহের মধ্যে ত্রিপদা গায়ত্রীস্বরূপ ॥১২॥

বিশ্বনাথ। বেদানাং বেদাধ্যাপকানাং মধ্যে হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মা। পদানি ত্রিপদা গায়ত্রীত্যর্থঃ ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ। বেদ অর্থাৎ বেদাধ্যাপকগণের মধ্যে হিরণ্যগর্ভ—ব্রহ্মা। পদ অর্থাৎ ত্রিপদা গায়ত্রী ॥১২॥

অনুদর্শিনী। "ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ" গী ১০।৩৩; "গায়ত্রী ছন্দসামহম্।" গী ১০।৩৪ অর্থাৎ আমি চতুর্মুখ ব্রহ্মা। ছন্দদিগের মধ্যে আমি গায়ত্রী ॥১২॥

ইন্দ্রোঽহং সর্ব্বদেবানাং বসূনামস্মি হব্যবাট্।
আদিত্যানামহং বিষ্ণূ রুদ্রাণাং নীললোহিতঃ ॥১৩॥

অন্বয়। সর্ব্বদেবানাং (মধ্যে) অহং ইন্দ্রঃ, বসূনাং (মধ্যে অহং) হব্যবাট্ (পাবকঃ) অস্মি, আদিত্যানাং (মধ্যে অহং বিষ্ণুঃ (বামনঃ) রুদ্রাণাম্ (একাদশানাং অহং) নীললোহিতঃ (নীলঃ কণ্ঠে লোহিতঃ কেশে গুণো বিদ্যতে অস্য ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শিবঃ) ॥১৩॥

অনুবাদ। আমি দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, বসুগণের মধ্যে অগ্নি, আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু এবং রুদ্রগণের মধ্যে শিব-স্বরূপ ॥১৩॥

ব্রহ্মর্ষীণাং ভৃগুরহং রাজর্ষীণামহং মনুঃ।
দেবর্ষীণাং নারদোঽহং হবির্দ্ধান্যস্মি ধেনুষু ॥১৪॥

অন্বয়। ব্রহ্মর্ষীণাং (মধ্যে) অহং ভৃগুঃ, রাজর্ষীণাং (মধ্যে) অহং মনুঃ, দেবর্ষীণাং (মধ্যে) অহম্ নারদঃ, ধেনুষু (মধ্যে) অহং হবির্দ্ধানী (কামধেনুরস্মি) ॥ ১৪॥

অনুবাদ। আমি ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, রাজর্ষিগণের মধ্যে মনু, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ এবং ধেনুগণের মধ্যে কামধেনুস্বরূপ ॥১৪॥

বিশ্বনাথ। হবির্ধানী কামধেনুঃ ।১৪।

বঙ্গানুবাদ। হবির্ধানী অর্থাৎ কামধেনু ॥১৪॥

অনুদর্শিনী। "ধেনূনামস্মি কামধুক্" গী ১০।২৮ অর্থাৎ ধেনুগণের মধ্যে আমি কামধেনু ॥১৪॥

সিদ্ধেশ্বরাণাং কপিলঃ সুপর্ণোঽহং পতত্রিণাম্।
প্রজাপতীনাং দক্ষোঽহং পিতৃণামহমর্যমা ॥১৫॥

অন্বয়। সিদ্ধেশ্বরাণাং (মধ্যে) অহং কপিলঃ (অস্মি) পতত্রিণাং পক্ষিণাং (মধ্যে) অহং সুপর্ণঃ (গরুড়ঃ), প্রজাপতীনাং মধ্যে) অহং দক্ষঃ, পিতৃণাং (মধ্যে) অহম্ অর্য্যমা (ভবামি) ॥১৫॥

অনুবাদ। আমি সিদ্ধেশ্বরগণমধ্যে কপিল, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, প্রজাপতিগণের মধ্যে দক্ষ এবং পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা ॥১৫॥

মাং বিদ্ধ্যুদ্ধব দৈত্যানাং প্রহ্লাদমসুরেশ্বরম্।
সোমং নক্ষত্রৌষধীনাং ধনেশং যক্ষরক্ষসাম্ ॥১৬॥

অন্বয়। (হে) উদ্ধব, দৈত্যানাং (মধ্যে) মাং অসুরেশ্বরং প্রহ্লাদং বিদ্ধি (জানীহি) নক্ষত্রৌষধীনাং (মধ্যে) সোমং (চন্দ্রং) যক্ষরক্ষসাং (যক্ষণাং রক্ষসাঞ্চ (মধ্যে) ধনেশং (কুবেরং) বিদ্ধি ॥১৬॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, আমাকে দৈত্যদিগের মধ্যে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ, নক্ষত্র ও ওষধিগণের মধ্যে চন্দ্র এবং যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে ধনাধিপতি কুবের বলিয়া জানিবে।

বিশ্বনাথ। নক্ষত্রৌষধীনাং প্রভুং সোমং যক্ষরক্ষসাং প্রভুম্ ॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ। 'নক্ষত্রৌষধিগণের প্রভু সোম, যক্ষ রাক্ষসগণের প্রভু (কুবের)

অনুদর্শিনী। 'নক্ষত্রাণামহং শশী।' গীতা ১০।২১
'বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।'
গীতা ১০।২৩।১৬

ঐরাবতং গজেন্দ্রানাং যাদসাং বরুণং প্রভুম্।
তপতাং দ্যুমতাং সূর্য্যং মনুষ্যাণাঞ্চ ভূপতিম্ ॥১৭॥

অন্বয়। (মাং) গজেন্দ্রানাং (মধ্যে) ঐরাবতং, যাদসাং (জলচরাং মধ্যে তেষাং) প্রভুং বরুণং, তপতাং (প্রতাপতাং) দ্যুমতাং (দীপ্তিমতাঞ্চ মধ্যে) সূর্য্যং, মনুষ্যাণাং (মধ্যে) ভূপতিং (রাজানং বিদ্ধি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। আমাকে গজেন্দ্রগণমধ্যে ঐরাবত, জলজন্তুগণেরও প্রভু বরুণ, তেজস্বী ও দীপ্তিমান্ বস্তুসমূহের মধ্যে সূর্য্য এবং মনুষ্যগণ মধ্যে নরপতি বলিয়া জান ॥১৭॥

বিশ্বনাথ। গজেন্দ্রাণাং মধ্যে যাদসান্ত প্রভুম্ ॥১৭

বঙ্গানুবাদ। গজেন্দ্রগণের মধ্যে, কিন্তু জলজন্তুগণের প্রভু ॥১৭॥

অনুদর্শিনী। "ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং" গীতা ১০।২৭
"বরুণো যাদসামহম্।" গীতা ১০।২৯

উচ্চৈঃশ্রবাস্তুরঙ্গাণাং ধাতূনামস্মি কাঞ্চনম্।
যমঃ সংযমতাঞ্চাহং সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥১৮॥

অন্বয়। অহং তুরঙ্গাণাং (অশ্বানাং মধ্যে) উচ্চৈঃশ্রবাঃ (স্বনামখ্যাত ঘোটকঃ) ধাতূনাং (মধ্যে) কাঞ্চনং (সুবর্ণম্) অস্মি, সংযমতাং (দণ্ডয়তাং মধ্যে) যমঃ, সর্পাণাং (মধ্যে) বাসুকিঃ অস্মি ॥১৮॥

অনুবাদ। আমি অশ্বসমূহের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, ধাতু সকলের মধ্যে আমি স্বর্ণ, দণ্ডদাতৃগণের মধ্যে আমি যম এবং সর্পসমূহের মধ্যে আমি বাসুকি ॥১৮॥

বিশ্বনাথ। সংযমতাং দণ্ডয়তাম্ ॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ। সংযমনকারিগণ—দণ্ডদানকারিগণ ॥১৮॥

অনুদর্শিনী। "যমঃ সংযমতামহম্"।
গীতা ১০।২৯ ॥১৮॥

নাগেন্দ্রাণামনন্তোঽহং মৃগেন্দ্রঃ শৃঙ্গিদংষ্ট্রিণাম্।
আশ্রমাণামহং তুর্য্যো বর্ণানাং প্রথমোঽনঘ ॥১৯॥

অন্বয়। (হে) অনঘ (নিষ্পাপ উদ্ধব) অহং নাগেন্দ্রাণাং (সর্পশ্রেষ্ঠানাং মধ্যে) অনন্ত (শেষাখ্যঃ নাগঃ) শৃঙ্গিদংষ্ট্রিণাং (শৃঙ্গিণাং দংষ্ট্রিণাঞ্চ মধ্যে) মৃগেন্দ্রঃ (তেষাং প্রভুর্ব্বা শৃঙ্গিণাং মধ্যে মৃগেন্দ্রঃ কৃষ্ণসারঃ, দংষ্ট্রিণাং মধ্যে মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ) অহং আশ্রমাণাং (মধ্যে) তুর্য্যঃ (সন্ন্যাসঃ) বর্ণানাং (মধ্যে) প্রথমঃ (ব্রাহ্মণঃ অস্মি) ॥১৯॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, আমি সর্পগণের মধ্যে অনন্ত, শৃঙ্গিগণের মধ্যে কৃষ্ণসার, দংষ্ট্রিগণের মধ্যে সিংহ, আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাস এবং বর্ণসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণ ॥১৯॥

বিশ্বনাথ। শৃঙ্গিণাং মধ্যে মৃগেন্দ্রঃ কৃষ্ণসারঃ। দংষ্ট্রিণাং মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ তুর্য্যঃ সন্ন্যাসঃ প্রথমো ব্রাহ্মণঃ ॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ। শৃঙ্গিগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র কৃষ্ণসার, দংষ্ট্রিগণের (দন্তসহায় জীব) মধ্যে সিংহ। তুর্য্য অর্থাৎ সন্ন্যাস। প্রথম—ব্রাহ্মণ ॥১৯॥

অনুদর্শিনী। "মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহম্"।
গীতা ১০।৩০ ॥১৯॥

তীর্থানাং স্রোতসাং গঙ্গা সমুদ্রঃ সরসামহম্।
আয়ুধানাং ধনুরহং ত্রিপুরঘ্নো ধনুষ্মতাম্ ॥২০॥

অন্বয়। অহং তীর্থানাং স্রোতসাং (প্রবাহানাং মধ্যে) গঙ্গা, সরসাং (স্থিরোদকাশয়ানাং মধ্যে) সমুদ্রঃ আয়ুধানাং (অস্ত্রাণাং মধ্যে) ধনুঃ, ধনুষ্মতাং (ধনুর্দ্ধরাণাং মধ্যে) ত্রিপুরঘ্নঃ (ত্রিপুরঃ হন্তীতি শিবঃ অস্মি) ॥২০॥

অন্বয়। আমি তীর্থ ও প্রবাহগণমধ্যে গঙ্গা, স্থির-জলাশয়সমূহের মধ্যে সমুদ্র, অস্ত্রসমূহের মধ্যে ধনু এবং ধনুর্দ্ধারিগণের মধ্যে শিব ॥২০॥

বিশ্বনাথ। সরসাং স্থিরজলাশয়াম্ ॥২০॥

বঙ্গানুবাদ। সরঃসমূহ—স্থির-জলাশয়গুলির মধ্যে সমুদ্র ॥২০॥

অনুদর্শিনী। "সরসামস্মি সাগরম্"।
গীতা ১০।২৪ ॥২০॥

ধিষ্ণ্যানামস্ম্যহং মেরুর্গহনানাং হিমালয়ঃ।
বনস্পতীনামশ্বত্থ ঔষধীনামহং যবঃ ॥২১॥

অন্বয়। অহং ধিষ্ণ্যানাং (নিবাসস্থানানাং মধ্যে) মেরুঃ (সুমেরুঃ) অস্মি, গহনানাং (দুর্গমানাং মধ্যে চ) হিমালয়ঃ, বনস্পতীনাং (বৃক্ষানাং মধ্যে) অশ্বত্থঃ, ঔষধীনাং (মধ্যে) অহং যবঃ (অস্মি) ॥২১॥

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধান্তর্গত ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে ঊনত্রিংশৎ
অধ্যায় পর্য্যন্ত মূল শ্লোক, অন্বয় (শ্রীধরস্বামিপাদের আনুগত্যে),
অনুবাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-প্রবর মহামহোপাধ্যায়
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী
টীকা, উক্ত টীকার বঙ্গানুবাদ এবং তদানু-
গত্যে সারার্থানুদর্শিনী টীকা সহিত।

[সতীর্থ পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, কবিভূষণ, এম্, এ,
বি, এল্, মহোদয় শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকার বঙ্গানুবাদকার্য্যে
সহায়তা করায় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপিত হইল]